ফতোওয়ায়ে আলমগীরী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক
বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্‌ফার মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী (তৃতীয় খণ্ড)
[উন্নয়ন প্রকল্প]
সম্পাদক ঃ বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফার মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব আলমগীর (র)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ঃ ১৪০৯
যিলহজ্জ ঃ ১৪২৩
ফেব্রুয়ারি ঃ ২০০৩

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২০৬
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২০৮৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৯
ISBN : 984-06-0707-3

প্রকাশক
মুহাম্মদ নুরুল আমিন
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭

কম্পিউটার কম্পোজ
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক-৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/এ, নয়াপল্টন, ঢাকা

মূল্য: ৫৩০.০০ টাকা।

FATAWA-E-ALAMGIREE (A Commentary on the Islamic Laws) (3rd Volume) : Edited by Badshah Abul Mazaffar Muhammad Maheeuddin Awrongzeb (Rh.) in Arabic, translated and edited by a board sponsored by Islamic Foundation Bangladesh and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207. February 2003

মহাপরিচালকের কথা

মুঘল সম্রাট আওরংগজেব 'বাদশাহ আলমগীর' নামে খ্যাত। তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে এই বিশাল সাম্রাজ্যের সার্বিক কল্যাণ সাধনে মনোনিবেশ করেন। তখনকার দিনে জাতীয় জীবনে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তা রোধ করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, সমাজ জীবনে অনাবিল ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মানুষের জীবনে করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম সম্পর্কে কুরআন এবং হাদীসে যে সব বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বিধৃত হয়েছে, সময়ের আবর্তনের ফলে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার সমাধান সে আলোকে প্রদানের জন্য বাদশাহ আলমগীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কিরাম ও পণ্ডিতমণ্ডলীর সমন্বয়ে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে একটি 'ফিকহ্ বোর্ড' গঠন করেন। দীর্ঘ আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে উক্ত বোর্ডের দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম সুবৃহৎ ছয়টি খণ্ডে গ্রন্থখানি সংকলন করেন। এই গ্রন্থই জগদ্বিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' যা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত।

বাংলার জনগণকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে রক্ষাকল্পে, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্তে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত চিরশান্তি ও কল্যাণের ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাপক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। ফিকহ্ ও ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় রচিত ও সংকলিত। এ অবস্থায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগই মূলতঃ এ সব মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে এ দেশের মানুষকে ইসলাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এবং দিচ্ছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, এবার প্রকাশিত হলো তৃতীয় খণ্ডের বংগানুবাদ। এটি আমাদের জন্য এক পরম আনন্দ ও গৌরবের ব্যাপার। এ জন্য আমি মহান আল্লাহ্র দরবারে জানাই অশেষ শুকরিয়া। মুবারকবাদ জানাই বিজ্ঞ অনুবাদককে, যিনি মেধা ও শ্রম ব্যয়ে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থখানিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই প্রাজ্ঞ সম্পাদককে। আমি ধন্যবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানাই অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে। গ্রন্থখানির মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিও রইল আমার শুভেচ্ছা আর এদের সবার জন্য রইল আমার আন্তরিক দু'আ। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে বইটি গ্রহণযোগ্য হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ফাতাওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের ফায়সালা। 'ফাত্ওয়া'.শব্দটির উৎপত্তি 'ফাতা' থেকে, যার শাব্দিক অর্থ স্পষ্টকরণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি। পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রায়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন ও সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ছাড়াও সীরাত, তাফসীর, ফিকহ্ এবং মাসআলা-মাসাইল সংক্রান্ত বিশ্ববিখ্যাত আকর গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ করে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করছে।

বিশ্বখ্যাত ফাত্ওয়া গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী অন্যতম। এটি হানাফী মাযহাবের একটি সুবৃহৎ, নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ফাত্ওয়া গ্রন্থ। এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন ও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে উদ্ভূত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার সমাধান পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দিক-নির্দেশনা দানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ইসলামী আইনের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও নন্দিত। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে সুশৃঙ্খল সমাজ কাঠামো বিনির্মাণেও এ গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহকে নানা সংকটে দিক-নির্দেশনা দান করে আসছে।

বিশ্বনন্দিত এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে পেরে আমরা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুক্রিয়া জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। প্রুফ দেখার জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ আনজাম দিয়েছেন জনাব আবদুস সামাদ, এই সাথে তাঁকে এবং অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের সহকর্মীদের জানাই ধন্যবাদ।

গ্রন্থখানি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে মুদ্রণের চেষ্টায় আমাদের কোন ত্রুটি হয়নি। তবুও কিছু ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এরূপ কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মুদ্রণ প্রমাদ সুধীজনের নজরে এলে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা পরিমার্জনের ব্যবস্থা করবো ইনশাআল্লাহ্।

মুহাম্মদ নুরুল আমিন
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকবৃন্দ

১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী
২. মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্

সম্পাদকবৃন্দ

১. মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ্
২. মাওলানা মোঃ আবু তাহের মেসবাহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্‌র জন্য যিনি শরীআতের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনে একক ও অদ্বিতীয়, যিনি হালাল ও হারামের নির্দেশাবলী তথা বিধানাবলী সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতাবান সত্তা এবং যিনি উলামা ও ফুকাহায়ে কিরামের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে দিরায়াতে তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। এরই ফলশ্রুতিতে দৈনন্দিন জীবনে ঘটমান বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁরা লোকদেরকে পদস্খলনের অনভিপ্রেত অবস্থা থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে এবং হিদায়াতের পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞার আলোকরশ্মিতে রিওয়াতে চন্দ্রকে আলোকময় করেছেন।

সালাত ও সালাম ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি রিসালাতের ময়দানে সর্বশেষে আবির্ভূত হয়েছেন বটে, কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে সকলের ঊর্ধ্বে, যিনি হিদায়াতের পথের অন্তরায় প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করেছেন এবং যিনি উন্মোচিত করেছেন নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাকে। অর্থাৎ তাঁকে উসীলা করে আম্বিয়ায়ে কিরামকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করার ধারা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই মাধ্যমে নবূওয়াত ও রিসালতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। আর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবীর প্রতি।

বস্তুত ফিকহ্ হচ্ছে হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য রেখা এবং আমলের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণের এক সঠিক মানদণ্ড। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্ভূত সমস্যাসমূহের গতিময়তা কখনো স্থির থাকে না এবং এর পর্বতশৃঙ্গ এত ঊর্ধ্বে যা চোখের দৃষ্টিতে ধরা যায় না। তা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যত গ্রন্থ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা না করে কেবল বিশেষ কোন মাসআলা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাসমূহ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার ফলে প্রমাণ তালাশকারী ব্যক্তি এমনভাবে বিতর্কে জড়িয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন তারকাবিহীন অন্ধকার রজনীতে পানিহীন মরু বিয়াবানে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির তালাশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে। অনুরূপ যারা ইসলামী বিধি-বিধান গ্রহণের ক্ষেত্রে বেপরোয়া, তাঁরা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী বিষয়াদি গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়ে পড়ে সংকীর্ণমনা, ঐ ব্যক্তির মত যে রাতের আঁধারে নিজের সামান হারিয়ে এর তালাশে হন্যে হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। এমনি করে তাদের অধিকাংশই সুন্নাহ্‌র আলো ছেড়ে রাতকানা হয়ে খাহিশাতের অগ্নির দিকে ছুটে চলে এবং ধাবমান হয় বিদ্‌'আত ও বাতুলতার অকল্যাণকর পথের দিকে। ফলে পার্থক্য করতে পারে না তারা সত্য-মিথ্যা এবং হক ও না-হকের মাঝে। আরো ধেয়ে চলে তারা এক ময়দানে

তীহের পর আরেক ময়দানে তীহের দিকে। ফলে খুঁজে পায় না তারা গন্তব্য পথের কোন সঠিক পথ-প্রদর্শক। পায় কেবল এক নির্বোধের পর আরেক নির্বোধকে।

এহেন নাজুক অবস্থায় মহান আল্লাহ্ তা'আলা দানবীর, রণকুশলী, মহাবীর, অপরাজিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাতিলের আতংক, আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় আপোসহীন, গভীর জ্ঞানের অধিকারী, মহাপণ্ডিত, আল্লাহ্ভীতি, পরহেযগারী ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক, আমীরুল মু'মিনীন, রঈসুল মুসলিমীন, ইমামুল মুজাহিদীন মহান রাষ্ট্রনায়ক আবূ মুজাফ্ফর মুহীউদ্দীন বাহাদুর ওরফে বাদশাহ আওরংগযেব আলমগীর গাযীর মাধ্যমে এই উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ করেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাজত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেন। তাঁর অনুগ্রহকে সকল সৃষ্টির প্রতি ব্যাপক করে দেন এবং হিসাবের দিন তিনি তাঁর ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁরা তাঁদের স্বজনদের নিকট ফিরে যাবে প্রফুল্লচিত্তে; আর সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্ তাঁকে ঐ সমস্ত লোক থেকে, যারা পশ্চাৎদিকে ফিরে যাবে নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ আলমগীর (র)-এর হৃদয়ে এমন একটি বিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব সংকলনের বিষয় ইলহাম করেন যাতে এমন দীর্ঘ বর্ণনার অবতারণা হবে না যা হবে বিরক্তিকর; বরং এতে থাকবে সহীহ্ বর্ণনাসমূহ ও অখণ্ডনীয় যুক্তিমালা। আর এতে স্পষ্ট বলে দেওয়া হবে দুর্বল ও সঠিক অভিমতসমূহ, যাতে লাজীন (কর্তিত পাতা) ও লুজায়ন (রৌপ্য) এবং হিজান (দ্রুতগামী উট) ও হুজায়ন (কমীনা)-এর মধ্যে কোনরূপ সংশয় না থাকে। বস্তুত এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতো কেবল এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং যার নিকট হিদায়াত ও গুমরাহীর পথ স্পষ্ট।

এতদুদ্দেশ্যে বাদশাহ আলমগীর (র) এই বিষয়ের ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন যুগশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরামকে একত্রিত করেন এবং সংগ্রহ করেন এ বিষয়ে লিখিত বড় বড় গ্রন্থসমূহ। তারপর তিনি তাঁদেরকে এ সব কিতাব ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ সংকলন করার প্রতি ইংগিত করে এবং বলেন এমন একটি কিতাব প্রণয়ন করতে যাতে থাকবে যাহিরী রিওয়ায়াতসমূহ যে সব রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আলিমগণ সকলেই একমত এবং যার ভিত্তিতে ফকীহ্গণ ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। আর তিনি তাদেরকে এমন নাদির-দুর্লভ বর্ণনাসমূহও জমা করার আদেশ করেন যা আলিমগণ বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যাতে আমলের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও পরহেযগারী হাতছাড়া না হয় এবং যাতে এ ক্ষেত্রে বিঘ্নতা ও পদস্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বাদশাহের নির্দেশে উলামায়ে কিরাম ফিকহ্শাস্ত্রের খাযানা থেকে মণি-মুক্তা ও মোতিসমূহ কুড়িয়ে একত্রিত করতে এবং বিক্ষিপ্ত মাসআলাসমূহ জমা করতে আরম্ভ করলেন আর এমনভাবে মাসআলাসমূহ সংকলন করলেন যে, কোন্ কাজটি শুদ্ধ ও কোন্টি অশুদ্ধ, কোন্টি সাওয়াবের কাজ ও কোন্টি পাপের কাজ, তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে দিলেন এবং সুন্দর ও সুসজ্জিতভাবে গ্রথিত করলেন ফিক্হ-এর ছড়ানো মাসআলাগুলোকে। বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁরা 'হিদায়া' গ্রন্থ প্রণেতার অনুসরণ করেছেন এবং স্পষ্টভাষায় মাসআলাসমূহের বিবরণ পেশ করতে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কিতাবে যে পুনরুক্তি ও অপ্রাসঙ্গিক

আলোচনা রয়েছে, তা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেছেন এবং উপেক্ষা করেছেন দলীল বর্ণনার ক্ষেত্রে দীর্ঘ-সূত্রিতার। উল্লেখ যে, সংকলনকারী ফকীহ্গণ মাসআলা বর্ণনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাহিরী রিওয়াতের[১] মাসআলাসমূহই উল্লেখ করেছন। নাদির[২] রিওয়ায়াত ও দিরায়াতের প্রতি তারা বেশি মনোনিবেশ করেননি। তবে কোথাও যাহিরী রিওয়ায়াত মাসআলার সঠিক সমাধান না পাওয়া গেলে অথবা নাদির রিওয়ায়ত -"এর উপর ফাত্ওয়া" বা এ জাতীয় কথা সংযুক্ত থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে নাদীর রিওয়ায়াতও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কিতাবে সংকলকবৃন্দ প্রতিটি মাসআলা মূল কিতাবের ইবারতে কোনরূপ রদবদল করা হয়নি। তবে যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে هكذا আর যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা হয়নি সে ক্ষেত্রে كذا শব্দ ব্যবহার করে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়েছে। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে একাধিক সমাধান থাকলে এবং এর প্রত্যেকটির সাথে 'এর উপর ফাত্ওয়া' বা এ জাতীয় কথা উল্লেখ থাকলে বা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ বর্ণিত থাকলে কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার কোন কারণ কোন মাসআলার সাথেই না থাকলে এরূপ ক্ষেত্রে সংকলকবৃন্দ উভয় মতকেই এ কিতাবে হুবহু রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সঠিক পথপ্রদর্শক।

والله الموفق للصواب

১. ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক সংকলিত ১. মাবসূত, ২. যিয়াদাত, ৩. সিয়ারে সাগীর, ৪. সিয়ারে কাবীর, ৫. জামে সাগীর, ৬. জামে কাবীর, এই ছয়টি কিতাবকে একত্রে 'যাহিরী রিওয়ায়াত' (ظاهر الرواية) বলা হয়।

২. উপরোক্ত ছয়খানা গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য ফিকহ্ গ্রন্থের বর্ণনাসমূহকে 'নাদির রিওয়ায়াত' বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচিপত্র

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
		অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা	১৯-১৫২
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	ইসলামী শরীআতে ইতকের সংজ্ঞা, রুকন, হুকুম, প্রকারভেদ, শর্ত, কারণ এবং ইতকের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী ও মালিকানার কারণে ও অন্যান্য সূত্রে আযাদ হওয়া প্রসঙ্গে	২১
		অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানা ও অন্যান্য সূত্রে আযাদ হওয়া প্রসঙ্গে	৩৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	এমন দাস প্রসঙ্গে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়	৪২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	দুই গোলামের একটিকে আযাদ করার বিবরণ	৬৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	গোলাম শর্তযুক্ত আযাদ করার বিবরণ	৮৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	অর্থের বিনিময়ে গোলাম আযাদ করার বিবরণ	৯৯
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	মুদাব্বার বানানোর বিবরণ	১১৬
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিবরণ	১৩৭
		অধ্যায় ঃ কসম	১৫৩-৩৭৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	কসমের সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত এবং হুকুমের বিবরণ	১৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	যে কথার দ্বারা কসম বা প্রতিজ্ঞা হয় এবং যে কথার দ্বারা কসম বা প্রতিজ্ঞা হয় না	১৬০
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যালিম ব্যক্তি কর্তৃক কসম করানো এবং যে কসম করায় তার নিয়্যতের বাইরে শপথকারী ব্যক্তির ভিন্ন কোন নিয়্যত করা	১৬০
		অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ ঃ যালিম কর্তৃক কসম করানো এবং যে কসম করায় তার নিয়্যতের বাইরে শপথকারী ব্যক্তির ভিন্ন কোন নিয়্যত করা	১৭৩
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারার বিধান	১৭৯
		মানতের মাসাইল	১৮৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	ঘরে প্রবেশ করা, বসবাস করা ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা	১৯৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	আগমন, প্রস্থান এবং সওয়ার হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা	২১৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	পানাহার ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা	২২৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	কথাবার্তার ব্যাপারে শপথ করার বিবরণ	২৬২
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	তালাক প্রদান ও দাসমুক্ত করার ব্যাপারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ	২৯৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে কসম বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ	৩০০
		অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই মহিলাকে শাদী করবে না তার বিবরণ	৩১২
নবম পরিচ্ছেদ	ঃ	হজ্জ, সালাত ও সাওম সম্বন্ধে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা	৩২০
দশম পরিচ্ছেদ	ঃ	পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গহনা ইত্যাদি পরিধানের ব্যাপারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা	৩২৯
একাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	প্রহার করা, হত্যা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার বিবরণ	৩৩৮
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	ঃ	পাওনা-দেনা আদায়ের ব্যাপারে কসম বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ	৩৫১
		কসম বা প্রতিজ্ঞার বিবিধ মাসাইল	৩৬৩
অধ্যায় ঃ হুদূদ (দণ্ডবিধি)-এর বিবরণ			৩৭৫-৪৪৪
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	হদ্দ এব শরঈ সংজ্ঞা, রুক্‌ন শর্ত এবং হুকুম	৩৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	যিনার বিবরণ	৩৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	হদ্দের বিবরণ এবং তা প্রয়োগের অবস্থা	৩৮৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	যে সঙ্গমের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং যে সঙ্গমের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় না	৩৯০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা ও তা প্রত্যাহার করার বিবরণ	৪০১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	মদ্যপানের দণ্ডের বিবরণ	৪১৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	হদ্দে কয্‌ফ ও তা'যীরের বিবরণ	৪২২
		অনুচ্ছেদ ঃ তা'যীরের বিবরণ	৪৩৮
অধ্যায় ঃ চুরির অপরাধ			৪৪৫-৪৮৮
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	চুরির সংজ্ঞা এবং চুরি সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে	৪৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে কর্তন হবে না	৪৫৯
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ কর্তন প্রসঙ্গে	৪৫৯
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত স্থান ও তা থেকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে	৪৬৭
		তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হস্ত কর্তনের পদ্ধতি ও তা সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গে	৪৭৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	চোরের চুরিকৃত বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন প্রসঙ্গে	৪৮২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	ডাকাতদের বিবরণ	৪৮৫
অধ্যায় ঃ জিহাদ			৪৮৯-৬৪৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ	জিহাদের শরঈ সংজ্ঞা, শর্ত এবং হুকুম প্রসঙ্গে	৪৯১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি	৫০২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ	সন্ধি স্থাপন ও নিরাপত্তা প্রদান এবং যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়	৫০৯
		অনুচ্ছেদ ঃ নিরাপত্তা প্রদান	৫১৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	ঃ	গনীমত ও তা বণ্টন প্রসঙ্গে	৫৩১
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত প্রসঙ্গে	৫৩১
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল॥বণ্টন পদ্ধতি প্রসঙ্গে	৫৫০
		তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নফল বা হিসসার অতিরিক্ত প্রদান প্রসঙ্গে	৫৬৪

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিরোনাম			পৃষ্ঠা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	ঃ	কাফিরদের জয়লাভ করার বিবরণ	৫৮৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	ঃ	আমানপ্রাপ্ত অবস্থায় অন্য দেশে গমন করার বিবরণ	৬০৫
		প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান আমানপ্রাপ্ত হয়ে দারুল হারবে গমন করার বিবরণ	৬০৫
		দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হারবী ব্যক্তির দারুল ইসলামে প্রবেশ করার বিবরণ	৬১০
		তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হারবী রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে মুসলিম সেনাপতির নিকট হাদিয়া প্রেরণের বিবরণ	৬১৫
সপ্তম পরিচ্ছেদ	ঃ	উশর ও খারাজের বিবরণ	৬১৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ	ঃ	জিয্য়ার বিবরণ	৬৩১
		অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল	৬৩৭

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

তৃতীয় খণ্ড

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الـعِتَاقْ

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ গোলাম আযাদ করা

[এ অধ্যায়ে সাতটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী শরীআতে ইতকের সংজ্ঞা, রুকন, হুকুম, প্রকারভেদ, শর্ত, কারণ এবং ইতকের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী ও মালিকানার কারণে ও অন্যান্য সূত্রে আযাদ হওয়া প্রসঙ্গে

ইতকের সংজ্ঞা ঃ ইতক হলো এমন একটি বিমূর্ত বিধানবিষয়ক শক্তি যা যথাস্থানে (প্রয়োগকৃত ব্যক্তির মধ্যে) কোন কিছুর মালিক হওয়া, কিংবা অভিভাবক হওয়া, কিংবা সাক্ষ্য প্রদান করা ইত্যাদির যোগ্যতা সৃষ্টি করে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। এমন কি ঐ ব্যক্তিকে অন্যের উপর নিজ মালিকানা প্রয়োগের এবং নিজের উপর অন্যের মালিকানা প্রয়োগ প্রতিরোধের অধিকার দেয় (তাব্য়ীন)।

ইতকের রুকন ঃ ইত্কের রুকন হলো এমন যে কোন শব্দ যা মোটামুটিভাবে 'আযাদ করা' বুঝানোর জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে, কিংবা এমন যে কোন শব্দ–যা আযাদ করার অর্থ বুঝায়।

ইতকের হুকুম ঃ ইতকের দ্বারা ইহকালে গোলামের দাসত্ব এবং মালিকের মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এ বিষয়টি যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হয় তা হলে পরকালে সওয়াব অর্জিত হয় (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

ইত্কের প্রকারভেদ ঃ ইতক (গোলাম আযাদকরণ) চার প্রকার যথা ঃ ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ্, হারাম।

ওয়াজিব ইত্‌ক ঃ কতল (কাউকে খুন করা), যিহার[১], ইয়ামীন (কসমভঙ্গ করা), ইফতার (রোযা ভঙ্গ করা), ইত্যাদির কাফ্‌ফারা স্বরূপ গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব; তবে কতল, যিহার, রোযাভঙ্গের কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে গোলাম আযাদের সামর্থ্য থাকলে গোলাম আযাদের মাধ্যমেই কাফ্‌ফারা আদায় করা ওয়াজিব, অন্য কোন বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে কসমের ক্ষেত্রে এই ইত্‌ক ওয়াজিব বটে, তবে সে স্থলে (দশজন মিসকীনের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বস্ত্র দান করা, অথবা তাদেরকে আহার করানো, কিংবা ধারাবাহিকভাবে তিন দিন রোযা রাখা এসবের মধ্যে) যে কোন একটি মনোনীত করতে পারে।

মুস্তাহাব ইত্‌ক ঃ আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও গোলাম আযাদ করা।

মুবাহ্ ইত্‌ক ঃ কোন প্রকারের নিয়্যত ব্যতীত এমনিতেই গোলাম আযাদ করা।

হারাম ইত্‌ক ঃ শয়তানের নামে গোলাম আযাদ করা (আল্ বাহরুর রাইক)।

১. মাসআলা ঃ যদি কেউ শয়তান অথবা মূর্তির, (দেবতার) নামে গোলাম আযাদ করে তাহলে তার গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু তার এ কাজটি কুফরী বলে গণ্য হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

ইত্‌কের শর্তাবলী ঃ ইত্‌কের (গোলাম আযাদের) জন্য শর্ত হলো, আযাদকারী নিজে স্বাধীন, বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) বুদ্ধিমান (পাগল ও উন্মাদনায়), এবং গোলামের স্বত্বাধিকারী হওয়া (নিহায়া)।

২. মাসআলা ঃ নাবালিগ এবং পাগল ব্যক্তি গোলাম আযাদ করার যোগ্য বিবেচিত নয়। সুতরাং কেউ যদি ঐ দুই অবস্থার সাথে ইত্‌ককে সম্বন্ধ করে এমন বাক্য বলে যে, আমি নাবালিগ থাকাকালীন অথবা পাগল অবস্থায় ঐ গোলামটিকে আযাদ করেছিলাম এবং তার পাগল অবস্থা সঠিকভাবে জানা থাকে তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়নি বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়সকালে কিংবা উন্মাদ অবস্থায় বলে যে, আমি বালিগ হলে কিংবা আমার জ্ঞান ও চেতনা ফিরে আসলে আমার গোলাম আযাদ, তবুও তার গোলাম আযাদ হবে না (তাব্‌ঈন)।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো ঃ যদি কেউ ইত্‌ককে সুনিশ্চিত এমন অবস্থার সাথে সম্পর্কিত করে বলে, যে অবস্থায় সে নিজে ইত্‌কের (আযাদ করার) উপযুক্ত নয় তাহলে (এ ব্যাপারে) তার সেই কথা সত্য বিবেচনা করা হবে। আর যদি সে বলে যে, আমি পাগল অবস্থায় তাকে আযাদ করেছি, অথচ তার উন্মাদনার সময়কাল জানা যায় না, তাহলে তার সেই কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না (বাদাঈ)।

৩. মাসআলা ঃ কোন লোক যদি এমন হয় যে, সে কখনো সুস্থ কখনো উন্মাদ, তাহলে সে সুস্থ সময়টিতে আকিল (জ্ঞানবান) বিবেচিত হবে। আর উন্মাদনার সময়টিতে পাগল বিবেচিত হবে (আল্ বাহ্‌রুর রাইক)।

১. আভিধানিকভাবে 'যিহার' শব্দটি যাহ্‌র অর্থাৎ পৃষ্ঠাদেশ থেকে গঠিত, যিহার অর্থ স্ত্রীকে একথা বলা যে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পৃষ্ঠাদেশের ন্যায়। ফিক্‌হের পরিভাষায় যিহারের অর্থ হলো, যে সকল মহিলা চিরস্থায়ীভাবে হারাম এমন কোন মাহরামের সংগে আপন স্ত্রীকে তুলনা করা।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি জবরদস্তির শিকার হয়ে কিংবা নেশাগ্রস্ত হয়ে গোলাম আযাদ করলে তা কার্যকর বিবেচিত হবে।

ইত্‌কের আরো কিছু শর্তাবলী ঃ আযাদকারী বলে গণ্য হওয়ার জন্য আরো কতিপয় শর্ত হলো যে আযাদকারী ব্যক্তি নির্বোধ না হওয়া, ও হতবুদ্ধির শিকার না হওয়া, প্লুরিসিতে (মস্তিষ্কজনিত রোগে) আক্রান্ত না হওয়া এবং অচেতন ও ঘুমন্ত না হওয়া। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তিরা কোন গোলাম আযাদ করলে তা শুদ্ধ হবে না। যদি কেউ বলে আমি ঘুমন্তাবস্থায় আমার গোলাম আযাদ করেছিলাম। সে ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং এ বাক্যের দ্বারা তার গোলাম আযাদ হবে না। যদি বলে আমি আমার জন্মের পূর্বে কিংবা আমার গোলামের জন্মের পূর্বেই তাকে আযাদ করেছি। সে ক্ষেত্রেও গোলাম আযাদ হবে না।

ইত্‌কের জন্য যা শর্ত নয় ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য আযাদকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আযাদ করা আবশ্যক নয় এবং যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেও আযাদ করা জরুরী নয়। এটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কাজেই হাস্যচ্ছলে আযাদ করে হলে, কিংবা ঠাট্টা করে আযাদ করা হলে তা শুদ্ধ ও কার্যকর বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে চিন্তাভাবনা স্থির করে ইচ্ছাপূর্বক আযাদ করাও শর্ত নয়। কাজেই কেউ ভুলবশতঃ আযাদ করলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে এবং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

আযাদকারী নিজের ব্যাপারে কোন ধরনের ইখ্‌তিয়ারের শর্ত আরোপ করা থেকে মুক্ত থাকা জরুরী নয়। বিনিময় সূত্রে আযাদ করা কিংবা বিনিময়বিহীন সূত্রে আযাদ করা উভয় ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য। কাজেই আযাদকারী যদি কোন ধরনের ইখ্‌তিয়ারের শর্ত আরোপ করে তাহলে শর্তটি বাতিল হবে এবং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইখ্‌তিয়ারের শর্তটি যদি গোলামের ব্যাপারে হয়ে থাকে, তাহলে ইত্‌ক শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার এ ধরনের শর্ত থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক। অতএব ইখ্‌তিয়ারাধীন থাকা অবস্থায় গোলাম যদি ঐ ইখ্‌তিয়ার গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দেয়, তাহলে আযাদ করা বাতিল হয়ে যাবে। আযাদকারী মুসলমান হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং কাফির ব্যক্তি গোলাম আযাদ করলে আযাদ হয়ে যাবে। মুরতাদ ব্যক্তি গোলাম আযাদ করলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সেটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে না। বরং স্থগিত থাকবে, কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর বিবেচিত হবে। আর মুরতাদ ব্যক্তিটি যদি মহিলা হয়ে থাকে তাহলে তাতে ইমামদের কোন মত বিরোধ নেই। সকলের মতেই তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে।

অনুরূপে আযাদকারী শারীরিকভাবে সুস্থ হওয়া আবশ্যক নয়। সুতরাং মৃত্যুশয্যায় কোন ব্যক্তি আযাদ করলে তার আযাদ করা সঠিক বলে গণ্য হবে। তবে তার এই ইত্‌ক তার ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে গৃহীত হবে। অনুরূপ আযাদ হওয়ার বাক্যটি মুখ দ্বারা উচ্চারণ করাও শর্ত নয়। কাজেই সুস্পষ্টভাবে লিখিত চিঠির মাধ্যমে, কিংবা 'আযাদ করা' বুঝায় এমন কোন ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে গোলাম আযাদ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে (বাদাঈ)।

৫. মাসআলা ঃ মনিবের মৃত্যুশয্যায় গোলাম যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কি আযাদ? উত্তরে মনিব মাথা দোলায়ে সম্মতি প্রকাশ করল, তাহলে এই ইশারা দ্বারা গোলামটি আযাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়নি বলে বিবেচিত হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এক ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি গোলাম আছে। ঐ ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমি কি তোমার গোলামকে আযাদ করেছ? উত্তরে মাথা নেড়ে সে যদি হ্যাঁ বুঝায়, তাহলে গোলাম আযাদ হবে না। কারণ মনিব রোগাক্রান্ত হলেও তখনো সে স্পষ্ট কথা মুখে উচ্চারণ করতে কিংবা লিখতে সক্ষম। (বিধায় অস্পষ্ট ইশারা কার্যকর নয়) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

অনুরূপ গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য 'গোলামটি মালিকের' এ মর্মে তার জানা থাকা শর্ত নয়। কাজেই কোন জবর দখলকারী ব্যক্তি যদি মনিবকে (তার থেকে গোলাম জবর দখল নেওয়ার পর) বলে এ গোলামটি আযাদ করে দাও, এরপর সে গোলামটি আযাদ করে দিল, অথচ মনিব জানে না যে, এ গোলামটি তারই। সে ক্ষেত্রে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে এবং জবর দখলকারী থেকে মনিবের কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করার সুযোগ থাকবে না। অনুরূপভাবে কোন বিক্রেতা যদি ক্রয়কৃত গোলামের দিকে ইশারা করে ক্রেতাকে বলে এটি আযাদ করে দাও, তখন ক্রেতা সেটি আযাদ করে দেয়, অথচ ক্রেতা বুঝতে পারেনি যে, এটি তাঁরই গোলাম; তবুও তার এই আযাদকরণ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত গোলাম ক্রেতার হস্তগত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে এবং ক্রেতার উপর ক্রয়কৃত গোলামের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে (কাশফুল কাবীর ঃ বাহ্‌রুর রাইক)।

৬. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবূ বকর বলেন, কেউ যদি আরবীভাষা সম্পর্কে ভালভাবে না জানে এমন কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি বল كُلُّ عَبِيْدِىْ اَحْرَارٌ (অর্থাৎ আমার সকল গোলাম আযাদ) তারপর ঐ ব্যক্তি এ কথাটি উচ্চারণ করে তাহলে তার সকল গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

ফকীহ্ আবূ বকর বলেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতে তারা আযাদ হবে না। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে যে তুমি বল, اَنْتَ حُرٌّ (অর্থাৎ তুমি আযাদ) আর সে তা উচ্চারণ করে, অথচ সে জানে না যে কথাটির কারণে গোলাম আযাদ হয়ে যায়; তাহলে আইনের দৃষ্টিতে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু দিয়ানাতান (নৈতিকভাবে আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে) আযাদ হবে না (ইয়ানবী)।

ইত্‌কের আরেকটি শর্ত ঃ ইত্‌কের জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী সাধারণত ঃ দুই ধরনের (১) ছরীহী (সুস্পষ্ট) (২), কিনায়ী (ইঙ্গিতসূচক) এ দু'প্রকারের মধ্যে কিনায়, শব্দাবলীর ক্ষেত্রে ইত্‌কের নিয়্যত থাকা শর্ত। কিন্তু ছরীহ্ শব্দাবলীর ক্ষেত্রে নিয়্যত থাকা শর্ত নয়।

যে সব কারণে ইত্‌ক সংঘটিত হয় ঃ ইত্‌ক বিভিন্ন কারণ দ্বারা সংঘটিত হয়। যেমন, নসবের দাবীর কারণে, কিংবা নিকট আত্মীয়ের মধ্যে মালিকানা পেয়ে যাওয়ার কারণে, কিংবা কারো আযাদ হওয়ার স্বীকারোক্তির কারণে ইত্‌ক ঘটে থাকে। দারুল হারবে প্রবেশ করার কারণেও ইত্‌ক পাওয়া যেতে পারে। যেমন কোন হারবী যদি কোন মুসলমান গোলাম ক্রয় করে তা নিজ দেশে (দারুল হারবে) নিয়ে যায় অথচ সে জানে না যে মুসলমান গোলাম দারুল হারবে চলে গেলে আযাদ হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে গোলাম মনিবের হস্তচ্যুত হয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার

কারণে ও ইত্‌ক সংঘটিত হয়। যেমন কোন গোলাম যদি তার দারুল হারবে অবস্থানকারী মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে সে গোলাম আযাদ বলে বিবেচিত হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ যদি হারবী ব্যক্তির গোলাম মুসলমান হয়ে দারুল হারবেই থেকে যায়, আমাদের নিকট (দারুল ইসলামে) না আসে, তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে না। আর যদি তার হারবী মনিব ইসলাম গ্রহণ করে, এরপর মুসলমান তাদের দেশ (দারুল হারবী)-কে জয় করে নেয় তাহলে উক্ত গেলাম এ মালিকেরই গোলাম হিসাবে বহাল থাকবে।

৮. মাসআলা ঃ হারবী মনিবের গোলাম মুসলমান হওয়ার পর মনিব ঐ গোলামকে যদি বিক্রয় করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী উক্ত গোলাম ক্রেতার হস্তগত হওয়ার পূর্বেই আযাদ হয়ে যাবে কিন্তু সাহিবাইনের[১] মতে আযাদ হবে না। অনুরূপ যদি ঐ হারবী দারুল ইসলামে বসবাসরত কোন জিম্মির কাছে গোলাম বিক্রি করে দেয় তাহলে আযাদ হয়ে যাবে।

দারুল ইসলামে বসবাসরত কোন হারবী যদি দারুল হারবে ফিরে আসে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্তি হিসাবে দারুল ইসলামে নিজ[২] উম্মে ওয়ালাদ বা এমন মুদাব্বার[৩] গোলামকে রেখে আসে যাকে সে দারুল ইসলামে থাকাকালীন সেখানে মুদাব্বার বানিয়েছিল, তাহলে ঐ দু'জনেই আযাদ বলে বিবেচিত হবে।

ইত্‌কের শব্দসমূহের বিবরণ ঃ যে সব শব্দ দ্বারা ইত্‌ক সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলো তিন প্রকার– ১. ছরীহ (সুস্পষ্ট) ২. ছরীহের অন্তর্ভুক্ত (সুস্পষ্টের মানে ধর্তব্য) ৩. কিনায়াহ্ (ইঙ্গিতসূচক)।

ছরীহ্ শব্দ দ্বারা আযাদ করা প্রসঙ্গ ঃ ছরীহ যেমন ঃ وَلَاء - عِتْق - حُرِّيَّة (হুররিয়াত, ইত্‌ক, ওয়ালা)-এর মূলশব্দ কিংবা এ সকল শব্দের দ্বারা গঠিত অন্যান্য শব্দ।

উল্লেখ্য যে, ছরীহ শব্দের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিয়্যতের কোন প্রয়োজন নেই। গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে এসব শব্দের প্রয়োগ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন ঃ এ পর্যায়ের কোন শব্দ দ্বারা গোলামকে বিশেষিত করা, কিংবা (মুক্তিদানের) সংবাদ প্রদান করা, কিংবা আহ্বান করা। যেমন ঃ কেউ নিজ গোলাম বা বাঁদীকে বলল ঃ তুমি স্বাধীন, কিংবা তুমি আযাদ, কিংবা তুমি বন্ধনমুক্ত, কিংবা তুমি স্বাধীন সত্ত্বায় পরিণত। (এ সব বিশেষিত করার উদাহরণ) অথবা বলল আমি তোমাকে আযাদ করলাম, কিংবা আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম (এটি সংবাদ প্রদানের উদাহরণ) অথবা বলল হে আযাদ, কিংবা হে মুক্ত, কিংবা হে মনিব, কিংবা ইনি আমার মনিব, (আহ্বান করার উদাহরণ)।

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট দুই শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) ফিক্‌হের পরিভাষায় তাঁদেরকে সাহিবাইন বলা হয়।

২. উম্মে ওয়ালাদ অর্থাৎ সন্তানের মাতা যে বাঁদী, মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করে শরীআতের পরিভাষায় তাকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয়।

৩. মুদাব্বার ঐ গোলামকে বলা হয় যাকে মনিব তার মৃত্যুর পর আযাদ হওয়ার ঘোষণা দেয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ সব ছরীহ শব্দের ক্ষেত্রে আযাদ করার অর্থ ব্যতীত অন্য কোন অর্থ নিয়্যত করলে তা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (হাউইল কুদ্‌সী)। অতএব এসব ছরীহ শব্দ প্রয়োগ করে কেউ যদি বলে, আমার নিয়্যত হলো (গোলামটির অতীত বিশেষণ অর্থাৎ) সে যে আযাদ ছিল তা উল্লেখ করা; তাহলে যুদ্ধলব্ধ গোলামের ক্ষেত্রে তার উক্ত নিয়্যত নৈতিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে। আইনের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কিন্তু যদি ঐ গোলাম জন্মসূত্রে গোলাম হয়ে থাকে। তাহলে তার উক্ত নিয়্যত আইনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার দিক হতে কোনভাবেই বিশ্বাসযোগ্য হবে না।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে 'তুমি এ কাজ থেকে মুক্ত' কিংবা বলে 'তুমি আজ এ কাজ থেকে মুক্ত' তাহলে আদালতের বিচারে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল "اَنْتَ حُرٌّ اَلْبَتَّةَ" কিন্তু اَلْبَتَّةَ (আল বাত্তাতান) শব্দটির বলার পূর্বেই গোলামটি মারা যায় তাহলে সে গোলাম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছে বলে বিবেচিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষী নিযুক্ত করে যে তার গোলামের নাম 'হুর' (আযাদ) এরপর তাকে يَاحُرُّ (হে আযাদ) বলে ডাক দেয়, তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না (আল্-ফাতাওয়াল কুবরা)।

আর যদি ঐ কথা দ্বারা বাস্তবিকভাবেই আযাদ করা বুঝাতে চায় তাহলে আযাদ হয়ে যাবে (ইখ্‌তিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

মনিব যদি তাকে حر এর ফারসী অনুবাদ দ্বারা ডেকে বলে يازاد (ইয়া আযাদ) তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি গোলামের নামই রাখা হলো ازاد (ফারসী শব্দ) এরপর তাকে ইয়া আযাদ! বলে ডাক দেয় তাহলে আযাদ হবে না। কিন্তু যদি তাকে ঐ কথাটির আরবী বাক্য দ্বারা ডাকে যেমন বলল يَاحُرُّ তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে (আল-ফাতাওয়াল কুবরা)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে কোন শহরে পাঠায়, এবং পাঠানোর সময় এ কথা বলে দেয় যে, তোমার সাক্ষাতে যখন কেউ মিলিত হবে তখন তুমি বলবে, 'আমি আযাদ' সে মতে কোন একজন ঐ গোলামের সাক্ষাতে মিলিত হলো এবং গোলাম তাকে বলল, 'আমি আযাদ' এমতাবস্থায় যদি মনিব তাকে পাঠানোর মুহূর্তে কথাটি এভাবে বলে থাকে যে, 'আমি তোমার নাম রাখলাম 'আযাদ', অতএব কেউ তোমার সাক্ষাতে মিলিত হলে তুমি বলবে আমি আযাদ তাহলে সে (একথাটি বলার দ্বারা) আযাদ হবে না। আর যদি মনিব কথাটি এভাবে (আমি তোমার নাম রাখলাম আযাদ) না বলে থাকে বরং শুধু এতটুকু বলে যে, 'যখন কেউ তোমার সাক্ষাতে মিলিত হবে তখন তুমি বলবে আমি আযাদ' এরপর তার সাথে সাক্ষাৎকারীকে বলল 'আমি আযাদ' তাহলে আইনগতভাবে গোলাম 'আযাদ হয়ে যাবে। তবে এখানে গোলামের 'আমি আযাদ' কথাটি ব্যক্ত করা জরুরী। কাজেই যতক্ষণ সে সাক্ষাৎকারীর সামনে কথাটি ব্যক্ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আযাদ বিবেচিত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি বল 'আমি আযাদ' তাহলে গোলাম যতক্ষণ ঐ কথাটি উচ্চারণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আযাদ হবে না।

১২. মাসআলা ঃ যদি মনিব কাউকে বলে যে, তুমি আমার গোলামকে বলে দাও যে, তুমি আযাদ, কিংবা বলে দাও যে, সে আযাদ তাহলে গোলামটি তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মনিব কোন আদিষ্ট ব্যক্তিকে বলে যে, 'তুমি আমার গোলামকে বলে দাও যে, তুমি আযাদ তাহলে যতক্ষণ না আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ কথাটি ব্যক্ত করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ তার সালিম নামক গোলামকে ডেকে বলল, হে সালিম! আর তার ডাকের জবাব দিল মারযূক নামক অপর গোলাম। তখন মনিব বলল, 'তুমি আযাদ'। অথচ মনিবের মনে মারযূক্‌কে আযাদ করার কোন নিয়্যত ছিল না। তাহলে ডাকের জবাব দানকারী গোলাম (মারযূক) আযাদ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মনিব যদি বলে আমার নিয়্যত ছিল সালিমকে আযাদ করা তাহলে আইনগতভাবে উভয়ই (মারযূক ও সালিম) আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু নৈতিকভাবে কেবল সেই গোলামটিই আযাদ হবে যার নিয়্যত করা হয়েছিল, অন্যটি নয়। আর যদি মনিব বলে 'হে সালিম! 'তুমি আযাদ' অথচ সম্বোধিত ব্যক্তিটি তার অপর কোন গোলাম কিংবা অন্য কারো গোলাম তাহলে (সম্বোধিত ব্যক্তিটি নয় বরং) সালিম আযাদ হবে (বাদাঈ)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ নিজ গোলামের দিকে ইশারা করে অন্য কাউকে বলল যে এটি কি আযাদ নয়? তাহলে গোলামটি আদালতের আইনে আযাদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যাহ)।

১৫. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া আবুল লাইছে উল্লেখ আছে, কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি আযাদ মহিলা' কিংবা দাসীকে বলে 'তুমি আযাদ পুরুষ' তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ ব্যাকরণ গত ভুল ধর্তব্য হবে না।) (মুহীত ও আল ফাতাওয়াল কুবরা)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে 'তোমার উপর আযাদী আরোপিত' তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। (আল ফাতাওয়াল কুব্‌রা) আর যদি বলে 'তোমাকে আযাদ করা আমার কর্তব্য' তাহলে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ নিজ গোলামকে বলল, 'তোমাকে আযাদ করা উচিৎ' তাহলে সে আযাদ হবে না (আল ফাতাওয়াল কুব্‌রা)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি সে বলে 'তুমি ইত্‌ক' (মুক্ত) তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। যদিও তার মনে আযাদ করার নিয়্যত ছিল না। (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী) যদি নিজ গোলামকে বলে, 'তুমি আযাদ কিংবা নয়' তাহলে সকলের মতেই আযাদ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি মনিব তার গোলামকে অন্য কোন গোলামের সাথে তুলনা করে বলে যে, 'তুমি অমুকের চেয়ে অধিক আযাদ' আর (একথা দ্বারা) তার উদ্দেশ্য থাকে যে, 'তুমি আমার মালিকানায় তার তুলনায় অগ্রবর্তী' তাহলে বিষয়টি আল্লাহ্ ও তার মাঝে (নৈতিকভাবে) সত্যায়ন করা হবে। আর আদালতের বিচারে তা সত্যায়ন করা হবে না। সুতরাং গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বলে 'তুমি আমার মালিকানায় ইহা অপেক্ষা অধিক মুক্ত' কিংবা বলে 'তুমি বয়সের দিক থেকে ইহা অপেক্ষা অধিক মুক্ত' তাহলে আদৌ আযাদ হবে না। অনুরূপ যদি সে বলে 'তুমি আযাদ অর্থাৎ বয়সের দিকে থেকে' তাহলেও আযাদ হবে না (মুহীত)। আর যদি বলে 'তুমি আযাদ' আর তার উদ্দেশ্য থাকে, সৌন্দর্যের দিক থেকে আযাদ, তাহলে বিষয়টি আদালতে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ যদি বলে তুমি আতীক[১]' তারপর সে দাবী করে যে, আমার উদ্দেশ্য হলো, তুমি আমার মালিকানায় অনেক পুরাতন তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার এই নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে বলল 'আল্লাহ্ তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে যদিও সে কথাটির দ্বারা আযাদীর নিয়্যত করেনি। এটাই গৃহীত মত (ফাত্ওয়ায়ে কাযীখান)।

আর যদি বলে, 'তুমি বয়সের দিক থেকে আযাদ' কিংবা বলে 'তুমি সৌন্দর্যের দিক থেকে আযাদ' কিংবা বলে 'তুমি চেহারার সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবের দিক থেকে আযাদ তাহলে আযাদ হবে না। আর যদি বলে তুমি স্বভাবজাত আযাদ অর্থাৎ তোমার চরিত্রের দিক থেকে—তাহলে আযাদ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

আজনাস গ্রন্থে আছে, মনিব যদি (গোলামকে) বলে 'হে স্বভাবজাত আযাদ! তাহলে আইনগতভাবে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (গায়াতুল বায়ান)।

২১. মাসআলা ঃ মুনতাকায় বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির এমন গোলাম যার রক্তপাত কিসাসের কারণে হালাল হয়ে গিয়েছে-তাকে সে বলল, 'আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম'। তারপর সে বলল, (কথাটির দ্বারা) আমার উদ্দেশ্য, রক্তপণ থেকে মুক্তি প্রদান। তাহলে এটি আদালতের বিচারে 'গোলাম আযাদ' এর বিষয় হিসাবে বিবেচিত হবে। (রক্তপণ আদায়ের বিষয়ে নয়) অধিকন্তু তার উপর নিজ স্বীকারোক্তির কারণে রক্তপণ আদায়ের হুকুম ও আরোপিত থাকবে। কেননা সে এটি নিয়্যত করেছিল। তবে সে যদি 'আমার উদ্দেশ্য ছিল রক্তপণ থেকে মুক্তি প্রদান' কথাটি না বলে থাকে তাহলে তার উপর রক্তপণ আদায়ের হুকুম আরোপিত হবে না। আর যদি বলে আমি তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রক্তপাতের মাধ্যমে কিসাস গ্রহণ থেকে মুক্তি করে দিলাম, তাহলে সেটি যথানুরূপেই কার্যকরী বিবেচিত হবে (মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বলল 'তোমার বংশ আযাদ' কিংবা 'তোমার উৎস আযাদ' এমতাবস্থায় যদি গোলামটি যুদ্ধলব্ধ গোলাম বলে জানা যায় তাহলে সে আযাদ হবে না। আর যদি সে যুদ্ধলব্ধ বলে জানা না থাকে তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, 'তোমার পিতামাতা আযাদ তাহলে গোলাম আযাদ হবে না। কারণ সম্ভাবনা থাকে যে, তার পিতামাতা তার জন্মের পরে আযাদ হয়েছে। এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে এবং ঐ গোলামের একটি ছেলে আছে মালিক গোলামকে বলল যে, 'তোমার ছেলে একটি আযাদ ছেলে' তাহলে ছেলে আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু পিতা আযাদ হবে না। আর যদি বলে 'তোমার ছেলে একটি আযাদের ছেলে' তাহলে শুধু পিতা আযাদ হবে, ছেলে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।[২]

১. আতীক শব্দের দুটি অর্থ (১) অতি পুরাতন (২) মুক্ত বা আযাদ।

২. মূলগ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম বাক্যটি এরূপ হবে ابنك ابن حر অর্থাৎ ابن এর উপর تنوين দিয়ে বলেছে, সে ক্ষেত্রে حر শব্দটি ابن এর বিশেষণ হবে, আর দ্বিতীয় বাক্যে ابنك ابن حر অর্থাৎ ابن শব্দটিকে حر শব্দটির দিকে সম্বন্ধপদ করে বলা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. মাসআলা ঃ যদি ইত্ক (আযাদী)-কে শরীরের এমন কোন অঙ্গবিশেষের সাথে সম্পর্কিত করে যেই অঙ্গের দ্বারা গোটা সত্তাকে বুঝানো হয়। যেমন ঃ কেউ বলল, 'তোমার মস্তক আযাদ' 'কিংবা 'তোমার গর্দান আযাদ' অথবা 'তোমার জিহ্বা আযাদ'-তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি শরীরের এমন অঙ্গবিশেষের সাথে সম্পর্কিত করে যার দ্বারা সাধারণত ঃ গোটা সত্তাকে বুঝায় না (যেমন বলল তোমার হাঁটু বা নাক, বা কান বা চুল, বা রান, বা চরণ, বা হাত ইত্যাদি আযাদ)-তাহলে আযাদ হবে না (মুহীত ঃ সারখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে 'তোমার লজ্জাস্থান আযাদ' চাই এটি গোলামকে বলুক কিংবা বাঁদীকে বলুক যাকেই বলুক সে আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, তোমার পুরুষাঙ্গ আযাদ' তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী আযাদ হবে না।

২৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ তাঁর বাঁদীকে বলে তোমার লজ্জাস্থান সঙ্গম কর্ম থেকে আযাদ তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে আইনগতভাবে সে আযাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

মলদ্বারা এবং নিতম্বের প্রতি সম্পর্কিত করে আযাদ করার কথাটি বলা হলে অধিকতর শুদ্ধ মত হল, আযাদ হয়ে যাবে (আন্নাহরুল ফাইক)। আর কেউ কেউ বলেন যে, অধিকতর শুদ্ধ মতানুসারে আযাদ হবে না।

২৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে তোমার (عنق) গ্রীবাদেশ আযাদ তাহলে কোন কোন মতে আযাদ হয়ে যাবে। যেভাবে (رقبة) গর্দান বলার ক্ষেত্রে আযাদ হয়ে যায়। আবার কোন কোন মতে আযাদ হবে না। কারণ عنق গ্রীবাদেশ বলে رقبة এর ন্যায় পূর্ণসত্তা বুঝাবার প্রয়োগ নেই। (মুহীত ঃ সারাখ্সী)

২৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ সম্পর্কিত করে বলে 'তোমার মাথা একটি আযাদের মাথা' কিংবা বলে 'তোমার মুখমণ্ডল একটি আযাদের মুখমণ্ডল' কিংবা বলে 'তোমার শরীর একটি আযাদের শরীর' তাহলে আযাদ হবে না। অনুরূপ সম্পর্কিত করে যদি এরূপ বলে, 'তোমার মাথা একটি আযাদ ব্যক্তির মাথার মত' কিংবা বলে, 'তোমার মুখমণ্ডল একটি আযাদ ব্যক্তির মুখমণ্ডলের মত' কিংবা, 'তোমার শরীর একটি আযাদ ব্যক্তির শরীরের মত' তাহলে আযাদ হবে না।

رأسك راس حر أووجهك وجه حر اوبدنك بدن حر -

অর্থাৎ 'তোমার মাথা একটি আযাদ মাথা' কিংবা 'তোমার চেহারা একটি আযাদ চেহারা' কিংবা 'তোমার শরীর একটি আযাদ শরীর' তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপে যদি সম্পর্কিতকরণ ব্যতিরেকে তার বাঁদীকে বলে فَرْجُكَ فَرْجُ حُرٌّ (তানবীনসহ) অর্থাৎ তোমার লজ্জাস্থান একটি আযাদ লজ্জাস্থান, তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি বলে তুমি আযাদের মত তাহলে নিয়্যত করা ব্যতীত আযাদ হবে না (আল মাজামা ঃ আল কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল যে, 'বলখবাসীদের গোলামরা আযাদ' কিংবা বলল, 'বাগদাদবাসীদের গোলামরা আযাদ', কিন্তু সে তার গোলামের নিয়্যত করেনি। অথচ সেও

বাগদাদের একজন অধিবাসী। অথবা বলল, 'বলখবাসীদের প্রত্যেক গোলাম আযাদ' বা 'বাগদাদবাসীদের প্রত্যেক গোলাম আযাদ' কিংবা 'পৃথিবীর প্রত্যেক গোলাম আযাদ' কিংবা 'দুনিয়ার প্রত্যেক গোলাম আযাদ' এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আযাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসফ (র)-এর মতটিই ফাতাওয়া হিসাবে গৃহীত।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে 'এই গলিতে অবস্থিত প্রত্যেকটি গোলাম আযাদ' আর গলিতে তার নিজের গোলামও থাকে অথবা বলল যে, 'জামে মসজিদ অবস্থিত প্রত্যেক গোলাম আযাদ' তাহলে এখানেও উপরোক্ত মত পার্থক্য থাকবে[১]। যদি কেউ বলে 'এই বাড়ির প্রত্যেক গোলাম আযাদ' আর বাড়িতে তার নিজের গোলামরাও থাকে তাহলে সকলের মতানুসারে তার গোলামরা আযাদ হয়ে যাবে।

কেউ যদি বলে 'আদম সন্তানের প্রত্যেকেই আযাদ' তাহলে ইমামগণের মতানুযায়ী তার গোলামরা আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে 'তুমি আযাদ ব্যতীত কিছু নও' তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে (হিদায়া)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ কোন আযাদ মহিলাকে বলল, 'তুমি এই মহিলার মত আযাদ' এবং তার 'এই' কথাটির দ্বারা সে নিজ বাঁদীকে বুঝিয়েছে, তাহলে তার বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি দাবী করে যে, আমি বাঁদী আযাদ করার নিয়্যত করি নি, তাহলে আইনগতভাবে তার এ কথাকে সত্যায়ন করা হবে না।

৩২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি অন্যের বাঁদীর দিকে ইশারা করে নিজ বাঁদীকে বলল, 'তুমি এর মত আযাদ' তাহলে তাঁর বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে (তাতার খানিয়া ঃ জামিউল জাওয়ামির সূত্রে)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ তার বাঁদীকে অন্য কোন আযাদ মহিলার দিকে ইশারা করে বলল, 'তুমি এর মত' তাহলে তার বাঁদী আযাদ হবে না; তবে আযাদীর নিয়্যত করলে আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপে যদি কেউ নিজ বাঁদীর দিকে ইশারা করে কোন আযাদ মহিলাকে বলে, 'তুমি এর মত আযাদ' তাহলেও তার বাঁদী আযাদ হবে না; তবে আযাদীর নিয়্যত করলে আযাদ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামের সেলাইকৃত কাপড় দেখে বলল যে 'এটি কোন আযাদ ব্যক্তির সেলাইকৃত কাপড়' অথবা তার গোলামের সওয়ারী প্রসঙ্গে বলল, 'এটি কোন আযাদ ব্যক্তির সওয়ারী' অথবা গোলামের হাঁটা সম্পর্কে বলল, 'এটি কোন আযাদ ব্যক্তির হাঁটা' অথবা গোলামের কথা শুনে বলল 'এটি কোন আযাদ ব্যক্তির কথা' এ সমস্ত বাক্যদ্বারা আযাদীর নিয়্যত ব্যতীত আযাদ হবে না। (মুহীত ঃ সারাখ্সী) কোন ব্যক্তি বলল, 'আযাদ'; তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তুমি কাকে বুঝিয়েছ? সে জবাবে বলল, আমার গোলামকে; তাহলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১. অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফের মতে আযাদ হবে না, আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আযাদ হয়ে যাবে।

ছরীহের অন্তর্ভুক্ত শব্দাবলী দ্বারা আযাদ করা প্রসঙ্গ যেমন কেউ বলল 'আমি তোমার জন্য তোমাকে দান করলাম' কিংবা বলল 'আমি তোমাকে তোমার কাছে দান করলাম' কিংবা বলল, 'আমি তোমাকে তোমার কাছে বিক্রি করলাম' তাহলে এ সকল কথাগুলো দ্বারা (ছরীহের অনুরূপ বিধায় সর্বাবস্থায়) গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। গোলাম বিষয়টি গ্রহণ করুক চাই না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না এবং মালিক আযাদ করার নিয়্যত করুক বা না করুক তাতেও কোন পার্থক্য হবে না (হাউইল কুদ্সী)। অনুরূপ যদি মনিব বলে 'আমি তোমাকে তোমার গর্দান দান করলাম' এরপর গোলাম বলল, আমি তা চাই না। তবুও উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত)। আর এটাই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ মত। (শরহে আবিলমাকারিম ঃ নিকায়া)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি বলে 'আমি তোমাকে তোমার কাছে এত দামে বিক্রি করলাম' তাহলে এটি গোলামের পক্ষ থেকে গ্রহণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে[১] (ফাতহুল কাদীর)। যদি কেউ বলে 'আমি তোমাকে তোমার কাছে সাদাকা করলাম,' তাহলে (কথাটির দ্বারা) গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। সে আযাদীর নিয়্যত করুক চাই না করুক, গোলাম তা গ্রহণ করুক চাই না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি বলে 'আমি তোমার ইত্ক (আযাদী) তোমাকে দান করলাম' এরপর সে দাবী করে যে, এ বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য আযাদ করা থেকে বিরত থাকা, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতদ্বয়ের একটি অনুসারে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে 'তুমি অমুকের মনিব। অথবা বলে, 'তুমি অমুকের আযাদকৃত' তাহলে উক্ত গোলাম আদালতের বিচারে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি এমন বলে, 'অমুক ব্যক্তি তোমাকে আযাদ করেছে' তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

ইঙ্গিতসূচক শব্দ দ্বারা গোলাম আযাদ করা প্রসঙ্গ ঃ (ইঙ্গিতসূচক শব্দ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ) যেমন ঃ কেউ তার গোলামকে বলল, 'তোমার উপর আমার কোন মালিকানা নেই' কিংবা বলল, 'তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই' অথবা বলল 'তুমি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে গিয়েছ' বা 'আমি তোমার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছি' এসব বাক্য দ্বারা যদি আযাদ করার নিয়্যত করে তাহলে আযাদ হবে, নতুবা আযাদ হবে না (আল হাউইল কুদ্সী)।

৩৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, তোমার উপর ওয়ালার হক[২] ব্যতীত আমার কোন অধিকার নেই তাহলে উক্ত গোলাম আইনগতভাবে আযাদ হয়ে যাবে। যদি সে এ বাক্য দ্বারা আযাদী ছাড়া অন্য কিছু বুঝিয়েছে বলে দাবী করে তা হলে এ ব্যাখ্যাকে সত্যায়ন করা হবে না।

যদি বলে, তোমার সঙ্গে আমার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক নেই তাহলে আইনগতভাবে তার কথা গৃহীত হবে (বাদাঈ)।

১. কারণ একথার দ্বারা সে গোলামকে মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ে আযাদী চুক্তি আযাদ গেলাম) বানাতে চাচ্ছে, এরূপ ক্ষেত্রে গোলামের পক্ষ হতে চুক্তি গ্রহণ জরুরী।
২. গোলাম আযাদ করার পরে আযাদকৃত গোলামের মালিক শরীআতের বিধানে যে সম্পর্ক হয় তাকে 'ওয়ালার হক' বলা হয়, কাজেই আযাদ হবার কারণ সুস্পষ্ট।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার নিজ গোলামকে বলল. 'তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই' (এ বাক্য দ্বারা যদি আযাদীর নিয়্যত করে তাহলে আযাদ হবে নতুবা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে বলল, 'তুমি আল্লাহ্‌র জন্য' এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ইত্‌কের (আযাদীর) নিয়্যত করা সত্ত্বেও আযাদ হবে না। এটাই গৃহীত মত (জাওয়াহিরুল আখ্‌লাতী)।

৪১. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে বলল, 'আমি তোমাকে খাঁটি মনে আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করলাম' এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, সে আযাদীর নিয়্যত করলেও উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, আযাদ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

কেউ যদি রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজ গোলামকে বলে, 'তুমি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য' তাহলে (আযাদীর ক্ষেত্রে) তার কথাটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪২. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার সুস্থাবস্থায়, কিংবা রোগাক্রান্ত অবস্থায়, কিংবা ওসীয়তের সময় এ রূপ বলে, আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য নিযুক্ত করলাম। এরপর সে ব্যাখ্যা করে বলে যে, আমি এ বাক্য দ্বারা আযাদ করার নিয়্যত করেনি, কিংবা এ সম্পর্কে কোন কিছু না বলেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে উক্ত গোলাম বিক্রয় করে দেওয়া হবে। আর যদি আযাদীর নিয়্যত করে থাকে তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, 'তুমি আল্লাহ্‌র গোলাম' তাহলে কোন মত পার্থক্য ছাড়াই গোলাম আযাদ হবে না (গিয়াছিয়্যাহ্‌)।

যদি কেউ নিজ গোলাম অথবা বাঁদীকে বলে 'আমি তোমার দাস' তাহলে আযাদীর নিয়্যত করা হলে সে আযাদ হয়ে যাবে (ওয়াজীয্‌ কুরদুরী)।

৪৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, কেউ যদি তাঁর বাঁদীকে আযাদ করার উদ্দেশ্যে اَطْلَقْتُكِ (আমি তোমাকে মুক্ত করে দিয়েছি) বলে তাহলে বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি طَلَّقْتُكِ (অর্থাৎ আমি তোমাকে তালাক দিলাম) বলে, তাহলে আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বাঁদীটি আযাদ হবে না (বাদাঈ)। আর যদি তাকে বলে 'তোমার লজ্জাস্থান আমার জন্য হারাম' এবং এর দ্বারা আযাদীর নিয়্যত করে, তাহলে আযাদ হবে না।

৪৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গোলামকে বর্ণমালার মাধ্যমে এরূপ বলে 'তুমি ح-د-ر তাহলে আযাদীর নিয়্যত করলে আযাদ হবে; নতুবা হবে না।

৪৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গোলামকে বলে 'তোমার উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই, কিংবা বলে, 'যেথায় ইচ্ছা সেথায় চলে যাও' কিংবা বলে, 'যে দিকে মন চায় সেদিকে ফিরে যাও' তাহলে এসব ক্ষেত্রে আযাদীর নিয়্যত করলেও আযাদ হবে না।

৪৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার নিজ বাঁদীকে বলে, 'তুমি তালাক' কিংবা 'তুমি বিচ্ছিন্ন' কিংবা 'তুমি আমার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছ' (বা তোমাকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো) অথবা বলে 'আমি তোমাকে (আমার জন্য) হারাম করে দিলাম' অথবা 'তুমি মুক্ত' অথবা 'তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করে', এরপর সে ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ করল। অথবা বলে, 'বের হও' অথবা 'তোমার গর্ভাশয়কে মুক্ত কর' তারপর সে তাই করল। এসব ক্ষেত্রে আমাদের নিকট আযাদ হবে না। যদিও ইত্‌কের (আযাদীর) নিয়্যত করে থাকে। অনুরূপ যদি বলে 'তুমি আমার বাঁদী নও' কিংবা তোমার উপর কোন অধিকার নেই, তাহলে আযাদীর নিয়্যত করা সত্ত্বেও সে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

উল্লেখ্য যে, তালাকের সুস্পষ্ট শব্দাবলী এবং ইঙ্গিতসূচক শব্দাবলীর প্রয়োগ দ্বারা গোলাম আযাদ হবে না; যদিও আযাদীর নিয়্যত করা হয় (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। যদি মালিক গোলামকে বলে, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে অর্পিত' কিংবা তাকে বলল 'তুমি ইচ্ছাধিকার প্রয়োগ কর' তাহলে এটি নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।

আর যদি বলে 'তোমার আযাদীর বিষয় তোমার হাতে অর্পিত। অথবা তোমার আযাদী তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম অথবা তাকে বলে, 'তুমি আযাদ হওয়ার পন্থা অবলম্বন কর' অথবা 'আমি তোমাকে তোমার আযাদীর বিষয়ে ইখ্‌তিয়ার দিলাম' বা 'আমি তোমাকে আযাদীর বিষয়ে ইখতিয়ার দিলাম' এ সকল ক্ষেত্রে নিয়্যতের কোন প্রয়োজন নেই। (নিয়্যত ছাড়াই আযাদ হয়ে যাবে) কারণ এগুলো সুস্পষ্ট বাক্য। কিন্তু শর্ত হলো, ইত্‌ক সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠানেই গোলামকে আযাদ হওয়ার দিক বেছে নিতে হবে[১] (বাদাঈ)।

৪৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তিকে তার স্বীয় স্ত্রী তাঁর নিজ বাঁদীর কোন ব্যাপারে নিন্দা ও তিরস্কার করলে সে তার স্ত্রীকে বলল, 'বাঁদীর বিষয়টি তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম' সে মতে স্ত্রী উক্ত বাঁদীকে আযাদ করে দিল। এমতাবস্থায় (স্ত্রীর হাতে বাঁদীর বিষয় ন্যস্ত করা দ্বারা) মনিব যদি আযাদীর নিয়্যত করে থাকে তাহলে সে আযাদ হবে নতুবা হবে না। কেননা এ কথাটি বিক্রয়ের বিষয়ে প্রযোজ্য।

পক্ষান্তরে যদি সে তাকে এরূপ বলে (امرك فيها جائز) 'এ বাদীর ব্যাপারে তুমি যা করবে তা জাইয বলে গণ্য হবে' তাহলে এ কথাটি আযাদী ও অনাযাদী উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৯. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার বাঁদীকে বলে, 'তুমি তোমাকে আযাদ কর।' এরপর বলল, 'আমি আমাকে গ্রহণ করলাম' তাহলে এটি বাতিল বলে গণ্য হবে (মাবসূত)। কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, 'তুমি তোমার ব্যাপারে যা ইচ্ছা কর'; এমতাবস্থায় সে যদি মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই নিজেকে আযাদ করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি নিজেকে আযাদ করার আগেই সে মজলিস থেকে উঠে যায় তাহলে পরবর্তীতে সে নিজেকে আযাদ করার অধিকার তার থাকবে না। (গোলামের উক্ত ইচ্ছাধিকার প্রাপ্তি সূত্রে) সে তার সত্তাকে যাকে ইচ্ছা

১. সুতরাং গোলাম যদি ঐ অনুষ্ঠানে আযাদ হওয়ার দিক নিজের জন্য মনোনীত করে তাহলে আযাদ হবে, নতুবা হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দান করতে পারে এবং সে তাকে বিক্রি ও করতে পারে, এবং যাকে ইচ্ছা সাদাকা করতে পারে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার নিজ গোলামকে বলল, তুমি মালিকানাভুক্ত নও' মনিবের এ কথা দ্বারা তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ হবে না বটে, কিন্তু পরবর্তীতে গোলামকে তার মালিকানাভুক্ত বলে দাবী করার অধিকার থাকবে না। এমনকি সে মারা গেলে তার ওয়ালার উত্তরাধিকারীও হবে না। তবে যদি উক্ত গোলাম দাবী করে যে আমি তারই মালিকানাভুক্ত; এবং সে মনিব তার এ কথাকে সত্যায়ন করে, তাহলে গোলাম তার মালিকানাভুক্ত বলে বিবেচিত হবে, এটি ফকীহ্ ইবরাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন (মুহীত)।

৫১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, 'এ আমার পুত্র' কিংবা তার বাঁদীকে বলল, 'এ আমার কন্যা' তাহলে যদি তার মালিকানাধীন (গোলাম বাঁদী) বয়সগত দিক থেকে তার ঔরসজাত হওয়ার যোগ্য হয় বটে, কিন্তু তার বংশ পরিচিতি জানা যায় না, তাহলে মনিবের সাথে গোলামের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। আর উক্ত গোলাম চাই অনারব থেকে অর্জনকৃত হোক, চাই সে জন্মগতভাবে সেখানকার হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর যদি সে বয়সগত দিক থেকে তার ঔরসজাত হওয়ার যোগ্য হওয়ার পাশাপাশি তার সুসাব্যস্ত বংশ পরিচয়ও থাকে তাহলে সকলের মতে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু মনিবের সাথে তার বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না। আর যদি বয়সের দিক থেকে গোলাম তার ঔরসজাত হওয়ার যোগ্য না হয়, তাহলে তাঁর সাথে গোলামের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এটাই বিশুদ্ধমত (আয-যাদ)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে 'এ আমার পিতা' কিংবা তার বাঁদীকে বলে, 'এ আমার মাতা'-আর উক্ত গোলাম বাঁদীর সমবয়সীরা তার মত লোকের পিতা-মাতা হতে পারে তাহলে গোলাম বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে। আর বাস্তবেই যদি মনিবের পিতামাতার কোন পরিচয় জানা না থাকে, এবং গোলাম বাঁদী তাঁর উপরোক্ত দাবীকে সত্যায়ন করে তাহলে তার বংশ পরিচয় উক্ত গোলাম বাঁদীর সাথে সাব্যস্ত হবে। আর যদি গোলাম বাঁদী তা সত্যায়ন না করে তাহলে বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না।

আমাদের মাশায়িখগণের অনেক বলেছেন যে, পুত্র বলে দাবীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি গোলাম বাঁদী কর্তৃক সত্যায়িত না হলে (মনিবের সঙ্গে তাঁর) বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো, এ ক্ষেত্রে গোলামের তা সত্যায়ন করা আবশ্যক নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে 'এ আমার পিতা'–অথচ বয়সের দিক থেকে তার সমবয়সীরা তার মত লোকের পিতা হতে পারে না–তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আযাদ হবে না (আল জাওয়ারাতুন্নায়্যারাহ)।

৫৪. মাসআলা ঃ যদি কেউ ছোট বালক (গোলাম) সম্বন্ধে বলে, 'এ আমার দাদা' তাহলে কারো কারো মতে এতে একই মত পার্থক্য রয়েছে। অন্যমতে এ কথা দ্বারা মুক্তিদান সাব্যস্ত না হওয়ার উপর ইজমা রয়েছে (হিদায়া)।

৫৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে 'এ আমার চাচা' তাহলে কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী সে আযাদ হয়ে যাবে; কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুসারে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

আর যদি বলে 'এ আমার চাচা অথবা মামা' তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। এটাই গৃহীত মত (গিয়াছিয়্যাহ)।

আর যদি তার গোলামকে বলে, 'এ আমার কন্যা' কিংবা তার বাঁদীকে বলে 'এ আমার পুত্র' তাহলে সে আযাদ হবে না। আমাদের মাশায়েখদের অনেকে বলেছেন যে, মাসআলাতেও মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাদের অনেকে বলেছেন যে, এতে কোন মতপার্থক্য নেই; বরং এটি ঐকমত্য বিশিষ্ট মাসআলা। এটাই অধিকতর প্রকাশ্যমত (মুহীত)।

কেউ যদি বলে 'এ আমার ভাই কিংবা বোন' তাহলে জাহেরী রিওয়ায়েত তথা আসলের রিওয়ায়েত অনুযায়ী আযাদীর নিয়্যত ব্যতীত আযাদ হবে না (গায়াতুস্ সুরুজী)।

যদি কেউ বলে, 'এ আমার বৈপিতৃক ভাই' কিংবা বলে 'এ আমার বৈমাতৃক ভাই' তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৫৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্যের গোলামকে বলে, 'এ ব্যভিচার সূত্রে আমার পুত্র' এরপর সে তাকে ক্রয় করে নিল, তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার বংশ সম্পর্ক মনিবের সাথে সাব্যস্ত হবে না (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

যদি তার বাঁদীকে বলে 'ব্যভিচার সূত্রে এ আমার খালা কিংবা ফুফু' তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপে যদি বলে 'ব্যভিচার সূত্রে এ আমার পুত্র অথবা ভাই অথবা বোন' তাহলে আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৫৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, 'হে আমার পুত্র!' কিংবা বলে, 'হে আমার ভাই ! তা হলে আযাদ হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত (কাফী)। আর এটাই হলো প্রকাশ্য অভিমত। তবে যদি আযাদীর নিয়্যত করে থাকে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি 'তুহফা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে (গায়াতুস্সুরুজী)।

৫৮. মাসআলা ঃ যদি তার গোলামকে বলে, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! অথবা তার বাঁদীকে বলে, 'হে আমার প্রিয় কন্যা' ! তাহলে আযাদীর নিয়্যত করা সত্ত্বেও আযাদ হবে না।

অনুরূপে যদি নিজের দিকে সম্পর্কিত করা ছাড়া এ রূপ বলে 'হে পুত্র!' অথবা বলে, 'হে কন্যা!' তাহলে এর দ্বারা আযাদ হবে না।

নাওয়াদিরে ইব্ন রুস্তমে উল্লেখ আছে, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কেউ তার গোলামকে সম্বোধন করে বলে, 'হে আমার পিতা !' 'হে আমার দাদা', হে আমার চাচা, কিংবা তার বাঁদীকে বলে, হে আমার ফুফু, হে আমার খালা, হে আমার বোন তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে আযাদ হবে না। তবে 'তুহফাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে 'নিয়্যত ব্যতীত আযাদ হবে না'[১] কথাটি বর্ণিত আছে (নাহারুল ফাইক)।

৫৯. মাসআলা ঃ আবুল কাসিম সাফ্ফার থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে নিম্নোক্ত মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জনৈক ব্যক্তির বাঁদী প্রদীপ নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল।

১. অর্থাৎ আযাদীর নিয়্যত করলে আযাদ হবে নতুবা হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এরপর মনিব তাকে বলল, আমি এ প্রদীপ দিয়ে কি করব, অথচ তোমার চেহারা এ প্রদীপের তুলনায় আরো বেশী আলোকিত? ওহে আমিতো তোমার গোলাম মাত্র।

উত্তরে তিনি বললেন, এসব কথা ভালবাসা এবং প্রেমিকার প্রশংসাসূচক বাক্যমালার অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং এর দ্বারা যদি আযাদীর নিয়্যত না করে তাহলে উক্ত বাঁদী আযাদ হবে না। আর যদি আযাদীর নিয়্যত করে তাহলে এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের দুই ধরনের অভিমত (আযাদ হওয়া ও না হওয়ার) পাওয়া যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬০. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, 'হে মহোদয়!' কিংবা বলে 'হে আমার মহোদয়!' অথবা তার নিজ বাঁদীকে বলে, 'হে মহোদয়া!' কিংবা ' হে আমার মহোদয়া!' এ সব ক্ষেত্রে যদি ইত্কের নিয়্যত করে, তাহলে কোন মতপার্থক্য ছাড়াই গোলাম বাঁদী আযাদ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি ইত্কের নিয়্যত না করে তাহলে তাতে মাশায়িখগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) আযাদ না হওয়ার মতটি গ্রহণ করেছেন (যখীরাহ)।

যদি কেউ তার নিজ গোলামকে বলে, يازاد مرد (অর্থাৎ হে আযাদ পুরুষ) অথবা নিজ বাঁদীকে বলে, يازاد زن (অর্থাৎ হে আযাদ মহিলা) কিংবা বাঁদীকে বলল, ياكد بانوى من أو ياكدبانو (অর্থাৎ হে আমার ঘরের সর্দারণী কিংবা হে ঘরের সর্দারণী) তাহলে এ সমস্ত বাক্য দ্বারা যদি আযাদীর নিয়্যত করে তাহলে কোন মতপার্থক্য ছাড়াই আযাদী সাব্যস্ত হবে। (গোলাম আযাদ হয়ে যাবে)। আর যদি আযাদীর নিয়্যত না করে তাহলে তাতে মাশায়িখগণের মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) আযাদ না হওয়ার মতটিই গ্রহণ করেছেন।

আর যদি গোলামকে (ازاد এর) আলিফ ব্যতীত এরূপ বলে يَازَادْ مرد (হে যাদ পুরুষ) তাহলে আযাদীর নিয়্যত করলেও আযাদ হবে না। ফকীহ্ আবূ বকর (র) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে (মুহীত)।

৬১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার বাঁদীকে বলল, 'হে মনিবের সন্তান!' তাহলে এ কথা দ্বারা গোলাম আযাদ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল্ কুব্রা)।

৬২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল يانيم ازاد হে (অর্ধাযাদ) ফুকাহাগণ বলেন, এটি তাকে ' তোমার অর্ধেক আযাদ' বলার অনুরূপ বিবেচিত হবে।

৬৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার নিজ গোলামকে বলল, 'যত দিন পর্যন্ত তুমি গোলাম ছিলে ততদিন আমি তোমার জালাতন পোহাচ্ছিলাম, আজ যদিও তুমি আমর গোলাম নও তবুও আমি তোমার সেই জালাতনে ভুগ্ছি' মাশায়িখগণ বলেন, মালিকের এ কথা বলা মানে গোলাম আযাদ করার স্বীকারোক্তি করা। সুতরাং আদালতের বিচারে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

৬৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার নিজ গোলামকে বলল, 'তুমি আমার তুলনায় অধিক আযাদ' এ বাক্য দ্বারা যদি সে আযাদীর নিয়্যত করে থাকে তাহলে আযাদ হবে নতুবা হবে না।

৬৫. মাসআলা ঃ কোন গোলাম তার মনিবকে বলল, 'আমার আযাদীর ব্যবস্থা করুন' এরপর মনিব বলল, 'আমি তোমার আযাদীর ব্যবস্থা করলাম' কিন্তু সে এ কথা বলার সময় আযাদ করার নিয়্যত করেনি তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কেউ যদি তার নিজ গোলামকে বলে, 'হে আমার মনিব' তাহলে আযাদীর নিয়্যত করা ব্যতীত গোলামটি আযাদ হবে না (কাফী)।

কোন ব্যক্তির মাত্র একটি গোলাম আছে; এক পর্যায়ে সে বলল, 'আমি আমার গোলামকে আযাদ করে দিলাম' তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

এক ব্যক্তি (মুনীর) অন্য এক ব্যক্তি (হাসান)-কে বলল 'আমি তোমার পিতার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম), তোমার পিতা আমার পিতামাতাকে আযাদ করেছিল' তাহলে এ কথা দ্বারা বক্তা (মুনীর) যার জন্য স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল তার (হাসানের) গোলাম বিবেচিত হবে না। আযাদই থাকবে। অনুরূপে যদি বলে আমি তোমার পিতার মাওলা, কিন্তু ' তোমার পিতা আমাকে আযাদ করেছে' কথাটি বলেনি তাহলে সে আযাদ বলেই গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বলে, আমি তোমার পিতার মাওলা তোমার পিতা আমাকে আযাদ করেছে, এমতাবস্থায় যদি ঐ পিতার উত্তরাধিকারীরা তার পিতার আযাদকরণকে অস্বীকার করে তাহলে সে গোলাম হিসাবেই বিবেচিত হবে।

তবে যদি সে (তার আযাদীর উপর) কোন সঠিক প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে।

কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে আযাদ করল এবং আযাদ করার সময় গোলামের মালিকানাধীন সম্পদ ছিল। তাহলে গোলামের সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় ব্যতীত (যে ধরনের কাপড়ই সে দিক না কেন) সমস্ত সম্পদের মালিক মনিবই হবে।

৬৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির তিনটি গোলাম আছে, সে তাদেরকে বলল, তোমরা সকলেই আযাদ হবে অমুক, অমুক, অমুক ব্যতীত (অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আবার সকলকে বাদ করে) তাহলে সকলেই আযাদ হবে যাবে (আল ফাতাওয়াল কুব্রা)।

৬৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির পাঁচটি গোলাম আছে, সে বলল যে, 'আমার মালিকানাভুক্তদের একজন ব্যতীত দশজন আযাদ' তাহলে সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বলে 'আমার মালিকানাভুক্ত দশজন আযাদ একজন ব্যতীত' তাহলে শুধু চারজন আযাদ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬৮. মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য গোলাম আযাদ করা এবং মহিলার জন্য বাঁদী আযাদ করা মুস্তাহাব, যেন (হাদীসে বর্ণিত)[১] অঙ্গ বিনিময় বিষয়টি পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হয়। (যহীরিয়্যাহ)

৬৯. মাসআলা ঃ সাত বছর যাবৎ নিজ গোলাম দ্বারা খিদমত নেওয়ার পর মনিবের জন্য তাকে আযাদ করে দেওয়া কিংবা অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেওয়া মুস্তাহাব। হতে পারে ক্রেতা তাকে আযাদ করে দিবে (তাতার খানিয়াহ ঃ হুজ্জতের সূত্রে বর্ণিত)।

১. নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ (بخارى و مسلم)

অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি মু'মিন গোলাম বাঁদীকে আযাদ করে তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর অনুরূপ অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলীম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭০. মাসআলা ঃ আযাদ কৃত গোলামকে কোন লিখিত দলীল অর্পণ করা এবং দলীলটিকে একাধিক সাক্ষী দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। এটি বিশ্বস্ততার জন্য এবং পরবর্তীকালীন কোন কলহ বা ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

অনুচ্ছেদ ঃ মালিকানা ও অন্যান্য সূত্রে আযাদ হওয়া প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজের মাহ্রাম আত্মীয়ের মালিক হলে সেটি তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়; মালিক অল্প বয়স্ক হোক কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক হোক, সুস্থ মস্তিষ্ক হোক কিংবা উন্মাদ তাতে কোন পার্থক্য হবে না (গায়াতুল বায়ান)।

(تَوْرِيْحِم مَحْرَم) **মাহরাম আত্মীয়ের পরিচয় হলো ঃ** এমন নিকটাত্মীয় যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া স্থায়ীভাবে হারাম। রাহ্মের অর্থ ঃ (রক্ত সম্পর্কীয়) আত্মীয়তা। আর মাহ্রামের অর্থ ঃ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার নিষিদ্ধতা।

(মালিকানা সূত্রে আযাদ হওয়ার জন্য মালিকানাভুক্তের মাঝে রাহ্ম ও মাহ্রাম উভয় গুণ একত্রিত হওয়া আবশ্যক) কাজেই এমন মাহ্রাম যার সাথে রাহম-এর সম্পর্ক নেই যেমন ঃ কেউ তার পুত্র বধূর মালিক হওয়া, কিংবা তার পিতার বধূর (সৎমার)মালিক হওয়া, কিংবা তার চাচার এমন কন্যা হওয়া যার সঙ্গে তার দুধবোন হওয়ার সম্পর্ক আছে। এ পর্যায়ের আত্মীয় মালিকানা সূত্রে আযাদ হয় না। অনুরূপে মাহ্রাম বিহীন রাহ্ম যেমন ঃ চাচাদের সন্তান, মামাদের সন্তান; এ পর্যায়ের আত্মীয় মালিকানা সূত্রে আযাদ হয় না (কাফী)।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বৈবাহিক সূত্রে কিংবা দুধপান সূত্রে (সৃষ্ট) তার মাহ্রাম আত্মীয়ের মালিক হয় তাহলে সে তার পক্ষ থেকে আযাদ হবে না। স্বামী-স্ত্রীর একজন যদি আরেকজনের মালিক হয় তাহলে আযাদ হবে না (মাবসূত)।

মালিক-দারুল ইসলামে বিদ্যমান অবস্থায় মুসলমান হোক কিংবা কাফির তাতে বিধানে কোন পার্থক্য হবে না। অনুরূপে ক্রীতদাস মুসলমান হোক কিংবা কাফির তাতেও কোন পার্থক্য হবে না (গায়াতুল বায়ান)। কাজেই কোন হারবী ব্যক্তি যদি দারুল হারবে নিজের মাহ্রাম আত্মীয়ের মালিক হয় তা হলে সে আযাদ হবে না (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যারাহ)। আর যদি হারবী ব্যক্তি দারুল হারবে তার নিকটাত্মীয়ের মালিক হয়ে আমান নিয়ে (নিরাপত্তার স্বীকৃতিসহ) দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে (ফাত্ওয়ায়ে কাযীখান)। গোলাম-বাঁদী যদি নিজ সন্তানকে ক্রয় করে তাহলে সে আযাদ হবে না (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যারাহ)।

কাজ কারবারের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি তার মনিবের কোন মাহ্রাম আত্মীয় ক্রয় করে এবং তার উপর তার মূল্য সমপরিমাণ ঋণ না থাকে তাহলে উক্ত আত্মীয় আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তার উপর তার মূল্য সমপরিমাণ ঋণ থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আযাদ হবে না।

৩. মাসআলা ঃ মুকাতাব গোলাম যদি তার মনিবের সন্তান ক্রয় করে তাহলে উক্ত সন্তান সকলের মতে আযাদ হবে না (তাতার খানিয়াহ ঃ হুজ্জতের সূত্রে বর্ণিত)।

মুকাতাব যদি তাঁর এমন আত্মীয় ক্রয় করে যাকে বিক্রি করার অধিকার তার নেই। যেমন ঃ পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্যরা; এমতাবস্থায় তার মনিব তাঁদেরকে আযাদ করলে তারা আযাদ হয়ে যাবে (মুয়মারাত)।

গোলাম ক্রয়ের উকীল যদি তার নিজ আত্মীয় ক্রয় করে তাহলে সে আযাদ হবে না (সিরাজিয়্যাহ)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার অন্তিম শয্যায় নিজ পুত্রের অনুকূলে এক হাজার দিরহামের স্বীকারোক্তি করে। আর ঐ পুত্র ব্যতিরেকে তার অপর কোন আত্মীয় নেই এবং ঐ ব্যক্তি ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসাবে একমাত্র এমন একটি গোলাম রেখে যায় যে ঐ পুত্রের বৈমাতৃক ভাই। আর উক্ত গোলামের মূল্য স্বীকারোক্তিকৃত ঋণের সমপরিমাণ তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। কারণ মৃত্যুশয্যাকালের স্বীকারোক্তি (ইসলামে) ওসীয়ত হিসাবে গণ্য। কাজেই ঐ পুত্র (ওসীয়ত সূত্রে) নিজ ভাইয়ের মালিক হওয়ার কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত স্বীকারোক্তি সুস্থকালীনের হয় তাহলে আযাদ হবে না। কেননা স্বীকারোক্তিজনিত ঋণ (তার সমগ্র ত্যাজ্য সম্পদকে ঘিরে নেওয়ার কারণে পুত্র ঐ গোলামটির মালিক হয়নি। (সুতরাং আযাদ হবে না)।

এখান থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ওয়ারিসের ঋণ সম্পদের উপর ঐ ওয়ারিসের মালিকানা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে (যহীরিয়্যাহ)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ পিতাকর্তৃক গর্ভবতী কোন বাঁদীকে ক্রয় করে, অথবা বাঁদীর মালিক পিতা ছাড়া অন্য কেউ ;তাহলে তাঁর এ ক্রয়টা শুদ্ধ হবে। এবং তার গর্ভস্থ সন্তান আযাদ হয়ে যাবে কিন্তু বাঁদী আযাদ হবে না। আর সন্তান প্রসবের পূর্বে বাঁদীটি বিক্রি করা জাইয নেই। তাবে প্রসবের পরে তাকে বিক্রি করা জাইয আছে (বাদাঈ)।

৬. মাসআলা ঃ যদি গর্ভবতী বাঁদীকে আযাদ করে তাহলে তার অনুগামী হিসেবে গর্ভস্থ সন্তানও আযাদ হয়ে যাবে[১]। আর যদি শুধু গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করে তাহলে গর্ভধারিণীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গর্ভস্থ সন্তান আযাদ হবে।

যদি কেউ মালের বিনিময়ে গর্ভস্থ সন্তান আযাদ করে তাহলে তা শুদ্ধ হবে; তবে উল্লেখিত অর্থ পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে না। আর আযাদ করার সময় গর্ভে সন্তান বিদ্যমান থাকা না থাকার বিষয়টি জানার উপায় হল উক্ত সময় থেকে ছয় মাসের মধ্যে গর্ভধারিণী বাঁদী এ সন্তান প্রসব করা[২] (হিদায়া)। সুতরাং যদি আযাদ করার সময় থেকে ছয় মাস কিংবা ততোধিক সময় অতিক্রম হওয়ার পরে এ সন্তান প্রসবিত হয় তাহলে সে আযাদ হবে না। তবে যদি তাঁর গর্ভটি যমজ দুই সন্তান বিশিষ্ট হয় এবং উক্ত যমজদ্বয়ের প্রথমটি ছয়মাসের কম সময়ের মধ্যে প্রসব করে এরপর দ্বিতীয়টি ছয়মাস কিংবা ততোধিক সময়ের মধ্যে প্রসব করে থাকে।

কিংবা উক্ত বাঁদী স্বামীর মৃত্যুর কারণে ইদ্দত কিংবা তালাকের ইদ্দত পালনকারিণী হয়ে থাকে, এরপর সে স্বামী থেকে পৃথক হওয়ার সময়কালীন থেকে দু বছরের কম সময়ের মধ্যে

১. কেননা উক্ত গর্ভস্থ সন্তান তার সাথে একটি অঙ্গের ন্যায় সংযুক্ত
২. কেননা এটাই হলো গর্ভস্থ সন্তান প্রসবের সর্ব নিম্ন সময়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সন্তান প্রসব করে; এই দু' অবস্থায় যদিও বাঁদী ছয় মাসের অধিক সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করেছে তথাপিও উক্ত গর্ভস্থ সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ বাঁদীর গর্ভে তার মনিবের ঔরসজাত সন্তান আযাদ হিসাবে গণ্য। আর বাঁদীর স্বামীর সন্তান তার মনিবের গোলাম হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে প্রতারিত ব্যক্তির সন্তান এবং আযাদ রমণীর সন্তান সর্বাবস্থায় আযাদ বলেই গণ্য। কেননা মায়ের দিকটি এখানে অগ্রাধিকার যোগ্য। সুতরাং আযাদী গুণের ক্ষেত্রে সন্তান তাঁরই অনুগামী হবে। যেভাবে মালিকানাধীন হওয়া, গোলাম হওয়া, মুদারবার হওয়া, উম্মে ওয়ালাদ হওয়া, মুকাতাব হওয়া, এসব ক্ষেত্রে সন্তান মায়ের অনুগামী হয়ে থাকে (হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কেউ তার গর্ভবতী বাঁদীকে প্রসব করাকালীন বলে, 'তুমি আযাদ' তাহলে (সে আযাদ হয়ে যাবে পাশাপাশি) গর্ভস্থ সন্তানটির বেরিয়ে আসা অংশটি যদি কমার্ধ হয়, তাহলে (মায়ের অনুগামী হয়ে) সেও আযাদ হয়ে যাবে, আর যদি বেরিয়ে আসা অংশ বেশী অর্ধ হয় তাহলে আযাদ হবে না।

হিশাম এবং মু'আল্লা (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি তার গর্ভবতী বাঁদীকে (প্রসবকালে) সন্তানের অর্ধেকাংশ বেরিয়ে আসার পর বলল, 'তুমি আযাদ'। তিনি বলেন, যদি বেরিয়ে আসা অর্ধেকাংশ মাথা ব্যতীত পায়ের দিক থেকে হয়, তাহলে সন্তানটি গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আর বেরিয়ে আসা অর্ধেকাংশ যদি মাথার দিক থেকে মাথাসহ হয় তাহলে উক্ত সন্তানটি আযাদ বলে বিবেচিত হবে (মুহীত)।

মুনতাকায় উল্লেখ আছে, যদি কেউ তাঁর বাঁদীকে বলে ' তোমার গর্ভের বড় সন্তানটি আযাদ' এরপর ঐ বাঁদী যমজ দু'টি সন্তান প্রসব করে, তাহলে প্রথম ভূমিষ্ট সন্তানটি বড় বলে বিবেচিত হবে; আর সেই আযাদ বলে গণ্য হবে।

যদি কেউ তার নিজ বাঁদীকে বলে, তোমার পেটে অবস্থিত (শুক্রবিন্দু দ্বারা সৃষ্ট) 'জমাট রক্ত ও গোশত পিণ্ড আযাদ' তাহলে তা আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অন্য আরেকজনের বাঁদীকে আযাদ করে দেয় এবং বাঁদী সন্তান প্রসবের পর মালিক ঐ ব্যক্তির আযাদ করার স্বীকৃতি দেয় তাহলে সন্তানটি আযাদ হবে না।

কোন ব্যক্তি তার সুস্থাবস্থায় নিজ বাঁদীকে বলল, 'তুমি আযাদ' অথবা তোমার গর্ভস্থিত আযাদ, পরে উক্ত বাঁদী গঠনপূর্ণ একটি মৃত সন্তান প্রসব করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি অনুসারে বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বাঁদী স্বাভাবিক প্রসব না করে, যেমন কেউ তার পেটে আঘাত করার কারণে এমন কোন মৃত সন্তান বেরিয়ে পড়ে যার গঠন সুস্পষ্ট। তাহলে এ ক্ষেত্রে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে; যদি সে বাঁদীকে আযাদ করে থাকে তাহলে তার অনুগামী হয়ে সন্তানও আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে গর্ভবতী না হয়ে থাকে তাহলে শুধু বাঁদীটি আযাদ হবে।

আর যদি সে তার গর্ভবতী বাঁদীকে বলে, 'তুমি আযাদ' কিংবা তোমার গর্ভস্থিত আযাদ' কিন্তু কে আযাদ তা নির্দিষ্টভাবে বলার পূর্বেই সে মারা যায়। এরপর কেউ তার পেটে আঘাত

করার কারণে তার পেট থেকে একটি পূর্ণ গঠনের মৃত সন্তান বেরিয়ে আসে, এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মৃত সন্তানের বদলা হিসাবে আঘাতকারীর উপর জরিমানা হিসাবে একটি আযাদ মহিলার গুর্রাহ (৫০০ দিরহাম) আরোপ করা হবে এবং উক্ত বাঁদীর অর্ধেকাংশ আযাদ হয়ে যাবে। আর বাকি অর্ধেকাংশের আযাদীর জন্য সে মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে। আর নিহত সন্তানটির জন্য উপার্জন করা জরুরী নয় (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি হারবী ব্যক্তি তার হারবী গোলামকে দারুল হারবে থাকাকালীন আযাদ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এ আযাদকরণ কার্যকর হবে না। কিন্তু সাহিবাইন ভিন্নমত পোষণ করেন। পক্ষান্তরে উক্ত হারবী যদি তার মুসলমান গোলামকে দারুল হারবে থাকা অবস্থায় আযাদ করে তাহলে তার আযাদ করণ সকলের মতে শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। এবং হারবী ব্যক্তিই গোলামের উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে।

১১. মাসআলা ঃ যদি হারবী ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, কিংবা তাকে বন্দী করা হয়, তাহলে এ কারণে তার মুকাতাব আযাদ হবে না; বরং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীবর্গ বদলে কিতাবাতের (তথা ঐ মুকাতাবের) মালিক হবে।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দারুল হারবে প্রবেশ করল, এরপর সেখান থেকে সে নিজের সঙ্গে এমন একজন হারবী ব্যক্তিকে নিয়ে দারুল ইসলামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে যে বলত, 'আমি তার গোলাম' ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, যদি হারবী ব্যক্তিকে বাধ্য করা ছাড়া দারুল হারব থেকে (আনুগত্যের সহিত) দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে আর 'আমি তার গোলাম' কথাটি বাতিল সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি তাকে দারুল হারব থেকে জোরপূর্বক নিয়ে এসে থাকে তাহলে সে তার গোলাম বলে বিবেচিত হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ হারবী ব্যক্তি যদি তার মুসলমান গোলামকে বিক্রি করার জন্য পেশ করে,তাহলে যদিও তাকে বিক্রি না করতে পারে তবুও সে আযাদ হয়ে যাবে। আমাদের মাশায়িখগণের অনেকেই বলেছেন, এটাই বিশুদ্ধ মত (শরহুল মাজ্মা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এমন দাস প্রসঙ্গে যার কিছু অংশ আযাদ করা হয়

যে ব্যক্তি গোলামের কিছু অংশ আযাদ করে সেটি চাই নির্দিষ্টভাবে হোক যেমন বলল, তোমার এক-চতুর্থাংশ আযাদ অথবা অনির্দিষ্টভাবে যেমন বলল তোমার কতকাংশ কিংবা তোমার কোন অংশ কিংবা তোমার একভাগ আযাদ, তবে তাকে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদানের আদেশ দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট পূর্ণ গোলাম আযাদ হবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে, পূর্ণ গোলাম আযাদ হবে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অবশিষ্ট অংশের মূল্য মালিককে পরিশোধের উদ্দেশ্যে ঐ গোলামকে উপার্জন করার সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতটিই হলো বিশুদ্ধ। (মুয্‌মারাত)

অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলামের হুকুম মুকাতাবের হুকুমের ন্যায়। যেমন ঃ মুকাতাবের ন্যায়, তার পূর্ণ আযাদ হওয়া বাকি অংশের বিনিময় আদায় করার উপর নির্ভরশীল থাকে, তার উপার্জনের উপর তার অধিকার অগ্রগণ্য থাকে এবং তার উপর মনিবের কোন কর্তৃত্ব কিংবা কাজে খাটানোর অধিকার থাকে না এবং সে যথারীতি পূর্ণ গোলাম হিসাবেই বিবেচিত থাকে (নাহরুল ফাইফ)। সে কোন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না কিংবা তার থেকেও কেউ সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না, তার সাক্ষ্য প্রদান জাইয নেই।

সে একই সময় দুয়ের অধিক বিবাহ করতে পারবে না (তাতার খানিয়াহ)। আর মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না, যৎসামান্য জিনিস ব্যতিরেকে অন্য কিছু হিবা ও সাদাকা করতে পারবে না এবং সে অন্যের কাফীল (দায় দায়িত্ব গ্রহণকারী) হতে পারবে না এবং সে ঋণ প্রদান করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার অবিশিষ্টাংশের মূল্য আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে সে মুকতাবের ন্যায় গোলামত্বের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না (গায়াতুল-বায়ান)। আর অবশিষ্টাংশের মালিকানা উপার্জনের জন্য কাজে খাটানো অথবা আযাদ করার দ্বারা তুলে নেওয়া ওয়াজিব। এভাবে গোলামের উপর থেকে পূর্ণ মালিকানা নিঃশেষ হয়ে গেলে উক্ত গোলাম পূর্ণ আযাদ বলে বিবেচিত হবে (কাফী)।

১. মাসআলা ঃ যদি কোন গোলাম দুই শরীকানাধীন হয় এবং এর মধ্যে একজন তার অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে ঐ অংশটুকুই আযাদ হয়ে যাবে। এরপর আযাদকারী মালিক যদি সচ্ছল হয় তাহলে অপর শরীকের ইখ্‌তিয়ার হবে, ইচ্ছা করলে সে নিজের অংশকে আযাদ করে দিবে। আবার ইচ্ছা করলে নিজের অংশের মূল্য পরিশোধের দায় আযাদকারীর উপর আরোপ করবে। কিংবা ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে (হিদায়া)।

দুই শরীকের একজন যদি গোলামের মধ্য থেকে তার নিজের অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে অপর শরীকের জন্য তার অংশকে বিক্রি করা কিংবা হিবা করা কিংবা মোহর হিসাবে প্রদান করা জাইয হবে না। কেননা এক্ষেত্রে উক্ত গোলামটি মুকাতাবের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে (মাবসূত ঃ সারাখ্‌সী)।

তুহফা গ্রন্থে আছে, অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলামের ব্যাপারে আযাদকারী যদি সচ্ছল হয় তাহলে অংশীদার মালিকের জন্য পাঁচটি ইখতিয়ার থাকে (১) সে ইচ্ছা করলে নিজের অংশটি আযাদ করে দিবে। (২) কিংবা তাকে মুদাব্বার বানিয়ে দিবে। (৩) কিংবা তাকে মুকাতাব বানিয়ে দিবে (৪) কিংবা ইচ্ছা করলে তাকে মুক্তিপণ পরিশোধের জন্য উপার্জনে লাগাবে (৫) আবার চাইলে নিজের অংশের মূল্য পরিশোধের দায় আযাদকারী শরীকের উপর আরোপ করবে। তবে সে যদি মুদাব্বার বানায় তাহলে তার নিজস্ব অংশটুকুই মুদাব্বারে বিবেচিত হবে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে গোলামের উপর দায় পরিশোধের জন্য উপার্জন করা আবশ্যক হবে এবং সে আযাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তার আযাদীকে মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করা জাইয হবে না (গায়তুস্‌সুরুজী)।

আর অংশ বিশেষ আযাদকারী যদি অসচ্ছল হয় তাহলে উপরোল্লেখিত হুকুমই কার্যকর থাকবে তবে তার উপর ক্ষতি পূরণ তথা বাকি অংশের মূল্য পরিশোধের দায় আরোপ করা জাইয হবে না (খিযানাতুল মুফ্‌তীন)। নীরব অংশীদারের জন্য উপরোল্লেখিত বিকল্পসমূহের কোন একটি পন্থা অবলম্বন করা ব্যতিরেকে গোলামকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে রাখার সুযোগ নেই (বাদাঈ)। আর তার ইখতিয়ারের বিষয়টি সশব্দে হতে হবে। যেমন সে বলবে, আমি তোমার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করলাম, অথবা বলবে যে, তুমি আমার প্রাপ্য অংশ আদায় করে দাও। পক্ষান্তরে সে যদি মনে মনে ইখতিয়ার অবলম্বন করে তাহলে সেটি ধর্তব্য হবে না (নিহায়া)।

উল্লেখ্য যে, আযাদ করা, মুকাতাব বানানো, মুদাব্বার বানানো এবং গোলামকে উপার্জনে লাগানো এই চার ধরনের ইখতিয়ার গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গোলামের ওয়ালা[১] উভয় শরীকের মধ্যে নিহিত থাকবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ আরোপ করার পন্থা অবলম্বন করার সেক্ষেত্রে ওয়ালা শুধুমাত্র আযাদকারীর জন্য হবে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

যে শরীক গোলামকে উপার্জনে লাগিয়েছে সে তারা আদায়কৃত মূল্য আযাদকারীর নিকট দাবী করতে পারবে না। এটি সর্বসম্মতিক্রমে (আল-জাওহারতুন্নায়্যারাহ)।

২. মাসআলা ঃ যদি আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে অবশিষ্টাংশ আযাদ করে দিতে পারে আর ইচ্ছা করলে মুদাব্বার বানাতে পারে আবার চাইলে মুকাতাব বানাতে পারে কিংবা ঐ অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য তার অনুকূলে গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারে (বাদাঈ)। আর যদি দ্বিতীয় শরীক আযাদকারীকে ক্ষতিপূরণ আদায় থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে ইচ্ছা করলে সে ঐ অংশ আদায়ের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাবে, আর ওয়ালা আযাদকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। নীরব শরীকের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগানোর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যাহ)।

১. আযাদকৃত গোলাম যে ধন-সম্পত্তি রেখে মারা যায় ফিকহের পরিভাষায় তাকে ওয়ালা বলে আখ্যায়িত করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ নীরব শরীক যদি তার অংশকে আযাদকারী শরীকের নিকট বিক্রি করে কিংবা কোন কিছুর পরিবর্তে তাকে হিবা করে তাহলে তা কিয়াসের আলোকে ক্ষতিপূরণ আরোপের ন্যায় জাইয বলে বিবেচিত হবে। তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী জাইয হবে না (নিহায়া)। আযাদকারী শরীকের সচ্ছলতায় নীরব শরীক যদি তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপের দিক গ্রহণ করে তারপর সে এ ইখতিয়ারকে বাদ দিয়ে গোলামকে উপার্জনে লাগানোর পন্থা অবলম্বন করতে চায় তাহলে তার জন্য এ সুযোগ থাকবে যদি আযাদকারী শরীক ক্ষতিপূরণ আরোপের দিক কবূল না করে থাকে কিংবা হাকিম এ সম্পর্কে কোন ফায়সালা না দিয়ে থাকে। (এটি ইব্ন সামাআর রিওয়ায়েত ঃ মুহাম্মদ (র)- এর সূত্রে)।

আসল এর মধ্যে উল্লেখ আছে, নীরব শরীক যদি আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করে তাহলে গোলামকে উপার্জনে লাগানোর সুযোগ থাকবে না।

তবে তাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ নেই। আর যদি গোলামকে উপার্জনে লাগানোর পন্থা ইখতিয়ার করে তবে সকল বর্ণনা অনুযায়ী পরবর্তীতে আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করার সুযোগ থাকবে না। চাই গোলাম উপার্জন করতে রাযী হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (মুহীত)। তবে যদি গোলাম মারা যায় তাহলে আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যাবে (ইতাবিয়্যাহ)।

উল্লেখ্য যে, ইখতিয়ার গ্রহণ বাদশাহর সম্মুখে হোক কিংবা অন্য কারো সম্মুখে সর্বাবস্থায় একই হুকুম হবে (মাবসূত ঃ সারাখ্সী)।

আযাদকারী শরীক যদি তার উপর আরোপিত ক্ষতিপূরণ গোলাম থেকে উসুল করে নেয় এরপর নীরব শরীককে তার উপর হাওয়ালা করে দেয় এবং তার হক পরিমাণ অংশ গোলামকে উপার্জনে লাগিয়ে উসুল করে নেওয়ার জন্য উকীল বানিয়ে দেয় তাহলে তা জাইয হবে। আর আযাদকারী শরীক সম্পূর্ণ ওয়ালার অধিকারী হবে। আর যদি কোন কিছু ইখতিয়ার না করে এমনকি এক পর্যায়ে গোলামকে যখম করে ফেলে তাহলে তার উপর গোলামের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে, তবে যখম করা দ্বারা গোলামকে উপার্জনে লাগানোর দিক গ্রহণ করা বুঝাবে না। এমনিভাবে যদি গোলাম থেকে এ পরিমাণ মাল জবর দখল করে নেয়, যার দ্বারা তার অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা যেতে পারে কিংবা গোলাম তাকে ঐ পরিমাণ মাল ঋণ দেয়, কিংবা তার কাছে বিক্রি করে তাহলে এই মাল গোলামকে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে (মাবসূত ঃ শামসুল আইম্মা সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ (ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান) শায়বানীর নিকট সচ্ছলতার পরিচয় হলো। অপর শরীকের অংশের মূল পরিমাণ মালের মালিক হওয়া। এটাই বিশুদ্ধ মত (জাওয়াহিরুল আখ্লাতী)। কিন্তু উয়ূন নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক্ষেত্রে গৃহীত মত হলো, আযাদ করার দিন প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, খাদেম ও ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র ব্যতীত আযাদকৃত গোলামের অর্ধেক মূল্য সমপরিমাণ মালের মালিক হলে তাকে সচ্ছল বলা হবে (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ দু'টি গোলাম দুই শরীকানাধীন। গোলামদ্বয়ের একটির মূল্য একহাজার টাকা আর অপরটির মূল্য দু'হাজার টাকা। শরীকদ্বয়ের একজন নিজ অংশকে আযাদ করে দিল

Pdf By Syed Mostafa Sakib

এমতাবস্থায় আযাদকারীর নিকট এক হাজার টাকা থাকে তবে সে অসচ্ছল বলে গণ্য হবে, ইব্ন রুস্তম এটা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। আর যদি তার নিকট এক হাজার টাকারও কম থাকে তাহলে সে গোলামদ্বয়ের মধ্যে কমদামী গোলামটির ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।

বকর ও খালিদ দুই শরীক একটি এক হাজার টাকা দামের গোলামের মালিক এবং খালিদ ও যাহিদ অন্য একটি পাঁচশ' টাকা দামের গোলামের মালিক এমতাবস্থায় খালিদ উভয় গোলাম থেকে তার অংশকে আযাদ করে দিল আর তার কাছে মাত্র পাঁচশ' টাকা আছে তবে সে অসচ্ছল বলে বিবেচিত হবে আর যদি তার কাছে পাঁচশ' টাকার চেয়ে কম থাকে তবে সে পাঁচশ' টাকা দামী গোলামের শরীকের ক্ষেত্রে অসচ্ছল বলে বিবেচিত হবে (যহীরিয়্যাহ)।

ক্ষতিপূরণ আদায় ও উপার্জন করে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে গোলামের মূল্য আযাদ করার দিন যা ছিল তাই গ্রহণ যোগ্য হবে। সুতরাং পরবর্তীতে যদি আযাদ করার দিনের মূল্য থেকে গোলামের মূল্য বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায় কিংবা আযাদকৃত বাঁদী পরবর্তীতে সন্তান প্রসব করে তা হলে তা ধর্তব্য নয় (বাদাঈ)। আর যদি আযাদ করার দিন গোলাম সুস্থ থাকে এরপর সে অন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার সুস্থবস্থার মূল্যের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি সে আযাদীর দিন অন্ধ থাকে। তারপর তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে তাহলে তার অন্ধ অবস্থায় যে মূল্য হতো তার অর্ধেক দিতে হবে (ফাতহুল কাদীর)।

অনুরূপ আযাদকারী সচ্ছল ও অসচ্ছল হওয়া আযাদীর দিন হিসাবে গ্রহণ যোগ্য হবে। সুতরাং যদি সে সচ্ছল অবস্থায় গোলাম আযাদ করে এরপর সে অসচ্ছল হয়ে যায় তাহলে এর দ্বারা দ্বিতীয় শরীকের তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করার অধিকার বাতিল হবে না। আর যদি সে অসচ্ছল অবস্থায় আযাদ করে এরপর সে সচ্ছল হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় শরীকের জন্য জরিমানা আরোপের অধিকার সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি উভয় শরীক আযাদীর দিনে গোলামের মূল্য নিয়ে মত পার্থক্য করে তাহলে গোলাম জীবিত থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। আর যদি গোলাম মারা যায় তাহলে এক্ষেত্রে আযাদকারী শরীকের কথাই গৃহীত হবে। আর যদি তারা দু'জন এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে, আযাদকরণ মতনৈক্যের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে তাহলে সর্বাবস্থায় আযাদকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে গোলাম বেঁচে থাকুক কিংবা মারা যাক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর যদি তারা আযাদীর সময় ও গোলামের মূল্য উভয় বিষয়ে মত পার্থক্য করে যেমন আযাদকারী বলল আমি তাকে অমুক দিন আযাদ করেছি আর তার দাম হলো একশ' টাকা। আর নীরব শরীক বলল, তুমি তাকে এক্ষণি আযাদ করেছ এর দাম ২০০ টাকা। তাহলে এ অবস্থায় উক্ত গোলাম তাৎক্ষণিক আযাদ হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া হবে। অনুরূপ যদি নীরব শরীক ও গোলাম আপোষে গোলামের মূল্য নিয়ে মতনৈক্য করে তাহলে এক্ষেত্রেও উপরোল্লেখিত বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী ফায়সালা হবে[১] (মুহীত ঃ সারাখসী)।

১. অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে আযাদকারীর কথা ধর্তব্য, সেক্ষেত্রে গোলামের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে, আর যে ক্ষেত্রে নীরব শরীক (অর্থাৎ যে আযাদ করেনি)-এর কথা গ্রহণযোগ্য, সেক্ষেত্রে গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, বরং নীরব শরীকের গ্রহণযোগ্য হবে।

আযাদকারী এবং নীরব শরীকদের ওয়ারিসদের মাঝে গোলামের মূল্য নিয়ে যদি মত বিরোধ হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ হুকুম হবে যা শরীকদ্বয়ের পরস্পরের মতনৈক্যের বেলায় প্রযোজ্য (মুহীত)।

আর যদি সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহলে দেখতে হবে যে, এ মত বিরোধ যদি আযাদ করার সময় হয় তাহলে এক্ষেত্রে আযাদকারীর কথা এবং নীরব শরীকের প্রমাণ গ্রহণ করা হবে (বাদাঈ)।

আর যদি আযাদ করার পর তারা আপোষে আযাদকারী শরীকের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা নিয়ে মত বিরোধ করে এবং আযাদকারীর সময় ও তাদের পারস্পরিক ঝগড়ার মাঝে যদি এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় যাতে সাধারণতঃ সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আযাদকারী শরীকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার মধ্যে পরিবর্তন না ঘটে, এ পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয় তাহলে তাৎক্ষণিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ফায়সালা প্রদান করা হবে। সুতরাং সে অবস্থায় যদি আযাদকারীর সচ্ছলতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তবে সে সচ্ছল বলে গণ্য হবে কাজেই তাদের উক্ত ঝগড়া অর্থহীন সাব্যস্ত হবে। আর যদি তার সচ্ছলতা সম্পর্কে অবগত না হওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে আযাদকারী শরীকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলামকে যদি দিরহাম-দিনারের (টাকা-পয়সার) বিনিময়ে মুকাতাব বানানো হয় তাহলে দেখতে হবে যদি কিতাবত চুক্তি তার মূল্য সমপরিমাণের উপর হয় তবে তা জাইয হবে অনুরূপ তার মূল্যের চেয়ে কমের উপর হলেও জাইয হবে আর যদি তার মূল্যের চেয়ে অধিক হয় তাহলে দেখতে হবে যদি বাড়তি মূল্য এ পরিমাণ হয় যে, সাধারণতঃ মানুষ এ পরিমাণে লোকসানগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কিতাবত চুক্তি জাইয বলে গণ্য হবে। আর যদি বর্ধিত মূল্য এ পরিমাণ হয়ে থাকে যে, মানুষ সাধারণত এ পরিমাণে লোকসান বরদাশ্ত করতে চায় না, তাহলে উক্ত চুক্তি থেকে বর্ধিত মূল্য বাদ দেওয়া হবে এবং গোলামের সঠিক মূল্য অনুযায়ী কিতাবত চুক্তি সম্পন্ন করা হবে।

যদি কিতাবত চুক্তি আসবাব পত্রে বিনিময়ে করে তাহলে তা কম হোক বা বেশী হোক সর্বাবস্থায় জাইয হবে। আর যদি প্রাণী বিনিময় করা হয় তবুও জাইয হবে (বাদাঈ)।

৬. মাসআলা ঃ যদি আসবাব পত্রের উপর গোলামের কিতাবত চুক্তি হয়। এরপর সে কিতাবতের বিনিময় আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে আসবাবপত্রের চুক্তি বাদ হয়ে যাবে, তবে গোলামকে অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে বাধ্য করা হবে। যেমনটি কিতাবত চুক্তির পূর্বে করা হত। আর নীরব শরীকের জন্য এক্ষেত্রে আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করার সুযোগ থাকবে না (মাব্সূত)।

৭. মাসআলা ঃ যদি নীরব শরীক নাবালিগ অথবা উন্মাদ হয় এবং তার পিতা কিংবা দাদা কিংবা[১] ওয়াসী থাকে তাহলে তার ওয়ালী অথবা ওয়াসী ইখতিয়ারাধীন থাকবে। সে ইচ্ছা করলে

১. নাবালকের/উন্মাদের পিতা/দাদা মৃত্যুকালে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করে, তাকে ওয়াসী বলে। বাংলা ভাষায় শব্দটি অছি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অনুবাদক 'ওয়াসী' শব্দ লিখেছেন আরবী শব্দের প্রতি বর্ণায়ন নীতিমালা অনুযায়ী।

আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করবে আর ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে লাগাবে। আবার চাইলে তাকে মুকাতাব বানাবে। কিন্তু সে আযাদ কিংবা মুদাব্বার বানাতে পারবে না।

অনুরূপ হুকুম হবে যদি নীরব শরীক মুকাতাব অথবা ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হয় যার উপর ঋণ রয়েছে তাহলে আদায়কারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা গোলামকে উপার্জনে লাগানো, কিংবা তাকে মুকাতাব বানানোর অধিকার তার থাকবে। তবে গোলামকে আযাদ করার অধিকার তাদের উভয়ের কারো থাকবে না। আর যদি গোলামের উপর কোন প্রকারের ঋণ না থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে ইখতিয়ারের হক মাওলার হবে। গোলামকে উপার্জনে লাগানোর ক্ষেত্রে নীরব শরীক যদি নাবালিগ কিংবা উন্মাদ হয়, তাহলে ওয়ালার হক তাদের দু'জনের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আর যদি নীরব শরীক মুকাতাব অথবা ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হয়, তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ালার হক তাদের মনিবের সাথে সম্পৃক্ত হবে (বাদাঈ)।

৮. মাসআলা ঃ যদি নাবালিগের পিতা অথবা তার পিতার ওয়াসী না থাকে, তবে তার মাতার ওয়াসী থাকা আর ঐ নাবালক এ অংশ বিশেষ (আযাদকৃত) গোলামটিকে মীরাস সূত্রে তার মা থেকে পেয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মাসআলাটি তার কিতাবে উল্লেখ করেন নি। হাকিম আবূ মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ ফকীহ্ আবূ বকর বল্খী (র)-কে এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, যদি ঐ নাবালিগ তার মায়ের ওয়াসী ব্যতীত অন্য কোন ওয়াসী না থাকে তাহলে উক্ত ওয়াসী আযাদকারী শরীকের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারবে, যদিও গোলামকে উপার্জনে লাগানো মুকাতাব বানানোর মত সম অধিকার, তবুও সে এ অধিকারপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু মায়ের ওয়াসীর গোলামকে মুকাতাব বানানোর অধিকার নেই (মুহীত)। আর যদি নাবালিগ এবং উন্মাদের কোন ওয়ালা কিংবা ওয়াসী না থাকে, তাহলে যদি সেখানে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ থাকে, তাহলে সে তাদের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবে যে, আযাদকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ, গোলামকে উপার্জনে লাগানো, অথবা গোলামকে মুকাতাব বানানো এই তিন ইখতিয়ারের মধ্যে তাদের জন্য সর্বোপযোগী দিক গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আর যদি সেখানে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ না থাকে, তাহলে বিষয়টি নাবালিগের বালিগ হওয়া এবং উন্মাদের সুস্থ হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। এরপর তারা সাবালক বা সুস্থ হলে উপরে বর্ণিত পাঁচ ধরনের ইখতিয়ারসমূহের মাধ্যমে নিজেদের হক পূর্ণভাবে বুঝে নিবে (বাদাঈ)।

৯. মাসআলা ঃ যদি নীরব শরীক কোন ধরনের ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বেই অংশবিশেষ আযাদকৃত গোলামটি মারা যায় আর আযাদকারী শরীক সচ্ছল হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী নীরব শরীক ইচ্ছা করলে আযাদকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারবে।

শায়খুল ইসলাম তার শরহে উল্লেখ করেছেন, অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলাম যদি তার আযাদীর পরে উপার্জিত কিছু সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে ফুকাহাদের কোন মতনৈক্য ব্যতীত নীরব শরীক ইচ্ছা করলে আযাদকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করতে পারবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে নীরব শরীক উক্ত গোলামের উপার্জিত সম্পদ নিতে পারবে কি না? এ সম্পর্কে মাশায়িখগণের মত পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের অনেকে বলেছেন, সে নিতে পারবে, হাকিম আবূ নাস্‌র (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর অধিকাংশ মাশায়িখদের মতে তার জন্য উক্ত গোলামের উপার্জিত সম্পদ নেওয়ার অধিকার নেই। ইমাম মুহাম্মদ (র) আসল-এর মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

উপরে বর্ণিত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি নীরব শরীক কোন ধরনের ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বে গোলামটি মারা যায় এবং আযাদকারী শরীক সচ্ছল হয়।

১০. মাসআলা ঃ যদি গোলাম কিছু মাল রেখে মারা যায় তন্মধ্যে কিছু অংশ এমন যা সে আযাদীর পূর্বে কামাই করেছে আর কিছু অংশ আযাদীর পর কামাই করেছে, তাহলে আযাদীর পূর্বের উপার্জিত মাল উভয় শরীকের মধ্যে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। আর আযাদীর পরে উপার্জিত মাল গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হবে। সেটা নীরব শরীক নিয়ে নিবে অথবা আযাদকারী শরীক উসুল করে নিবে যদি সে (বাকি অংশের) ক্ষতিপূরণ আদায় করে থাকে। ক্ষতিপূরণ পরিমাণ উসুল করার পর যা বাকি থাকবে তা আযাদকারীর মীরাস হিসাবে গণ্য হবে।

১১. মাসআলা ঃ যদি উভয় শরীক অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলামের উপার্জিত মাল সম্পর্কে মতনৈক্য করে যেমন ঃ তাদের একজন (নীরব শরীক) একথা বলল যে, এই মাল তার আযাদীর পূর্বে অর্জিত। অতএব তা আমাদের দু'জনের মধ্যে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। আর অপরজন বলল যে, এটা তার আযাদীর পরে অর্জিত, তা হলে এক্ষেত্রে উক্ত মাল আযাদীর পরে উপার্জিত মালের হুকুমে ধর্তব্য হবে।

আর যদি আযাদকারী শরীক অসচ্ছল হয় এবং বাকি মাসআলা যথা পূর্ব হয় (অর্থাৎ অংশ বিশেষ আযাদকৃত গোলাম আযাদীর পর তার উপার্জিত কিছু সম্পদ রেখে মারা যায়) তাহলে কোন মতানৈক্য ছাড়াই নীরব শরীক গোলামের উপার্জন থেকে নিজ অংশ আদায় করে নিতে পারবে, যদি গোলাম এমন কিছু সম্পদ রেখে যায় যা সে আযাদ হওয়ার পর উপার্জন করেছে। আর যদি আযাদীর পর উপার্জিত সম্পদ না রেখে যায় তাহলে তার কোন মালের হদিস পাওয়া পর্যন্ত অথবা কোন অনুদানকারী ব্যক্তি ইহসানস্বরূপ তার এই ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত অথবা নীরব শরীক তাকে দায়মুক্ত করে দেওয়া পর্যন্ত তার প্রাপ্য অংশের মূল্য গোলামের উপর ঋণ হিসাবে থাকবে (মুহীত)।

আযাদকারী শরীক যদি বাকি অংশের জরিমানা আদায় করে তবে সে গোলামের ছেড়ে যাওয়া সম্পদ থেকে উক্ত জরিমানা উসুল করে নিবে।

আর যদি গোলামের কোন সম্পদ না থাকে তবে তা গোলামের উপর ঋণ হিসাবে থাকবে (বাদাঈ)।

১২. মাসআলা ঃ গোলাম যদি সম্পদ রেখে যায় যার কিছু অংশ আযাদীর পূর্বে আর কিছু অংশ আযাদীর পরে অর্জন করেছে তাহলে সে আযাদীর পূর্বে যা কামাই করেছে তা উভয় মনিবের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে এবং আযাদীর পরে যা কামাই করেছে তা তার

পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। অতএব নীরব শরীক অথবা আযাদকারী শরীক যদি জরিমানা আদায় করে তার থেকে আদায় করে নিবে। এরপর যা বাকি থাকবে তা আযাদকারীর মীরাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি শরীকদ্বয় উক্ত সম্পদ নিয়ে মতনৈক্য করে যেমন তাদের একজন বলল গোলাম এ সম্পদ তার আযাদীর পূর্বে কামাই করেছে কাজেই তা আমাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে আর অন্যজন বলল, না বরং এ মাল সে তার আযাদীর পরে কামাই করেছে তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ আযাদীর পর কামাইকৃত সম্পদের পর্যায়ভুক্ত হবে। শরীকদ্বয়ের কেউ যদি পূর্ববর্তী তারিখভিত্তিক দাবী করে তাহলে তা প্রমাণ ছাড়া গ্রহণযোগ্য হবে না (মাবসূত)।

১৩. মাসআলা ঃ নীরব পক্ষ যদি মারা যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে তার ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে বাকি অংশকে আযাদ করে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে আযাদকারীর উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করবে অথবা চাইলে গোলামকে ঐ অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে লাগবে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

ওয়ারিসগণ যদি আযাদকারীর উপর জরিমানা আরোপ করে তাহলে সম্পূর্ণ ওয়ালার অধিকারী আযাদকারী শরীক হবে। আর যদি তারা গোলামের বাকি অংশকে আযাদ করে দেয়, কিংবা গোলামকে উপার্জনে লাগায় তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ালার অধিকারী শুধু মৃতের পুরুষ ওয়ারিসগণ হবে, মহিলা ওয়ারিসরা ওয়ালা পাবে না।

আর যদি ওয়ারিসদের কেউ উপার্জনে লাগানোর দিক গ্রহণ করে আর কেউ জরিমানা আরোপের দিককে তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য ঐ অধিকার অর্জন হবে যা সে নিজের জন্য মনোনীত করেছে।

হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করেন যে এ ধরনের (কয়েক রকমের ইখতিয়ারের) সুযোগ ওয়ারিসদের দেওয়া হবে না। কাজেই তারা সকলেই আযাদকারী শরীকের উপর হয়ত ক্ষতিপূরণ আরোপ করবে নতুবা গোলামকে উপার্জনে লাগাবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (মাবসূত)। আর যদি আযাদকারী শরীক মারা যায় তাহলে দেখতে হবে, যদি তাকে সুস্থাবস্থায় আযাদ করে থাকে তাহলে কোন মতপার্থক্য ছাড়াই গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার অর্ধেক মূল্য আদায় করে নেওয়া হবে। আর যদি রোগাক্রান্ত অবস্থায় আযাদ করে থাকে তাহলে আযাদকারী কোন কিছুর জামিন হবে না সুতরাং এ অবস্থায় গোলামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কোন কিছু নেওয়া হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (বাদাঈ)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গোলাম মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দু' শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন তার অংশ আযাদ করে দিল। এরপর নীরব শরীক তার অংশের অর্ধেকের জন্য আযাদকারী শরীকের উপর জরিমানা আরোপ করে আর বাকি অর্ধেকের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাতে চায়। তাহলে তার জন্য এ সুযোগ আছে কি নেই? ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) বলেন এ মাসআলার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন রিওয়ায়েত নেই। অতএব কেউ বলতে পারে যে তার এ ধরনের সুযোগ আছে আর কেউ বলতে পারে যে তার এ সুযোগ নেই এটা যিয়াদাতের গসব অধ্যায়ে উল্লেখ আছে (যহীরিয়্যাহ্)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ মুনতাকায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন তাকে অসচ্ছল অবস্থায় আযাদ করে দেয়, ফলে গোলামের উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, কিন্তু গোলাম উপার্জন করতে অস্বীকার করলো, তবে সে একজন ঋণগ্রস্ত আযাদ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত। আর এই গোলাম সম্পর্কে শরীআতের হুকুম এই যে, যদি সে বুদ্ধিমান হয় এবং সে হস্ত দ্বারা কাজ করতে সক্ষম কিংবা সে বিশেষ কোন কাজ জানে তাহলে তাকে কারো কাছে ভাড়া দেওয়া হবে এবং তার মজুরী দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

মুনতাকায় আরো উল্লেখ আছে যে, দুই ব্যক্তি একটি নাবালিগ গোলামের মালিক। তাদের একজন অসচ্ছলতায় উক্ত গোলামকে আযাদ করে দিল। এরপর অপর শরীক তাকে ভাড়া দিতে চাইল তাহলে যদি গোলাম বিবেকমান হয় এবং উক্ত চুক্তি সম্পর্কে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে তা জাইয হবে। তবে এর মজুরী ঐ শরীকই পারে যে আযাদ করেনি, আর তা তার অংশ থেকে কাটা যাবে (যখীরাহ্)। আর যদি শরীকদ্বয়ের কেউ অপরের অনুমতি সাপেক্ষে আযাদ করে তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা চলবে না অবশ্য যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী দায় পরিশোধের জন্য গোলামকে উপার্জনে নিযুক্ত করতে পারবে (বাহরুর্ রাইক)।

১৬. মাসআলা ঃ অর্ধেকাংশের মুদারির[১] যদি এক হাজার টাকার পুঁজি দিয়ে দু'টি গোলাম ক্রয় করে অথচ গোলাম দুটির প্রত্যেকটির মূল্য এক হাজার টাকা। এরপর পুঁজির মালিক উভয় গোলামকে আযাদ করে দিল তাহলে উভয় গোলাম আযাদ বলে বিবেচিত হবে। আর পুঁজির মালিক সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল উভয় অবস্থায় মুদারিবের অংশের জরিমানা আদায় করবে (কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, দু'টি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন অসচ্ছল অবস্থায় অনির্দিষ্টভাবে বলল, গোলামদ্বয়ের একটি আযাদ এরপর সে ধনী হয়ে গেল এবং নির্দিষ্ট একজনকে আযাদীর জন্য মনোনীত করল তাহলে আযাদীর পরে তার মূল্যের অর্ধেকের জরিমানা আদায় করবে। আর যদি নির্দিষ্ট না করে মারা যায় কিন্তু মারা যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সে সচ্ছল ছিল তাহলে উভয় গোলামের এক- চতুর্থাংশের মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ঐ মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে যা আযাদ করার দিন চলমান ছিল (ঈযাহ)।

১৮. মাসআলা ঃ কিছু সংখ্যক লোক সম্মিলিতভাবে একটি গোলামের মালিক হলো। তাদের একজন নিজ অংশ আযাদ করে দিল। এরপর নীরব শরীকদের কেউ তার অংশ উপার্জনের মাধ্যমে পরিশোধ করে নেওয়ার দিক গ্রহণ করল আর কেউ নিজ অংশকে আযাদ করে দিল আর কেউ নিজ অংশের মূল্য পরিশোধের দায় আরোপ করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী প্রত্যেক শরীকের জন্য ঐ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকবে যা সে মনোনীত করেছে (মুহীত)।

১. লভ্যাংশের ভাগাভাগির শর্তে অন্যের পুঁজির দ্বারা ব্যবসাকারী।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যদি একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন হয় ও তাদের একজন নিজ অংশকে আযাদ করে দেয়, এরপর দ্বিতীয় শরীকও তার অংশকে আযাদ করে দেয়। তবে তৃতীয় শরীকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে প্রথম আযাদকারী শরীকের উপর তার অংশ মূল্যের জরিমানা আরোপ করবে যদি সে সচ্ছল হয়ে থাকে। আবার ইচ্ছা করলে নিজ অংশ আযাদ করে দিবে কিংবা মুদাব্বার বানাবে অথবা মুকাতাব বানাবে আর চাইলে গোলামকে উপার্জনে লাগাবে। কিন্তু দ্বিতীয় আযাদকারী শরীকের উপর জরিমানা আরোপ করতে পারবে না যদি সে সচ্ছল হোক না কেন।

সুতরাং তৃতীয় শরীক যদি প্রথম শরীকের উপর তার অংশের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করে তবে তার কয়েকটি বিষয়ে ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে আযাদ করে দিবে ইচ্ছা করলে মুকাতাব বানাবে কিংবা ইচ্ছা করলে মুদাব্বার বানাবে আবার চাইলে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে। তবে সে দ্বিতীয় শরীককে যামিন বানাতে পারবে না (বাদাঈ)। আর যদি তিন শরীকের একজন তার অংশকে আযাদ করে দেয় আর দ্বিতীয় শরীক তার অংশকে মুকাতাব বানায় এবং তৃতীয় শরীক নিজ অংশকে মুদাব্বার বানায় তাহলে কারো জন্য নিজ অংশ ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। আর যদি তাদের একজন প্রথমে মুদাব্বার বানায়, এরপর দ্বিতীয় শরীক নিজ অংশ আযাদ করে দেয়, এরপর তৃতীয় শরীক নিজ অংশকে মুকাতাব বানায় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য তার অংশের মূল্য আযাদকারী শরীক থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে কিন্তু মুকাতিব তার অংশকে কারো থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আর যদি প্রথমে মুদাব্বার বানায় এরপর মুকাতাব। এরপর আযাদ করা হয় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারী ও আযাদকারী শরীকদ্বয় সম্পর্কে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

আর মুকাতিব সম্পর্কে হুকুম হলো যদি গোলাম বদলে কিতাবাত আদায়ে সক্ষম হয় তাহলে সে আযাদকারী শরীক থেকে তার অংশ পরিমাণ মূল্য আদায় করে নিবে। আর যদি প্রথমে তাকে মুকাতাব বানানো হয়, তারপর মুদাব্বার এরপর আযাদ করা হয় তাহলে দেখতে হবে যদি গোলাম বদলে কিতাবত আদায়ে অক্ষম না হয় তাহলে সে বদলে কিতাবত আদায়ের মাধ্যমে আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর কোন জরিমানা আরোপ করা হবে না। আর যদি অপারগ হয় তাহলে মুদাব্বার শরীক থেকে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য আদায় করে নিবে আযাদকারী শরীক থেকে নয় (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২০. মাসআলা ঃ গোলাম যদি তিন শরীকানাধীন হয় এবং তাদের একজন গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা করে, এরপর অন্য একজন তাকে আযাদ করে। আর তাদের দু'জনেই সচ্ছল হয় তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে ব্যক্তি মুদাব্বার ঘোষণা করেছে তা তার অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে তার অংশকে আযাদ ঘোষণা দিয়েছিল তা সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর তৃতীয় শরীকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে গোলামের এক-তৃতীয়াংশের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করবে, তবে আযাদকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। আর ইচ্ছা করলে গোলামকে তার এক-তৃতীয়াংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে আর ইচ্ছা করলে তাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযাদ করে দিবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যদি সে ব্যক্তি মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে দায়বদ্ধ করে তাহলে উক্ত ঘোষণাকারীর জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগিয়ে সে পরিমাণ মূল্য আদায় করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে (মাবসূত ঃ সারাখ্সী)।

আর যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী অসচ্ছল হয় তাহলে নীরব পক্ষের জন্য গোলামকে শুধু উপার্জনে লাগানোর সুযোগ থাকবে। সে তাকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। নীরব শরীক মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে যদি তার অসচ্ছলতার অবস্থায় দায়বদ্ধ করে তবে মুদাব্বার ঘোষণাকারী ওয়ালার দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর আযাদাকারী এক- তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর যদি গোলামকে উপার্জনে লাগায় তাহলে প্রত্যেকেই ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশ করে পাবে (গায়াতুল বয়ান)। মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুদাব্বারকৃত এক-তৃতীয়াংশের মূল্যের জন্য আযাদকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে কিন্তু আযাদকারী নীরব শরীককে যে পরিমাণ মূল্য জরিমানাস্বরূপ দিয়েছে তার জন্য সে তাকে যামিন বানাতে পারবে না। আর ওয়ালার দুই-তৃতীয়াংশের মালিক মুদাব্বারকারী হবে আর এক-তৃতীয়াংশের মালিক আযাদকারী হবে (মাবসূত ঃ সারাখ্সী)।

আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী ইচ্ছা করলে তার মুদাব্বারকৃত অংশকে আযাদ করে দিবে আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারে। যদি সে তার ইচ্ছানুযায়ী আযাদকারী শরীককে দায়বদ্ধ করে তাহলে আযাদকারী ব্যক্তি ঐ অংশ বাবদ গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারে (বাদাঈ)। আর যদি আযাদকারী ব্যক্তি অসচ্ছল হয় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য গোলামকে শুধু উপার্জনে লাগানোর সুযোগ থাকবে। আযাদকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না (গায়াতুল বয়ান)।

আর যদি নীরব শরীক মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে তার হিস্যার জরিমানা আদায় করে, এরপর তৃতীয় শরীক তার অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য গোলামের দুই-তৃতীয়াংশের মূল্য আযাদকারী থেকে জরিমানাস্বরূপ উসুল করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। যার মধ্যে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য তার মুদাব্বার হওয়া হিসাবে আর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য গোলাম হওয়া হিসাবে বিবেচিত হবে (নিহায়াঃ তমরতাশীর সূত্রে বর্ণিত)।

উল্লেখ্য, একটি মুদাব্বারের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয়ে থাকে। অনেকে বলেছেন যে, একটি মুদাব্বারের মূল্য একটি গোলামের অর্ধেক মূল্য সমপরিমাণ হয়ে থাকে সদ্রে শহীদ (র) এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর এ মতের উপরই ফাতাওয়া দেওয়া হয় (কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন। তাদের একজন নিজ অংশকে আযাদ করে দিল আর আরেকজন তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণা করল এবং তৃতীয়জন তার অংশকে মুকাতাব বানালো। কিন্তু এ তিনজনের প্রথম (হস্তক্ষেপকারী) কে তা জানা যায়নি। এক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র) কথার উপর ভিত্তি করে বলব, যে আযাদকারী ব্যক্তির নিজ অংশ আযাদ করা কার্যকর বিবেচিত হবে। এ অংশের জন্য কারো উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না। অনুরূপ মুদাব্বার ঘোষণাকারীর স্বীয় অংশকে মুদাব্বার বানানো সঠিক বলে গণ্য হবে।

অবশ্য তার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছে করলে একটি মুদাব্বার গোলামের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাবে অথবা আযাদকারী থেকে একটি গোলামের মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করে নিবে। এরপর সে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী গোলামকে এক-ষষ্ঠাংশের জন্য উপার্জনে লাগাবে।

বাকি রইল মুকাতিবের বিষয় গোলাম যদি তার কিতাবত চুক্তিতে অটল থাকে এমনকি সে বদলে কিতাবত পরিশোধ করে ফেলে তাহলে প্রত্যেকেই এক-তৃতীয়াংশ করে ওয়ালার মালিক হবে। আর যদি মুকাতাব বদলে কিতাবত আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে মুকাতিবের তার অংশের জন্য আযাদকারী ব্যক্তি ও মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে অর্ধেক অর্ধেক করে দায়বদ্ধ করতে পারবে যদি তারা সচ্ছল হয়। আর তারা যে পরিমাণ জরিমানা মুকাতিবকে আদায় করবে তা গোলাম থেকে আদায় করে নিবে এবং দু'জনেই অর্ধেক করে গোলামের ওয়ালার মালিক হবে (মাবসূত)।

মুকাতিব ইচ্ছা করলে গোলামকে আযাদ করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তাকে উপার্জনে লাগাতে পারবে (ইয়ানাবী)।

২২. মাসআলা ঃ একটি গোলাম পাঁচ শরীকানাধীন। তাদের একজন নিজ অংশ আযাদ করে দিল এবং আরেকজন তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণা করল এবং তৃতীয়জন তার অংশকে মুকাতাব বানালো, চতুর্থ শরীক নিজ অংশ বিক্রি করে তার মূল্য আদায় করে নিল। আর পঞ্চম শরীক তার অংশের বিনিময়ে বিবাহ করল[১]। কিন্তু তাদের পাঁচজনের মধ্যে কে প্রথম তা জানা নেই। অতএব এক্ষেত্রে বক্তব্য হলো এই যে, আযাদ করা এবং মুদাব্বার বানানোর ক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে যা ইতিপূর্বে প্রথম সূরতে আমরা বর্ণনা করেছি তবে পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম সূরতে (শরীক তিন জন থাকাকালীন) জামিন বানানো বা উপার্জনে লাগানো এক-তৃতীয়াংশ বাবদ ছিল আর এখানে এক-পঞ্চমাংশ বাবত হবে। বিক্রি করা সম্পর্কে কথা হলো এই যে, ক্রেতা বিক্রেতা উভয় যদি এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে বেচাকেনার লেনদেন আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পরে হয়েছে অথবা বিক্রেতা তার হাতে গোলাম থাকা অবস্থায় বলল যে উক্ত লেনদেন আযাদীর পূর্বে হয়েছে কিন্তু ক্রেতা বলল যে আযাদীর পরে হয়েছে তাহলে এ ক্ষেত্রে বেচাকেনা বাতিল বিবেচিত হবে। আর যদি উভয়ে ঐকমত্য পোষণ করে যে আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পূর্বেই বেচাকেনা লেনদেন হয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে বেচাকেনা প্রত্যাহার করে নিবে আর ইচ্ছা করলে তা বহাল রাখবে ও তার অংশকে আযাদ করে দিবে। কিংবা গোলামকে উপার্জনে লাগাবে ফলে সে গোলামের ওয়ালার মালিক হবে। আবার ইচ্ছা করলে আযাদকারী এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করবে। যদি তারা সচ্ছল হয় পরবর্তীতে তারা দু'জন ঐ পরিমাণ মূল্য গোলাম থেকে আদায় করে নিবে।

আর স্ত্রীকে দেয়া মোহর সম্পর্কে হুকুম হলো এই যে, যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে, আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পর তাদের বিবাহ হয়েছে তাহলে

১. অর্থাৎ মোহর হিসাবে গোলামের পঞ্চমাংশ প্রদান করল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আযাদ করে দিবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো যদি সে ব্যক্তি মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে দায়বদ্ধ করে তাহলে উক্ত ঘোষণাকারীর জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগিয়ে সে পরিমাণ মূল্য আদায় করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে (মাবসূত ঃ সারাখ্সী)।

আর যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী অসচ্ছল হয় তাহলে নীরব পক্ষের জন্য গোলামকে শুধু উপার্জনে লাগানোর সুযোগ থাকবে। সে তাকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। নীরব শরীক মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে যদি তার অসচ্ছলতার অবস্থায় দায়বদ্ধ করে তবে মুদাব্বার ঘোষণাকারী ওয়ালার দুই-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর আযাদাকারী এক- তৃতীয়াংশের হকদার হবে। আর যদি গোলামকে উপার্জনে লাগায় তাহলে প্রত্যেকেই ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশ করে পাবে (গায়াতুল বয়ান)। মুদাব্বার ঘোষণাকারী মুদাব্বারকৃত এক-তৃতীয়াংশের মূল্যের জন্য আযাদকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে কিন্তু আযাদকারী নীরব শরীককে যে পরিমাণ মূল্য জরিমানাস্বরূপ দিয়েছে তার জন্য সে তাকে যামিন বানাতে পারবে না। আর ওয়ালার দুই-তৃতীয়াংশের মালিক মুদাব্বারকারী হবে আর এক-তৃতীয়াংশের মালিক আযাদকারী হবে (মাবসূত ঃ সারাখ্সী)।

আর মুদাব্বার ঘোষণাকারী ইচ্ছা করলে তার মুদাব্বারকৃত অংশকে আযাদ করে দিবে আবার ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারে। যদি সে তার ইচ্ছানুযায়ী আযাদকারী শরীককে দায়বদ্ধ করে তাহলে আযাদকারী ব্যক্তি ঐ অংশ বাবদ গোলামকে উপার্জনে লাগাতে পারে (বাদাঈ)। আর যদি আযাদকারী ব্যক্তি অসচ্ছল হয় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য গোলামকে শুধু উপার্জনে লাগানোর সুযোগ থাকবে। আযাদকারীকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না (গায়াতুল বয়ান)।

আর যদি নীরব শরীক মুদাব্বার ঘোষণাকারী থেকে তার হিস্যার জরিমানা আদায় করে, এরপর তৃতীয় শরীক তার অংশকে আযাদ করে দেয় তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য গোলামের দুই-তৃতীয়াংশের মূল্য আযাদকারী থেকে জরিমানাস্বরূপ উসুল করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। যার মধ্যে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য তার মুদাব্বার হওয়া হিসাবে আর এক-তৃতীয়াংশ মূল্য গোলাম হওয়া হিসাবে বিবেচিত হবে (নিহায়াঃ তমরতাশীর সূত্রে বর্ণিত)।

উল্লেখ্য, একটি মুদাব্বারের মূল্য একটি গোলামের মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয়ে থাকে। অনেকে বলেছেন যে, একটি মুদাব্বারের মূল্য একটি গোলামের অর্ধেক মূল্য সমপরিমাণ হয়ে থাকে সদ্রে শহীদ (র) এই মতটিই গ্রহণ করেছেন। আর এ মতের উপরই ফাতাওয়া দেওয়া হয় (কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন। তাদের একজন নিজ অংশকে আযাদ করে দিল আর আরেকজন তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণা করল এবং তৃতীয়জন তার অংশকে মুকাতাব বানালো। কিন্তু এ তিনজনের প্রথম (হস্তক্ষেপকারী) কে তা জানা যায়নি। এক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবূ হানীফা (র) কথার উপর ভিত্তি করে বলব, যে আযাদকারী ব্যক্তির নিজ অংশ আযাদ করা কার্যকর বিবেচিত হবে। এ অংশের জন্য কারো উপর জরিমানা আরোপ করা হবে না। অনুরূপ মুদাব্বার ঘোষণাকারীর স্বীয় অংশকে মুদাব্বার বানানো সঠিক বলে গণ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশ্য তার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছে করলে একটি মুদাব্বার গোলামের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ পরিশোধের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাবে অথবা আযাদকারী থেকে একটি গোলামের মূল্যের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করে নিবে। এরপর সে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী গোলামকে এক-ষষ্ঠাংশের জন্য উপার্জনে লাগাবে।

বাকি রইল মুকাতিবের বিষয় গোলাম যদি তার কিতাবত চুক্তিতে অটল থাকে এমনকি সে বদলে কিতাবত পরিশোধ করে ফেলে তাহলে প্রত্যেকেই এক-তৃতীয়াংশ করে ওয়ালার মালিক হবে। আর যদি মুকাতাব বদলে কিতাবত আদায়ে অক্ষম হয় তাহলে মুকাতিবের তার অংশের জন্য আযাদকারী ব্যক্তি ও মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে অর্ধেক অর্ধেক করে দায়বদ্ধ করতে পারবে যদি তারা সচ্ছল হয়। আর তারা যে পরিমাণ জরিমানা মুকাতিবকে আদায় করবে তা গোলাম থেকে আদায় করে নিবে এবং দু'জনেই অর্ধেক করে গোলামের ওয়ালার মালিক হবে (মাবসূত)।

মুকাতিব ইচ্ছা করলে গোলামকে আযাদ করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তাকে উপার্জনে লাগাতে পারবে (ইয়ানাবী)।

২২. মাসআলা ঃ একটি গোলাম পাঁচ শরীকানাধীন। তাদের একজন নিজ অংশ আযাদ করে দিল এবং আরেকজন তার অংশকে মুদাব্বার ঘোষণা করল এবং তৃতীয়জন তার অংশকে মুকাতাব বানালো, চতুর্থ শরীক নিজ অংশ বিক্রি করে তার মূল্য আদায় করে নিল। আর পঞ্চম শরীক তার অংশের বিনিময়ে বিবাহ করল[১]। কিন্তু তাদের পাঁচজনের মধ্যে কে প্রথম তা জানা নেই। অতএব এক্ষেত্রে বক্তব্য হলো এই যে, আযাদ করা এবং মুদাব্বার বানানোর ক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে যা ইতিপূর্বে প্রথম সূরতে আমরা বর্ণনা করেছি তবে পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম সূরতে (শরীক তিন জন থাকাকালীন) জামিন বানানো বা উপার্জনে লাগানো এক-তৃতীয়াংশ বাবদ ছিল আর এখানে এক-পঞ্চমাংশ বাবত হবে। বিক্রি করা সম্পর্কে কথা হলো এই যে, ক্রেতা বিক্রেতা উভয় যদি এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে বেচাকেনার লেনদেন আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পরে হয়েছে অথবা বিক্রেতা তার হাতে গোলাম থাকা অবস্থায় বলল যে উক্ত লেনদেন আযাদীর পূর্বে হয়েছে কিন্তু ক্রেতা বলল যে আযাদীর পরে হয়েছে তাহলে এ ক্ষেত্রে বেচাকেনা বাতিল বিবেচিত হবে। আর যদি উভয়ে ঐকমত্য পোষণ করে যে আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পূর্বেই বেচাকেনা লেনদেন হয়েছে, তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে বেচাকেনা প্রত্যাহার করে নিবে আর ইচ্ছা করলে তা বহাল রাখবে ও তার অংশকে আযাদ করে দিবে। কিংবা গোলামকে উপার্জনে লাগাবে ফলে সে গোলামের ওয়ালার মালিক হবে। আবার ইচ্ছা করলে আযাদকারী এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করবে। যদি তারা সচ্ছল হয় পরবর্তীতে তারা দু'জন ঐ পরিমাণ মূল্য গোলাম থেকে আদায় করে নিবে।

আর স্ত্রীকে দেয়া মোহর সম্পর্কে হুকুম হলো এই যে, যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে, আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পর তাদের বিবাহ হয়েছে তাহলে

১. অর্থাৎ মোহর হিসাবে গোলামের পঞ্চমাংশ প্রদান করল।

তাদের বিবাহ বন্ধন শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে এবং স্বামীর জন্য উক্ত গোলামের মূল্যের পঞ্চমাংশ স্ত্রীকে দেওয়া আবশ্যক। আর যদি তারা এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করে যে বিবাহ বন্ধন তাকে আযাদ করা ও মুদাব্বার বানানোর পূর্বে হয়েছে তাহলে স্ত্রীর ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে গোলামের মোহরানা পরিত্যাগ করে স্বামীকে গোলামের মূল্যের পঞ্চমাংশের জন্য দায়বদ্ধ করবে, আবার চাইলে তার অংশকে আযাদ করবে অনুমতি প্রদান করবে কিংবা চাইলে উক্ত পঞ্চমাংশের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাবে। আর গোলামের পঞ্চমাংশ ওয়ালার মালিক সেই হবে।

আর চাইলে আযাদকারী শরীক এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারী প্রত্যেককেই গোলামের মূল্যের পঞ্চামাংশের জন্য অর্ধেক অর্ধেক করে দায়বদ্ধ করবে। তারপর এ মূল্যের মধ্যে যদি কিছু বর্ধিত হয় তাহলে সে সম্পর্কে স্ত্রীর কথাকে সত্যায়ন করা হবে না। পক্ষান্তরে বেচাকেনার বেলায় মূল্যের মধ্যে বর্ধিত অংশ সম্পর্কে ক্রেতার কথাকে সত্যায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে মুকাতাবের অংশের ব্যাপারে ঐ ব্যাখ্যাই দেওয়া হবে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ বদলে কিতাবত আদায় করলে সে আযাদ হয়ে যাবে, আর যদি বদলে কিতাবত আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে মুকাতাব ইচ্ছা করলে আযাদকারী শরীক এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে যদি তারা সচ্ছল হয় প্রত্যেককেই তার অংশের মূল্যের জন্য অর্ধেক অর্ধেক করে দায়বদ্ধ করবে। আর যদি উপরোক্ত পাঁচ শরীকানাধীন গোলামের মধ্যে ষষ্ঠ আরেকজন হকদার বেরিয়ে আসে এবং বলে যে, সে নিজ অংশ তার ছোট নাবালিগ ছেলেকে হিবা করেছে। কিন্তু আযাদীর পূর্বে হিবা করেছে, না পরে করেছে তা জানা যায়নি।

তাহলে এ ক্ষেত্রে পিতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব যদি সে বলে যে আযাদীর পরে আমি হিবা করেছি তাহলে উক্ত হিবা বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে যে আযাদীর পূর্বে হিবা করেছি তাহলে হিবা জাইয বলে গণ্য হবে এবং উক্ত অংশের মধ্যে পিতা ছেলের স্থলাভিষিক্ত হবে অর্থাৎ যেভাবে ছেলে বালিগ হলে তার কর্তৃত্বের অধিকার থাকে অদ্রূপ পিতা উক্ত অংশের মধ্যে কাজ-কারবার করতে পারবে সুতরাং পিতা ইচ্ছা করলে যামিন কিংবা চাইলে গোলামকে উপার্জনে লাগাবে। কিন্তু পিতার উক্ত অংশ আযাদ করার অধিকার নেই।

আর যদি আযাদকারী শরীক এবং মুদাব্বার ঘোষণাকারী সচ্ছল হয় তাহলে পিতা ছেলের অংশের মূল্যের জন্য অর্ধেক অর্ধেক করে উভয়কে যামিন বানাবে। আর চাইলে ছেলের অংশের মূল্যের জন্য গোলামকে উপার্জনে লাগাবে (মাব্সূত ঃ সারাখসী)।

২৩. মাসআলা ঃ হিশাম ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে যদি গোলাম তিন শরীকানাধীন হয়। তাদের একজন অর্ধেকের মালিক আর আরেকজন এক- তৃতীয়াংশের মালিক, আরেকজন এক-ষষ্ঠাংশের মালিক। অর্ধেক ও এক-তৃতীয়াংশের শরীকদ্বয় নিজ নিজ অংশ আযাদ করে দিল তাহলে তারা দু'জন ষষ্ঠাংশের মালিকের হিস্যার জন্য প্রত্যেকেই অর্ধেক যামিন হবে আর অর্ধাংশের মালিক তার অংশানুযায়ী গোলামের অর্ধেক ওয়ালা ও জরিমানা আদায় সূত্রে ওয়ালার অর্ধ-ষষ্ঠাংশের মালিক হবে। অনুরূপ এক-তৃতীয়াংশের মালিক তার অংশানুযায়ী ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশ আর জরিমানা আদায় সূত্রে ওয়ালার অর্ধ ষষ্ঠাংশের মালিক হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি ক্রয় সূত্রে কিংবা হিবার মাধ্যমে কিংবা ওসীয়াত সূত্রে অথবা মোহরানা সূত্রে অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য এক ব্যক্তির শরীকানায় একটি গোলামের মালিক হয় অথচ ঐ গোলামটি তার পুত্র তবে উক্ত গোলামের মধ্যে পিতার অংশ আযাদ হয়ে যাবে। গোলামটি যে তার পুত্র অপর শরীক তা জানুক বা না জানুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

পিতা তার শরীকের অংশের জন্য দায়বদ্ধ হবে না (আইনী ঃ শরহুল কান্য)। পিতা সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাকে কোন পার্থক্য হবে না (তাতার খানিয়্যাহ ঃ ইয়ানাবীর সূত্রে বর্ণিত)।

তবে অপর শরীক ইচ্ছা করলে তার অংশকেও আযাদ করে দিবে কিংবা গোলাম তার অনুকূলে বাকি অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। তার জন্য এ দু'টি পন্থা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহিবাইন বলেন, উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোন ভাবে পিতা যদি পুত্রের মালিক হয় এবং সে সচ্ছল ও বটে তাহলে তাকে অপর শরীকের অংশের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। আর যদি পিতা অসচ্ছল হয় তাহলে পুত্র (গোলাম) অপর শরীকের অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে (আইনী ঃ শারহুল কান্য)।

ফুকাহায়ে কিরাম এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি উভয়-ই উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত গোলামের মালিক হয় তাহলে পিতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না। এ হুকুম প্রত্যেক ঐ নিকট আত্মীয় সম্পর্কে প্রযোজ্য যার মালিকানা সূত্রে গোলাম আযাদ হয়ে যায় (ফাতহুল কাদীর)।

যদি অপর শরীক সর্বপ্রথম ক্রয় সূত্রে ছেলেটির অর্ধাংশের মালিক হয়, এরপর পিতা বাকি অর্ধাংশ ক্রয় করে এবং সে সচ্ছলও বটে তাহলে এ ক্ষেত্রে অপর শরীকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে পিতাকে দায়বদ্ধ করবে আর ইচ্ছা করলে ছেলেকে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জনে লাগাবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত (হিদায়া)। আবার ইচ্ছা করলে তাকে আযাদ করে দিবে (গায়াতুল বয়ান)। যদি কোন ব্যক্তি নিজ গোলামের অর্ধাংশ গোলামেরই কোন মাহ্রাম আত্মীয়ের নিকট বিক্রি করে কিংবা তাকে হিবা করে তাহলে সে ঐ আত্মীয়ের পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে, তবে তাকে অপর শরীকের অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে না। অপর শরীক তা জানুক বা না জানুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে গোলাম বাকি অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য অপর শরীকের অনুকূলে উপার্জন করবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

আমাদের হানাফী ফুকাহাগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যদি শরীকদ্বয়ের একজন তার অংশকে গোলামের কোন মাহরাম আত্মীয়ের নিকট বিক্রি করে তাহলে অপর শরীকের জন্য ক্রেতাকে যদি সে সচ্ছল হয় দায়বদ্ধ করার সুযোগ থাকবে বিক্রেতাকে দায়বদ্ধ করার অধিকার নেই (গায়াতুসসুরুজী)। আর যদি ক্রেতা অসচ্ছল হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে গোলাম তার অনুকূলে উপার্জন করবে (ইয়ানাবী)।

২৫. মাসআলা ঃ দুই ভাই তাদের পিতা থেকে উত্তরাধিকারী স্বরূপ একটি গোলাম পেয়েছে পরবর্তীতে তাদের একজন স্বীকারোক্তি করল যে উক্ত গোলাম আমার বৈপিতৃক ভাই আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপরজন তা অস্বীকার করল তাহলে স্বীকারোক্তিকারী অপর ভাইয়ের অংশের জন্য দায়বদ্ধ হলো। অবশ্য গোলাম তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি বলে সে আমার বৈমাতৃক ভাই অথবা তার বৈমাতৃক ভাই হিসাবে কেউ পরিচিতি নেয়। তবে সে অপরের অংশের জন্য দায়বদ্ধ হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৬. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন যদি বাঁদীকে আযাদ করে দেয়। তারপর উক্ত বাঁদী সন্তান প্রসব করল তাহলে দ্বিতীয় শরীকের জন্য আযাদকারী শরীককে তার অংশের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করার সুযোগ থাকবে। তবে সন্তানের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবে না (মাব্সূত)।

আর যদি শরীকদ্বয়ের একজন বাঁদীর গর্ভস্থকে আযাদ করে দেয়, এরপর বাঁদী একটি মৃত যমজ সন্তান প্রসব করল তাহলে আযাদকারীর উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি জীবন্ত যমজ সন্তান প্রসব করে তাহলে তার উপর জরিমানা আরোপ করা হবে (বাহরুর রাইক)। যদি শরীকদ্বয়ের একজন বাঁদীকে গর্ভবতী অবস্থায় আযাদ করে, এরপর দ্বিতীয় শরীক তাঁর গর্ভস্থকে আযাদ করে তাহলে পরবর্তীতে সে প্রথম শরীককে বাঁদীর অর্ধেক মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করতে চাইলে তার জন্য এ সুযোগ থাকবে না। আর সে যে কাজ করেছে তা নিজের জন্য উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করার অন্তর্ভুক্ত হবে।

যদি তারা উভয়ে শরীক প্রথমে বাঁদীর গর্ভস্থকে আযাদ করে দেয়, এরপর তাদের একজন সচ্ছল অবস্থায় বাঁদীকে আযাদ করে তাহলে অপর শরীকের বাঁদীর অর্ধেক মূল্যের জন্য আযাদকারী শরীককে দায়বদ্ধ করার সুযোগ থাকবে। যদি সে চায়। যেহেতু গর্ভবতী হওয়া আদম কন্যাদের জন্য একটি ত্রুটিবিশেষ সেহেতু গর্ভাবস্থায় বাঁদীর নির্ধারিত মূল্যের অর্ধাংশের-ই জরিমানা আরোপ করা হবে (মাব্সূত)।

২৭. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন যদি তাদের শরীকানাধীন গোলামের আযাদী আগামীকাল কোন ব্যক্তির কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করে এ রূপ বলে যে, যায়দ যদি আগামীকাল ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তুমি আযাদ আর অপর জন এর বিপরীত রূপ নিয়ে বলল যদি যায়দ আগামীকাল ঘরে প্রবেশ না করে তাহলে তুমি আযাদ। আগামীকাল এসে চলে গেল কিন্তু যায়দ ঘরে প্রবেশ করেছে কি করেনি এ বিষয়টি জানা যায়নি তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং গোলাম অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উভয় শরীকের অনুকূলে উপার্জন করবে। চাই শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক কিংবা অচ্ছল অথবা একজন সচ্ছল আরেকজন অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে তবে শর্ত হলো যদি শরীকদ্বয়ের উভয়েই সচ্ছল হয় (আইনী ঃ শরহুল কান্য)।

২৮. মাসআলা ঃ দু'টি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন একটি গোলামকে বলল, অমুক ব্যক্তি যদি আজ ঘরে প্রবেশ না করে তবে তুমি আযাদ। আর অপর শরীক অন্য গোলামটিকে বলল, অমুক ব্যক্তি যদি আজ ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তুমি আযাদ। সে দিনটি (আজ) অতিবাহিত হয়ে গেল এবং শরীকদ্বয় এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করল যে, সেদিন

অমুক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেছে কি করেনি এ বিষয়টি তারা জানে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে উভয় গোলামের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই তার অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য উপার্জন করবে যা উভয় শরীকের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তির আলোকে এ হুকুম হবে যে, প্রত্যেকেই তার সম্পূর্ণ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে যা শরীকদ্বয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ হবে (বাদাঈ)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি শরীকদ্বয়ের একজন গোলামকে বলল, যদি তুমি আজ ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ। আর দ্বিতীয় শরীক বলল যদি তুমি ঘরে প্রবেশ না কর তাহলে তুমি আযাদ। সেদিন তো অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু সে ঘরে প্রবেশ করেছে কি করেনি এ বিষয়টি জানা যায়নি। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী উক্ত গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং সে বাকি অংশের জন্য উপার্জন করবে। শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক চাই অসচ্ছল তাকে কোন পার্থক্য হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৩০. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন শরীকদ্বয়ের একজন কসম করে বলল যে গোলাম ঘরে প্রবেশ করেছে এবং দ্বিতীয় শরীক কসম করে বলল যে, প্রবেশ করেনি। ইমাম আবূ হানীফার মতে এ ক্ষেত্রে গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং বাকি অংশের মূল্যের জন্য তাদের অনুকূলে উপার্জন করবে। শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না (ঈযাহ)।

৩১. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন অপরজনকে বলল, আমি যদি গতকাল তোমার অংশ ক্রয় করে থাকি তাহলে গোলামটি আযাদ আর অপর শরীক বলল, আমি যদি আমার অংশ গতকাল তোমার নিকট বিক্রয় না করে থাকি তাহলে সে আযাদ। এ ক্ষেত্রে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কেননা তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে কসম ভঙ্গকারী মনে করছে।

সুতরাং বিক্রয়ের দাবীদারকে প্রমাণ ও সাক্ষ্য পেশ করতে বলা হবে যদি সাক্ষ্য ও প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার পক্ষে ফায়সালা দেওয়া হবে। আর ক্রেতার পক্ষ থেকে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং গোলামের উপার্জন করতে হবে না। আর যদি তার কোন প্রমাণ বা সাক্ষী না থাকে তাহলে সে চাইলে ক্রেতাকে কসম খাওয়াতে পারে যদি ক্রেতা কসম খেতে অস্বীকার করে তাহলে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি কসম খায় তাহলে উক্ত গোলামকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, গোলাম তার মূল্যের অর্ধাংশের জন্য উপার্জন করবে। শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক চাই অসচ্ছল অনুরূপ বিক্রয় হওয়ার দাবীদার। সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (র)-এর নিকট উক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি শরীকদ্বয় অসচ্ছল হয় কিংবা শুধু বিক্রয়ের দাবীদার অসচ্ছল হয়। সুতরাং যদি শরীকদ্বয় সচ্ছল হয়ে থাকে কিংবা শুধু বিক্রয়ের দাবীদার সচ্ছল হয় তাহলে গোলাম অস্বীকারকারী শরীকের অনুকূলে উপার্জন করবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহ আবূ হাফ্স কর্তৃক বর্ণিত যে, সকলের মতানুযায়ী বিক্রয়ের দাবীদারের অনুকূলে গোলাম উপার্জন করবে না। চাই শরীকদ্বয়ের উভয়ে সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল অথবা একজন সচ্ছল আর আরেকজন অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এটাই বিশুদ্ধ মত। উল্লেখ্য যে, বিক্রয় অস্বীকারকারী যদি কসম খায় তবে বিক্রয়ের দাবীদার সচ্ছল হলে তাকে কসম খাওয়াতে পারবে কাজেই যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর জরিমানা আরোপিত হবে। আর যদি সে কসম খায় তাহলে উপার্জনের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আমরা তা পূর্বে বর্ণনা করেছি। উল্লেখ্য যে বিচারক বিক্রয়ের অস্বীকারকারীর আবেদন ব্যতীত দাবীদারকে কসম খাওয়াতে পারবে না।

বিক্রেতা যদি বলে, আমি যদি এ গোলামের মধ্যে আমার অংশ তোমার কাছে বিক্রয় করে থাকি তাহলে সে আযাদ, আর ক্রেতা বলল, তুমি যদি তোমার অংশ আমার কাছে বিক্রয় না করে থাক তাহলে সে আযাদ।

এ ক্ষেত্রে বিক্রয়ের দাবীদারকে সাক্ষী ও প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে। সুতরাং সে যদি প্রমাণ পেশ করে তাহলে উক্ত গোলাম দাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয় তাহলে ফকীহ্ আবূ ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী বিক্রয়ের দাবীদারকে কসম খেতে বাধ্য করা হবে না। অবশ্য যদি সে সেচ্ছায় কসম খেতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। আর যদি বিবাদি (অর্ধাৎ বিক্রয়ের অস্বীকারকারী) কসম খায় তাহলে বিক্রয়ের লেনদেন সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী গোলাম শরীকদ্বয়ের অনুকূলে সম্পূর্ণ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে চাই শরীকদ্বয় সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর সাহিবাইন (র) বলেন, তারা যদি অসচ্ছল হয় তবে গোলাম তাদের অনুকূলে উপার্জন করবে আর যদি তারা দু'জনেই সচ্ছল হয় কিংবা শুধু বিক্রয়ের দাবীদার সচ্ছল হয় তাহলে এক্ষেত্রে গোলাম বিক্রয়ের দাবীদারের অনুকূলেই তার অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে।

৩২. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন যদি বলে আমি তোমার অংশ তোমার কাছ থেকে ক্রয় করেছি। আর যদি বাস্তবেই আমি তোমার অংশ ক্রয় না করে থাকি তাহলে সে আযাদ পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শরীকের বক্তব্য হলো, আমি তোমার কাছে আমার অংশ বিক্রয় করেনি। বরং আমি তোমার কাছ থেকে তোমার অংশ ক্রয় করেছি। আর বাস্তবেই যদি আমি আমার অংশ তোমার কাছে বিক্রয় করে থাকি তাহলে সে আযাদ। তাহলে বিচারক প্রত্যেককেই নির্দেশ দিবে যে নিজ নিজ সাক্ষী নিয়ে এসো। সাক্ষীও প্রমাণ পেশ করলে এ কথা স্পষ্ট যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দাবী বা কসমের ক্ষেত্রে সত্য মনে করা হবে। অতএব, উক্ত গোলাম দাস হিসাবেই তাদের শরীকানাধীন থাকবে। যদি তাদের একজন প্রমাণ পেশ করে তাহলে সম্পূর্ণ গোলাম তার দাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি তারা প্রমাণ না পেশ করতে পারে তাহলে কাযী তাদেরকে কসম খাওয়ার জন্য বাধ্য করবে না। অবশ্য যদি তাদের থেকে কসম নেয় তাহলে তা জাইয গণ্য হবে।

কসম করতে বললে যদি তারা কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে গোলাম তাদের মাঝে দাস হিসাবেই গণ্য হবে, যেরূপ প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে গোলাম তাদের শরীকানাধীন দাস

হিসাবেই গণ্য ছিল। তাদের দু'জনের যে-ই কসম করতে অস্বীকার করবে তার উপর অন্যে দাবী প্রয়োগ করা হবে সুতরাং যে শরীক কসম খাবে তারই পক্ষে গোলামের ফায়সালা দেওয়া হবে। আর যদি তারা প্রত্যেকেই কসম খায় তাহলে গোলাম বিনা উপার্জনেই আযাদ হয়ে যাবে (শরহুল জামি-ইল কাবীর ঃ হাসীরী)।

৩৩. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন আরেকজনকে শপথ করে বলল, তুমি যদি আমাদের দু'জনের শরীকানাধীন গোলামকে প্রহার কর তাহলে সে আযাদ। এরপর সে গোলামকে প্রহার করল, তাহলে শপথকারীর অংশ আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে সচ্ছল হয় তাহলে প্রহারকারীর অংশের মূল্যের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে (গায়াতুল বয়ান)।

৩৪. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন অপরজনকে বলল, যদি তুমি এ গোলামকে প্রহার কর তাহলে সে আযাদ। অপরজন বলল, আমি আজ তাকে প্রহার না করি তাহলে সে আযাদ। তারপর সে তাকে প্রহার করল (তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে) তবে প্রথম শর্তারোপকারীকে প্রহারকারীর অংশের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে (তমরতাশী)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে ভবিষ্যতে আমি যে কোন গোলামের মালিক হলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। তারপর সে একটি গোলামের মালিক হলো কিন্তু তাতে অন্য এক বক্তির অংশ রয়েছে তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। অবশ্য সে যদি তার অংশ ক্রয় করে নেয় তাহলে আযাদ হয়ে যাবে পক্ষান্তরে যদি সে নিজের অংশকে বিক্রি করে ঐ শরীকের অংশ ক্রয় করে ফেলে তবে আযাদ হবে না। আর যদি নির্দিষ্ট কোন গোলামকে লক্ষ্য করে বলে আমি তোমার মালিক হলে তুমি আযাদ, এরপর সে উক্ত গোলামের অর্ধাংশের মালিক হলো এবং তা বিক্রয় করে দিল। এরপর সে ক্রয় সূত্রের গোলামের বাকি অর্ধাংশের মালিক হলো তবে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৩৬. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর সূত্রের বর্ণনা করেন। একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন শরীকদ্বয়ের একজন অন্যজন সম্পর্কে ধারণামূলক বলল যে সে এ গোলাম থেকে নিজ অংশে এক বছর পূর্বে আযাদ করেছে। আর আমি তাকে আজই মাত্র আযাদ করলাম। অপর শরীক বলে উঠল আমি তো তাকে আযাদ করেনি বরং তুমিই তাকে আযাদ করেছ সুতরাং তুমি আমাকে গোলামের অর্ধাংশের মূল্যের জরিমানা দাও তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না যে তার অপর শরীক সম্পর্কে ধারণামূলক বলেছে, সে এক বছর পূর্বে গোলামকে আযাদ করেছে। অনুরূপ যদি বলে আমি তাকে গতকাল আযাদ করেছি আর আমার অপর শরীক আযাদ করেছে আজ প্রায় এক বছর হতে চলছে তবুও ঐ ব্যক্তির জরিমানা আরোপিত হবে না। তবে গতকাল আযাদ করা সম্পর্কে সে যদি কোন স্বীকারোক্তি না করে কিন্তু বিশেষ প্রমাণ ও সাক্ষীর মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সে উক্ত গোলামকে গতকাল আযাদ করেছে তাহলে অপর শরীকের অংশের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে (বাদাঈ)। আর যদি বলে আমার শরীক আযাদ করেছে দু' মাস হতে চলেছে আর আমি তাকে আযাদ করেছি মাত্র দু'দিন হলো তবে তাকে দায়বদ্ধ করা হবে না কারণ এ ক্ষেত্রে সে তার উপর জরিমানা আরোপের বিষয় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেনি (যহীরিয়্যাহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৭. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন বলল যে, বাঁদীটি তার অন্য শরীকের উম্মে ওয়ালাদ, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী একদিন খেদমত থেকে অবসরপ্রাপ্ত হবে আরেক দিন অস্বীকারকারী শরীকের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। তবে অস্বীকারকারীর অনুকূলে বাঁদীর উপার্জন করা ওয়াজিব নয়। আর বাঁদীর মধ্যে স্বীকারোক্তিকারীর কোন অধিকার থাকবে না (কাফী)। উক্ত বাঁদীর ওয়ালা এবং উপার্জনের অর্ধাংশ অস্বীকারকারী শরীক পাবে আর বাকি অর্ধাংশ স্থগিত থাকবে (আপাতত কাকেও দেওয়া হবে না) এবং তার উপার্জন দ্বারাই তার ভরণ পোষণের খরচ বহন করা হবে। কিন্তু তার যদি কোন কামাই উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে অস্বীকারকারী শরীককে তার ভরণ-পোষণের অর্ধেক খরচ বহন করতে হবে। আর যদি অস্বীকারকারী শরীক মারা যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী স্বীকারোক্তিকারী শরীকের স্বীকৃতির কারণে উক্ত বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে তবে অস্বীকারকারী শরীকের প্রাপ্য অংশের জন্য সে তার ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে শরীকদ্বয়ের উভয় একে অপরের জন্য উক্ত বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার স্বীকারোক্তি করে আবার একে অপরের দাবীকে অস্বীকার করে তাহলে এ ক্ষেত্রে বাঁদীর বিষয়টি স্থগিত থাকবে এবং তাদের কারো একে অপরকে দায়বদ্ধ করার সুযোগ থাকবে না। এমনকি বাঁদীর উপরও কোন প্রকারের কাজ-কারবার করার অধিকার থাকবে না। আর যদি শরীকদ্বয়ের কেউ মারা যায় তবে উক্ত বাঁদী আযাদ বলে বিবেচিত হবে কিন্তু তার ওয়ালার বিষয়টি স্থগিত থাকবে (তামারতাশী)।

৩৮. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন যদি এ রূপ বলে, এ গোলামটিকে আমি এবং তুমি আযাদ করেছি কিংবা এ রূপ বলে, তুমি এবং আমি এ গোলামটিকে আযাদ করেছি অথবা বলল, আমরা এ গোলামটিকে আযাদ করেছি এ সকল অবস্থায় অপর শরীক যদি তার কথার সত্যায়ন করে তবে উক্ত গোলাম তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে শুধু প্রথম শরীকের পক্ষ থেকে আযাদ হবে (তাতার খানিয়্যাহ ঃ জামিউল জাওয়ামি'র সূত্রে বর্ণিত)।

৩৯. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন যদি অপরজনের বিপক্ষে আদালতে আযাদীর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে, (আর অপর জন তা অস্বীকার করে) যেমন একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। তাদের একজন অপরজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে তার অংশকে আযাদ করে দিয়েছে এ ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি নিজের বিপক্ষে জাইয হবে তার শরীকের বিপক্ষে জাইয হবে না। কাজেই সাক্ষ্যদানকারীর অংশ আযাদ হবে না। আর সে তার অপর শরীকের অংশের মূল্যের জন্য যামিনও হবে না। তবে ইমাম হানীফা (র)-এর মতে গোলাম উভয় শরীকের অনুকূলে তার মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। তারা দু'জন সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই গোলামকে উপার্জনে লাগানোর পূর্বেই যদি নিজ নিজ অংশ আযাদ করে দেয় তাহলে তা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে, কেননা পক্ষ বিপক্ষ উভয় শরীকের অংশ নিজ নিজ মালিকানায় বিদ্যমান রয়েছে। কারণ (ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে) ইতকে (আযাদী) বিভাজ্য, কাজেই তারা যদি নিজ নিজ অংশ পৃথকভাবে আযাদ করে তবে তা জাইয গণ্য হবে।

আর তারা উভয়ে ওয়ালার মালিক হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি গোলামকে উপার্জনে লাগানোর পর সে তার মূল্য পরিশোধ করে নেয় এবং এ ক্ষেত্রের দু'জনেই ওয়ালার মালিক হবে (বাদাঈ)।

৪০. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের অনুকূলে গোলামের উপার্জন করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার পর তাদের একজন যদি অপরজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে সে গোলাম থেকে তার অংশের মূল্য আদায় করে নিয়েছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য প্রমাণ যোগ্য হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তাদের একজন গোলামের উপার্জিত সম্পদ থেকে নিজ অংশের মূল্য আদায় করে নেওয়ার পর এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে তার দ্বিতীয় শরীক ও গোলামের উপার্জন থেকে নিজ অংশ পরিশোধ করে নিয়েছে তবুও গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)।

শরীকদ্বয়ের একজন ও আরেক ব্যক্তি দু'জনে অপর শরীক সম্পর্কে যদি এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে, সে গোলামের উপার্জন থেকে নিজ অংশ আযাদ করে নিয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এ সাক্ষ্য জাইয হবে না।

অনুরূপ যদি তার সম্পর্কে কারো মাল জবর দখল করবে, কিংবা কাকেও যখম করার কিংবা তার এমন কোন অপরাধের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করে যার ফলে তার উপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪১. মাসআলা ঃ যদি শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই একে অপরের বিপক্ষে সাক্ষ্যদান করে আর অপরজন তা অস্বীকার করে তাহলে প্রত্যেককে তার প্রতিপক্ষ শরীকের দাবীর ব্যাপারে কসম খাওয়ানো হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তাদের দু'জনের পরস্পর কসম খাওয়ার পর গোলাম তাদের উভয়ের অনুকূলে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জন করবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তারা সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না (বাদাঈ)। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত (মুয়মারাত)। আর তাদের উভয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে ওয়ালার মালিক হবে (হিদায়া)।

শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই যদি এ স্বীকারোক্তি করে যে তারা দু'জনে একই সাথে গোলামটিকে আযাদ করেছে কিংবা দু'জনেই গোলামটিকে অগ্রপশ্চাতে আযাদ করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রে যদি তারা উভয়ে সচ্ছল হয় তবে কেউ কারো জন্য জামিন হবে না। আর গোলামকেও উপার্জনে যেতে বাধ্য করা হবে না।

আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে তাদের একজন তো আযাদীর স্বীকারোক্তি করল কিন্তু অপরজন তা অস্বীকার করল তাহলে এ ক্ষেত্রে অস্বীকারকারীকে কসম খাওয়ানো ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৪২. মাসআলা ঃ একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন। তাদের মধ্যে দু'জনের প্রত্যেকেই তৃতীয় শরীক সম্পর্কে এমর্মে সাক্ষ্যদান করলো যে সে নিজ অংশ আযাদ করে দিয়েছে কিন্তু তৃতীয় শরীক বিষয়টিকে অস্বীকার করলো তাহলে গোলাম তাদের প্রত্যেকের জন্য এক-তৃতীয়াংশ করে উপার্জন করবে। আর যদি তাদের কেউ গোলাম থেকে উপার্জনের কিছু অংশ আদায় করে নেয় তাহলে অপর দুই শরীকের জন্য তার আদায়কৃত মাল থেকে দুই-তৃতীয়াংশ উসুল করে নেওয়ার সুযোগ থাকবে (মুহীত)।

আর যদি শরীক তিনজন হয় এবং তাদের দু'জনের প্রত্যেকেই এ মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে তৃতীয় শরীক গোলামটিকে আযাদ করে দিয়েছে তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি তিন শরীকের একজন বাকি দুইজনের একজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে সে তার অংশ আযাদ করে দিয়েছে, আর অপর শরীক প্রথম সাক্ষী সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করল যে সেও তার অংশ আযাদ করে দিয়েছে তাহলে বিচারক তাদের দু'জনের কারো আযাদীর ফায়সালা দিবে না (মুহীত)।

যদি তিন শরীকের মধ্যে দুই-তৃতীয় শরীক সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে, সে গোলাম থেকে নিজ অংশ পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে তবে তাদের উভয়ের সাক্ষ্য জাইয হবে না। অনুরূপ যদি এ মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে, সে আমাদের দু'জনের সাক্ষ্য থেকে উকীল হয়ে গোলাম থেকে সম্পূর্ণ মাল উসুল করে নিয়েছে তাহলে তার সম্পর্কে তাদের এ সাক্ষ্য জাইয হবে না। তবে গোলাম তাদের উভয়ের অংশের জন্য উপার্জন করা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে শরীক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল সে গোলাম থেকে নিজ অংশ উসুল করে নিবে বাকি দুই শরীক যারা সাক্ষ্য দান করেছে কোন ভাগ পাবে না (মাব্সূত)।

৪৩. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। দুই ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দান করল যে সে উক্ত বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছে কিন্তু বাঁদী তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং দাবী করল না, বরং অন্য শরীক আযাদ করেছে কিন্তু অন্য শরীক তা অস্বীকার করল এবং বিচারক সমীপে এ মর্মে কসম করল যে সে তাকে আযাদ করেনি তাহলে এ ক্ষেত্রে আযাদীর পক্ষে একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়া যাওয়ার কারণে উক্ত বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে। যদিও তার পক্ষ থেকে আযাদীর দাবী না পাওয়া যায় (যখীরাহ্)।

৪৪. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। তাদের মধ্যে একজনের দুই পুত্র অন্য শরীক সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করলো যে, সে উক্ত বাঁদীকে আযাদ করে দিয়েছে তাহলে তাদের উভয়ের সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে। আর যদি তারা স্বীয় পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, সে বাঁদীটিকে আযাদ করেছে তাহলে এ সাক্ষ্য জাইয গণ্য হবে। আর যদি পিতা সচ্ছল হয়ে এরপর বাঁদী কিছু সম্পদ রেখে মারা যায় অথচ সে আযাদীর পরে একটি সন্তান প্রসব করেছে আর দ্বিতীয় শরীক চাচ্ছে সন্তানকে উপার্জনে লাগাতে তাহলে তার এ সুযোগ থাকবে না। যেমনিভাবে মায়ের জীবদ্দশায় সন্তানকে উপার্জনে লাগানোর অধিকার তার নেই অনুরূপ তার মৃত্যুর পরও এ অধিকার থাকবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি সে কিছু সম্পদ রেখে যায়। তবে সে অপর শরীককে তার অংশের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবে যে রূপ সে বাঁদীর জীবদ্দশায় তাকে দায়বদ্ধ করতে পারত।

এরপর ঐ শরীক যা কিছু জরিমানা দিবে তা বাঁদীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে উসুল করে নিবে। যেমনিভাবে বাঁদী জীবিত থাকা অবস্থায় তার থেকে নিজ অংশ উসুল করে নিতে পারত। উসুল করার পর যা বাকি থাকবে তা ছেলের মীরাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি বাঁদী কোন সম্পদ না রেখে (মারা) যায় তবে দায়বদ্ধকৃত শরীক তার আদায়কৃত জরিমানা ছেলের থেকে উসুল করে নিবে।

উক্ত বাঁদী যদি মারা না যায় এমতাবস্থায় দ্বিতীয় শরীক তাকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করে তবে এ উপার্জনের ক্ষেত্রে বাঁদীটি মুকাতাব বাঁদীর পর্যায়ভুক্ত হবে (মাব্সূত)।

৪৫. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। দুইজন সাক্ষী শরীকদ্বয়ের একজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করল যে, সে তার সচ্ছলতার অবস্থায় এ স্বীকারোক্তি করেছে যে, সে

এ গোলামকে আযাদ করেছে তবে বিচারক তার আযাদীর ফায়সালা দিয়ে দিবে। আর দ্বিতীয় শরীক তার অংশের মূল্যের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করতে পারবে (মুহীত)। তবে দায়বদ্ধকৃত শরীক গোলাম থেকে তার আদায়কৃত জরিমানা উসুল করে নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ ওয়ালার মালিক হবে। যদিও সে আযাদ করার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। তাতে কোন পার্থক্য হবে না (মাব্সূত)।

৪৬. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যদানকারিগণ যদি নির্দিষ্ট একজন শরীক সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে, সে এ স্বীকারোক্তি করেছে যে এ গোলামটি জন্ম সূত্রে স্বাধীন, তাহলে বিচারক তার স্বাধীনতার পক্ষে ফায়সালা দিবে। কিন্তু স্বীকারোক্তিকারী তার ওয়ালার হকদার হবে না এবং অপর শরীক তাকে দায়বদ্ধ করতে পারবে না। যদি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে এ স্বীকারোক্তি করেছিল, যে ব্যক্তি উক্ত গোলামকে বিক্রি করেছে সে বিক্রয় করার আগেই তাকে আযাদ করেছিল তাহলে যে শরীক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে উক্ত গোলাম তার মাল থেকে আযাদ গণ্য হবে (মুহীত)। কিন্তু তার ওয়ালার বিষয়টি স্থগিত থাকবে। কেননা শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই আযাদ করার বিষয়টি নিজ থেকে সরিয়ে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। কারণ বিক্রয়কারীর বক্তব্য হলো, আমি তাকে আযাদ করেনি বরং সে তো ক্রেতার স্বীকারোক্তির কারণে আযাদ হয়েছে। সুতরাং গোলামের ওয়ালার হকদার সেই হবে আমি নই। আর ক্রেতার বক্তব্য হলো, আমি তাকে আযাদ করেনি বরং বিক্রেতাই তাকে আযাদ করেছে অতএব ওয়ালার মালিক সেই হবে আমি নই। কাজেই শরীকদ্বয়ের একে অপরের কথাকে সত্যায়ন করা পর্যন্ত গোলামের ওয়ালার বিষয়টি স্থগিত থাকবে। সুতরাং যাকে অপরে সত্যায়ন করবে সেই ওয়ালার মালিক হবে।

যদি সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে, সে এ স্বীকারোক্তি করেছে যে,বিক্রয়কারী গোলামটিকে বিক্রয়ের পূর্বে মুদাব্বার বানিয়েছিল কিংবা সে বাঁদী ছিল আর সে এ স্বীকারোক্তি করল যে, বিক্রেতা বিক্রির পূর্বেই বাঁদীটিকে উম্মে ওয়ালাদ বানিয়েছিল এ ক্ষেত্রে উক্ত গোলাম ও বাঁদী উভয় তার মালিকানা বহির্ভূত হয়ে যাবে কিন্তু সে বিক্রেতা থেকে তার প্রদত্ত মূল্য ফিরিয়ে নিতে পারবে না এবং বিক্রেতার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তারা গোলাম হিসাবেই থাকবে অবশ্য সে মারা গেলে তারা আযাদ বলে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত হলো মুদাব্বারটি বিক্রেতার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সম-পরিমাণ হতে হবে।

উল্লেখ্য যে মুদাব্বার ও মুকাতাব থাকা অবস্থায় তাদের দু'জনের সাথে অপরাধ করা দুই মালিকানাভুক্ত গোলামের সাথে অপরাধ করার সমতুল্য। এ হুকুম প্রযোজ্য হবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা জীবিত থাকে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি স্থগিত থাকবে (মাব্সূত)।

৪৭. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন এ স্বীকারোক্তি করল, যে তার প্রতিপক্ষ শরীক গোলামের কার্যকরমূলক আযাদীর স্বীকারোক্তি করেছে তাহলে এ অবস্থায় তার জন্য গোলামকে দাসরূপে ব্যবহার করা হারাম হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৪৮. মাসআলা ঃ একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন তাদের একজন গাইব হয়ে গেল - উপস্থিত দুই শরীক গায়েব শরীক সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে এ গোলাম থেকে নিজ অংশ আযাদ করে দিয়েছে তাহলে গোলাম এবং উপস্থিত শরীকদ্বয়ের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে (যেন যোগাযোগ না করতে পারে) এরপর গাইব শরীক যদি হাযির হয়ে যায় তাহলে গোলামকে বলা হবে তুমি পুনরায় প্রমাণ পেশ কর। যদি গাইব শরীকের সামনে প্রমাণ পেশ করে, সে তাকে আযাদ করেছে তবে গাইব শরীকের অংশ সম্পর্কে আযাদীর ফায়সালা দেওয়া হবে (মুহীত)।

৪৯. **মাসআলা ঃ** যদি দু'জন সাক্ষী শরীকদ্বয়ের একজন সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, তার গাইব শরীক এ গোলাম থেকে নিজ অংশ আযাদ করে দিয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (যহীরিয়্যাহ)। তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী গোলামকে মওকূফ (অর্থাৎ খেদমত থেকে অবসর) রাখা হবে এবং গোলাম ও উপস্থিত শরীকের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে যেমন সে তার থেকে দাসরূপে খিদমত না নিতে পারে। এরপর গাইব শরীক উপস্থিত হলে পুনরায় তার মুকাবিলায় সাক্ষ্য দিতে হবে যেন আযাদীর ফায়সালা দেওয়া যায়। আর যদি উভয় শরীক গায়েব থাকে এমতাবস্থায় তাদের নির্দিষ্ট একজন সম্পর্কে এ সাক্ষ্য পেশ করা হলো যে, সে গোলামকে আযাদ করেছে তাহলে قذف (কাযাফ)[১] বা جناية (জিনায়াত)[২] এ জাতীয় বা অন্য যে কোন ধরনের মামলা দায়ের করা ব্যতীত তার এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যদি এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে উভয় মনিব তাকে আযাদ করেছে কিংবা তাদের একজন আযাদ করেছে আর অপরজন গোলামকে উপার্জনে লাগিয়ে নিজ অংশ আদায় করে নিয়েছে আর এ ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় মামলা দায়ের করা হয় তবে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (মাব্সূত)।

৫০. **মাসআলা ঃ** একটি গোলাম তিন শরীকানাধীন শরীকদের মধ্যে একজন দাবী করল যে, আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার অংশ আযাদ করেছি। কিন্তু গোলাম বলল যে, আমাকে সে কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই আযাদ করেছে। অবশ্য বাকি দুই শরীক এ মর্মে সাক্ষ্য দান করল যে, সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলামটিকে আযাদ করেছে তাহলে তাদের এ সাক্ষ্য জাইয বিবেচিত হবে। অনুরূপ যদি শরীকদ্বয়ের পিতা কিংবা তাদের পুত্র এ সাক্ষ্য দেয় তাহলে একই হুকুম হবে।

৫১. **মাসআলা ঃ** শরীকগণের কেউ যদি গোলামকে আযাদ করে আর অবস্থা এই যে গোলামের নিকট অনেক সম্পদ রয়েছে যা সে নিজেই উপার্জন করেছে কিন্তু কবে উপার্জন করেছে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। ফলে শরীকগণ এবং গোলাম এ বিষয়ে পরস্পরে মতনৈক্য করল। শরীকদের বক্তব্য হলো যে, সে উক্ত সম্পদ তার আযাদীরা পূর্বে উপার্জন করেছে আর গোলামের বক্তব্য হলো যে, সে তা আযাদীর পরে উপার্জন করেছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে গোলামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)।

১. আভিধানিকভাবে قذف (কাযাফ)অর্থাৎ নিক্ষেপ করা। শরীআতের পরিভাষায় কাযাফ বলা হয় ইহসান সম্পন্ন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা। আর ইহসান অর্থ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির স্বাধীন, সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক, মুসলিম ও ব্যভিচার দোষ থেকে পবিত্র হওয়া। অপবাদ আরোপকারী স্বাধীন ব্যক্তি হলে তাকে আশিটি দোররা লাগানো হবে। আর দাস হলে চল্লিশটি দোররা লাগানো হবে।

২. অভিধানগত جناية (জিনায়াত) শব্দটি جنى يجنى এর ধাতুপদ অর্থাৎ অন্যায় আচরণ করা। অপরাধ করা। শরীআতের পরিভাষায় জিনায়াত বলা হয় এমন অপরাধকে যার জন্য কোন দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই গোলামের একটিকে আযাদ করার বিবরণ

আযাদীকে যদি অজ্ঞাতনামা গোলামের দিকে সম্পর্কিত করে (অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে কোন গোলামকে আযাদ করে) তবে তা সহীহ্ গণ্য হবে এবং নির্দিষ্ট করা মনিবের ইখতিয়ারাধীন সাব্যস্ত হবে।

তোমাদের একজন আযাদ অথবা বলল, এটি আযাদ অথবা ওটি অথবা নাম নিয়ে বলল, সালিম আযাদ বা বাযীগ (ঈযাহ) কেউ যদি বলে "এটা আযাদ নতুবা ওটা" তবে তা "তোমাদের দু'জনের একজনের আযাদ" বলার পর্যায়ভুক্ত হবে। (খিয়ানাতুল মুফ্তীন) গোলামদ্বয় যদি বিচারকের নিকট নালিশ করে তাহলে বিচারক মনিবকে বিবরণ দিতে বাধ্য করবেন যেন তাদের যে কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে দেয় (মুহীত ঃ সারাখসী)। যদি তারা বিচারকের নিকট নালিশ না করে আর মনিব তাদের এক জনের আযাদী ইখতিয়ার (মনোনীত) করে তাহলে ইখতিয়ার করা মাত্রই তার উপর আযাদী প্রযুক্ত হবে। উল্লেখ্য যে মনিবের ইখতিয়ার করা পর্যন্ত তারা দুই গোলামের পর্যায়ভুক্ত থাকবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বে মনিবের জন্য উভয় গোলাম থেকে খেদমত নেওয়া, তাদেরকে বিনিয়োগ করা, উপার্জনে লাগানো জাইয আছে এবং মনিব আয় উপার্জনের মালিক হবে।

১. **মাসআলা ঃ** মনিবের ইখতিয়ারের পূর্বে যদি উভয় গোলামের সাথে জিনায়াত[১] করা হয় তাহলে দেখতে হবে যদি অপরাধ মনিবের পক্ষ থেকে হয় এবং তা অঙ্গ হানির পর্যায় হয় যেমন গোলামদ্বয়ের দুই হাত কেটে ফেলল চাই এক সাথে কাটুক কিংবা আগে পরে এ ক্ষেত্রে মনিবের উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। আর যদি প্রাণ নাশের পর্যায় হয় তাহলে দেখতে হবে যদি আগে পরে হত্যা করে তাহলে প্রথমটি গোলাম আর দ্বিতীয়টি আযাদ গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় জনকে হত্যা করার অর্থ কোন আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা কাজেই মনিবের উপর দিয়্যত ওয়াজিব হবে। আর উক্ত দিয়তের হকদার গোলামের ওয়ারিসবর্গ হবে। মনিবের থেকে কোন অংশ পাবে না। আর যদি তাদের দু'জনকে একসাথে একই আঘাতে হত্যা করে তাহলে মনিবের উপর প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক দিয়্যত তাদের ওয়ারিসদেরকে দেওয়া ওয়াজিব হবে।

আর যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি অপরাধ করে থাকে তাহলে দেখতে হবে যদি তা অঙ্গহানির পর্যায়ে হয় যেমন কোন ব্যক্তি গোলামদ্বয়ের দুই হাত কেটে ফেলল তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর একটি গোলামের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ তাদের দু'জনের প্রত্যেকের অর্ধেক

১. আভিধানিক ভাবে জিনায়াত অর্থাৎ অপরাধ, অন্যায় আচরণ। শরীআতের পরিভাষায় এমন অপরাধ যার ফলে অপরাধী ব্যক্তি কোন দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মূল্য মনিবকে দিতে হবে। তাদের হস্তদ্বয় এক সাথে কর্তন করুক চাই আগে পরে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর যদি তাদের প্রাণ নাশ করে তাহলে হত্যাকারী হয়ত একজন হবে অথবা দু'জন যদি একজন হয় তাহলে দেখতে হবে যদি তাদেরকে এক সাথে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর উভয় গোলামের প্রত্যেকের অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। তা মনিবের প্রাপ্য হবে এবং তার উপর প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক দিয়্যত ওয়াজিব হবে, তা ওয়ারিসদের প্রাপ্য হবে। আর যদি সে গোলামদ্বয়কে আগে পরে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর জন্য প্রথম মূল্য মনিবকে দিতে হবে আর দ্বিতীয়টির দিয়্যত তার ওয়ারিসদেরকে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি হত্যাকারী দু'জন হয় আর তাদের প্রত্যেকেই এক একজনকে হত্যা করেছে, তাহলে দেখতে হবে যদি তাদের প্রত্যেকের হত্যাকাণ্ড একসাথে ঘটে তবে উভয় হত্যাকারীকে গোলামদ্বয়ের মূল্য আদায় করতে হবে, তার অর্ধেক মনিবের প্রাপ্য আর অর্ধেক ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর যদি তাদের হত্যাকাণ্ড আগে পরে হয় তাহলে প্রথম গোলামের হত্যাকারীর উপর মনিবকে তার মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে আর দ্বিতীয় গোলামের হত্যাকারীর উপর তার ওয়ারিসদেরকে দিয়্যত দেওয়া ওয়াজিব হবে (বাদাঈ)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার বাঁদীদ্বয়কে বলে, তোমাদের একজন আযাদ। এরপর তাদের প্রত্যেকেই সন্তান প্রসব করল তবে এক্ষেত্রে মনিব উক্ত বাঁদীদ্বয়ের মধ্যে যার আযাদী মনোনীত করবে তার সন্তান আযাদ হয়ে যাবে। প্রসবের পর যদি উভয় বাঁদী একই মুহূর্তে মারা যায় কিংবা তাদের দু'জনকে একসঙ্গে হত্যা করা হয় তবে এক্ষেত্রে মনিবের জন্য সন্তানদ্বয়ের যাকে ইচ্ছা তাকে আযাদ করার ইখতিয়ার থাকবে। উল্লেখ্য যে আযাদকৃত সন্তান কোন মীরাস পাবে না অর্থাৎ বাঁদীদ্বয়ের এক সঙ্গে হত্যা হওয়ার পর আযাদকারী যে সন্তানকে আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট করেছে সে তার মায়ের হত্যার বিনিময় থেকে মীরাস স্বরূপ কোন অংশ পাবে না (যহীরিয়্যাহ)।

যদি দুই সন্তানের কোন একটি বাঁদীদ্বয়ের জীবদ্দশায় মারা যায় তবে তা ধর্তব্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি বাঁদীদ্বয়ের মৃত্যুর পর কোন সন্তান মারা যায় তাহলে তা ধর্তব্য হবে (মুহীত)।

মনিবের ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বে যদি বাঁদীদ্বয়ের সাথে সন্দেহবশতঃ যৌন সঙ্গম করা হয় তাহলে সহবাসকারীর উপর দুই বাঁদীর মোহর ওয়াজিব হবে এবং তা মনিবের প্রাপ্য হবে (বাদাঈ)।

মনিবের ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বে বাঁদীদ্বয়ের কেউ যদি অপরাধ করে। মনিব অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে আযাদ করার ইখতিয়ার করে,তাহলে উক্ত জিনায়াতের জন্য মনিব দায়ী হবে। আর যদি নির্দিষ্ট করে বর্ণনার পূর্বেই মনিব মারা যায় তাহলে বাঁদীদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে, আর বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য তারা প্রত্যেকেই মনিবের ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে মনিবের উপর নিজ মাল হতে ঐ বাঁদীর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে যে অপরাধ করেছে, যেমনিভাবে যদি সে অপরাধকারিণী বাঁদীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে আযাদ করে দেয় তাহলে একই হুকুম হবে (মাব্‌সূত)। বাঁদীদ্বয়কে যদি একই চুক্তিতে বিক্রি করে তাহলে তাদের উভয়ের বিক্রয় করা

বাতিল বলে গণ্য হবে (ঈযাহ)। আর যদি উভয় বাঁদীকে কোন ব্যক্তির নিকট একই চুক্তিতে বিক্রি করে এবং তাদেরকে ক্রেতার হস্তান্তর করার পর ক্রেতা তাদের উভয়কে আযাদ করে দেয় তাহলে বিক্রেতাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অর্থাৎ কোন বাঁদীকে সে আযাদ করার ব্যাপারে মনস্থির করেছিল, তা বলার জন্য বাধ্য করা হবে।

কাজেই বিক্রেতা তাদের একজনের মধ্যে আযাদীকে নির্দিষ্ট করে দিলে অপরজনের মধ্যে তার ফাসিদ মালিকানার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আর অপরটি মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। যদি বিক্রেতা বিবরণ দেওয়ার আগে মারা যায় তাহলে তার ওয়ারিসদেরকে বলা হবে তোমরা বর্ণনা দাও। অতএব তারা বর্ণনা দিলে মূল্যের বিনিময়ে অপরটি ক্রেতার পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে। সুতরাং বিক্রেতার পক্ষ হতে আযাদী তাদের উভয়ের মধ্যে পরিব্যপ্ত হবে না (মুহীত)। যদি ক্রেতা তাকে আযাদ না করে এমতাবস্থায় বিক্রেতা মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারকের উক্ত বেচাকেনার চুক্তি বাতিল না করা পর্যন্ত আযাদী দু'জনের মধ্যে বণ্টিত হবে না। অতএব বিচারক যদি উক্ত চুক্তিকে বাতিল করে দেয় তবে বণ্টিত হবে এবং তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি ইখতিয়ার গ্রহণের পূর্বে বাঁদীদ্বয়কে হিবা করে দেয়,কিংবা সাদাকা করে, কিংবা তাদেরকে বিবাহের মোহরানা হিসাবে নির্ধারণ করে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট করে বলার জন্য বাধ্য করা হবে (যে তুমি কোনটিকে আযাদ করছিলে ?) সে যাকে ইচ্ছা তাকে আযাদীর জন্য মনোনীত করবে। অতএব অপরটির ক্ষেত্রে হিবা, সাদাকা, মোহরানা-এর চুক্তি জাইয বলে গণ্য হবে কিন্তু যদি সে নির্দিষ্ট করে বলার আগেই যদি মনিব মারা যায় তাহলে তাদেরকে হিবা ও সাদাকা এবং মোহর হিসাবে নির্ধারণ করা বাতিল হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

যদি দারুল হারবের বাসিন্দারা ঐ বাঁদীদ্বয়কে বন্দী করে নেয় তাহলে এমতাবস্থায় মনিবের জন্য তাদের কোন একজনের উপর আযাদী প্রয়োগ করার সুযোগ থাকবে আর অপরটির মালিক হারবীরা হবে। কারণ নির্দিষ্ট করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আযাদীর গুণটি তাদের উভয়ের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। আর যদি হারবীদের কেউ বাঁদীদ্বয়কে খরিদ করে নেয় তাহলে মনিব যাকে ইচ্ছা তার উপর আযাদী প্রয়োগ করবে। ক্রেতা তার প্রদত্ত মূল্যের বিনিময়ে অন্যটিকে হস্তগত করে নিবে। যদি তাদের কেউ বাঁদীদ্বয়ের যে কোন একটিকে খরিদ করে। এরপর মনিব তার আযাদী মনোনীত করে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং ক্রয় চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি মনিব তাকে ঐ মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করে যার দ্বারা সে (হারবী) তাকে খরিদ করেছিল তাহলে অন্যটি আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি হারবীরা তাদের একজনকে আযাদ করে নেয় তাহলে সে আযাদ হবেনা (যহীরিয়্যাহ)। যদি মনিব তাদের একজনকে কাফির ব্যক্তি থেকে ক্রয় করে থাকে তাহলে অপরজন আযাদ বলে বিবেচিত হবে (খিয়ানাতুল মুফ্‌তীন)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি সুস্থাবস্থায় তার গোলামদ্বয়কে বলে তোমাদের একজন আযাদ। এরপর সে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হয়ে গেল এমতাবস্থায় সে আযাদীকে তাদের একজনের জন্য নির্দিষ্ট করল তাহলে সে মনিবের সমস্ত সম্পদ থেকে আযাদ হবে যদিও তার মূল্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে বেশী হয় (শরহুত্তাহাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা তিন ধরনের ঃ নস্ (স্পষ্ট বর্ণনা), দালালত (যা স্পষ্ট নয় তবে বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয়), জরুরত (যা স্পষ্ট নয় তবে কোন কর্মের অনিবার্যদাবী হিসাবে সাব্যস্ত হয়)

নসের বিবরণ ঃ যেমন মনিব তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট একজনকে বলল আমি তোমাকেই বুঝিয়েছি কিংবা বলল, আমি তোমারই নিয়্যত করেছি বা বলল, আমি যে শব্দ উল্লেখ করেছি তার দ্বারা তোমাকেই উদ্দেশ্য করেছি বা আমি তোমাকেই মনোনীত করলাম কিংবা বলল, আমি যে শব্দ বলেছি বা ঐ শব্দ যা আমি উচ্চারণ করেছি বা ঐ ইত্ক দ্বারা তুমি আযাদ হবে। কিংবা বলল পূর্বোল্লেখিত ইত্ক (আযাদী) দ্বারা আমি তোমাকেই আযাদ করলাম ইত্যাদি।

আর যদি বলে তুমি আযাদ অথবা বলে আমি তোমাকে আযাদ করেছি কিন্তু ঐ শব্দ দ্বারা বা পূর্বের ইত্ক দ্বারা না বলে তাহলে দেখতে হবে যদি এ বাক্য দ্বারা আবার নতুন করে আযাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে,তাহলে তাদের উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে তবে এ গোলামটি আযাদ হবে নতুনভাবে আযাদীর প্রয়োগ সূত্রে আর ঐ গোলামটি আযাদ হবে পূর্বোক্ত আযাদী দ্বারা যদি বলে যে, আমি এ বাক্য দ্বারা নতুনভাবে আযাদীর নিয়্যত করিনি এবং এর দ্বারা আমি তাই বুঝিয়েছি যা " তোমাদের একজন আযাদ" পূর্বের এ কথাটির কারণে আমার জন্য আবশ্যক হয়েছে। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তাকে সত্যায়িত করা হবে। অতএব পরবর্তী কথা "আমি তোমাকে আযাদ করলাম" "ইত্কের ইখতিয়ার অর্থাৎ আমি তোমার আযাদী ইখতিয়ার (মনোনীত) করলাম" এর অর্থে প্রয়োগ করা হবে।

দালালতের বিবরণ ঃ দালালতের সূরত হলো, মনিব তাদের কোন একটিকে বিক্রি করে নিজ মালিকানা বহির্ভূত করে দিল কিংবা তাদের কোন একটিকে বন্ধক রাখল অথবা ভাড়া দিল অথবা মুকাতাব বানালো অথবা মুদাব্বার বানালো কিংবা সে বাঁদী হলে তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানিয়ে নিল (বাদাঈ)।

৪. মাসআলা ঃ মনিব যদি তাদের একজনকে বিক্রি করে দেয় কিংবা ক্রেতা অথবা বিক্রেতার শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করে, কিংবা নাজাইযভাবে তাকে বিক্রি করে চাই তাকে ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করুক বা না করুক কিংবা তার দরদাম করল কিংবা তাকে কারো জন্য ওয়াসিয়্যত করল কিংবা তাদের একজনকে বিবাহ করালো[১] কিংবা তাদের কাকেও কোন কিছু করার উপর শর্তযুক্ত আযাদ করল এসব কিছু অন্য গোলামটিকে আযাদীর জন্য মনোনীত করা বুঝায় (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার বাঁদীদ্বয়কে লক্ষ করে বলে তোমাদের একজন আযাদ। তারপর সে তাদের একজনের সাথে যৌন সঙ্গম করে কিন্তু বাঁদীটি এর দ্বারা গর্ভবতী হয়নি। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অপর বাঁদীটি আযাদ হবে না। আর যদি গর্ভবতী হয়, তাহলে অপরটি সর্বসম্মতিক্রমে আযাদ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। উল্লেখ্য যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী তাদের উভয়ের সাথে সহবাসকরা যাবে কিন্তু এ বৈধতার পক্ষে ফাতাওয়া প্রদান করা হয় না (হিদায়া)।

আর যদি কেউ বাঁদীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজন আযাদ, এরপর সে তাদের একজন দ্বারা খিদমত নিল। তাহলে এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অপর বাঁদীটির আযাদী বিবেচিত হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

১. যদি তারা গোলাম না হয়ে দাসী হয়।

জরুরতের বিবরণ ঃ যেমন গোলামদ্বয়ের একজন মনিবের কোন একটিকে ইখতিয়ার করার পূর্বেই মারা গেল তাহলে এ ক্ষেত্রে অপর গোলামটি আযাদ বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপ যদি তাদের একজনকে হত্যা করা হয় তাহলে একই হুকুম হবে। মনিব নিজে হত্যা করুক চাই অন্য কেউ করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু মনিব হত্যা করলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর অন্য কেউ হত্যা করলে তার জন্য হত্যাকৃত গোলামের মূল্য মনিবকে আদায় করতে হবে। এ অবস্থায় মনিব যদি হত্যাকৃতের আযাদী এখতিয়ার করে তাহলে এর কারণে জীবিত গোলামের আযাদী রহিত হবে না (বরং সে অবশ্যই আযাদ হবে)। তবে এ অবস্থায় হত্যাকৃতের মূল্য তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য হবে। যদি গোলামদ্বয়ের একজনের হাত কেটে দেওয়া হয় চাই মনিব কাটুক কিংবা অন্য কেউ তাহলে এর দ্বারা অন্য গোলামটির আযাদী নিশ্চিত হবে না।

যদি অপরিচিত কেউ তাদের একজনের হাত কেটে দেয়, এরপর মনিব আযাদীর বিবরণ দেয় তাহলে দেখতে হবে যদি সুস্থ গোলামটির (যার হাত কাটা হয়নি) পক্ষে আযাদীর বর্ণনা দেয় তবে ক্ষতিপূরণ নিঃসন্দেহে মনিবের প্রাপ্য হবে। আর যদি হস্তকর্তিত গোলামের পক্ষে বিবরণ দেয়, ইমাম কুদুরী (র) তার শরাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, এ ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণভাবে মনিবের প্রাপ্য হবে। হস্তকর্তিত গোলাম এর থেকে কোন অংশ পাবে না।

কাযী (র) শরহে মুখ্তাসারুত্ তাহাবীতে উল্লেখ করেন যে, ক্ষতিপূরণের হকদার সম্পূর্ণভাবে হস্তকর্তিত গোলাম হবে। কাযী (র) আরো বলেন, মনিব যদি গোলামের হাত কেটে দেয়, এরপর সে আযাদীর বর্ণনা দেয় তাহলে দেখতে হবে যদি মনিব হস্তকর্তিত গোলামের পক্ষে বর্ণনা দেয় (অর্থাৎ তাকে আযাদীর জন্য মনোনীত করে)। কাযী (র) বলেন এ ক্ষেত্রে মনিবের উপর ঐ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আযাদ মানুষের হাত কাটলে ওয়াজিব হয়। আর এ ক্ষতিপূরণের হকদার গোলাম নিজেই হবে। আর যদি সুস্থ গোলামটির পক্ষে বিবরণ দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিবের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (বাদাঈ)।

ইব্ন সামাআ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যদি কোন ব্যক্তি বলে এ গোলামদ্বয়ের একজন আমার পুত্র, অথবা বলল বাঁদীদ্বয়ের একজন আমার উম্মে ওয়ালাদ। তারপর তাদের একজন মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে জীবিত গোলাম বাঁদী আযাদ হওয়া এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার নির্দিষ্ট হবে না (ঈযাহ)।

৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে আমার গোলামটি আযাদ অথচ তার মাত্র একটিই গোলাম আছে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যদি সে বলে, আমার এছাড়া আরেকটি গোলাম রয়েছে আর আমি তাকেই বুঝিয়েছি তাহলে অন্য কোন গোলাম থাকার উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা ব্যতীত আদালতে তার কথাকে সত্যায়িত করা হবে না। তবে নৈতিকভাবে (আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে) তা সত্যায়িত করা হবে (বাদাঈ)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমার গোলামদ্বয়ের একজন আযাদ অথবা বলল আমার গোলামসমূহের একজন আযাদ অথচ তার মাত্র একটি গোলাম আছে তাহলে ঐ গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে (মাব্সূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি যদি তার গোলামদ্বয়কে বলে তোমাদের একজন আযাদ। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কাকে বুঝিয়েছ ? সে বলল, আমি এ গোলামটিকে বুঝায়নি, তবে অপর গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। এরপর যদি সে অপর গোলামটি সম্পর্কে বলে যে আমি তাকে উদ্দেশ্য করিনি তাহলে প্রথম গোলামটিও আযাদ হয়ে যাবে (ইখ্তিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

এক ব্যক্তি তিনটি গোলামের মালিক। সে বলল, এ গোলামটি আযাদ অথবা ওটা এবং ওটা তাহলে তৃতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে আর প্রথম দু'টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তাকে আদেশ দেওয়া হবে।

যদি বলে এ গোলামটি আযাদ এবং এটি অথবা ওটি তবে প্রথমোক্ত গোলামটি আযাদ হবে এবং শেষোক্ত দু'টি সম্পর্কে তাকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হবে।

৯. **মাসআলা ঃ** যদি গোলাম এবং আযাদের মিশ্রণ ঘটে যেমন কারো একটি গোলাম আছে কোন আযাদ ব্যক্তির সাথে সে মিশ্রিত হয়ে যায়। এরপর তাদের প্রত্যেকেই বলতে লাগল যে, আমি আযাদ, অথচ মনিবের বক্তব্য হলো যে তোমাদের দু'জনের একজন আমার গোলাম তাহলে তাদের প্রত্যেকেই তাকে এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলার কসম খাওয়াবে যে সে তার আযাদী সম্পর্কে অবগত নয়। যদি মনিব একজনের জন্য কসম খায় কিন্তু অন্যজনের জন্য কসম করতে অস্বীকার করে তবে যার জন্য কসম করতে অস্বীকৃতি জানাল সেই আযাদ বলে বিবেচিত হবে। অন্যজন নয়। আর যদি উভয়ের জন্য অস্বীকার করে তাহলে তাদের উভয়ে আযাদ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের উভয়ের জন্য কসম করে তাহলে বিষয়টি যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। সুতরাং বিচারকের জন্য এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফায়সালা দিতে হবে। কাজেই তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ কোন কিছুর বিনিময় ছাড়া আর বাকি অর্ধাংশ অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে আযাদ হবে। অনুরূপভাবে যদি গোলামরা তিনজন হয় তাহলে একই হুকুম হবে অর্থাৎ প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ বিনামূল্যে আযাদ হবে আর বাকি দুই-তৃতীয়াংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। এমনিভাবে যদি তারা দশজন হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী ফায়সালা করা হবে (বাদাঈ)।

১০. **মাসআলা ঃ** ফাতাওয়া আহলে সমরকান্দে উল্লেখ আছে, কেউ যদি বলে আমার মালিকানাভুক্তদের মধ্যে একটি গোলাম এবং একটি বাঁদী আযাদ, কিন্তু কোন্ গোলাম এবং কোন্ বাঁদী সে তার বিবরণ না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে অথচ তার মাত্র একটি বাঁদীও দু'টি গোলাম আছে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক গোলাম থেকে অর্ধেক আযাদ হবে এবং প্রত্যেকেই বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য মৃতের ওয়ারিসদের অনুকূল্যে উপার্জন করবে। যদি তার গোলাম তিনটি ও বাঁদী একটি হয় তাহলে বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে। প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের মূল্যে পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে, আর যদি তার গোলাম তিনটি এবং বাঁদীও তিনটি হয় তাহলে গোলাম বাঁদীদের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে।

পক্ষান্তরে যদি গোলাম তিনটি এবং বাঁদী দু'টি হয় তাহলে বাঁদীদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে, আর বাকি অর্ধাংশের জন্য প্রত্যেকেই উপার্জন করবে। প্রত্যেক গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে এবং প্রত্যেকেই বাকি দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। এ নিয়মানুযায়ী এ জাতীয় অন্যান্য মাসাইলের ব্যাখ্যা দেওয়া হবে (মুহীত)।

১১. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি নিজ গোলামের আযাদীর সাথে এমন জিনিসকে যুক্ত করে যার উপর আযাদী প্রয়োগ করা যায় না। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ও দেওয়ালকে যুক্তকরে বলল, আমার গোলাম এবং এটি আযাদ কিংবা বলল তোমাদের একজন আযাদ তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত)। নিয়্যত করুক চাই না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (বাদাঈ)।

কেউ যদি নিজের গোলাম এবং অন্যের গোলামকে লক্ষ্য করে বলে তোমাদের একজন আযাদ, তবে সর্বসম্মতিক্রমে গোলাম আযাদ হবে না তবে তার আযাদীর নিয়্যত করলে আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি তার একটি জীবিত বাঁদী এবং একটি মৃত বাঁদীকে লক্ষ্য করে বলে তুমি আযাদ অথবা এটি অথবা বলল, তোমাদের একজন আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে তার বাঁদীটি আযাদ হবে না। আর যদি তার গোলাম এবং একটি আযাদ ব্যক্তিকে একত্রে বলে যে তোমাদের দু'জনের একজন আযাদ তাহলে নিয়্যত ব্যতীত তার গোলাম আযাদ হবে না (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি তার গোলামদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে তোমাদের একজন আযাদ কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাদের কারো নিয়্যত করেনি। আর নির্দিষ্ট করার পূর্বেই সে মারা যায়, তাহলে প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক আযাদ হয়ে যাবে। আর তাদের প্রত্যেকেই নিজের অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জন করবে (বাদাঈ)। কিন্তু মৃতব্যক্তির ওয়ারিস নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তার পর্যায়ভুক্ত হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৩. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তির তিনটি গোলাম আছে। একদা তাদের দু'জন তার সামনে আসলে সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের একজন আযাদ। এরপর তাদের একজন নির্গমন করল এবং তৃতীয় গোলামটি তার কাছে প্রবেশ করল, তারপর সে তাদেরকে বলল তোমাদের দু'জনের একজন আযাদ, তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিব জীবিত থাকা পর্যন্ত তাকে বিবরণ দিতে বলা হবে। যদি সে প্রথমোক্ত বাক্য দ্বারা উপস্থিত থাকা অবস্থানকারী গোলামকে বুঝায় তাহলে অবস্থানকারী গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় বাক্যটি বাতিল সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রথম বাক্য দ্বারা নির্গমনকারী গোলামকে বুঝায় তাহলে এর দ্বারা নির্গমনকারী গোলাম-ই আযাদ হবে এবং তাকে দ্বিতীয় বাক্যের ব্যাখ্যা দিতে বলা হবে : এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি প্রথম বাক্য দ্বারাই সে ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে। অতএব যদি দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে যেমন বলল দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য অবস্থানকারী গোলামটি তবে নির্গমনকারী গোলামটি প্রথম বাক্য দ্বারা আযাদ বিবেচিত হবে। প্রথম বক্তব্য বাতিল হবে না। আর যদি বলে দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল প্রবেশকারী গোলামটি তাহলে প্রবেশকারী গোলাম আযাদ হবে এবং মনিবকে প্রথম বাক্যের বিবরণ দিতে বলা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি মনিব কোন বিবরণ না দেয়, এমতাবস্থায় তাদের একজন মারা যায় তাহলে এ মৃত্যু ঘটাও এক ধরনের বিবরণের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যদি নির্গমনকারী মারা যায় তাহলে প্রথম বক্তব্য দ্বারা অবস্থানকারী গোলামটি আযাদ হবে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য বাতিল গণ্য হবে। আর যদি অবস্থানকারী গোলামটি মারা যায় তাহলে নির্গমনকারী গোলামটি প্রথম বক্তব্য দ্বারা এরং প্রবেশকারী গোলাম দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা আযাদ হবে। আর যদি প্রবেশকারী গোলামটি মারা যায় তাহলে প্রথম বক্তব্যের ক্ষেত্রে মনিবের ইখতিয়ার থাকবে। অতএব মনিব যদি এর দ্বারা নির্গমনকারীকে বুঝায় তাহলে দ্বিতীয় বক্তব্য দ্বারা অবস্থানকারী গোলাম আযাদ হবে। আর যদি সে এর দ্বারা অবস্থানকারীকে বুঝায় তাহলে দ্বিতীয় বক্তব্য বাতিল সাব্যস্ত হবে।

আর যদি গোলামদের কেউ না মারা যায় কিন্তু তাদের মনিব বিবরণ দেওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে আযাদীর গুণটি তাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী স্থান পাবে। সুতরাং নির্গমনকারী থেকে তার অর্ধাংশ ও প্রবেশকারীর অর্ধাংশ এবং অবস্থানকারীর তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। আর যদি মনিব পূর্বোল্লেখিত রোগাক্রান্ত অবস্থায় দেয় তাহলে দেখতে হবে যদি তার মালিকানায় এ পরিমাণ মাল থাকে যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে আযাদীপ্রাপ্ত অংশ সামানভাবে বেরিয়ে আসে। আর তা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী একটি পূর্ণ গোলাম এবং এক গোলামের তিন-চতুর্থাংশ সমপরিমাণ অংশ। আর যদি বেরিয়ে না আসে কিন্তু মনিবের ওয়ারিশরা (সে পরিমাণ অংশের) আযাদীর অনুমতি প্রদান করে তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি মনিবের এ সকল গোলাম ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ না থাকে। এদিক থেকে তার ওয়ারিবর্গ ও আযাদীর অনুমতি না দেয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ তাদের সকলের মাঝে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী বণ্টন করা হবে। তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, নির্গমনকারীর হক অর্ধাংশ পরিমাণ ও অবস্থানকারীর হক তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ এবং প্রবেশকারীর হকও অর্ধাংশ পরিমাণ কাজেই এ সকল হক অনুযায়ী বণ্টন করতে হলে এমন একটি সংখ্যা নিতে হবে যার থেকে অর্ধাংশ ও চতুর্থাংশ প্রকাশ পায়। আর তার নূন্যতম সংখ্যা হলো চার। অতএব নির্গমনকারীর হক দুই অংশ পরিমাণ ও অবস্থানকারীর হক তিন অংশ পরিমাণ এব প্রবেশকারীর হক দুই অংশ পরিমাণ। এভাবে আযাদীর মোট অংশ সাত হলো। সুতরাং মনিবের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে সাত ভাগ করা হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাত ভাগ হলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ চৌদ্দভাগে পরিণত হবে। এই চৌদ্দভাগ হলো উপার্জন করে পরিশোধ করার জন্য বিবেচিত। কাজেই মনিবের সম্পূর্ণ সম্পদ মোট একুশভাগ হলো যেহেতু তার সম্পদই হলো তার এই তিনটি গোলাম মাত্র। অতএব প্রত্যেক গোলামের মোট সাত অংশ হলো সুতরাং নির্গমনকারীর দুই অংশ আযাদ হবে আর বাকি পাঁচ অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য সে মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে। অনুরূপ প্রবেশকারীর দুই অংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি পাঁচ অংশের জন্য উপার্জন করবে, আর ভিতরে অবস্থানকারী থেকে তিন অংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি চার অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। সুতরাং আযাদীর অংশ মোট সাত এবং উপার্জনের অংশ মোট চৌদ্দ। অতএব এক-তৃতীয়াংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশের হিসাব সঠিক ভাবে প্রকাশ পেল (কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির তিনটি গোলাম আছে, সালিম, বাযীগ এবং মুবারক। সে সুস্থাবস্থায় বলল, সালিম আযাদ অথবা সালিম এবং বাযীগ উভয়ে আযাদ অথবা সালিম, বাযীগ এবং মুবারক সকলেই আযাদ, তবে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। যদি সে সালিমের উপর আযাদী প্রয়োগ করে তাহলে সে একাই আযাদ হবে, আর যদি বাযীগের উপর প্রয়োগ করে তাহলে তার সাথে সালিম ও আযাদ হয়ে যাবে আর যদি মুবারকের উপর প্রয়োগ করে তাহলে সালিম, বাযীগ এবং মুবারক সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি সে বলে, আমি প্রথম বাক্য ইখতিয়ার করলাম অথবা দ্বিতীয় বাক্য অথবা তৃতীয় বাক্য। তাহলে একই হুকুম হবে। আর যদি মনিব ব্যাখ্যা না দিয়ে মারা যায় তবে তার ওয়ারিসদেরকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হবে না। কাজেই সালিম পূর্ণভাবে আযাদ হবে আর বাযীগের অর্ধাংশ এবং মুবারকের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। কারণ পাওনার মাত্র একটি অবস্থা রয়েছে আর বঞ্চিত হওয়ার অনেক অবস্থা রয়েছে।

আর যদি সে উপরোক্ত বক্তব্য অন্তিম রোগ শয্যায় বলে, তাহলে দেখতে হবে যদি এ সকল গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ এ পরিমাণ থাকে যে একটি পূর্ণ গোলাম এবং পাঁচ-ষষ্ঠাংশ গোলাম ঐ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয় তাহলে অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি এ গোলামসমূহ ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তবে ওয়ারিসরা আযাদীর অনুমতি প্রদান করলে অনুরূপ হুকুম হবে। আর যদি অনুমতি প্রদান না করে তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে গোলামদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হক অনুযায়ী শরীক হবে।

এর নিয়ম হলো এই যে, মৃতের এক-তৃতীয়াংশকে ছয় অংশে পরিণত করা হবে। কারণ আমাদের অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ বের করা দরকার।

অতএব সালিমকে পূর্ণ ছয়ের ও বাযীগকে তার অর্ধেক অর্থাৎ তিনের এবং মুবারককে তার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুইয়ের শরীক বানানো হবে যার সমষ্টি এগার। অতএব এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে এগার ভাগে ভাগ করা হবে। আর মনিবের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মাল এর ডবল অর্থাৎ বাইশ হবে। সুতরাং সম্পূর্ণ সম্পদ মোট তেত্রিশ অংশ হলো যেহেতু সম্পূর্ণ সম্পদ এই তিনটি গোলামই। অতএব প্রতিটি গোলাম এগার অংশে বিভক্ত হবে। আর সম্মিলিতভাবে এই এগার অংশই আযাদীর জন্য বিবেচিত। কাজেই সালিমের ছয় অংশ আযাদ হবে বাকি পাঁচ অংশের জন্য সে উপার্জন করবে ও বাযীগের তিন অংশ আযাদ হবে। বাকি আট অংশের জন্য সে উপার্জন করবে এবং মুবারক থেকে দুই অংশ আযাদ হবে আর বাকি নয় অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। সুতরাং আযাদীর মোট অংশ এগারো হলো এবং উপার্জনের মোট অংশ তার ডবল বাইশ হলো। অতএব এক-তৃতীয়াংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশের হিসাব সঠিকভাবে নির্ণয় হলো।

আর যদি বলে সালিম আযাদ অথবা বাযীগ এবং সালিম উভয় আযাদ অথবা মুবারক এবং সালিম উভয় আযাদ তবে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে এই তিনজনের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উপর আযাদী প্রয়োগ কর। অতএব সে যার উপর আযাদী প্রয়োগ করবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে তার সাথে ঐ গোলামটিও আযাদ হয়ে যাবে যাকে ঐ বক্তব্য শামিল করে। আর যদি মনিব বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় তবে সালিম সম্পূর্ণভাবে আযাদ হবে আর বাকি দুইজনের এক-তৃতীয়াংশ করে আযাদ হবে। আর মনিব যদি উপরোক্ত বক্তব্য রোগাক্রান্ত অবস্থায় দিয়ে থাকে আর অবস্থা এই যে, একটি পূর্ণ গোলাম এবং দুই-তৃতীয়াংশ গোলাম তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সমপরিমাণ হোক চাই না হোক কিন্তু তার ওয়ারিসরা ঐ অংশের আযাদীর অনুমতি প্রদান করে তবুও একই হুকুম হবে। আর যদি অনুমতিও না দেয় তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে তাদের সকলেই নিজ নিজ হক অনুযায়ী অংশীদার হবে। অতএব সালিম সম্পূর্ণ এক গোলাম সমপরিমাণ অংশের হকদার আর বাযীগ এবং মুবারক তার এক-তৃতীয়াংশের হকদার। আর এক-তৃতীয়াংশ বের করার জন্য ন্যূনতম সংখ্যা তিন কাজেই সালিম তিন অংশের হকদার। আর মুবারক এবং বাযীগ প্রত্যেকেই এক অংশের হকদার। সুতরাং আযাদীর অংশসমূহ মোট পাঁচ হলো।

আর এ পাঁচ অংশই হলো এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ। অতএব সম্পূর্ণ সম্পদের মোট পনের অংশ হবে কাজেই বলা যেতে পারে যে প্রত্যেক গোলাম পাঁচ অংশে বিভক্ত। যেহেতু সম্মিলিতভাবে এক-তৃতীয়াংশ আযাদীর জন্য নির্ধারিত কাজেই পাঁচ অংশের মধ্যে সালিমের তিন অংশ আযাদ হবে আর বাকি দুই অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে। আর বাযীগ এবং মুবারকের এক এক অংশ করে আযাদ হবে আর বাকি চার অংশের জন্য উপার্জন করবে। সুতরাং আযাদীর মোট পাঁচ অংশ এবং উপার্জনের মোট দশ অংশ নিরুপিত হলো (শরহু জামিইল কবীর ঃ হাসীরী)।

আর যদি বলে সালিম আযাদ অথবা বাযীগ এবং সালিম অথবা মুবারক এবং সালিম। তাহলে প্রত্যেক অথবা যুক্ত নামের পরে একটি খবর "অর্থাৎ আযাদ" উহ্য মানা হবে। আর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন বাক্য হিসাবে গণ্য হবে। আর বিভিন্ন বাক্যের মাঝে "অথবা" শব্দটির প্রয়োগ (বক্তার মধ্যে) এখতিয়ারের অধিকার সৃষ্টি করে। কাজেই সালিম নামক গোলামটি সর্বাবস্থায় আযাদ হয়ে যাবে। আর বাযীগ এবং মুবারকের প্রত্যেকেই এক অবস্থায় আযাদ হবে আর বাকি দুই অবস্থায় আযাদ হবে না। অতএব সালিম পূর্ণভাবে আর বাকি দুই জনের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। অনেকে বলেছেন যে সালিম এক হিসাবে মুব্তাদা আরেক হিসাবে মা'তূফ আলায়হি সুতরাং সে এর দ্বারা আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি দুইজন নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে আযাদ হবে।

আর যদি বলে সালিম আযাদ অথবা সালিম এবং বাযীগ অথবা সালিম এবং মুবারক তবে এ ক্ষেত্রে সালিম, বাযীগ ও মুবারক সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। কারণ ইস্‌ম এবং খবর (উদ্দেশ্য ও বিধেয়) সকল অবস্থায় এক হয়ে যাওয়ার দরুন বাক্যসমূহের মধ্যে অবস্থিত "অথবা" শব্দটি নিষ্কৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তা আত্‌ফকে (এবং অথবা অব্যয়কে) রহিত না করার দিক থেকে সুকূতের (নীরবতার) পর্যায়ভুক্ত। মাশায়িখদের অনেকে বলেছেন যে উল্লেখিত হুকুম সাহিবাইনের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, বাযীগ এবং মুবারক আযাদ হবে না। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই বিশুদ্ধতম।

১. বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অব্যয়টির পরের শব্দ পূর্বের উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত হয়ে উভয়ের উপর বিধেয় আরোপিত হয়।

আর যদি সালিম ও বাযীগকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের দু'জনের একজন আযাদ অথবা সালিম তবে সালিমের তিন-চতুর্থাংশ এবং বাযীগের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। আর যদি বলে সালিম আযাদ অথবা বাযীগ অথবা সালিম তাহলে তাদের প্রত্যেকের অর্ধেক অর্ধেক করে আযাদ হবে কেননা তৃতীয় জন সে প্রথম ব্যক্তিই কাজেই পুনরায় তার উল্লেখ নিষ্ফল হবে (শরহু তালখীসিল্ জামি-ইল কবীর)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির চারটি গোলাম আছে, সালীম, বাযীগ, ফারকাদ এবং মুবারক। তাদের প্রত্যেকের মূল্য এক সমান। সে তার সুস্থাবস্থায় বলল সালিম এবং বাযীগ আযাদ অথবা বাযীগ এবং ফারকাদ আযাদ অথবা ফারকাদ এবং মুবারক আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে তিনটি বাক্য সহীহ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মনিবের ইখতিয়ার থাকবে। সে যে বাক্য ইখতিয়ার করবে ঐ বাক্যের মধ্যে যার যার নাম থাকবে সে আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি সব বাতিল গণ্য হবে। আর যদি মনিব বিবরণ দেওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সালিমের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে আর দুই-তৃতীয়াংশের জন্য সে উপার্জন করবে। অনুরূপ হুকুম হবে মুবারকের ক্ষেত্রে আর বাকি রইল বাযীগ তো সে উভয় অবস্থাতেই আযাদ হবে। কারণ সে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বাক্যের মধ্যে শামিল রয়েছে। কাজেই তার দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে আর বাকি এক-অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। অনুরূপ হুকুম হবে ফারকাদের ক্ষেত্রে। কারণ সেও দুই বাক্য অর্থাৎ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উভয়ের মধ্যে শামিল রয়েছে। আর এ কিতাবের বর্ণনানুযায়ী ইসাবতের (অংশ পাওয়ার) বিভিন্ন উপায় হতে পারে। কাজেই দ্বিতীয় বাক্য অংশ পাওয়ার একটি উপায় আর তৃতীয় বাক্য ভিন্ন আরেকটি উপায় হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

যদি মনিব তা অন্তিম রোগে বলে থাকে আর গোলাম সকল তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সমপরিমাণ হোক চাই না হোক কিন্তু মনিবের ওয়ারিসরা আযাদীর অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ কম পরিমাণ না হয় এবং তার ওয়ারিসরা আযাদীর অনুমতি না দেয় তাহলে ঐ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে প্রত্যেকের মাঝে নিজ নিজ অংশানুযায়ী বণ্টন করে দেওয়া হবে। সালিম এবং মুবারকের মধ্যে প্রত্যেকের হক এক অংশ আর বাযীগ এবং ফারকাদের মধ্যে প্রত্যেকের হক দুই অংশ।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার তিনটি এক সমান মূল্যের গোলামদেরকে লক্ষ্য করে বলে, সালিম আযাদ অথবা বাযীগ আযাদ অথবা বাযীগ ও মুবারক আযাদ তবে এ ক্ষেত্রে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে সে যে বাক্যটি ইখতিয়ার করবে সে বাক্য যাকে শামিল করবে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মনিব বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে সালিম এবং মুবারকের এক-তৃতীয়াংশ করে আযাদ হবে আর বাযীগের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে।

যদি মনিবের এ সকল গোলাম ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ না থাকে এবং তার ওয়ারিসগণ আযাদীর অনুমতি না দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে তাদের প্রত্যেকের মাঝে নিজ নিজ অংশানুযায়ী বণ্টন করা হবে। আর যদি তাদের দু'জনকে বলে, সালিম আযাদ অথবা বাযীগ আযাদ অথবা তাদের দু'জনই আযাদ কিন্তু সে ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক গোলামের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। যদি তার এ গোলামদ্বয় ছাড়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে।

পক্ষান্তরে যদি সে তার তিনটি গোলামকে লক্ষ্য করে এরূপ বলে সালিম আযাদ অথবা বাযীগ আযাদ অথবা মুবারক, বাযীগ এবং সালিম সকলেই আযাদ তবে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। সে এগুলোর মধ্যে যে বাক্যটিকে ইখতিয়ার করবে সে বাক্যটি যাকে শামিল করবে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মনিব ব্যাখ্যা দেওয়ার আগেই মারা যায় তাহলে মুবারকের এক-তৃতীয়াংশ এবং সালিম ও বাযীগ প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ করে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মনিবের এ সকল গোলাম ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ না থাকে ওদিকে তার ওয়ারিসরাও অনুমতি না দেয় তাহলে তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ তাদের প্রত্যেকের মাঝে নিজ নিজ অংশানুযায়ী বণ্টন করা হবে (শরহুয্ যিয়াদাত ঃ ইতাবী)। যদি সে তার দু'টি গোলাম (সালিম ও বাযীগ)-কে লক্ষ্য করে বলে, সালিম আযাদ অথবা সালিম এবং বাযীগ আযাদ। এরপর সে বিবরণ না দিয়েই মারা গেল তাহলে সালিম সম্পূর্ণভাবে এবং বাযীগের অর্ধাংশ আযাদ হবে। যদি সে এ কথা রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলে থাকে অথচ এ গোলামদ্বয় ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তারা উভয়ে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে নিজ নিজ হক অনুযায়ী শরীক হবে। সালিমের হক পূর্ণ এক গোলাম সমপরিমাণ, বাযীগের হক তার অর্ধেক মাত্র সুতরাং সালিম দুই ভাগের হকদার আর বাযীগ এক ভাগের হকদার। অতএব মোট তিন ভাগ হলো। এ তিন ভাগই এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তাহলে সম্পূর্ণ সম্পদের নয় ভাগ হবে। তার মধ্যে প্রত্যেক গোলামের মধ্যে সাড়ে চার ভাগ হবে। কাজেই সালিমের দুই ভাগ আযাদ হবে আর বাকি আড়াই ভাগের মূল্য পরিশোধর জন্য সে উপার্জন করবে। বাযীগের এক ভাগ আযাদ হবে, বাকি সাড়ে তিন ভাগের মূল্য পরিশোধের জন্য সে উপার্জন করবে (শরহুল জামি-ইল কবীর ঃ হাসীরী)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার তিনটি গোলামকে বলে, তুমি আযাদ অথবা তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন আযাদ অথবা তোমাদের সকলের মধ্যে একজন আযাদ কিন্তু সে ব্যাখ্যা না দিয়েই মারা গেল তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম গোলামের চার-নবমাংশ আযাদ হবে আর বাকি দুই জনের মধ্যে প্রত্যেকের নবমাংশ আযাদ হবে।

মনিব যদি বলে তুমি আযাদ তাকেই ও অন্য আরেকজনকে বলল অথবা তোমাদের দুই জনের একজন আযাদ। তারপর সকলকে বলল অথবা তোমাদের সকলের মধ্যে একজন আযাদ, তাহলে প্রথমোক্ত গোলামের পাঁচ-নবমাংশ আযাদ হবে আর দ্বিতীয় জনের আড়াই-নবমাংশ এবং তৃতীয় জনের এক-নবমাংশ আযাদ হবে।

পক্ষান্তরে যদি বলে তুমি আযাদ অথবা তুমি আযাদ অন্য কাকেও অথবা তোমাদের সকলের একজন আযাদ তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় জনের মধ্যে প্রত্যেকের চার-নবমাংশ এবং তৃতীয় জনের এক-নবমাংশ আযাদ হবে (কাফী)।

যদি বলে হে সালিম তুমি আযাদ অথবা হে বাযীগ তুমি আযাদ অথবা হে মুবারক তুমি আযাদ তবে তাকে এখতিয়ার দেওয়া হবে, এরপর যদি সে সালিম ও বাযীগকে এক সাথে লক্ষ্য করে বলে তোমাদের একজন গোলাম তাহলে এ দু'জনের মধ্যে যে কোন একজন আযাদী থেকে

বাদ পড়ে গেল। সুতরাং আযাদী মুবারক এবং তাদের দু'জনের একজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকাবে মনিব তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার সম্পর্কে আযাদীর বিবরণ দিবে। যদি সে বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায়। তবে মুবারক থেকে তার অর্ধেক আযাদ হবে, বাকি অর্ধেক সালিম এবং গানিমের মাঝে বণ্টিত হবে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। কারণ তারা উভয় সমান অধিকার রাখে।

জামি'তে উল্লেখ আছে যে পূর্বে মনিবের কথা "তোমাদের একজন গোলাম" অহেতুক সাব্যস্ত হবে। কাজেই যদি সে "তোমাদের একজন গোলাম" না বলে তোমাদের একজন মুদাব্বার বলে তাহলে তাদের একজন মুদাব্বার হয়ে যাবে আর আযাদী অন্য একজন এবং মুবারকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। মনিব যদি বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে মুবারকের অর্ধাংশ আযাদ হবে। বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। সালিম ও বাযীগ প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে এবং প্রত্যেকের অর্ধাংশ মুদাব্বারও হবে। তবে তা এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে। যদি তার এ গোলামগুলো ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ ও পরিমাণ থাকে একটি গোলাম যার এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয়। তাহলে প্রত্যেক গোলামের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হয়ে যাবে তার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ সুনিশ্চিত আযাদীর দ্বারা আর অর্ধেক (দুই-চতুর্থাংশ) মুদাব্বার বানানোর সূত্রে। তাদের প্রত্যেকেই তার এক-চতুর্থাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। পক্ষান্তরে যদি তার এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ মাল তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। যেহেতু মৃত ব্যক্তির (মনিবের) সম্পদ তার মৃত্যুর সময় দু'টি গোলাম অতএব এর এক-তৃতীয়াংশ দুই-তৃতীয়াংশ গোলাম হবে যা তাদের উভয়ের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেই এক-তৃতীয়াংশের হকদার হবে। অতএব এর হিসাব বের করার জন্য এমন একটি সংখ্যার প্রয়োজন রয়েছে যার থেকে তৃতীয়াংশ এবং চতুর্থাংশের হিসাব বের করা যায়। এর ন্যূনতম সংখ্যা বার। কাজেই আমরা প্রত্যেক গোলামকে বার অংশে বিভক্ত করলাম। মুবারকের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় অংশ সুনিশ্চিত বক্তব্যের দ্বারা আযাদ হবে বাকি অর্ধেক অর্থাৎ ছয় অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। সালিম ও বাযীগ প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ তিন তিন অংশ করে সুনিশ্চিত বক্তব্যের কারণে আযাদ হবে আর প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ চার চার অংশ করে মুদাব্বার হওয়া সূত্রের আযাদ হবে। তাদের প্রত্যেকেই পাঁচ অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। সুতরাং ওয়াসিয়্যত তথা আযাদীর অংশসমূহ মোট পাঁচ এবং উপার্জনের অংশসমূহ মোট ষোল হলো। অতএব উপরোক্ত হিসাব সঠিকভাবে নির্ণীত হলো।

আর যদি মনিব সালিম এবং বাযীগকে একত্রিত করে বলে আমি তোমাদের দু'জনের একজনের গোলাম হওয়াকে ইখতিয়ার করলাম, এরপর বাযীগ এবং মুবারককে একত্রিত করে বলে আমি তোমাদের দু'জনের এক জনের গোলাম হওয়াকে ইখতিয়ার করলাম। এ বলে সে মারা গেল, তাহলে তার প্রথম ইখতিয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব আযাদী সালিম এবং তাদের দু'জনের একজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে যার অর্ধাংশ সালিম পাবে আর বাকি অর্ধাংশ তাদের দু'জনের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করে দেওয়া হবে (শরহুয্ যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. মাসআলা ঃ মনিব যদি তার চার গোলামকে লক্ষ্য করে বলে তোমাদের একজন আযাদ। এরপর সালিম ও বাযীগকে বলল, তোমাদের দু'জনের একজন গোলাম, এরপর বাযীগ এবং ফারকাদকে বলল, তোমাদের একজন গোলাম, এরপর ফারকাদ ও মুবারককে বলল, তোমাদের একজন গোলাম, কিন্তু সে ব্যাখ্যা দেওয়ার পুর্বেই মারা যায়। তাহলে এ ক্ষেত্রে শেষ বাক্যের ইখতিয়ার তার পূর্বের অন্যান্য বাক্যের ইখতিয়ার করাকে বাতিল করবে। আর ফারকাদ এবং মুবারকের মধ্যে একজন মাঝখান থেকে বাদ পড়ে গেল আর আযাদী সালিম, বাযীগ এবং বাকি দু'জনের একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। অতএব সালিমের এক-তৃতীয়াংশ, বাযীগের এক-তৃতীয়াংশ, ফারকাদের এক-ষষ্ঠাংশ এবং মুবারকের এক-ষষ্ঠাংশ আযাদ হবে। সুতরাং প্রত্যেক গোলাম ছয় অংশে পরিণত হলো।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি সুস্থাবস্থায় তার স্ত্রী এবং গোলামকে লক্ষ্য করে বলে তুমি তালাক অথবা সে আযাদ অথচ ঐ স্ত্রীর সাথে সে সহবাস করেনি কিন্তু ঐ ব্যক্তি বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য সে উপার্জন করবে আর স্ত্রী পূর্ণ মোহর এবং মীরাসের অধিকারিণী হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত (কাফী)।

যদি সালিম এবং বাযীগকে বলে তোমাদের দু'জনের একজন অথবা সালিম আযাদ তবে তাকে বলা হবে তুমি নির্দিষ্ট ভাবে আযাদী প্রয়োগ কর। তারপর যদি সে প্রথম বাক্যকে ইখতিয়ার করে তাহলে তাকে পুনরায় বিবরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে। যদি সে বিবরণ দেওয়ার আগেই মারা যায় তাহলে সালিমের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হয়ে যাবে। আর বাযীগের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। যদি ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় এবং গোলামদ্বয় ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ হক অনুযায়ী শরীক হবে। তাদের একজনের হক তিন-চতুর্থাংশ আরেকজনের হক এক-চতুর্থাংশ। মনে কর প্রত্যেক এক-চতুর্থাংশ এক ভাগ সমপরিমাণ তাহলে একজনের হক মোট তিন ভাগ ও আরে জনের হক মাত্র এক ভাগ সুতরাং সর্বমোট প্রাপ্য ভাগ চার হলো। এই চার ভাগই পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ। অতএব সমস্ত সম্পদের মোট বার অংশ হবে। সুতরাং প্রত্যেক গোলাম ছয় অংশ সমান হবে। কাজেই সালিমের এক-তৃতীয়াংশ (দুই ভাগ) আযাদ হবে। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের (চার ভাগের) মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। বাযীগের এক অংশ আযাদ হবে। বাকি পাঁচ অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে (শরহুল জামি-উল কবীর ঃ হাসীরী)।

২০. মাসআলা ঃ মনিব যদি দুই গোলামের মধ্যে নির্দিষ্ট করে একজনের সাথে আযাদীর শব্দ সম্পর্কিত করে থাকে। এরপর সে ভুলে যায় তাহলে এতে কোন মতপার্থক্য নেই যে তাদের দু'জনের একজন বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই আযাদ সাব্যস্ত হবে। উল্লেখ্য যে এ সম্পর্কীয় আহকাম দুই ধরনের

প্রথমত ঃ যা মনিবের জীবিত থাকা অবস্থায় সংঘটিত হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ যা তার মৃত্যুর পরবর্তীতে সংঘটিত হবে।

আমরা এখন প্রথমটির বিবরণ দিচ্ছি, কোন ব্যক্তি যদি তার বাঁদীদ্বয়ের একজনকে নির্দিষ্ট করে আযাদ করে। তারপর সে তাকে ভুলে যায় কিংবা তার দশটি বাঁদী হতে নির্দিষ্ট একজনকে আযাদ করল, এরপর সে তাকে ভুলে গেল তবে তাকে নিষেধ করে দেওয়া হবে যেন সে তাদের কারো সাথে সঙ্গম না করে এবং তাদের কারো থেকে খিদমত না নেয়। এমনকি চিন্তা-ভাবনা ও দৃঢ়ধারণা স্থির করে কোন এক জনকে বাদ দিয়ে তাদের বাকি কারো সাথে করা জাইয নেই। তবে তাদের সাথে সহবাস জাইয করার জন্য এ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, সে তাদের সকলকে তার বিবাহ বন্ধনে নিয়ে আসবে তাহলে তাদের মধ্যে আযাদ বাঁদীটি বিবাহ সূত্রে আর বাকি বাঁদীরা মালিকানা সূত্রে হালাল হবে কেউ যদি অনির্দিষ্ট ভাবে তার গোলামদ্বয়ের একজনকে আযাদ করে। এরপর গোলামদ্বয় বিচারকের কাছে এ বিষয়ে মামলা দায়ের করে এবং তার কাছে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার আবেদন জানায় তাহলে বিচারক মনিবকে বিবরণ দেওয়ার আদেশ দিবে। কিন্তু যদি সে বিবরণ দিতে বিরত থাকে তাহলে তাকে বন্দী করে রাখা হবে যেন তাদের একজনকে নির্দিষ্ট করে দেয় (ইমাম কারখী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত) যদি তাদের প্রত্যেকেই দাবী করে যে সে আযাদ অথচ তার নিকট কোন সাক্ষী বা প্রমাণ নেই। আর মনিব তার অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের উভয়ে তাকে কসম করতে বলে তাহলে বিচারক তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে মনিব থেকে কসম নিবে এ মর্মে যে সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম আমি তাকে 'আযাদ করেনি। আর যদি মনিব তাদের জন্য কসম করতে অস্বীকার করে তবে তাদের উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে কসম করে তাহলে তাকে বিবরণ দিতে বলা হবে।

কাযী (র) শরহে মুখ্‌তাসারুত্ তাহাবীতে উল্লেখ করেছেন যে, আযাদ করার পর যদি মনিবের মধ্যে অজ্ঞতা দেখা দেয় এবং তা মনিবের স্মরণে না আসে তা হলে এ ক্ষেত্রে মনিবকে বিবরণ দেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে এ ধরনের অজ্ঞতার অবস্থায় বর্ণনা দান দুই প্রকার (১) নস্ (২) জরুরত নস্-এর সূলত হলো এই, মনিব নির্দিষ্টভাবে তাদের একজনকে বলবে এই সে যাকে আমি আযাদ করেছিলাম কিন্তু ভুলে গিয়েছি। আর দালালত ও জরুরতের সূরত হলো, মনিব থেকে এমন কোন কথা-বার্তা বা কাজ-কর্ম প্রকাশ পাওয়া যা বর্ণনা করাকে বুঝায়। উদাহরণ স্বরূপ সে তাদের দু'জনের একজনের সাথে এমন ব্যবহার করল যা মালিকানা না থাকলে সহীহ্ হয় না যেমন বিক্রি করা, হিবা করা, সাদাকা করা, ওয়াসিয়্যত করা, আযাদ করা, ভাড়া দেওয়া, বন্ধক রাখা, মুকাতাব বানানো, মুদাব্বার বানানো ও উম্মে ওয়ালাদ বানানো । এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি দুই জন বাঁদী হয়। আর যদি বাঁদী দশজন হয় এবং তাদের একজনকে অনির্দিষ্টভাবে আযাদ করে, এরপর মনিব তাদের একজনের সাথে যৌন সঙ্গম করে তাহলে সঙ্গমকৃত বাঁদীটি দাসত্বের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। আর এ বিষয়টিও দালালাত অথবা জরুরতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে আযাদ বাঁদীটি ঐ বাকি নয় জনেরই একজন অতএব আযাদী ও অনাযাদীর বিষয়টি নস্ অথবা দালালত দ্বারা নির্দিষ্ট হতে সক্ষম। অনুরূপ যদি সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় থেকে নবম পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে সঙ্গম করে তাহলে বাকি দশম নম্বর বাঁদীটি আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। সব থেকে উত্তম পন্থা হলো তাদের কারো সাথে সঙ্গম না করা। তবে যদি সঙ্গম করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে হুকুম তাই হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যার বর্ণনার পূর্বেই তাদের কোন একজন মারা যায় তাহলে উত্তম হলো এই যে, বর্ণনার পূর্বে বাকিদের কারো সাথে যৌন সঙ্গম না করা। তবে বর্ণনার পূর্বে সঙ্গম করলে তা জাইয গণ্য হবে। আর যদি বাঁদীরা দুই জন হয় তাদের একজন মারা যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে অপর বাঁদীটি আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট হবে না। বরং তার আযাদী বর্ণনার উপর মওকূফ থাকবে। চাই বর্ণনা নস্ হোক বা দালালত।

যদি সে দুইজনের একজনের দিকে ইঙ্গিত করে বলে যে এ আমার মালিকানাভুক্ত তাহলে অপরজন দালালত অথবা জরুরতের ভিত্তিতে আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট হবে।

আর যদি দশটি গোলাম হয় আর সে তাদের সকলকে একই চুক্তিতে বিক্রি করে দেয় তাহলে সকলের বিক্রি রহিত হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে বিক্রি করে তাহলে এক থেকে নয় পর্যন্ত সকলের বিক্রি সহীহ্ হবে বাকি দশম নম্বর গোলামটি আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

২১. মাসআলা ঃ দশজনের মধ্যে প্রত্যেকের একটি করে বাঁদী আছে। তাদের একজন নিজ বাঁদী আযাদ করে দিল, কিন্তু নির্দিষ্ট ভাবা সে কে তা জানা যায়নি, তাহলে তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বাঁদীর সাথে সহবাস করার সুযোগ থাকবে এবং তারা মালিকের ন্যায় নিজ নিজ বাঁদীর মধ্যে তসর্‌রুফ করতে পারবে। যদি বাঁদীদের সকলেই তাদের মধ্যে একজনের মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে বিষয়টি এমন হবে যে, বাঁদীরা সকলে তারই মালিকানায় ছিল যাদের একজনকে সে আযাদ করেছিল কিন্তু পরে সে তাকে ভুলে যায়।

দ্বিতীয় বিবরণ হলো এই, মালিক যদি বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাদের দু'জনের অর্ধাংশ বিনা মূল্যে আযাদ হয়ে যাবে আর অর্ধাংশ মূল্যের বিনিময়ে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকই তার অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য মৃত মনিবের ওয়ারিসদের জন্য উপার্জন করবে। একই কারণে যা আমরা মনিবের অজ্ঞতার ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি (বাদাঈ)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আমি আমার পুরাতন গোলামটি আযাদ করলাম। তবে পুরাতন কতদিনের এ সম্পর্কে মাশায়িখগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে গৃহীত মত হলো পুরাতন দ্বারা ঐ গোলাম উদ্দেশ্যে যার এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে (তাজনীস ও মযীদঃ অধ্যায় মুদাব্বার ঘোষণা)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ বাঁদীকে বলে তুমি আযাদ অথবা তোমার গর্ভ আযাদ। এরপর বাঁদী সন্তান প্রসবের পর মনিব মার গেল তাহলে সন্তানটি আযাদ বলে বিবেচিত হবে এবং বাঁদীর অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে (খিযানাতুল মুফ্‌তীন)। কোন ব্যক্তি নিজ বাঁদীকে বলল, তুমি প্রথমে যে সন্তানটি প্রসব করবে যদি সে ছেলে হয় তবে তুমি আযাদ, এরপর ঐ বাঁদী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল কিন্তু আগে কোনটি হয়েছে তা জানা নেই অথচ বাঁদী এবং মনিব উভয়ে দুই সন্তান প্রসবিত হওয়ার উপর একমত তাহলে এক্ষেত্রে বাঁদীর অর্ধাংশ এবং মেয়ের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে, আর ছেলেটি গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি বাঁদী এ দাবী করে যে আগে ছেলে হয়েছে আর এ মেয়ে ছোট (পরে জন্ম হয়েছে) কিন্তু মনিব তা অস্বীকার করল এবং বলল না, বরং মেয়ে আগে হয়েছে তাহলে কসমের সাথে মনিবের কথা

গ্রহণযোগ্য হবে আর মনিব থেকে তার অবগত থাকার উপর কসম নেওয়া হবে, অতএব যদি সে কসম করে তাহলে তাদের কেউ আযাদ হবে না। তবে যদি বাঁদী পরবর্তীতে প্রমাণ বা সাক্ষী পেশ করতে পারে এ ব্যাপারে যে সে সর্বপ্রথম গোলাম প্রসব করেছে তাহলে তার আযাদীর হুকুম দেওয়া হবে। যদি মনিব কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে বাঁদী এবং মেয়ে উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে। যদি তারা দু'জনে এ কথার উপর ঐকমত্য প্রকাশ করে যে, সর্বপ্রথম ছেলেই হয়েছে তাহলে বাঁদী ও মেয়ে আযাদ হয়ে যাবে আর ছেলে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি আগে মেয়ে হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করে তাহলে কেউই আযাদ হবে না। কিন্তু যদি বাঁদী ছেলে আগে হওয়ার দাবী করে অথচ মেয়ে বড় হওয়া সত্ত্বেও কোন কিছুর দাবী করল না তাহলে মনিব থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি সে কসম করে তাহলে কোন কিছু সাব্যস্ত হবে না। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে শুধু বাঁদী আযাদ হবে মেয়ে আযাদ হবে না।

যদি মেয়েটি বড় হওয়া অবস্থায় এ দাবী করে যে, আগে ছেলে হয়েছে কিন্তু বাঁদী দাবী করল না তাহলে এক্ষেত্রে শুধু মেয়েটি আযাদ হবে, তার মা নয় (কাফী)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ বাঁদীকে বলে তুমি প্রথম যে সন্তানটি প্রসব করবে যদি সে ছেলে হয় তাহলে সে আযাদ বিবেচিত হবে, আর যদি মেয়ে হয়, তাহলে তুমি আযাদ। এরপর বাঁদীটি দুই ছেলে ও দুই মেয়ে প্রসব করল তাহলে দেখতে হবে যদি এ কথা জানা যায় যে, বাঁদীটি সর্ব প্রথম ছেলে প্রসব করেছে তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে আর বাকিরা দাস হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি জানা যায় যে, সে সর্ব প্রথম মেয়ে প্রসব করেছে তাহলে এ মেয়ে দাসী হিসাবে গণ্য হবে, বাকিরা মায়ের সাথে আযাদ হয়ে যাবে পক্ষান্তরে যদি জানা না যায় যে আগে কে হয়েছে তাহলে বাঁদীর অর্ধাংশ আযাদ হবে, আর ছেলেদ্বয়ের প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ করে আযাদ হবে প্রত্যেকেই তার এক-চতুর্থাংশ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে। কন্যাদ্বয়ের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে, বাকি তিন-চতুর্থাংশ মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে।

যদি বাঁদী এবং মনিব ঐকমত্য পোষণ করে যে এ ছেলেটি প্রথম হয়েছে তাহলে সেটাই আযাদ হবে যার সম্পর্কে তারা ঐকমত্য পোষণ করেছে বাকি সকলে গোলাম হিসেবে গণ্য হবে। তারা যদি কোন ছেলে সম্পর্কে মত পার্থক্য করে তাহলে এক্ষেত্রে কসমের সাথে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে, মনিব থেকে তার অবগত থাকার উপরও কসম নেওয়া হবে, এরূপ বলবে যে, আল্লাহ্‌র কসম আমি জানি যে বাঁদীটি আগে তাকেই প্রসব করেছে।

কেউ নিজ বাঁদীকে বলে তোমার গর্ভস্থ সন্তানটি যদি ছেলে হয় তাহলে তুমি আযাদ আর যদি মেয়ে হয় তাহলে সে আযাদ হবে। এরপর দেখা গেল যে তার গর্ভে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। তবে কেউই আযাদ হবে না। অনুরূপ যদি বলে "যা কিছু তোমার পেটে আছে" (বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয়) তাহলে একই হুকুম হবে। যদি এরূপ বলে যদি তোমার পেটে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছেলে হয় তাহলে তুমি আযাদ আর যদি তোমার পেটে মেয়ে হয় তাহলে সে আযাদ, তাহলে এ অবস্থায় মেয়ে এবং ছেলে উভয়ে আযাদ হবে। যদি বাঁদীকে বলে সর্বপ্রথম তুমি যে সন্তানটি প্রসব করবে যদি সে ছেলে হয় তাহলে তুমি আযাদ আর যদি মেয়ে হয় তাহলে সে আযাদ। তারপর সে ছেলে এবং মেয়ে উভয়কে প্রসব করল তাহলে যদি জানা যায় যে, ছেলে আগে হয়েছে তাহলে বাঁদীটি তার মেয়েসহ আযাদ হয়ে যাবে এবং ছেলেটি গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি জানা যায় যে মেয়ে আগে হয়েছে তাহলে মেয়েটি আযাদ হয়ে যাবে, বাঁদী ও ছেলে উভয়ে দাস হিসাবে বিবেচিত থাকবে। যদি কিছুই না জানা যায় কিন্তু বাঁদী ও মনিব কোন এক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে তাহলে তদানুযায়ী হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তারা বলে যে, আমরা কিছুই জানি না তাহলে ছেলে দাস এবং মেয়ে আযাদ গণ্য হবে, বাঁদীর অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে (মাবসূত)। যদি বাঁদী ছেলে আগে হওয়ার দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের কথা কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে (তমরতাশী)। কেউ যদি নিজ বাঁদীকে বলে তুমি যদি প্রথমে ছেলে এরপর মেয়ে প্রসব কর তাহলে তুমি আযাদ, আর যদি প্রথমে মেয়ে তারপর ছেলে প্রসব কর তাহলে ছেলেটি আযাদ গণ্য হবে, তারপর বাঁদীর একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে হলো। এমতাবস্থায় যদি ছেলে প্রথমে হয় তাহলে বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ে দাস হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি মেয়ে প্রথমে হয় তাহলে ছেলে আযাদ হয়ে যাবে, বাঁদী এবং মেয়ে উভয়ে দাস হিসাবে গণ্য হবে, যদি জানা না যায় যে, তাদের কে প্রথমে হয়েছে এবং বাঁদী ও মনিব এ কথায় ঐকমত্য পোষণ করেছে যে তারা এ সম্পর্কে কিছু জানে না তাহলে মেয়েটি দাসী হিসাবে গণ্য হবে এবং ছেলে ও মা প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি অর্ধেকের মূল্য পরিশোধ করার জন্য উপার্জন করবে। পক্ষান্তরে যদি তারা আপোষে মত পার্থক্য করে তাহলে সে ক্ষেত্রে মনিবের কথা তার কসমের সাথে গ্রহণ করা হবে। উল্লেখিত হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি বাঁদী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করে। যদি সে দু'টি ছেলে এবং দু'টি মেয়ে প্রসব করে, বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয় তাহলে দেখতে হবে যদি সে আগে ছেলেদ্বয়কে প্রসব করেছে পরে মেয়েদ্বয়কে প্রসব করেছে, তবে বাঁদীটি আযাদ হয়ে যাবে এবং তার আযাদীর কারণে দ্বিতীয় মেয়েটিও আযাদ হয়ে যাবে। উভয় ছেলে ও প্রথম মেয়ে সকলেই দাস হিসাবে থাকবে। যদি আগে একটি ছেলে হয় এরপর দুই মেয়ে এরপর এক ছেলে তাহলে বাঁদীও দ্বিতীয় মেয়ে উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ছেলে মায়ের আযাদীর কারণে আযাদ হয়ে যাবে।

যদি প্রথমে একটি ছেলে হয় এরপর মেয়ে তারপর একটি ছেলে এরপর একটি মেয়ে হয় তাহলে বাঁদীটি এবং দ্বিতীয় ছেলে ও দ্বিতীয় মেয়ে নিজ মায়ের আযাদীর কারণে আযাদ হয়ে যাবে, প্রথম ছেলে ও প্রথম মেয়ে দাস হিসাবে থেকে যাবে। যদি প্রথমে দুই মেয়ে প্রসব করে এরপর দুই ছেলে হলে শুধু প্রথম ছেলেটি আযাদ হবে, বাকিরা সকলে দাস হিসাবে বিবেচিত হবে। অনুরূপ যদি প্রথমে একটি মেয়ে হয় এরপর দুই ছেলে, এক মেয়ে তবুও শুধু প্রথম ছেলেটি আযাদ হবে অনুরূপভাবে যদি প্রথমে একটি মেয়ে হয় তারপর একটি ছেলে এরপর

একটি মেয়ে তারপর একটি ছেলে তবুও শুধু প্রথম ছেলেটি আযাদ হবে। আর যদি অগ্রপশ্চাৎ কিছু জানা না যায় তাহলে দেখতে হবে যদি তারা সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে যে, প্রথম কে জন্ম হয়েছে তা জানা নাই তাহলে প্রত্যেক সন্তানের এক-চতুর্থাংশ আযাদ হবে এবং মা অর্থাৎ বাঁদীর অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে, বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য সে উপার্জন করবে। যদি তারা মত পার্থক্য করে তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের কথা কসমের সাথে গ্রহণ করা হবে। (বাদাঈ)।

কেউ যদি নিজ বাঁদীকে বলে, তুমি সর্ব প্রথম যে সন্তানটি প্রসব করবে সেটি আযাদ। তারপর সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করল এরপর একটি জীবিত সন্তান তাহলে জীবিত সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে আর যদি বলে থাকে তাহলে তুমি তার সাথে আযাদ বলে গণ্য হবে তবে বাঁদীটি মৃত সন্তানটির সাথে আযাদ হয়ে যাবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার বাঁদীদ্বয়কে বলল, তোমাদের দু'জনের একজনের পেটে যা কিছু আছে তা আযাদ তবে তার ইখতিয়ার থাকবে বাঁদীদ্বয়ের যাকে ইচ্ছা তার উপর আযাদী প্রয়োগ করবে। এরপর কোন ব্যক্তি যদি তাদের একজনের পেটে জোরে প্রহার করে যার দরুন সে আযাদীর কথার সময় থেকে ছয়মাসের কম সময়ের মধ্যে একটি মৃত ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটায় তাহলে সে দাস হবে। আর অপরটি আযাদীর জন্য নির্দিষ্ট হবে। যদি বাঁদীদ্বয়ের প্রত্যেকের পেটে এক এক ব্যক্তি প্রহার করে যার দরুন তাদের প্রত্যেকেই আযাদীর সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে একটি মৃত ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটায় তাহলে প্রহারকারীকে তাদের প্রত্যেকের সন্তানের জন্য ঐ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যা সাধারণত বাঁদীর ভ্রূণের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়ে থাকে (মুহীত)।

যদি সে তার তিন বাঁদীকে লক্ষ্য করে বলে, যা কিছু এ বাঁদীর পেটে আছে তা আযাদ এবং যা কিছু এ বাঁদীর পেটে আছে অথবা যা কিছু এ বাঁদীর পেটে আছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে যা কিছু প্রথম বাঁদীর পেটে আছে তা আযাদ হবে। আর বাকি দু'জন সম্পর্কে সে ইখতিয়ারাধীন থাকবে (যহীরিয়্যাহ)। যদি বলে আমার বাঁদীর পেটে যা আছে যদি তা ছেলে হয় তাহলে তোমরা তাকে আযাদ করে দিবে আর যদি মেয়ে হয় তাহলে তাকে আযাদ করে দিবে। এরপর সে মারা গেল এবং উক্ত বাঁদী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে প্রসব করল, তাহলে ওয়াসির জন্য মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তাদের দু'জনকে আযাদ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি বলে তুমি সর্বপ্রথম যে সন্তানটি প্রসব করবে যদি সেটা ছেলে হয় তাহলে তুমি আযাদ আর যদি সেটা মেয়ে হয় এবং এরপর একটি ছেলে হয় তাহলে তারা দু'জন আযাদ। এরপর একটি ছেলে ও দু'টি মেয়ে প্রসব করল কিন্তু তাদের মধ্যে কে প্রথম তা জানা যায় না, তাহলে বাঁদী এবং তার ছেলে প্রত্যেকের অর্ধেক করে আযাদ হবে আর মেয়েদ্বয়ের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ করে আযাদ হবে, বাকি তিন-চতুর্থাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য তাদের প্রত্যেকেই উপার্জন করবে।

আবূ ইস্‌মা (র) বলেন, এটা ভুল বরং শুদ্ধমত হলো যে মেয়েদ্বয়ের প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হবে বাকি এক-চতুর্থাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রত্যেকেই উপার্জন করবে। আমাদের মাশায়েখদের কেউ কেউ কিতাবের ফায়সালাকে পরিশুদ্ধ করতে গিয়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বক্রতার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন যে, এখানে এক অবস্থা অনুযায়ী তাদের একজনের আযাদীই মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে গৌণ দিকটি গ্রহণ করা হবে না। যেহেতু গৌণ দিকটি গ্রহণ করা থেকে বাদ পড়ে গেল সুতরাং তাদের একজন এক অবস্থায় আযাদ আরেক অবস্থা অনুযায়ী আযাদ হবে না কাজেই তারা অর্ধাংশ আযাদ হবে। এরপর এই অর্ধাংশই তাদের দু'জনের মাঝে অর্ধেক করে বন্টন করা হবে। কিন্তু এভাবে উপরোক্ত মাসআলাটি বর্ণনা ও নির্ণয়ের দিক থেকে পূর্বে বর্ণিত মাসাইলের বিপরীত হবে। কাজেই আবূ ইস্‌মা কর্তৃক বর্ণিত জবাবটিই বিশুদ্ধতম (মাব্‌সূত)।

২৬. মাসআলা ঃ দু'জন লোক যদি এক লোকের সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে যে, সে তারা দুই গোলামের একটিকে আযাদ করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের সাক্ষ্য বাতিল গণ্য হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে যদি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার দুই বাঁদীর একটিকে আযাদ করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও এক্ষেত্রে দাবী উথাপন শর্ত নয়।[১] এ সকল সিদ্ধান্ত হবে তখন যখন তার সুস্থ্যতার অবস্থায় সাক্ষ্য দেওয়া হবে যে, সে তার দু'টি গোলামের একটিকে আযাদ করেছে। কিন্তু যদি তার মৃত্যুকালীন অসুস্থ্যতার সময় এই মর্মে দুইজন সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তার দু'টি গোলামের একটিকে আযাদ করেছে। কিংবা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে সে সুস্থ অবস্থায় বা মৃত্যুকালীন অসুস্থতার দু'টি গোলামের একটিকে মুদাব্বার বানিয়েছে, তবে সাক্ষ্যপ্রদান পর্বটি অসুস্থ অবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সাক্ষী দু'জন তার মৃত্যুর পর এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, লোকটি সুস্থতার অবস্থায় বলেছিল যে, তোমাদের একজন আযাদ, তাহলে কারো কারো মতে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। আর কারো কারো মতে গ্রহণ করা হবে (হিদায়া)। তবে বিশুদ্ধতম মত হলো গ্রহণ করা হবে (কাফী)। আর যদি সাক্ষী দু'জন এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে গোলাম দু'টির নির্দিষ্ট একজনকে আযাদ করেছে কিন্তু আমরা তাকে ভুলে গেছি তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দান করে যে এই দুই ব্যক্তির একজন নিজ গোলামকে আযাদ করেছে তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না (তমরতাশী)। কিন্তু যদি তারা এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে সে তার গোলাম সালিমকে আযাদ করেছে অবশ্য তারা সালিমকে চিনে না, অথচ ঐ ব্যক্তির একটিই গোলাম আছে যার নাম সালিম। তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি ঐ ব্যক্তির গোলাম দু'টি হয় তাদের প্রত্যেকের নাম সালিম কিন্তু মনিব অস্বীকৃতি জানায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তাদের কেউ আযাদ হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি তারা আযাদীর সাক্ষ্যদান করে তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফায়সালা দিয়ে দেওয়া

১. শরীআতের বিচারে বাঁদীর সত্যতা প্রমাণের অনুকূলে বক্তব্য পেশ করাকে সাক্ষ্যদান বলা হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে কেউ নিজের আযাদীর দাবী করেনি বিধায় উক্ত দুই ব্যক্তির বক্তব্য সাক্ষ্য দান বলে গণ্য হবে না, বরং তা সংবাদ দান বলে গণ্য হবে।

হয়। এরপর তারা ঐ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং মনিবকে ঐ গোলামের মূল্য জরিমানা দেয়। এরপর অন্য দুইজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে মনিব তাকে ঐ দু'জনের সাক্ষ্য প্রদানের পর আযাদ করেছিল তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের দু' সাক্ষী দায়মুক্ত হবে না। পরের সাক্ষীদ্বয় যদি এ মর্মে সাক্ষ্যদান করে যে, সে তাকে ঐ দু'জনের সাক্ষ্যদানের পূর্বে আযাদ করেছে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না আর প্রথম সাক্ষীদ্বয় যে জরিমানা দিয়েছিল তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত (কাফী)। জামি গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ কেউ যদি তার গোলামদ্বয়কে বলে যদি আগামীকাল আসে তাহলে তোমাদের একজন আযাদ, এরপর গোলামদ্বয়ের একজন আজকেই মারা গেল কিংবা মনিব তাকে আযাদ করে দিল, অথবা বিক্রি করে দিল অথবা হিবা করল এবং যাকে হিবা করা হয়েছে, সে ঐ গোলামকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিল। এরপর আগামীকাল আসল তাহলে দ্বিতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে, যদি আগামীকালের আগমনের পূর্বেই বলে যে, আমি এ ইখতিয়ার করলাম যে, আগামীকাল আসলে বিশেষ এই গোলামটির উপর আযাদী প্রয়োগ হবে তাহলে এটি বাতিল গণ্য হবে। জামি গ্রন্থে এটাও উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি তার গোলামদ্বয়কে বলে যদি আগামীকাল আসে তবে তোমাদের একজন আযাদ। এরপর সে তাদের একজনকে বিক্রি করে দেয় এরপর আগামীকাল আসার পূর্বেই তাকে পুনরায় খরিদ করে। তারপর আগামীকাল আসল তবে তাদের যে কোন একজন আযাদ হয়ে যাবে কিন্তু মনিবের নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার থাকবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের একজনকে বিক্রি করার পর আগামী কাল আসার পূর্বেই তাকে খরিদ করে। তারপর অপরজনকেও বিক্রি করে দেয় কিন্তু তাকে আর খরিদ করে নি, এদিকে আগামীকাল এসে গেল, তাহলে আগামীকাল আস মাত্র ঐ গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে যে তার মালিকানায় রয়েছে।

উল্লেখ্য যে বিক্রি করার কারণে তার ঘোষণা বাতিল হবে না। যদি গোলামদ্বয়ের মধ্যে একজনের অর্ধেক বিক্রি করে তারপর আগামীকাল আসে তাহলে যে গোলাম তার মালিকানায় পূর্ণভাবে বিদ্যমান সেই আযাদ হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের অর্ধেক অর্ধেক বিক্রি করে দেয় এরপর আগামীকাল আসে তবে এক্ষত্রে তাদের যে কোন একজন আযাদ হবে কিন্তু নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার মনিবের হবে (মুহীত)।

কোন ব্যক্তির চারটি গোলাম আছে তন্মধ্যে দু'টি কৃষ্ণাঙ্গ আর দু'টি শ্বেতাঙ্গ। অতএব সে বলল, এ শ্বেতাঙ্গ দু'টি আযাদ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ দু'টি, অনুরূপ যদি সময়ের সাথে সম্পর্কিত করে বলে, যদি আগামীকাল আসে তাহলে এই শ্বেতাঙ্গ দু'টি আযাদ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ দু'টি। এরপর শ্বেতাঙ্গদ্বয়ের একজন মারা গেল কিংবা মনিব তাকে বিক্রি করে দিল এরপর আগামীকাল আসল তবে কৃষ্ণাঙ্গ দু'টি আযাদ হয়ে যাবে। আর মনিবের কোন ইখতিয়ার থাকবে না। আর যদি শ্বেতাঙ্গদ্বয়ের একজন এবং কৃষ্ণাঙ্গদ্বয়ের একজন মারা যায় তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে। যদি শ্বেতাঙ্গ দু'জনই মারা যায় তাহলে কৃষ্ণাঙ্গ দু'জন আযাদ হয়ে যাবে (শরহুল জামিইল কবীরঃ হাসারী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামদ্বয়কে বলে هٰذَا حُرٌّ وَهٰذَا (অর্থাৎ এটি আযাদ এবং এটি) তাহলে তাদের উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। যদি বলে هٰذَا هٰذَا حُرٌّ (অর্থাৎ এটি আযাদ) তবে শুধু দ্বিতীয়জন আযাদ হবে। যদি বলে هٰذَا حُرٌّ هٰذَا اِنْ دَخَلَ الدَّارَ (এটি আযাদ, এটি যদি ঘরে প্রবেশ করে) তবে প্রথমটি তাৎক্ষণিক আযাদ হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয়টি শর্ত পাওয়া গেলে আযাদ হবে (যহীরিয়্যাহ)। আর যদি বলে اَحَدُ كُمَا حُرٌّ اِذَا جَاءَ غَدٌ اَحَدُ كَمَا حُرٌّ (তোমাদের একজন আযাদ যদি আগামীকাল আসে তোমাদের একজন আযাদ) এরপর আগামীকাল আসল তবে তারা দু'জনেই আযাদ হয়ে যাবে। যদি তাদের কেউ মারা যায় কিংবা মনিব তাকে বিক্রি করে দেয়। এরপর আগামীকাল আসে তবে অবশিষ্ট গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তাদের কাকেও আংশিকভাবে বিক্রি করা হয় (খিযানাতুল মুফ্তীন)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি দু'টি গোলাম এবং একজন আযাদকে সমষ্টিগতভাবে বলে তোমাদের মধ্যে দু'জন আযাদ, তাহলে দুই এর একজন নিশ্চিতভাবে আযাদ ব্যক্তি হবে। আরেক জন দু'টি গোলামের যে কোন একটি হবে। কাজেই দু'টি গোলামের মধ্যে শুধু একজন আযাদ হবে। যেন সে বলল, গোলামদ্বয়ের একজন আযাদ। অতএব তাকে আদেশ দেওয়া হবে যেন বিবরণ দেয় (তাদের মধ্যে কে উদ্দেশ্য)। আর যদি সে বিবরণ দেওয়ার পূর্বেই মারা যায় তাহলে তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে (শরহুত্ তাহাবী)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোলাম শর্তযুক্ত আযাদ করা বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল যখন আমি গৃহে প্রবেশ করব তখন আমার সেদিনের মালিকানাধীন সমস্ত গোলাম আযাদ, অথচ শর্তারোপের সময় কোন গোলাম তার মালিকানায় ছিল না। এরপর সে একটি গোলাম খরিদ করল। এরপর গৃহে প্রবেশ করল, তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। যদি শর্তারোপের দিন তার মালিকানায় কোন গোলাম থেকে থাকে, গোলাম তার মালিকানায় থাকা অবস্থায় সে গৃহে প্রবেশ করলে ঐ গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। সে রাত্রে প্রবেশ করুক বা দিনে, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। যদি শর্তারোপের সময় সে 'আজকের দিন' শব্দটি উল্লেখ না করে তাহলে শর্তারোপের পর যে গোলামের মালিক হবে সে আযাদ হবে না (কাফী)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, আমি যদি গৃহে প্রবেশ করি তবে তুমি আযাদ। এরপর সে গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে গোলামকে বিক্রি করে দিল তাহলে উক্ত শর্ত বাতিল গণ্য হবে। বিক্রির পর যদি প্রবেশ না করে এবং পুনরায় তাকে ক্রয় করে নেয়। এরপর সে গৃহে প্রবেশ করল তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে।

কেননা মালিকানা খতম হওয়ার কারণে শর্ত বাতিল হয় না (বাদাঈ)।

৩. মাসআলা ঃ খালিদ ইব্ন সবীহ্ আবূ ইউসূফ (র) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল, প্রত্যেক বার যখনই আমি এ গৃহে প্রবেশ করব তখন আমার গোলামটি আযাদ বিবেচিত হবে। অথচ তার অনেক গোলাম রয়েছে। এরপর সে ঐ গৃহে চারবার প্রবেশ করল, তাহলে প্রতিবার প্রবেশ করায় তার উপর একটি করে গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হবে। এ আযাদী যে গোলামের উপর ইচ্ছা সে প্রযুক্ত করতে পারে। এভাবে একের পর এক মোট চার গোলামকে আযাদ করতে হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার বাঁদীকে বলে, যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ। এরপর সে তাকে আযাদ করে দিল। তারপর দাসীটি মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেল, এরপর সে দারুল হারব থেকে বন্দী হয়ে আসল এবং সে ব্যক্তি ঐ দাসীর পুনরায় মালিক হলো। তারপর উক্ত দাসী গৃহে প্রবেশ করল, তাহলে আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সে আযাদ হবে না (ইয়া'নাবী)। এক ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, আজ যদি তুমি গৃহে প্রবেশ কর তবে তুমি আযাদ। দিনটি অতিবাহিত হওয়ার পর গোলাম দাবী করল, আমি গৃহে প্রবেশ করেছি কিন্তু মনিব তা অস্বীকার করল। তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

কেউ যদি বলে, তুমি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি আযাদ। এ কথাটি "যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ" এর পর্যায়ভুক্ত (সিরাজিয়্যাহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, যদি তুমি এ উভয় গৃহে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ; এরপর সে উভয় গৃহে প্রবেশ করার পূর্বেই তাকে বিক্রি করে দিল। তারপর গোলাম গৃহদ্বয়ের একটিতে প্রবেশ করল। এরপর সে তাকে পুনরায় খরিদ করল। তারপর সে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে উক্ত গোলাম আমাদের মাযহাব অনুযায়ী আযাদ হয়ে যাবে।

কেউ যদি তার গোলামকে বলে তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ তবে শর্ত হলো যদি অমুকের সাথে কথা বল এক্ষেত্রে ঘরে প্রবেশ করাকালীন তার মালিকানা থাকা জরুরী।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) আসলের মধ্যে বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি বলে, যে গোলামটি সর্বপ্রথমে আমার নিকট আসবে সে আযাদ। এরপর প্রথমে তার কাছে মৃত গোলামকে আনা হলো। তারপর একটি জীবিত গোলাম আসল। তাহলে জীবিত গোলামটিই আযাদ হবে। তিনি এতে কোন মতভেদ উল্লেখ করেন নি। তবে মাশায়িখদের কেউ কেউ বলেছেন যে, এটি শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর অনেকে বলেছেন, এটি সকলেরই মত। এটাই বিশুদ্ধ (শরহুল জামিইল কাবীর—অধ্যায় ঃ শর্তযুক্ত গর্ভস্থের মুক্তি ঃ হাসীরী)।

আর যদি দু'টিই জীবিত গোলাম তার কাছে একই সাথে আনা হয় তাহলে তাদের দু'জনের কেউ আযাদ হবে না। এদের পরে যদি অপর আরেকটি গোলামকে আনা হয় তাহলে সেও আযাদ হবে না (মাব্সূত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলাম (সালিম)-কে বলে তুমি আযাদ যদি ঘরে প্রবেশ কর; না বরং আমার অমুক গোলাম আযাদ অর্থাৎ তার দ্বিতীয় গোলাম (হাসিম) তাহলে তার দ্বিতীয় গোলাম ঘরে প্রবেশ করা ব্যতীত দ্বিতীয় গোলাম আযাদ হবে না। (শরহুল জামিইল কাবীর—অধ্যায় ঃ যে কসম ভঙ্গের দ্বারা প্রথম স্ত্রীর উপর তারপর দ্বিতীয় স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয় (হাসীরী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলল; আমার যে স্ত্রী এ ঘরে প্রবেশ করবে সে তালাক এবং আমার গোলামদের মধ্যে এক গোলাম আযাদ। এরপর তার দুই স্ত্রী উক্ত ঘরে প্রবেশ করল তাহলে উভয় স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এবং তার একটিমাত্র গোলাম আযাদ হবে।

তবে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে যাকে ইচ্ছা তাকে সে আযাদ করবে। আর যদি সে বলে যখনই আমার কোন স্ত্রী এ ঘরে প্রবেশ করবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং আমার গোলামদের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ হবে। এরপর ঘরে তার দুই স্ত্রী প্রবেশ করল কিংবা একই স্ত্রী দু'বার প্রবেশ করল। এক্ষেত্রে তার দুই স্ত্রী তালাক হবে এবং দু'টি গোলাম আযাদ হবে।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির অনেক গোলাম ও অনেক বাঁদী রয়েছে এবং বাঁদীদের সন্তান-সন্ততি আছে। সে বলল, আমার যে বাঁদী এ ঘরে প্রবেশ করবে সে আযাদ এবং তার

সন্তানও আযাদ ও আমার গোলামদের মধ্যে একজন আযাদ; এরপর তার বাঁদীরা ঘরে প্রবেশ করল, তাহলে তারা সকল প্রবেশকারিণী ও তাদের সন্তানরা এবং একটি গোলাম আযাদ হবে। অবশ্য প্রত্যেক বাঁদীর একটিমাত্র সন্তান আযাদ হবে। যদি ঘটনাক্রমে গোলামরা বাঁদীদের স্বামী হয়ে থাকে এমতাবস্থায় সে বলল, আমার যে বাঁদী এ ঘরে প্রবেশ করবে সেও তার স্বামী এবং তাঁর সন্তান আযাদ। এরপর তার বাঁদীরা উক্ত ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তারা ও তাদের স্বামীগণ এবং তাদের সন্তানরা আযাদ হয়ে যাবে।

যদি বলে, যখনই আমার কোন বাঁদী এ ঘরে প্রবেশ করবে তখন সে, তার স্বামী, তার সন্তান এবং আমার গোলামদের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ।

এরপর তার বাঁদীরা উক্ত ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে তারা আর তাদের স্বামীরা ও তাদের সন্তানরা এবং প্রত্যেক বাঁদীর হিসাবে একটি করে গোলাম আযাদ হবে।

১০. মাসআলা ঃ শরহুল কারখী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ যদি বলে, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব এবং অমুকের সাথে বাক্যালাপ করব অথবা অমুকের সঙ্গে কথাবার্তা বলব তখন আমার গোলামসমূহের মধ্যে একটি গোলাম আযাদ। এরপর সে উক্ত ঘরে একাধিকবার প্রবেশ করল কিন্তু একবারই মাত্র কথা বলেছে, তাহলে এক্ষেত্রে শুধু একটি গোলাম আযাদ হবে (শরহুল জামিইল কাবীর —অধ্যায় ঃ যে কসম একবার অথবা দু'বার ভঙ্গ করা হয় —হাসীরী)।

কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে "তুমি যদি এ ঘরে অথবা ঐ ঘরে প্রবেশ কর তাহলে তুমি আযাদ, তাহলে সে যে ঘরেই প্রবেশ করুক না কেন আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি এভাবে বলে তুমি যদি এ ঘরে এবং ঐ ঘরে প্রবেশ কর তাহলে উভয় ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। আর যদি বলে তুমি আজ আযাদ —যদি এ ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে ঐ ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না (হাবীউল কুদ্সী)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে প্রত্যেক গোলাম যাকে আমি খরিদ করব আমি ঘরে প্রবেশ করলে সে আযাদ, তাহলে এ শর্ত ঐ সমস্ত গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাদেরকে উক্ত ঘরে প্রবেশ করার পরে খরিদ করবে (ঈযাহ)।

কোন এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার গোলামটি আযাদ; কিংবা বলল, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক, অতএব সে যদি প্রথমে ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর অমুকের সাথে কথা বলার অপেক্ষায় থাকার দরকার হবে না। আর যদি প্রথমে অমুকের সাথে কথা বলে তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে এক্ষেত্রে ঘরে প্রবেশ করার অপেক্ষায় থাকার দরকার হবে না। শতদ্বয়ের একটি যদি পাওয়া যায় (এবং তার হুকুম ও সাব্যস্ত হয়ে যায়) তাহলে দ্বিতীয় শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি উভয় এক সাথে পাওয়া যায় তাহলে উভয় শর্তযুক্ত বক্তব্যের যে কোন একটি সাব্যস্ত হবে, কিন্তু তা নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার তার থাকবে। শরহুল জামিইল কাবীর হাসারী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ কোন এক ব্যক্তির দু'টি বাঁদী আছে, সে তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে যে এ ঘরে প্রবেশ করবে সে আযাদ। এরপর সে তাদের একজনকে বিক্রি করে দিল এরপর ঐ বিক্রেতা বাঁদীটি ঘরে প্রবেশ করল। তারপর যে বাঁদীটি তার মালিকানায় বাকি ছিল সেও প্রবেশ করল। তাহলে সে আযাদ হবে না। আর যদি তার অবশিষ্ট বাঁদীটি বিক্রিতা বাঁদীর পূর্বে ঐ ঘরে প্রবেশ করত তাহলে সে আযাদ হয়ে যেত (যহীরিয়্যাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ যদি অমুকের সাথে কথা বলি। তাহলে এ দু'টি পৃথক পৃথক শর্ত। আরোপিত শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে আযাদ বা তালাক হবে। আর যদি শেষে ইনশাআল্লাহ্ বলে তাহলে তা উভয় শর্তের সাথে যুক্ত হবে। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে শর্তায়ন করে তবুও তা উভয় শর্তের সাথে যুক্ত হবে সুতরাং যদি সে ব্যক্তি বলে, আমি চাই না তাহলে উভয় প্রতিজ্ঞা বাতিল হবে। অনুরূপ যদি উভয় শর্তের একটিকে না চায় তাহলে সেটা বাতিল হবে। আর যদি মজলিসের মধ্যে চায় তাহলে উভয় শর্ত শুদ্ধ গণ্য হবে। সুতরাং অমুক ব্যক্তির ইচ্ছার পর ঘরে প্রবেশ করলে তার স্ত্রী তালাক হবে আর কথা বললে তার গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে।

এক ব্যক্তি বলল যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক ও আমার গোলাম আযাদ। তাহলে ঘরে প্রবেশ করা ব্যতীত কোন প্রযোজ্য হবে না। ঘরে প্রবেশ করলে উভয়টা কার্যকর হবে। অনুরূপ হুকুম হবে জাযাকে যদি শর্তের অগ্রে উল্লেখ করে বলে আমার স্ত্রী তালাক ও আমার গোলাম আযাদ যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, কিংবা শর্তকে যদি জাযাদ্বয়ের মাঝে উল্লেখ করে বলে, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি এবং আমার গোলাম আযাদ। সে যদি এরূপ বলে, আমি যদি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার স্ত্রী আযাদ এবং আমার উপর পদব্রজে হজ্জ করা ওয়াজিব, আর আমার গোলাম আযাদ যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি অথচ তার কোন নিয়্যত নেই তাহলে এ ক্ষেত্রে তার স্ত্রীর তালাক হওয়া ও পদব্রজে হজ্জ ওয়াজিব হওয়া ঘরে প্রবেশের উপর মওকূফ থাকবে, গোলাম আযাদ হওয়া অমুকের সাথে কথা বলার উপর মওকূফ থাকবে।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি ও আমার গোলাম আযাদ ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চায়) তাহলে এটি একটি শর্ত হিসাবে গণ্য হবে। এবং ইস্তিছনা (অর্থাৎ ইনশাআল্লাহ্) তারই সাথে যুক্ত হবে অনুরূপ হুকুম হবে যদি বলে "যদি অমুকে চায়" কোন এক ব্যক্তি বলল, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি অথবা যখন আমি অমুকের সাথে কথা বলি, অথচ যদি অমুক আসে তাহলে আমার গোলাম আযাদ অথচ তার নিয়্যত ছিল না। তাহলে এক্ষেত্রে অমুকের আগমন ও অমুকের সাথে কথা বলার পর ঘরে প্রবেশ করলে (বক্তব্য কার্যকর হবে) গোলাম আযাদ হবে। সুতরাং যদি প্রথমে ঘরে প্রবেশ করে এরপর অমুকের সাথে কথা বলে তাহলে সে আযাদ হবে না। আর যদি প্রথমে কথা বলে এরপর ঘরে প্রবেশ করে তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি উভয় শর্তের পূর্বে জাযাকে উল্লেখ করে বলে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, যদি অমুকের সাথে কথা বলি; তাহলে এক্ষেত্রেও (গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য) ঘরে প্রবেশ করা বিষয় কথা বলার পরে হতে হবে (শরহুল জামিইল কাবীর-ঃ হাসারী)।

কেউ বলল, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি তাহলে তুমি আযাদ এবং সে এ নিয়্যত করে যে ঘরে প্রবেশের বিষয় আগে হতে হবে আর এটাই মূলত আযাদ হওয়ার জন্য শর্ত। অমুকের সাথে কথা বলার বিষয় পরে হলেও চলবে তাহলে এক্ষেত্রে তার উক্ত নিয়্যত শুদ্ধ হবে। অনুরূপ জাযাকে শর্তের আগে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে। যদি এ নিয়্যত করে যে কথা বলা পরে হতে হবে তাহলে তার এ নিয়্যত শুদ্ধ হবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নিয়্যত করলে তার ফায়দা পরিলক্ষিত হয় যেমন যদি সে তার নিয়্যত অনুযায়ী শর্ত পালন করে তবে তার জন্য বিষয়টি সহজ হয়ে যায়, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দু'টি ঘর সম্পর্কে বলল, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি, যদি আমি ঐ আরেকটি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে তুমি আযাদ; তাহলে এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হওয়ার জন্য প্রথমে দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করতে হবে। সুতরাং যদি দ্বিতীয় ঘরের আগে প্রথম ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি সে দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করার পর প্রথম ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সে হানিস হয়ে যাবে। আর যদি একটি ঘরকে লক্ষ্য করে বলে, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি, যদি আমি এ ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে উক্ত ঘরে একবার মাত্র প্রবেশ করল তাহলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। শর্তের ফলাফল শর্তের অগ্রে উল্লেখ করুক চাই পরে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (তালখীসুল জামিইল কাবীর হাসারী)। আর যদি জাযাকে শর্তদ্বয়ের মাঝে উল্লেখ করে বলে, যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি, কিংবা বলল, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি তাহলে আমার গোলাম আযাদ যদি অমুক আগমন করে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম কাজটি আগে এরপর দ্বিতীয় কাজটি করলে শর্ত পূরণ হবে। (সুতরাং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (শরহুল জামিইল কাবীরঃ হাসারী)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমার প্রত্যেক পুরুষ মালিকানাধীন (গোলাম) আযাদ এবং তার একটি গর্ভবর্তী বাঁদী আছে সে একটি ছেলে সন্তান প্রসব করল তাহলে উক্ত সন্তান আযাদ হবে না যদিও কসমের (শর্তারোপের) সময় থেকে ছয় মাসেরও কম সময়ে প্রসব করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (শরহুল জামিইস্ সাগীর ঃ কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, ভবিষ্যতে আমি যে সকল গোলামের মালিক হব তাদের মধ্যবর্তীজন ব্যতীত সকলেই আযাদ। এরপর সে একটি গোলাম খরিদ করল তাহলে উক্ত গোলাম তার মালিকানাভুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আযাদ হয়ে যাবে। এরপর যদি দ্বিতীয় আরেকটি খরিদ করে তাহলে সে আযাদ হবে না। মৃত্যু পর্যন্ত আর কোন গোলাম যদি খরিদ না করে তাহলে দ্বিতীয়বার ক্রয়কৃত গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে কিন্তু যদি তৃতীয় আরেকটি গোলাম খরিদ করে তাহলে তাদের দু'জনের কেউই আযাদ হবে না (শরহুল জামিইল কাবীর ঃ হাসারী)। তারপর যদি চতুর্থ একটি গোলামের মালিক হয় তাহলে দ্বিতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ অষ্টম একটি গোলামের মালিক হলে চতুর্থ গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। এ নিয়ামানুযায়ী সামনের হিসাব করা হবে (শরহুল তালখীসিল জামিইল কাবীরঃ) মোট কথা যদি জোড় সংখ্যা বিশিষ্ট অনেকগুলো গোলাম ক্রয় করে তাহলে ঐ সংখ্যার প্রথমার্ধের সকল গোলাম তাৎক্ষণিক আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এ সকল গোলাম মধ্যবর্তী গোলাম বলে বিবেচিত হতে পারে না। আর দ্বিতীয়ার্ধের সকল গোলামের হুকুম মওকূফ থাকবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং কেউ যদি একের পর এক ছয়টি গোলাম ক্রয় করে তাহলে প্রথম তিনজন তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে। আর বাকি তিনজনের হুকুম স্থগিত থাকবে। এরপর যদি (সপ্তম নম্বর) আরেকটি গোলাম খরিদ করে তাহলে চতুর্থ নম্বরের গোলামটি আযাদ হবে না, কেননা এটা মধ্যবর্তী গোলাম, কারণ চতুর্থ গোলামটির পরে গোলামদের সংখ্যা তার আগের সংখ্যার সমপরিমাণ কাজেই (শর্তানুযায়ী) এটাকে পৃথক করা হবে। আর যদি সে ব্যক্তি ছয়টি গোলামের মালিক থাকা অবস্থায় মারা যায় তবে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বেজোড় সংখ্যা বিশেষ কিছু গোলামের মালিক হয় তাহলে মধ্যবর্তী গোলাম ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু এ কথা উল্লেখ করা হয়নি যে কখন আযাদ হবে; ক্রয় করা মাত্রই আযাদ হবে না মৃত্যুর আগ মুহূর্তে? ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) শায়খ আবূ বকর ইব্ন আবূ সাঈদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত অনুযায়ী তারা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেই আযাদ হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ক্রয়ের পর থেকেই তারা আযাদ বলে বিবেচিত হবে। কেউ কেউ অভিমত পেশ করেছেন যে, বিশুদ্ধতম কথা এই যে, এক্ষেত্রে সকলের মতে শেষ গোলামটি পর্যন্ত আযাদী সীমিত থাকবে, কেননা ব্যতিক্রম শর্তারোপ হতে সেই মুক্ত হবে, মধ্যবর্তী হবারগুণ যার মাঝে পওয়া যাবে না, পরবর্তী আর একটি গোলাম খরিদ না করা পর্যন্ত তার মাঝে এগুণটি প্রকাশিত হচ্ছে না।

আর যদি প্রথমে একটি গোলামের মালিক হয়, এরপর আরেকটি, তারপর আরো দু'টি গোলামের একই সাথে মালিক হয় তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি যে সকল গোলাম খরিদ করব তাদের প্রথমটি ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ, এরপর সে একটি গোলাম খরিদ করল তাহলে এ গোলামটি আযাদ হবে না এছাড়া বাকি সকল গোলাম ভোবেই খরিদ করা হোক না কেন আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু যদি প্রথমে একই সাথে দুই গোলাম খরিদ করে তাহলে তারা দু'জনেই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ বলে, তাদের শেষ জন ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ। তারপর সে একটি গোলাম খরিদ করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে, তবে যদি আরেকটি গোলাম খরিদ করে থাকে তাহলে এটি আযাদ হবে না আর যদি তৃতীয় আরেকটি গোলাম খরিদ করে তাহলে দ্বিতীয়টি আযাদ হয়ে যাবে। এ অনুযায়ী সামনে হিসাব চলবে। আর যদি প্রথমে একটি গোলাম খরিদ করে এরপর দু'টি একই সাথে খরিদ করে তাহলে সকলেই আযাদ হয়ে যাবে (শরহুল জামিইল কাবীর হাসারী)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমার মালিকানাধীন প্রত্যেক গোলাম আযাদ, অথচ তখন তার মালিকানায় মাত্র একটি গোলাম ছিল। এরপর সে একটি গোলাম খরিদ করল, তাহলে এ ক্ষেত্রে ঐ কথা বলার সময় যে গোলামটি তার মালিকানায় ছিল শুধু সেই আযাদ হবে, ঐ কথা বলার পর নতুনভাবে যার মালিক হয়েছে সে আযাদ হবে না। কিন্তু যদি তার আযাদীর নিয়্যত করে থাকে তবে তারা উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। যদি সে এ দাবী করে যে ঐ কথার সময় যে আমার মালিকানাধীন ছিল আমি তার আযাদীর নিয়্যত করে নি তাহলে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (শরহুল জামিইস সাগীর ঃ কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে এক সাআতে[১] (বর্তমানে) আমি যে সকল গোলামের মালিক তারা সকলেই আযাদ তাহলে সমস্ত গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা পূর্ব থেকেই তার মালিকানায় বিদ্যমান ছিল। কাজেই ঐ সময় নতুন করে যাদের মালিক হবে তারা আযাদ হবে না। আর যদি সে "সাআত" শব্দটির ঐ অর্থ উদ্দেশ্য করা থাকে যা জ্যোতিষিগণ উল্লেখ করে থাকেন তাহলে এ কথা বলার পর ঐ সাআতের মধ্যে সে যে সকল গোলামের মালিক হবে তাদেরকে আযাদীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বটে, কিন্তু যারা পূর্ব থেকেই তার মালিকানায় রয়েছে তাদের থেকে আযাদী রহিত করতে পারবে না।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমি মাসের শুরুতে যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ বলে গণ্য হবে তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী ঐ মাসের শুরু অংশের রাত্রি এবং দিনে যে সকল গোলামের মালিক হবে তারা আযাদ বলে গণ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী মাসের প্রথম তারিখের রাত্রি এবং দিনে যে সকল গোলামের মালিক হবে তারা আযাদ হবে (মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমি আগামীকাল যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ, কিন্তু সে কোন কিছুর নিয়্যত করেনি। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে তাৎক্ষণিক তার মালিকানাধীন গোলামসহ আগামীকাল আসা পর্যন্ত যাদের মালিক হবে এবং আগামীকাল যাদের মালিক হবে তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, শুধু আগামীকাল যাদের মালিক হবে তারা আযাদ হবে অন্য কেউ নয়।

পক্ষান্তরে যদি বলে, জুমুআর দিন যে সকল গোলামের মালিক হব তারা সকলেই আযাদ। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী জুমুআর দিন যে সকল গোলামের মালিক হবে তারা আযাদ বলে বিবেচিত হবে। আর যদি বলে যারা আমার মালিকানাধীন তাদের প্রত্যেকেই জুমুআর দিন আযাদ তাহলে ঐ সকল গোলামই জুমুআর দিন আযাদ হবে যারা ঐ সময় তার মালিকানায় ছিল। কেউ যদি বলে আমি যে সকল গোলামের মালিক আগামীকাল আসলে তাদের প্রত্যেকেই আযাদ তাহলে এ কথাটি সর্বসম্মতিক্রমে ঐ সমস্ত গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যারা ঐ সময় তার মালিকানায় ছিল।

কেউ যদি বলে আমি আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সকল গোলামের মালিক হব তারা সকলেই আযাদ বলে বিবেচিত হবে, তাহলে ঘোষণার পর থেকে ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সকল গোলামের মালিক হবে শুধু তারাই শর্তের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সময় যারা তার মালিকানাধীন ছিল তারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি বলে এক বছরের মধ্যে কিংবা বলে সব সময় কিংবা বলল আমার মৃত্যু পর্যন্ত তাহলে এ সব ক্ষেত্রে ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাদের মালিক হবে তারাই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ঐ কথা বলার সময় যারা তারা মালিকানায় থাকবে তারা নয়। আর যদি বলে " এক বছর" কথাটি দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, যে গোলাম আমার মালিকানায় এক বছর যাবৎ বহাল থাকবে; তাহলে আইনগতভাবে তার উক্ত দাবী সত্যায়িত করা হবে না তবে নৈতিকভাবে সত্যায়িত করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১. জ্যোতিষীদের মতে ساعة 'সাআত' অর্থে এক ঘন্টা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমি যে সকল গোলামের মালিক হব তাদের প্রত্যেকেই আগামী পরশু আযাদ বলে বিবেচিত হবে কিংবা বলল আমার প্রত্যেক গোলাম আগামী পরশু আযাদ অথচ এ কথা উচ্চারণকালে তার মালিকানাধীন একটি গোলাম ছিল, এরপর সে আরেকটি গোলাম খরিদ করল, এরপর পরশু এর আগমন হলো; তাহলে শর্তারোপের সময় যে গোলামের মালিক ছিল সেই একমাত্র আযাদ বলে বিবেচিত হবে, শর্তারোপের পর যার মালিক হয়েছে সে আযাদ হবে না (কাফী)। আর যদি বলে আমি যে সমস্ত গোলামের মালিক রয়েছি আমার মৃত্যুর পর তাদের প্রত্যেকেই আযাদ অথচ তখন তার মালিকানাধীন মাত্র একটি গোলাম ছিল, এরপর সে আরেকটি গোলাম ক্রয় করল, তাহলে শর্তারোপের সময় যে গোলাম তার মালিকানা ছিল, সেটাই শুধু মুদাব্বার হবে। দ্বিতীয়টি মুদাব্বার হবে না। আর যদি লোকটি মারা যায় তাহলে গোলামটি তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে (হিদায়া)। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি সে কোন নিয়্যত না করে থাকে। আর যদি ক্রয়কৃত গোলামের ও আযাদীর নিয়্যত করে তাহলে তা সকলকে শামিল করবে। কেননা সে এমন নিয়্যত করেছে যা তার উপর কঠোরতা সৃষ্টি করেছে কাজেই এক্ষেত্রে তাকে সত্যায়িত করা হবে (তাব্ঈন)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন এক ব্যক্তি বলল আমি যে সকল গোলাম ক্রয় করব তা আযাদ এক বছর আসা পর্যন্ত। এরপর সে একটি গোলাম ক্রয় করল তাহলে সে আযাদ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রয়ের পর থেকে তার উপর এক বছর সময় অতিবাহিত না হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে, তুমি আযাদ আজ অথবা কাল তাহলে আগামীকাল না আসা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না, তবে যদি সে উক্ত কথা দ্বারা আজকেই আযাদ হওয়ার নিয়্যত করে তাহলে আজই আযাদ হয়ে যাবে। (আগামীকাল আসা জরুরী নয়) আর যদি বলে, তুমি আজকাল আযাদ তাহলে সে আজই আযাদ হয়ে যাবে যদি বলে তুমি কাল আজ আযাদ তাহলে কালই আযাদ হবে (তাতার খানিয়াহ)। যদি কেউ বলে আগামীকাল আযাদ অবস্থায় তোমার সকাল হবে অথবা বলল তুমি আগামীকাল সকালে আযাদ অবস্থা পানি পান করবে, তবে সে আগামীকাল আযাদ হয়ে যাবে যদিও পানি না পান করে। অনুরূপ যদি বলে তুমি আযাদ অবস্থায় দাঁড়াবে অথবা আযাদ অবস্থায় বসবে তাহলে সে তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হবে।

কেউ যদি বলে তুমি গতকাল আযাদ অথচ সে, আজ গোলামের মালিক হয়েছে তবুও গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি বলে, আমি তোমাকে ক্রয়ের পূর্বেই তুমি আযাদ তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে[১] কেউ যদি তার গোলামদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে যখনই একদিন অতিবাহিত হবে তখন তোমাদের একজন আযাদ, এরপর দু'দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তাহলে তাদের দু'জনেই আযাদ হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যাহ)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমার গোলাম আযাদ যদি অমুক ব্যক্তি গতকাল এ ঘরে প্রবেশ না করে থাকে, আর আমার স্ত্রী তালাক যদি অমুক ঘরে প্রবেশ করে থাকে। কিন্তু সে

১. অর্থাৎ ক্রয়ের সাথে সাথে আযাদ হয়ে যাবে।

ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেছে কি করেনি তা জানা যায়নি তাহলে এক্ষেত্রে আযাদী এবং তালাক উভয়ই সংঘটিত হবে কারণ প্রথম শর্তারোপের মধ্যে সে ঘরে প্রবেশ করার স্বীকারোক্তি করেছে সুতরাং এটি তার পক্ষ হতে তালাকের স্বীকারোক্তি বলে বিবেচিত হবে। আর দ্বিতীয় শর্তারোপের দ্বারা সে ঘরে প্রবেশ করাকে অস্বীকার করেছে সুতরাং এটি আযাদীরই স্বীকারোক্তি বলে বিবেচিত হবে (শরহু তালখীসিল জামিইল কাবীর)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলে, একমাসের মাঝে অমুক এবং অমুকের মৃত্যুর পূর্বে তুমি আযাদ, এ কথা বলার পর থেকে একমাস পূর্ণ হলে তাদের একজন মারা গেল, তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (মুহীত)।

কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার এক মাস পূর্বে তুমি আযাদ তাহলে সে পহেলা রমাযানে আযাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ জামি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মাযূন গোলাম (ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম) অথবা মুকাতাব গোলাম যদি বলে, ভবিষ্যতে আমি যে সমস্ত গোলামের মালিক হব সে আযাদ। এরপর সে আযাদ হওয়ার পরে একটি গোলামের মালিক হলো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না আর সাহিবাইনের মতে আযাদ হয়ে যাবে। উপরোক্ত মতপার্থক্য এ মাসআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যদি উক্ত মাযূন গোলাম অথবা মুকাতাব গোলাম বলে যে, আমি যে সমস্ত গোলাম ক্রয় করব তাদের প্রত্যেকেই আযাদ, এরপর সে আযাদ হওয়ার পর একটি গোলাম খরিদ করল। আর যদি এরূপ বলে, আমি আযাদ হওয়ার পরে যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ কিংবা বলল আমি আযাদ হওয়ার পর যে সমস্ত গোলাম খরিদ করব তারা আযাদ। এরপর সে আযাদ হওয়ার পর একটি গোলামের মালিক হলো কিংবা খরিদ করল তাহলে এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। ফুকাহাগণ এ ব্যপারেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কেউ যদি বলে আমি যে সকল গোলামের মালিক রয়েছি তারা আযাদ কিংবা বলল, আমি যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ, তারপর সে আযাদ হওয়ার পর একটি গোলামের মালিক হল তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না (মুহীত)।

২৯. মাসআলা ঃ একজন হারবী ব্যক্তি বলল, ভবিষ্যতে আমি যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ বলে বিবেচিত হবে, এরপর সে দারুল ইসলামে এসে ইসলাম গ্রহণ করল এবং ক্রয় সূত্রে একটি গোলামের মালিক হল। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু সাহিবাইন বলেন যে, আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি (উক্ত হারবী ব্যক্তি) বলে, আমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে আমি যে সকল গোলামের মালিক হব তারা আযাদ বলে গণ্য হবে। এরপর সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং একটি গোলাম ক্রয় করল তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (শরহুল জামিইল কাবীর হাসারী)।

৩০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একজন আযাদ মহিলাকে বলল, আমি তোমার মালিক হলে তুমি আযাদ। এরপর উক্ত মহিলা মরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেল, এরপর সে যুদ্ধ লব্ধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বন্দী হয়ে আসল এবং সে ব্যক্তি তাকে খরিদ করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আযাদ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি বলে তুমি যদি মুরতাদ হওয়ার পর দারুল হারব থেকে বন্দী হয়ে আস, এরপর আমি তোমাকে খরিদ করি তাহলে তুমি আযাদ, ঘটনা তাই হল। তাহলে উক্ত মহিলা সর্বসম্মতিক্রমে আযাদ হয়ে যাবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে তুমি আযাদ, যদি তুমি চাও তাহলে ঐ বৈঠকেই চাইলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে যদি অমুক চায় তাহলে অমুকের ঐ বৈঠকে চাওয়ার দ্বারা সে আযাদ হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য, যদি সে ঐ মজলিসে উপস্থিত থাকে নতুবা অমুকের[১] অবগত হওয়ার মজলিসে চাওয়ার দ্বারা সে আযাদ হবে (ইয়ানাবী)। যদি বলে তুমি আযাদ যদি অমুকে না চায় এরপর অমুক যদি তার অবগত হওয়ার মজলিসে বলে, আমি চাইলাম তবে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না। আর যদি বলে আমি চাচ্ছি না তাহলে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি বলে আমি চাইব না তাহলে আযাদ হবে না।

কারণ ঐ মজলিসে তার চাওয়ার সুযোগ রয়েছে বরং ঐ কথাকে উপেক্ষা করে অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে মজলিসকে বাতিল করে দেওয়ারও অধিকার তার রয়েছে (বাদাঈ)।

যদি বলে, তুমি আযাদ যদি আমি চাই, এরপর যদি সে নিজ জীবনের শেষ পর্যন্ত না চায় তাহলে আযাদ হবে না। উল্লেখ্য যে, তার এই চাওয়ার সুযোগ উক্ত মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যদি বলে আমি যদি না চাই, এরপর বলল আমি চাইলাম তাহলে আযাদ হবে না কিংবা বলল আমি চাইব না তবুও আযাদ হবে না। কেননা পরবর্তীতে মৃত্যু পর্যন্ত তার চাওয়ার সুযোগ রয়েছে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

অতএব যদি সে মারা যায় তাহলে না চাওয়াটা সাব্যস্ত হবে, সুতরাং তার মৃত্যুর পূর্বেই উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তবে তা তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে (বাদাঈ)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার বাঁদীদের একজনকে বলে, তুমি আযাদ এবং অমুক যদি তুমি চাও; এরপর সে বলল, আমি আমার আযাদী চাইলাম তাহলে সে আযাদ হবে না। জামি'তে উল্লেখ আছে কোন ব্যক্তি যদি অন্য একজনকে সম্বোধন করে বলে, আমার গোলামদের মধ্যে যার আযাদী তুমি চাও তাকে তুমি আযাদ কর দাও। সে মতে সম্বোধিত ব্যক্তি এক সাথে তার সকল গোলামের আযাদী চাইল, তাহলে তাদের একজন ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত সে একজন কে তাকে মনোনীত করার অধিকার মনিবের হবে। আর সাহিবাইনের মতানুযায়ী সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি আবূ সুলায়মানের রিওয়ায়াতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে, তবে আবূ হাফসের রিওয়ায়াতে এরূপ উল্লেখ

১. অর্থাৎ যে মজলিসে অমুকের কাছে এ খবর পৌছল সে বৈঠকে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হওয়া বা সেখান থেকে উঠে যাওয়ার আগে যদি চায় তাহলে আযাদ হবে।

আছে। এরপর সম্বোধিত ব্যক্তি তাদের সকলকে এক সাথে আযাদ করে দিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একজন ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আবূ হাফসের (র)-এর রিওয়ায়েতই বিশুদ্ধ। কেননা সম্বোধিত ব্যক্তির চাওয়ার সাথে আযাদকরণ কে শর্তযুক্ত করা হয়েছে আযাদ হওয়াকে নয়। যদি বলে আমার গোলামদের মধ্যে তুমি যার আযাদী চাও সে আযাদ বলে গণ্য হবে। এরপর সে তাদের সকলের আযাদী চাইল তাহলে এক্ষেত্রেও উপরোক্ত মত পার্থক্য চলবে অর্থাৎ সাহিবাইনের নিকট তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একজন ব্যতীত বাকি সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। ফুকাহাগণ এ মাসআলায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি কেউ কাকেও বলে তুমি আমার গোলামদের মধ্যে যার আযাদী চাও তাকে আযাদ করে দাও, এরপর সে তাদের সকলকে আযাদ করে দিল তাহলে তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার বাঁদীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে তোমরা দু'জন আযাদ যদি তোমরা চাও; এরপর তাদের দু'জনের একজন চাইলে তাহলে এটি বাতিল গণ্য হবে কিন্তু যদি এরূপ বলে থাকে যে, তোমাদের দু'জনের যেই আযাদী চায় সে আযাদ। তারপর তাদের দু'জনেই আযাদী চাইল তাহলে দু'জনই আযাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে তাদের একজন চাইলে সেই আযাদ হবে। আর দু'জনের চাওয়ার পর মনিব যদি দাবী করে যে আমার উদ্দেশ্য তাদের দু'জনের একজন ছিল তাহলে নৈতিকভাবে তাকে সত্যায়িত করা হবে কিন্তু আদালতের বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নয় (মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কাউকে বলল, আমার গোলাম আযাদ করার অধিকার তোমার হাতে ন্যস্ত করলাম, তাহলে সে তাকে আযাদ করা থেকে নিষেধ করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য এ অধিকার প্রয়োগ সে মজলিসেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি বলে, আমার এই গোলামদ্বয়ের যাকে চাও তাকে আযাদ করে দাও। অর্থের বিনিময়ে আযাদ করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য।

৩৫. মাসআলা ঃ কোন এক ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় অথবা রুগ্নাবস্থায় কাউকে বলল, আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি আমার গোলামকে আযাদ করে দিবে যদি তুমি চাও; কিংবা বলল, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার এ গোলামের আযাদীর ইখতিয়ার তোমার হাতে থাকবে; অথবা বলল, আমার মৃত্যুর পরে এ গোলামের আযাদী তোমার হাতে অর্পণ করলাম কিন্তু তার উপর অর্পিত বিষয়টিকে উপেক্ষা করে ঐ মজলিস থেকে উঠে দাঁড়াল। তবে মনিবের মৃত্যুর পর তার এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে উক্ত গোলামকে আযাদ করার ইখতিয়ার তার থাকবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমার মৃত্যুর পর আমার এ গোলামটি আযাদ যদি তুমি চাও; তাহলে তার মৃত্যুর পর যদি সে চায় তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে মনিবের মৃত্যুর পর এ ব্যক্তি যদি কোন কিছু বলা ছাড়াই এ মজলিস থেকে উঠে যায়। এরপর বলল আমি চেয়েছি তাহলে এক্ষেত্রে ওয়াসিয়্যত করা ওয়াজিব হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের ওয়ারিশগণ কিংবা তার ওয়াসী অথবা বিচারক উক্ত গোলামকে আযাদ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। আর সম্বোধিত ব্যক্তিকে যদি বিষয়টি সম্পর্কে নিষেধ করে দেয় তাহলে তা জাইয হবে (যখীরাহ্)।

৩৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আগামীকাল আসলে তুমি আযাদ যদি তুমি চাও তাহলে চাওয়ার ইখতিয়ার আগামীকালের ফজর উদয় হওয়ার পর হতে হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি সে তখনই চায় তাহলে সে আযাদ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আগামীকাল না চায়। আর যদি বলে তুমি আগামীকাল আযাদ যদি তুমি চাও তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই চাওয়ার ইখতিয়ার থাকবে সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে চাইলে উক্ত গোলাম আগামীকাল আযাদ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীয় গোলামকে বলে, তুমি আযাদ যখন তুমি চাও অথবা যদি তুমি চাও অথবা যখন যখন তুমি চাও; এরপর গোলাম বলল, আমি চাই না। এরপর মনিব তাকে বিক্রি করে দিল আবার পুনরায় তাকে খরিদ করল, এরপর গোলাম আযাদী চাইল তাহলে সে আযাদ বলে বিবেচিত হবে। যদি বলে তুমি আযাদ যেখানেই চাও। তারপর সে উক্ত মজলিস থেকে উঠে গেল তাহলে তার আযাদী বাতিল সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে তুমি আযাদ যেভাবেই চাও, তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার চাওয়া ছাড়াই উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতানুযায়ী চাওয়া ব্যতীত আযাদ হবে না (মুহীত)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থের বিনিময়ে গোলাম আযাদ করার বিবরণ

কোন ব্যক্তি যদি অর্থের বিনিময়ে নিজ গোলামকে আযাদ করে এবং গোলাম তা কবূল করে তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। যেমন বলল, তুমি এক হাজার দিরহামের উপর বা এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ বা বলল এ কথার উপর আযাদ যে তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম দিবে; বা বলল, এর ভিত্তিতে যে তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম দিবে, কিংবা বলল, এমর্মে যে তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে, বা বলল এ শর্তের সাথে যে তুমি আমার নিকট এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসবে, বা বলল এই ভিত্তিতে যে তোমাকে এক হাজার টাকা দেওয়া তোমার উপর ওয়াজিব, অথবা বলল এক হাজার দিরহামের বিনিময় যা তুমি আমাকে আদায় করবে, কিংবা বলল আমি তোমাকে তোমার নিকট এত টাকার বিনিময় বিক্রি করলাম। অথবা বলল আমি তোমাকে তোমার নিকট হিবা করলাম এ শর্তের সাথে যে, তুমি আমাকে এর বিনিময় দিবে, এসব বাক্য শুদ্ধ বিবেচিত হবে। আর কিছু আদায় করা গোলামের উপর শর্ত করা হয়েছে তা তার উপর ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে[১]।

এমনকি গোলামের পক্ষ হতে এর জন্য কারো জামানতদার হওয়া সহীহ্ আছে। যেমনিভাবে উক্ত অর্থের জামানত জাইয আছে তেমনি উক্ত অর্থের বিনিময়ে অন্য কিছু যা সে চায় নগদ গ্রহণ করা জাইয হবে। কিন্তু তার ধার স্বরূপ রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। আর (উক্ত বিনিময় চুক্তি) গোলামের জন্য কবূল করে নেওয়া আবশ্যক। যদি গোলাম মালিকের (প্রস্তাবের মজলিসে) উপস্থিত থাকে তাহলে ঐ মজলিসই তার কবূলের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি সে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার অবগত হওয়ার মজলিস গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য যে, গোলামের জন্য (উক্ত বিনিময় চুক্তি) তার সমুদয় অংশের মধ্যে কবূল করতে হবে। সুতরাং কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ।

জবাবে গোলাম বলল, আমি তা আমার অর্ধাংশের ক্ষেত্রে কবূল করলাম, তাহলে এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে জাইয হবে না। পক্ষান্তরে সাহিবাইন (র) বলেন যে, জাইয হবে।

১. এ সকল সূরত বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিতাবত চুক্তির মত দেখতে মনে হলেও আসলে কিতাবত চুক্তি থেকে অনেক ব্যতিক্রম। কেননা এ সকল ক্ষেত্রে গোলাম সর্বাবস্থায় আযাদ বিবেচিত হবে, গোলাম বিনিময় আদায় করুক চাই না করুক সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। অবশ্য যে বিনিময়ের আদায় তার উপর শর্ত করা হয়েছে তা তার উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কিতাবত চুক্তিতে বদলে কিতাবত আদায় না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। বরং গোলাম হিসাবেই থাকবে এমন কি আদায় করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে পূর্ণ দাসত্বের দিকে ফিরে আসবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে উল্লেখিত মালের বিনিময়ে সম্পূর্ণ গোলামই আযাদ হয়ে যাবে (বাহরুর রাইক)। (সে মারা গেলে) তার ওয়ালার হকদার মনিব হবে (বাদাঈ)। যদি কোন প্রাণী অথবা কাপড়ের প্রকার উল্লেখ করে বলে ঘোড়া এবং গাধা কিংবা হারউই কাপড়ের বিনিময়ে তোমাকে আযাদ করলাম।

(কিন্তু উৎকৃষ্ট মানের কি নিকৃষ্টমানের তা উল্লেখ করেনি) তাহলে এ ক্ষেত্রে মধ্যম শ্রেণীর প্রাণী বা কাপড় দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি গোলাম তার মূল্য আদায় করতে চায় তাহলে প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী মনিব কে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। আর যদি কোন প্রকার বা জাতি উল্লেখ না করে বলে কাপড় অথবা প্রাণী কিংবা চতুষ্পদ জন্তুর বিনিময়ে তোমাকে আযাদ করলাম এবং সে তা গ্রহণ করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে বটে কিন্তু তার উপর নিজ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। আর যদি গোলাম তার উপর নির্ধারিত বস্তু (অর্থাৎ প্রাণী, কাপড় ইত্যাদি) মনিবের কাছে আদায় করে দেয়, এরপর দেখা গেল যে বস্তুটির প্রকৃত মালিক অন্য কেউ (এবং সে মনিব থেকে তা নিয়ে গেল) তাহলে দেখতে হবে।

যদি চুক্তির মধ্যে ঐ বস্তুটি নির্দিষ্ট না করে দেওয়া হয় তাহলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর যদি চুক্তির মধ্যে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যেমন বলল—

আমি এই গোলামের বিনিময়ে কিংবা এ কাপড়ের বিনিময়ে আযাদ করলাম অথবা বলল, আমি তোমাকে তোমার নিকট এই বাঁদীর বিনিময়ে বিক্রি করলাম। এরপর গোলাম তা কবূল করে আযাদ হয়ে গেল এবং মনিবের নিকট বিনিময় পৌঁছিয়ে দিল, তারপর উক্ত বিনিময় অন্য কারো বলে প্রমাণিত হল।

তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র)-এর মতে মনিব গোলাম থেকে তার মূল্য আদায় করে নিবে। যদি ধার্যকৃত বিনিময়ের প্রকার-অথবা পরিমাণ নিয়ে মনিব ও গোলাম আপোষে মতনৈক্য করে। যেমন মনিব বলল, আমি তোমাকে একটি গোলামের বিনিময়ে আযাদ করেছি কিন্তু গোলাম বলল, তুমি আমাকে এক মণ গমের বিনিময়ে আযাদ করেছ, অথবা মনিব বলল, এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আর গোলাম বলল, একশত দিরহামের বিনিময়ে। তাহলে এ ক্ষেত্রে কসমের সহিত গোলামের কথা গ্রহণযোগ্য হবে অনুরূপভাবে যদি গোলাম মালের বিনিময়ত্বকেই অস্বীকার করে তবুও কসমের মাধ্যমে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। প্রমাণ সাপেক্ষে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

মনিব যদি বলে আমি গতকাল তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করেছিলাম কিন্তু তুমি তা কবূল করনি, গোলাম বলল যে, আমি তো কবূল করেছিলাম তাহলে কসমের মাধ্যমে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে (বাদাঈ)।

১. মাসআলা ঃ গোলাম তার মনিবকে বলল, তুমি আমাকে এক হাজার দিরহামের উপর আযাদ করে দাও। এরপর মনিব তার অর্ধাংশেকে আযাদ করল, তাহলে তার অর্ধাংশ কোন বিনিময় ছাড়াই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি বলে তুমি আমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ কর। এরপর সে তার অর্ধাংশ আযাদ করল তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পাঁচশত দিরহামের পরিবর্তে তার অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন বলল, তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ এবং সে তা কবূল করল তাহলে পাঁচশ' দিরহামের বদলে তার অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে। তবে যদি দ্বিতীয় শরীক ও তার অংশের অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ হবে। আর এক হাজার দিরহামে উভয়ে শরীক থাকবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। যদি বলে আমি আমার অংশকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করলাম এবং গোলাম তা কবূল করল। তাহলে গোলামের জন্য আযাদকারীকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া ওয়াজিব।

কিন্তু দ্বিতীয় শরীক তাতে কোন অংশ পাবে না। আর যদি শরীকদ্বয়ের একজন গোলামকে বলে তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করলে তুমি আযাদ, এরপর সে একহাজার দিরহাম উপার্জন করে আদায় করল তাহলে ঐ শরীকের অংশ আযাদ হয়ে যাবে। তবে দ্বিতীয় শরীক ইচ্ছা করলে উক্ত উপার্জিত মালে শরীক হতে পারবে। কারণ গোলাম উক্ত মাল দাসত্ব অবস্থায় উপার্জন করেছে। অতএব দ্বিতীয় শরীক যদি উক্ত মাল বণ্টন করে নেয়। তাহলে আযাদকারী শরীক গোলামের নিকট হতে তা আদায় করতে পারবে না। কেননা গোলাম তার উপর আরোপিত শর্তকে যথাযথভাবে পূরণ করেছে। আর যদি এরূপ বলে, যখন তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম দিবে তখন আমার অংশ আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে আযাদকারী শরীক থেকে দ্বিতীয় শরীক যে পরিমাণ বণ্টন করে নিবে আযাদকারী শরীক গোলাম থেকে সে পরিমাণ আদায় করে নিবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, তুমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ এ কথাটি গোলাম কবূল করার পূর্বে সে বলল, তুমি একশ' দিনারের বিনিময়ে আযাদ। এরপর গোলাম বলল আমি উভয় প্রকারের মালের বিনিময়ে কবূল করলাম তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং উভয় মাল আদায় করা তার উপর জরুরী। উল্লেখিত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি গোলাম বলে তাকে যে, "আমি উভয় মালের বিনিময়ে কবূল করলাম কিংবা যদি সে শুধু কবূল করলাম বলে থাকে। পক্ষান্তরে যদি সে এরূপ বলে উভয় প্রকারের মালের যে কোন একটি দিরহাম অথবা দিনারের বিনিময়ে কবূল করলাম তাহলে সে আযাদ হবে না (শরহুত্ তাহাবী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে তুমি আযাদ, আর তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর, তাহলে এক্ষেত্রে কোন বিনিময় ছাড়া উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যাহ)।

কেউ যদি বলে اَنْ اِلَىَّ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَاَنْتَ حُرٌّ অর্থাৎ তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর অথচ তুমি আযাদ এক্ষেত্রে এক হাজার দিরহাম না আদায় পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। আর যদি বলে[১] اَنْ اِلَىَّ اَلْفَ دِرْهَمٍ فَاَنْتَ حُرٌّ অর্থাৎ তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর। তাহলে তুমি আযাদ। এক্ষেত্রে উক্ত গোলাম তাৎক্ষণিকভাবে আযাদ হয়ে যাবে

১. অর্থাৎ আরবী ভাষায় প্রথম বাক্যের দ্বিতীয়াংশ "واو" অক্ষর দ্বারা বলেছে আর দ্বিতীয় বাক্যে "فا" অক্ষর ব্যবহার করেছে।

(যখীরাহ)। যদি বলে, اَدِّ اِلَىَّ اَلْفًا اَنْتَ حُرٌّ অর্থাৎ তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর। তুমি আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক আযাদ হবে। উল্লেখিত মাল আদায় করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (বাদাঈ)।

যদি বলে اَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ دِرْهَمٌ অর্থাৎ তুমি আযাদ এবং তোমার উপর এক হাজার দিরহাম আদায় করা আবশ্যক। তাহলে গোলাম তাৎক্ষণিক আযাদ হয়ে যাবে। এক হাজার দিরহাম আদায় করা জরুরী নয়। কবূল করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। আর সাহিবাইন বলেন যে, কবূল করলে আযাদ হয়ে যাবে এবং এক হাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কবূল না করে তাহলে আযাদ হবে না (ইয়ানাবী)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে বলল, তুমি আমার পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দাও এবং তুমি আযাদ অথবা "আমার পক্ষ থেকে" এ শব্দটি বলল না (তাতে কোন পার্থক্য হবে না) অথবা এরূপ বলল, যখন তুমি আমার পক্ষ থেকে একটি গোলাম আযাদ করবে তখন তুমি আযাদ। এ ধরনের বাক্য শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। তবে গোলাম আযাদের বিষয়টি মধ্যম শ্রেণীর গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তার গোলামটি ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং উক্ত গোলাম যদি নিম্নমানের কিংবা উঁচুমানের গোলাম (ক্রয় করে) আযাদ করে তা জাইয হবে না। যদি মধ্যম পর্যায়ের গোলাম খরিদ করে তাহলে (তার অনুকূলে) উপার্জন করা ছাড়াই আযাদ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মনিব কথাটি সুস্থাবস্থায় বলে থাকে আর যদি আন্তিম রোগের অবস্থায় বলে থাকে। অথচ এ দু'টি গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন মাল নেই। তাহলে তাদের দু'জনের ভাগ অনুযায়ী তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশকে দু'জনের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। যদি সম্বোধিত গোলামটির মূল্য ষাট দিনার হয় আর মধ্যম শ্রেণীর গোলামটির মূল্য চল্লিশ দিনার হয় তাহলে সম্বোধিত গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ উপার্জন করা ব্যতীত আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এটি বিনিময় সূত্রে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এটি ওয়াসিয়্যাত হতে পারে না। আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ কোন বিনিময়বিহীন গণ্য হবে। অতএব মধ্যম শ্রেণীর গোলামের পূর্ণ অংশ এবং সম্বোধিত গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মৃতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। যার সমষ্টি ষাট দিনার হয়ে থাকে এ ষাট দিনারের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ বিশ দিনার তাদের দু'জনের মাঝে প্রত্যেকের ভাগ অনুযায়ী বণ্টন করা হবে যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ সম্বোধিত গোলামের অংশ হবে তাহলে ৬ ২/৩ দিরহাম। এ পরিমাণ মাল উপার্জন করা ছাড়াই আযাদ হয়ে যাবে। আর বাকি ১৩ ১/৩ দিরহামের জন্য উপার্জন করবে। আর মধ্যম শ্রেণীর গোলাম থেকে ১৩ ১/৩ দিরহাম উপার্জন করা আযাদ হয়ে যাবে। আর বাকি ২৬ ২/৩ দিরহামের সমপরিমাণ অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। সুতরাং আযাদীর মোট ২০ অংশ হলো আর উপার্জনের মোট ৪০ অংশ হলো। অতএব এক-তৃতীয়াংশ এবং দুই-তৃতীয়াংশের হিসাবে সঠিক ভাবে বেরিয়ে এলো। আর যদি মধ্যম শ্রেণীর গোলামের মূল্য সম্বোধিত গোলামের অংশ সমূহের সমপরিমাণ অথবা তার থেকে বেশি হয় তবে সম্বোধিত গোলাম সম্পূর্ণভাবে কোন উপার্জন করা ব্যতীত আযাদ হয়ে যাবে। আর মধ্যম শ্রেণীর গোলাম এক-তৃতীয়াংশ থেকে আযাদ হবে।

যদি নিজ গোলামকে বলে, আমার মৃত্যুর পর আমার পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দাও, আর তুমি আযাদ। এটি পূর্বে বর্ণিত সূরত একই ধরনের বটে, তবে পার্থক্য হলো এই যে, এই সূরতে যদি মধ্যম শ্রেণীর গোলাম আযাদ করে তাহলে কাযী অথবা ওয়াসী অথবা ওয়ারিসের আযাদকরণ ব্যতীত সম্বোধিত গোলামটি আযাদ হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত সূরতে মধ্যম শ্রেণীর গোলাম আযাদ করলে তাদের কারো আযাদকরণ ব্যতীত সম্বোধিত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। মনিবের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসগণ যদি সম্বোধিত গোলামকে বলে, এ গোলামকে আযাদ করে দাও নতুবা আমরা তোমাকে বিক্রি করে দেব। এ অধিকার ওয়ারিসদের থাকবে না। তবে কাযী সাহেব সে সম্বোধিত গোলামকে তার রায় অনুযায়ী তিনদিন বা ততোধিকের অবকাশ দিবে (কাফী)। সুতরাং সম্বোধিত গোলাম যদি মধ্যম শ্রেণীর গোলামকে ঐ নির্ধারিত সময়ে আযাদ করে দেয় তাহলে হয়ত কাযী সম্বোধিত গোলামকে আযাদ করে দিবে নতুবা তাকে (মৃত মনিবের) ওয়ারিসগণের নিকট হস্তান্তর করে তাদেরকে বিক্রি করে দেওয়ার আদেশ দিবে এবং ওয়াসিয়্যত বাতিল বলে ঘোষণা দিবে। আর যদি মনিব তার ওয়ারিসদেরকে একথা বলে থাকে যে, সে যদি আমার মৃত্যুর পরে আমার পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে তাহলে তোমরা তাকে আযাদ করে দিবে। উল্লেখিত সূরত আর এ সূরত অর্থাৎ যদি সে তার গোলামকে বলে "তুমি আমার মৃত্যুর পর আমার পক্ষ হতে একটি গোলাম আযাদ করে দিবে এবং তুমি আযাদ উভয়টির হুকুম একই হবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ইব্ন সামাআ ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক বর্ণনা করেন। যদি কেউ নিজ গোলামকে বলে, আমি তোমাকে এবং তোমার হাতে বিদ্যমান এক হাজার দিরহামকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। তিনি বলেন যে, গোলামটি আযাদ বলে গণ্য হবে। গোলামের হাতে যা ছিল তা মনিব নিয়ে নিবে। তার উপর অন্য কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি গোলাম তার মনিবকে বলে যে, তুমি আমার নিকট আমাকে এবং এই এক হাজার দিরহামকে একশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। সুতরাং মনিব একহাজার দিরহাম সম্পূর্ণ নিয়ে নিবে আর গোলামটি কোন বিনিময় ছাড়াই আযাদ হয়ে যাবে। মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে আমি তোমাকে এবং এই একশত দিনারকে তোমার নিকট এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলাম। গোলাম তা কবূল করে নিল। অথচ গোলামের মূল্য একশত দিনার বরাবর। এমতাবস্থায় এক হাজার দিরহামের পাঁচশ' দিরহাম গোলামের বদলে আর পাঁচশ' দিরহাম একশ' দিনারের বদলে হবে। অতএব গোলাম যদি উভয়ের বিচ্ছিন্ন হবার পূর্বে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দেয় তাহলে দিনারসমূহ গোলামের হবে এবং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি আদায় করার পূর্বে উভয়ে পৃথক হয়ে যায় তাহলে এক হাজারের মধ্য থেকে দিনার সমূহের অংশ বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং দিনারসমূহের মালিক মনিব হবে আর যে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে গোলাম আযাদ হয়েছে তা তার উপর ঋণ হিসাবে থাকবে।

৭. মাসআলা ঃ হিশাম ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, গোলাম যদি তার মনিবকে বলে, তুমি আমার নিকট আমাকে বিক্রি কর। মনিব বলল, আমি এমনই করলাম এ অবস্থায় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তবে সে তার মূল্য পরিশোধের জন্য মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে এমন মালের বিনিময়ে আযাদ করে যা অন্য কারো কাছে রাখা আছে আর সে ব্যক্তি তা কবূল করল তাহলে এক্ষেত্রে তার জিম্মায় মাল আদায় করা ওয়াজিব হবে না (মাবসূত ঃ অধ্যায় ঃ গর্ভস্থ আযাদ করা)।

কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে বলে যে, তুমি তোমার পক্ষ থেকে নিজ গোলামকে ঐ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি কর যা আদায় করা আমার উপর ওয়াজিব। এরপর সে আযাদ করে দিল, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির উপর মাল আদায় করা ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে আদায় করে থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে (যখীরাহ)।

৯. মাসআলা ঃ কোন জিম্মি ব্যক্তি যদি নিজ গোলামকে মদ অথবা শূকরের বিনিময়ে আযাদ করে তাহলে অপর পক্ষের কবূল করার দ্বারাই গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তবে মদ কিংবা শূকরের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মদ (কিংবা শূকর) আদায় করার আগে তাদের দু'জনের একজন মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকটে গোলামের উপর নিজ মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকটে মদের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

আর যদি বলে, যখন তুমি আমাকে হাজার দিরহাম আদায় করবে কিংবা বলল, যখনই তুমি হাজার দিরহাম আদায় করবে তাহলে তুমি আযাদ এটি শুদ্ধ হবে এবং ঐ মজলিস পর্যন্ত তা সীমাবদ্ধ থাকবে না। যদি বলে তুমি আমাকে যদি এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ। তাহলে এটি ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। এ সকল সূরতে গোলাম ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সে যখন মাল আদায় করবে তখন আযাদ হয়ে যাবে। এরপর দেখতে হবে যদি সে এ মাল মনিবের ঐ কথার পূর্বে অর্জন করে থাকে তাহলে গোলাম আযাদ বলে গণ্য হবে আর উপার্জিত মালসমূহ মনিবের হবে এবং গোলামের উপর আরো এক হাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি মনিবের ঐ কথার পরে উপার্জন করে থাকে তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং আযাদ হওয়া পর্যন্ত যা কামাই করেছে তা মনিবের হবে এবং তার উপর পুনরায় এক হাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে না (ইয়ানাবী)।

গোলামের উক্ত বিনিময় আদায় করার পূর্বে মনিব ইচ্ছা করলে তাকে বিক্রি করতে পারবে। যদি গোলাম পূর্ণ বিনিময়ের কিছু অংশ আদায় করতে চায় তাহলে মনিবকে তা গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হবে। তবে পূর্ণ বিনিময় আদায় না করা পর্যন্ত গোলাম আযাদ হবে না মনিব যদি তাকে কিছু বিনিময় অথবা পূর্ণ বিনিময় আদায় করা থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে এর দ্বারা সে মুক্ত হবে না এবং আযাদও হবে না (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

গোলাম যদি মনিবের সামনে মাল উপস্থিত করে, মনিব তা কব্জা করে নিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ মাল এবং মনিবের মাঝে কোন প্রকারের বাধা নেই। (মনিব ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে তা কব্জা করে নিতে পারে।) এক্ষেত্রে হাকিম মনিবকে তা কব্জা করে নেওয়ার জন্য বাধ্য করবে এবং তাকে কব্জাকারীর পর্যায়ভুক্ত করবে এবং গোলাম আযাদীর ফায়সালা দিয়ে দিবে চাই মনিব তা কব্জা করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (তাবঈন)। যদি মনিব

অন্য কাকেও বলে যে, যদি তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে আমার এ গোলামটি আযাদ বলে বিবেচিত হবে। এরপর সে ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম এনে মনিবের সামনে রাখল, এক্ষেত্রে মনিবকে উপস্থিতকৃত দিরহাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না এবং গোলামও আযাদ হবে না। এমনকি মনিব যদি কসম করে বলে যে সে অমুক ব্যক্তির থেকে এক হাজার দিরহাম গ্রহণ করে নি তাহলে সে হানিস তথা কসমভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ মনিব যদি গোলামকে এ কথা বলে যে, যখন তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে তখন তুমি আযাদ, এরপর গোলাম মনিবকে বলল যে, তুমি এক হাজার দিরহামের পরিবর্তে আমার থেকে একশ' দিনার নিয়ে নাও; অতএব মনিব তা নিয়ে নিল তাহলে এ ক্ষেত্রে গোলাম আযাদ হবে না। তবে যদি মনিব গোলামের উল্লেখিত দরখাস্তের সময় এ কথা বলে থাকে যে, যদি তুমি আমাকে এই দিনারসমূহ আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ, তাহলে এই দ্বিতীয় শর্তের মাধ্যমে সে আযাদ হয়ে যাবে। যেমন যদি মনিব এরূপ বলে যে, যখন তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে তখন তুমি আযাদ, এরপর বলল যে, তুমি যদি আমাকে পাঁচশ' দিনার আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপর সে পাঁচশ' দিনার মনিবকে আদায় করল, তাহলে উক্ত গোলাম দ্বিতীয় শর্তের কারণে আযাদ হবে (মুহীত)। মনিব যদি মারা যায় তাহলে উল্লেখিত গোলাম দাস হিসাবে বিবেচিত হবে। আর সে এবং তার উপার্জিত মাল মনিবের মীরাস হিসাবে গণ্য হবে। কেননা গোলাম এবং তার উপার্জিত মাল মনিবেরই মাল হিসাবে গণ্য আর ঐ উপার্জিত সম্পদ থেকে গোলামের পক্ষ হতে কোন কিছু আদায় করা হবে না। (নাহ্রুল ফাইক)।

মনিব যদি বলে যদি তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপরে সে উক্ত গোলামকে বিক্রি করল, তারপর সে তাকে পুনরায় ক্রয় করল কিংবা কোন দোষ-ত্রুটি অথবা খিয়ারের রুয়াত বা খিয়ারের শর্তের কারণে মনিবের নিকট বিক্রিত গোলামকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এরপর সে এক হাজার দিরহাম নিয়ে উপস্থিত হলো তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিবকে তা কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। আর যদি সে স্বেচ্ছায় কবূল করে নেয় তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (শরহুস্যিয়াদাত ঃ ইতাবী)। মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে যখন তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় করবে তখন তুমি আযাদ; এরপর গোলাম কারো থেকে এক হাজার দিরহাম ঋণ নিয়ে মনিবকে দিয়ে দিল তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর ঋণদাতা মনিব থেকে তার এক হাজার দিরহাম আদায় করে নিবে (যখীরা)।

১১. মাসআলা ঃ মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে যখন তুমি আমাকে অমুক জিনিস দিবে তখন তুমি আযাদ। এরপর গোলাম ঐ জিনিস তাকে দিয়ে দিল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু জানা উচিত যে যদি এ জিনিসটি এমন হয়ে থাকে যে কিতাবত চুক্তির বেলায় তা বদলে কিতাবত হওয়ার উপযুক্ত তাহলে মনিবকে ঐ জিনিস কবূল করতে বাধ্য করা হবে আর যদি বদলে কিতাবত হওয়ার উপযুক্ত না হয় তাহলে মনিবকে উক্ত জিনিস কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। তবে যদি মনিব তা স্বেচ্ছায় কবূল করে নেয় তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(মাবসূত)। মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে, যদি তুমি আমাকে একটি কাপড় দাও তাহলে তুমি আযাদ কিংবা বলল, যদি তুমি আমাকে কিছু দিরহাম দাও তাহলে তুমি আযাদ; এরপর গোলাম একটি কাপড় এনে দিল কিংবা তিন দিরহাম বা ততধিক এনে দিল তাহলে এক্ষেত্রে মনিবকে তা কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। তবে যদি সে কবুল করে নেয় তাহলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (কাফী)।

আর যদি বলে, অমুক ব্যক্তি আসার পর যদি তুমি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ। এরপর অমুক ব্যক্তি আসল এবং সে এক হাজার দিরহাম আদায় করল তা হলে এ ক্ষেত্রে মনিবকে তা গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হবে। তারপর দেখতে হবে যদি এ মাল অমুকের আগমনের পূর্বেই গোলাম অর্জন করে থাকে। তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে বটে, তবে মনিব গোলাম থেকে আরো এক হাজার টাকা আদায় করে নিবে (শরহুল যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, যদি তুমি আমাকে একটি গোলাম দাও তাহলে তুমি আযাদ কিন্তু কৃতদাসের গোলাম কিংবা কোন্ জাতীয় গোলাম তা বলেনি। তাহলে এটি জাইয হবে। যখন গোলামের পক্ষ থেকে কবূল পাওয়া গেল তাহলে তার জিম্মায় একটি গোলাম আদায় করা সাব্যস্ত হবে। এরপর যদি সে একটি মধ্যম শ্রেণীর গোলাম আনে তাহলে মনিবকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি উত্তম শ্রেণীর গোলাম আনে। আর যদি নিম্নমানের গোলাম আনে তাহলে তাকে কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। তবে মনিব যদি কবূল করে নেয় তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি গোলাম একটি মধ্যম শ্রেণীর গোলামের মূল্য আনে তাহলে মনিবকে তা কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। আর যদি মনিব তা পসন্দ করে কবূল করে নেয় তাহলে এর দ্বারা গোলাম আযাদ হবে না। আর যদি বলে যখন তুমি আমাকে একটি মধ্যম শ্রেণীর গোলাম দিবে অথবা বলল, যখন তুমি আমাকে মধ্যম মাপের এক কুর, গম দিবে তখন তুমি আযাদ এরপর সে একটি উত্তম শ্রেণীর গোলাম নিয়ে আসল কিংবা উঁচু মাপের এক কুর গম নিয়ে আসল তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিবকে তা কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। আর যদি সে তা কবূল করেও নেয় তাহলে গোলাম আযাদ হবে না (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে, যদি তুমি আমাকে সাদা থলীতে করে এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপর সে সাদা থলি ব্যতীত অন্য থলিতে আদায় করল। তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না (সিরাজিয়্যাহ)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীয় বাঁদীকে বলে, যদি তুমি আমাকে প্রতি মাসে একশ' টাকা করে এক হাজার টাকা আদায় করে তাহলে তুমি আযাদ, আর বাঁদী তা কবূল করল, তাহলে এ চুক্তিটি মুকাতাবাত এর চুক্তি বলে বিবেচিত হবে না। সুতরাং মনিব ইচ্ছে করলে (এক হাজার টাকা) আদায় না করা পর্যন্ত তাকে বিক্রি করতে পারবে। আর যদি মাঝে এক মাস বাদ দিয়ে তা অন্য মাসে আদায় করে তাহলে সে আযাদ হবে না। এটি আবূ হাফসের বর্ণনায় উল্লেখ আছে (এটাই বিশুদ্ধ)। আর এ রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার প্রমাণ হলো এই যে, মনিব যদি বাঁদীকে বলে যদি তুমি আমাকে এই মাসে এক হাজার টাকা আদায় কর তবে তুমি আযাদ কিন্তু সে তা ঐ মাসে আদায় না করে অন্য মাসে আদায় করল তাহলে সে আযাদ হবে না (বাদাঈ)।

১৫. মাসআলা ঃ মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে আমি তোমাকে এ বাক্সস্থ দিরাহমসমূহের বিনিময়ে আযাদ করলাম তার গোলাম তা কবূল করে নিল। তাহলে এক্ষেত্রে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে, তবে তার উপর নিজের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে (সিরাজিয়্যাহ)। আর যদি গোলামকে বলে, তুমি আমার ও আমার সন্তান পুত্রের এক বছর খেদমত কর, এরপর তুমি আযাদ কিংবা বলল, তুমি যদি আমার ও আমার সন্তানের এক বছর খিদমত কর তাহলে তুমি আযাদ, তারপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার আগেই মনিব মারা গেল তাহলে এক্ষেত্রে গোলাম আযাদ হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তার সন্তান এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায়। কেননা এক্ষেত্রে আযাদীর শর্ত ভঙ্গ হয়ে গেছে বিধায় (উক্ত) গোলাম আযাদ হবে না (মাবসূত)। আর যদি স্বীয় গোলামকে বলে তুমি আযাদ এ শর্তের উপর যে তুমি চার বছর আমার খিদমত করবে আর গোলাম তা কবূল করে নিল তাহলে এক্ষেত্রে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং তাকে পূর্ণ চার বছর যাবৎ মনিবের খিদমত করতে হবে। আর যদি খিদমত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মনিবের মৃত্যু ঘটে তাহলে খিদমত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গোলামের উপর নিজের মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে এটি ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসূফ (র)-এর অভিমত। যদি গোলাম এক বছর তার খিদমত করার পর সে মারা যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী এক্ষেত্রে গোলাম তার নিজ মূল্যের তিন-চতুর্থাংশ আদায় করবে। অনুরূপ যদি গোলাম কিছু সম্পদ রেখে মারা যায় তাহলে শায়খাইনের মতে রেখে যাওয়া উক্ত সম্পদ হতে গোলামের মূল্য মনিবকে আদায় করা হবে (আস্-সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

মনিব যদি বলে তুমি এক বছর আমার খিদমত কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপর গোলাম এক বছরের কম খিদমত করল কিংবা খিদমতের পরিবর্তে মনিবকে মাল আদায় করল তাহলে সে আযাদ হবে না। যদি বলে, তুমি যদি আমার ও আমার সন্তানদের এক বছর খিদমত কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপর বছরের মাঝখানে তার সন্তানদের কেউ মারা গেল তাহলে এ ক্ষেত্রে সে আযাদ হবে না (গায়াতুস্সুরুজী)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি ওয়াসিয়্যাত করাকালীন নিজ বাঁদীকে বলে তুমি যদি আমার পুত্র ও কন্যার খিদমত কর তাদের অমুখাপেক্ষী হওয়া পর্যন্ত তবে তুমি আযাদ, তাহলে দেখতে হবে যদি তাদের দু'জনেই ছোট অর্থাৎ নাবালিগ হয় তাহলে (অমুখাপেক্ষী হওয়া পর্যন্ত খিদমত করা অর্থ) তাদের বালিগ হওয়া পর্যন্ত খিদমত করবে। যদি তাদের একজন বালিগ, আরেকজন নাবালিগ হয় তাহলে নাবালিকের বালিগ হওয়া পর্যন্ত উভয়ের খিদমত করবে, যদি দু'জনই বালিগ হয়ে থাকে তাহলে কন্যার বিবাহ হওয়া পর্যন্ত তার খিদমত করবে। আর পুত্রের খিদমত করবে সে একটি বাঁদীর মূল্যের সমপরিমাণ মালের মালিক হওয়া পর্যন্ত। যদি কন্যার বিবাহ হয়ে যায় কিন্তু পুত্র বাকি থেকে যায় (অর্থাৎ এখনো এক বাঁদীর মূল্যের মালিক না হয়) তবে এক্ষেত্রে তাদের উভয়ের খিদমত চালিয়ে যাবে। যদি তাদের দু'জনের কেউ মারা যায় চাই বালিগ হোক চাই না বালিগ তাহলে উক্ত ওয়াসিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ বাঁদীকে বলে, যদি তুমি আমাকে এক হাজার টাকা আদায় কর তাহলে তুমি আযাদ, এরপর সে একটি সন্তান প্রসব করল, এরপর সে এক হাজার টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আদায় করল তাহলে বাঁদীর সাথে তার সন্তান আযাদ হবে না। বাঁদী যদি নিজ মনিবের মাল থেকে এক হাজার টাকা আদায় করে তাহলে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে তবে মনিবের জন্য তার থেকে এক হাজার টাকা আদায় করার ইখ্তিয়ার থাকবে। যদি মনিব একথা (তুমি আমাকে যদি এক হাজার টাকা দাও তাহলে তুমি আযাদ) বলার সময় রোগাক্রান্ত থাকে। এরপর বাঁদী এক হাজার টাকা কামাই করে তা আদায় করল, এরপর মনিব ঐ রোগেই মারা গেল তাহলে এ ক্ষেত্রে কিয়াসের আলোকে বাঁদী মনিবের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে আযাদ হবে আর ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পূর্ণ সম্পদ থেকেই আযাদ হবে।

যদি বলে যখনই তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দিবে তখন তুমি আযাদ, এরপর আদায়ের পূর্বেই মনিব মারা গেল তাহলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে (মাব্সূত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্য কাউকে বলল, তুমি তোমার বাঁদীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও এ শর্তের উপর যে তুমি আমার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দিবে, এরপর সে তাকে আযাদ করে দিল। তারপর বাঁদী ঐ ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করল তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের পক্ষ থেকে বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি এরূপ বলে থাকে যে, তুমি "আমার পক্ষ থেকে" তোমার বাঁদীকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করে দাও। বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয়[১] তাহলে এক্ষেত্রে এক হাজার দিরহাম বাঁদীর মূল্য এবং তার মোহরের মিছলের মাঝে বণ্টন করা হবে। অতএব যে পরিমাণ দিরাহম তার মূল্যে পড়বে তা আদেশদাতাকে আদায় করতে হবে। আর যে পরিমাণ দিরহাম মোহরে মিছলের অংশে পড়বে তা ঐ আদেশদাতা থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর যদি উক্ত বাঁদী তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে এক হাজার দিরহাম থেকে যা তার মূল্যে পড়বে তা[২] প্রথম সূরতে বাদ পড়ে যাবে আর[৩] দ্বিতীয় সূরতে তা মনিবের হবে আর যে পরিমাণ মোহরে মিছলের অংশে পড়বে তা উভয় সূরতেই বাঁদীর প্রাপ্য মোহর হিসাবে গণ্য হবে (কাফী)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার উম্মে ওয়ালাদকে এ শর্তের উপর আযাদ করে যে, সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। অতএব উম্মে ওয়ালাদ তা কবূল করে নেয় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করে তাহলে তার উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি নিজ বাঁদীকে এ শর্তের উপর আযাদ করে যে, সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে, এরপর সে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করল তাহলে তার উপর নিজ মূল্য পরিশোধ করার জন্য মনিবের অনুকূলে উপার্জন করা ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কোন এক মহিলা নিজ গোলামকে বলল, আমি তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ করলাম এ শর্তের সাথে যে তুমি আমাকে দশ দিরহামের উপর বিবাহ করবে। অতএব সে তা কবূল করল। এরপর সে তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল তাহলে সে আযাদ হয়ে

১. অর্থাৎ বিবাহের শর্তারোপ করা হলে, বাঁদীটি তা অস্বীকার করল।
২. অর্থাৎ যে সূরতে "আমার পক্ষ থেকে" বলা হয়নি।
৩. অর্থাৎ যে সূরতে "আমার পক্ষ থেকে" বলা হয়েছে।

যাবে এবং তার উপর এক হাজার দিরহাম আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি তার মূল্য এক হাজারের বেশি হয় তাহলে তাকে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করতে হবে পক্ষান্তরে যদি ঐ মহিলা এরূপ বলে থাকে যে, আমি তোমাকে আযাদ করলাম এ শর্তের উপর যে তুমি আমাকে বিবাহ করবে এবং এক হাজার দিরহাম মোহর হিসাবে দিবে। সে যদি তা কবূল করল এরপর সে তা অস্বীকার করল। তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং নিজ মূল্য পরিশোধের জন্য তাকে উপার্জনে যেতে হবে। যদি সে তাকে একশত দিরহামের উপর বিবাহ করে এবং মহিলা এর উপর সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। যদি তাকে এক হাজার দিরহামের উপর বিবাহ করার জন্য গোলাম বলে তাকে তবুও তার উপর উপার্জন ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সারাখসী)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার দুই গোলামকে বলে যে, তোমরা দু'জন যদি আমাকে এক হাজার দিরহাম আদায় কর তাহলে তোমরা দু'জনই আযাদ, তাহলে এক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষ হতে আদায় হতে হবে। সুতরাং যদি তাদের একজন পূর্ণ এক হাজার দিরহাম নিজ পক্ষ হতে আদায় করে বলে যে, পাঁচশ' দিরহাম আমার পক্ষ হতে আর পাঁচশ' দিরহাম আমার সাথীর পক্ষ হতে।

অনুদান করতঃ আদায় করছি। তাহলে (একজন আযাদ হবে) দু'জন আযাদ হবে না তবে যদি এরূপ বলে যে, পাঁচশ' দিরহাম আমার পক্ষ থেকে আদায় করেছি আর পাঁচশ' দিরহাম আমার সাথী (আপনার কাছে আদায়ের জন্য) পাঠিয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে তাদের উভয়ই আযাদ হয়ে যাবে। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাদের দু'জনের পক্ষ হতে আদায় করে তাহলে তারা আযাদ হবে না তবে যদি সে এরূপ বলে, তাদের দু'জনের আযাদীর জন্য আমি এক হাজার দিরহাম আদায় করছি। কিংবা বলে, এ শর্তের সাথে (আদায় করছি) যে তারা দু'জন আযাদ বলে গণ্য হবে। তাহলে মনিব কবূল করলে তারা দু'জনেই আযাদ হয়ে যাবে। আর আদায়কারী ব্যক্তির জন্য মনিব থেকে তার এ মাল নিয়ে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে (মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার দুই গোলামকে লক্ষ্য করে বলে, একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমাদের একজন আযাদ তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দু'জনে ঐ মজলিসে কবূল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ আযাদ হবে না। অতএব যদি তাদের দু'জনে কবূল না করে ঐ মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যায়ে তাহলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি দু'জনের একজন কবূল করে এবং অন্য জন কবূল না করে তাহলে আযাদ হবে না। যদি দু'জনেই কবূল করে। এভাবে যে, তাদের প্রত্যেকেই বলল, আমি পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে কবূল করলাম, তাহলে তাদের দু'জনের কেউ আযাদ হবে না। যদি তাদের প্রত্যেকেই বলে, আমি একহাজার দিরহামের বিনিময়ে কবূল করলাম কিংবা 'হাজার দিরহাম' নাই বলল অথবা তাদের একজন বলল, আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে কবূল করলাম তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিবকে বলা হবে যে তুমি বর্ণনা (নির্দিষ্ট করে) দাও, অতএব সে তাদের দু'জনের মধ্যে যার আযাদী স্পষ্ট করে বর্ণনা করবে সেই আযাদ হবে। তার উপর এক হাজার দিরহাম আযাদ করা ওয়াজিব হবে। মনিব যদি স্পষ্ট বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে ঐ রাকাবা (দাসত্ব) উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে সমানভাবে বণ্টিত হবে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে, বাকি অর্ধাংশের জন্য প্রত্যেকেই উপার্জন করবে (শরহে তাহাবী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন ব্যক্তি যদি তার দুই গোলামকে বলে তোমাদের একজন আযাদ এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এরপর দু'জনেই বলল, আমরা কবূল করলাম। এরপর বলল তোমাদের দু'জনের একজন পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে আযাদ আর দু'জনেই তা কবূল করল তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম চুক্তি সহীহ্ হবে, আর দ্বিতীয় চুক্তি বাতিল হবে। যেহেতু প্রথম চুক্তিটি সহীহ্ সুতরাং মনিব যতদিন জীবিত থাকবে স্পষ্ট বর্ণনার ক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। যদি সে বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে আযাদী উভয়ের মধ্যে পরিব্যপ্ত হবে আযাদীর পরিব্যপ্ত তার কারণে উক্তমাল ও উভয়ের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে, সুতরাং প্রত্যেকের অর্ধাংশ পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে আযাদ হবে, আর তাদের প্রত্যেকেই বাকী অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। যদি বলে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে তোমাদের একজন আযাদ এবং এখনো তারা দু'জন এ চুক্তি কবূল করেনি এমতাবস্থায় সে তোমাদের একজন একশ' দিনারের বিনিময়ে আযাদ, এরপর তারা তা কবূল করল তাহলে এ ক্ষেত্রে উভয় চুক্তি শুদ্ধ হবে। যেহেতু উভয় চুক্তি শুদ্ধ সুতরাং যখন তারা উভয় চুক্তির পরে কবূল করল তাহলে কবূলটি উভয় চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে মনিবের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে উভয় মালের বিনিময়ে তাদের দু'জনকেই আযাদ করবে আর ইচ্ছা করলে উভয় মালের (দিরহাম-দিনার) বিনিময় তাদের একজনকে আযাদ করবে। আর মনিব যদি বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে প্রত্যেক মালের অর্ধেকের বিনিময়ে তাদের প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। আর প্রত্যেকেই বাকি এক-চতুর্থাংশের মূল্যের জন্য উপার্জন করবে (কাফী)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার নির্দিষ্ট কোন গোলামকে বলে একহাজার দিরহামের বিনিময়ে তুমি আযাদ। গোলাম তা কবূল করার পূর্বেই ঐ ব্যক্তি তাকেও তার অন্য আরেকটি গোলামকে একত্রিত করে বলল, তোমাদের দু'জনের একজন একশ' দিনারের বিনিময়ে আযাদ। এরপর তারা বলল, আমরা কবূল করলাম তাহলে এ ক্ষেত্রে মনিবের ইখতিয়ার থাকবে চাই উভয় (চুক্তি) কথাকে প্রথম নির্দিষ্ট গোলামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে। আর সে উভয় মালের বিনিময়ে আযাদ হয়ে যাবে আর চাইলে দু'টি কথার মধ্যে যে কোন একটিকে দ্বিতীয় গোলামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে এবং নির্দিষ্ট গোলামটি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে, অনির্দিষ্ট গোলামটি একশ' দিনারের বিনিময় আযাদ হবে। মনিব যদি বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে নির্দিষ্ট গোলামটি সম্পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে। অনির্দিষ্ট গোলাম থেকে তার অর্ধাংশ পঞ্চাশ দিরহামের বিনিময়ে আযাদ হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি কোন্‌টি নির্দিষ্ট আর কোন্‌টি অনির্দিষ্ট তা জানা থাকে। সুতরাং যদি জানা না থাকে, তাদের প্রত্যেকেই এ দাবী করে যে, আমি হলাম নির্দিষ্ট গোলামটি। তাহলে এক্ষেত্রে উভয়ে মালের অর্ধেকের বিনিময়ে তাদের প্রত্যেকের তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হবে। অর্থাৎ এক হাজার দিরহামের অর্ধেক (৫০০ দিরহাম) ও একশ' দিনারের অর্ধেক (৫০ দিনার)।

আর তাদের প্রত্যেকেই তার এক-চতুর্থাংশ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে। যদি তার দুই গোলামকে বলে তোমাদের একজন আযাদ একহাজার দিরহামের বিনিময়ে আর অন্যজন পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে। এরপর উভয়ই একসাথে বলল আমরা কবূল করলাম; কিংবা তাদের প্রত্যেকেই বলল, আমি উভয় মালের বিনিময় কবূল করলাম; কিংবা তাদের প্রত্যেকেই বলল,

আমি উভয় মালের মধ্যে অধিকটির বিনিময়ে কবূল করলাম। তাহলে এক্ষেত্রে তাদের উভয়ই আযাদ হয়ে যাবে, এবং তাদের প্রত্যেকের উপর পাঁচশ' দিরহাম করে ওয়াজিব হবে। তাদের দু'জনের একজন যদি উভয় মালের মধ্যে কথাটির বিনিময়ে আর অন্যজন উভয় মালের অধিকটির বিনিময়ে কবূল করে তাহলে এ ক্ষেত্রে সেই আযাদ হবে যে উভয় মালের অধিকটির বিনিময়ে কবূল করেছে। অতএব তার উপর পাঁচশ' দিরহাম ওয়াজিব হবে (বাদাঈ)। যদি তাদের প্রত্যেকেই উভয় মালের মধ্যে কথাটির বিনিময়ে কবূল করে তাহলে কেউ আযাদ হবে না (শরহে তাহাবী)। যদি বলে তোমাদের একজন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আর অন্যজন দুই হাজারের বিনিময়ে আযাদ, এরপর তাদের একজন বলল আমি কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ব্যতীত কবূল করলাম কিংবা বলল, আমি দু'হাজারের বিনিময়ে কবূল করলাম তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি বলে আমি এক হাজার বিনিময়ে কবূল করলাম তাহলে সে আযাদ হবে না। যদি উভয় মাল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেমন বলল, তোমাদের একজন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ আর অন্য জন একশ' দিনারের বিনিময়ে আযাদ। এরপর তাদের একজন বলল আমি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদী কবূল করলাম তাহলে সে আযাদ হবে না তবে যদি সে কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে বলে আমি কবূল করলাম, কিংবা বলল, আমি উভয় চুক্তি করলাম তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর গোলামের জন্য উভয় চুক্তির যে কোন একটি নিজের জন্য বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার থাকবে (শরহে যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

যদি বলে তোমাদের একজন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ আর অন্যজন বিনামূল্যে আযাদ, এরপর তাদের দু'জন যদি একই সাথে কবূল করে তাহলে উভয়ে বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে, সুতরাং তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের একজন এক হাজারের বিনিময়ে কবূল করে। আর অন্যজন কবূল না করে তাহলে এক্ষেত্রে মনিবকে বলা হবে তুমি যে চুক্তি বিনামূল্যে করেছ সেটাকে তাদের কোন একজনের উপর নির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করে। এরপর সে যদি কবূলকারী ব্যতীত অন্যের উপর প্রয়োগ করে তাহলে সে বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে আর কবূলকারী এক হাজারের বিনিময়ে আযাদ হবে। যদি কবূলকারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাহলে কবূলকারী বিনামূল্যে আযাদ হবে, আর অন্যজন এক হাজারের বিনিময়ে আযাদ হবে। তবে শর্ত হলো, তাকে ঐ মজলিসেই কবূল করতে হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তাদের দু'জনের কেউ কবূল না করে এমনকি মনিব বিনামূল্যেসূচক চুক্তিটিকে তাদের একজনের উপর প্রয়োগ করল তাহলে সে বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়জন বিনিময়সূত্রে আযাদ হবে। তবে শর্ত হলো ঐ মজলিসে তা কবূল করতে হবে। নতুবা আযাদ হবে না। মনিব যদি বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে যে কবূল করেছে সে সম্পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে, তবে তার উপর পাঁচশ' দিরহাম ওয়াজিব হবে। যে কবূল করেনি তার অর্ধাংশ আযাদ হবে। বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য সে উপার্জন করবে (বাদাঈ)।

যদি বলে তোমাদের একজন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ আর অন্যজন একশ' দিনারের বিনিময়ে। এরপর তারা তা কবূল করল তাহলে উভয় আযাদ হয়ে যাবে এবং তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি বলে, তোমাদের মধ্যে একজন বিনামূল্যে আযাদ;

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাদের মধ্যে একজন একশ' দিনারের বিনিময়ে আযাদ, তারপর তাদের উভয়ে তা কবূল করল তাহলে এক্ষেত্রে তাদের একজন বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মনিবের ইখতিয়ার থাকবে সে যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দিষ্ট করবে।

আর দ্বিতীয় চুক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে তোমাদের একজন এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ, তারা তা কবূল করে নিল। এরপর বলল, তোমাদের একজন বিনামূল্যে আযাদ তাহলে প্রথম চুক্তিটি সহীহ্ বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে মনিবের এখতিয়ারাধীন থাকবে। যাকে ইচ্ছা তাকে নির্দিষ্ট করবে। দ্বিতীয় চুক্তিটি বাতিল হবে। যদি বলে, তোমাদের মধ্যে একজন এক হাজারের বিনিময়ে আযাদ, তোমাদের মধ্যে একজন বিনামূল্যে আযাদ, তারপর তাদের উভয়ে তা কবূল করল, তাহলে এক্ষেত্রে উভয়েই বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ যার উপর বিনিময় ওয়াজিব সে এক্ষেত্রে অজানা তথা অনির্দিষ্ট (কাফী)। যদি তার গোলামদ্বয়কে বলে, হে মায়মূন! তুমি আযাদ হে মুবারক! এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে। তাহলে এক্ষেত্রে শেষোক্ত গোলামের উপর মাল ওয়াজিব হবে। যদি বলে হে মুবারক! আমি তোমাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাব বানালাম, হে মায়মূন! তাহলে এক্ষেত্রে কিতাবত চুক্তি প্রথমোক্ত গোলামের সাথে প্রযুক্ত হবে। কারণ দ্বিতীয় গোলামের নাম উল্লেখের আগেই প্রথম বাক্য পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির তিনটি গোলাম আছে। সে তাদের লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন একশ' দিরহামের বিনিময়ে আযাদ, আরেকজন দু'শ' দিরহামের বিনিময়ে, আরেকজন তিনশ' দিরহামের বিনিময়ে। এরপর তারা সকলে একশ' দিরহামের মধ্যে কবূল করল। এ বিষয়টি মনিবের সুস্থাবস্থায় সংঘটিত হয়েছে তবে মনিব বর্ণনার পূর্বেই মারা যায়। তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে।

কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই নিজ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ ও একশতের এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। যদি তারা সকলেই দু'শতের মধ্যে কবূল করে তাহলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ এবং দুইশতের এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। যদি সকলেই তিনশতের মধ্যে কবূল করে তাহলে প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। প্রত্যেকেই নিজ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ এবং একশত দিরহামের জন্য উপার্জন করবে।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামদ্বয়ের একজনকে বলল, তুমি আযাদ এক হাজার দিরহাম থেকে তোমার অংশের বিনিময়ে যখন তা তোমারও অন্য গোলামের মূল্যের মাঝে বণ্টন করা হবে। এরপর সে তা কবূল করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকট তার উপর নিজ মূল্য সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট এক হাজারের বেশী আদায় করা ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। যদি বলে তুমি আমার মৃত্যুর পর এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আযাদ, তাহলে কবূল করা মৃত্যুর পরেই বিবেচিত হবে। সুতরাং মৃত্যুর পর কবূল করলে বিশুদ্ধতম বর্ণনানুযায়ী মৃতের ওয়ারিস বা ওয়াসী কিংবা ওয়ারিসদের কেউ আযাদ করতে অস্বীকৃতি

জানানোর ক্ষেত্রে বিচারকের উক্ত গোলামকে আযাদ করা ব্যতীত সে আযাদ হবে না। উক্ত গোলামের ওয়ালা শুধু মৃতের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যদি ওয়ারিসরা তাকে মৃতের কাফ্ফারা স্বরূপ আযাদ করে তবে সে কাফ্ফারা হিসাবে আযাদ হবে না বরং মৃতের পক্ষ থেকে আযাদ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে (নাহ্রুল ফাইক)। উল্লেখ্য যে, ওসীয়া তাকে সুনিশ্চিত ভাবে আযাদ করার অধিকার রাখে (অর্থাৎ যাতে কোন প্রকার শর্ত না থাকে কেননা সে শর্ত সাপেক্ষ আযাদীর অধিকার রাখে না) সুতরাং ওয়াসী যদি গোলামকে বলে তুমি আযাদ যদি তুমি ঘরে প্রবেশ কর তাহলে সে আযাদ হবে না। পক্ষান্তরে ওয়ারিস শর্ত ছাড়া ও শর্তযুক্ত উভয়ভাবে আযাদ করার অধিকার রাখে সুতরাং সে যদি আযাদীর সাথে ঘরে প্রবেশ করাকে শর্ত করে তবুও সে আযাদ হয়ে যাবে (গায়াতুল বয়ান)। যদি বলে আমি যখন মারা যাব তখন তুমি এক হাজারের বিনিময়ে আযাদ, কিংবা বলল, আমার মৃত্যুর পরে যখন তুমি আমাকে এক হাজার দিবে তখন তুমি আযাদ সে মতে মনিবের মৃত্যুর পর সে তার ওয়ারিসের নিকট এক হাজার আদায় করল তাহলে সে আযাদীর হকদার হবে (তামরতাশী)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার পক্ষ থেকে একটি হজ্জ আদায় করলে তুমি আযাদ; অথচ ঐ ব্যক্তির এ গোলাম ব্যতীত অন্য কোন মাল নেই। তাহলে মনিবের পক্ষ থেকে মধ্যম খরচ অনুযায়ী একটি হজ্জ আদায় করবে, এরপর ওয়ারিসগণ তাকে আযাদ করে দিবে। উক্ত গোলাম নিজ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে, যদি মৃত ব্যক্তি এর সাথে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওয়াসিয়াত করে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ যার জন্য ওয়াসিয়্যত করেছে, তার এবং গোলামের মাঝে চার ভাগে বণ্টন করা হবে যার মধ্যে তিন ভাগ গোলাম পাবে, বাকি এক অংশের জন্য সে যার উদ্দেশ্যে ওয়াসিয়াত করেছে, তার অনুকূলে উপার্জন করবে আর তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার ওয়াসীকে এক হজ্জের মূল্য দিবে যার দ্বারা সে আমার পক্ষ হতে হজ্জ পালন করবে। তাহলে তুমি আযাদ, এ কথা মধ্যম শ্রেণীর হজ্জের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতএব মধ্যম শ্রেণীর হজ্জের মূল্য আদায় করলে তাকে আযাদ করা ওয়াজিব হবে এবং আযাদী হজ্জ পালন করা পর্যন্ত স্থগিত থাকবে না। উক্ত গোলাম আযাদ হওয়ার পর দেখতে হবে, যদি মধ্যম শ্রেণীর হজ্জের খরচ তার সমমূল্য অথবা তার চেয়ে অধিক হয় তাহলে তার উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। এরপর ওসীয়া মৃতের পক্ষ থেকে আদায়কৃত মালের এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা হজ্জ পালন করবে। যদি এর সাথে কোন ব্যক্তির জন্য তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওয়াসিয়াত করে তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ হজ্জের মূল্য ওয়ারিসগণ পাবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ এর জন্য ওয়াসিয়্যতকৃত ব্যক্তি এবং হজ্জের মাঝে চারভাগে বণ্টন করা হবে, যার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ $\frac{৪}{৩}$-হজ্জের জন্য এবং এক-চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ ওয়াসিয়্যাতকৃত ব্যক্তির জন্য হবে। এরপর দেখতে হবে যে, যদি মধ্যম হজ্জের মূল্য গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের বরাবর হয় তাহলে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ মূল্য স্বয়ং গোলামের জন্যও ওয়াসিয়্যতও স্বরূপ হয়ে যাবে। সুতরাং এই এক-তৃতীয়াংশ গোলাম এবং $\frac{১}{৩}$এর জন্য ওয়াসিয়্যতকৃত ব্যক্তি ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজ্জের মাঝে চারভাগে বন্টন করা হবে। যার মধ্যে একভাগ গোলামের আরেক ভাগ ওয়াসিয়্যাতকৃত ব্যক্তির আর দুই ভাগ হজ্জের হবে। সে দু'ভাগ দ্বারা যেখান থেকেই পৌছা সম্ভব হজ্জ পালন করবে (শরহে যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ নিজ গোলামকে বলল, তুমি আমার ওসীয়াকে এক হজ্জ আদায়ের মূল্য দাও। অতএব যদি তুমি তাকে হজ্জের মূল্য দেওয়ার পরে সে তা দ্বারা আমার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করে তাহলে তুমি আযাদ, এমতাবস্থায় হজ্জ আদায় ব্যতীত উক্ত গোলাম আযাদ হবে না যদি গোলাম মধ্যম হজ্জের মূল্য আদায় করে তাহলে এক্ষেত্রে ওসীয়াকে কবূল করতে বাধ্য করা হবে না। সুতরাং আদায় করার পর যদি সে হজ্জ পালন করে তাহলে আযাদী প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে। গোলাম আযাদ হওয়ার পর সে নিজ মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের জন্য মনিবের ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে হজ্জের মূল্য বেশী হোক বা কম তাতে কোন পার্থক্য হবে না। যা কিছু গোলাম ওসীয়াকে দিয়েছে ওয়ারিসরা তার থেকে কিছুই নিতে পারবে না। এমনকি হজ্জ আদায়ের পূর্বে তারা তাকে উপার্জনেও লাগাতে পারবে না। যদি তার সাথে অন্য কোন ব্যক্তির জন্যও তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওয়াসিয়্যত করে তাহলে এক্ষেত্রে ওসীয়া গোলাম কর্তৃক আদায়কৃত সম্পূর্ণ মাল দ্বারা হজ্জ পালন করবে, এরপর গোলাম আযাদ হয়ে যাবে এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে তার দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের জন্য আর ওয়াসিয়্যতকৃত ব্যক্তির জন্য $\frac{১}{৩}$ এর এক-চতুর্থাংশের জন্য উপার্জন করবে (কাফী)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, আমার মৃত্যর পর তুমি আমার পক্ষ হতে একটি হজ্জ আদায় করবে এবং তুমি আযাদ। এরপর মনিব শাওয়াল মাসে মারা গেল। এরপর গোলাম হজ্জে যেতে ইচ্ছা করল। এমতাবস্থায় ওয়ারিসদের জন্য তাকে এ বছর হজ্জে যেতে নিষেধ করার বরং আগামী বছর পর্যন্ত হজ্জ পালন বিলম্ব করারও ইখতিয়ার থাকবে। অতএব উক্ত গোলাম দুই-তৃতীয়াংশ খিদমত দ্বারা তাদের হক আদায় করবে। আর এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা হজ্জ আদায় করবে। সুতরাং যদি হজ্জে যাওয়ার চার মাস পূর্বে মনিব মারা যায় এবং হজ্জে যাওয়া-আসার জন্য দুই মাস সময় লাগে তাহলে এক্ষেত্রে চার মাস ওয়ারিসদের খিদমত করবে। আর দুই মাস হজ্জের জন্য ব্যয় করবে। যাতে করে দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশের হিসাব ঠিক থাকে। যদি মনিব শাওয়াল মাসে মারা যায় এবং ওয়ারিসরা গোলামকে বলল, তুমি হজ্জে যাও তাহলে আমরা তোমাকে বিক্রি করে দিব। কিন্তু সে তাদের কথা অনুযায়ী হজ্জে গেল না। তাহলে এক্ষেত্রে তার সন্তুষ্টি ব্যতীত ওয়াসিয়াত বাতিল হবে না। যদি মনিব বলে, তুমি এ বছরই আমার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবে আর তুমি আযাদ এরপর মনিব শাওয়াল মাসে মারা গেল তাহলে এমতাবস্থায় ওয়ারিসদের জন্য তাকে এ বছর হজ্জে যেতে নিষেধ করার ইখতিয়ার থাকবে। কারণ গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ খিদমতে তাঁদের পূর্ণ হক বিদ্যমান। সে মতে যদি তারা তাকে নিষেধ করেই থাকে তাহলে মনিবের উক্ত ওয়াসিয়্যাত বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ আযাদীর শর্ত অর্থাৎ এ বছরই হজ্জ আদায় করা ভঙ্গ হয়ে গেছে।

২৮. মাসআলা ঃ কোন মনিব যদি নিজ গোলামকে বলে, আমার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তুমি আমার পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করবে, আর তুমি আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে সে ঐ (হজ্জের) বছর আসা পর্যন্ত মনিবের ওয়ারিসবর্গের খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবে। ঐ বছর আসলে সে হজ্জ

আদায়ের জন্য যাবে। হজ্জ আদায় করলে তাকে আযাদ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে এবং সে তার দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের জন্য ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে। যদি মনিব নিজ গোলামকে বলে, আমাকে এক হাজার টাকা সমমান দাও, এর দ্বারা আমি হজ্জ পালন করব তাহলে তুমি আযাদ এক্ষেত্রে গোলামের আযাদী এক হাজার টাকা আদায়ের উপর স্থগিত থাকবে। হজ্জ পালনের উপর নয়।

পক্ষান্তরে যদি বলে তুমি যদি আমাকে হজ্জ আদায় করার জন্য এক হাজার টাকা দাও তাহলে তুমি আযাদ, তাহলে হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না (শরহে যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

২৯. মাসআলা ঃ ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, আমার পক্ষ থেকে তুমি একদিন রোযা রাখবে আর তুমি আযাদ কিংবা বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে দু'রাকাআত নামায পড়বে আর তুমি আযাদ তার কি হুকুম? তিনি বললেন যে, উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে চাই সে রোযা রাখুক বা না রাখুক নামায পড়ুক না পড়ুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (যখীরা)। যদি মনিব নিজ ওয়ারিসদেরকে বলে, আমার মৃত্যুর পর আমার গোলাম যদি তোমাদেরকে এক কুর গম দেয় তাহলে সে আযাদ অথবা বলল, তাহলে তোমরা তাকে আযাদ করে দিও, এরপর সে নিম্নমানের গম নিয়ে আসল আর ওয়ারিসরা তা গ্রহণ করল তাহলে সে আযাদ হবে না। যদি মধ্যম মানের দেয় তাহলে ওয়ারিসগণ কিংবা ওয়াসী অথবা কাযী কর্তৃক আযাদ করা ব্যতীত সে আযাদ হতে পারবে না (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুদাব্বার বানানোর বিবরণ

তদবীর (অর্থাৎ মুদাব্বার বানানো) দু' প্রকার, নিঃশর্ত এবং শর্তযুক্ত।

নিঃশর্ত মুদাব্বার ঘোষণার বিবরণ ঃ নিঃশর্ত মুদাব্বার ঘোষণা হলো মনিবের নিজ গোলামের আযাদীকে শুধু নিজ মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করা তার সাথে অন্য কোন জিনিসের সংযোগ ব্যতীত (ইয়ানাবী)। তার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী, কখনো সুস্পষ্ট হয়ে থাকে যেমন মনিব নিজ গোলামকে বলল, তুমি মুদাব্বার বা বলল, আমি তোমাকে মুদাব্বার ঘোষণা করলাম। আবার কখনো তাহ্‌রীর ও ইত্‌ক (অর্থাৎ আযাদ করা) এ শব্দদ্বয় দ্বারা ও নিঃশর্ত মুদাব্বার ঘোষণা কর। হয় যেমন বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ যা বলল, আমি তোমাকে আমার মৃত্যুর পর আযাদ করলাম অথবা বলল, তুমি আযাদকৃত কিংবা বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পরটির। আযাদ আবার কখনো ইয়ামীন (শর্তযুক্ত) শব্দ দ্বারাও সংঘটিত হয় যেমন বলল, আমি যদি মারা যাই তবে তুমি আযাদ অথবা বলল, আমি যখন মারা যাই বা আমি যে সময় মারা যাই বা আমি যখনই মারা যাই কিংবা বলল, যদি আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা যখনই আমার কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তুমি আযাদ। অনুরূপ হুকুম হবে যদি পূর্বোল্লোখিত শব্দাবলীতে موت (অর্থাৎ মৃত্যু) শব্দের স্থলে وَفَاة বা هلاك শব্দ উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো ওসীয়াতের শব্দ দ্বারাও হয়ে থাকে। অর্থাৎ মনিবের নিজ গোলামের জনতার নাসের অথবা তার ব্যক্তি সত্তার অথবা তার আযাদীর ওসীয়াত করা অথবা এমন কোন ওসীয়াত করা যার দ্বারা সে তার ব্যক্তি সত্তার পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে মালিক হয় যেমন নিজ গোলামকে বলল আমি তোমার জন্য তোমার নাফ্‌সের (অর্থাৎ তোমাকে) ওসীয়াত করলাম কিংবা বলল, আমি তোমার জন্য তোমার ব্যক্তি সত্তার ওসীয়াত করলাম, বা বলল তোমার জন্য তোমার গর্দানের ওসীয়াত করলাম, অথবা সে এমন কিছুর ওয়াসিয়্যত করার কথা বলল, যার দ্বারা গোটা সত্তাকে বুঝানো হয়। অনুরূপ যদি বলে আমি তোমার জন্য আমার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়াত করলাম (বাদাঈ)।

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামের জন্য তার সম্পদের এক ভাগের ওয়াসিয়্যত করে তাহলে উক্ত গোলাম তার মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তার সম্পদের এক অংশের ওসীয়াত করে, তাহলে আযাদ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ তাহলে তাৎক্ষণিক ভাবে মুদাব্বার হিসাবে বিবেচিত হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি বলে, আমি তোমাকে আযাদ করলাম সুতরাং তুমি আমার মৃত্যুর পরে বা আমার মৃত্যুর সাথে সাথে আযাদ কিংবা বলল তুমি আমার মৃত্যুতে অথবা আমার মৃত্যুর সঙ্গে আযাদ (মুহীত ঃ সারাখসী)।

নিঃশর্ত মুক্তির হুকুম হলো এই যে, মনিবের জীবিত অবস্থায় তাকে বিক্রি করা, দান করা, তাকে বিবাহের মোহর হিসাবে ধার্য করা ও তাকে সাদাকা করা এবং বন্ধক রাখা জাইয হবে না। তবে তাকে আযাদ করে দেওয়া এবং মুকাতাব বানানো জাইয আছে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

যদি তাকে বিক্রয় করে এবং কাযী যদি বিক্রয় জাইয হওয়ার হুকুম দেয়, তাহলে তার এই ফায়সালা কার্যকর হবে এবং তা মুদাব্বার বানানোর ঘোষণাকে রহিত করে দিবে। ফলে এ গোলাম কোন দিন কোনভাবে যদি ঐ মনিবের মালিকানায় আসে, এরপর সে মারা যায়, তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হবে না (যহীবিয়্যাহ)। মনিবের অধিকার রয়েছে মুদাব্বার থেকে খিদমত গ্রহণ করার এবং পারিশ্রমিক করার কাজে নিযুক্ত করার; যদি বাঁদী হয় তাহলে তাকে সম্ভোগ করার এবং তাকে বিবাহ দেওয়ারও তার অধিকার রয়েছে (কাফী)।

মুদাব্বার গোলামের উপার্জন এবং মুদাব্বার বাঁদীর মোহর ও তার কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অর্থ মনিবের প্রাপ্য হবে (ইয়া'নাবী)। যদি মনিব মারা যায় তাহলে মুদাব্বার তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। এমনকি যদি এ মুদাব্বার ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে সে বাকি দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জনে যেতে বাধ্য হবে (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি মনিবের যিম্মায় এ পরিমাণ ঋণ থাকে যা মুদাব্বারের মধ্যে সমপরিমাণ হয় তাহলে সে মনিবের ঋণদাতাদের অনুকূলে তার পূর্ণ মূল্যের জন্য উপার্জন করবে (গায়াতুল বায়ান)।

মুদাব্বার (গোলাম বাঁদীর) ওয়ালা তারই প্রাপ্য হবে যে তাকে মুদাব্বার বানিয়েছে এবং তা ঐ ব্যক্তি থেকে অন্যের কাছে যাবে না। যদিও বা সে অন্য কারো পক্ষ থেকে আযাদ হোক না কেন তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তার সূরত এই যে, একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। তার একটি সন্তান হলো। এরপর তাদের একজন দাবী করল যে সন্তানটি তার। সে মতে ঐ সন্তানের বংশ সম্পর্ক তার সাথেই সাব্যস্ত হলো এবং সে তার শরীককে জরিমানা আদায় করলো।[১] এরপর এ উম্মে ওয়ালাদ তার শরীকের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে গেল, তাহলে এ ক্ষেত্রে তার ওয়ালা উভয় শরীকের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এমনিভাবে যদি একটি মুদাব্বার দুই শরীকানাধীন হয়, তাদের একজন তাকে আযাদ করে দিল। আর সে ছিল বিত্তশালী। অতএব সে তার অপর

১. দাসীর গর্ভে মনিবের ঔরসজাত সন্তান হলে, সে দাসী উম্মু ওয়ালাদ হয়ে যায়, তাকে বিক্রয় জাইয নয় এবং সে ঐ মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথেই স্বাধীনা নারীতে পরিণত হয়। দুই শরীকানার দাসী যখন এক মনিবের পক্ষ হতে উম্মু ওয়ালাদ হয়ে গেল, স্বাভাবিক ভাবে অন্য শরীক ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এই ক্ষতি সাধনের জরিমানা দিতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীককে এর জরিমানা দিল। তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তবে তার ওয়ালার মধ্যে কোন পরিবর্তন হবে না বরং তা উভয় শরীকের পাপ্য হবে (ঈজাহ)।

শর্তযুক্ত মুদাব্বার ঘোষণা বিবরণ ঃ গোলাম আযাদ করাকে মনিব তার বিশেষিত মৃত্যুর সাথে অথবা মৃত্যুর সাথে অন্য শর্তারোপ করে বলে, যেমন বলল ঃ আমি যদি এই রোগে বা এই সফরে মারা যাই, তাহলে তুমি আযাদ এ ধরনের যে অবস্থায় মারা যাওয়া অনিশ্চিত, সে অবস্থার সাথে আযাদ করাকে সম্পৃক্ত করা, অনুরূপভাবে মৃত্যুর সাথে এমন শর্তারোপ করা, যে শর্ত পাওয়া যাওয়াও না যাওয়া উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এরূপ শর্তযুক্ত মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে যে গোলামের আযাদ করার ঘোষণা প্রদান করা হয়, গোলামকে মুকায়য়দ বা শর্তারোপিত মুদাব্বার বলা হয় (বাদাঈ)। যদি এরূপ শর্তযুক্ত মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করার পর মনিব মারা যায় তাহলে শর্তহীন সাধারণ মুদাব্বারের ন্যায় গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। মনিব যদি মারা না যায়, তবে তার জীবদ্দশায় সে গোলামকে বিক্রি করে দেয়া, অন্যের মালিকানায় (দান ইত্যাদির মাধ্যমে) হস্তান্তর করা প্রভৃতি সকল প্রকার কাজ করবার করার অধিকার রাখে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, মনিব যদি গোলামকে লক্ষ্য করে বলেঃ যদি আমি মারা যাই এবং আমাকে দাফন করা হয় অথবা আমাকে গোসল করানো হয় অথবা আমাকে কাফন পরানো হয়, তাহলে তুমি আযাদ, এসব ঘোষণার কারণে গোলাম মুদাব্বার বলে গণ্য হবে না। তবে মনিব এ ধরনের কথা বলার পরে মারা গেল, এবং গোলাম তার মালিকানায় রয়ে গেছে সে অবস্থা তাকে মনিবের পরিত্যক্ত, সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ অংশ হতে আযাদ করে দেয়া মুস্তাহাব (ইয়ানাবী)।

শর্তযুক্ত মুদাব্বার ঘোষণার সূরত হচ্ছে একথা বলা যদি এক বছর বা দশ বছরের মধ্যে আমি মারা যাই (হিদায়া)। যদি আযাদীকে এমন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বলে যে, তার মত মানুষ সাধারণতঃ এতদিন বাঁচে না। যেমন (ষাট বছরে মনিব) বললো, যদি আমি একশ' বছরের পরে মরি তাহলে তুমি আযাদ অথচ তার মত মানুষ সাধারণতঃ এতদিন বাঁচে না। তাহলে এক্ষেত্রে হাসান ইব্ন যিয়াদ মতে সে নিঃশর্ত মুদাব্বার বলে বিবেচিত হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য মত (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, যেদিন আমি মারা যাব সেদিন তুমি আযাদ, কিন্তু সে একথার দ্বারা দিনের বেলায় মরার নিয়্যত করেনি, তাহলে এক্ষেত্রে সে নিঃশর্ত মুদাব্বার বলে বিবেচিত হবে। যদি সে দিনেই মরার নিয়্যত করে রাত্রিতে নয়, তাহলে এক্ষেত্রে সে শর্তযুক্ত মুদাব্বার বলে গণ্য হবে (যহীবিয়্যাহ)। আর যদি বলে তুমি আমার মৃত্যুর একমাস পূর্বে আযাদ, এরপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর সে মারা গেল তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তবে আবূ বকর ইসকাফ (র)-এর মতে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। আর আবুল কাসিম (র)-এর মতে সমস্ত সম্পদ থেকে। এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আবুল লায়ছ (র) বলেন, এটাই বিশুদ্ধ (গিয়াছিয়্যাহ)। যদি এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে আযাদ হবে না (শরহে তাহাবী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি (নিজ গোলাম কে) বলে, তুমি আমার মৃত্যুর একদিন পর আযাদ, তাহলে সে মুদাব্বার হবে না। সুতরাং তাকে বিক্রি করা জাইয হবে। যদি গোলামের উপর মালিকানা থাকা অবস্থায় মনিব মারা যায় তাহলে তার মৃত্যুর পর একদিন অতিবাহিত হলে উক্ত গোলাম তাঁর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। তবে ওয়ারিসরা আযাদ না করলে সে আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সূক্ষ্ম দৃষ্টি অনুযায়ী ওয়ারিসদেরকে আদেশ দেয়া হবে আরো আযাদ করে দেওয়ার (তাহ্যীব)। কেউ যদি বলে তুমি আমার ও অমুকের মৃত্যুর পর আযাদ কিংবা বলল অমুক এবং আমার মৃত্যুর পর (তুমি আযাদ) তাহলে এক্ষেত্রে নিঃশর্ত মুদাব্বার তাৎক্ষণিকভাবে হবে না।

অতএব গোলাম মনিবের মালিকানায় থাকা অবস্থায় অমুক যদি প্রথমে মারা যায় তাহলে সে নিঃশর্ত মুদাব্বার রূপে বিবেচিত হবে। আর যদি অমুকের আগে মনিবের মৃত্যু ঘটে তাহলে সে মুদাব্বার হবে না। সুতরাং ওয়ারিসরা ইচ্ছা করলে তাকে বিক্রি করতে পারবে (মুহীত)।

কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি আমার মৃত্যুর পরের মুহূর্তেই আযাদ তাহলে সে তার মৃত্যুর পরে আযাদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যাহ)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, আমার মৃত্যুর পর তোমার উপর কারো কর্তৃত্ব থাকবে না ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে সে মুদাব্বার হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হাসান (র) ইমাম আবূ ইউসূফ (র) থেকে বর্ণনা করেন। কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি অমুকের পক্ষ থেকে মুদাব্বার, তাহলে সে তার পক্ষ থেকেই মুদাব্বার বিবেচিত হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, আমি তোমার জন্য তোমার ব্যক্তি সত্তার ওয়াসিয়্যত করলাম, এরপর গোলাম বলল, আমি কবূল করলাম না। তাহলে সে মুদাব্বার হিসাবেই গণ্য হবে। আর তার কবূল না করা ধর্তব্য নয় (খিয়ানাতুল মুফতীন)।

৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মধ্যে একজন আমার মৃত্যুর পর আযাদ এবং তার জন্য একশ' দিরহামের ওয়াসিয়্যত রইল। তারপর সে মারা গেল, তাহলে তাদের উভয়ে আযাদ হয়ে যাবে। ওসীয়্যত স্বরূপ একশ' দিরহাম উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একশ' দিরহাম করে ওসীয়াত করলাম। তাহলে এ সূরতে দু'শ' দিরহামের মধ্যে একশ' দিরহামের ওসীয়াত বাতিল হবে। কারণ তাদের একজন এখনও গোলাম রয়েছে। সুতরাং তার জন্য ওসীয়্যত সহীহ্ হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন গোলামকে[১] বলে, আমি যদি তোমার মালিক হই, তাহলে তুমি মুদাব্বার। এরপর সে তার অংশ বিশেষের মালিক হলো, তাহলে এর দ্বারা সে মুদাব্বার হবে না (ইতাবিয়্যাহ)। কেউ যদি তার মালিকানা বহির্ভূত বাঁদীকে বলে আমি যদি তোমাকে

১. অপরের গোলামকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

খরিদ করি তাহলে তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ কিংবা বলল, আমি যদি তোমাকে খরিদ করি এবং মারা যাই, তাহলে তুমি আযাদ। এরপর সে তাকে খরিদ করল তাহলে সে মুদাব্বার হয়ে যাবে আর যদি সে উক্ত বাঁদীকে আযাদ করে দেয়। এরপর সে বাঁদী মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়। তারপর সে যুদ্ধলব্ধ হয়। তারপর সে তাকে খরিদ করল। তাহলে সে মুদাব্বার হবে না, এমনকি মনিব মারা গেলে সে আযাদও হবে না (শরহুল জামিউল কাবীর ঃ হাসীরী)। কেউ যদি কোন বাঁদীকে বলে, আমি যদি তোমার মালিক হই তাহলে তুমি আমার মৃত্যুর পরে আযাদ। এরপর সে একটি সন্তান প্রসব করল। এরপর সে তাকে খরিদ করল তাহলে শুধু বাঁদী মুদাব্বার হবে; সন্তান নয়। আর যদি মনিব দাবী করে যে তুমি মুদাব্বার ঘোষণার পূর্বে সন্তান প্রসব করেছ আর বাঁদী বলে না বরং মুদাব্বার ঘোষণার পর প্রসব করেছি। তাহলে এক্ষেত্রে কসম সহকারে মনিবের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর বাঁদীর সাক্ষ্য কবূল করা হবে। মনিব যদি তার বাঁদীদ্বয়কে বলে, যদি আমি তোমাদের মালিক হই, তাহলে তোমরা দু'জন আমার মৃত্যুর দুই মাস পর আযাদ। তারপর সে তাদের একজনের মালিক হলো এবং সে তার নিকট সন্তান প্রসব করল। এরপর সে অন্য জনেরও মালিক হলো তাহলে (সে মারা গেলে) তার পশ্চাদে তারা উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে। আর প্রথম মালিকানাভুক্ত বাঁদীর সন্তান গোলাম হিসাবে বিবেচিত হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, অমুকের সাথে কথা বলার পর এবং আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ। এরপর সে অমুকের সাথে কথা বলল তাহলে সে মুদাব্বার হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি বলে, তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল তাহলে তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ। এরপর সে তার সাথে কথা বলল তাহলে সে মুদাব্বার হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ গোলামকে বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পর আযাদ, যদি তুমি মদ পান না কর। মনিবের মৃত্যুর পর ছয় মাস যাবৎ সে মদ পান করেনি এরপর সে মদ পান করল অথচ সে এখনো আযাদ হয়নি তাহলে তার আযাদী বাতিল হবে। যদি মনিবের মৃত্যুর পর মদ পান করার পূর্বে বিষয়টি বিচারকের সামনে পেশ করা হলে তিনি তার আযাদীর হুকুম জারী করে দেন, এরপর সে মদ পান করে তাহলে সে আর গোলাম হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) আসলের মধ্যে বলেন, কেউ যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি আমার মৃত্যুর পরে আযাদ যদি এখনই তুমি ইচ্ছা কর। এরপর গোলাম তখনই চাইল। তাহলে সে মনিবের মৃত্যুর পর এক-তৃতীয়াংশ থেকে আযাদ হবে। যদি ইচ্ছা বা চাওয়া দ্বারা মনিব তার মৃত্যুর পরে নিয়্যত করে থাকে তাহলে মনিবের মৃত্যু পর্যন্ত গোলামের চাওয়ার ইখতিয়ার থাকবে না। অতএব যদি মনিব মারা যায় এবং তার মৃত্যুর সময় গোলাম চাইল, তাহলে সে মুদাব্বার হওয়া ব্যতীত মনিবের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে (ইয়ানাবী)। শায়খ আবূ বকর রাযী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো যে, মনিবের ওয়ারিস অথবা

ওয়াসী কর্তৃক আযাদকরণ ব্যতীত সে আযাদ হবে না। হাকিম (র) তাঁর রচিত মুখতাসারে এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন (নাহ্রুল ফাঈক)।

উল্লেখ্য যে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী চাওয়া মনিবের মৃত্যুর পর ঐ মজলিসেরই গ্রহণযোগ্য হবে (গায়াতুস্ সুরুজী)।

১২. মাসআলা ঃ কোন মনিব নিজ গোলামকে বলল, তুমি আযাদ যদি তুমি চাও আমার মৃত্যুর পরে, এরপর মনিব মারা গেল আর যে মজলিসে গোলাম মনিবের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পেয়েছে সেখান থেকে সে দাঁড়িয়ে গেল কিংবা সে তখন অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। তাহলে তা গোলামকে প্রদত্ত ইখতিয়ার তথা সুযোগ সুবিধাকে বাতিল করবে না (বাদাঈ)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি অন্য কাউকে বলে, তুমি আমার গোলামকে মুদাব্বার বানাও। এরপর আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে আযাদ করে দিল। তাহলে তা সহীহ্ হবে না।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ গোলামের বিষয়টি কোন নাবালিগের হাতে ন্যস্ত করে বলে, তুমি তাকে মুদাব্বার বানাও যদি তুমি চাও। এরপর সে তাকে মুদাব্বার বানিয়ে দিল তাহলে তা জাইয হবে। সে নাবালিগটি বুঝমান হোক চাই অবুঝমান তাতে কোন পার্থক্য হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি দু'জন ব্যক্তিকে বলল, তোমরা আমার গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা কর। এরপর তাদের একজন তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করল তাহলে জাইয হবে। আর যদি মুদাব্বার বানানোর কাজ তাদের হাতে হাওয়ালা করে বলল, আমি আমার গোলামকে মুদাব্বার করার বিষয় তোমাদের হাতে ন্যস্ত করলাম। এরপর তাদের একজন গোলামকে মুদাব্বার বানালো। তাহলে তা জাইয হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলল, তোমরা অমুক গোলামকে আমার পক্ষ থেকে আমার মৃত্যুর পর আযাদ করে দিবে ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চায়) কিংবা বলল, সে আমার মৃত্যুর পর আযাদ ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা, তাহলে এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী "সে আযাদ ইনশাআল্লাহ্ একথার মধ্যে ইস্তিছনা (অর্থাৎ ইনশা আল্লাহ্ বলা) সহীহ্ বিবেচিত হবে (অর্থাৎ গোলাম মুদাব্বার হবে না) আর আযাদ করার আদেশের ক্ষেত্রে ইস্তিছনা সহীহ্ হবে না। (অর্থাৎ এক্ষেত্রে মুদাব্বার হয়ে যাবে।) (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

যিয়াদাতে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি যদি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে নিজ গোলামকে মুদাব্বার ঘোষণা দেয়, আর গোলাম তা কবূল করে, তাহলে সে মুদাব্বার বিবেচিত হবে এবং গোলামের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সারাখসী)।

১৬. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন, শরীকদ্বয়ের একজন তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তা মুদাব্বার ঘোষণাকারীর অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। নীরব শরীক যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার পাঁচ ধরনের ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে নিজ অংশকে ও মুদাব্বার ঘোষণা দিবে যেমন প্রথম শরীক ঘোষণা দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে উক্ত গোলাম উভয়ের মাঝে মুদাব্বার হিসাবে থাকবে। সুতরাং

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের কেউ মারা গেলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তারই অংশ আযাদ হবে আর সে বাকি অর্ধেক মূল্যের জন্য দ্বিতীয় শরীকের অনুকূলে উপার্জন করবে। তবে সেও যদি গোলামের উপার্জন গ্রহণের পূর্বে মারা যায় তাহলে গোলামের উপার্জনে যাওয়া রহিত হবে। ইচ্ছা করলে আযাদ করে দিবে, আযাদ করলে তা সহীহ্ গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে মুদাব্বার ঘোষণাকারী শরীক আযাদকারী শরীক থেকে একটি মুদাব্বার গোলামের অর্ধেক মূল্য আদায় করে নিবে এবং ওয়ালা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। আযাদকারীর জন্য গোলাম থেকে তার বাবদ অপর শরীককে আদায়কৃত জরিমানা উসুল করে নেওয়ার ইখতিয়ার আছে। মুদাব্বার ঘোষণাকারী (নিজ মুদাব্বারকৃত অংশকে) আযাদ করে দিক সে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করুক। দ্বিতীয় শরীক ইচ্ছা করলে গোলামকে উপার্জনে লাগাবে সুতরাং সে ঐ অর্ধেকের মূল্য পরিশোধ করলে আযাদ হয়ে যাবে। মুদাব্বার ঘোষণাকারীর গোলামকে উপার্জনে লাগিয়ে তার থেকে ঐ পরিমাণ মূল্য আদায় করে নেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং সে যদি আদায় করে দেয় তাহলে সে সম্পূর্ণ ভাবে আযাদ হয়ে যাবে। যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী উপার্জন গ্রহণের পূর্বেই মারা যায় তাহলে গোলামের উপার্জন যাওয়া রহিত হবে এবং ঐ অর্ধাংশ তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। (দ্বিতীয় শরীক) ইচ্ছা করলে নিজ অংশকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে। অতএব সে যদি মারা যায় তাহলে তার অংশ ওয়ারিসদের জন্য তার পক্ষ থেকে মীরাস হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং এ অংশের ব্যাপারে ওয়ারিসদের জন্য আযাদী, উপার্জন ও অন্যান্য বিষয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী মারা যায় তাহলে তার ঐ অংশ তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শরীকের জন্য গোলামকে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জনে লাগানোর ইখতিয়ার থাকবে। এক্ষেত্রে গোলামের ওয়ালা দু'জনের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। আবার (দ্বিতীয় শরীক) ইচ্ছা করলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে তার অংশের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করবে, যদি সে সচ্ছল হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ওয়ালার মালিক মুদাব্বার ঘোষণাকারী হবে। তার জন্য আদায়কৃত জরিমানা গোলাম থেকে উসুল করে নেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে।

আর যদি গোলাম থেকে তা আদায় না করেই মারা যায় তাহলে তার অংশ তার এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে আযাদ হয়ে যাবে। উক্ত গোলাম পূর্ণ অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য ওয়ারিসদের অনুকূলে উপার্জন করবে। যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী অসচ্ছল হয় তাহলে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শরীকের জন্য চার ধরনের ইখতিয়ার থাকবে। তবে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর উপর জরিমানা আরোপের অধিকার তার নেই (তাতার খানিয়াহ)।

১৭. মাসআলা ঃ একটি গোলাম দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয় একই সাথে তাকে মুদাব্বার ঘোষণা করেছে যেমন তাদের প্রত্যেকেই বলল, আমি তোমাকে মুদাব্বার বানালাম কিংবা তাদের প্রত্যেকেই বলল, তোমার থেকে আমার অংশ মুদাব্বার বলে গণ্য। কিংবা প্রত্যেকেই বলল, আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি আযাদ অথবা বলল আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি

আমার মৃত্যুর পরে আযাদ অথবা তাদের প্রত্যেকেই বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পরে আযাদ। আর এ কথাটি তাদের উভয়ের মুখ থেকে এক সঙ্গে বের হলো তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত গোলাম তাদের উভয়ের মুদাব্বার বলে বিবেচিত হবে (শরহে তাহাবী)। যদি তাদের কেউ মারা যায় তাহলে শুধু তার অংশই তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। আর দ্বিতীয় শরীকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে তার অংশ আযাদ করে দিবে। আর চাইলে মুকাতাব বানাবে। আবার ইচ্ছা করলে সে গোলামকে উপার্জনে যেতে বাধ্য করবে। তবে তার জন্য গোলামকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে রাখা বৈধ হবে না। যদি সেও (দ্বিতীয় শরীক) উপার্জন গ্রহণের আগেই মারা যায় তাহলে গোলামের জন্য উপার্জন যাওয়া রহিত হবে এবং সে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। যদি তারা বলে, যদি আমরা মারা যাই তাহলে তুমি আযাদ অথবা বলল, তুমি আমাদের মৃত্যুর পর আযাদ। এ কথাটি তারা একই সঙ্গে উচ্চারণ করল তাহলে এক্ষেত্রে তাদের দু'জনের একজন না মরা পর্যন্ত উক্ত গোলাম মুদাব্বার হবে না। অতএব একজন মারা গেলে জীবিত ব্যক্তির অংশ মুদাব্বার হিসাবে বিবেচিত হবে আর মৃত ব্যক্তির অংশ তার ওয়ারিসদের জন্য মীরাস হিসাবে গণ্য হবে এবং ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে অংশ আযাদ করে দিবে আর চাইলে মুদাব্বার বানাবে। আবার ইচ্ছা করলে মুকাতাব বানাবে। আর চাইলে গোলামকে সে অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে পাঠাবে, ইচ্ছা করলে জীবিত শরীককে ঐ অংশের মূল্যে পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ করবে যদি সে সচ্ছল হয়ে থাকে। যদি সেও মারা যায় তাহলে তার অংশ তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে আযাদ হয়ে যাবে।

১৮. মাসআলা ঃ দুই শরীকানাধীন একটি মুদাব্বার বাঁদী একটি সন্তান প্রসব করল। শরীকদ্বয়ের কেউ ঐ সন্তানের দাবী জানায়নি তাহলে সেও মায়ের মত উভয়ের মুদাব্বার হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি দু'জনের কেউ তার সন্তান হওয়ার দাবী করে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সন্তানের বংশ সম্পর্কে তার সাথেই সাব্যস্ত হবে।

বাঁদীর অর্ধাংশ তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে আর বাকি অর্ধাংশ নিজ অবস্থা অনুযায়ী দ্বিতীয় শরীকের মুদাব্বার হিসাবে বিবেচিত হবে। সন্তানের দাবীদার বাঁদীর অর্ধেক মোহর এবং একটি মুদাব্বার সন্তানের অর্ধেক মূল্য তার অপর শরীককে জরিমানা দিবে। তবে বাঁদীর অর্ধেক মূল্যের জরিমানা দিতে হবে না। যদি দাবীদার প্রথমে মারা যায় তাহলে তার অর্ধাংশ বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শরীককে কোন কিছু জরিমানা স্বরূপ দিতে হবে না। উক্ত বাঁদী সর্বসম্মতিক্রমে দ্বিতীয় শরীকের অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে, যদি উপার্জন গ্রহণের পূর্বেই দ্বিতীয় শরীকও মারা যায় তাহলে উক্ত বাঁদী সম্পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো তার এ অর্ধাংশ দ্বিতীয় শরীকের এক-তৃতীয়াংশ মাল বরাবর হতে হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার জন্য উপার্জনে যাওয়া রহিত হয়ে যাবে। যদি প্রথমে (দ্বিতীয় শরীক) অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মারা যায় যে সন্তানের দাবী করেনি তাহলে তার অংশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে আযাদ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সে অন্য শরীকের অংশের জন্য উপার্জনে যাবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত (বাদাঈ)। যদি তাদের দু'জনের কেউই না মারা যায় এমনকি উক্ত দাসী আরেকটি সন্তান প্রসব করল, এরপর দ্বিতীয় শরীক সন্তানটিকে তার বলে দাবী করল তাহলে এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সন্তানটির বংশ সম্পর্ক তার থেকে সাব্যস্ত হবে। তবে তার জন্য অপর শরীককে সন্তানের মূল্যের জরিমানা দিতে হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। কারণ এক্ষেত্রে এটি তার অপর শরীকের উম্মে ওয়ালাদের সন্তান। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট উম্মে ওয়ালাদের সন্তানের কোন মূল্য নেই। সাহিবাইন এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তবে সে বাঁদীর অর্ধেক মোহর জরিমানা আদায় করবে যদি প্রথম শরীকই দ্বিতীয় সন্তানেরও দাবী করে তাহলে সে মুদাব্বার হওয়া হিসাবে তার অর্ধেক মূল্যের জরিমানা আদায় করবে। দ্বিতীয় সম্ভোগ বাবদ তার উপর অর্ধেক মোহর আদায় করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

১৯. মাসআলা ঃ একটি মুদাব্বার বাঁদী দুই শরীকানাধীন। সে একটি সন্তান প্রসব করল। শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই একই সাথে এ দাবী করল যে সন্তানটি তার তাহলে এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের থেকেই তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। উক্ত বাঁদী তাদের উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার মুদাব্বার হওয়া বাতিল বিবেচিত হবে (বাদাঈ)।

২০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার ওসীয়্যতনামায় একথা লিখেছে, আমার অমুক গোলাম আমার মৃত্যুর পর আযাদ। কিন্তু তার মুখ থেকে কেউই এ কথা শুনেনি। এরপর সে মারা গেল। তার ওয়ারিসরা ওসীয়্যতনামায় উল্লেখিত বিষয়ের অস্বীকার করল। তাহলে সে গোলাম হিসাবেই গণ্য হবে। কারণ তারা মনিবের আযাদ করাকে অস্বীকার করেছে। যদি গোলাম ওয়ারিসদের এ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকার দাবী করে। তাহলে এক্ষেত্রে ওয়ারিসদের কথা তাদের কসমের সহিত গ্রহণ করা হবে।

২১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ বাঁদীর গর্ভস্থকে মুদাব্বার ঘোষণা দেয়, তাহলে তা জাইয বলে বিবেচিত হবে। অতএব যদি এ কথার পর ছয়মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মুদাব্বার হবে। যদি ছয় মাসের বেশি সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মুদাব্বার হবে না (যহীরিয়্যাহ)। কেউ যদি নিজ বাঁদীর গর্ভস্থকে মুদাব্বার ঘোষণা দেয় তাহলে তার জন্য উক্ত বাঁদীকে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত বিক্রি করা, দান করা এবং মোহর হিসাবে ধার্য করা জাইয হবে না (মুহীত ঃ সারাখসী)।

যদি সে দু'টি সন্তান প্রসব করে তবে সন্তানদ্বয়ের একটি ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে আর অন্যটি ছয় মাসের একদিন বেশি সময়ের মধ্যে প্রসব করে তাহলে উভয় সন্তান মুদাব্বার বলে বিবেচিত হবে (ইয়ানাবী)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ বাঁদীর গর্ভস্থকে মুদাব্বার ঘোষণা করে, এরপর বাঁদীকে মুকাতাব বানায় তবে তা জাইয হবে। যদি উক্ত বাঁদী এ কথারপর থেকে ছয় মাসের কম

সময়ের মধ্যে কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মুদাব্বার বলে গণ্য হবে যা মনিবের পক্ষ থেকে ইচ্ছা পূর্বক মুদাব্বার বানানো হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। তবে মা অনুসারে সে মুকাতাব বিবেচিত হবে। যদি মা বদলে কিতাবাত মনিবকে আদায় করে তাহলে মা ও সন্তান উভয়ে কিতাবাত চুক্তির রীতি অনুযায়ী আযাদ হয়ে যাবে। যদি আদায় না করে এমনকি মনিব মারা গেল তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানটি মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হয়ে যাবে, আর মা আপন অবস্থাতেই মুকাতাব হিসাবে থাকবে। যদি মনিব না মারা যায় কিন্তু মা মারা গেল তাহলে মায়ের উপর যা আদায় করা ওয়াজিব ছিল সন্তান মায়ের কিস্তি অনুযায়ী তা পরিশোধ করার জন্য উপার্জনে যাবে।

এরপর যদি মনিব মারা যায় তাহলে দেখতে হবে যদি সন্তান তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ বরাবর হয় তাহলে সে মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হয়ে যাবে। মা আপন অবস্থাতেই মুকাতাব হিসাবে থাকবে এবং বদলে কিতাবত আদায় হতে মুক্ত হয়ে যাবে যদি এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ বরাবর না হয় তাহলে যে পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের বরাবর হয় সে পরিমাণ অংশ মুদাব্বার হওয়া সূত্রে আযাদ হয়ে যাবে। বাকি অংশের মূল্য পরিশোধের জন্য তাকে উপার্জন করতে হবে। তারপর তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, ইচ্ছা করলে সে কিতাবত চুক্তিকে বহাল রেখে তা সম্পন্ন করবে। চাইলে মুদাব্বার হওয়া হিসাবে উপার্জন কাজ সম্পন্ন করবে। যদিও এক্ষেত্রে বদলে কিতাবত বেশী হয় তাতে কোন অসুবিধা হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

২৩. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী যদি দুই শরীকানাধীন হয় এবং শরীকদ্বয়ের একজন তার গর্ভস্থকে মুদাব্বার ঘোষণা দেয় তাহলে তা জাইয হবে। এরপর যদি উক্ত বাঁদী ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে কোন সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী ঘোষণাকারী অংশ মুদাব্বার হয়ে যাবে। দ্বিতীয় শরীকের জন্য তার অংশের ব্যাপারে পাঁচ ধরনের ইখতিয়ার থাকবে যদি মুদাব্বার ঘোষণাকারী সচ্ছল হয়। আর যদি ছয় মাসের অধিক সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার অংশ মুদাব্বার হবে না।

২৪. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন বাঁদীকে বলল, তোমার গর্ভস্থ আমার মৃত্যুর পরে আযাদ অন্য শরীক বাঁদীকে বলল, তুমি আমার মৃত্যুর পরে আযাদ। এ কথার পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে উক্ত বাঁদী সন্তান প্রসব করল, তাহলে সম্পূর্ণ সন্তান তাদের উভয়ের মুদাব্বার হিসাবে বিবেচিত হবে। এ সন্তানের ব্যাপারে তাদের দু'জনের কেউ একে অপরের জন্য দায়বদ্ধ হবে না, আর বাঁদীর হুকুম হলো, যে ব্যক্তি বাঁদীর মধ্যে তার অংশকে মুদাব্বার বানায়নি, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার অংশের ব্যাপারে পাঁচ ধরনের ইখতিয়ার তার থাকবে তবে শর্ত হলো মুদাব্বার ঘোষণাকারী সচ্ছল হতে হবে। যদি এ বক্তব্যের পর থেকে ছয় মাসের অধিক সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী বাঁদীর অর্ধাংশ মুদাব্বার ঘোষণাকারীর পক্ষে মুদাব্বার

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলে বিবেচিত হবে। আর সন্তানের অর্ধাংশ বাঁদীর অনুগামী হয়ে মুদাব্বার হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় শরীক যদি বাঁদীর মধ্যে তার অংশের মূল্যের জন্য মুদাব্বার ঘোষণাকারীকে দায়বদ্ধ করে তাহলে সন্তানের কারণে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য দ্বিতীয় শরীককে কোন জরিমানা দিতে হবে না। যদি দ্বিতীয় শরীক বাঁদীর অর্ধেক মূল্য পরিশোধের জন্য তাকে উপার্জনে লাগায়, তাহলে এরপর সে সন্তানকে উপার্জনে লাগাতে পারবে না। যদিও সন্তানের অর্ধাংশ মুদাব্বার হয়ে গেছে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কারণ সে তো মায়ের অনুগামী হিসাবে মুদাব্বার হয়েছে। সুতরাং মুদাব্বার হওয়ার দিক থেকে যেভাবে সে মায়ের অনুগামী হয়েছিল ঠিক সে ভাবেই উপার্জনের ব্যাপারেও মায়ের অনুগামী হবে (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ একটি গর্ভবতী বাঁদী দুই শরীকানাধীন শরীকদ্বয়ের একজন বাঁদীর গর্ভস্থকে মুদাব্বার ঘোষণা দিল। দ্বিতীয় জন বাঁদীকে আযাদ করে দিল। তাহলে মুদাব্বার ঘোষণাকারীর জন্য আযাদকারীকে বাঁদীর অর্ধেক মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে গর্ভস্থের ব্যাপারে তাকে দায়বদ্ধ করার সুযোগ তার নেই (ইয়ানাবী)।

২৬. মাসআলা ঃ নাবালিগ ব্যক্তির জন্য নিজ গোলামকে মুদাব্বার বানানো সহীহ্ হবে না। তাৎক্ষণিক মুদাব্বার ঘোষণা করুক কিংবা তার বালিগ হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে ঘোষণা করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। সুতরাং নাবালিগ ব্যক্তি যদি নিজ গোলামকে বলে আমি যদি বালিগ হই তাহলে তুমি আমার মৃত্যুর পরে আযাদ তাহলে তা সহীহ্ হবে না। অনুরূপভাবে উন্মাদ এবং অধিকাংশ সময় যে নির্বোধ থাকে তাদের মুদাব্বার বানানো সহীহ্ হবে না, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির মুদাব্বার বানানো সহীহ্ হবে। অনুরূপ জবরদস্তির শিকার এমন ব্যক্তির মুদাব্বার বানানো সহীহ্ হবে। মুকাতাব গোলাম যদি নিজ উপার্জন দ্বারা অর্জিত গোলামকে মুদাব্বার বানায় তাহলে তা সহীহ্ হবে না। অনুরূপ ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম কাউকে মুদাব্বার বানালে তা সহীহ্ হবে না (মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি গোলামকে মুদাব্বার বানায় এরপর সে উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে উক্ত গোলাম নিজ অবস্থায় মুদাব্বার হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে কোন মানুষের জন্য নিজ গোলামের ওসীয়্যত করে এরপর সে উন্মাদ হয়ে যায় তাহলে তার উক্ত ওসীয়্যত বাতিল সাব্যস্ত হবে (খিযানাতুল মুফতীন)।

২৮. মাসআলা ঃ যিম্মী ব্যক্তি যদি নিজ গোলামকে আযাদ করে, এরপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে তবে তাকে নিজ মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জনে যেতে হবে। যদি উপার্জন থেকে পৃথক হওয়ার আগে মনিব মারা যায় তাহলে উপার্জনে যাওয়া রহিত হবে। যদি মনিব বিচারকের ফায়সালা ব্যতীত তার সাথে তার মূল্যেরও অধিক বিনিময়ের উপর সন্ধি করে এবং গোলাম তা আদায় করতে অক্ষম হয়, তাহলে তার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিকের ক্ষেত্রে সন্ধি বিচ্ছেদ হবে। গোলাম তার মূল্য সমপরিমাণের জন্য মনিবের অনুকূলে উপার্জন করবে।

২৯. মাসআলা ঃ একজন হারবী ব্যক্তি নিরাপত্তার সনদ নিয়ে দারুল ইসলামে আসল এরপর সে নিজ গোলামকে মুদাব্বার বানালো। তারপর তাকে দারুল হার্ব থেকে বন্দী করে আনা হলো তাহলে উক্ত মুদাব্বার গোলামকে আযাদ করে দেওয়া হবে। যদি দারুল হারবেই নিজ গোলামকে মুদাব্বার বানিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে গোলাম এখানে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে হারবী ব্যক্তিকে উক্ত গোলামকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। মুদাব্বার গোলাম যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায় কিংবা হারবীরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। এরপর মুসলমানরা তাকে ধরে নিয়ে আসে। তারপর সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল তাহলে এক্ষেত্রে তাকে তার মনিবের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং সে মুদাব্বার বলেই বিবেচিত হবে (মুহিত ঃ সারাখসী)।

৩০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ গোলামকে বলে, তুমি আযাদ অথবা মুদাব্বার, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনার জন্য আদেশ দেওয়া হবে। এরপর সে যদি বলে আমি এ বাক্য দ্বারা আযাদ করা বুঝিয়েছি তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। যদি বলে আমার উদ্দেশ্য মুদাব্বার বানানো তাহলে সে মুদাব্বার বলে বিবেচিত হবে। যদি সে বর্ণনার পূর্বে মারা যায়, আর এ কথা সে সুস্থ অবস্থায় বলেছিল তাহলে গোলামের অর্ধাংশ তার সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে বিনামূল্য আযাদ হয়ে যাবে। বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বার হওয়া হিসাবে আযাদ হবে, তবে শর্ত হলো তা আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের আওতায় আসতে হবে। যদি এ গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার অর্ধাংশ বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে বাকি অর্ধাংশের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অংশের এক-তৃতীয়াংশের জন্য সে উপার্জন করবে।

যদি দুই গোলামকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের একজন মুদাব্বার অথবা আযাদ এবং সে বর্ণনার পূর্বেই মারা যায়। এ গোলামদ্বয় ব্যতীত তার অন্য কোন মাল নেই এবং সে উক্ত কথাটি সুস্থাবস্থায় বলেছিল তাহলে সম্পূর্ণ মাল থেকে দুই গোলামের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ বিনামূল্যে আযাদ হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ মাল থেকে মুদাব্বার হওয়া হিসাবে প্রত্যেকের এক-চুতর্থাংশ আযাদ হবে। তাদের প্রত্যেকেই সর্বাবস্থায় তার অর্ধাংশের মূল্যের জন্য উপার্জন করবে।

যদি বলে, তোমাদের দু'জনেই আযাদ অথবা দু'জনেই মুদাব্বার এবং মাসআলাটি যথাপূর্ব হয় তাহলে তাদের অর্ধাংশ সুনিশ্চিতভাবে আযাদ হওয়ার কারণে, প্রত্যেকের বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হবে। উল্লেখিত হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি বক্তব্যটি সুস্থাবস্থায় হয়ে থাকে। আর যদি তার বক্তব্য রোগাক্রান্ত অবস্থায় হয় তাহলে এক্ষেত্রে (গোলামদ্বয়ের) আযাদী শুধু এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে (শরহে তাহাবী)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার সুস্থাবস্থায় নিজ গোলামকে এবং মুদাব্বারকে বলে, তোমাদের একজন মুদাব্বার আর অন্যজন আযাদ। এ গোলামদ্বয় ছাড়া তার অন্য কোন সম্পদ নেই এবং সে (নির্দিষ্ট করে) বর্ণনার পূর্বে মারা গেল, তাহলে যে শুধু গোলাম সে তার সম্পূর্ণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পদ থেকে আযাদ হবে, মুদাব্বার গোলাম এর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। যদি উক্ত বক্তব্যের বিপরীত এমন বলে যে, তোমাদের একজন আযাদ আর অন্যজন মুদাব্বার, তাহলে এক্ষেত্রেও ইমাম আবূ ইউসূফ (র)-এর মতানুযায়ী অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ এটি একটি সংবাদ প্রদান মাত্র যার মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ বরাবর। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ সমস্ত সম্পদ থেকে, আর বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বার হওয়া হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। অনুরূপ যদি বলে, তোমাদের একজন আযাদ আর অন্য জন তো মুদাব্বার রয়েছেই। তাহলে এ ক্ষেত্রে যে শুধু গোলাম সে আযাদ হয়ে যাবে। মুদাব্বার গোলাম আপন অবস্থাতে মুদাব্বার হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। এ ব্যাপারে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করেছেন (কাফী)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার মুদাব্বারদ্বয়কে বলে তোমাদের একজন আযাদ এরপর ঐ মুদাব্বারদ্বয়ের একজন বের হয়ে গেল আর একজন তার কাছেই উপস্থিত ছিল ইতিমধ্যে তার তৃতীয় আরেকটি গোলাম তার কাছে প্রবেশ করল। এরপর সে উপস্থিত মুদাব্বার এবং প্রবেশকারী গোলামকে বলল, তোমাদের একজন মুদাব্বার, তাহলে নির্গমণকারী মুদাব্বার তখন থেকেই আযাদ বিবেচিত হবে, যখন সে বলেছিল তোমাদের দু'জনের একজন আযাদ আর প্রবেশকারী গোলাম। গোলাম হিসাবেই থাকবে তার থেকে কোন অংশ আযাদ হবে না। উপস্থিত মুদাব্বার গোলামটি মুদাব্বার হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। যদি সে তার মুদাব্বারদ্বয় এবং অপর একটি গোলামকে তার সুস্থাবস্থায় বলে, তোমাদের একজন মুদাব্বার আর বাকি দু'জনের একজন আযাদ কিন্তু সে নির্দিষ্ট বর্ণনা করার পূর্বে মারা গেল তাহলে সম্পূর্ণ আযাদীর অর্ধাংশ সুনিশ্চিতভাবে গোলামের হবে। সুতরাং তার অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। আযাদীর বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বারদ্বয়ের মাঝে সমানভাবে এক-চতুর্থাংশ করে বণ্টিত হবে। সুতরাং প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ সমস্ত মাল থেকে সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে আযাদ হয়ে যাবে বাকি তিন-চতুর্থাংশ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে মুদাব্বার হওয়ার সূত্রে আযাদ হবে। যদি উপরোক্ত মাসআলাটিকে উল্টা করে বলে, যেমন আযাদীর কথা অগ্রে উল্লেখ করে বলল, তোমাদের একজন আযাদ আর বাকি দু'জনের একজন মুদাব্বার। তাহলে সুনিশ্চিত ভাবে আযাদীর অর্ধাংশের মালিক গোলাম হবে। আর বাকি অর্ধাংশের মালিক মুদাব্বারদ্বয় হবে এবং তা প্রত্যেকের মাঝে সমানভাবে এক-চতুর্থাংশ করে সমানভাবে বণ্টন করা হবে। এটি যিয়াদাতের রিওয়ায়েত। ইমাম কাযীখান বলেন, যিয়াদাতের মধ্যে উল্লেখিত রিওয়ায়েতটিই বিশুদ্ধ (শরহু তালখীসিল জামিইল কবীর)।

যদি বলে তোমাদের তিন জনের মধ্যে একজন মুদাব্বার আর বাকি দু'জন আযাদ তাহলে সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে গোলামটি সম্পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে এবং মুদাব্বারদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হবে। যদি আযাদীর কথা অগ্রে উল্লেখ করে এরূপ বলে, তোমাদের একজন আযাদ আর বাকি দু'জন মুদাব্বার তাহলে এ আযাদকরণের দ্বারা তাদের প্রত্যেককে এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। যদি একটি মুদাব্বার এবং দু'টি গোলামকে লক্ষ্য করে বলে,

তোমাদের একজন মুদাব্বার আর বাকি দু'জন আযাদ তাহলে এক্ষেত্রে গোলামদ্বয় সম্পূর্ণমাল থেকে আযাদ হয়ে যাবে। বক্তব্যে প্রথম অংশটি সংবাদ প্রদান হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি বলে তোমাদের একজন আযাদ আর বাকি দু'জন মুদাব্বার তাহলে আযাদীর কারণে সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে এক-তৃতীয়াংশ আর মুদাব্বার হওয়ার কারণে তাদের প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। অনুরূপ যদি তিনজনের প্রত্যেকেই গোলাম হয় এবং তাদেরকে বলে, তোমাদের একজন আযাদ আর বাকি দু'জন মুদাব্বার তাহলে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ আযাদীর কারণে, আর বাকি অংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি উপরোক্ত বাক্যকে উল্টা করে এরূপ বলে, তোমাদের একজন মুদাব্বার আর বাকি দু'জন আযাদ তাহলে সমস্ত সম্পদ থেকে প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। আর বাকি অংশ মুদাব্বার হওয়া হিসাবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে (কাফী)।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার তিন গোলামকে যাদের মধ্যে একজন মুদাব্বার বলে তোমাদের মধ্যে দু'জন আযাদ অথবা মুদাব্বার এবং সে নির্দিষ্ট করে বর্ণনার পূর্বেই মারা যায় আর উক্ত বক্তব্যটি সে সুস্থাবস্থায় দিয়েছিল। তাহলে দ্ব্যর্থহীনভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে তাদের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে তবে মুদাব্বারে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ আপন অবস্থায় মুদাব্বার হিসাবেই বিবেচিত থাকবে। আর মুদাব্বার ঘোষণার ফলে গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশও মুদাব্বার হয়ে যাবে। এরপর দেখতে হবে যদি তার এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যে, একটি গোলামও এক-ষষ্ঠাংশ গোলামের মূল্য উক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয় তাহলে ঐ নির্দিষ্ট মুদাব্বারটি সম্পূর্ণভাবে আযাদ হয়ে যাবে আর গোলামদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকের তিন-ষষ্ঠাংশ এবং অর্ধ-ষষ্ঠাংশ আযাদ হবে। অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ দ্ব্যর্থহীনভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে, আর এক-চতুর্থাংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে। আর যদি তার কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে তাদের সকলের মাঝে তাদের অংশ অনুযায়ী বণ্টন করে দেওয়া হবে। তার ব্যাখ্যা হলো ঐ প্রসিদ্ধ মুদাব্বারটির হক দুই-তৃতীয়াংশ হবে। আর গোলামদ্বয়ের হক অর্ধাংশ হবে। আর নূন্যতম এমন একটি সংখ্যা চাই যার মধ্যে অর্ধাংশ ও এক-তৃতীয়াংশের হিসাব পাওয়া যায় সেটা হলো ছয় (৬) আর এ অনুযায়ী মুদাব্বারের হক চার হবে। আর গোলামদ্বয়ের হক তিন হবে। সুতরাং ওসীয়্যতের মোট অংশ সাত হলো। এটি হলো এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের হিসাব, সুতরাং সমস্ত সম্পদ মোট একুশ অংশে বিভক্ত হবে। অতএব প্রত্যেক গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ সাত হলো কেননা সুনিশ্চিত আযাদীর পরে প্রত্যেক গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ বাকি রইল। আর যখন গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ সাত হলো তাহলে সম্পূর্ণ গোলাম সাড়ে দশ হবে। আর এতে ভগ্নাংশ হওয়ার কারণে আমরা একে ডবল করে দিয়েছি সুতরাং প্রত্যেক গোলামের একুশ অংশ হলো।

এর ব্যাখ্যা হলো পরিচিত মুদাব্বারটি এক-তৃতীয়াংশ $\frac{৭}{২১}$ অর্থাৎ সাত অংশ সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে আযাদ হবে এবং তার অংশকে দ্বিগুণ করার পর মুদাব্বার হওয়া সূত্রে আগে আট অংশ আযাদ হবে। (তাহলে মোট $\frac{১৫}{২১}$ অংশ আযাদ হলো) আর বাকি ছয় অংশের জন্য সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপার্জন করবে। আর গোলামদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সাত অংশ $\frac{৭}{২১}$ সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে আযাদ হবে। আর তাদের অংশকে দ্বিগুণ করার পর মুদাব্বার হওয়া সূত্রে প্রত্যেকের তিন অংশ আযাদ হবে। (তাহলে গোলামদ্বয়ের মোট $\frac{১০}{২১}$ অংশ আযাদ হলো) আর বাকি এগার অংশের জন্য তাদের প্রত্যেকেই উপার্জন করবে আর তাহলো প্রত্যেকের তিন-সপ্তমাংশ এবং এক-সপ্তমাংশের দুই-তৃতীয়াংশ। অতএব ওসীয়তের মোট অংশ চৌদ্দ হলো আর উপার্জনের মোট অংশ আটাশ হলো। সুতরাং উপরোক্ত হিসাব সঠিক ভাবে নির্ণীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর যদি মনিব বর্ণনার পূর্বে মারা যায়, এরপর গোলামদের একজন মারা যায় তাহলে দেখতে হবে যদি মৃত্যুবরণকারী ঐ পরিচিত মুদাব্বারটি হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, সে তার ওসীয়তের আট অংশ পূর্ণ ভাবে উসুল করে নিয়েছে। আর যে ছয় অংশের জন্য তাকে উপার্জন করতে হতো তা নিষ্ফল সাব্যস্ত হলো। পরিণামে মৃতের ওয়ারিসগণ এবং ওসীয়তকৃত ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর তা এভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে যে অংশসমূহ ছিল বাকিটাকে তার মাঝে বণ্টন করা হবে। সার কথা হলো এই যে, ওয়ারিসদের হক মোট আটাশ অংশ ছিল আর গোলামদ্বয়ের হক ছয় ছিল সর্বমোট চৌত্রিশ অংশ হলো, সুতরাং বাকি গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ সতের হলো। যার মধ্যে প্রত্যেকের তিন অংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হবে। আর বাকি চৌদ্দ অংশের জন্য তারা উপার্জন করবে। আর ঐ পরিচিত মুদাব্বারটি তার ওসীয়াতের আট অংশ সম্পূর্ণভাবে উসুল করে নিয়েছে তাহলে ওসীয়তের মোট অংশ চৌদ্দ হলো আর উপার্জনের মোট অংশ আটাশ হলো। তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ সঠিক ভাবে বেরিয়ে এলো (উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মুদাব্বার মারা যায়)।

আর যদি মুদাব্বার মারা না যায় বরং গোলামদ্বয়ের একজন মারা যায় তাহলে মনে করতে হবে যে, সে তার ওসীয়্যতের তিন অংশ সম্পূর্ণভাবে উসুল করে নিয়েছে। আর তার উপর যে উপার্জন ওয়াজিব ছিল তা বাতিল সাব্যস্ত হবে এবং এর কারণে যে ক্ষতি প্রতিফলিত হয়েছে (ওয়ারিসগণ ও বাকি দু'জনের) সকলের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে। আর তা এভাবে বাকিটাকে ওয়ারিসদের হক পরিমাণ আটাশ আর মুদাব্বারের হক পরিমাণ আট আর বাকি গোলামটির হক পরিমাণ তিন ভাগে ভাগ করা হবে। তাহলে সর্বমোট অংশ উনচল্লিশ হবে। অতএব বাকি গোলাম ও মুদাব্বারের মধ্যে প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ সাড়ে উনিশ হলো। তার থেকে আট অংশ মুদাব্বারের আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি সাড়ে এগার অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। আর জীবিত গোলামটির তিন অংশ আযাদ হবে। আর বাকি সাড়ে ষোল অংশের জন্য সে উপার্জন করবে আর ঐ মৃত গোলামটি যেন তার ওসীয়্যতের তিন অংশ সম্পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে। এভাবে ওসীয়্যতের অংশ মোট চৌদ্দ হবে আর উপার্জন অংশ মোট আটাশ হবে সুতরাং হিসাবটি সঠিক ভাবে নির্ণয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর যদি গোলামদ্বয়ের উভয় মারা যায়। আর শুধু মুদাব্বার জীবিত থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে গোলামদ্বয় তাদের ওসীয়্যতের ছয় অংশ সম্পূর্ণ ভাবে আদায় করে নিয়েছে। আর তাদের উপর যে উপার্জন ওয়াজিব ছিল তা বাতিল হয়ে গেল। আর এর কারণে প্রতিফলিত ক্ষতি সকলের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে। আর তা এভাবে যে বাকিটাকে ওয়ারিসদের অংশ পরিমাণ আটাশ, মুদাব্বারে হক পরিমাণ আট ভাগে ভাগ করা হবে। সুতরাং সর্বমোট অংশ ছয়ত্রিশ হবে। অতএব মুদাব্বার গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ ছয়ত্রিশ অংশ হলো তার থেকে আট অংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি আটাশ অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। যেহেতু মৃত গোলামদ্বয় তাদের ওসীয়তের ছয় অংশ আদায় করে নিয়েছে সুতরাং ওসীয়তের সর্বমোট অংশ চৌদ্দ হলো। আর উপার্জনের মোট অংশ আটাশ হলো। অতএব উক্ত হিসাব সঠিকভাবে নির্ণয় হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর যদি মনিব না মারা যায় বরং গোলামদ্বয়ের একজন মারা যায় এরপর মনিব মারা গেল। তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ব্যাখ্যামূলক হলো এই যে, যদি মনিবের মৃত্যুর পর মুদাব্বার মারা যায় তাহলে সুনিশ্চিত আযাদী থেকে তার অংশ বাতিল হয়ে যাবে। আর এ সুনিশ্চিত আযাদী গোলামদ্বয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অতএব যখন মনিব মারা গেল তাহলে উক্ত আযাদী শুধু তাদের দু'জনের মধ্যেই প্রকাশ পাবে সুতরাং দ্ব্যর্থহীন ভাবে আযাদীর ঘোষণার কারণে তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং মুদাব্বার ঘোষণার কারণে প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ মুদাব্বার হবে। এরপর দেখতে হবে যদি তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যে একটি গোলামের অর্ধাংশ ঐ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বরাবর হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যেক গোলাম থেকে তার তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হয়ে যাবে। তার মধ্যে সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে, আর এক-চতুর্থাংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই তার মূল্যের এক-চতুর্থাংশের জন্য উপার্জন করবে, আর যদি তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশকে তাদের উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। আর মৃত্যুর সময় তার সম্পদ হিসাবে শুধু একটি গোলাম থাকল (কেননা একটিকে সে আযাদ করে দিয়েছে), অতএব তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ একটি গোলামের মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ হবে। যা উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে ভাগ করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে। যার মধ্যে অর্ধেক সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে আর এক-ষষ্ঠাংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে আযাদ হবে। আর তাদের প্রত্যেকেই তার মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি মুদাব্বার মারা না যায় বরং গোলামদ্বয়ের একজন মারা যায়। এরপর মনিব মারা গেল তাহলে আযাদী থেকে মৃত গোলামের অংশ বাদ পড়ে যাবে। কাজেই সুনিশ্চিত আযাদীর বিষয়টি জীবিত গোলাম এবং মুদাব্বারের মধ্যে সীমিত থাকবে। তাদের প্রত্যেকের অর্ধাংশ সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে আযাদ হবে এবং তাদের প্রত্যেকের বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বার হবে। এরপর দেখতে হবে যদি তার অন্য কোন সম্পদ থাকে একটি গোলামের মূল্য যে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয়ে থাকে তাহলে তারা দু'জনই আযাদ হয়ে যাবে আর যদি অন্য কোন সম্পদ না

pdf By Syed Mostafa Sakib

থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে আর প্রত্যেকেই যথাপূর্ব তার মূল্যের এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে।

আর যদি বলে তোমাদের দু'জন আযাদ অথবা দু'জন মুদাব্বার। আর এ কথাটি সে রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলে থাকে তাহলে তার উক্ত বক্তব্য তাদের ব্যাপারে এক- তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য হবে সুতরাং এক-তৃতীয়াংশ তাদের মাঝে তাদের অংশ হিসাবে বণ্টন করা হবে। অতএব পরিচিত মুদাব্বারের হক সম্পূর্ণ রাকাবা হবে যাকে ছয় অংশ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। আর গোলামদ্বয়ের হক মুদাব্বার ঘোষণার ফলে অর্ধেক অর্থাৎ তিন হবে এবং সুনিশ্চিত ভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার $\frac{৪}{৬}$ হবে। সুতরাং গোলামদ্বয়ের ওসীয়্যতের অংশ সর্বমোট সাত হলো এবং মুদাব্বারের ওসীয়্যতের মোট অংশ ছয় হলো অতএব ওসীয়্যতের অংশ সর্বমোট তের হলো আর তা হলো সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সুতরাং (তের কে তিন দিয়ে গুণ করলে) সম্পূর্ণ সম্পদে ঊনচল্লিশ অংশ হবে। তাহলে প্রত্যেক গোলামের অংশ তের করে হবে।

এখন আমাদের সার বক্তব্য হলো, মুদাব্বারের ছয় অংশ আযাদ হবে আর বাকি সাত অংশের জন্য সে উপার্জন করবে এবং গোলামদ্বয়ের প্রত্যেক থেকে সাড়ে তিন অংশ করে মোট সাত অংশ আযাদ হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই সাড়ে নয় অংশের জন্য উপার্জন করবে। তাহলে ওসীয়্যতের অংশ মোট তের হলো এবং উপার্জনের অংশ মোট ছাব্বিশ হলো। এভাবেই সঠিক হিসাব নির্ণয় করা হবে। আর যদি মনিবের মৃত্যুর পর মুদাব্বার মারা যায় তাহলে তার উপর ওয়াজিব উপার্জন করার বিষয়টি বাতিল গণ্য হবে। আর এর কারণে প্রতিফলিত ক্ষতি সকলের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে। আর তা এভাবে বাকি মালকে গোলামদ্বয়ের অংশ পরিমাণ সাত আর ওয়ারিসদের অংশ পরিমাণ ছাব্বিশের মধ্যে ভাগ করা হবে, অতএব সর্বমোট তেত্রিশ অংশ হবে সুতরাং প্রত্যেক গোলামের সাড়ে ষোল অংশ হবে প্রত্যেকের সাড়ে তিন অংশ আযাদ হবে আর বাকি তের অংশের জন্য প্রত্যেকেই উপার্জন করবে। আর মৃত মুদাব্বার গোলামটি তো তার ওসীয়্যতের ছয় অংশ সম্পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে। সুতরাং ওসীয়্যতের সর্বমোট তের অংশ হলো এবং উপার্জনের সর্বমোট ছাব্বিশ অংশ হলো এভাবে সঠিক হিসাবে নির্ণয় করা হবে। আর যদি গোলামদ্বয়ের এক জন মারা যায় তাহলে তার উপর ওয়াজিব উপার্জন করার বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হবে। আর এর কারণে প্রতিফলিত ক্ষতি সকলের মাঝে পরিব্যাপ্ত হবে।

এক্ষেত্রে অংশ বণ্টনের হিসাব এভাবে হবে যে, মনিবের বাকি সম্পদকে ওয়ারিসদের হক পরিমাণ ছাব্বিশ এবং জীবিত গোলামের হক পরিমাণ সাড়ে তিন আর মুদাব্বারের হক পরিমাণ ছয় ভাগে ভাগ করা হবে সুতরাং মোট সাড়ে পঁয়ত্রিশ হবে। অতএব প্রত্যেক গোলামের সতের অংশ এবং তিন-চতুর্থাংশ হবে। মুদাব্বারের ছয় অংশ আযাদ হবে এবং সে এগার ও তিন-চতুর্থাংশের জন্য উপার্জন করবে আর জীবিত গোলামের সাড়ে তিন অংশ আযাদ হবে আর

সে চৌদ্দ এবং এক-চতুর্থাংশের জন্য উপার্জন করবে। যেহেতু মৃত গোলাম তার ওসীয়্যতের সাড়ে তিন অংশ সম্পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে সুতরাং ওসীয়্যতের সর্বমোট তের অংশ হলো। আর উপার্জনের সর্বমোট ছাব্বিশ অংশ হলো। এ ভাবে সঠিক হিসাব নির্ণয় করা হবে।

আর যদি গোলামদ্বয়ের উভয় মারা যায় আর শুধু মুদাব্বার জীবিত থাকে তাহলে গোলাদ্বয়ের উপর ওয়াজিব উপার্জন বাতিল হবে। সুতরাং বাকি সম্পদকে ওয়ারিসদের অংশ পরিমাণ ছাব্বিশ এবং মুদাব্বারের অংশ ছয় এর মধ্যে ভাগ করা হবে সুতরাং সর্বমোট বত্রিশ অংশ হবে। অতএব মুদাব্বারের ছয় অংশ আযাদ হয়ে যাবে, আর বাকি ছাব্বিশ অংশের জন্য সে উপার্জন করবে। আর মৃত গোলামদ্বয় যেহেতু তাদের ওসীয়াতের সাত অংশকে পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করে নিয়েছে সুতরাং ওসীয়্যতের সর্বমোট ১৩ অংশ হলো, আর উপার্জনের মোট ছাব্বিশ অংশ হলো। সুতরাং হিসাব সঠিক ভাবে নির্ণীত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আর যদি গোলামদ্বয়ের একজনের সাথে মুদাব্বার মারা যায় (একজন গোলাম মাত্র জীবিত থাকে) তাহলে গোলাম ও মুদাব্বার উভয়ের উপর ওয়াজিব উপার্জন বাতিল সাব্যস্ত হবে।

সুতরাং বাকি সম্পদকে ওয়ারিসদের হকের পরিমাণ ছাব্বিশ আর জীবিত গোলামের হক সাড়ে তিনের মধ্যে ভাগ করা হবে, সুতরাং মোট সাড়ে উনত্রিশ অংশ হবে। অতএব জীবিত গোলামের সাড়ে তিন অংশ আযাদ হবে আর বাকি ছাব্বিশ অংশের জন্য সে উপার্জন করবে।

মৃত মুদাব্বার এবং গোলাম যেহেতু তাদের ওসীয়্যতের সাড়ে নয় অংশকে সম্পূর্ণভাবে আদায় করে নিয়েছে সুতরাং ওসীয়্যতের সর্বমোট তের অংশ হলো এবং উপার্জনের মোট ছাব্বিশ অংশ হলো। এ ভাবেই সঠিক হিসাব নির্ণয় করা হবে। আর যদি মনিবের মৃত্যুর পূর্বেই মুদাব্বার মারা যায় তাহলে সুনিশ্চিতমূলক আযাদী থেকে তার অংশ বাদ পড়ে যাবে।

একটি পূর্ণ গোলাম এবং অর্ধাংশ গোলাম জীবিত গোলামদ্বয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। এরপর দেখতে হবে যদি তার নিকট অন্য কোন সম্পদ থাকে একটি গোলাম এবং অর্ধাংশ গোলাম যা ঐ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বরাবর হয় তাহলে প্রত্যেক গোলাম থেকে তার তিন-চতুর্থাংশ আযাদ হয়ে যাবে। আর প্রত্যেকেই তার চতুর্থাংশের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ গোলামের দুই-তৃতীয়াংশ তাদের উভয়ের মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকের গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকেই দুই-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। এরপর যদি মনিবের মৃত্যুর পূর্বে গোলামদ্বয়ের একজন মারা যায় তাহলে আযাদী থেকে তার অংশ বাদ পড়ে যাবে এবং সুনিশ্চিত আযাদী জীবিত গোলামটি এবং মুদাব্বারের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। তাদের প্রত্যেকেই আযাদীর অর্ধাংশের হকদার হবে। আর জীবিত গোলামের অর্ধাংশ ও মুদাব্বার হয়ে যাবে। এরপর দেখতে হবে যদি তার কাছে অন্য কোন সম্পদ এ পরিমাণ থাকে যে ঐ দুইটি গোলামের মূল্য উক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয় তাহলে তাদের উভয় বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তার নিকট অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে এক-তৃতীয়াংশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পদ অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ আমাদের পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের উভয়ের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া হবে।

আর যদি তার সুস্থাবস্থায় বলে, তোমরা সকলে আযাদ অথবা সকলেই মুদাব্বার, তার বর্ণনার পূর্বেই সে মারা যায়, তাহলে এক্ষেত্রে তার তোমরা সকলে আযাদ কথাটি সকলের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বিবেচিত হবে। আর তোমরা সকলে মুদাব্বার কথাটি ঐ পরিচিত মুদাব্বারটির ক্ষেত্রে নিষ্ফল বা অহেতুক সাব্যস্ত হবে এবং গোলামদ্বয়ের ক্ষেত্রে শুধু বিবেচিত হবে। কেমন যেন সে বলল, "অথবা আমার এ দু'জন গোলাম মুদাব্বার" সুতরাং মনে করতে হবে দ্ব্যর্থহীন ভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে দেড় রাকাবা (গোলাম) আযাদ হলো যার মধ্যে তাদের সকলেই শামিল থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের অর্ধাংশ আযাদ হবে এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবের কারণে একটি রাকাবা মুদাব্বার হলো যার মধ্যে গোলামদ্বয় শামিল থাকবে। অর্থাৎ গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধাংশ মুদাব্বার হয়ে যাবে। আর পরিচিত মুদাব্বারটির অর্ধাংশতো মুদাব্বার আছেই। এরপর দেখতে হবে মনিবের যদি এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ থাকে দেড় রাকাবা (অর্থাৎ একটি গোলাম ও অর্ধাংশ গোলাম) যার এক-তৃতীয়াংশ সম পরিমাণ হয় তাহলে তাদের সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তাহলে তার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদকে সকলের মাঝে বন্টন করা হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় তার সম্পদ দেড় রাকাবা (সুনিশ্চিত ভাবে) ছিল, অতএব তার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক রাকাবার অর্ধেক যা তাদের সকলের মাঝে সমানভাবে বন্টন করা হবে। প্রত্যেকের ভাগে এক-ষষ্ঠাংশ রাকাবা পড়বে। সুতরাং প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হবে। যার মধ্যে অর্ধাংশ সুনিশ্চিত আযাদীর কারণে। আর এক-ষষ্ঠাংশ মুদাব্বার হওয়ার কারণে, আর তাদের প্রত্যেকেই তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। আর যদি তার উক্ত বক্তব্য রোগাক্রান্ত অবস্থায় হয় তাহলে সকলেই এক-তৃতীয়াংশ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। যে রূপ আমার পূর্বে উল্লেখ করেছি।

অনুরূপ যদি বলে তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আযাদ অথবা তোমরা সকলেই মুদাব্বার তাহলে এ বক্তবটি "তোমরা সকলেই আযাদ অথবা সকলেই মুদাব্বার" বক্তব্যের পর্যায়ভুক্ত হবে।

অনুরূপ যদি বলে তোমরা সকলে আযাদ অথবা এবং এ সকলেই মুদাব্বার তাহলে এ বক্তবটিও "তোমরা সকলে আযাদ অথবা সকলেই মুদাব্বার" এর পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি তাদের তিনজনের মধ্যে কেউ মুদাব্বার না হয় এমতাবস্থায় সে বলল তোমরা সকলে আযাদ অথবা এবং এ সকলেই মুদাব্বার তাহলে এক্ষেত্রেও (আযাদী ও মুদাব্বার ঘোষণা) উভয় প্রস্তাব সহীহ্ হবে। অতএব প্রত্যেক বাক্যের অনিবার্য দাবী অনুযায়ী অর্ধেক অর্ধেক সাব্যস্ত হবে কাজেই দ্ব্যর্থহীন ভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে প্রত্যেক গোলামের অর্ধেক আযাদ হবে এবং মুদাব্বার ঘোষণার ফলে প্রত্যেকের বাকি অর্ধাংশ মুদাব্বার বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে মুদাব্বার হওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে গ্রহণযোগ্য। আর যদি উক্ত বক্তব্য রোগাক্রান্ত অবস্থায় হয় তাহলে প্রত্যেকেই এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হবে। যেরূপ আমরা পূর্বে বর্ণনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছি। আর যদি তাদের মধ্যে একজন মুদাব্বার থাকা অবস্থায় বলে, তোমরা সকলেই আযাদ অথবা তোমাদের মধ্যে একজন মুদাব্বার। তাহলে এ কথাটি বাতিল সাব্যস্ত হবে। কারণ তার উক্ত কথা "তোমাদের মধ্যে একজন মুদাব্বার" নিরর্থক হলো। আর বাক্যের প্রথম অংশ (তোমরা সকলেই আযাদ) আযাদীর ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত প্রস্তাব হওয়ার কারণে তার দ্বারা আযাদী সংঘটিত হতে পারবে না।

আর যদি বলে তোমাদের প্রত্যেকেই আযাদ অথবা প্রত্যেকেই মুদাব্বার তাহলে উভয় বাক্য মুদাব্বারের ক্ষেত্রে বাতিল হবে এবং গোলামদ্বয়ের ক্ষেত্রে সহীহ্ সাব্যস্ত হবে। কেননা সে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা ঈজার (প্রস্তাব) পেশ করেছে কেমন যেন সে প্রত্যেককেই বলল, তুমি আযাদ অথবা মুদাব্বার সুতরাং এ প্রস্তাব মুদাব্বারের ক্ষেত্রে বাতিল হবে এবং গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে। অতএব প্রত্যেক বাক্যের অনিবার্য দাবী হিসাবে অর্ধেক সাব্যস্ত হবে। কাজেই সুনিশ্চিতভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে গোলামদ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক আযাদ হবে এবং মুদাব্বার ঘোষণার কারণে প্রত্যেকের অর্ধাংশ মুদাব্বার হবে। উল্লেখ্য যে মুদাব্বার বানানো এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য আর যদি সে উক্ত কথা রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলে থাকে তাহলে তারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আর যদি বলে তোমরা সকলে আযাদ অথবা এটি মুদাব্বার আর সে মুদাব্বার তাকেই বলেছে, যে তাদের মাঝে মুদাব্বার হিসাবে পরিচিত এবং এটি আর সে বর্ণনার পূর্বেই মারা গেল তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সকলেই মুদাব্বার হয়ে যাবে। কারণ (আযাদকরণ ও মুদাব্বার ঘোষণা) এ প্রস্তাবদ্বয়ের যে কোন একটির প্রয়োগ আবশ্যক। তবে মনিবের মুদাব্বার ঘোষণাকে গ্রহণ করার উপর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। তা হলো এই যে, সে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় জনকে মুদাব্বার ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রথম মুদাব্বারের সাথে আত্ফ (সংযোগ) করেছে। (অতএব সকলেই মুদাব্বার হবে) কেননা আত্ফের অনিবার্য দাবী হলো উল্লেখিত গুণের (মুদাব্বার হওয়ার) মধ্যে মাতুফ এবং মাতুফ-আলাই এর সমানভাবে অংশীদার হওয়া। আর মুদাব্বার হওয়ার গুণের মধ্যে উভয়ের অংশীদারিত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ মাতুফ-আলাইহির মধ্যে মনিবের মুদাব্বার ঘোষণার প্রস্তাব ইখতিয়ার করাকে গ্রহণযোগ্য মনে না করা হয়। আর যদি তাদের মধ্যে কোন মুদাব্বার না থাকে এমতাবস্থায় মনিব বলল, তোমরা সকলে আযাদ অথবা এটি মুদাব্বার এবং এটিও তাহলে তারা সকলেই মুদাব্বার হয়ে যাবে, অনুরূপ যদি বলে তোমরা সকলে আযাদ অথবা এটি মুদাব্বার এবং এটি তাহলে প্রথম প্রস্তাবটি বাতিল হবে। আর ঘোষণাকৃত মুদাব্বার গোলাম এবং তার সাথে যাকে আতফ (সংযোগ) করা হয়েছে তারা দু'জন মুদাব্বার বিবেচিত হবে। বাকি তৃতীয়জন গোলাম হিসাবেই থাকবে, ঐ কারণে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি বলে, তোমরা সকলে আযাদ এবং এ দু'টি মুদাব্বার অথচ তাদের মধ্যে কেউ মুদাব্বার নয়। এক্ষেত্রে উভয় প্রস্তাব সহীহ্ হবে। সুতরাং প্রথম প্রস্তাব (আযাদীর) দ্বারা দেড়

রাকাবার আযাদ হওয়া সাব্যস্ত হলো যা তাদের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে। আর দ্বিতীয় প্রস্তাব (মুদাব্বার ঘোষণা) দ্বারা এক রাকাবার মুদাব্বার হওয়া সাব্যস্ত হবে যা ঐ দুই গোলামের মাঝে বণ্টন করা হবে যাদেরকে সে মুদাব্বার ঘোষণা দিয়েছে উল্লেখ্য যে তা শুধু এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য (শরহে যিয়াদাত ইতাবী)।

৩৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার তিন গোলামকে বলে, তোমরা সকলেই আযাদ অথবা এটি এবং এ দু'জন মুদাব্বার তাহলে অধিকাংশ মাশায়িক (র)-এর মতানুযায়ী এক্ষেত্রে প্রত্যেক বাক্যের এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত হবে। অতএব প্রথম বাক্যদ্বারা এটি রাকাবার (গোলামের) আযাদী সাব্যস্ত হবে যা প্রত্যেকের মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করা হবে। আর দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা আযাদীর এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত হবে। যা শুধু ঐ একজনের জন্যই হবে। কাজেই সে দুই-তৃতীয়াংশ আযাদীর মালিক হলো এবং তৃতীয় বাক্য দ্বারা দুই-তৃতীয়াংশ রাকাবার মুদাব্বার হওয়া সাব্যস্ত হলো যার মালিক ঐ দুই গোলামই হবে যাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ মুদাব্বারও হলো (কাফী)।

এরপর দেখতে হবে যদি তার অন্য কোন সম্পদ এ পরিমাণ থাকে যে, দুই-তৃতীয়াংশ রাকাবা তার এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হয় তাহলে প্রত্যেকের দুই-তৃতীয়াংশ আযাদ হয়ে যাবে আর বাকি এক-তৃতীযাংশের জন্য সে উপার্জন করবে। আর যদি তার অন্য কোন সম্পদ না থাকে তা হলে মৃত্যুর সময় তার নিকট যে পরিমাণ সম্পদ ছিল তার এক-তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করা হবে। উল্লেখ্য যে মৃত্যুর সময় তার সম্পদ ছিল এক রাকাবা এবং দুই-তৃতীয়াংশ রাকাবা, অতএব এর এক-তৃতীয়াংশ সর্বমোট পাঁচ-নবমাংশ $\frac{৫}{৯}$ রাকাবা হবে যা উভয়ের মাঝে বণ্টন করা হবে। সুতরাং প্রত্যেকেই আড়াই-নবামাংশ $২\frac{১}{২}$ পাবে। কাজেই সুনিশ্চিত ভাবে আযাদীর প্রস্তাবের কারণে তাদের প্রত্যেকের তিন নবামাংশ $\frac{৩}{৯}$ আযাদ হবে আর মুদাব্বার ঘোষণার কারণে আড়াই-নবমাংশ $২\frac{১}{২}$ আযাদ হবে। আরা তাদের প্রত্যেকেই $৩\frac{১}{২}$ সাড়ে তিন- নবমাংশের জন্য উপার্জন করবে। তবে (দ্বিতীয় বাক্যের) একক গোলামটি তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য উপার্জন করবে। সুতরাং ওসীয়াতের সর্বমোট পাঁচ অংশ হলো আর উপার্জনের সর্বমোট দশ অংশ হলো। অতএব উক্ত হিসাব সঠিকভাবে নির্ণীত হলো (শরহে যিয়াদাত ঃ ইতাবী)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঁদী উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ বাঁদী যদি নিজ মনিবের ঔরসে সন্তান প্রসব করে তাহলে সে মনিবের উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মাতা) হয়ে যাবে। চাই সন্তানটি জীবিত হোক অথবা মৃত কিংবা গর্ভচ্যুত এমন অসম্পূর্ণ সন্তান যার শারীরিক গঠন পরিপূর্ণ হয়েছে অথবা আংশিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মনিব যদি এটাকে নিজ সন্তান হওয়ার স্বীকারোক্তি করে তাহলে উক্ত গর্ভচ্যুত অসম্পূর্ণ সন্তানটিও বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণ গঠন সম্পন্ন একটি জীবিত সন্তানের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর যদি গর্ভচ্যুত সন্তানটি শারীরিক গঠন বিহীন হয়, যেমন কোন গোশতপিণ্ড অথবা জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড কিংবা অন্য কিছুর টুকরার গর্ভপাত ঘটায় এবং মনিব দাবী করে যে, এটা আমার বীর্যফল তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা জাইয নেই। অনুরূপ তার মধ্যে প্রত্যেক ঐ সমস্ত তাসাররূফ করা জাইয নেই যা উম্মে ওয়ালাদ হওয়া সূত্রে অর্জিত আযাদীর হক বাতিল করে দেয় যেমন তাকে হিবা করা, সাদাকা করা, কারোর জন্য ওসীয়্যত করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদি। যে সকল তাসাররূফের কারণে এ অধিকারটি বাতিল হয় না তা জাইয আছে। যেমন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করা, তার থেকে খিদমত নেওয়া, তাকে উপার্জনে লাগানো, বিনিয়োগ করা, উপভোগ করা এবং তার সাথে সহবাস করা ইত্যাদি। পারিশ্রমিক, আয়-উপার্জন, মোহর ইত্যাদির হকদার মনিব হবে।

৩. মাসআলা ঃ বিচারক যদি উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করার হুকুম দেয় তাহলে তা কার্যকর হবে না। বরং তা কার্যকর হওয়া বা বাতিল হওয়া অন্য আরেক বিচারকের ফায়সালার উপর স্থগিত থাকবে। (সে আগের বিচারকের হুকুম বহাল রাখলে কার্যকর হবে আর বাতিল করে দিলে বাতিল হবে) (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ মনিব ইচ্ছা করলে উম্মে ওয়ালাদকে বিবাহ দিতে পারবে তবে এক হাইযের মাধ্যমে তার গর্ভাশয় পরিষ্কার করা ব্যতীত তাকে বিবাহ দেওয়া তার জন্য বৈধ হবে না (বাদাঈ)। মনিব যদি গর্ভাশয় পরিষ্কারের আগে তাকে বিবাহ দেয়, তারপর ছয় মাসের কম সময়ের মাঝে একটি সন্তান প্রসব করে তাহলে তার নসব মনিবের সাথে সাব্যস্ত হবে। উক্ত বিবাহ ফাসিদ হবে। যদি ছয়মাসের বেশী সময়ের ব্যবধানে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার নসব স্বামী থেকে সাব্যস্ত হবে। যদি মনিব উক্ত সন্তানের নসবের দাবী করে তবে তাহলে মনিবের স্বীকারোক্তির কারণে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু তার নসব স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে (মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ মনিব যদি নিজ বাঁদীকে বিবাহ দেয়, তারপর সে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তান (হুকুমের দিক থেকে) তার মায়ের অনুবর্তী হবে। সুতরাং মনিবের জন্য তাকে বিক্রি করা, হিবা করা এবং বন্ধক রাখা জাইয হবে না। উক্ত সন্তান কারো অনুকূলে উপার্জন করবে না। মনিবের মৃত্যুর পর তার সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে সে আযাদ হবে। তবে মনিব তার থেকে খিদমত গ্রহণ করতে পারবে এবং তাকে পরিশ্রমের বিনিময়ে শ্রমে নিযুক্ত করতে পারবে। কিন্তু যদি সন্তানটি বাঁদী হয়ে থাকে তাহলে সে তাকে উপভোগ করতে পারবে না। এটি সর্বসম্মতি-ক্রমে সিদ্ধান্তমূলক মাসআলা। যদি বিবাহ ফাসিদ হয় তাহলে আহকামের ক্ষেত্রে তা সহীহ্ বিবাহের পর্যায়ভুক্ত হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার গোলামের সাথে নিজ বাঁদীকে বিবাহ দিল তারপর সে সন্তান প্রসব করল এরপর মনিব স্বয়ং ঐ সন্তানের নসবের দাবী করল। তাহলে এক্ষেত্রে নসব (বংশ সম্পর্ক) গোলামের সাথেই সাব্যস্ত হবে। তবে মনিবের উপরোক্ত স্বীকারোক্তির কারণে ঐ সন্তান আযাদ হয়ে যাবে এবং বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে।

৭. মাসআলা ঃ যদি উম্মে ওয়ালাদের মনিব মারা যায় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। মনিব তাকে কোন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দান করুক চাই না করুক বা তাতে কোন পার্থক্য হবে না, এবং তার আযাদী সমস্ত সম্পদ থেকে বিবেচিত হবে তার মূল্য ঐ সমস্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সমপরিমাণ হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তার উপর মনিবের কোন ওয়ারিস এবং ঋণদাতার অনুকূলে কোন প্রকারের উপার্জন ওয়াজিব হবে না (গায়াতুল বায়ান)। উল্লেখ্য যে, উম্মে ওয়ালাদের এ সব আহকাম সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য হবে। চাই মনিব বাস্তবেই মৃত্যুবরণ করুক অথবা আইনের দৃষ্টিতে মৃতের ন্যায় হোক যেমন সে মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে গেল, অনুরূপ যদি কোন হারবী ব্যক্তি নিরাপত্তার সনদ নিয়ে দারুল ইসলামে আসল এবং এখানে কোন বাঁদী খরিদ করল আর তাকে সে তার উম্মে ওয়ালাদ বানালো। এরপর সে দারুল হারবে চলে গেল তারপর সে যুদ্ধলব্ধের মাধ্যমে গোলাম হলো, তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

মনিবের মৃত্যুর সময় উম্মে ওয়ালাদের নিকট যা কিছু থাকবে তার মালিক মনিব হবে তবে যদি মনিব উম্মে ওয়ালাদকে ঐ মালের ওসীয়্যত করে তাহলে তার মালিক সেই হবে (বাহরুর রাইক ঃ ফাতাওয়ায়ে কাযীখানের সূত্রে বর্ণিত)।

৮. মাসআলা ঃ মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার দ্বারা উম্মে ওয়ালাদের আযাদীর পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। যেমন মাহরাম আত্মীয়ের আযাদীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তার ব্যাখ্যা হলো এই উম্মে ওয়ালাদ কে যদি তার মনিব আযাদ করে দেয়, তারপর সে মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, এরপর সে যুদ্ধে বন্দী হয়ে দারুল ইসলামে আসল। আর ঐ মনিব তাকে পুনরায় খরিদ করল, তাহলে উক্ত বাঁদী পুনরায় উম্মে ওয়ালাদ হবে। অনুরূপ কেউ যদি মাহরাম আত্মীয়ের মালিক হয় এবং সে তার পক্ষ থেকে আযাদ হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে যায়, তারপর সে বন্দী হয়ে আসলে মনিব তাকে পুনরায় খরিদ করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার যতবারই এ ঘটনা হবে ততবার একই হুকুম হবে, অনুরূপ হুকুম উম্মে ওয়ালাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ খৃস্টান মনিবের উম্মে ওয়ালাদ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তারপর সে তার মনিবকে ইসলামের দাওয়াত দিল কিন্তু মনিব তা অস্বীকার করল তাহলে বিচারপতি উক্ত উম্মে ওয়ালাদকে তার কর্তৃত্ব থেকে বের করে দিবে তার সূরত হলো এই যে উক্ত উম্মে ওয়ালাদের মূল্য নির্ধারণ করে তাকে তা কিস্তি ভিত্তিক আদায় করার আদেশ দিবে এভাবে সে একজন মুকাতাব বাঁদী হিসাবে বিবেচিত হবে তবে পার্থক্য এতটুকু যে এ মুকাতাব বাঁদী তার নির্ধারিত মূল্য আদায়ে অপারগ হলেও সে দাসত্বের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না। আর যদি ইসলামের দাওয়াত পেশ করা মাত্রই মুসলমান হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে আপন অবস্থায় তার উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ সময়ের পরে মুসলমান হয় তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। যদি তার খৃস্টান মনিব মারা যায় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে এবং তার উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

যদি বিচারক তার পক্ষে মূল্য পরিশোধের আদেশ জারী করার পর সে মারা যায় অথচ তার একটি সন্তান রয়েছে যাকে সে উপার্জন করা অবস্থায় প্রসব করেছিল তাহলে যা কিছু তার উপর ওয়াজিব ছিল সন্তান তার জন্য উপার্জন করবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

বাঁদী যদি তার মনিব ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সন্তান প্রসব করে, তারপর ঐ ব্যক্তি তার মালিক হয় তাহলে উক্ত সন্তানের বংশ সম্পর্ক ঐ ব্যক্তি থেকেই সাব্যস্ত হবে। উক্ত বাঁদী তারই উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে বিবেচিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাঁদী আমাদের নিকট তার মালিকানাভুক্ত হওয়াকালীন থেকেই উম্মে ওয়ালাদ বিবেচিত হবে। সন্তান পেটে আসার পর থেকে নয় (আন্‌নাহরুল ফাইক)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ বাঁদীকে মালিকানা সূত্রে উম্মে ওয়ালাদ বানায়, তারপর সে তার আসল মালিকের অধীনে চলে যায়। এরপর পুনরায় সে তার মালিক হয় তাহলে আমাদের নিকট উক্ত বাঁদী ঐ ব্যক্তিরই উম্মে ওয়ালাদ হিসেবে গণ্য হবে (কাফী)।

কেউ যদি ব্যভিচার সূত্রে কোন বাঁদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানায় তারপর উক্ত বাঁদী তার মালিকানায় আসে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। এটাই আমাদের তিন ইমামগণের অভিমত (যখীরাহ)। তবে সন্তান আযাদ হয়ে যাবে। আর তার জন্য উক্ত বাঁদীকে বিক্রি করা জাইয হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমি এ বাঁদীকে বিবাহ করেছি এবং সে আমার ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে আর এ বিষয়টি শুধু তার বক্তব্য দ্বারাই জানা যায়, কিন্তু তার মনিব তা অস্বীকার করল এ ক্ষেত্রে ঐ স্বীকারোক্তিকারী ব্যক্তি যদি উক্ত বাদীর মালিক হয়, তাহলে আমাদের ইমামের নিকট সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। মনিব যদি তার সুস্থাবস্থায় এ স্বীকারোক্তি করে যে বাঁদীটি তারই ঔরসে সন্তান প্রসব করেছে, তাহলে সে তারই উম্মে ওয়ালাদ হবে। এটি আমাদের ইমামের অভিমত এবং সে তার সম্পূর্ণ সম্পদ হতে আযাদ হবে। তার সাথে সন্তান থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (যখীরা)। যদি সে রোগাক্রান্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থায় তার ঔরসে সন্তান প্রসবের স্বীকারোক্তি করে থাকে তাহলে দেখতে হবে যদি সে সময় উক্ত বাঁদীর সাথে কোন সন্তান থাকে কিংবা সে গর্ভবতী হয় তাহলে সে সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে আযাদ হবে অন্যথায় এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

১২. মাসআলা ঃ একটি গর্ভবতী বাঁদী সম্পর্কে তার মনিব স্বীকার করল যে, সে তার মাধ্যমেই গর্ভবতী হয়েছে। তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী তারই উম্মে ওয়ালাদ হবে। অনুরূপ যদি বলে, যদি বাঁদীটি গর্ভবতী হয়ে থাকে তাহলে তা আমার মাধ্যমেই হয়েছে। তারপর উক্ত বাঁদী একটি সন্তান প্রসব করে কিংবা এমন একটি অসম্পূর্ণ সন্তানের গর্ভপাত ঘটায় যার শারীরিক গঠন পরিপূর্ণ হয়েছে কিংবা আংশিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর মনিব সন্তানটি নিজের হওয়ার স্বীকারোক্তি করে, তাহলে উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো ছয়মাস থেকে কম সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করতে হবে। মনিব যদি সন্তান প্রসবের অস্বীকার করে। কিন্তু অন্য এক মহিলা সন্তান প্রসবের পক্ষে সাক্ষী প্রদান করে তবে তার এ সাক্ষ্য গ্রহণ- যোগ্য হবে। এমনকি মনিবের সাথে সন্তানের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। পক্ষান্তরে বাঁদী যদি ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে এ সন্তান মনিবের হবে না এবং বাঁদীও তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না (বাদাঈ)।

যদি মনিব বলে, এ বাঁদী আমার মাধ্যমেই গর্ভবতী হয়েছে কিংবা বলল, এ বাঁদীর গর্ভস্থ সন্তানটি আমার, তারপর দাবী করল যে গর্ভটি বাতাস দ্বারা ফুলা ছিল তাতে সন্তান ছিল না। বাঁদী এ বিষয়টিকে সত্যায়িত করুক বা মিথ্যা প্রতিপাদন করুক উভয় ক্ষেত্রে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। যদি বলে তার পেটে যা আছে তা আমার কিন্তু গর্ভ কিংবা সন্তানের উল্লেখ করেনি, এরপর সে দাবী করল যে তাতে হাওয়া ছিল এবং বাঁদী তা সত্যায়িত করে তাহলে এক্ষেত্রে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পক্ষান্তরে যদি বাঁদী তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এ দাবী করল যে, না, সেটি সন্তানই ছিল তবে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় গর্ভচ্যুত হয়েছে যার গঠন সুস্পষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে বাঁদীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি স্বীকারোক্তি করল যে তার বাঁদী তার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে, তারপর উক্ত বাঁদী দু' বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সন্তান প্রসব করল এবং অন্য একজন মহিলা এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল এবং বাঁদী দাবী করল যে, এ সন্তানটি ঐ গর্ভেরই কিন্তু মনিব তা অস্বীকার করল তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী তারই উম্মে ওয়ালাদ বলে বিবেচিত হবে। তবে সন্তানের বংশ সম্পর্ক তার থেকে সাব্যস্ত হবে না। যদি মনিব সন্তানটি ঐ গর্ভের হওয়ার স্বীকারোক্তি করে এবং বলে যে, এটি আমার সন্তান অথচ বাঁদী তার এ স্বীকারোক্তির দশ বছর পরে সন্তান প্রসব করেছে তাহলে এ সন্তানটি মনিবের হবে। আর তার কথা "ঐ গর্ভেরই" বাতিল হবে।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তাদের একজন বলল যে, সে তার বাঁদী সম্পর্কে বলেছে যে, আমার দ্বারা সন্তান প্রসব করেছে দ্বিতীয়জন বলল যে, সে তার বাঁদী সম্পর্কে বলেছে, সে আমার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর উভয় সাক্ষী এ ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেছে। অনুরূপ হুকুম হবে যদি তাদের একজন সাক্ষ্য দিল যে, সে এ স্বীকারোক্তি করেছে যে, তার বাঁদী একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়েছে আর অন্যজন সাক্ষ্য দিল যে, সে এ স্বীকারোক্তি করেছে যে, তার বাঁদী একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি নিজ বাঁদীকে বলে তোমার পেটে যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে তা আমার, আর যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে আমার না। তাহলে এক্ষেত্রে পুত্র হোক বা কন্যা হোক উভয় অবস্থায় সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। যদি বলে তোমার পেটে যদি সন্তান থাকে তাহলে তা আমার দুই বছর পর্যন্ত। তারপর সে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করল তাহলে সন্তানের নসব তার সাথেই সম্পৃক্ত হবে। যদি ছয় মাসের বেশী সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করে তাহলে তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। আর উক্ত সময় নির্ধারণ (দুই বছর পর্যন্ত) বাতিল গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি তিন সন্তান বিশিষ্ট বাঁদী ক্রয় করে তারপর তাদের একজনের নসবের দাবী করে তাহলে দেখতে হবে যদি তিনটি সন্তান একই গর্ভসূত্রে জন্ম লাভ করে, তাহলে তাদের সকলের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে, আর যদি বিভিন্ন গর্ভে জন্ম হয় তাহলে শুধু তার নসবই সাব্যস্ত হবে যার নসবের সে দাবী করেছিল। বাকি দু'জন গোলাম হিসাবে থাকবে ইচ্ছা করলে তাদেরকে বিক্রি করে দিবে আর যদি এ সকল সন্তানই তার মালিকানায় জন্ম হয়। যেমন কোন ব্যক্তির বাঁদী বিভিন্ন গর্ভে তিনটি সন্তান প্রসব করল, অতএব যদি সে সকলের ছোট সন্তানটির নসবের দাবী করে তাহলে ছোট সন্তানটির নসবই তার থেকে সাব্যস্ত হবে। সে ইচ্ছা করলে বাকি দু'জনকে বিক্রি করে দিতে পারবে। এটি সর্বসম্মতিক্রমে। আর যদি তাদের বড়টির দাবী করে তাহলে বড় সন্তানটির নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে। মধ্যম এবং ছোট সন্তানদ্বয় তাদের মায়ের (উম্মে ওয়ালাদের) পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং সে তাদেরকে বিক্রি করতে পারবে না। কিন্তু তাদের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে না (মাবসূত)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি যখনই সে নিজ বাঁদীর সাথে সহবাস করত তখন সে আযল[১] করত। তারপর এ বাঁদী কিছুকাল মনিব থেকে গাইব রইল, তারপর সে ফিরে এলো এবং গাইব হওয়ার পর থেকে ছয়মাস অন্তরে সে সন্তান প্রসব করল, মাশায়িখগণ বলেন, এক্ষেত্রে দেখতে হবে যদি সে এমন লোকের কাছে গিয়ে থাকে যে তার দ্বারা অপবাদিত হয়েছে এবং মনিবের প্রবল ধারণা যে, সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তাহলে মনিবের তার সন্তান না হওয়ার ঘোষণা করে দেওয়ার অবকাশ থাকবে যে, এটি আমার সন্তান না আর যদি বাঁদী থেকে কোন ব্যভিচার

১. সহবাসকালীন চরম পুলকের পরম মুহূর্তে বীর্য নারীর যৌনাঙ্গের বাইরে ফেলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কর্ম প্রকাশ না পেয়ে থাকে এবং তার প্রবল ধারণা যে, সে সতীত্ব বজায় রেখেছে। তাহলে এক্ষেত্রে মনিবের জন্য এ সন্তানটিকে অস্বীকার করা অনুচিত হবে বরং তার জন্য এ সাক্ষ্য দেওয়া উচিত যে, উক্ত বাঁদী তারই উম্মে ওয়ালাদ যাতে করে তার মৃত্যুর পর তার সন্তান দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি সহবাস করার সময় আযল না করে এবং তাকে নিজ সংরক্ষণে রাখে তারপর সে একটি সন্তান প্রসব করল তাহলে নৈতিকভাবে তার জন্য ঐ সন্তান কে বিক্রি করা জাইয হবে না বরং তার জন্য এ স্বীকারোক্তি করা উচিৎ যে, এ সন্তানটি আমার। যদি তার সাথে আযল করে কিন্তু তাকে সংরক্ষণে না রাখে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার সন্তান না হওয়ার ঘোষণা দেওয়া জাইয হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৮. মাসআলা ঃ উম্মে ওয়ালাদ যদি তার মনিবের জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায় এভাবে যে, মনিবের ছেলে অথবা পিতা তার সাথে সহবাস করল কিংবা মনিব উক্ত উম্মে ওয়ালাদের মায়ের সাথে কিংবা তার কন্যার সাথে সহবাস করল, এরপর ছয়মাস থেকে বেশী সময়ের অন্তরে তার একটি সন্তান হলো তাহলে স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার পর উক্ত উম্মে ওয়ালাদ থেকে তার যে সন্তান হয়েছে, মনিবের ঐ সন্তানের দাবী করা ব্যতীত সন্তানের নসব তার থেকে সাব্যস্ত হবে না।

অতএব মনিব যদি দাবী করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কারণ হারাম হওয়ার কারণে মালিকানা শেষ হয় না (বাদাঈ)।

১৯. মাসআলা ঃ কোন বাঁদী যদি নিজেকে আযাদ বলে কোন ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়ে তার সাথে বিবাহ করে এবং সে তার ঔরসে একটি সন্তান প্রসব করে তারপর কোন ব্যক্তি ঐ বাঁদীর মধ্যে তার অধিকার সাব্যস্ত করল তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য বাঁদী ও সন্তানের মূল্য এবং সহবাসকারীর পক্ষ হতে মোহর পাওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে।

তারপর বাঁদী যখন আযাদ হবে তখন সন্তানের পিতা তার থেকে সন্তানের মূল্য আদায় করে নিবে। যদি সন্তানের পিতা মনিব থেকে বাঁদীর অর্ধাংশ খরিদ করে নেয় তাহলে উক্ত বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। তবে মনিবকে সে তার অর্ধেক মূল্যের জরিমানা আদায় করবে (মাবসূত)।

কোন ব্যক্তি অন্য কারো বাঁদীকে অপরিচিত এক ব্যক্তি থেকে খরিদ করল কিন্তু সে তার অবস্থা সম্পর্কে জানে না। বাঁদী তার মাধ্যমে একটি সন্তান প্রসব করল। এরপর তার মনিব তার মধ্যে নিজ অধিকার সাব্যস্ত করল এমনকি তার পক্ষে উক্ত বাঁদীর ফায়সালা করে দেওয়া হলো তাহলে সন্তানের পিতা অর্থাৎ ক্রেতার জন্য ধোঁকার কারণে উম্মে ওয়ালাদের মনিবকে সন্তানের মূল্য দিতে হবে (যহীরিয়্যা)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার গোলামকে বলল, এটি আমার পুত্র অথচ এই বয়সের মানুষ ঐ ধরনের ছেলের পিতা হতে পারে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। আর তার মা ঐ ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ হবে কি হবে

না এ ব্যাপারে বিশুদ্ধতম মত হলো যে, সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজ পিতা কর্তৃক সহবাসকৃত বাঁদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানায় তাহলে সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে (কিন্য়াহ)।

পিতা যদি নিজ পুত্রের বাঁদীর সাথে যৌন সংগম করে, তারপর বাঁদী একটি সন্তান প্রসব করল এবং পিতা সে সন্তানের দাবী করল, তাহলে সন্তানের নসব তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। এবং উক্ত বাদী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। পুত্র তাকে সত্যায়িত করুক বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক এবং পিতা সন্দেহবসত যৌন সঙ্গম ঘটার দাবী করুক বা চাই না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

পিতার জন্য উক্ত বাঁদীর মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে। তার মোহর এবং সন্তানের মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে না (কাফী)। তবে এ ভাবে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে, উক্ত বাঁদী বীর্যস্থিতির পর থেকে দাবী করার আগ পর্যন্ত মালিকানায় থাকতে হবে এবং পিতাও ঐ সময় থেকে নিয়ে দাবী করা পর্যন্ত তাসাররুফের অধিকারী হতে হবে। সুতরাং পুত্র যদি বাঁদীকে বিক্রি করে দেয়, এরপর ক্রয় বা অন্য সূত্রে তার মালিকানায় ফিরে আসে এবং তাকে বিক্রি করার পর থেকে ছয় মাসের কম সময়ের অন্তরে সে একটি সন্তান প্রসব করল, তারপর পিতা সে সন্তানটি দাবী করল তাহলে তার এ দাবী সহীহ্ হবে না। যতক্ষণ পুত্র তাকে সত্যায়ন না করে। যেমন কোন অচেনা লোক দাবী করার পর পুত্র তাকে সত্যায়ন করলে এরূপ হুকুম হয়ে থাকে। অনুরূপ পিতা যদি কাফির হয় তারপর সে ইসলাম গ্রহণ করে কিংবা গোলাম হয় তারপর তাকে আযাদ করা হলো কিংবা সে উন্মাদ থাকে তারপর সে সুস্থ হলো এবং বাঁদী তার মুসলমান হওয়া বা আযাদ হওয়া বা সুস্থ হওয়ার পর থেকে নিয়ে দাবী করা পর্যন্ত ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করল, তারপর সে দাবী করল তাহলে তার এ দাবী সহীহ্ হবে না কারণ (শর্ত মুতাবিক) সে তাসাররুফের অধিকারী ছিল না। তবে যদি পুত্র তাকে সত্যায়িত করে তাহলে তার দাবী সহীহ্ হবে (ফাত্হুল কাদীর)। অতএব পুত্র যদি তাকে সত্যায়িত করে তাহলে সন্তানের বংশ সম্পর্ক তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। কিন্তু সে বাঁদীর মালিক হবে না। আর সন্তানটি পুত্রের পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। এজন্য যে, সে তার ধারণা অনুযায়ী নিজ ভাইয়ের মালিক হয়েছে (তাবয়ীন)।

নির্বোধ ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় যদি সন্তানের দাবী করে অথচ সুস্থ হওয়ার পর থেকে নিয়ে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে বাঁদী সন্তান প্রসব করেছে তাহলে কিয়াসের আলোকে উক্ত দাবী সহীহ্ হবে না। কারণ বীর্যস্থিতির সময় সে তাসাররুফের অধিকারী ছিল না। তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে সহীহ্ হবে। কারণ নির্বুদ্ধিতা হক এবং তাসাররুফের অধিকারীকে বাতিল করে না বরং কর্ম-সম্পাদন কে অক্ষম বানিয়ে দেয় (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি পুত্র নিজ বাঁদীকে পিতার সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় এবং তার থেকে বাদীর সন্তান হয় তাহলে সে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

উম্মে ওয়ালাদ হবে না এবং তার উপর সন্তানের মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে না। তবে তাকে মোহর দিতে হবে আর তার সন্তান আযাদ বলে বিবেচিত হবে (ইখতিয়ার শরহুল মুখতার)।

আর যদি উল্লেখিত বাঁদী পুত্রের মুদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ হয় যে, মূল্যের দ্বারা সে পিতার মালিকানায় যেতে পারে না তাহলে এক্ষেত্রে পিতার সন্তানের দাবী করা বাতিল হবে (কিফায়া)।

২২. মাসআলা ঃ দাদা যদি তার নাতীর বাঁদীর সাথে সহবাস করে, এরপর সে তার সন্তানের নসবের দাবী করল তাহলে পিতা বেঁচে থাকলে সন্তানের নসব দাদা থেকে সাব্যস্ত হবে না। কারণ পিতা থাকাকালীন দাদার তাসাররুফের অধিকার থাকে না। সুতরাং পিতা মারা যাওয়ার পরে যদি দাবী করে তাহলে তার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে। অনুরূপ যদি পিতা বেঁচেও থাকে কিন্তু কারণবশত সে তাসাররুফের অধিকার রাখে না যেমন গোলাম হওয়ার কারণে অথবা কাফির অথবা উন্মাদ হওয়ার কারণে এ সকল ক্ষেত্রে তাসাররুফের হক দাদার হবে। কাজেই তার উক্ত দাবী সহীহ্ হবে। আর যদি পিতার তাসাররুফের হক ফিরে আসে যেমন সে দাবী করার পূর্বে মুসলমান হয়ে গেল বা আযাদ হয়ে গেলো বা সুস্থ হয়ে গেল তাহলে এক্ষেত্রে দাদার দাবী কবূল করা হবে না। আর যদি পিতা মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার দাবী মওকুফ থাকবে। অতএব পিতা মুসলমান হয়ে গেলে দাদার দাবী সহীহ্ বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়, কিংবা দারুল হারবে চলে যায় এবং তার দারুল হারবে পৌঁছার হুকুম দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে দাদার দাবী সহীহ্ বলে গণ্য হবে। আর যদি মনিব (পুত্র) বাঁদীকে গর্ভাবস্থায় বিক্রি করে, তারপর সে ক্রয় সূত্রে তার মালিক হলো কিংবা কোন দোষ-ত্রুটি বা খিয়ারের শর্তে অথবা বেচাকেনার চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কারণে তার মালিকানায় ফিরে আসল এবং বাঁদীটি বিক্রি করার পর থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মাঝে সে একটি সন্তান প্রসব করল তাহলে এক্ষেত্রে পিতা এবং দাদা কারো জন্য সন্তানের দাবী করা সহীহ্ হবে না। তবে যদি পুত্র (অথবা নাতী) উক্ত দাবীকে সত্যায়িত করে তাহলে তার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে এবং মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে সন্তানটি বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে (গায়াতুল বায়ান)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার স্ত্রীর বাঁদীর সাথে অথবা তার পিতার বাঁদীর সাথে অথবা তার দাদার বাঁদীর সাথে সহবাস করে তারপর সে সন্তান প্রসব করল এবং ঐ ব্যক্তি সন্তানের দাবী করে তাহলে তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না এবং তার থেকে যিনার হদ্দ রহিত হবে। আর যদি সে দাবী করে যে বাঁদীর মনিব তার জন্য তাকে হালাল করে দিয়েছে তাহলে তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ না মনিব হালাল করে দেওয়ার দাবীকে এবং সন্তানটি তার হওয়ার বিষয়কে সত্যায়ন না করবে। অতএব মনিব যদি উভয় বিষয়ের সত্যায়ন করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে অন্যথায় হবে না। মনিব যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এরপর জীবনের কোন এক সময় সে ঐ বাঁদীর মালিক হয়ে যায় তাহলে তার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ মনিব যদি তার মুকাতাবের বাঁদীর সাথে সহবাস করে এবং বাঁদী কোন সন্তান প্রসব করে এবং মনিব ঐ সন্তানের পিতৃত্ব দাবী করে এমতাবস্থায় মুকাতাব যদি তার সত্যতা স্বীকার করে তাহলে মনিবের সাথে সন্তানটির বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হয়ে যাবে বাঁদীর মোহর এবং সন্তানের মূল্য মনিবের উপর ওয়াজিব হবে। বাঁদীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। মুকাতাব যদি নসবের ব্যাপারে মনিবের দাবী অস্বীকার করে তাহলে নসব সাব্যস্ত হবে না (হিদায়া)।

মুকাতাবের বাঁদীর এ সন্তানটি মনিব যার নসবের দাবী করেছিল কিন্তু মুকাতাবের অস্বীকার করার কারণে তার সাথে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হয়নি। মনিব যদি কখনো এ সন্তানটির মালিক হয় তাহলে মনিব থেকে তার নসব সাব্যস্ত হবে। মাবসূতে উল্লেখ আছে যে, মুকাতাবের সত্যায়নের সূরতে মনিব যদি কখনো ঐ বাঁদীর মালিক হয় তাহলে সে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে (নিহায়া)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার বাঁদীকে মুকাতাব বানায় এবং সে একটি সন্তান প্রসব করে যার বংশ সম্পর্ক জানা নাই এবং মনিব তার পিতৃত্বের দাবী করল, তাহলে সন্তানটির বংশ সম্পর্ক তার সাথে সম্পর্কিত হবে। বাঁদী তাকে সত্যায়িত করুক চাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক এবং সে ছয়মাসের মধ্যে সন্তান প্রসব করুক বা চাই ছয় মাসের বেশী সময়ের মধ্যে, চাই ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। সর্বাবস্থায় দাবী করার ক্ষেত্রে সন্তানের বংশ সম্পর্ক তার সাথে সাব্যস্ত হবে এবং সন্তানটি আযাদ হয়ে যাবে এবং মনিবের উপর এ যাবৎ কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য যে, মুকাতাব বাঁদীটি যদি ছয় মাসের বেশি সময়ের মাঝে সন্তান প্রসব করে তাহলে মনিবের উপর তার মোহর ওয়াজিব হবে। মুকাতাব বাঁদীটির এখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে তার কিতাবাত চুক্তিতে অটল থাকবে। চাইলে অক্ষমতা প্রকাশ করে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

মা'যূনে উল্লেখ আছে ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম যদি কোন বাঁদী ক্রয় করে এবং সে সন্তান প্রসব করে এবং সে সন্তানের দাবী করে তাহলে সন্তানের নসব তার সাথে সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত গোলাম ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত না হয় তাহলে তার দাবী সহীহ্ হবে না। তবে যদি সে সন্দেহজনক সহবাসের দাবী করে তাহলে সহীহ্ হবে (ইতাবিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বাঁদীকে তার একটি কন্যাসহ যা অন্য কারো মাধ্যমে হাসিল হয়েছে খরিদ করে এবং সে তার মাধ্যমে সন্তান প্রসব করে তাহলে এ ক্ষেত্রে বাঁদীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং সে তাকে বিক্রি করতে পারবে না তবে কন্যাটিকে সে বিক্রি করতে পারবে। আর যদি উক্ত বাঁদী অন্য কোন ব্যক্তির বিবাহ দিয়ে দেয় এবং সে তার স্বামী থেকে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে তাহলে সে এই কন্যাকে বিক্রি করতে পারবে না। যদি সে তাদের সকলকে আযাদ করে দেয়, তারপর তাদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার এবং বন্দী করে আনার পর তাদেরকে খরিদ করল তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুযায়ী তারা পূর্বের অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিরে আসবে। সুতরাং তার জন্য বাঁদী এবং তার দ্বিতীয় কন্যাকে বিক্রি করা হারাম হবে, কিন্তু প্রথম কন্যাকে বিক্রি করা হারাম হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, বাঁদীটির বিক্রি হারাম হবে তবে কন্যাদ্বয়ের উভয়কে বিক্রি করা হারাম হবে না (যহীরিয়্যা)।

২৭. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের মালিকানায় বাঁদীটি গর্ভবতী হয় এবং সে একটি সন্তান প্রসব করে। তারপর তাদের একজন তার পিতৃত্বের দাবী করল তাহলে সন্তানের নসব তার সাথেই সাব্যস্ত হবে এবং সম্পূর্ণ বাঁদী তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। তবে তার অর্ধেক মূল্য অপর শরীককে জরিমানা দিবে। এ জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে দাবীদার সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। অপর শরীকের জন্য অর্ধেক মোহরের যামিন হবে তবে সন্তানের মূল্যের যামিন হবে না। তাদের উভয়ে এক সাথে যদি সন্তানের দাবী করে তাহলে সে তাদের উভয়ের সন্তান বলে বিবেচিত হবে।[১] এবং বাঁদীটি উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ হবে। একদিন একজনের আর দ্বিতীয় দিন আরেকজনের খিদমত করবে। তাদের কেউ অপর শরীকের জন্য উক্ত বাঁদীর মূল্যের যামিন হবে না তবে তাদের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক মোহর সাব্যস্ত হবে এবং তা ঐ অর্ধেকের বিনিময়ে কাটা যাবে (যা একজনের অনুকূলে অপর জনের উপর সাব্যস্ত হয়েছে) (বাদাঈ)। এই পুত্র উভয়ের প্রত্যেকের কাছ থেকে পূর্ণ পুত্রের মীরাস লাভ করবে এবং উভয় শরীকদার ঐ পুত্র থেকে একজন পিতার মীরাস (ভাগা ভাগি করে) লাভ করবে (হিদায়া)। যদি উক্ত বাঁদীকে তাদের কেউ আযাদ করে দেয় কিংবা তাদের কেউ মারা যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পূর্ণ বাঁদী আযাদ হয়ে যাবে। তার জন্য উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী আযাদকারীর উপর কোন জরিমানা আরোপ করা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন শরীকদ্বয়ের একজন তার এক-দশমাংশের মালিক আর দ্বিতীয় জন নয়-দশমাংশের মালিক এমতাবস্থায় উক্ত বাঁদী একটি সন্তান প্রসব করে, তারপর উভয়ে এক সাথে ঐ সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত সন্তান উভয়ের পুত্র হবে এবং সে প্রত্যেকেরই পূর্ণ পুত্র বলে বিবেচিত হবে। যদি সে মারা যায় তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অর্ধেক অর্ধেক করে তার মীরাস পাবে। যদি সে কোন অন্যায় আচরণ করে তাহলে উভয়ের অভিভাবকবর্গ তার অন্যায়ের ক্ষতি পূরণ অর্ধেক করে আদায় করবে। যদি বাঁদী অন্যায় আচরণ করে থাকে তাহলে এক-দশমাংশের মালিকের উপর জরিমানার এক-দশমাংশ এবং নয়-দশমাংশের মালিক উপর নয়-দশমাংশ ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে বাঁদীর ওয়ালা তাদের মাঝে বণ্টিত হবে (যহীরিয়্যা)। অনুরূপ হুকুম হবে যদি বাঁদী তিন অথবা চার অথবা পাঁচ শরীকানাধীন হয় এবং তাদের সকলেই সন্তানের দাবী করে তাহলে সকলের সাথে তার বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে। বাঁদীটি তাদের সকলেরই উম্মে ওয়ালাদ হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। যদিও তাদের অংশসমূহ বিভিন্ন পরিমাণের হয় যেমন তাদের

১. এ বিধান শুধু আইনের দৃষ্টিতে, বাস্তবে নয়।

কজনের এক-ষষ্ঠাংশ আরেক জনের এক-চতুর্থাংশ ও তৃতীয় জনের এক-তৃতীয়াংশ এবং চতুর্থজনের বাকী অংশ তাতে কোন পার্থক্য হবে না কাজেই উক্ত সন্তানের নসব তাদের সকলের সাথে সাব্যস্ত হবে। আর বাঁদীর মধ্যে তাদের প্রত্যেকের অংশানুযায়ী সে তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং প্রত্যেকেই তার অংশের যথার্থ মালিক হবে, এমনকি তার খিদমত কামাই এবং উপার্জিত বস্তু তাদের সকলের মাঝে প্রত্যেকের অংশানুযায়ী বণ্টন করা হবে (বাদাঈ)।

২৯. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। উক্ত বাঁদী একই গর্ভে দুই সন্তান প্রসব করেছে। তারপর শরীকদ্বয়ের একজন বড় সন্তানটির (অর্থাৎ যে আগে প্রসবিত হয়েছে) দাবী করল এবং দ্বিতীয় শরীক ছোট সন্তানটির দাবী করল তাহলে এক্ষেত্রে উভয় সন্তান বড়টির দাবীদারের হবে আর যদি সন্তানদ্বয় পৃথক পৃথক দুই গর্ভ থেকে জন্ম হয় তাহলে বড়টির দাবীদারের জন্য বড় সন্তান হবে এবং বাঁদীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। তবে বাঁদীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক মোহর দ্বিতীয় শরীককে জরিমানা দিতে হবে। তবে সন্তানের মূল্যের জরিমানা দিতে হবে না। কারণ তার বীর্যস্থিতি আযাদীর সাথে হয়েছে। আর ছোট সন্তানটির নসব সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির সাথে সাব্যস্ত হবে যে তার পিতৃত্বের দাবী করেছিল সে সন্তানের সম্পূর্ণ মূল্যের জরিমানা প্রথম শরীককে আদায় করবে (ইতাবিয়্যা)।

৩০. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয়ের একজন বলল, তোমার পেটে যা আছে যদি ছেলে হয় তাহলে আমার থেকে আর যদি মেয়ে হয় তাহলে আমার থেকে নয়। উল্লেখিত মাসআলাটির দুই সূরত হতে পারে, প্রথমতঃ এই যে, উভয়ের বক্তব্য একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে। এ সূরতে ঐ গর্ভ থেকে সে যাই প্রসব করুক না কেন তা তাদের উভয়ের হবে। চাই ছেলে হোক বা মেয়ে। আর যদি তাদের কেউ অপরের আগে নিজ বক্তব্য পেশ করে এবং বাদী উভয়ের বক্তব্যের পর থেকে নিয়ে ছয়মাসের কম সময়ের মধ্যে একটি ছেলে অথবা মেয়ে প্রসব করে তাহলে সন্তানটি ছেলে হোক বা মেয়ে উভয় সূরতে ঐ ব্যক্তির হবে যে আগে বক্তব্য দিয়েছে। আর যদি প্রথম বক্তব্য থেকে নিয়ে ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে নিয়ে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানটি দ্বিতীয় শরীকের হবে (যে পরে বক্তব্য দিয়েছে) আর যদি উভয় বক্তব্যের পর থেকে ছয় মাসের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে সন্তানটির নসব তাদের কারো থেকে সাব্যস্ত হবে না। তবে যদি নতুন ভাবে সন্তানের দাবী করে তাহলে সাব্যস্ত হবে (মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ দুই শরীকানাধীন একটি বাঁদী শরীকদ্বয়ের মালিক হওয়ার পর থেকে ছয় মাস অতিক্রম করলে একটি সন্তান প্রসব করে। তারপর শরীকদ্বয়ের একজন বাঁদী দাবী করল (যে এটি আমার কন্যা) এবং অন্য শরীক সন্তানের পিতৃত্বের দাবী করল আর অবস্থা এই যে, তাদের প্রত্যেকেই যার নসবের দাবী করেছে এ ধরনের সন্তান তাদের ঔরসে পয়দা হতে পারে। আর তাদের উভয়ের বক্তব্য একই সাথে প্রকাশ পায় তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানের দাবী উত্তম বলে গণ্য হবে। বিচার-বিবেচনা মুতাবিক বাঁদীর দাবীর তুলনায় সন্তানের দাবী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। কেননা সন্তানের দাবীর অর্থ বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী করা আর বাঁদীর নসবের দাবীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থ তার আযাদীর দাবী করা। আর বাঁদীর উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী তার আযাদীর দাবী থেকে উত্তম (কাজেই সন্তানের দাবী উত্তম বিবেচিত হবে)। অতএব সন্তানের দাবীদারের উপর বাঁদীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক মোহর দ্বিতীয় শরীককে দেওয়া ওয়াজিব হবে। দ্বিতীয় শরীক যেহেতু বাঁদীর (কন্যা হওয়া সূত্রে আযাদীর) দাবী করেছে তাই বলে সন্তানের দাবীদার তার অংশের জরিমানা আযাদ থেকে মুক্তি পাবে না, কেননা তার ধারণা অনুযায়ী উক্ত বাঁদী তার কন্যা ছিল।

আর যদি তাদের মালিক হওয়ার পর থেকে ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করে তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রাধান্যদানের বিষয় মজুদ না থাকার কারণে শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের দাবী সহীহ্ বিবেচিত হবে। কারণ প্রত্যেকের দাবী এক্ষেত্রে আযাদীর দাবী কাজেই তাদের কারো একের উপর অপরের প্রাধান্য হবে না। অতএব সন্তানের দাবীদারের সাথে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে আর বাঁদীর দাবীদারের সাথে বাঁদীর নসব সাব্যস্ত হবে। উল্লেখ্য যে, সন্তানের দাবীদার দ্বিতীয় শরীককে সন্তানের বাবদ সর্বসম্মতি- ক্রমে কোন জরিমানা দিবে না। আর বাঁদীর দাবীদার আর অপর শরীককেও উম্মে-ওয়ালাদের বাবদ কোন জরিমানা দিবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। কেননা বাঁদীর দাবী করার কারণে যেন সে তার শরীকের উম্মে ওয়ালাদকে আযাদ করে দিল। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর নিকট উম্মে ওয়ালাদের দাসত্ব মূল্যহীন। আর সন্তানের দাবীদারের উপর মোহর ওয়াজিব হবে না।

আর যদি উক্ত বাঁদী তাদের মালিকানায় আসার পর ছয় মাস অতিক্রমকালে একটি কন্যা প্রসব করে এবং এ কন্যা যথাসময়ে অন্য আরেকটি কন্যা প্রসব করে। এরপর শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকেই এক এক কন্যার দাবী করে, তাহলে এক্ষেত্রে উভয় দাবী সহীহ্ গণ্য হবে। আর প্রথম কন্যার দাবীদারের উপর দ্বিতীয় শরীকের জন্য শরীকানাধীন বাঁদী অর্থাৎ প্রথম কন্যার মা ও দ্বিতীয় কন্যার নানীর অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি উক্ত বাঁদীকে এ দাবীর পূর্বে হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারী থেকে তার মূল্য উসুল করে নেওয়া হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রথম কন্যার দাবীদার তার দ্বিতীয় শরীকের জন্য বাঁদীর (অর্থাৎ প্রথম কন্যার মা এবং দ্বিতীয় কন্যার নানীর) মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর প্রথম কন্যার মূল্য যার সে দাবী করে ছিল ওয়াজিব হবে না। আর দ্বিতীয় কন্যার দাবীদারের উপর প্রথম কন্যার জন্য সম্পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। আর যদি সে তাদের মালিকানায় আসার পর ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে একটি কন্যা প্রসব করে তারপর এ কন্যা যথাসময়ে অন্য একটি কন্যা প্রসব করে আর বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয় তাহলে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কন্যার নসবের দাবী সহীহ্ হবে কিন্তু প্রথম কন্যার নসবের দাবী সহীহ্ হবে না। কারণ দ্বিতীয় কন্যার দাবী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কেননা দ্বিতীয় কন্যার দাবী করা মূলত উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবী করা আর প্রথম কন্যার দাবীর অর্থ আযাদীর দাবী করা এ জন্য যে, তার বীর্যস্থিতি তাদের মালিকানায় ছিল না। উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় কন্যার দাবীদার প্রথম কন্যার দাবীদারকে প্রথম কন্যার অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক মোহর জরিমানা আদায় করবে তবে প্রথম কন্যার দাবীদারের উপর দ্বিতীয় শরীকের জন্য তার মায়ের বাবদ

কোন কিছু ওয়াজিব হবে না যেমনটি ওয়াজিব হয়েছিল প্রথমোক্ত মাসআলা (শরহে তালখীসিল জামিইল-কাবীর)।

৩২. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন বাঁদীটি তৃতীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে একটি সন্তান প্রসব করে। তারপর ঐ ব্যক্তি বলল যে, তোমরা দু'জনে আমার সাথে তাকে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলে। আর শরীকদ্বয়ের একজন তাকে সত্যায়িত করল। পক্ষান্তরে অপরজন বলল, আমরা তাকে তোমার কাছে বিক্রি করেছি তাহলে উক্ত বাঁদীর অর্ধাংশ উম্মে ওয়ালাদ হবে তবে তা স্থগিত থাকবে এবং সে তাদের কারো খিদমত করবে না। আর বাকি অর্ধাংশ বিবাহ প্রদানের স্বীকারোক্তিকারীর দাস হিসাবে বিবেচিত হবে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য উক্ত বাঁদীর সাথে সঙ্গম করা হালাল হবে না। কারণ এ ব্যক্তি এবং বিবাহ প্রদানের স্বীকারোক্তিকারী উভয় বাঁদীর অর্ধাংশের বিবাহের সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছে। আর এতটুকুর দ্বারা হালাল সাব্যস্ত হয় না। বিক্রির স্বীকারোক্তিকারীর হিস্যা সন্তানের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে এবং সন্তান বাকি অর্ধাংশের মূল্য পরিশোধের জন্য উপার্জন করবে। বিবাহের স্বীকারোক্তিকারীর জন্য ঐ ব্যক্তিকে এবং বিক্রির স্বীকারোক্তি- কারীকে দায়বদ্ধ করার সুযোগ থাকবে না। আর সহবাসকারীর উপর শরীকদ্বয়কে বাদীর পূর্ণমোহর দেওয়া ওয়াজিব হবে। অতএব বিক্রি স্বীকারোক্তিকারী মূল্য হিসাবে গ্রহণ করবে, বিবাহের স্বীকারোক্তিকারী তার অর্ধাংশ মোহর হিসাবে গ্রহণ করবে। বিক্রির স্বীকারোক্তিকারীকে বলা হবে তুমি তোমার দাবী হিসাবে তোমার অংশ গ্রহণ কর। যদি সহবাসকারী ব্যক্তি মারা যায় তাহলে বাঁদী বিবাহের স্বীকারোক্তিকারীর অনুকূলে তার অর্ধেক মূল্যের জন্য উপার্জন করবে।

আর যদি উভয় শরীক বলে আমরা তোমার নিকট তাকে বিক্রি করেছি তাহলে সহবাসকারী ব্যক্তি বাঁদীর মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। তবে শরীকদ্বয়ের পক্ষে তার মোহরের জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর যদি উক্ত বাঁদী অপরিচিত হয় যে, তার মনিব সম্পর্কে জানা না যায় এবং সহবাসকারী ব্যক্তি বলে যে, তোমরা তো তাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছ। কিন্তু তারা বলে যে, না, আমরা তোমার নিকট তাকে বিক্রি করেছি। তাহলে বাঁদীটি উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং তার সন্তান আযাদ হবে। ঐ বক্তির উপর বাঁদীর মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে। তবে সন্তানের মূল্যের জামিন হবে না। ঐ ব্যক্তি শরীকদ্বয়ের জন্য মোহরের যামিন হবে কি যামিন হবে না? এ সম্পর্কে কিতাবে কোন কিছু উল্লেখ নেই। তবে মাশায়িখগণ এতে মতানৈক্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যামিন হবে, কারো কারো মতে যামিন হবে না। যদি সহবাসকারী ব্যক্তি হিবা করার দাবী করে এবং শরীকদ্বয় বিক্রি করার দাবী করে অথচ বাঁদীটি অপরিচিত কিংবা শরীকদ্বয় বলল, তুমি তাকে অপহরণ করেছ সহবাসকারী ব্যক্তি তাদেরকে বলল, তোমরা সত্য বলেছ। তাহলে বাঁদীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং তার উপর শরীকদ্বয়কে বাঁদীর সম্পূর্ণ মূল্য দেওয়া ওয়াজিব হবে।

বাঁদী যদি তাদের সকলের কথাকে সত্যায়িত করে তাহলে তার নিজের ব্যাপারে তার কথাকে সত্যায়িত করা হবে। সুতরাং তাকে শরীকদ্বয়ের বাঁদী হিসাবে বিবেচিত করা হবে। যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহবাসকারী ক্রয়ের দাবী করে আর বাঁদীর মনিব তাকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে কিন্তু সন্তান আযাদ হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি জানা যায় যে, উক্ত বাঁদী স্বীকারোক্তিকারীর। যদি তা জানা না যায় তাহলে সন্তান আযাদ হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৩৩. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন, সে একই গর্ভে দু'টি সন্তান প্রসব করেছে। সন্তানদ্বয়ের একটি জীবিত আর একটি মৃত। তারপর শরীকদ্বয়ের একজন মৃত সন্তানটির দাবী করল আর জীবিত সন্তানটিকে অস্বীকার করল। তাহলে এক্ষেত্রে মৃতের সাথে জীবিত সন্তানটিও তার হবে। তাকে সে অস্বীকার করতে পারবে না। অনুরূপ যদি তাদের প্রত্যেকেই মৃতের দাবী করে কিংবা প্রত্যেকেই উভয় সন্তানের দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে তাদের উভয় থেকে নসব সাব্যস্ত হবে (মাবসূত)।

৩৪. মাসআলা ঃ বাঁদী যদি কোন ব্যক্তি ও তার ছেলে এবং তার দাদার শরীকানাধীন হয় এবং সে একটি সন্তান প্রসব করে। আর তাদের প্রত্যেকেই উক্ত সন্তানের দাবীদার হয় তাহলে দাদার দাবী উত্তম হবে (যহীবিয়্যা)। যদি পুত্র এবং পিতার শরীকানাধীন হয় এবং তারা দু'জনে একই সাথে সন্তানের দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী পিতার দাবী উত্তম হবে। সে বাঁদীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক মোহরের জন্য দায়বদ্ধ হবে। পুত্র শুধু অর্ধেক মোহরের যামিন হবে। অতএব তারা দু'জনে আপোষ ভাগাভাগি করে নিবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৫. মাসআলা ঃ শরীকদ্বয়ের একজন যদি মুসলমান হয় আর দ্বিতীয়জন যিম্মী হয় এবং তারা উভয়ে একই সাথে সন্তানের দাবী করে তাহলে এক্ষেত্রে মুসলমানের দাবী উত্তম হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি যিম্মী দাবীর পূর্বে মুসলমান না হয়। অতএব যিম্মী মুসলমান হওয়ার পর যদি বাঁদী সন্তান প্রসব করে এরপর তারা এক সাথে সন্তানের দাবী করে তাহলে তার নসব উভয় থেকে সাব্যস্ত হবে। কারণ মুসলমান হওয়ার দিক থেকে উভয় সমতুল্য। যদি দাবীদার যিম্মী এবং মুরতাদ হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সন্তান মুরতাদের হবে এবং প্রত্যেকেই একে অপরের জন্য বাঁদীর অর্ধেক মোহরের যামিন হবে (গায়াতুল বয়ান)। যদি দাবীদার কিতাবী এবং অগ্নিপূজক হয় তাহলে কিতাবীর দাবী উত্তম হবে। যদি দাবীদার গোলাম এবং মুকাতাব হয় তাহলে মুকাতাব উত্তম হবে। যদি মুসলমান গোলাম এবং আযাদ কাফির হয় তাহলে আযাদ ব্যক্তিই উত্তম হবে। যদি শরীকদ্বয়ের একজন অপর জনের পূর্বে দাবী পেশ করে তাহলে অগ্রবর্তী দাবীদারই উত্তম হবে চাই সে যেই হোক না কেন (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে দুই ব্যক্তি তাদের একজনের স্ত্রীকে (যে অন্য এক ব্যক্তির বাঁদী) খরিদ করল। তার এক মাস পর সে একটি সন্তান প্রসব করল তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানের নসব স্বামী থেকেই সাব্যস্ত হবে। সে সন্তানের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে না।

৩৬. মাসআলা ঃ যদি দুই ভাই একটি গর্ভবতী বাঁদী খরিদ করে এবং সে একটি সন্তান প্রসব করে। এরপর ভাতৃদ্বয়ের একজন সন্তানের দাবী করল। তাহলে তাকে সন্তানের অর্ধেক

মূল্য জরিমানা দিতে হবে। এক্ষেত্রে আত্মীয়তার সূত্রে উক্ত সন্তান তার চাচার পক্ষ হতে আযাদ হবে না। কারণ নসবের দাবী আত্মীয়তার আগে প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই হুকুম দাবীর দিকেই সম্পর্কিত হবে আত্মীয়তার দিক নয় (যহীবিয়্যা)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বাঁদী সন্তান প্রসব করে তারপর ঐ ব্যক্তি এবং অন্য আরেকজন মিলে উক্ত বাঁদীকে খরিদ করে তাহলে বাঁদীটি ঐ ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ হবে। আর সচ্ছল হোক চাই অসচ্ছল অপর শরীককে বাঁদীর অর্ধেক মূল্য জরিমানা দিবে। অনুরূপ যদি তারা উভয়ে উক্ত বাঁদীকে মীরাস সূত্রে পায় তাহলে একই হুকুম হবে। যদি তারা বাঁদীর সাথে সন্তানকেও মীরাস সূত্রে পায় এবং অবস্থা এই যে অপর শরীক সন্তানের নিকটাত্মীয়, তাহলে সে তাদের উভয়ের পক্ষ হতে আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অপর শরীক যদি নিকটাত্মীয় না হয়ে অপরিচিত হয়, তাহলে শুধু পিতার অংশ আযাদ হবে, সে দ্বিতীয় শরীকের অংশের জন্য উপার্জন করবে। অনুরূপ যদি তারা উক্ত সন্তানকে খরিদ করে কিংবা তাদেরকে হিবা করা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একই হুকুম হবে। অপরিচিত শরীক (ক্রয় অথবা হেবার পূর্বে) তার শরীকের উক্ত সন্তানের পিতা হওয়ার বিষয়টি জানুক বা না জানুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

৩৮. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। উক্ত বাঁদী তার স্বামীর মাধ্যমে একটি সন্তান প্রসব করে। তারপর স্বামী শরীকদ্বয়ের একজন থেকে বাঁদীরও সন্তানের মধ্যে তার অংশ খরিদ করে নিল। অথচ সে (বিক্রেতা শরীক) সচ্ছল, তাহলে সে বাঁদীর মধ্যে দ্বিতীয় শরীকের অংশের জন্য দায়বদ্ধ হবে। অপর শরীক সন্তানের ব্যাপারে ইখতিয়ারাধীন থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রেতাকে দায়বদ্ধ করবে আবার চাইলে তাকে উপার্জন যেতে বাধ্য করবে আর ইচ্ছা করলে তাকে আযাদ করে দিবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত (মাবসূত)।

৩৯. মাসআলা ঃ একটি বাঁদী দুই শরীকানাধীন। শরীকদ্বয় সুস্থাবস্থায় বলল, বাঁদীটি আমাদের একজনের উম্মে ওয়ালাদ। তারপর তাদের একজন মারা গেল তাহলে জীবিত ব্যক্তিকে বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হবে। মৃতের ওয়ারিসদের কে নয়। অতএব সে যদি বলে, এ আমার উম্মে ওয়ালাদ, তাহলে বাঁদীটি তারই উম্মে ওয়ালাদ হবে এবং সে তার অর্ধেক মূল্যের জামিন হবে। তবে বাঁদীর মোহরের জামিন হবে না। কারণ সে বাদীর মালিক হওয়ার পর তার সাথে সহবাস করার স্বীকারোক্তি করে নি কেননা হতে পারে সে তার মালিক হওয়ার পূর্বেই বিবাহের মাধ্যমে তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানিয়ে নিয়েছে আর যদি বলে, সে মৃতের উম্মে ওয়ালাদ তাহলে এ ক্ষেত্রে সে আযাদ হয়ে যাবে মৃতের ওয়ারিসগণ তাকে সত্যায়িত করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। জীবিত ব্যক্তি এবং মৃতের ওয়ারিসদের অনুকূলে বাঁদীর উপর উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। যদি শরীকদ্বয় এ কথা রোগাক্রান্ত অবস্থায় বলে থাকে (এবং মাসাআলা যথাপূর্ব হয়) মৃতের ওয়ারিসগণ বলে যে, তিনি তোমাকেই বুঝিয়েছেন তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি বলে আমাদের পিতা এর দ্বারা যদিও নিজেকেই বুঝিয়েছেন কিন্তু আমরা তাকে সত্যায়িত করছি না, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। অতএব জীবিত ব্যক্তি মৃতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পত্তি হতে বাঁদীর অর্ধেক মূল্যের পাওনাদার হবে। উক্ত বাঁদী তাঁর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে আযাদ হয়ে যাবে (কাফী)। যদি বাঁদী তাদের মালিকানায় সন্তান প্রসব করে এবং তাদের প্রত্যেকেই এ স্বীকারোক্তি করেছে যে এ সন্তানটি তাদের যে কোন এক জনের। তারপর তাদের একজন মারা গেল তাহলে সন্তানটি আযাদ বলে বিবেচিত হবে। জীবিত ব্যক্তিকে বর্ণনা করতে বলা হবে। অতএব সে যদি বলে যে এটি আমারই সন্তান তাহলে তার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে এবং বাঁদীটি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। সে দ্বিতীয় শরীকের (মৃতের) জন্য বাঁদীর অর্ধেক মূল্য ও অর্ধেক মোহরের জন্য দায়বদ্ধ হবে। সুস্থ অবস্থায় বলুক বা রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাতে কোন পার্থক্য হবে না। যদি সে সুস্থাবস্থায় বলে এটি আমার শরীকের সন্তান তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত সন্তানের নসব তাদের দু'জনের কারো থেকে সাব্যস্ত হবে না। সন্তান বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপ বাঁদীও বিনামূল্যে আযাদ হয়ে যাবে। যদি তাদের এ কথাটি মৃত শরীকের রোগাক্রান্ত অবস্থায় হয় তাহলে দেখতে হবে মৃতের ওয়ারিসগণ যদি বলে যে, এটি জীবিত শরীকের উম্মে ওয়ালাদ তাহলে বাঁদী ও সন্তান উভয় আযাদ হয়ে যাবে। জীবিত শরীকের উপর কোন জরিমানা এবং উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। যদি তারা বলে, আমাদের পিতা এ স্বীকারোক্তি করেছে যে, এটা তারই সন্তান, কিন্তু আমরা তাকে সত্যায়িত করছি না। তাহলে এক্ষেত্রে বাঁদী এবং সন্তান উভয় আযাদ বলে গণ্য হবে। ওয়ারিসদের জন্য জীবিত শরীককে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বাঁদীর অর্ধেক মূল্য এবং তার অর্ধেক মোহর দেওয়া ওয়াজিব হবে। বাঁদীর উপর কারো জন্য উপার্জন করা ওয়াজিব হবে না। সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সন্তানের নসব মৃত শরীক হতে সাব্যস্ত হবে (মুহীত ঃ সারাখসী)।

كِتَابُ الأَيْمَانُ

অধ্যায় ঃ কসম

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ কসম

[এ অধ্যায়ে বারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

কসমের সংজ্ঞা, রুকন, শর্ত এবং হুকুমের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কসমের সংজ্ঞা কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে হলফকারী ব্যক্তির সংকল্পকে যে আক্‌দ (চুক্তি) দ্বারা সুদৃঢ় করা হয়, এ জাতীয় আক্‌দকে শরীআতের পরিভাষায় কসম বলা হয় (কিফায়া)।[১]

কসম দুই প্রকার ঃ ১. আল্লাহ বা তাঁর কোন গুণাবলীর উপর কসম করা। ২. গায়রুল্লাহ অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে বা অন্য কিছুর নামে কসম করা। প্রকৃত পক্ষে এই শেষোক্ত কসম হচ্ছে শর্তের সাথে কোন জাযা (جزاء) (ফলাফল)-কে সংযুক্ত করে দেওয়া। (কাফী)।

গায়রুল্লাহ্‌র কসম আবার দুই প্রকার ঃ ১. প্রথম প্রকার। যেমন পিতা-মাতা, নবী-রাসূল, ফেরেশতা; সাওম, সালাত, অন্যান্য ইবাদত কা'বা, হারাম, যমযম, ইত্যাদি। ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা। এ জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা জাইয নয়। ২. দ্বিতীয় প্রকার হল, শর্ত ও জাযা (প্রতিজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার ফলাফল)-এর মাধ্যমে কসম করা। এই প্রকার কসম আবার দুই প্রকার। ১. ইয়ামীন বিল কুর্‌ব (يمين بالقرب) অর্থাৎ, নেক আমলের কথা উল্লেখ পূর্বক কসম করা। ২. ইয়ামীন বি-গায়রিল্‌-কুর্‌ব (يمين بغير القرب) অর্থাৎ, নেক আমল

১. কসম শব্দটি আরবী। অর্থ শপথ। কসমের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে, ইয়ামীন ও হলফ। ইয়ামীনের বহুবচন আয়মান। আর হলফ হতে কর্তৃবাচ্য হালিফ (حالف)। অর্থ শপথকারী ব্যক্তি। মুস্‌তাহলিফ (مستحلف) অর্থ এমন ব্যক্তি যে কসম লয় বা করায়। তাহলীফ (تحليف) অর্থ কসম করানো। মাহ্‌লূফ (محلوف) অর্থ যাকে কসম করানো হয়। কসম কখনো কখনো কোন বিষয়ের উপর মুআল্লাক (معلق) অর্থ শর্তযুক্ত থাকে। যেমন কেউ বলল, যদি এরূপ হয় তবে সে আযাদ। আবার কখনো কখনো এর দ্বারা শুধমাত্র খবর দেওয়া উদ্দেশ্য হয় যেমন বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ কাজটি করব। এক্ষেত্রে কসম কোন কিছুর সাথে শর্তযুক্ত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নয় এমন কাজের কথা উল্লেখ পূর্বক কসম করা। ইয়ামীন বিল কুর্‌ব যেমন কেউ বলল, যদি আমি এরূপ করি তবে আমার উপর সাওম, সালাত, হজ্জ বা উমরা আদায় করা কিংবা উট বা হাদী কুরবানী দেওয়া, অথবা গোলাম আযাদ করা বা সাদাকা ইত্যাদি করা ওয়াজিব। ইয়ামীন বি-গায়রিল কুর্‌ব। যেমন তালাক বা দাস মুক্ত করা ইত্যাদির কসম বা প্রতিজ্ঞা করা (বাদাঈ)।

২. **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্‌র নামে কসম করার রুকন হল, আল্লাহ্‌র সত্ত্বাবাচক নাম বা গুণবাচক নাম উল্লেখ করা। আর গায়রুল্লাহ্‌র নামে কসম করার রুকন হল কসম বাক্যে প্রতিজ্ঞা যোগ্য (شرط صالح) এবং প্রতিজ্ঞার ফলাফল যোগ্য বিষয় (جزاء صالح) উল্লেখ করা (কাফী)। প্রতিজ্ঞাযোগ্য বিষয় হওয়ার মর্ম হল বিষয়টি কার্যত: বিদ্যমান না থাকলেও বাস্তবে তা (বিদ্যমান) হওয়ার সম্ভাবনা থাকা। আর প্রতিজ্ঞার ফলাফলযোগ্য হওয়ার মর্ম হল, শর্ত পাওয়া গেলে যা পাওয়া সুনিশ্চিত বা যা পাওয়া যাওয়া অধিক সম্ভাবনাময়। এটা তখনই হবে। যদি প্রতিজ্ঞার ফলাফল (جزاء) মালিকানা (ملك) মালিকানার سبب (কারণ)-এর দিকে সম্বোধনকৃত হয় এবং তা এমন বস্তু হয় যার ভিত্তিতে কসম (প্রতিজ্ঞা) করা যায়। পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি এমন না হয় তবে কসম সংঘটিত হবে না। যেমন উকীল নিয়োগ করা বা ব্যবসার জন্য কাউকে অনুমতি প্রদান করা। কাজেই কেউ যদি বলে, আমি যদি এরূপ করি তবে তোমাকে উকীল নিয়োগ করলাম বা তোমাকে ব্যবসার জন্য অনুমতি প্রদান করলাম। এতে কসম (প্রতিজ্ঞা) সংঘটিত হবে। ইমাম খাহার যাদা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তালখীসুল জামিইল কবীর কিতাবের ব্যাখ্যা গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৩. **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্‌র নামে কসম করার ক্ষেত্রে বহু শর্ত রয়েছে। কসমকারী ব্যক্তিকে আকিল (সুস্থ মস্তিষ্ক) ও বালিগ হতে হবে। কাজেই পাগল ও নাবালিগের কসম সহীহ্ হবে না। যদিও সে (নাবালিগ) জ্ঞানবান হয়। মুসলমান হওয়া। কাফির ব্যক্তির কসম সহীহ্ নয়। যদি কোন কাফির ব্যক্তি কসম করার পর সে মুসলমান হয়ে যায় এবং ঐ কসম পুরা না করে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না –(বাদাঈ)। মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হওয়ার কারণে কসম বাতিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় সে লোক যদি পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে তবে কসমের হুকুম পুনরায় আর তার উপর বর্তাবে না (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। কসম সহীহ্ হওয়ার জন্য আযাদ হওয়া শর্ত নয়। কাজেই গোলামের কসমও সহীহ্ হবে। তবে কসম ভঙ্গ করার কারণে নগদভাবে মালের দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো কোন মালের মালিকই নয়। অবশ্য সাওমের দ্বারা কাফ্‌ফারা (كفارة بالصوم) আদায় করার বিষয়টি তার উপর ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে দাস-দাসীর মালিক তাদেরকে রোযা রাখা থেকে বারণ করতে পারবে। এমনিভাবে সাওম ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণের সাথে গোলামের সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে যে সাওম ওয়াজিব হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রেও মুনীব তাকে বারণ করতে পারবে। যেমন মানতের রোযা। বস্তুত: সাওমের দ্বারা কাফ্‌ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে আমাদের ইমামগণের মতে কসম সহীহ্ হওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্ততাও শর্ত নয়। কাজেই কেউ যদি চাপের মুখে কসম করে তবে তাও সহীহ্ হবে। এমনিভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কসম করাও তা সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কাজেই কেউ যদি ভুলে বা ঠাট্টার ছলে কসম করে তবে তাও সহীহ্ হবে। এটিই আমাদের মাযহাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪. **মাসআলা ঃ** মাহলূফ আলায়হি (محلوف عليه) অর্থাৎ, যে বিষয়ের উপর শপথ করা হবে সে বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হল, কসমের সময়ই বাস্তবভাবে এর সম্ভাবনাময় হতে হবে। প্রকৃত পক্ষে একটি কসম সংঘটিত হওয়ার জন্যও একটি শর্ত। অতএব বাস্তবভাবে যে বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব এ জাতীয় বিষয়ের উপর কসম করার সময় কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাবনাময় ছিল কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে তাহলে এ অবস্থায় কসম আর বাকী থাকবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। প্রকৃতপক্ষে যে বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব নয় কিন্তু সচরাচর (عادة) এর অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়েছে এ জাতীয় বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাবনাময় হওয়া আমাদের ইমামত্রয়ের কারো মতেই তা শর্ত নয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে যে বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব নয় কিন্তু সচরাচর অসম্ভব হয়ে পড়েছে এ জাতীয় বস্তুর উপরও শপথ সংঘটিত হবে।

৫. **মাসআলা ঃ** কসমের রুক্‌নের মধ্যে যে শর্তটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তা হচ্ছে, কসম বাক্যটি ইসতিছনা (استثناء) হতে মুক্ত হতে হবে। যেমন কেউ বলল, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (যদি আল্লাহ্ চান), اِلاَّ اَن يَشَاءَ اللّٰهُ (কিন্তু যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন) ماشاء الله (আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন); কিন্তু যদি ভিন্ন কিছু আমার নিকট স্পষ্ট হয়, অথবা বলে, আমি যদি ভিন্ন কিছুর ইচ্ছা করি বা পসন্দ করি কিংবা বলে, যদি আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন, সহজ করে দেন অথবা বলে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে বা আল্লাহ্ সহজ করলে ইত্যাদি। যদি কসম বাক্য উচ্চারণের পর পরই শপথকারী ব্যক্তি কোনরূপ বিরতি না দিয়ে উপরোক্ত শব্দসমূহের কোন একটি ব্যবহার করে তবে কসম সংঘটিত হবে না। পক্ষান্তরে যদি বিরতি দিয়ে না মিলিয়ে এসব শব্দ ব্যবহার করে তবে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে।

৬. **মাসআলা ঃ** গায়রুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বা অন্য কারো নামে কসম করা বা প্রতিজ্ঞা ক্ষেত্রেও বহু শর্ত রয়েছে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঐসব শর্ত অনিবার্য হবে যা তালাক ও দাসমুক্ত করণ জাইয হওয়ার জন্য শর্ত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। মূলতঃ তালাক বা দাস মুক্ত করার মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা করা হলে সে প্রতিজ্ঞা সংঘটিত হওয়ার জন্যই এই শর্তটি ধর্তব্য হয়ে থাকে। আর তালাক ও দাস মুক্ত করণের ক্ষেত্রে যা শর্ত নয় এক্ষেত্রেও তা শর্ত হিসাবে ধর্তব্য হবে না। মাহলূফ আলায়হি (محلوف عليه) অর্থাৎ যে বস্তুর উপর কসম বা প্রতিজ্ঞা করা হবে সেক্ষেত্রে শর্ত হল, বস্তুটি এমন হতে হবে যা ভবিষ্যৎ সংঘটিত বা বিদ্যমান হবে। কাজেই যে বস্তুটি হালে বিদ্যমান আছে এর উপর শর্তযুক্ত কোন প্রতিজ্ঞা করা হলে সে প্রতিজ্ঞা সহীহ্ হবে না। বরং বিষয়টি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যাবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল, যদি আকাশটি আমাদের উপরে থাকে তবে তুমি তালাক, তাহলে ঐ মহিলার উপর তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হয়ে যাবে। আর যাকে তালাক বা 'ইতাকের (দাস মুক্তির) উপর প্রতিজ্ঞা করানো হবে তার ক্ষেত্রে শর্ত হল, তাতে উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির মালিকানা থাকতে হবে অথবা তালাক বা 'ইতাককে মালিকানা বা মালিকানার سبب (কারণ)-এর দিকে اضافت (সম্বোধন) করতে হবে। স্মর্তব্য যে, ইয়ামীন বি গায়রিল্লাহ্‌র রুক্‌নের ক্ষেত্রে ঐসব শর্ত ধর্তব্য হবে যা আল্লাহ্‌র নামে কসম করার রুক্‌নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপর প্রতিজ্ঞা করার সময় কেউ যদি ان اعاننى الله (যদি আল্লাহ্ আমাকে

সাহায্য করেন) অথবা بمعونة الله (আল্লাহ্‌র সাহায্যে) শব্দটি যোগ করে দেয় এবং এর দ্বারা ইসতিছনার ইরাদা করে তবে ديانة (নীতিগত দিক থেকে) উক্ত ব্যক্তি ইসতিছনাকারী বলে গণ্য হবে।১ কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কসম সহীহ্ হওয়ার জন্য অন্যতম একটি শর্ত হল, শর্ত ও শর্তের ফলাফল এই দুইয়ের মধ্যে কোন কিছুকে অন্তর্ভুক্ত না করা। এ জাতীয় কোন জিনিসকে শর্ত ও জাযা (শর্তের ফলাফল)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হলে কসম এবং প্রতিজ্ঞা বাকী থাকবে না। বরং বিষয়টি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

৭. **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্‌র নামে কসম করা (يمين بالله) তিন প্রকার। (১) ইয়ামীনে গামূস (اليمين الغموس), (২) ইয়ামীনে লগব (يمين لغم), (৩) ইয়ামীনে মুনআকিদা (يمين منعقده)। ইয়ামীনে গামুস ঃ অতীত কিংবা বর্তমান কালের কোন বিষয়কে সাব্যস্ত করা বা অস্বীকার করার জন্য স্বেচ্ছায় মিথ্যামিথ্যি কসম করাকে শরীআতের পরিভাষায় ইয়ামীনে গামুস বলা হয়। এ জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি মারাত্মক গুনাহ্‌গার বলে সাব্যস্ত হবে। তার উপর তাওবা ও ইস্‌তিগফার ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। (২) ইয়ামীনে লগব (يمين لغم) অতীত বা বর্তমানকালের কোন বিষয়কে নিজ ধারণা মতে সত্য জ্ঞান করে কসম করা। অথচ বিষয়টি এর বিপরীত। এ জাতীয় কসমকে ইয়ামীনে লগব বলা হয়। যেমন কেউ বলল, আল্লাহর কসম। আমি এরূপ করেছি। অথচ বাস্তবে সে তা করে নি। কিন্তু তার ধারণা যে, সে তা করেছে। অথবা কেউ বলল, আমি এরূপ করি নি। অথচ সে তা করেছে। কিন্তু তার ধারণা হল সে এ কাজ করে নি।.অথবা কেউ দূর থেকে এক ব্যক্তিকে দেখে বলল, আল্লাহর কসম! সে যায়দ এবং তার ধারণাও তাই। অথচ বাস্তবে সে হচ্ছে আমর (অন্য ব্যক্তি)। অথবা দূর থেকে কেউ একটি পাখি দেখে বলল, আল্লাহ্‌র কসম এটি একটি কাক এবং তার ধারণাও তাই। অথচ এটি কাক নয়। বরং এটি একটি চিল। এ জাতীয় কসমের কারণে আশা করা যায় যে, কসমকারী ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে না। যদি অতীতকালের কোন কাজের উপর ইচ্ছাকৃত কসম করা হয় তবে আমাদের মাযহাবে এতে দুনিয়া-আখিরাতে কোন হুকুম বর্তাবে না। (বরং তা লগব (বেহুদা) কসম হিসাবে গণ্য হবে।) (৩) ইয়ামীনে মুনআকিদা (يمين منعقده) ঃ ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে কসম করাকে শরীআতে ইয়ামীনে মুন্‌আকিদা বলা হয়। এ জাতীয় কসম ভঙ্গ করা হলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (কাফী)।

৮. **মাসআলা ঃ** মুন্‌আকিদা কসমের হিফাযত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তা চার প্রকার। (১) এক প্রকার কসম যা পুরা করা ওয়াজিব। যেমন কেউ কোন নেক আমল করার ব্যাপারে কসম করল, যা করার জন্য সে আদিষ্ট অথবা গুনাহের কাজ না করার ব্যাপারে কসম করল, যা না করার জন্য সে আদিষ্ট। এ জাতীয় কসমের রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন তার উপর ওয়াজিব। কসম করার পর এর তাকীদ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। (২) এমন কসম যার বাস্তবায়ন তার জন্য অর্থাৎ কসমকারীর জন্য জাইয নেই। যেমন কেউ নেক আমল না করার ব্যাপারে অথবা গুনাহের কাজ করার ব্যাপারে কসম করল তবে তার উপর অপরিহার্য হল কসম ভঙ্গ করে

১. অর্থাৎ সে শপথকারী বলে গণ্য হবে না।

এর কাফ্‌ফারা আদায় করে দেওয়া। (৩) এমন কসম যা পূর্ণ করা এবং ভঙ্গ করা উভয়ই ইচ্ছাধীন। তবে বহাল রাখার তুলনায় ভঙ্গ করাই উত্তম। বরং তা মুস্তাহাব। (৪) এমন কসম যা পূর্ণ করা বা ভঙ্গ করা উভয়ই সমান এবং ইচ্ছাধীন। কিন্তু ভঙ্গ করার চেয়ে পূর্ণ করাই উত্তম (মাবসূত ঃ শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী)।

৯. **মাসআলা ঃ** তালাক 'ইতাক (দাস মুক্তকরণ) বা এ জাতীয় কোন বিষয়ের কসম যদি ভবিষ্যতকালের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তা মুন্‌আকিদা কসমের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। আর যদি অতীতকালের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তাতে লগব (لغو) ও গামূস (غموس) কসম হতে পারবে না। কিন্তু যদি বাস্তবে কসমের বিপরীত পাওয়া যায় বা কোন কিছুই জানা না যায় তবে তৎক্ষণাৎ তালাক পতিত হয়ে যাবে। মানতের সাথে কসম করলে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা তখন এটি نجيز (হালে পতিত হওয়ার যোগ্য) বলে গণ্য হবে (ঈযাহ)। কেউ যদি বলে ঐ ব্যক্তি যদি অমুক (খালিদ) না হয় তবে আমার উপর হজ্জ ওয়াজিব। পরে বাস্তবেই দেখা গেল যে, সে অমুক (খালিদ) নয়। অথচ এই প্রতিজ্ঞাবাণী ব্যক্ত করার সময় ঐ লোকটি অমুক (খালিদ) হওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাকারীর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এ অবস্থায় তার উপর তৎক্ষণাৎ হজ্জ অপরিহার্য হয়ে যাবে (খুলাসা)। শপথকারী ব্যক্তি যে বিষয়ের উপর শপথ করেছে তা সে ইচ্ছাকৃতভাবে করুক বা ভুলে করুক বা চাপের মুখে পড়ে করুক সবই সমান। অর্থাৎ এতে সে কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে বিষয়ের উপর কসম করা তা বেহুশ বা পাগল অবস্থায় বাস্তবায়িত করা হলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ঐ লোকটির কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। ঘুমন্ত অবস্থায় কসম করলে তা সহীহ্ হবে না (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)।

১০. **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্‌র নামে কসম করা মাকরূহ নয়। তবে (কথায় কথায়) বেশী বেশী কসম করার চাইতে কসম কম করা ভাল। কোন কোন ইমামের মতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা মাকরূহ। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে তা মাক্‌রূহ নয়। কেননা এতে অঙ্গীকার পাকাপোক্ত হয়। বিশেষভাবে আমাদের এই বর্তমান যমানায় (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে কথার দ্বারা কসম বা প্রতিজ্ঞা হয় এবং যে কথার দ্বারা কসম বা প্রতিজ্ঞা হয় না

[এ পরিচ্ছেদে দু'টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ যালিম ব্যক্তি কর্তৃক কসম করানো এবং যে কসম করায় তার নিয়্যতের বাইরে শপথকারী ব্যক্তির ভিন্ন কোন নিয়্যত করা।

১. মাসআলা ঃ আল্লাহ্ শব্দের দ্বারা কসম করা জাইয। এমনিভাবে আল্লাহ্র পবিত্র নামসমূহের থেকে কোন এক নামের দ্বারা কসম করাও জাইয। যেমন রাহমান, রাহীম ইত্যাদি। কসমের ব্যাপারে আল্লাহ্র সমস্ত নামই সমান। চাই এসব নামের সাথে কসম করার বিষয়টি মানুষের অবগতিতে থাকুক বা না থাকুক। এটিই আমাদের ইমামগণের যাহিরী (প্রকাশ্য) মাযহাব। আর এটিই সহীহ্ অভিমত। আল্লাহ্র সিফাত (গুণাবলী) সমূহ থেকে যেসব সিফাতের দ্বারা কসম করার প্রচলন সমাজে আছে এর দ্বারা কসম করাও সহীহ্ আছে। যেমন আল্লাহ্র ইয্যতের কসম (وعزة الله), তাঁর মহিমার কসম (وجلاله), তাঁর বড়ত্বের কসম (وكبريائه) ইত্যাদি। মা ওয়াবাউন নাহ্র এর ফকীহ্গণ এ মতটিকে পসন্দ করেছেন (কাফী)। বিশুদ্ধতম মতে আল্লাহ্র গুণাবলী উল্লেখ করে কসম করার ক্ষেত্রে ওরফ বা দেশ প্রথার বিষয়টি ধর্তব্য হবে (শরহুন নিকায়া ঃ আল বুরজন্দী)। কেউ যদি বলে আমার রবের কসম, আরশের রবের কসম বা জগতসমূহের রবের কসম, তবে সে শপথকারী হয়ে যাবে (বাদাঈ)। এতে কোন দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি বলে, হকের কসম! আমি এরূপ করিনি তবে এটি কসম হিসাবেই গণ্য হবে (মাবসূত)। কেউ যদি (بالحق لا افعل না বলে والحق لاافعل) (হকের দ্বারা কসম করে বলছি, আমি এ কাজ করিনি) তবে এটিও কসম হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি حقا لا افعل বলে এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র নাম বুঝানো উদ্দেশ্য হয় তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে। কেউ যদি بحق الله لا افعل বলে তাবে এটিও কসম হিসাবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি وحق الله বলে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর একটি রিওয়ায়েতও বটে। আর এটিই সহীহ্ অভিমত। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র)-এর মতে وحرمة الله (আল্লাহ্র সম্মানের কসম) শব্দটি وحق الله এর অনুরূপই। (খুলাসা) কেউ যদি وعظمة الله) আল্লাহ্র আযমতের কসম), وملكوت الله (আল্লাহ্র রাজত্বের কসম), وقدرة الله (আল্লাহ্র কুদরতের কসম) বলে, চাই সে এর দ্বারা কসমের নিয়্যত করুক বা না করুক এতে তার কসম সংঘটিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি وجبروت الله (আল্লাহ্র মাহাত্মের কসম) বলে তাহলে এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কোন ব্যক্তি وقوة الله (আল্লাহ্র শক্তির কসম) وارادة الله (আল্লাহ্র ইচ্ছার কসম), ومحبة الله (আল্লাহ্র মহব্বতের কসম) বা وكلام الله (আল্লাহ্র কালামের কসম) বলে তবে সে শপথকারী হিসাবে গণ্য হবে (বাদাঈ)। কেউ যদি وامانة الله (আল্লাহ্র আমানতের কসম) বলে তবে এতে কসম হয়ে যাবে। ইমাম তাহাবী (র) বলেন, এতে কসম সংঘটিত হবে না। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর একটি রিওয়ায়েতও বটে। যদি وعهد الله (আল্লাহ্র অঙ্গীকারের কসম) وذمة الله (আল্লাহ্র যিম্মাদারীর কসম) বলে, তবে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এরূপ করব না, অথবা বলে, আমি আল্লাহ্র নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এরূপ করব না, অথবা বলে, আমি হলফ করছি, অথবা আমি আল্লাহ্র নামে হলফ করছি; অথবা আমি কসম করছি অথবা আমি আল্লাহ্র নামে কসম করছি অথবা বলে যে, আমি দৃঢ় সংকল্প করছি অথবা আমি আল্লাহ্র নামে সংকল্প করছি অথবা বলে যে, তার উপর প্রতিজ্ঞা রয়েছে অথবা তার উপর আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা রয়েছে যে, সে এরূপ করবে না অথবা বলে যে, তার উপর আল্লাহ্র দেওয়া যিম্মাদারী হল যে, সে এরূপ করবে না তবে উপরোক্ত ক্ষেত্রে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, তার উপর একটি শপথ রয়েছে অথবা আল্লাহ্র শপথ রয়েছে অথবা বলে, لعمر الله (আল্লাহ্র কসম) অথবা বলে, তার উপর একটি মানত আছে অথবা বলে, তার উপর আল্লাহ্র প্রতি একটি মানত আছে যে, সে এ কাজ করবে না তবে এতেও কসম সংঘটিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, বিস্মিল্লাহ্ আমি এরূপ করব না তবে পসন্দনীয় মতে তার কসম হবে না। কিন্তু যদি সে কসমের নিয়্যত করে তবে কসম হয়ে যাবে। (আল্ ফাতাওয়াল ইতাবিয়্যা)। আর যদি وبسم الله (আল্লাহ্র নামে কসম) বলে তবে কসম হয়ে যাবে। (খুলাসা)। যদি وايم الله (ওয়াআয়মুল্লাহি! আল্লাহ্র কসম) আমি এরূপ করব না তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি ايمن الله (আয়মানুল্লাহি), হামযাতে যের দিয়ে ايم الله (ঈমুল্লাহি), এবং من অক্ষরের মীমে যের, যবর বা পেশ দিয়ে مَنَ الله - مِنُ الله বা مُنُ الله বলে তবে এসব ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি বলে وميثاق الله (আল্লাহ্র অঙ্গীকারের কসম) তবে তার কসম হয়ে যাবে (কাফী)। অনুরূপভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ যদি বলে, আমার উপর আল্লাহ্‌র কসম, অথবা যদি বলে, আমার উপর আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা রয়েছে তবে এসবক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে ('ঈযাহ)। যদি কেউ বলে الطالب والغالب (আত্ তালিব ওয়াল গালিব) আমি এরূপ করব না, তবে তা শপথ হিসাবে গণ্য হবে। এটি বাগদাদবাসী লোকদের প্রচলন বা দেশ-প্রথা (মুহীত)। কেউ যদি বলে, بالله আমি এ কাজ করব না এবং ها অক্ষরে জযম, যবর বা পেশ যুক্ত করে পড়ে তবে এ কথা কসম বলে গণ্য হবে। যদি বলে, لافعلن كذا الله (আল্লাহ্! আমি অবশ্যই এ কাজ করবো) এবং ها অক্ষরকে সাকিন বা যবর পড়ে তবে এতে কসম হবে না। কেননা এখানে حرف القسم (কসমের অক্ষর) যুক্ত করা হয়নি। কিন্তু এতে যদি যের যুক্ত করা হয় তাহলে তা কসম বলে গণ্য হবে। কেননা যের স্বরচিহ্নটি এ কথা প্রমাণ করে যে, পূর্বে একটি حرف جار আছে। আর সেটিই হল কসমের অক্ষর (حرف القسم)। যদি বলে, بلـه لا افعل كذا (বালাহ্ আমি এ কাজ করব না) তবে ফকীহ্‌গণের মতে এতে কসম হবে না। কেননা সে আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করেনি। কিন্তু যদি بـ অক্ষরে যের যুক্ত করা হয় এবং এর দ্বারা কসমের নিয়্যত করা হয় তবে কসম হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. **মাসআলা ঃ** যদি কেউ الله الله (আল্লাহ্ আল্লাহ্) বলে তবে তা কসম বলে গণ্য হবে। (ইতাবিয়্যা)। যদি বলে لله (লিল্লাহ) তবে তাতেও কসম হবে। আজনাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম আমি যদি ঘরে প্রবশ করি তবে এ কথা কসম বলে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি বলে, যদি এই কাজ করি তবে আমি অগ্নিপূজক থেকেও নিকৃষ্ট, তাহলে তা কসম বা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে। যদি বলে, এই কাজ করলে আমি ইয়াহূদী বা কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তাহলে এ ক্ষেতেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে যে, আমি 'ঈলা করেছি অথবা বলে যে, আমি এরূপ না করার সংকল্প করেছি তবে এ কথা শপথ হিসাবে গণ্য হবে (ঈযাহ)। তাজরীদ গ্রন্থে আছে, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কসমের মধ্যে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার দ্বারা কসম করা যায় না, যেমন বলল, আমি যদি দাঁড়াই বা বসি তবে তুমি তালাক, তাহলে এ কথা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে। (খুলাসা)। কেউ যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে যেমন নবী (সা) অথবা কা'বা তবে সে শপথকারী বলে গণ্য হবে না (হিদায়া)। কেউ যদি কা'বা থেকে সম্পর্কচ্ছেদের কসম করে যেমন বলল, আমি যদি এই কাজ করি তবে কা'বা শরীফের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না তবে এ কথা কসম বলে গণ্য হবে (শরহুল মুখতারের এটাই পসন্দনীয় রায়)।

৫. **মাসআলা ঃ** "আসল" গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি واوقسم এর সাথে والقرآن (ওয়াল কুরআন) বলে তবে এতে কসম হবে না। এ কথাটি ইমাম মুহাম্মদ (র) مطلقا (সাধারণ অর্থে) উল্লেখ করেছেন। এর মর্ম হল, আমাদের সমাজে কুরআন মজীদের কসম করার প্রচলন নেই। বস্তুতঃ والقرآن কথাটি وعلم الله (আল্লাহ্‌র ইলমের কসম) এর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপই। কাজেই وعلم الله বলাতে যেভাবে কসম হয় না, ঠিক তদ্রূপ والقرآن বলার দ্বারাও কসম হবে না। ফকীহগণ বলেন, এটি তৎকালীন যুগের কথা। পক্ষান্তরে আমাদের যুগে এ কথার দ্বারা কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। এই অভিমতটিকেই আমরা গ্রহণ করি, এ অনুসারেই আমরা নির্দেশ দেই এবং এটিই আমাদের বিশ্বাস। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আবরাযী (র) বলেন, কেউ যদি কুরআন মজীদের কসম করে তবে তা কসম হিসাবেই গণ্য হবে। আমাদের জমহুর মাশায়িখে কিরাম এই মতটি গ্রহণ করেছেন (মুযমায়াত)। কেউ যদি বলে, নবী কারীম (সা) এবং কুরআন মজীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে (কাফী)। 'আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমার শাফাআত নসীব হবে না, এতে কসম হবে কি না? জবাবে তিনি বলেছেন, হাঁ, কসম হয়ে যাবে। কিন্তু অপরাপর ফকীহগণ বলেছেন যে, এতে কসম হবে না। আর এটিই সহীহ্ অভিমত। (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি বলে, আমি যদি এ কাজ করি তবে কুরআন মজীদ, কিবলা, সালাত অথবা রমাযানের সিয়াম সাধনার সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না, তাহলে এতে কসম হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় রায়। আসমানী চার কিতাব থেকে কেউ যদি সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যেসব জিনিষ থেকে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করা কুফ্‌রী সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম হবে (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, কোন ধর্মগ্রন্থের সাথে আমার সম্পর্ক নেই তবে তাতে কসম হবে না। কিন্তু যদি বলে ধর্মগ্রন্থে যে বিধান আছে এর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই তবে তা কসম বলে গণ্য হবে (কাফী)।

৬. **মাসআলা ঃ** ফিকাহ্ এর কিতাব বা হিসাবের রেজিষ্ট্রার যাতে বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম লেখা আছে তা হাতে নিয়ে যদি কেউ বলে, আমি যদি এ কাজ করি তবে এতে যা আছে তা থেকে আমি মুক্ত। এরপর সে তা করল, তাহলে তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে, যেমন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম থেকে আমি সম্পর্ক ছিন্ন বললে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়ে থাকে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ বলে, انا برى من المغلظة او مما فى المغلظه (আমি এই দবীজ বস্তুটি থেকে মুক্ত সম্পর্কহীন অথবা বলে এই দবীজ বস্তুটিতে যা আছে তা থেকে আমি সম্পর্কহীন) তবে এতে কসম হবে না। যদি উক্ত ব্যক্তির এ কথা জানা থাকে যে, এতে بسم الله الرحمن الرحيم (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) লেখা আছে এবং এ শপথের দ্বারা সে যদি এর থেকে সম্পর্কহীনতার কথা বুঝানোর ইচ্ছা করে তবে কসম হয়ে যাবে। (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, মু'মিনদের থেকে আমি অসন্তুষ্ট বা সম্পর্কহীন তবে এটিও কসম হিসাবে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, আমি যদি এ কাজটি করি তবে এই ত্রিশ দিন তথা রমাযান মাসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কথার দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য হয় রমাযানের ফরযিয়্যাতের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা তবে তা কসম বলে গণ্য হবে। যেমনিভাবে "আমি এ কাজটি করলে ঈমান থেকে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে" বললে কসম সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু রমাযানের ফরযিয়্যাতের নিয়্যত না করে যদি সাওয়াব থেকে برى (মুক্ত) থাকার নিয়্যত করে তবে এতে কসম হবে না। কেননা এটি একটি অদৃশ্য ব্যাপার।

আর যদি বক্তার কোন প্রকার নিয়্যতই না থাকে তবে সন্দেহের কারণে আইনের দৃষ্টিতে এতে কসম হবে না। তবে সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে কাফ্ফারা দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি বলে, আমি যদি এ কাজটি করি তবে আমি পূর্বে হজ্জ করেছি তা থেকে আমি بری বা সম্পর্কচ্যুত তবে এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, আমি যদি এ কাজ করি তবে আমি যে কুরআন শিখেছি তা থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যাব তাহলে এ কথা কসম বলে গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, আমি হজ্জ এবং সালাত থেকে সম্পর্কচ্যুত তবে তার এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি বলে, আমি আমার সালাত এবং সাওম থেকে সম্পর্কহীন অথবা বলে, আমি যে সালাত আদায় করেছি বা যে সাওম পালন করেছি তা থেকে সম্পর্কহীন তবে এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে না (ইতাবিয়্যা)।

৭. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি বলে, সে যদি এ কাজটি করে তবে সে ইয়াহূদী, খৃস্টান, অথবা অগ্নিপূজক বলে গণ্য হবে অথবা বলে যে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে বা কাফির হয়ে যাবে অথবা গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী বা ক্রুশ পূজাকারী হয়ে যাবে অথবা এমন কথা বলল যা বিশ্বাস করা কুফরী তবে ইস্তিহ্সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে এটি কসম বলে গণ্য হবে (বাদাঈ)। তারপর সে যদি এ জাতীয় কোন কাজ করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় সে কাফির হবে কি না এ সম্বন্ধে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে, উক্ত ব্যক্তি আকীদা বিশ্বাস যদি এই হয় যে, এ প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করলে আমি কাফির হয়ে যাব, তা সত্ত্বেও সে যদি এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করে তবে কুফ্রীর প্রতি রিযামন্দীর কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। তার কাফ্ফারা হবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" কালিমা পুনরায় পাঠ করে ঈমান নবায়ন করে নেওয়া। আর এ প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করা যদি তার আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে কুফরী না হয় তবে প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করাতে সে কাফির হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কেউ এসব শব্দের দ্বারা ভবিষ্যতকালের কোন বিষয়ে কসম করে। পক্ষান্তরে যদি অতীতকালের কোন বিষয়ের উপর এসব শব্দ দ্বারা শপথ করে তবে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যেমন বলল, আমি গতকাল এই কাজ করে থাকলে আমি ইয়াহূদী, খৃস্টান বা অগ্নিপূজক হয়ে যাব। অথচ সে নিশ্চিত জানে যে, সে গতকাল এ কাজ করেছে। আমাদের মাযহাব অনুসারে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এটি গামূস কসম হয়েছে। এক্ষত্রে সে কাফির হবে কি না, এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, ফাতাওয়ার জন্য পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে যে, যদি এ কথাটি তার আকীদা-বিশ্বাস মতে কসম হয় এবং তা ভঙ্গ করাতে কাফ্ফার আবশ্যক না হয় তবে সে কাফির হবে না। আর যদি তার আকীদা-বিশ্বাস মতে এ জাতীয় কসম ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আবশ্যক হয় তবে কুফ্রীর প্রতি রিযামন্দীর কারণে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি এরূপ করেছি কি না, আল্লাহ্ জানেন, অথচ সে নিজে জানে যে, সে এ কাজ করেনি, অথবা যদি বলে, আল্লাহ্ জানেন যে, সে এ কাজ করেনি, অথচ সে জানে যে, সে এ কাজ করেছে তবে এ বক্তব্যের ব্যাপারেও ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে সে কাফির হয়ে যাবে (যখীরা)।

৮. **মাসআলা ঃ** যদি কেউ বলে بصفة الله (বি-সিফাতিল্লাহি) আমি এরূপ করব না তাহলে তা কসম হবে না যদি বলে, وعلم الله (ওয়া'ইলমিল্লাহি) আমি এরূপ করব না, তবে এতেও আমাদের মাযহাবে কসম হবে না। যদি বলে, ورحمة الله (ওয়ারাহ্মাতিল্লাহি) আমি এরূপ করব না তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এতেও কসম হবে না। কেউ যদি বলে, وعذاب الله (ওয়াআযাবিল্লাহি), وسخط الله (ওয়াসাখাতিল্লাহি), وغضب الله (ওয়াগাযাবিল্লাহি) অথবা বলে ورضا الله (ওয়ারিযাতিল্লাহি), وثواب الله (ওয়াসওয়াবিল্লাহি) عبادة الله (ওয়াইবাদাতিল্লাহি) আমি এ কাজ করব না, তবে এতে কসম সংঘটিত হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তবে এটি কসম হিসাবে গণ্য হবে না। (খুলাসা)। যদি বলে, ووجه الله (ওয়া ওয়াজহিল্লাহি) তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তা কসম হবে না। ইব্ন শুজা (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এটি ঐ জাহিল ও অজ্ঞ লোকদের কসম হবে যারা আল্লাহ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে বলে বিশ্বাস করে। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ শব্দের দ্বারা কসম হয় না (মাবসূত)।

৯. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি বলে, সে যদি এই কাজ করে তবে তার উপর আল্লাহ্র লা'নত বা আল্লাহ্র আযাব আপতিত হবে অথবা বলে, সে যদি এ কাজ করে তবে তার উপর আল্লাহ্র আমানত বর্তাবে, তাহলে এতে কসম সংঘটিত হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, আমি যদি এ কাজ করি তবে আমার উপর আল্লাহ্র গাযাব বা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি আপতিত হবে, তাহলে এতে উক্ত ব্যক্তি শপথকারী হবে না (হিদায়া)। যদি বলে وسلطان الله (আল্লাহ্র সুলতানের কসম) আমি এ কাজ করব না, সহীহ্ অভিমত অনুসারে সুলতান দ্বারা আল্লাহ্র কুদরত বুঝানো হয় তবে এতে কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। যেমন وقدرة الله বললে কসম হয়ে যায় (মাবসূত)।

১০. **মাসআলা ঃ** যদি কেউ বলে ودين الله (ওয়া-দীনিল্লাহি) তবে তা কসম হবে না। এমনিভাবে وطاعة الله (ওয়াতাআতিল্লাহি) এবং وشريعة الله (ওয়াশরীআতিল্লাহি) বলে তবুও কসম হবে না। কেউ যদি আল্লাহ্র আরশের কসম করে বা حدود الله (হুদূদুল্লাহি)-এর কসম করে তবে সে, কসমকারী হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি বলে وبيت الله (ওয়াবায়তিল্লাহি) بالمشعر الحرام (বিল মাশআরিল হারামি), والحجر الاسود (ওয়ালহাজারিল আসওয়াদি), بالمنبر (বিল মিম্বারি), بالقبر (বিল কবরি) بالصفا والمروة (বিস্সাফ ওয়াল মারওয়াতি), بالصلاة (বিস্ সালাতি), بالصيام (বিস্ সিয়ামি) بالروضة (বির রওযাতি), অথবা بالحج (বিল হাজ্জি) তবে এ সবের কোনটির দ্বারাই উক্ত ব্যক্তি শপথকারী হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি وحمد الله (ওয়া হামদিলিল্লাহি) বা وعبادة الله (ওয়াইবাদাতিল্লাহি) বলে তবে তার কথা কসম বলে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি আসমান যমীন, চন্দ্র, সূর্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

বা নক্ষত্রের দ্বারা শপথ করে তবে তা শপথ হিসাবে গণ্য হবে না (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি বলে, بحق الرسول (বি-হাক্কির রাসূল), بحق الايمان (বি-হাক্কিল ঈমান), بحق القرآن (বি-হাক্কিল কুরআন), بحق المساجد (বি-হাক্কিল মাসাজিদ), بحق الصوم (বি-হাক্কিস সাওম) অথবা بحق الصلاة (বি হাক্কিস সালাত) তবে তা কসম বলে গণ্য হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কেউ بحق محمد عليه السلام (বিহাক্কি মুহাম্মদ (সা) বলে, তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে না। অবশ্য তার হক অনেক বড়। (খুলাসা)। কেউ যদি বলে, সে এ কাজ করলে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিবেন অথবা বলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে তবে তা কসম বলে গণ্য হবে না (মাবসূত)।

১১. **মাসআলা** ঃ কেউ যদি বলে, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু আমি অবশ্যই এ কাজ করব তবে তা কসম হবে না। অবশ্য কসমের নিয়্যত করলে কসম হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, "সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর" আমি অবশ্যই এ কাজ করব তবে এতেও কসম হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি বলে, এরূপ করলে আমি আল্লাহ্র নাফরমানী করলাম অথবা বলে, আল্লাহ্ আমার উপর যা ফরয করেছেন আমি এর নাফরমানী করলাম তবে তা কসম হবে না ('ঈযাহ)। যদি বলে, এরূপ করলে আমি ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী অথবা সূদখোর হিসাবে গণ্য হব তবে এতে সে শপথকারী হিসাবে গণ্য হবে না (কাফী)। ইব্ন সালাম (র) বলেন, কেউ যদি বলে, এরূপ করলে আমি খৃস্টানদের ন্যায় পৈতা ধারণ করলাম তবে তার এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

১২. **মাসআলা** ঃ কেউ যদি বলে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার হলফ করলে আমার গোলাম আযাদ, এরপর সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি চাইলে তোমাকে তালাক, এতে তার গোলাম আযাদ হবে না এবং এ কথা কসম বলেও গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, তোমার স্রাব আসলে তাহলেও তার গোলাম আযাদ হবে না (মাবসূত)। কোন ব্যক্তি যদি বলে, আমি এ কাজ করলে আসমানে কোন ইলাহ্ নেই, তবে তা কসম হয়ে যাবে। কিন্তু এতে সে কাফির হবে না ('ইতারিয়্যা)। কেউ যদি বলে, আমি এরূপ করলে আল্লাহ্ যা বলেছেন তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে, তবে এ কথা কসম হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি বলে, আমি এরূপ করলে আল্লাহ্ মিথ্যা, তবে এ কথাও কসম বলে গণ্য হবে। কেউ বলল, আমি এরূপ করলে তোমরা আমার ব্যাপারে খৃস্টান হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য দিবে তবে তা কসম হয়ে যাবে। যদি বলে, এরূপ করলে আমি সাওম, সালাত যা করেছি তা হক থাকবে না, তবে এ কথাও কসম বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. **মাসআলা** ঃ কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দা, আমি আপনাকে এবং আপনার ফেরেশ্তাগণকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি এরূপ করব না, এরপর সে তাই করল তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। বরং তার জন্য বাঞ্ছনীয় হল, আল্লাহ্র দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করা (খুলাসা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার যিয়াফতে আসব না। এরপর তৃতীয় কোন ব্যক্তি শপথকারী ব্যক্তিকে বলল, ঠিক আছে, তাহলে তুমিও আমার যিয়াফতে আসবে না। সে বলল, হ্যাঁ, আসব না। তাহলে এই হ্যাঁ, বলার কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সে, শপথকারী বলে গণ্য হবে। কাজেই সে যদি প্রথম ব্যক্তি বা দ্বিতীয় ব্যক্তির যিয়াফতে শরীক হয় তবে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

১৩. **মাসআলা** ঃ হালালকে হারাম করাও কসমের অন্তর্ভুক্ত (খুলাসা)। সুতরাং কেউ যদি নিজের উপর নিজের মালিকানাভুক্ত কোন জিনিসকে হারাম সাব্যস্ত করে তবে তা হারাম বলে গণ্য হবে না। এরপর সে যদি ঐ হারামকৃত কাজটি করে, চাই তা বেশী হোক বা কম হোক তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। এক ব্যক্তির হাতে কিছু দিরহাম আছে। এমতাবস্থায় সে যদি বলে, এগুলো আমার জন্য হারাম তবে দেখতে হবে, সে যদি এর দ্বারা কোন কিছু খরিদ করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এগুলো হিবা বা সাদাকা করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। বাক্কালীর রিওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি খাদ্য বা খাদ্য জাতীয় কোন বস্তু নিজের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে তবে তা স্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কসম হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ খাদ্য জাতীয় বস্তু খাওয়া এবং পরিধেয় জাতীয় বস্তু পরিধান করা। কিন্তু যদি শপথকারী ব্যক্তি ব্যতিক্রম কিছুর ইচ্ছা করে তবে সেটি হবে ভিন্নতর। অপরাপর বস্তুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, খাদ্য জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে পূর্ণ খাদ্য গ্রহণ করা ধর্তব্য নয়। কেউ যদি বলে, এরূপ করা আমার জন্য হালাল নয় এবং এ কথার দ্বারা সে যদি হারাম হওয়ার নিয়্যত করে তবে তা কসম বলে গণ্য হবে। যদি বলে, এ কাপড় পরিধান করা আমার জন্য হারাম, এরপর সে যদি তা পরিধান করে না খুলে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি আমার জন্য হারাম অথবা বলল, আমি তোমাকে আমার জন্য হারাম ঘোষণা করছি তাহলে এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং সহবাসের ক্ষেত্রে মহিলা যদি তার স্বামীর আনুগত্য করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

১৩. **মাসআলা** ঃ যদি কেউ বলে, এরূপ করলে সে মরা জানোয়ারের গোশ্ত খায় তবে তা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, এরূপ করলে সে মরা পশু, শরাব অথবা শুক্র (গোশত)কে হালাল জানল, তাহলে এও প্রতিজ্ঞা হবে না। তবে এ জাতীয় কথার দ্বারা প্রতিজ্ঞা হয়ে যাওয়া অপরিহার্য। কেননা হারামকে হালাল জানা তো কুফরী। মোদ্দাকথা হচ্ছে, যে জিনিস চিরস্থায়ীভাবে হারাম যার থেকে হুরমত কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না যেমন কুফর ইত্যাদি, এ সকল বিষয়কে শর্তের সাথে যুক্তি করে হালাল জ্ঞান করা হলে তাতে প্রতিজ্ঞা হবে না (মুহীত)। কেউ যদি বলে, প্রত্যেক হালাল জিনিস আমার জন্য হারাম তবে এ প্রতিজ্ঞা পানাহার জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে শপথকারী ব্যক্তি যদি ভিন্ন জিনিসের নিয়্যত করে তবে এর হুকুম ব্যতিক্রম হবে। কিয়াসের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি পানাহার শেষ করতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। মহিলা এ প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে হবে। পুরুষ ব্যক্তি যদি মহিলার নিয়্যত করে তবে তা ঈলা হিসাবে গণ্য হবে। আর এ প্রতিজ্ঞা থেকে পানাহারের বিষয়টি খারিজ বলে গণ্য হবে না। উপরে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো সব যাহিরী রিওয়ায়েতের কথা। তবে বর্তমানকালে ফাতাওয়া হচ্ছে এ কথার উপর যে, এ জাতীয় কথার দ্বারা নিয়্যত ছাড়াও তালাক পতিত হয়ে যাবে। কেননা বর্তমানে তালাকের ক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ব্যাপক। এমনিভাবে সর্ব প্রকার হালাল বস্তু তার উপর হারাম আল্লাহ্র হালালকৃত বস্তু বা মুসলমানদের জন্য যে সব বস্তু হালাল সবই তার জন্য হারাম বললে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। সে যদি বলে এর দ্বারা আমি তালাকের নিয়্যত করিনি তবে আইনের

pdf By Syed Mostafa Sakib

দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি বলে, আমার ডান হাতে যা আছে তা আমার উপর হারাম। এরূপ কথা বললে কোন কোন ফকীহ্ এর মতে নিয়্যত ছাড়াই তালাক পতিত হবে। সমরকন্দের ফকীহ্গণ এ মতটি পসন্দ করেছেন। কিন্তু আমাদের কোন কোন ফকীহ্ বলেন যে, এ ব্যাপারে মানুষের মধ্যে কি ধরনের রেওয়াজ আছে, তা আজ পর্যন্ত আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি। তবে এ সম্বন্ধে সহীহ্ অভিমত হচ্ছে এই যে, যদি তালাকের নিয়্যত করে তবে তালাক পতিত হবে। এক্ষেত্রে যদি কোন আভাস-ইঙ্গিত থাকে তবে চুপ থাকাই উত্তম, এতেই সতর্কতা নিহিত আছে এবং এতে পূর্বসূরী আলিমগণের বিরুদ্ধাচারণ করাও অবশ্যম্ভাবী হবে না। কেউ যদি বলে, আমি আমার বাম হাতে যা কিছু গ্রহণ করব তা আমার উপর হারাম। এ কথার দ্বারা নিয়্যত করা ব্যতিরেকে তালাক পতিত হবে না। আর আমার হাতে যা কিছু গ্রহণ করব বললে কেউ কেউ বলেন, নিয়্যত করা ছাড়া তালাক পতিত হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, এ ক্ষেত্রে নিয়্যত শর্ত নয়। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তা'আলার হালালকৃত বস্তু আমার জন্য হারাম। আর তার দুই স্ত্রী থাকে তবে তাদের একজনের উপর তালাক পতিত হবে। তবে কার উপর তালাক পতিত হবে তা নির্দিষ্ট করণের দায়িত্ব স্বামীর (কাফী)।

১৪. **মাসআলা ঃ** ইমাম আবূ বকর (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, এই মদ আমার জন্য হারাম। এরপর সে তা পান করে তবে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাদের একজনের মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অপর জনের মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে পসন্দনীয় অভিমত হচ্ছে, এর দ্বারা সে যদি হারাম হওয়ার ইচ্ছা করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি খবর দেওয়ার নিয়্যত করে অথবা কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। এ মতটিকে সদরুশ শহীদ (র) অবলম্বন করেছেন (যহীরিয়্যা)।

১৫. **মাসআলা ঃ** আল্লাহ্র নামে কসম খাওয়ার বিষয়টিকেও শর্তের সাথে যুক্ত করা যায়। যেমন কেউ বলল, আগামীকাল আসলে আল্লাহ্র কসম! আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। এমনিভাবে আল্লাহ্র নামের উপর কসম করার বিষয়টিকে সময়ের সাথে ও সংযুক্ত করা যায়, যেমন আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে কসম করার ক্ষেত্রে এমনটি করা জাইয। যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এক বছর পর্যন্ত এই ঘরে প্রবেশ করব না। সুতরাং বছর অতিক্রান্ত হলে প্রতিজ্ঞাও শেষ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে কথা বলব না একদিন এবং আরো একদিন 'এ কথাটি' আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে দুই দিন কথা বলব না এর অনুরূপই। দুইদিন অতিক্রান্ত হলে প্রতিজ্ঞাও শেষ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মধ্যখানের রাত্রও এই প্রতিজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ যদি বলে, "আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে একদিন এবং আরো দুই দিন কথা বলব না" তবে এ কথা "আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে তিনদিন কথা বলব না" এর অনুরূপ বলেই গণ্য হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি অমুকের সাথে আজ কথা বলব না, আগামীকাল কথা বলব না এবং পরশুও কথা বলব না তবে রাত্রে তার সাথে তার কথা বলা জাইয হবে। কেননা এখানে কসম তিনটি। আর যদি বলে আল্লাহ্র কসম! আমি তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাথে আজ, কাল এবং পরশু কথা বলব না তবে রাত্রেও তার সাথে কথা বলা জাইয হবে না। কেননা এখানে কসম একটি। বস্তুতঃ উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাটি আমি তার সাথে তিনদিন কথা বলব না এর মতই। কাজেই রাত্রও এর অন্তর্ভুক্ত হবে (মাবসূত)।

১৬. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কসম, রহমানের কসম! আমি এ কাজ করব না তবে এতে দু'টি কসম সংঘটিত হবে। সুতরাং এ জাতীয় কসম করার পর সে যদি ঐ কাজটি করে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ্র নামে কসমকারী ব্যক্তি যদি দু'টি নাম উল্লেখ করে এবং উভয় নামের উপর কসমের বুনিয়াদ রাখে, এ অবস্থায় যদি দ্বিতীয় নামটি প্রথমটির বিশেষণ হওয়ার সম্ভানাময় হয় এবং এতদুভয়ের মধ্যখানে যদি কোন حرف عطف না থাকে তবে সর্বসম্মত রায় অনুসারে এতে একটি কসম হবে। যেমন কেউ বলল, والله الرحم (দয়াময় আল্লাহ্র কসম!) আমি এ কাজ করব না। যদি দ্বিতীয় নামটি প্রথমটির বিশেষণ হতে পারে এবং এতদুভয় নামের মাঝখানে حرف عطف উল্লেখ থাকে তবে যাহিরী রিওয়ায়াতের বর্ণনা অনুসারে এখানে দু'টি কসম হবে। যেমন কেউ বলল, والله والرحمن (আল্লাহ্ ও রহমানের কসম!) আমি এরূপ করব না। (মুহীত)। অধিকাংশ মাশাইখ অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় নামটি প্রথমটির বিশেষণ হতে না পারে এ অবস্থায় যদি উভয়টির মাঝে حرف عطف উল্লেখ থাকে তবে যাহিরী রিওয়ায়াত অনুসারে এ ক্ষেত্রে কসম দু'টি হবে এবং এটিই সহীহ্ মতামত। যেমন কেউ বলল, والله والله (আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্র কসম!) আমি এ কাজ করব না। আর যদি উভয়টির মাঝে কোন حرف عطف না থাকে তবে সর্বসম্মত মতানুসারে কসম একটিই হবে। হযরত শায়খুল ইসলাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (মুহীত)। এক্ষেত্রে যদি উক্ত কসমকারী ব্যক্তি দুই কসমের নিয়্যত করে তবে কসম দু'টিই হবে এবং আল্লাহ শব্দটি حرف قسم ছাড়াই শপথ হিসাবে গণ্য হবে। আর তা সহীহ্ও হবে (বাদাঈ)।

১৭. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে হলফ করে বলল, সে জীবনে এ কাজ কখনো করবে না। এরপর ঐ বৈঠকেই বা অন্য কোন বৈঠকে বলল, আমি এ কাজ কখনো করব না। এতদসত্ত্বেও সে ঐ কাজ করল। তাহলে তার উপর দুই কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে পরবর্তী বাক্যের দ্বারা আরেক কসমের নিয়্যত করে অথবা تغليظ (সুদৃঢ় করা)-এর সংকল্প করে অথবা কোন কিছুরই নিয়্যত না করে। পক্ষান্তরে সে যদি দ্বিতীয় বাক্যের দ্বারা প্রথমটিরই নিয়্যত করে তবে তার উপর একই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি সে হজ্জ, উমরা, সাওম বা সাদাকার নিয়্যত করে। পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নামে কসম করে থাকে তবে তার নিয়্যত সহীহ্ হবে না। এ অবস্থায় তার উপর দুই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে আমি যা শুনেছি এর মধ্যে এটিই সুন্দর কথা। যদি কোন ব্যক্তি এক হজ্জের কসম করে এবং অপর কসম করে আল্লাহ্র নামে তবে কসম ভঙ্গ করার পর তার উপর এক হজ্জ ও এক কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (মাবসূত)।

১৮. নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে একদিন কথা বলব না, আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমার সাথে এক মাস কথা বলব না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে এক বছর কথা বলব না– এ অবস্থায় সে যদি তার সাথে এক ঘণ্টা পর কথা বলে তাহলে তার উপর তিন কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (কসম ভঙ্গ করার পর)। এক দিন পর কথা বললে তার উপর দুই কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। এক মাস পর কথা বললে তার উপর এক কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি এক বছর পর কথা বলে তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (খুলাস)। কেউ যদি বলে, আমি গতকাল এ কাজ করে থাকলে আল্লাহ্‌র সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সে এ কাজ করেছে এবং সে ব্যাপারটি জানে। এ ক্ষেত্রে ফাতাওয়ার জন্য পসন্দনীয় অভিমত হল, সে যদি তার ধারণায় এ কাজকে কুফরী মনে করে তবে এতে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, সে গতকাল এ কাজ করে থাকলে কুরআন মজীদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সে গতকাল এ কাজ করেছে এবং সে তা জানেও বটে তবে এক্ষেত্রে সেই জবাবই হবে, যে জবাব প্রযোজ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই বললে (মুহীত)। যদি কেউ বলে, আমি যদি এ কাজ করি তবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলে সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এ অবস্থায় সে যদি তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে তবে এটি একটি কসম হিসাবে গণ্য হবে এবং তার উপর একটি মাত্র কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে, আমি এ কাজ করলে আল্লাহ্‌র সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং রাসূলের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই তাহলে এতে দু'টি কসম সংঘটিত হবে এবং ভঙ্গ করলে দুই কাফ্‌ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি বলে, আমি এ কাজ করলে আল্লাহ্‌র সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং রাসূলের সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই, এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তার রাসূলেরও আমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এরপর সে তা করল তাহলে তার উপর চারটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে, সে এ কাজ করলে ইয়াহূদী বলে গণ্য হবে, সে এ কাজ করলে খৃষ্টান বলে গণ্য হবে তবে এতে দু'টি কসম সংঘটিত হবে। আর যদি বলে, এ কাজ করলে সে ইয়াহূদী, সে খৃষ্টান তবে এতে একটি কসমই সংঘটিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, এ কাজ করলে আসমানী চার কিতাবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না তবে এতে একটি মাত্র কসম সংঘটিত হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, এ কাজ করলে কুরআন মজীদ, যাবূর, তাওরাত ও ইনজীল কিতাব থেকে আমি সম্পর্কহীন হয়ে যাব। এরপর সে যদি এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে এতে একটি মাত্র কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে অঙ্গীকারও একটিই হয়েছে। আর যদি বলে, এ কাজ করলে আমার কুরআন মজীদের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না,যাবূরের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না, তাওরাতের সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না, এবং ইনজীলের সাথেও কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ অবস্থায় চারটি কসম হবে এবং কসম ভঙ্গ করার পর চারটি কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে (মুহীত)। কেউ যদি বলে, মাসহাফ তথা ধর্ম গ্রন্থে যা কিছু আছে আমি এর থেকে সম্পর্কহীন তবে এতে একটি কসম হবে। আর যদি বলে, ধর্ম গ্রন্থের সব আয়াত থেকে আমি সম্পর্কহীন তবে এতে একই কসম সংঘটিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. মাসআলা ঃ শামসুল ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি এই কাজ করি তবে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, আমার উস্তাদের পসন্দনীয় অভিমত হল, এতে প্রতিজ্ঞা হবে না। এরপর তিনি এ মত পরিত্যাগ করে বলেন, এতে প্রতিজ্ঞা সংঘটিত হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি কেউ বলে, আমি কসম করে বলব যে, আমি এ কাজ করব না, তবে কোন ফকীহ্‌ এর মতে এতে কসম হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, এতে কসম হয়ে যাবে। আর যদি বলে, আমি কসম করে বলছি যে, আমি এ কাজ করব না তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এ জাতীয় কথা নিশ্চিত করণের অর্থে ব্যবহৃত হয়, অঙ্গীকার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। যেমন কেউ বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। কেউ যদি বলে যে, আমি তালাকের কসম করে বলব যে আমি এ কাজ করব না তবে তা কসম হবে না। কেননা উক্ত কথা অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শনের শামিল। যদি বলে, سوگند خورمی (আমি শপথ করছি) তবে এতে কসম হয়ে যাবে। যেমন سوگند می خورم (আমি শপথ করছি) বললে কসম হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি তালাকের শপথ করে বলছি যে, আমি মদ পান করব না এরপর সে মদ পান করল, তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। যদি সে বলে, আমি শপথ করে এ কথা বলিনি, বরং আমি এ কথা এ জন্য বলেছি যাতে লোকেরা আমার পেছনে না লাগে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (কাফী)। যদি সে বলে যে, আমি শপথ করেছি তবে সে সত্যবাদী হলে কসম হয়ে যাবে। আর মিথ্যাবাদী হলে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। কেউ যদি বলে, আমার শপথ আছে যে, আমি এ কাজ করব না এই বলে সে যদি চুপ থাকে তবে তা খবর হিসাবে গণ্য হবে এবং এটি কসমের স্বীকারোক্তি বলে ধর্তব্য হবে। আর যদি সে অতিরিক্ত এ কথাও বলে যে, আমি তালাকের কসম করেছি তবে তা তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি মিথ্যাবাদী এ কথা বলেছি এবং আমি এ কথা লোকদেরকে প্রতিহত করার জন্য বলেছি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে উক্ত বক্তব্য বিশ্বাস যোগ্য বলে গণ্য হবে না। কেউ যদি বলে, মহান আল্লাহর কসম! আল্লাহ্‌ থেকে মহান আর কেউ নেই, আমি এ কাজ করব না তবে তা কসম হিসাবে গণ্য হবে। যেমন কেউ মহান মহামহিম আল্লাহ্‌র কসম করলে তা কসম হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এভাবে শব্দ বৃদ্ধি করা তাকীদের জন্য হয়ে থাকে। কাজেই তা فاصل (ভিন্ন কিছু) হিসাবে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি বলে, আমি তালাকের শপথ করছি তবে তা তালাক প্রদান হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা একে তালাকের কসম হিসাবে লোকেরা জানে না। তাজরীদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি কেউ বলে, আমি ঘরের কসম করে বলছি তবে এতে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে।[১] এ ক্ষেত্রে মহিলার নিয়্যত করা শর্ত নয়। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কেউ বলে, আল্লাহ্‌র নামের কসম! এ নাম থেকে মহান আর কোন নাম নেই বা এ কসম থেকে মহিমান্বিত আর কোন কসম নেই অথবা যে নামটি একান্তই মহামহিম আমি এরূপ করব যা আমি এ কাজ করব না তবে এ

১. কিন্তু আমাদের ওরফে একটি কসম হিসাবে ধর্তব্য হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে। আর এ নামের থেকে মহান শব্দটিকে فاصل (ভিন্ন কোন কিছু) হিসাবে গণ্য করা যাবে না। মাজমূ'উন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, শায়খুল ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কেউ বলে যে, আমি এ কাজ করব না বলে কসম করিনি, বরং আল্লাহ্‌র নামে কসম করার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, এটি কসমের মধ্যে সর্বোচ্চ, এবং এর থেকে উপরে আর কোন কসম নেই তাহলে তার হুকুম কি হবে ? জবাবে তিনি বললেন, তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে কাজ না করার বিষয়টিকে কসমের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। আর প্রথম বাক্যের উপর সীমাবদ্ধ থাকার যে কথা উল্লেখ আছে তা মূলতঃ বাহ্যিকতার পরিপন্থী (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি এ কাজ করলে আল্লাহ্‌র কিতাব আমার হাতে ভস্ম হয়ে যাবে তবে তার এ কথা কসম হিসাবে গণ্য হবে না। যদি বলে, আমি এ কাজ না করলে আমার যত আশা আছে সবই নিরাশায় পরিণত হবে তবে তা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ বলল, আমি যদি এ কাজ করি তবে আল্লাহ্‌র জন্য আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি ধর্তব্য হবে, এরপর সে ঐ কাজ করল। এ জাতীয় কথার হুকুম কি হবে; এর সমাধানে ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, যদি তার কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, আমি অতীতে ইবাদত করেছি তা হক ছিল না তবে তা প্রতিজ্ঞা বলে গণ্য হবে। অন্যথায় তা প্রতিজ্ঞা হবে না। কেউ যদি বলে, আমি এ কাজ করলে, অতীতে ইসলামের যে সব কর্মকাণ্ড আমি করেছি তা সবই কাফিরদেরকে দিয়ে দিলাম। তারপর সে ঐ কাজ করল, তাহলে সে কাফির হবে না এবং এতে তার উপর কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হবে না। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অমুকে কথা বলব না এক দিন এবং দু'দিন তবে এতে একই কসম সংঘটিত হবে। দু'দিন অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই ঐ প্রতিজ্ঞাও শেষ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, তোমার সাথে কথা বলা আমার জন্য হারাম তবে তা প্রতিজ্ঞা (কসম) হিসাবে গণ্য হবে (যহীরিয়্যা)। শায়খ কাযী আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কেউ বলে যে, আমি অমুক কাজ করব না বলে কবূল করে নিলাম এবং এ কথা দ্বারা সে কোন কিছুর নিয়্যত না করে তাহলে তা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে (খুলাসা)। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র জন্য আমি এ কাজ করব না বলে কবূল করে নিলাম তবে তা প্রতিজ্ঞা বলে গণ্য হবে। যেমন আমি এ কাজ করব না বলে মানত করেছি বললে তা প্রতিজ্ঞা হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে আল্লাহ্‌র জন্য এবং পয়গম্বরের জন্য এ কাজ করব না। বলে আমি কবূল করে নিলাম তবে তা প্রতিজ্ঞা হবে না। কেননা পয়গম্বরের জন্য কবূল করলাম কথাটি প্রতিজ্ঞা নয়। এমতাবস্থায় যেহেতু শর্ত আল্লাহ্‌র নামের মাঝে দূরত্ব গিয়েছে কাজেই তা فاصل হিসাবে গণ্য হবে। প্রতিজ্ঞা বা কসম হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কেউ বলে অমুক কাজটি করলে আমি অগ্নিপূজক থেকেও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হব তবে এর হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ বলল, আমি যদি এ কাজ না করি তবে কুরআন মজীদের তিনশত ষাট আয়াতের সাথে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এ কথার দ্বারা একটি মাত্র কসম (প্রতিজ্ঞা) সংঘটিত হবে।

কেউ বলল, সে যদি এ কাজ করে তবে তোমরা তাকে কাফির বা ইয়াহূদী বলে ডাকবে অথবা তোমরা তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করবে। এরপর সে ঐ কাজ করল তাহলে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। আর যদি বলে, সে এ কাজ না করলে অগ্নিপূজকদের অগ্নিপূজা এবং ইয়াহূদীদের ইয়াহূদিয়্যাতের দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে বর্তাবে। এরপর সে ঐ কাজ করল তাহলে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কেউ যদি বলে, সে একাজ করলে কাফির ব্যক্তি মর্যাদায় তার থেকে অগ্রণী হয়ে যাবে তবে এ কথা প্রতিজ্ঞা হিসাবে গণ্য হবে না (যহীরিয়্যা)। যদি বলে, এ কাজ করলে আমি হাজার অগ্নিপূজক এবং খৃষ্টান থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যাব তবে এ কথা প্রতিজ্ঞা বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, তুমি দাবা খেলা ছেড়ে দাও। সে বলল, হ্যাঁ, ছেড়ে দিব। এরপর মহিলা বলল, তুমি দাবা খেললে তোমার থেকে আমার তালাক হয়ে যাবে। স্বামী বলল, যদি আমি দাবা খেলি। এ কথা শুনে মহিলা বলল, এ কেমন কথা? স্বামী বলল, যেমন তুমি বললে। তারপর ঐ স্বামী দাবা খেলল, তাহলে উক্ত মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না (খুলাসা)। শায়খ নাজমুদ্দীন উমার আন্ নাসাফী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, সে যদি অমুক কাজটি না করে তবে তার ডান হাতে যে বস্তু আছে তা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এরপর সে ঐ কাজটি করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা সমাজে هرچه بدست راست گيرد বলার প্রচলন তো আছে। কিন্তু هرچه بدست راست گرفت বলার প্রচলন নেই (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি বলে আল্লাহ্‌র নামে আমি এ কথা কবূল করে নিয়েছি যে তুমি যা খরিদ করে আনবে আমি তা খাব না এতে কসম হবে কি হবে না। এসম্বন্ধে ফকীহ্‌দের কেউ কেউ বলেন, যদি সে ব্যক্তি কসমের নিয়্যতে এ কথা বলে তবে কসম হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতানুসারে নিয়্যত ছাড়াই এটি কসম হিসাবে গণ্য হবে (যখীরা)।

অনুচ্ছেদ[১] ঃ যালিম ব্যক্তি কর্তৃক কসম করানো এবং যে কসম করায় তার নিয়্যতের বাইরে শপথকারী ব্যক্তির ভিন্ন কোন নিয়্যত করা

১. মাসআলা ঃ সমরকন্দবাসী ফকীহ্‌গণের ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বাদশাহ এক ব্যক্তিকে ধরে এনে ايزد তথা প্রভুর নামে কসম দিল এবং লোকটিও তার কথার অনুরূপ কসম করল। এরপর সে (বাদশাহ) বলল, জুমুআর দিন আসবে। লোকটিও তার বক্তব্যের অনুরূপ স্বীকার করে নিল। কিন্তু পরে জুমুআর দিন আর আসল না; তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো কেবল بايزد বলেই চুপ রয়েছে। এ কথা তো বলেনি যে, বল আমি ايزد (প্রভুর)-এর কসম করে বলছি, আমি এ কাজ করব না। কাজেই উপরোক্ত বক্তব্যে প্রতিজ্ঞা বা কসম সংঘটিত হবে না। ইবরাহীম নাখঈ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শপথকারী ব্যক্তি নির্যাতিত হয় তবে তার নিয়্যতই ধর্তব্য হবে। আর সে যদি যালিম হয় তবে যে ব্যক্তি শপথ করায় তার নিয়ত ধর্তব্য হবে। আমাদের ইমামগণ এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। প্রথমটির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যেমন এক ব্যক্তির হাতে কিছু মালামাল আছে। এ অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি এ মাল বিক্রি করার জন্য তাকে বাধ্য করল। তখন সে আল্লাহ্‌র

১. মূল কিতাবে অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ শিরোনাম করা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথা বলার উদ্দেশ্য হল, যাতে জোর প্রয়োগকারী ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, তার কাছে যে মাল আছে মূলতঃ এতে তার মালিকানা নেই। বরং এ মাল অন্যের মালিকানাধীন মাল। কাজেই এ মাল বিক্রি করার ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা সমীচীন হবে না। এ অবস্থায় কসম তার (নির্যাতিত শপথকারী ব্যক্তির) নিয়্যত অনুসারে সংঘটিত হবে। এটি বাস্তবে এবং অর্থগত দিক থেকে কোনভাবেই গামূস কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যেমন এক ব্যক্তির হাতে কিছু মাল আছে। তা দেখে অপর ব্যক্তি এসে বলল, আমি তোমার থেকে এ মাল অত টাকার বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছি। অথচ মালের মালিক তা অস্বীকার করছে। তখন দাবী করল যে, তোমাকে এ কথা বলতে হবে যে, এ বাঁদীর নিকট এ মাল হস্তান্তর করা আমার উপর ওয়াজিব নয়। এরপর সে অনুরূপভাবেই শপথ করল এবং নিয়্যত করল যে, হিবা ও সাদাকার ভিত্তিতে এ মাল তার নিকট হস্তান্তর করা তার উপর ওয়াজিব নয়। ক্রয়-বিক্রয়ের নিয়্যত করল না। এই কসমের ব্যাপারে সে যদিও সত্যবাদী, কিন্তু বাস্তবে তার এ কসম গামূস কসম বলে গণ্য হবে না। কেননা শব্দের মধ্যে যে সব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে সে ঐ সম্ভাবনাময় অর্থেরই নিয়্যত করেছে। তবে অর্থগত দিক থেকে এটি গামূস কসম বলে গণ্য হবে। কেননা এ কসমের মাধ্যমে সে অপর মুসলিম ব্যক্তির হক বিনষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই তার নিয়্যত ধর্তব্য হবে না।

২. মাসআলা ঃ আল্ ইমামুয যাহিদ শায়খুল ইসলাম যাহার যাদা (র) বলেন, উপরোক্ত বিধান يمين بالله তথা আল্লাহ্‌র নামে কসম করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি তালাক বা দাস মুক্ত করণের প্রতিজ্ঞা করে, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত এবং বাহ্যিকভাবে বিপরীত নিয়্যত করে যেমন সে তালাকের প্রতিজ্ঞা করে বন্ধন মুক্ত করে দেওয়ার নিয়্যত করল অথবা দাস মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা করে কোন কাজ থেকে মুক্ত করে দেওয়ার নিয়্যত করল অথবা তালাক বা দাস মুক্ত করণের ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা তার উদ্দেশ্য ছিল তবে ديانة নৈতিকভাবে তার এ নিয়্যত বা কথা গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব ديانة অর্থাৎ নৈতিকতার দৃষ্টিতে তালাক ও দাস মুক্ত করণ সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, এ ব্যক্তি যদি নির্যাতিত হয় তবে গামূস কসমের গুনাহে সে গুনাহগার হবে না। আর যদি যালিম ও অত্যাচারী হয় তবে গামূস কসমের গুনাহে সে গুনাহগার হয়ে যাবে। যদি উক্ত ব্যক্তি তার নিয়্যতের ক্ষেত্রে বাস্তবেই সত্যবাদী হয় তাহলে এর বিধান সম্বন্ধে ইমাম কুদূরী (র) তৎপ্রণীত গ্রন্থে ইবরাহীম নাখঈ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, প্রতিজ্ঞাটি مستحلف (যে প্রতিজ্ঞা করায়)-এর নিয়্যত অনুসারে হবে, যদি শপথ বা প্রতিজ্ঞাকারী যালিম (অত্যাচারী) হয়। এ বিষয়টি অতীতকালের কসম বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে। কেননা নিয়্যত আছে যে, الواجب باليمين كافر بالاثم। সুতরাং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যেহেতু যালিম তাই সে তার প্রতিজ্ঞায় গুনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে। যদিও শব্দের মধ্যে যে সব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে সে এ সবের কোন একটির নিয়্যত করেছে। কেননা তার এই প্রতিজ্ঞা অন্যের উপর যুলুম করা পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে শপথ অতিক্রম করছিল। তাকে দেখে বসা ব্যক্তি দাঁড়ানোর জন্য উদ্যত হলে অতিক্রমকারী ব্যক্তি তাকে বলল, والله كه نخيزى (আল্লাহ্‌র কসম দাঁড়াবে না)। তা সত্ত্বেও সে দাঁড়াল। এ অবস্থায় অতিক্রমকারী ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

৩. মাসআলা ঃ নাওয়াদির ইব্‌ন সিমাআ গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি কি গতকাল অমুক ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে ছিলে? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর প্রশ্নকারী বলল, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি প্রবেশ করেছিলে? সে বলল, হ্যাঁ এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি শপথকারী বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি সে বলে, আল্লাহর কসম, তুমি ঐ বাড়ীতে যাওনি প্রবেশ কর নি এবং সে বলে হ্যাঁ, তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম হবে। বিশ্‌র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল, তবে তোমার গোলাম আযাদ। তখন অপর সেই ব্যক্তি বলল, অবশ্যই, তবে আপনার অনুমতি সাপেক্ষে বসতে পারব। এরূপ কথা বলা হলে দ্বিতীয় ব্যক্তি مجيب (জবাবদাতা) সাব্যস্ত হবে। এ অবস্থায় সে যদি উক্ত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কথা বলে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি এই কাজ করবে। অথচ সে তার এ বক্তব্যের দ্বারা শ্রোতার থেকে কসম গ্রহণের নিয়্যত করে নি এবং নিজে শপথ করারও নিয়্যত করে নি। এ অবস্থায় مخاطب (শ্রোতা) যদি সে কাজটি না করে তবে তাদের কারো উপরই কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। বক্তা যদি এর দ্বারা শপথের নিয়্যত করে তবে সে হলফকারী বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি والله لتفعلن-এর পরিবর্তে بالله لتفعلن বলে তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! অবশ্যই তুমি এই একই কাজ করবে এবং কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে সে হলফকারী বলে গণ্য হবে। আর সে যদি এর দ্বারা কসম করানোর নিয়্যত করে তবে তা কসম করানো হিসাবেই গণ্য হবে। আর এ অবস্থায় তাদের কারো উপরই কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, والله لتفعلن كذا অথবা বলল, الله لتفعلن كذا। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ। এ অবস্থায় যদি বক্তব্য সূচনাকারী ব্যক্তি হলফের নিয়্যত করে এবং প্রতি উত্তরকারীও হলফের নিয়্যত করে তবে তাদের উভয়েই হলফকারী বলে গণ্য হবে। যদি সূচনাকারী ব্যক্তি হলফের নিয়্যত করে তবে উত্তরকারী কেউই কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে والله বলা অবস্থায় উত্তরকারী ব্যক্তি শপথকারী হবে এবং الله। বলা অবস্থায় সূচনাকারী হলফকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি সূচনাকারী ব্যক্তি مستحلف (যে শপথ নেয়) হওয়ার ইয়াদা করে এবং উত্তর দাতা ব্যক্তি যদি ইরাদা করে যে, তার উপর যেন কসমের কোন দায় দায়িত্ব না বর্তায় বরং তার হ্যাঁ, সূচক বক্তব্য যেন ওয়াদার পর্যায়ের হয়। শপথ না হয় তবে তার নিয়্যত অনুসারে ধর্তব্য হবে এবং কারো উপরই কসমের দায় দায়িত্ব বর্তাবে না (খুলাসা, ওয়াজীয ঃ আল-কবদুরী ও মুহীত সারাখ্‌সী)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি অবশ্যই এ কাজটি করবে অথবা বলল, আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে বলছি, অথবা বলল, আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলছি অথবা বলল, আমি আল্লাহ্‌র নামে হলফ করে বলছি, অবশ্যই তুমি এ কাজ করবে। এ সব অবস্থায় বক্তা اشهد عليك ـ اقسمت عليك (আমি তোমার উপর কসম দিচ্ছি বা তোমার উপর সাক্ষী সাব্যস্ত করছি) বলুক অথবা عليك (তোমার উপর) না বলুক সর্বাবস্থায় সূচনাকারী ব্যক্তিই শপথকারী হিসাবে গণ্য হবে। আর প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তরকারী ব্যক্তির কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি তারা উভয়েই কসমের নিয়্যত করে তবে উত্তর দাতা ব্যক্তিও হলফকারী হবে। কিন্তু বক্তব্য সূচনাকারী ব্যক্তি যদি তার বক্তব্যের দ্বারা প্রশ্ন করার নিয়্যত করে তবে সূচনাকারী ব্যক্তির উপর কসমের কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি এ কাজ কর তবে তোমার উপর عهد الله (আল্লাহ্ প্রদত্ত এক অঙ্গীকার) বর্তাবে। এ কথা শুনে সে বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে তবে কথা সূচনাকারী ব্যক্তির উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি সে কসমের নিয়্যত করে। বরং তা উত্তরদাতা ব্যক্তির নিকট থেকে শপথ কামনা করা (استحلاف) রূপে গণ্য হবে।

৬. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এই এই কাজ করেছো। সে বলল, আমি এ সব কাজ করি নি। তখন স্বামী বলল, যদি তুমি এ কাজ করে থাক তবে তুমি তালাক। এরপর মহিলা বলল, আমি এ কাজ করে থাকলে আমি তালাক। ফকীহ্গণ বলেন, পুরুষের বক্তব্য "তুমি এ কাজ করে থাকলে তুমি তালাক", এর দ্বারা সে যদি মহিলাদের কসমের নিয়্যত করে থাকে তবে মহিলার প্রতি তালাক পতিত হবে না। কতিপয় ফাসিক খারাপ লোক একত্রিত হয়ে পরস্পর একে অপরকে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগল। এক পর্যায়ে তাদের একজন অপরজনকে বলল, এরপর যদি কেউ অপরকে থাপ্পড় দেয় তবে তার স্ত্রী তিন তালাক। এরপর দ্বিতীয় জন বলল, ভাল। এরপর একজনে অপরজনকে চড় মারল। চড় খেয়ে সে তার অপর সাথীকে চড় মারল এ অবস্থায় যে লোকটি ভাল বলেছে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কেননা ভাল কথাটি কসমের শব্দ নয়, বরং এটি একটি অহেতুক কথা। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এই বাড়িতে প্রবেশ করি তবে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব, আামার সমস্ত দাস দাসী আযাদ এবং আমার সমস্ত স্ত্রী তালাক। এরপর অপর ব্যক্তি বলল, আমিও যদি ঐ বাড়িতে প্রবেশ করি তবে তুমি যা বলেছ আমার উপরও অনুরূপ বর্তাবে। এরপর এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ বাড়িতে প্রবেশ করল তাহলে তার উপর অপরিহার্য হবে পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত যাওয়া। এ অবস্থায় তার গোলাম আযাদ হবে না এবং তার স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্তা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. **মাসআলা ঃ** বাদশাহ্র আমলাদের থেকে কেউ এক ব্যক্তিকে এ মর্মে হলফ করাল যে, অমুক না আসা পর্যন্ত সে আগামীকাল কিছুই করবে না। তারপর পরের দিন সকালে ঐ হলফকারী ব্যক্তি মোজা পরিধান করে অমুক ব্যক্তি আসার আগেই এক মৃত ব্যক্তির নিকটে গেল এবং তার মাথাটি এক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখল, এ অবস্থায় তার হুকুম কি হবে, এ সম্বন্ধে শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) বলেন, আমি আশাবাদী যে, এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বরং তার কৃত কসম অন্য কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক ব্যক্তি আমীরের সাথে সফরে বের হল। আমীর তাকে কসম দিয়ে বলল, তুমি আমার অনুমতি ছাড়া ফিরে যেতে পারবে না। এরপর রাস্তার কোন স্থানে তার কাপড় বা থলে পড়ে গেল। এ কারণে সে পিছনে ফিরে গেল। এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এই ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সে কসম করে নি। এক চোগলখোর ব্যক্তি; বাদশাহর নিকট ওলট-পালট কথা বলে লোকদের ক্ষতি সাধন করে। এ জাতীয় লোক যদি কসম করে বলে যে, আমি যদি কারো বিরুদ্ধে কথা লাগিয়ে দশ দিরহাম অধিক কিছু (উৎকোচ) গ্রহণ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর তার স্ত্রী দশ দিরহাম থেকে

অধিক গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছু এদিক ওদিকের কথা বলল। ইমাম নাজমুদ্দীন (র) বলেন, এ অবস্থায় তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না (যহীরিয়্যা)।

৮. **মাসআলা ঃ** বাদশাহ কোন এক ব্যক্তিকে বলল, তোমার নিকট অমুক আমীরের মাল আছে। কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করছে। তখন বাদশাহ তাকে কসম দিয়ে বলল, যদি তোমার নিকট অমুক আমীরের মাল থাকে তবে তোমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে ঐভাবেই কসম করল। অথচ কসমকারী ব্যক্তির নিকট আমীরের স্ত্রী বহু মাল পাঠিয়েছে এবং যে ব্যক্তি এ মাল নিয়ে এসেছে সেও বলছে যে, এই মাল অমুক আমীরের স্ত্রীর। আর এ মহিলার অবস্থাও এমন যে, ঐ মহিলার এই পরিমাণ মাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর আমীরের স্ত্রী এ কথা স্বীকার করে নিয়েছে, এ মাল তার স্বামীর। এ অবস্থায় হলফকারী ব্যক্তি এ সম্বন্ধে স্বীয় স্বীকারোক্তি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত অথবা সহীহ্ দাবীর পর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক ফায়সালা করা পর্যন্ত হলফকারী ব্যক্তির স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। তখনই উক্ত হলফকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে।[১] এক ব্যক্তি বিক্রির উদ্দেশ্যে বিশটি বকরী এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে গেল এবং বকরীগুলো সব শহরে ঢুকিয়ে কেবলমাত্র দলটি দোকানে উঠাল। এরপর বকরী রাখার খোয়াড়ের মালিক তার থেকে এ মর্মে শপথ নিল যে, সে কেবলমাত্র দশটি বাকরীই এখানে এনেছে, শহরের বাইরে কোন বকরী রেখে আসে নি। শপথকালে উক্ত ব্যক্তি নিয়্যত করল যে, সে কেবল মাত্র দশটি বকরীই বাজারে এনেছে এবং বাজারের বাইরে কোন বকরী রেখে আসে নি। অর্থাৎ শহরে আনার দ্বারা বাজারে আনা এবং শহরের বাইরে রাখার দ্বারা বাজারের বাইরে রাখার নিয়্যত করল। ফকীহ্গণ বলেন, এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা কসমে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে যে সব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে সে এর একটির নিয়্যত করেছে। (কাজেই তার কসম ভঙ্গ হবে না)। তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। এক ব্যক্তি এক ওয়ারিস এবং অপর ব্যক্তির নিকট কিছু পাওনা রেখে মারা গেল। এরপর ওয়ারিস ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করল। তখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কসম করে বলল, বাঁদী তার নিকট কিছুই পাবে না। ফকীহ্গণ বলেন, উক্ত ঋণগ্রস্ত হলফকারী ব্যক্তি যদি মূরিসের মৃত্যু সম্বন্ধে অবহিত না থাকে তবে আমরা আশাবাদী যে, তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর সে যদি এ সম্বন্ধে অবগত থাকে তবে সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৯. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার খেজুর কি পরিমাণ খেয়েছো? সে বলল, পাঁচটি খেয়েছি এবং এ ব্যাপারে সে শপথও করল। অথচ সে খেজুর খেয়েছে দশটি। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না এবং সে মিথ্যাবাদীও হবে না।[২] আর সে যদি তালাক বা দাস মুক্ত করণের ব্যাপারে শপথ করে থাকে তবে কোন কিছুই পতিত হবে না। অনুরূপভাবে কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলেন এই গোলাম তুমি কত টাকা দিয়ে খরিদ করেছো? সে বলল, একশ' টাকা দিয়ে। অথচ সে তা খরিদ করেছে দু'শ' টাকার বিনিময়ে। এতে উক্ত ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে সে যদি তালাক বা দাস মুক্ত করার শপথ করে থাকে তবে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। এ মাসআলাটি ঐ মাসআলার

১. এ অবস্থায় মিথ্যা কসম খাওয়ার কারণে সে গুনাহ্গার হবে।
২. কেননা দশের মধ্যে পাঁচও রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ যা জামে গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যেমন কেউ কসম করে বলল যে, সে এ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করবে না। এরপর সে বার দিরহাম দিয়ে তা খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি পালিয়ে অপর কোন ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করল। এরপর বাড়ির মালিক কসম করে বলল, সে কোথায় আছে তা আমি জানি না। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল "সে বাড়ির কোন স্থানে আছে তা আমি জানি না" তবে তার কসমে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে না।

১০. মাসআলা ঃ বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বলল, সে যেন কসম করে বলে যে, অমুক বিষয় সম্পর্কে সে কিছু জানে না। এরপর সে অনুরূপভাবে কসম করল। তারপর তার মনে পড়ল যে, সে অমুক বিষয় সম্পর্কে জানে। কিন্তু কসমের সময় ভুলে গিয়েছিল। এ অবস্থায় তার বিধান কি হবে; এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন, আমরা আশাবাদী যে, সে তার কসমে মিথ্যাবাদী হবে না। কেননা কসমের সময় সে তো তা জ্ঞাত ছিল না এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম করে বলল যে, আজ রাতে তার ঘরে কোন শোরবা এবং ঝোল ছিল না। এরূপ কসম করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যদি শোরবার পরিমাণ কম হয় যে, যদি সে এ পরিমাণ শোরবা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকত তবুও এ কথা বলত না যে, আমাদের ঘরে শোরবা আছে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি শোরবার পরিমাণ বেশী হয় কিন্তু তা এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে যে, কেউ তা পাওয়ার জন্য গ্রহণ করে না তবুও তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা কসমের মধ্যে এ জাতীয় শোরবার ইচ্ছা করা হয় নি। আর যদি তা এমন হয় যে, সবাই তা খায় না। বরং কেউ খায় আবার কেউ তা খায় না তবে তার কসম ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য হবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর জমিতে তুলা চাষ করেছে। এরপর সে বলল, তার (স্ত্রীর) জমির উৎপাদিত ফসল যদি আমার ঘরে ঢুকে তবে হালাল জিনিস আমার জন্য হারাম। তারপর তার স্ত্রী ধুনারীর কাছে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তুলা মাথার উপর নিয়ে রওনা করল। তুলা মাথায় পথিমধ্যে স্বামীর ঘরেও প্রবেশ করল এবং বেরিয়ে আসল তাহলে হলফকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ বাদশাহ এক ব্যক্তিকে তলব করল। উদ্দেশ্য হল, অপবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা। এরপর ঐ ব্যক্তিকে ধরে এনে বলল, তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং পাওনাদার লোকদেরকে এ সম্বন্ধে বল। উদ্দেশ্য হল অন্যায়ভাবে তাদের থেকে কিছু টাকা পয়সা উসুল করা এ কথা শুনে সে বলল, আমি তা করতে পারব না। ইত্যবসরে তাকে বলা হল, তাহলে তুমি শপথ কর যে, তুমি ঐ সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জান না। অথচ তাদের নাম বলে দেওয়ার মধ্যে মুসলমানদের বহু ক্ষতি ও অনিষ্ট নিহিত আছে। এ অবস্থায় সে তাদেরকে চিনে ও জানে তবে তার জন্য এ মর্মে কসম করা জাইয হবে না। এ জাতীয় যুলুম থেকে বাঁচার কৌশল হল, বাদশাহ যে ব্যক্তির নাম বলবে তার নাম উল্লেখ করে কসম করবে কিন্তু নিয়্যত করবে এই নামের অন্য ব্যক্তির। ইমাম খাস্সাফ (র)-এর মতে এরূপ করা জাইয আছে। কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী তা সহীহ্ নয়। হলফকারী ব্যক্তি যদি মযলূম ও নির্যাতিত হয় তবে খাস্সাদ (র)-এর মতানুযায়ী ফাতাওয়া হবে। তালাকুল ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি দাবী করল যে, সে অমুকের নিকট এই জিনিস পাবে। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। এরপর বিচারক অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে বলল, তুমি এ মর্মে কসম কর যে, সে আমার নিকট

এই মাল পাবে না। তখন সে আসতীনের ভেতর হাত রেখে অন্য ব্যক্তির দিকে ইংগিত করতঃ কসম করে বলল, সে আমার কাছে কোন মাল পাবে না তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (খুলাসা, কসম অধ্যায় ঃ পঁচিশতম অনুচ্ছেদ)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ কাফ্ফারার বিধান

১. মাসআলা ঃ কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। কাফ্ফারা তিন প্রকার (১) কেউ যদি দাস-দাসী আযাদ করার ব্যাপারে সক্ষম হয় তবে সে তা আযাদ করবে। যিহাবের কাফ্ফারা হিসাবে যে ধরনের দাস-দাসী আযাদ করা জাইয এ ক্ষেত্রেও তা আযাদ করা জাইয হবে। (২) অথবা দশজন মিসকীনকে পোশাক দিবে এবং একজনকে একটি বা একাধিক পোশাক দিবে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল, যতটুকু কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা জাইয তা প্রদান করা। (৩) অথবা দশ জন মিসকীনকে আহার করাবে। যিহাবের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ আহার করাতে হয় এ ক্ষেত্রেও সে পরিমাণ আহার করাবে (আল হাবীঃ আল কুদসী)। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে পোশাকের সর্ব নিম্ন পরিমাণ হল, ঐ পরিমাণ কাপড় যতটুকু দ্বারা অধিকংশ শরীর আবৃত করা যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শুধু এক পায়জামা দেওয়া জাইয নেই। এটিই সহীহ্ মত (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি এই তিন প্রকারের কোন প্রকারের দ্বারা কাফ্ফরা আদায় করতে সক্ষম না হয় তবে একাধারে তিন দিন সাওম পালন করবে। এটি হল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির কাফ্ফারা। আর পূর্বে যে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে সচ্ছল ব্যক্তির কাফ্ফারা। কসমের কাফ্ফারার ক্ষেত্রে সচ্ছল হওয়ার সীমা হলঃ যদি কেউ পরিমিত পরিমাণ আসবাব সামগ্রী দ্বারা জীবিকা নির্বাহের পর এ পরিমাণ বস্তু তার নিকট বেচে থাকে যার দ্বারা সে কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে পারে তবেই তাকে সচ্ছল বলে গণ্য করা হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কারো মালিকানায় কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিষয়গুলো না থাকে। পক্ষান্তরে যদি কারো মালিকানায় কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিষয়গুলো থাকে যেমন কারো নিকট গোলাম, পোশাক বা দশ জন মিসকীনদের খাদ্য আছে তবে কাফ্ফারা স্বরূপ সাওম পালন করা তার জন্য জাইয হবে না। চাই সে ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক। হলফকারী ব্যক্তির মালিকনায় কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের কোন একটিও যদি না থাকে তবে তার ক্ষেত্রে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার বিষয়টি ধর্তব্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩. কাফ্ফারা আদায়কালেই ধনী ও দরিদ্র হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত হবে। (আগে পরে কি ছিল তা ধর্তব্য হবে না)। সুতরাং কেউ কসম ভঙ্গের সময় ধনী ছিল, কিন্তু কাফ্ফারা আদায়-কালে অভাবী হয়ে পড়েছে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ সাওম পালন করা জাইয হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কসম ভঙ্গের সময় গরীব থাকে এবং কাফ্ফারা আদায়ের সময় ধনী হয়ে যায় তবে তার জন্য সাওম পালনের মাধমে কাফ্ফারা আদায় করা জাইয হবে না। (ফাতহুল কাদীর)। "শাফাফ" তথা পরিমিত পরিমাণ বসবাসের একটি ঘর,

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমন কাপড় যা সে পরিধান করে সতর ঢাকতে পারে এবং এক দিনের খাদ্য (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কারো নিকট তার মাল মজুদ না থাকে অথবা যদি কারোর অন্যের নিকট টাকা পয়সা পাওনা থাকে, কিন্তু তার নিকট এমন কোন অর্থ কড়ি না থাকে যার দ্বারা সে গোলাম আযাদ করতে পারে অথবা পোশাক দান করতে পারে বা মিসকীনদেরকে আহার করাতে পারে তবে এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য সাওম পালনের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা জাইয আছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ফকীহ্গণ বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত যদি কারো টাকা অন্যের কাছে ঋণ হিসাবে থাকে তবে তার জন্য সাওম পালন করা জাইয হওয়ার মর্ম হল, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন অভাবী যে সে তার ঋণ আদায় করতে সক্ষম নয়। পক্ষান্তরে যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ধনী হয় যে তার ঋণ আদায় করতে সক্ষম, এমতাবস্থায় সে তাগাদা দিয়ে ঐ ঋণ যদি উসুল করে নেয় তবে অভাবহীন ব্যক্তির ন্যায় কাফ্ফারা আদায় করতে পারবে। এ অবস্থায় সাওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য জাইয হবে না। ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে যদি কোন মহিলার উপর কাফ্ফরা অপরিহার্য হয় এবং তার হাতে কোন মাল না থাকে কিন্তু স্বামীর নিকট তার মোহরের হক পাওনা থাকে আর স্বামীর অবস্থাও এমন যে, সে যদি মোহরানা গ্রহণ করতে চায় তবে স্বামী তা আদায় করতে সক্ষম তাহলে তার জন্যও রোযার দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জাইয হবে না। যদি কারো মাল থাকে এবং ঋণ থাকে আর ঋণের পরিমাণ মালের সমপরিমাণ হয় বা এর থেকেও বেশী হয় তবে হাতের টাকা-পয়সা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার পর তার জন্য সাওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা জাইয আছে। 'আসল' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটি যাহিরী রিওয়ায়েতও বটে। ঋণ পরিশোধ করার আগে তার জন্য সাওম পালন করা জাইয কি না, এ সম্বন্ধে মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (মুহীত) বিশুদ্ধতম মতে এ অবস্থায় সাওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা জাইয আছে (মাবসূত)।

৪. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কসমের কাফ্ফারা আদায়ের নিয়্যতে এক এক মিসকীনকে অর্ধেক পোশাক প্রদান করে অথবা দশ মিসকীনকে একটি পোশাক প্রদান করে তবে এতে পোশাকের দ্বারা কাফ্ফরা প্রদান করা আদায় হবে না। এখন প্রশ্ন হল, এর দ্বারা كفارة طعام (আহার করানোর দ্বারা যে কাফ্ফারা আদায় করা হয়) আদায় হবে কিনা, যদি এর মূল্য দশ মিসকীনের খাদ্যের সম পরিমাণ হয়, এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম খাহারযাদা (র) বলেন, আমাদের ইমামগণের যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী এর দ্বারা كفارة طعام আদায় হয়ে যাবে। চাই সে এর দ্বারা كفارة طعام আদায়ের নিয়্যত করুক অথবা না করুক (যহীরিয়্যা)। টুপী ও মোজা প্রদানের দ্বারা كفارة كسوة (কাপড়ের দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করা) আদায় হবে না। তবে খাদ্য দানের কাফ্ফরা আদায় হবে[১]। কাপড় দ্বারা কাফ্ফারা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহণকারীর অবস্থা বিবেচিত হবে। যদি তা গ্রহণকারীর জন্য উপযুক্ত হয় তবে তো এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় সহীহ্ হয়ে যাবে। অন্যথায় সহীহ্ হবে না। অবশ্য কোন কোন ইমামের মতে ঐ কাপড় যদি মধ্য বিত্ত মানুষের জন্য উপযুক্ত হয় তবে এর দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করা জাইয হবে। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, এই অভিমতটি অধিক বিশুদ্ধ (খুলাসা) যদি কোন ব্যক্তি

১. যদি এর মূল্য দশ মিসকীনের খাদ্যের সমপরিমাণ হয়।

দশজন মিসকীনের প্রত্যেককে একটি করে পাগড়ী প্রদান করে এবং এর মূল্য যদি কুর্তা বা চাদরের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে এতেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় কাফ্ফারায়ে কিসওয়া (কাপড় দানের) আদায় হবে না। অবশ্য যদি এর মূল্য দশ মিসকীনের খাদ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করা আদায় হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৫. **মাসআলা ঃ** যদি দশ মিসকীনকে বহু দামী এমন একটি কাপড় প্রদান করা হয় যার মূল্য হিসাব করে ভাগ করা হলে প্রত্যেক মিস্কীনের ভাগে এক কাপড়ের মূল্যের চেয়েও অধিক পড়ে তবুও এতে কাপড়ের কাফ্ফারা আদায় হবে না। অবশ্য খাদ্যে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা দশ মিসকীনকে পোশাক দেওয়ার কথা কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং পোশাক পোশাকের বদলা হতে পারবে না। অন্য কিছুর বদলা হতে পারবে। যেমন যদি দশ মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা'গমের চার ভাগের একভাগ প্রদান করা হয় এবং এর মূল্য যদি এক সা' খেজুরের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে এতে খাদ্য দানের দ্বারা কাফ্ফারা প্রদানের বিষয়টি আদায় হবে না। অবশ্য এই গমের মূল্য যদি এক একটি বস্ত্রের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে বস্ত্র দানের দ্বারা কাফ্ফারা প্রদান করার বিষয়টি এতে আদায় হয়ে যাবে (বাদাঈ')। যার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব সে ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা স্বরূপ পুরাতন কাপড় প্রদান করে তবে ফকীহ্গণের মতে এ ক্ষেত্রে মল্যের বিনিময় ধর্তব্য হবে না। তবে দেখতে হবে যদি এই কাপড় দ্বারা নতুন কাপড়ের অর্ধেক সময় উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় তাহলে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যদি এ কথা জানা যায় যে,নতুন কাপড় ছয় মাস ব্যবহারযোগ্য আর পুরাতন কাপড় চার মাস ব্যবহারযোগ্য হয় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে। এক্ষেত্রে মূল্যের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি এক মিসকীনকে একই সাথে দশটি বস্ত্র প্রদান করে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যেমন খাদ্যদানের ক্ষেত্রে হয় না। যদি এক মিসকীনকে এক দিন একটি করে বস্ত্র প্রদান করে দশ দিনে দশটির সংখ্যা পূর্ণ করা হয় তবে তাতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে, যেমন খাদ্য দানের ক্ষেত্রে জাইয হয়ে থাকে। যদি দশ মিসকীনকে এমন একটি গোলাম বা চতুষ্পদ প্রাণী প্রদান করা হয় যার মূল্য দশটি বস্ত্রে মূল্যের সমতুল্য তবে এতে বস্ত্রের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যেমন দিরহাম দ্বারা তা আদায় হয়ে থাকে। আর যদি গোলাম বা চতুষ্পদ প্রাণীর মূল্য দশ মিসকীনের বস্ত্রের সমপরিমাণ না হয় কিন্তু দশ মিসকীনের খাদ্যের সমপরিমাণ হয় তবে মূল্য হিসাবে এর দ্বারা খাদ্যদানের কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যাকে কাফ্ফারার মালামাল প্রদান করা হয়েছে সে যদি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, এটি তার মালিকানাধীন বস্তু এবং এই বলে সে তা নিয়েও নেয় তবে কাফ্ফারা প্রদানকারী ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হবে নুতনভাবে আবার কাফ্ফারা প্রদান করা। কাফ্ফারা দাতার হুকুমে তার পক্ষ থেকে যদি অপর কোন ব্যক্তি দশ মিসকীনকে বস্ত্র দিয়ে দেয় তবে তা জাইয আছে। যদিও সে দাতা পক্ষ হতে এখনো কোন টাকা পয়সা প্রাপ্ত হয় নি তবুও তা জাইয হবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি দাতার নির্দেশ ও তার সম্মতি ছাড়া এরূপ করে তবে এতে দাতার কাফ্ফারা আদায় হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. **মাসআলা ঃ** কসমের কাফ্ফারা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফনের ব্যবস্থা করা মসজিদ বানানো, মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা অথবা দাস মুক্ত করা জাইয নয়। অবশ্য মুসাফির বা পথিক ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় তবে তা জাইয হবে। যে ব্যক্তির উপর দুই কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। এ জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি দশ মিসকীনের প্রত্যেককে দু'টি করে বস্ত্র প্রদান করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এতে এক কাফ্ফারা আদায় হবে। কেউ কোন মিসকীনকে কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ একটি বস্ত্র প্রদান করেছিল। এরপর সেই মিসকীন লোকটি মারা গেলে সে (কাফ্ফারা দাতা) তার ওয়ারিস হল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে ঐ কাপড়টিও প্রাপ্ত হল অথবা সে তার জীবদ্দশায় এ কাপড়টি খরিদ করে নিল অথবা মিসকীন লোকটি তাকে ঐ কাপড়টি হিবা করে দিল তবে এতে কাফ্ফারা দাতার কাফ্ফারা ফাসিদ হবে না (মাবসুত)।

৮. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কাফ্ফারা আদায়ের জন্য আহার্য দান করাকে মনোনীত করে নেয় তবে তা দুই রকমের হতে পারে। (১) طعام تمليك (মালিক বানানোর লক্ষ্যে কাউকে খাদ্যদান করা) (২) طعام اباحة (এভাবে খাদ্য দান কর যে তারা এ খাদ্যের মালিক নয়, তবে তা ভক্ষণ করা তাদের জন্য মুবাহ)। মালিক বানানোর লক্ষ্যে খাদ্য দান করা যেমন কেউ দশজন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ গম, আটা বা ছাতু প্রদান করল অথবা এক সা' করে প্রত্যেককে যব প্রদান করল যেমন সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে। কেউ যদি দশ মিসকীনের প্রত্যেককে এক এক মুদ (এক সা'এর চার ভাগের একভাগ) পরিমাণ গম প্রদান করে, তারপর আবার তাদের প্রত্যেককে এক এক মুদ' করে প্রদান করে তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয়বার এভাবে এক এক মুদ' করে প্রদান না করে তবে আবার নতুন ভাবে খাদ্য দান করে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি অপর কাউকে নিজ কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করার জন্য ওসীয়্যত করে এবং সে মুতাবিক ওয়াসী (ওসীয়্যত বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দশ মিসকীনকে সকালের খাদ্য প্রদান করে, তারপর সন্ধ্যার খানা খাওয়ার আগেই মিসকীনদের সকলেই যদি মারা যায় তবে পুনরায় নতুন করে খাদ্য দান করা তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে ওয়াসীর উপর কোন জরিমানা আপতিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কসমের কাফ্ফারা হিসাবে পাঁচ সা' গম কোন এক মিসকীনকে দিয়ে দেয় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কিন্তু যদি একই মিসকীনকে দশদিনে তা প্রদান করে তাহলে তা জাইয হবে এবং এক এক দিন এক এক মিসকীনের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে। যদি কেউ এক মিসকীনকে গম এবং এক মিসকীনকে যব প্রদান করে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তা জাইয হবে।

৯. **মাসআলা ঃ** কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে গিয়ে কেউ যদি পাঁচ মিসকীনকে আহার এবং অপর পাঁচজনকে বস্ত্র প্রদান করে এবং এ খাদ্য যদি طعام تمليك তথা মালিক বানানোর লক্ষ্যে প্রদান করা হয় তবে তা জাইয হবে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যেটির মূল্য বেশী হবে সেটি কম মূল্যের বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হবে। আর এ খাদ্য যদি ইবাহাতী খাদ্য হয় (যা মালিক বানানোর লক্ষ্যে প্রদান করা হয় না) এবং এর মূল্য বস্ত্রের তুলনায় কম হয় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি এর দাম পোশাকের তুলনায় বেশী হয় তাহলে কাফ্ফারা আদায়

জাইয হবে না। কেননা পোশাক তো মালিক বানানোর নিমিত্তেই প্রদান করা হয়। অথচ ইবাহাতী খানার মধ্যে মালিক বানানো উদ্দেশ্য হয় না। অতএব যদি পোশাকের তুলনায় খাদ্যের মূল্য কম হয় তবে পোশাক খাদ্যের বদল হওয়া জাইয হবে। কিন্তু বিষয়টি এর বিপরীত হয় তবে তা করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি ইবাহাতী খাদ্যের দ্বারা কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে চায় তবে তা আমাদের ইমামগণের মতে জাইয হবে।

১০. **মাসআলা ঃ** ইবাহাতী খাদ্য দান করার নিয়ম হল, পেট ভরাপরিমাণ দুই বেলা খাদ্য দান করা অর্থাৎ এক সকাল ও এক বিকাল অথবা দুই সকাল অথবা দুই বিকাল অথবা এক বিকাল ও এক সাহ্রীতে পেট পুরিয়ে আহার করানো। মুস্তাহাব হল, সকাল, বিকাল দুই বেলা রুটি ও তরকারি দিয়ে আহার করানো এক্ষেত্রে শুধু আহার করানো ধর্তব্য নয় বরং পেট পুরিয়ে আহার করানো ধর্তব্য হবে। যদি দশ মিসকীনের সামনে তিনটি রুটি পরিবেশন করে এবং তারা তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় তবে জাইয হবে। অর্থাৎ এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে। যদি দশজনের এক জনের পেট ভরে আর অন্যদের পেট না ভরে তবে এ ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, অন্যরা যে পরিমাণ খেয়েছে সেও যদি সে পরিমাণ খেয়ে থাকে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু অপরাপর ফকীহগণ বলেন, এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা ওয়াজিব হল, দশ মিসকীনকেই পেট পুরে আহার করানো। যদি দশজন মিস্কীনকে পেট পুরিয়ে আহার করানো হয় এবং তাদের মধ্যে একজন দুধ ছাড়ানো বাচ্চাও থাকে তবে তা জাইয হবে না। বরং এ অবস্থায় কাফ্ফারা দাতার উপর ওয়াজিব হবে তদাস্থলে অপর এক মিস্কীনকে আহার করানো (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. **মাসআলা ঃ** কাফ্ফারা দাতা ব্যক্তি যদি মিসকীনদেরকে তরকারি ছাড়া আহার করায়, যেমন গমের রুটি আহার করাল তবে তা জাইয হবে। আর যদি অন্য কিছু হয় তবে সেক্ষেত্রে তরকারি আবশ্যক। কেউ যদি মিসকীনদেরকে রুটি এবং খেজুর অথবা ছাতু ও খেজুর অথবা ছাতু খাওয়ায় অন্য কিছু না খাওয়ায় তবে তা জাইয হবে যদি এ জাতীয় খাদ্য তাদের পারিবারিক খাদ্য হয়ে থাকে । যদি একই মিস্কীনকে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই বেলা করে দশদিন পর্যন্ত আহার করানো হয় তবে এও জাইয হবে। যদিও সে প্রত্যেক বারের খাদ্যের সময় একই রুটি খেয়ে থাকে। কেউ যদি সকালে দশজনকে আহার করায় এবং বিকালে অপর দশজনকে আহার করায় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। অনুরূপভাবে যদি দশ দিন পর্যন্ত এক মিসকীনকে সকালে আহার করায় এবং বিকালে আহার করায় অপর এক মিসকীনকে তবে এতেও কাফ্ফারা আদায় হবে না। যদি এক মিসকীনের অংশকে দুই মিসকীনের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তবে তা জাইয হবে না। যদি কোন মিসকীনকে সকালের খাদ্য প্রদান করা হয় এবং বিকালে খাদ্যের জন্য টাকা প্রদান করা হয় তবে তা জাইয হবে। যদি দশ মিসকীনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি অবলম্বন করা হয় অর্থাৎ দশ জনকে সকালের খাদ্য প্রদান করার পর বিকালে খাদ্যের জন্য তাদেরকে টাকা পয়সা প্রদান করা হয় তবে তাও জাইয হবে। যদি দশ মিসকীনকে একদিন সকালে আহার করানোর পর তাদেরকে এক এক মুদ' (এক সা' এর চারভাগের একভাগ) করে গম প্রদান করা হয় তবে তাতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। হিশাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

(র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি কোন এক মিসকীনকে বিশ দিন এক বেলা করে আহার করায় অথবা রমাযান মাসের সন্ধ্যায় বিশ রাত আহার করায় তবে এতে কাফ্ফরা আদায় হয়ে যাবে। কেউ যদি কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ সাওম পালন করতে শুরু করে অথচ তার দেশে বাড়ীতে খাদ্য বা গোলাম আছে যা সে ভুলে গিয়েছে, রোযা রাখার পর তার সে গুলোর কথা মনে পড়েছে তাহলে ফকীহ্গণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে সাওমের মাধ্যমে তার কাফ্ফারা আদায় সহীহ্ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ যার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব এ জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি পাঁচজন মিসকীনকে আহার করানোর পর গরীব হয়ে যায়, এ অবস্থায় সে যদি সাওমের দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করতে চায় তবে নতুন করে সাওমের দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করবে (মাবসূত)। কোন ব্যক্তি দশ মিসকীনকে এক এক মুদ' গম প্রদানের পর যদি ধনী হয়ে যায় এরপর আবার গরীব হয়ে যায় তারপর পুনরায় এক এক মুদ' গম প্রদান করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। যেমন কেউ যদি মুকাতাব গোলামকে এক মুদ' গম প্রদান করে এরপর গোলামীতে ফিরে যায়, এরপর পুনরায় সে মুকাতাব হয়ে যায় তারপর তাকে আবার এক মুদ' প্রদান করা হয় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি দশ মিসকীনের প্রত্যেক মিসকীনকে এক হাজার সের গম প্রদান করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এতে একটি মাত্র কাফ্ফারা আদায় হবে (খুলাসা)। কারো উপর একটি কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব ছিল সে পাঁচ সা' গম দশ জন মিসকীনের জন্য রাখল। তারা সেগুলো সব লুটে পুটে নিয়ে গেল। এতে এক মিসকীনের কাফ্ফারা আদায় হবে। এর চেয়ে বেশী নয় (যহীরিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ যে সব লোকদেরকে যাকাতের মালামাল দেওয়া জাইয নেই তাদেরকে কসমের কাফ্ফারা দেওয়াও জাইয নেই। যেমন কাফ্ফারা দাতার পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি। তবে কসামের কাফ্ফারা যিম্মী ফকীরদেরকে দেওয়া জাইয আছে। কিন্তু যাকাতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ফকীহ্গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাফ্ফারার টাকা-পয়সা হারবী ফকীররেদকে দেওয়া জাইয নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কাফ্ফারার রোযা আইয়ামে তাশরীকের দিনে রাখা জাইয নেই (মাবসূত)। কসম ভঙ্গকারী ব্যক্তি গরীব হওয়ায় সে যদি সাওমের দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করে এবং দুই দিন রোযা রাখার পর যদি তৃতীয় দিন অসুস্থ হয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে নতুনভাবে কাফ্ফারা আদায় করা তার উপর অপরিহার্য হবে। এমনিভাবে মহিলা যদি তৃতীয় রোযায় হায়েযা হয়ে পড়ে তবে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কয়েক কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। সে ঐ কসমসমূহের কাফ্ফারার সংখ্যা অনুপাতে কয়েকজন গোলাম আযাদ করল। কিন্তু কোন গোলাম কোন কসমের কাফ্ফরা তা নিয়্যত করল না অথবা প্রতিটি গোলামের ক্ষেত্রে ঐ কসমসমূহের কাফ্ফারা আদায়ের নিয়্যত করল তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি সে ঐ কসমসমূহের কোন একটির কাফ্ফারা হিসাবে

গোলাম আযাদ করে অপরটির জন্য মিসকীনদেরকে আহার করায় এবং তৃতীয়টির জন্য মিসকীনদেরকে বস্ত্র দান করে তবে এক্ষেত্রেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা উপরোক্ত প্রক্রিয়াসমূহের প্রত্যেকটির দ্বারাই কাফ্ফারা আদায় হয়ে যায়। কাজেই সবগুলোর ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

১৫. মাসআলা ঃ গোলাম আযাদ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজের কসমের কাফ্ফারা সাওমের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। যদি মুনীব তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করে অথবা মিসকীনদেরকে আহার করায় বা বস্ত্র প্রদান করে তবে এতে তার কাফ্ফারা আদায় হবে না (সিরাজিয়্যা)। এ ক্ষেত্রে মুকাতাব, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের হুকুম সাধারণ গোলামের হুকুমের অনুরূপই। যে গোলাম নিজের বদলে কিতাবাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টারত তার হুকুমও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অনুরূপই। কেননা সেও মুকাতাব গোলামের মতই। কাফ্ফারা আদায়কারী ব্যক্তি দুই দিন রোযা রাখার পর যদি তৃতীয় দিনে সে মিসকীনদেরকে আহার করানো বা বস্ত্র দানের উপর সক্ষম হয়ে যায় তবে রোযার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য আর জাইয হবে না। বরং তখন আহার করানো বা বস্ত্র দানের মাধ্যমেই কাফ্ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অভাবী ব্যক্তি দুই দিন রোযা রাখার পর যদি তৃতীয় দিনে গোলাম আযাদ করার উপর সক্ষম হয়ে যায় তবে মাল দ্বারাই কাফ্ফারা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। তবে তার জন্য উত্তম হল, রোযা পূরা করা। কিন্তু যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে না (মাবসূত ঃ শামসুল আইম্মা সারাখ্সী)। অভাবগ্রস্ত মহিলার স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে সাওম পালন করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

১৬. কোন গোলাম কাফ্ফারার রোযা রাখার পর রোযা শেষ করার আগেই তাকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয় এবং এ অবস্থায় সে যদি কিছু মালামালও প্রাপ্ত হয় তবে সাওমের মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য আর জাইয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি দুই কসমের কাফ্ফারা স্বরূপ ছয় দিন রোযা রাখে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। যদিও সে প্রতি কাফ্ফারার জন্য তিন দিন রোযা রাখার নিয়্যত না করে। যদি কারো নিকট এক কাফ্ফারার খাদ্য সামগ্রী থাকে, এ অবস্থায় সে যদি অপরটি আদায়ের জন্য সাওম পালন করে তারপর দ্বিতীয় কাফ্ফারা আদায়ের জন্য মিসকীনদেরকে আহার করায় তবে তার সাওম পালনের দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। বরং খাদ্য দানের মাধ্যমে এক কাফ্ফারা আদায়ের পর পুনরায় তাকে সাওম পালন করতে হবে। কাফ্ফারা বা অন্য কোন ক্ষেত্রে একজনের পক্ষে অপরজনের রোযা রাখা জাইয নয়। চাই সে ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত হোক (মাবসূত ঃ শামসুল আইম্মা সারাখ্সী)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়েছে। কিন্তু তার অবস্থা এমন যে গোলাম আযাদ করতে সক্ষম নয়, এমনিভাবে দশ মিসকীনকে খাদ্য বা বস্ত্র দিতেও সক্ষম নয়। সে এমন বৃদ্ধ যে কাফ্ফারার দ্বারা রোযা রাখতেও সক্ষম নয় এবং এ ব্যাপারে সে আশাবাদীও নয়। এ অবস্থায় লোকেরা যদি তার পক্ষ হতে এক এক দিনের রোযার পরিবর্তে এক এক মিসকীনকে খানা খাওয়াতে চায় অথবা ঐ লোকটি যদি মারা যায় এবং মরণকালে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষ হতে এর কাযা করার ব্যাপারে ওসীয়্যত করে যায় তাহলে জীবিত লোকদের জন্য তার পক্ষ হতে গরীব মিসকীন লোকদেরকে আহার করানো জাইয হবে না এবং এ কাজ কাফ্ফারা হিসাবে যথেষ্টও হবে না। আর সে লোক যদি এ ব্যাপারে কোন ওসীয়্যত না করে থাকে এবং তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় তার পক্ষ হতে কাফ্ফারা আদায় করে দিতে চায় তবে দশ মিসকীনের আহার বা তাদের বস্ত্র প্রদান করতে যা লাগে এর চেয়ে কম দেওয়া জাইয হবে না। এমনিভাবে তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করাও তাদের জন্য জাইয নয় (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

কসমের কাফ্ফারা হিসাবে কেউ যদি গোলাম আযাদ করে এবং মনে মনে কাফ্ফারার নিয়্যত করে, মুখে উচ্চারণ করে কসমের কাফ্ফারার কথা না বলে, শুধু গোলাম আদায় করার কথা বলে তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে (মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি হলফ করে বলল যে, সে এ কাজ করবে না, কিন্তু পরে সে কিভাবে কসম করেছে, আল্লাহ্র নামে কসম করেছে নাকি তালাকের কসম করেছে, না রোযার কসম করেছে তা ভুলে গেলে তাহলে স্মরণ না হওয়া পর্যন্ত তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুহাম্মদ ইব্ন শুজা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে আমি তালাকের ব্যাপারে কসম করেছি এবং এ কথা আমার জানাও আছে। কিন্তু এ কথা আমার জানা নেই যে, তখন আমি বালিগ ছিলাম কিনা, তবে তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, তখন সে বালিগ ছিল, এ কথা যদি তার জানা না থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির স্ত্রীর উপর যিনার অপবাদ দিল। এরপর স্বামী বলল, আজকের দিনের ভিতর যদি তার যিনার বিষয়টি স্পষ্ট না হয় তবে তার উপর তিন তালাক। এদিকে দিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু যিনার বিষয়টি স্পষ্ট হল না তবে মহিলার উপর তালাক পতিত হবে না। উল্লেখ্য যে, যিনার বিষয়টি স্পষ্ট হবে চার জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্যের দ্বারা অথবা মহিলার নিজের স্বীকারোক্তির দ্বারা। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাপড় রং করার জন্য রংকারী ব্যক্তির কাছে তা নিয়ে গেল। কিন্তু স্ত্রী বলতে লাগল যে, তুমি বিক্রি করার জন্য তা নিয়ে গেছো। এতে স্বামী ক্ষেপে গিয়ে বলল, আমি যদি এ কাপড় রং করি তবে তুমি তালাক। এরপর রংয়ের ব্যক্তি তা রং করল এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (যহীরিয়্যাঃ মুকাওমু 'আত অধ্যায়)। যে ব্যক্তির উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব এ জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় বা নিহত হয় তবে তার কাফ্ফারা রহিত হবে না। যিহারের কাফ্ফারার হুকুম ও অনুরূপই। ফকীহ্ আবূ বকর বলখী (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, এতে যিহারের কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কসমের কাফ্ফারার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম (মুহীত)। কসম ভঙ্গ করার আগেই কেউ যদি কাফ্ফারা দিয়ে দেয় তবে এতে কাফ্ফারা আদায় হবে না। কিন্তু প্রদত্ত কাফ্ফারার টাকা বা কাফ্ফারার বস্তু মিসকীনদের থেকে ফেরৎও নিতে পারবে না। কেননা তা সাদাকা হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেছে (হিদায়া)।

মানতের মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি সাধারণভাবে কোন কিছুর মানত করে তবে তা পুরা করা তার উপর ওয়াজিব[১] (হিদায়া)। কেউ যদি বলে, আমি এ কাজ করলে আমার উপর হজ্জ, উমরা, সাওম, সালাত, সাদাকা বা এ জাতীয় কোন ইবাদত ওয়াজিব। এরপর সে তা করে তবে তার উপর উক্ত আমল ওয়াজিব হবে। তবে আমাদের মাযহাবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এক্ষেত্রে কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি তার মানতকে এমন শর্তের সাথে যুক্ত করে যার হওয়াকে সে চায় যেমন বলল, আল্লাহ্ যদি আমার রোগী ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করে অথবা আমার অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে সে কাফ্ফারার মাধ্যমে এ মানত থেকে মুক্তি পাবে না (মাবসূত)। মানতের ক্ষেত্রে যে জিনিসের মানত করবে তাই ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি মানতকে এমন শর্তের সাথে যুক্ত করে যার হওয়াটা সে চায় না। যেমন যেমন ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি। তবে মানতকৃত বস্তু হুবহু আদায় করা এবং কাফ্ফারা প্রদান করার মধ্যে তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যেটি ইচ্ছা সে আদায় করতে পারবে। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর পূর্বোক্ত মত পরিহার করে ইখতিয়ার প্রদানের মতটিকে গ্রহণ করেছেন। ইসমাঈল যাহিদ (র)-এর অনুপাতেই ফাতাওয়া প্রদান করতেন। আর তিনি বলতেন, এটিই আমার পসন্দনীয় অভিমত (মাবসূত)। এ ব্যাখ্যাই সহীহ্ (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর নামায পড়া ওয়াজিব তবে দু' রাকআত নামায আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, আমার উপর ওয়াজিব এই যে আমি নামায পড়ব অথবা বলল, আমি অর্ধ রাকআত আদায় কবর তবে এ অবস্থায়ও তার উপর দুই রাকআত ওয়াজিব হবে। কেউ যদি তিন রাক'আত নামাযের কথা বলে তবে চার রাকআত নামায তার উপর ওয়াজিব হবে (হাবী ঃ আল্ কুদ্সী)। কেউ যদি উযূ ছাড়া নামায পড়ার মানত করে তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি কিরাআত ছাড়া অথবা উলঙ্গ হয়ে নামায পড়ার মানত করে তবে তার উপর নামায আদায় করা অপরিহার্য হবে। কেউ যদি যুহরের ফরয আট রাকআত আদায় করার মানত করে তবে তার উপর চার রাকআতই ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রিযিক হিসাবে দু'শত দিরহাম প্রদান করেন তবে আমার উপর ওয়াজিব হিসাবে দশ দিরহাম প্রদান করা তবে তার উপর শুধুমাত্র পাঁচ .. দিরহাম যাকাত হিসাবে প্রদান করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ যদি বিশেষ কোন স্থানে সালাত আদায় করা বা সাওম পালন করার মানত করে তবে তার হুকুম কি হবে এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার জন্য যে কোন স্থানে সালাত আদায় করা ও সাওম

১. সাধারণভাবে মানত করার অর্থ হল, কোন দিন মাস বা সপ্তাহের কথা উল্লেখ করা ব্যতিরেকে মানত করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পালন করার সুযোগ থাকবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি নিজের উপর আগামীকাল সালাত আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার মানত করে ঐ দিনই সে সালাত আদায় করে নেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার মানত পুরা হয়ে যাবে। আর কোন ব্যক্তি আগামীকাল কিছু দিরহাম সাদাকা করার মানত করে যদি ঐ দিনই তার সাদাকা করে দেয় তবে সমস্ত ইমামগণের মতেই তার মানত পুরা হয়ে যাবে। (হাবী ঃ আল কুদ্সী)

৩. মাসআলা ঃ ব্যক্তি যে পরিমাণ মালের মালিক সে যদি এর চেয়ে বেশী কিছুর মানত করে তবে পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে তার মালিকানা অনুপাতেই তার উপর মানত পুরা করা অপরিহার্য হবে। যেমন এক ব্যক্তি একশ' টাকার মালিক। সে বলল, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমার উপর এক হাজার টাকা সাদাকা করা ওয়াজিব হবে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদূরী)। যদি উক্ত মানতকারী ব্যক্তির নিকট এমন কিছু আসবাব সামগ্রী বা এমন একজন গোলাম খাদিম থাকে যার মূল্য একশ' টাকার সমান তবে তা বিক্রি করে সাদাকা করে দিবে। যদি এর মূল্য দশ টাকার সমান হয় তবে দশ টাকাই সাদাকা করে দিবে। আর যদি তার নিকট কোন কিছুই না থাকে তবে তার উপর কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াসতে এই বকরীটি হাদিয়া দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব অথচ এটি তার নয় বরং অন্যের তবে তার মানত সহীহ্ হবে না এবং তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি এক কথার দ্বারা সে ব্যক্তি কসমের নিয়্যত করে তবে কসম সংঘটিত হবে এবং তা ভঙ্গ করার কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি বলে আল্লাহ্র কসম আমি অবশ্যই এ বকরীটি হাদিয়া দিব অথবা এটি অন্যের মালিকানাধীন বকরী তবে মানত সহীহ্ হবে না। যদি এ বাক্যের দ্বারা সে কসমের নিয়্যত করে তবে কসম সংঘটিত হবে এবং কসম ভঙ্গ করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই এই বকরীটি হাদিয়া দিব তবে এতে কসমই সংঘটিত হবে (মুহীত)। অনুরূপভাবে যদি বলে لاهدين هذه الشاة (লামে কসমের সাথে) যার অর্থ হচ্ছে কসম করে বলছি আমি অবশ্যই এ বকরীটি হাদিয়া দিব এবং মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে এতে কসম হয়ে যাবে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদূরী)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি গুনাহের কাজের ব্যাপারে মানত করে তবে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে। কেউ যদি নিজের সন্তানকে যবাহ্ করার মানত করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর বকরী যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি নিজের সন্তানকে কতল করার মানত করে তবে তার মানত সহীহ্ হবে না।

কেউ যদি গোলাম যবাহ্ করার মানত করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার মানত সহীহ্ হবে। কিন্তু শায়খাইনের মতে তার মানত সহীহ্ হবে না। পিতা-মাতাকে যবাহ্ করার মানত করা হলে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে এ মানত সহীহ্ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ যদি নাতীকে যবাহ্ করার মানত করে তবে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত অনুপাতে তার উপর কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না। এবং এটিই সুস্পষ্ট কথা।

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি মানতের ব্যাপারে কসম করে এবং এতে যদি সে হজ্জ বা উমরার নিয়্যত করে তবে যার নিয়্যত করেছে তাই তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি তার মনে কোন

কিছুর নিয়্যত না থাকে তবে তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি মানতের সাথে কোন গুনাহের কাজের ব্যাপারে কসম করে তবে তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ মানতের সাথে শপথ করেছে এবং তার মনের মধ্যে রোযার নিয়্যত ছিল কিন্তু কোন সংখ্যার নিয়্যত ছিল না তবে এ কসম ভঙ্গ করার পর তার উপর তিনটি রোযা অপরিহার্য হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি সাদাকার নিয়্যত করে কিন্তু বিশেষ কোন পরিমাণের নিয়্যত না করে তাহলে এ অবস্থায় তার উপর দশ মিসকীনকে আহার করানো ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেক মিসকীনের অর্ধ সা' পরিমাণ গম প্রদান করতে হবে (মাবসূত)।

৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আমি আমার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম দরবেশ লোকদেরকে প্রদান করলাম। এ অবস্থায় কেউ তার মুখ চেপে ধরল অথচ তার এ কথাও বলার ইচ্ছা ছিল যে " আমি এ কাজটি করি।" ফকীহ্গণ বলেন, তার জন্য সতর্কতা হল এ পরিমাণ মাল সাদাকা করে দেওয়া। যদি সে তালাক বা দাসমুক্ত করার সাথে শর্ত করে এ কথা বলত তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হত না। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি মালের বা কোন ব্যক্তির যামিন হই অর্থাৎ দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করি তবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর এক পয়সা সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। এরপর সে মাল বা নফসের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করল তাহলে এক পয়সা সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কেউ বলল, আমি অমুক কাজটি করলে আমার সমুদয় মাল মক্কার ফকীরদের জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। এরপর সে কসম ভঙ্গ করে বলখ বা অন্য কোন শহরের ফকীরদেরকে তার মাল সাদাকা করে দিল তবে তা জাইয হবে এবং সে মানত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলল, আমি বর্তমানে যে দুঃশ্চিন্তা ও পেরেশানীতে আছি তা থেকে যদি মুক্তি পেয়ে যাই তবে দশ দিরহামের রুটি সাদাকা করা আমার উপর ওয়াজিব। তারপর সে রুটি সাদাকা করল বা এর মূল্য সাদাকা করল তবে তার মানত পূরা হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি বলল, আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলে আমার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম সাদাকা করে দিব এবং এক এক মিসকীনকে এক দিরহাম করে দিব। এরপর সে তার কন্যাকে বিয়ে দিয়ে পুরা এক হাজার দিরহাম একই মিসকীনকে দিয়ে দিক তবুও তা জাইয হবে। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এই রোগ থেকে সুস্থ হই তবে আমি একটি বকরী যবাহ্ করে দিব। তারপর সে সুস্থ হল তবে তার উপর কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না। অবশ্য সে যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বকরী যবাহ্ করা আমার উপর ওয়াজিব হবে। তবে তার উপর সুস্থ হওয়ার পর বকরী যবাহ্ করা ওয়াজিব হবে। এক ব্যক্তির হাজার দিরহাম পুঁজি আছে। সে বলল, এ দিরহামের দ্বারা ব্যবসা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে মুনাফা দান করেন তবে আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জব্রত পালনের জন্য বের হয়ে যাব। এরপর সে এর দ্বারা ব্যবসা করল। কিন্তু তার মুনাফা বেশী হল না। ফকীহ্গণ বলেন, এ জাতীয় মানতের কারণে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। এক ব্যক্তি বলল, আমি এ কাজটি করলে আমার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার আত্মীয় স্বজনদের মেহমানদারী করা। এরপর সে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করল। এতে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর ওয়াজিব অমুক অমুককে আহার করানো তবে তার উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অপরিহার্য হবে। কেউ বলল, আমার মাল মিসকীনদের জন্য হিবা করে দিলাম তবে সহীহ্ হবে না। অবশ্য যদি সাদাকার নিয়্যত করে তবে তা সহীহ্ হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাকে একজন পসন্দমত স্ত্রী মিলিয়ে দেন তবে আল্লাহ্র ওয়াস্তে প্রতি বৃহস্পতিবার রোযা রাখা আমার উপর ওয়াজিব। ফকীহ্গণ বলেন, মুওয়াফিক স্ত্রী মানে হল এমন স্ত্রী যে স্বামী প্রদত্ত খোরপোষের উপর পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে এবং স্বামী তার থেকে ভোগ সম্ভোগ করতে চাইলে সে তা দ্বিধাহীন চিত্তে তা পূরা করে। কোন রূপ কার্পণ্য করে না। (ওয়াজীয ঃ আল কুরদরী)। কেউ যদি ধনী লোকদেরকে তার সহীহ্ না হওয়াই সমীচীন। কেউ কেউ বলেন, সহীহ্ হওয়াই সমীচীন যদি সে এ মানতে (ধনী) মুসাফির লোকদের নিয়্যত করে থাকে। (জাওয়াহিরুল আখলাতী) কেউ যদি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মিসকীন লোকদেরকে খাদ্য দান করা নিজের উপর অপরিহার্য করে তবে যত জন মিসকীন খাওয়ানোর সে নিয়্যত করেছে এবং যে পরিমাণ খাওয়ানোর নিয়্যত করেছে তাই তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি তার মনে কোনরূপ নিয়্যত না থাকে তবে তার উপর অপরিহার্য হবে দশ মিসকীনকে আহার করানো এবং প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' পরিমাণ গম প্রদান করা (মাবসূত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মিসকীন খাওয়ানো আমার উপর ওয়াজিব তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর ওয়াজিব হবে অর্ধ সা' পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ যব কিংবা খেজুর কোন মিসকীনকে দান করে দেওয়া। কেউ বলল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে দশজন মিসকীনকে আহার করানো আমার উপর ওয়াজিব এবং খাদ্যের পরিমাণ উল্লেখ করল না। এরপর সে পাঁচজন মিসকীনকে আহার করাল তবে তা মানত পুরা হবে না। কেউ বলল আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই মিসকীনকে এই খাদ্য খাওয়ানো আমার উপর ওয়াজিব। তারপর সে এই খাদ্য অপর কোন মিসকীনকে খাওয়াল তবে তা জাইয হবে । কেউ বলল, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই মিসকীনকে কিছু আহার করানো আমার উপর ওয়াজিব কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণ করল না। তাহলে এই মিসকীনকে আহার করানো তার উপর ওয়াজিব হবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে দশ জন মিসকীনকে আহার করানো আমার উপর ওয়াজিব। অথচ দশ জনকে আহার করানো তার নিয়্যতে নেই। তার নিয়্যত হল একজনকেই এই পরিমাণ খাদ্য দান করা যা দশজনের জন্য যথেষ্ট হয়। এভাবে করলেও তার মানত পুরা হয়ে যাবে। যদি বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে দশ জনকে খাদ্য দান করা আমার উপর ওয়াজিব তবে দশজনকে আহার না করালে তার মানত পুরা হবে না (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি এক হাজার মিসকীনকে সাদাকা করার মানত করল। এরপর মানতের মাধ্যমে সে যা নিজের উপর ওয়াজিব করেছিল এক মিসকীনকেই সাদাকা করে দিল। এতে সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজুত এর সূত্রে)। কেউ যদি নির্দিষ্ট কোন দিরহামের ব্যাপারে মানত করে অন্য দিরহাম সাদাকা করে তবে তা জাইয হবে। (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে এই গোলাম আযাদ করা আমার উপর অপরিহার্য এবং সে এর মালিকও বটে তবে তার উপর অপরিহার্য হল এ অঙ্গীকার পুরা করা। যদি অঙ্গীকার পুরা না করে তবে সে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু বিচারক তাকে গোলাম আযাদ করার

ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না (খুলাসা)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ বলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর এক নাসামা। (আদম সন্তান) আযাদ করা ওয়াজিব। এরপর সে একটি অন্ধ গোলাম আযাদ করল। এতে তার মানত পুরা হবে না। কেউ বলল, আল্লাহর কসম! আমি এক আদম সন্তানকে আযাদ করব। এরপর সে এক অন্ধ গোলামকে আযাদ করল। এতে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ যদি বলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর ওয়াজিব হল, একটি উট যবাহ্ করে এর গোশ্ত সাদাকা করে দেওয়া। তারপর সে উটের স্থলে সাতটি বকরী যবাহ্ করল। তাহলে তা জাইয হবে (খুলাসা)।

১০. মাসআলা ঃ আবদুল আযীয ইব্ন আহমদ হালওয়ানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, যদি কোন ব্যক্তি বলে আমি এক রাকআত নামায আদায় করলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার উপর এক দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে দুই রাকআত পড়লে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর দুই দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। তিন রাকআত পড়লে আল্লাহ্র ওয়াস্তে তিন দিরমান সাদাকা করা আমর উপর ওয়াজিব হবে আর চার রাক'আত পড়লে আল্লাহ্র ওয়াস্তে চার দিরহাম সাদাকা করা আমার উপর ওয়াজিব হবে। এরপর সে চার রাকআত সাদাকা আদায় করল তাহলে দশ দিরহাম সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে (ইয়াতীমা)। ঈসা ইব্ন আবান (র) তৎপ্রণীত নাওয়াদির গ্রন্থে এবং ইব্ন সিমাআ (র) ওয়াসায়া গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট একটি গোলাম আযাদ করার মানত করে তা বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় সে যদি তাকে খরিদ করতে সক্ষম হয় তবে তার উপর অপরিহার্য হবে ঐ গোলামটি খরিদ করে তা আযাদ করে দেওয়া। পক্ষান্তরে যদি সে ঐ গোলাম খরিদ করতে সক্ষম না হয় এবং নির্দিষ্ট গোলাম আযাদ করা তার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে তার জন্য সমীচীন হল, আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ ক্ষেত্রে এর মূল্য সাদাকা করা জাইয হবে না। জামে গ্রন্থে আছে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন,যদি কোন ব্যক্তি বলে,

ان كان مافى يدى دارهم الاثلثة فجميع مافى يدى صدقة فى المساكين

(আমার হাতে যা কিছু আছে তা যদি তিন ছাড়া দিরহাম হয় তবে আমার হাতের সব কিছুই মিসকীনদের জন্য সাদাকা), এরপর দেখা গেল যে, তার হাতে পাঁচ বা চার দিরহাম আছে তবে কিছুই সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে না। যদি ছয় দিরহাম বা এর থেকে বেশী থাকে তবে হাতে যা আছে সবই সাদাকা করে দেওয়া তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি বলে,

ان كان مافى يدى من الدارهم الا ثلثة فجمّيع مافى يدى صندقة فى ألمساكين

(যদি আমার হাতে তিন ছাড়া কোন দিরহাম থাকে তবে আমার হাতের সব কিছুই মিসকীনদের জন্য সাদাকা), এরপর দেখা গেল যে, তার হাতে পাঁচ বা চার দিরহাম আছে তাহলে তার হাতের সমস্ত দিরহাম সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি বলে,

ان كان مافى يدى من الدارهم الا ثلثة فجميع مافى يدى صدقة فى المساكين

pdf By Syed Mostafa Sakib

(যদি আমার হাতে তিন ছাড়া কোন দিরহাম থাকে তবে আমার হাতের সব কিছুই মিসকীনদের জন্য সাদাকা) এরপর দেখা গেল যে, তার হাতে পাঁচ বা চার দিরহাম আছে তবে তার উপর কিছুই সাদাকা করা অপরিহার্য হবে না।[১]

কেউ যদি বলে, আমার হাতে যদি তিনের অধিক দিরহাম থাকে তবে এর সবগুলোই মিসকীনদের জন্য সাদাকা করে দিলাম। তারপর দেখা গেল যে, তার হাতে পাঁচ বা চার দিরহাম আছে তবে তার উপর অপরিহার্য হবে তার হাতের সবগুলো দিরহাম সাদাকা করে দেওয়া (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আমি যত শষ্য বীজ জমিতে বপন করব অথবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করব সবই সাদাকা। এ অবস্থায় দেখতে হবে, সে যত বীজ জমিতে বপন করেছে শপথের দিন যদি এ সবের মালিক সেই থেকে থাকে তবে তার মানত সহীহ্ হবে এবং অনুরূপ পরিমাণ শষ্য বীজ বা এর মূল্য তাকে সাদাকা করে দিতে হবে। পক্ষান্তরে যত কাপড় আমি ভষ্মীভূত করব বললে এর বিধান ভিন্নতর হবে। কেননা ভষ্মীভূত করার দ্বারা বস্তু আর বাকী থাকে না। যদি কেউ বলে আমি যদি আমার এই গোলাম ভাড়া দেই। তবে তার অর্জিত পারিশ্রমিক সব সাদাকা বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সে (মালিক) যদি ঐ পারিশ্রমিকের অর্থ সবই খেয়ে ফেলে তবে অনুরূপ পরিমাণ টাকা-পয়সা তাকে সাদাকা করতে হবে। এই সাদাকা থেকে বাঁচার কৌশল হচ্ছে, প্রথমে ভাড়া দেওয়া গোলামটি বিক্রি করে দিবে। এরপর ক্রেতার নির্দেশক্রমে তার আবার ভাড়া দিবে। এরূপ করলে কসম শেষ হয়ে যাবে। তারপর ঐ গোলামটি খরিদ করে পুনরায় আবার তাকে ভাড়া দিবে। এরূপ করলে মালিকের উপর আর কিছুই ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ বলে, আমি যদি এই কাপড় বা অলংকারটি তোমার ঘরে অথবা তোমার নিকটে থাকা অবস্থায় পরিধান করি তবে তার হাদিয়া হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রেও কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। কৌশল হচ্ছে কাপড় বা অলংকারটি প্রথমে হিবা করে দিবে তারপর পরিধান করবে। তাহলে কসম শেষ হয়ে যাবে। এরপর হিবা প্রত্যহার করে নিবে (ইতাবিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি বলল যদি আমি আমার এই গোলামটি বিক্রি করি তবে এর মূল্য মিসকীনদের মধ্যে সাদাকা করে দিব। এরপর সে তা বিক্রি করে দিল। এরপর ক্রেতা তাতে দোষ খুঁজে পেল এবং তা ফেরৎ দিয়ে দিল। আর এ অবস্থাটি তাদের নিজ নিজ পাওনা কবযা করার আগে সংঘটিত হল। তাহলে বিক্রেতার উপর কোন কিছু সাদাকা করা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে তাদের নিজ নিজ পাওনা বুঝে নেওয়ার পর গোলামের মধ্যে খুঁত বের হওয়ার কারণে ক্রেতা তা ফেরৎ দিয়ে দেয় এবং প্রদত্ত মূল্য যদি দিরহাম বা দীনার (টাকা-পয়সা) হয় তবে বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে অনুরূপ পরিমাণ দিরহাম বা দীনার সাদাকা করে দেওয়া। আর প্রদত্ত মূল্য যদি মাল-সামান জাতীয় বস্তু

১. উপরোক্ত মাসআলা তিনটির প্রথমটি এবং পরের দু'টির মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে শুধু দারাহিম (دراهم) বলা হয়েছে। আর শেষোক্ত দুটিতে من الدراهم বলা হয়েছে। এই হিসাবে হুকুমের ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু শেষোক্ত মাসআলা দুটোতে বাহ্যত কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। এরপরও বিধানে কেন পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা বোধগম্য নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় এবং বিক্রেতা যদি বিচারকের নির্দেশে তা ফেরৎ দেয় তবে কোন কিছু সাদাকা করা বিক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি গোলামটি বিচারকের নির্দেশ ছাড়াই ফেরৎ প্রদান করা হয় তাহলে এর মূল্য সাদাকা করা হল তাহলে এর মূল্য সাদাকা করে দিতে হবে। যদি ক্রেতা ব্যক্তি গোলাম হস্তগত করে নেয় কিন্তু মূল্য হস্তান্তর না করে আর এমতাবস্থায় খুঁত পাওয়ার কারণে আদালতের নির্দেশে তা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয় তবে বিক্রেতার উপর কোন প্রকার সাদাকা করা ওয়াজিব হবে না। মূল্য যে ধরনের বস্তুই হোক না কেন। আর যদি আদালতের ফায়সালা ছাড়া তা ফেরৎ দেওয়া হয় তবে বিক্রেতা অনুরূপ পরিমাণ মাল সাদাকা করে দিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা যদি মূল্য হস্তগত করে নেয় এবং মূল্য সামান জাতীয় বস্তু হয় আর বিক্রেতা গোলামকে এখনো পর্যন্ত ক্রেতার নিকট হস্তান্তর না করে এবং এ অবস্থায় বিক্রেতার হাতেই গোলাম যদি মারা যায় তবে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট গৃহীত মূল্য হস্তান্তর করে দিবে এবং কোন কিছু তার সাদাকা করতে হবে না। মূল্য যদি দিরহাম বা দীনার জাতীয় হয় তবে বিক্রেতা অনুরূপ পরিমাণ অর্থ সাদাকা করে দিবে। ক্রেতা ব্যক্তি গোলাম হস্তগত করে নেওয়ার পর যদি কেউ এর মালিকানার দাবী করে তা নিয়ে যায় তবে বিক্রেতা যে প্রকার মূল্যই হস্তগত করেছে। তা হুবহু ফেরৎ দেওয়া তার উপর অপরিহার্য হবে। এ ক্ষেত্রে কোন কিছু সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি কাফ্ফারা হিসাবে কোন নির্দিষ্ট গোলাম আযাদ করার মানত করে এরপর খাদ্য দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করে তবে তার মানত বাতিল হয়ে যাবে। শিকারের কারণে কোন ব্যক্তির উপর জাযা (বদলা প্রদান) ওয়াজিব হয়েছে। এ অবস্থায় সে যদি উট হাদিয়া দেওয়ার মানত করে, এরপর সে যদি এর পরিবর্তে রোযা রাখে অথবা মিসকীনদেরকে আহার করায় তবে তার মানত বাতিল হয়ে যাবে। কসমের কাফ্ফারা হিসাবে নির্দিষ্ট কাপড় প্রদানের মানত করে কেউ যদি এর পরিবর্তে খানা খাওয়ায় তবে এ অবস্থায়ও মানত বাতিল হয়ে যাবে। যদি খাদ্যের মূল্য কাপড়ের মূল্যের সমপরিমাণ না হয় তবে যে পরিমাণ বাকী থাকবে সে পরিমাণ সাদাকা করে দিবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমি যদি কোন বস্তু তোমার নিকট এই দিরহাম এক কুর বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করি তবে এগুলো সবই সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। তারপর সে ঐ বস্তুটি এতদুভয় বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করল তাহলে কুর (বিশেষ পরিমাণ) যদি তার হস্তগত হয় তবে তার সাদাকা করে দিবে। দিরহাম সাদাকা করতে হবে না। কেননা এ বিক্রি উক্ত দিরহামে মালিকানা হাসিলের কারণ নয়। অবশ্য যদি দিরহামসমূহ বিক্রেতার হাতে থাকে তবে সে বিক্রি শব্দের দ্বারা এগুলোর মালিক হয়ে যাবে এবং এগুলোর সাদাকা করাও তখন তার উপর আবশ্যক হবে। যদি বলে আমি যদি এই দিরহামসমূহের দ্বারা কোন কিছু খরিদ করি অথবা বলে আমি যদি এগুলো তোমাকে হিবা করি তবে এগুলো সবই সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এরপর সে এর দ্বারা কোন মাল খরিদ করল বা এগুলো কাউকে হিবা করে দিল অথচ এখনো ঐ দিরহামগুলো তার হাতেই আছে তাহলে এই দিরহামগুলো সাদাকা করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। আর যদি দিরহামগুলো সে ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিয়ে থাকে তবে

অনুরূপ পরিমাণ দিরহাম সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কেননা অঙ্গীকার ভঙ্গের সময় এগুলো তার মালিকানাতেই রয়েছে। পক্ষান্তরে মালামাল ক্রয়ের সময় দিরহামগুলো যদি বিক্রেতার হাতে থাকে অথবা হিবা করার সময় এগুলো যদি যাকে হিবা করা হয়েছে (مذهوب له) তার হাতে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না (ইতাবিয়্যা)।

১৪. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি তার কসমকে ক্রয়ের সাথে সংযুক্ত করে বলে, এই কুর এবং এই এক হাজারের বিনিময়ে আমি যদি এই গোলামটি খরিদ করি তবে এই দুই জাতীয় বস্তুই মিসকীনদের জন্য সাদাকা বলে গণ্য হবে। এরপর সে এ দুই বস্তুর বিনিময়ে ঐ জিনিসটি খরিদ করল তাহলে এই এক হাজার সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কুর (বিশেষ পরিমাণ) সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে না। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করার ইরাদা করে গোলামের মালিকের নিকট এক হাজার দিরহাম হস্তান্তর করে দিল। এরপর হলফ করে ঐ দিরহামের দিকে ইশারা করে বলল, এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমি যদি এই গোলামটির খরিদ করি তাহলে এই এক হাজার দিরহাম মিসকীনদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এদিকে গোলামের মালিক এ এক হাজার দিরহামের দিকে ইংগিত করে বলল, আমি যদি এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে এই গোলামটি বিক্রি করি তবে তার মিসকীনদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। তারপর গোলামের মালিক সেই এক হাজারের বিনিময়ে উক্ত গোলামটি বিক্রি করল, তাহলে বিক্রেতার উপর এক হাজার দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। ক্রেতার উপর নয় (মুহীত)। আল্লাহ্ তা'আলাই এ মাসআলার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘরে প্রবেশ করা, বসবাস করা ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা

১. **মাসআলা ঃ** আমাদের মাযহাব অনুযায়ী কসমের মধ্যে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেগুলো সবই ওরফের উপর নির্ভরশীল (কাফী)। কেউ যদি হলফ করে যে, সে ঘরে প্রবেশ করবে না, এরপর সে মসজিদ, গীর্জা, ইয়াহূদীদের উপাসনালয় বা অগ্নি পূজারীদের উপাসনাগারে প্রবেশ করল অথবা কা'বা ঘরে গোসলখানায়ে দহলিজ বা দরজার সামনে নির্মিত টপ বারান্দার ছায়ায় ঢুকল তাহলে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, দহলিজ (বারান্দা) সম্পর্কে বর্ণিত এ মাসআলা এ বারান্দার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ঘরের দরজার বাইরে তৈরি করা হয়েছে। আর যে বারান্দা ঘরের ভেতরে তৈরি করা হয়েছে এবং যাতে শুয়ে রাত কাটানো সম্ভব তাতে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সহীহ্ ঐ অভিমতটিই যা কিতাবে সাধারণ অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সাধারণতঃ দহলিজে রাত্রি যাপন করা হয় না। চাই তা দরজার ভেতরে হোক বা বাইরে হোক (বাদাঈ)। বেলকনিতে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বেলকনির চতুর্দিকে প্রাচীর থাকে। তাৎকালীন যুগে বেলকনি এভাবেই তৈরি করা হত। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এ ক্ষেত্রেও মাসআলাটি সাধারণ অর্থেই প্রযোজ্য হবে। আর এটিই সহীহ্ (হিদায়া)।

২. **মাসআলা ঃ** কেউ হলফ করল যে, সে এই মসজিদে প্রবেশ করবে না। এরপর মসজিদটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সেখানে একটি ঘর তৈরি করা হয়। তারপর সে ঘরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সেখানে পুনরায় আবার মসজিদ তৈরি করা হয়। এ অবস্থায় সে যদি ঐ মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি এ মর্মে শপথ করে যে, সে এই মসজিদে প্রবেশ করবে না। এরপর সে যদি ঐ মসজিদটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর বা ভেঙ্গে পুনঃনির্মাণের পর তাতে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল্ হুসায়বী)। কেউ কসম করল যে, সে তার প্রতিবেশীর এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর যে ঘরের উপর কসম করা হয়েছে এর সাথে যদি আরেকটি ঘর বর্ধিত করা হয় এবং এই বর্ধিত ঘরে সে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে বলে, আমি আমার প্রতিবেশীর কোন ঘরেই প্রবেশ করব না তাহলে ইমামগণের সর্ব সম্মত অভিমত অনুসারেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি এ মর্মে হলফ করে যে, সে মসজিদে প্রবেশ করবে না। এরপর মসজিদটি আরো বাড়ানো হয় এবং সে ঐ বর্ধিত অংশে প্রবেশ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বলে অমুকের মসজিদে প্রবেশ করব না অথবা কোন মসজিদের ইশারা করে যদি বলে আমি এই মসজিদে প্রবেশ করব না। এরপর তা আরো বাড়ানো হয় এবং ঐ বাড়ানো অংশে সে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি হলফ করল যে, সে এই মসজিদে প্রবেশ করবে না। এরপর মসজিদের মসজিদ সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ীর কিছু অংশ বর্ধিত করা হল এবং ঐ বর্ধিত অংশে সে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ হলফ করে যে, সে অমুকের মসজিদে প্রবেশ করবে না এবং মাসআলা প্রকৃতি যদি পূর্ববৎ হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি শপথ করে যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না, এরপর ঘরটি আরো বাড়ানো হয় এবং ঐ বর্ধিত অংশে সে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি বলে, অমুকের কোন ঘরেই সে প্রবেশ করবে না এরপর বর্ধিত অংশে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান, যহীরিয়্যা)। কেউ কসম করল যে, সে কোন মসজিদেই প্রবেশ করবে না। এরপর সে মসজিদের ছাদে গিয়ে দাঁড়াল এবং সে লোকটি যদি অনারব হয় তবে পসন্দনীয় মতানুসারে ছাদের উপর দাঁড়ানোর কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এবং এই মতের উপরই ফাতাওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ কসম করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর তা ভেঙ্গে সমতল ভূমিতে পরিণত হওয়ার পর সে যদি সেখানে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর তা বিরান হওয়ার পর সেটিকে পুনঃনির্মাণ করা হল। এ অবস্থায় সে যদি তাতে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বিরান হওয়ার পর সেটিকে মসজিদ, গোসলখানা, বাগান বা অন্য কোন বাড়ীতে রূপান্তরিত করা হয় এবং এতে সে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি গোসলখানা ইত্যাদি ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাতে প্রবেশ করে তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (হিদায়া)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, কোন ঘরেই প্রবেশ করবে না। এরপর ঘরটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে যদি সেখানে প্রবেশ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে ভাঙ্গিয়া ঘরটিকে মসজিদ, গোসলখানা বা বাগানে রূপান্তরিত করার পর সে যদি তাতে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ছোট একটি ঘর ছিল। সেটিকে একটি বাড়ি বানানো হল অথবা গলি পথকে যদি বড় রাস্তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয় অথবা অন্য কোন ঘরের সাথে যদি ঐ গলি পথকে মিলিয়ে দেওয়া হয় অথবা যদি বাগানকে অন্য কোন ঘরে রূপান্তরিত করা হয় অথবা সে স্থানটি যদি নদী নহরে পরিণত হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় সে যদি তাতে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ শপথ করল যে, সে এই বাড়িতে অথবা কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে না। এরপর বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যখন তাতে কোন ঘর বা অট্টালিকা নেই সে তাতে প্রবেশ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি এক বাড়ির স্থানে অন্য বাড়ি বানানোর পর সে তাতে প্রবেশ করে তবে নির্দিষ্ট বাড়ির ব্যাপাবে কসম করে থাকলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর অনির্দিষ্ট বাড়ির ব্যাপারে কসম করে থাকলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি দেয়াল ঠিক থাকে কিন্তু ছাদ ভেঙ্গে যায় এবং তাতে সে প্রবেশ করে তবে নির্দিষ্ট বাড়ির ব্যাপারে কসম করে থাকলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অনির্দিষ্ট বাড়ির ব্যাপারে কসম করে থাকলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে সওয়ার হয়ে বা পদব্রজে ঐ ঘরে প্রবেশ করল অথবা তার নির্দেশে তাকে তুলে নিয়ে ঐ ঘরে

ঢুকিয়ে দেওয়া হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। আর যদি সওয়ারী জানোয়ার লাফাতে লাফাতে তাকে সহ ঐ ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে এবং তাকে ঠেকাতে সক্ষম না হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। যদি অন্য কোন ব্যক্তি তার নির্দেশ ব্যতিরেকে তাকে তুলে নিয়ে ঐ ঘরে ঢুকিয়ে দেয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই সে এতে মনে মনে রাযী থাকুক বা অসন্তুষ্ট থাকুক এবং চাই সে তাকে এর থেকে বারণ করতে সক্ষম হোক বা না হোক। এটি অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের অভিমত এবং এটিই সহীহ্। এমনিভাবে চাই তাকে দরজা দিয়ে প্রবেশ করানো হোক বা অন্য কোন জায়গা দিয়ে প্রবেশ করানো হোক (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে ঐ ঘরের কোন একটি প্রাচীরের উপর দাঁড়াল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে ঘরের ছাদের উপর দাঁড়ালেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, হুকুম ঐ দেশের ওরফ অনুযায়ী অবশ্য আমাদের দেশের ওরফ অনুসারে কেউ যদি প্রাচীর বা ছাদের উপর দাঁড়ায় তবে একে প্রবেশ বলে গণ্য করা হবে না। কাজেই প্রাচীর বা ছাদের উপর দাঁড়ালে কসম ভঙ্গ হবে না। কিতাবে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই মূলতঃ সহীহ্ (শরহে জামিইস সগীর, কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর সে এর ছাদ থেকে নিচে নেমে আসল বা ঘরের উপর গজিয়ে উঠা কোন গাছে বা গাছের ডালে আরোহণ করল। এ অবস্থায় দেখতে হবে, সে যদি ঐ গাছ বা ডাল থেকে গড়িয়ে পড়ে ঐ ঘরের ছাদেই পতিত হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে কেউ যদি ঐ ঘরের প্রাচীরের উপর দাঁড়ায় তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। শায়খ আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, যদি প্রাচীরটি তার ও তার প্রতিবেশীর কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আরবী ভাষায় এ বক্তব্য পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে যদি ফারসী ভাষায় তা পেশ করা হয়, এরপর উক্ত ব্যক্তি ঐ ঘরের উপর গজিয়ে উঠা গাছের ডালে আরোহণ করে বা ঐ ঘরের প্রাচীর কিংবা ছাদে আরোহণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই পসন্দনীয় মতামত। কেননা অনারব ভাষায় একে প্রবেশ করা বলে গণ্য করা হয় না[১] (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ দোতলা বাড়ির উপরতলার রাস্তা যদি নীচের তলা দিয়ে না হয়, বরং অন্য কোন বাড়ির নীচ তলার সাথে সংযুক্ত হয় তবে উপর তলার এ কামরাটি ঐ বাড়ির সাথে সংযুক্ত বলে গণ্য হবে (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি দরজার তাকের মধ্যে এমনভাবে দাঁড়ায় যে, দরজা বন্ধ করার পর সে বাইরে পড়ে । তবে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী)। যদি কেউ পায়খানায়, রাস্তার মাথায় বা রাস্তার মাথায় নির্মিত ছাউনিতে প্রবেশ করে আর এগুলো সবই যদি ঐ ঘরের সাথে সংযুক্ত হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য দরজার তাকের নীচে চৌকাঠের উপর দাঁড়ালে যদি দরজাটি বন্ধ করার সময় চৌকাঠটি বাইরে থেকে যায় তবে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি চৌকাঠটি ভেতরে পড়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন কসমকারী ব্যক্তি ঘরের মধ্যে এক পা প্রবেশ করায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঘরের ভেতর বাহির উভয়ই

১. বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমান্তরাল হয়। পক্ষান্তরে যদি ঘরের ভেতরের অংশ নীচু হয় এবং কসমকারী ব্যক্তি তাতে এক পা ঢুকায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ অবস্থায় তার শরীরের অধিকাংশই ভেতরে ঢুকে গেছে। শায়খ শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য যদি কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে। যদি কেউ পিঠের উপর চীৎ হয়ে বা পেটের উপর ভর করে আধোমুখী হয়ে অথবা পার্শ্বের উপর কাৎ হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় এবং শরীরের কিছু অংশ ঘরের ভেতরে চলে যায়, এ অবস্থায় যদি অধিকাংশ শরীর ঘরের ভিতরে ঢুকে যায় তবে সে ঘরের ভেতরে ঢুকেছে বলে গণ্য হবে, যদিও তার উভয় পায়ের নলা ঘরের বাইরে থাকে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কেউ যদি ঘরের ভেতর মাথা ঢুকায়, পা না ঢুকায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি ঘর থেকে শুধুমাত্র হাত ঢুকিয়ে কোন বস্তু গ্রহণ করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

৮. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি ঘরের ভেতরে মাথা এবং শুধুমাত্র এক পা ঢুকায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসমকারী ব্যক্তি ঘরের দরজার সামনে দিয়ে দৌড়িয়ে যাবার কালে পা পিছলিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পতিত হয় তাহলে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতানুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি বাতাসের ঝটকা কসমকারী ব্যক্তিকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় তবে তার ব্যাপারেও ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে, তবে সহীহ্ মতানুসারে তার কসমও ভঙ্গ হবে না। যদি সে নিজেকে এর থেকে বারণ করতে সক্ষম না হয়। যদি কেউ জবরদস্তি কসমকারী ব্যক্তিকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, তারপর সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে এসে পুনরায় স্বেচ্ছায় আবার সে ঘরে প্রবেশ করে তবে তার ব্যাপারেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। তবে ফাতাওয়া অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (যহীবিয়্যা)। কেউ হলফ করল যে, সে ঐ ঘর দিয়ে চলে যাওয়া ব্যতীত ঐ ঘরে প্রবেশ করবে না। ইব্ন সিমাআ (র) বলেন, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সে যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে, কিন্তু সেখানে তার বসার ইচ্ছা নেই তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি কোন রোগীর সেবা করার জন্য সেখানে প্রবেশ করে আর সেবার কাজটি বসা ব্যতিরেকে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয় তাই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রবেশ করার সময় বসার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরে বসার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং সেখানে সে বসেছেও বটে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। "আসল" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ কসম করল যে, পথ অতিক্রম করা ব্যতিরেকে সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সেই ঘরে বসার নিয়্যতে অথবা কোন অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষা করার নিয়্যতে অথবা খানা খাওয়ার নিয়্যতে প্রবেশ করল, অথচ শপথ করার সময় তার মনে এ জাতীয় কোন নিয়্যত ছিল না তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য পথ অতিক্রম করতে গিয়ে যদি সে ঐ ঘরে প্রবেশ করে, তারপর বসে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা পথ অতিক্রমকারী তো ঐ ব্যক্তি যে রাস্তা অতিক্রম করার নিয়্যতেই সেখানে ঢুকে। কাজেই এ জাতীয় নিয়্যতে কেউ ঘরে ঢুকলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি এই জাতীয় নিয়্যত ছাড়া ঘরে প্রবেশ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি "প্রবেশ করবে না" এর দ্বারা অবতরণ না করা উদ্দেশ্য হয় এবং নিয়্যতও তার তাই হয় তবে উপরোক্ত কাজসমূহ সে করতে পারবে এবং এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

৯. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি এ মর্মে শপথ করল যে, সে এই ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। এরপর সে দরজা ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য আরেকটি নতুন দরজা তৈরি করে তা দিয়ে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি দরজা নির্দিষ্ট করে কসম করে তবে এ অবস্থায় অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। এটি স্পষ্ট কথা। যদি কসমের সময় দরজা নির্দিষ্ট না করে, শুধুমাত্র মনে মনে নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করার নিয়্যত করে তবে আইনে দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)। এক ব্যক্তি কসম করল যে সে, এই ঘরে বা অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর ঐ ঘরের নীচে ভূ-গর্ভে কোণে কুঠরী খনন করা হল এবং তাতে সে প্রবেশ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি ঐ ঘরের নীচে কোন নহর বা নালা থাকে এবং তাতে সে প্রবেশ করে তাহলে এতেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি নালার মুখটি ঘরের ভেতর দিয়ে খোলা থাকে এবং এর পরিমাণ এমন বেশী হয় যে, এই ফাঁক দিয়ে এই ঘরের লোকেরা এর থেকে পানি সিঞ্চন করতে পারে তাহলে সে লোকটি এই স্থানে পৌছলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ফাঁক এমন কম হয় যে, ঐ ঘরের লোকেরা এর থেকে কোন ভাবে ফায়দা হাসিল করতে পারে না। এ পরিমাণ ছিদ্র রাখা শুধুমাত্র আলো ঢুকার জন্য, এ অবস্থায় সে যদি এই স্থানে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

১০. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি বলল, ভুলক্রম ব্যতীত যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর ভুলে সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল, এরপর আবার স্বেচ্ছায় সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, ভুলক্রম ব্যতীত আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি, তারপর সে স্বেচ্ছায় ঐ ঘরে, প্রবেশ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। এক ব্যক্তি এক ঘরে অবস্থান করছে। এ অবস্থায়ই সে বলল, আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে এই হবে। এরপরও কয়েকদিন সে ঐ ঘরে অবস্থান করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না যদি না সে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় ঐ ঘরে প্রবেশ করে। এটি সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী (কাফী)। ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুকের নির্দেশ ব্যতীত এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর অমুক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করার জন্য তাকে একবার নির্দেশ দিল। এ অবস্থায় একবার প্রবেশ করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। দ্বিতীয়বার প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আমি অমুকের অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া এই ঘরে প্রবেশ করলে আমার এই হবে। এরপর অমুক তাকে প্রবেশের জন্য নির্দেশ দিল। এরপর সে একবার প্রবেশ করল, এরপর আবার প্রবেশ করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাব। এ জাতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকবারের জন্যই অনুমতি আবশ্যক (বাদাঈ)। শরহুল কারণীতে বর্ণিত আছে, ইব্ন সিমআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্র কসম। তোমার এই ঘরে আজ কেউ প্রবেশ করবে না। এ কথা ঘরের মালিক ব্যতীত অন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি ঘরের মালিক এই ঘরে প্রবেশ করে তবে তার কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অন্য মানুষ এখানে প্রবেশ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এমনকি স্বয়ং কসমকারী ব্যক্তিও যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে এতেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে জামিইল করীব ঃ আল হুসায়রী কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত অধ্যায়।)

১১. মাসআলা ঃ কেউ হলফ করল যে, সে ঐ ঘরটি তার পা দ্বারা দলিত করবে না। তারপর সে তাতে সওয়ার হয়ে প্রবেশ করল। তাহলে তার কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে এ ঘরের মধ্যে তার কসম রাখবে না। তারপর সে তাতে সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে পায়ে হেঁটে এতে কসম রাখবে না তবে তার নিয়্যত হিসাবেই বিষয়টি বিবেচিত হবে। অনুরূপ ভাবে সে যদি জুতা পরিধান করে বা জুতা ছাড়া ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে এ ক্ষেত্রেও অদ্রূপ হুকুম হবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, আমি যদি অমুকের ঘরে আমার উভয় কসম রাখি তবে আমার এই হবে, এ অবস্থায় সে যদি অমুকের ঘরে এক পা রাখে তবে যাহিরী রিওয়ায়েত মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। এক ব্যক্তি হলফ করল যে, সে অমুক মহল্লায় প্রবেশ করবে না। এরপর সে এমন এক ঘরে বা বাড়িতে প্রবেশ করল যার দু'টি দরজা রয়েছে। একটি তার মহল্লার ভিতরে আর অপরটি অন্য মহল্লার ভিতরে। এ অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে বলখ যাবে না তবে তার এ কসম খাস বলখ শহরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যদি এরূপ কসম করে যে, সে বলখ শহরে যাবে না তবে তার এ কসম শহর ও শহরের চারণভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা চারণ ভূমিও শহরের মধ্যে গণ্য। যদি শপথকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র শহরের নিয়্যত করে তবে বিষয়টি তার নিয়্যত অনুসারেই ধর্তব্য হবে। কেউ হলফ করল যে, সে অমুক গ্রামে যাবে না এরপর সে ঐ গ্রামের জমা-জমিতে গেলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ ক্ষেত্রে তার কসম ঐ গ্রামের তামাম আবাদীর জমি-জমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে কেউ কসম করে বলল যে, আমি অমুক শহরে যাব না, তাহলে তার এ কসম শহরের পূর্ণ আবাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা চারণ ভূমিও শহরে অন্তর্ভুক্ত। কেউ বাগদাদ যাবে না বলে কসম করলে যে কোন স্থান দিয়েই সে বাগদাদ প্রবেশ করুক তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে সালাম শহরে যাবে না। এ অবস্থায় কূফার দিক থেকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা বাগদাদ বললে সব দিকই এর মধ্যে এসে যায়। আর সালাম শহরের কথা বললে সব দিক এর মধ্যে আসে না। কাজেই কূফার দিক দিয়ে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে "রাই" শহরে যাবে না। এ সম্বন্ধে শামসুল আইম্মা (র) "শরহুল ইজারাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এর মধ্যে শহর ও শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকা সবই শামিল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সমরকন্দ ও আওযূজান্দ খাস দু'টি শহরের নাম। আর সাগাদ, ফরগনা এবং পারস্য এগুলোতে শহর এবং গ্রাম সবই দাখিল আছে। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে ফুরাত নদীতে প্রবেশ করবে না। এরপর সে ফুরাতের কোন নৌকায় (নৌযানে) আরোহণ করল বা ফুরাতের উপর বিদ্যমান কোন পুলের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করল তবে পানিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে বসরায় যাবে না। এরপর সে বসরার কোন গ্রামে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে বাগদাদ প্রবেশ করবে না। এরপর সে নৌকাযোগে বাগদাদের উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করল। তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক পরগনায় যাবে না অথবা বলল, সে অমুক গ্রামে যাবে না। এরপর সে ঐ পরগনা বা ঐ গ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট জমা-জমিতে প্রবেশ করল। এতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন, আবাদীও পরগনার অন্তর্ভুক্ত। এটি স্পষ্ট কথা। বুখারা সম্পর্কে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। ফাতাওয়া হচ্ছে এই কথার উপর যে, বুখারা বলতে আবাদীকেই বুঝানো হয়ে থাকে। শাম একটি পরগনার নাম।[১] এমনিভাবে খুরাসান ও আরমিনিয়ার হুকুমও অদ্রূপ। সুতরাং কেউ যদি হলফ করে যে, সে এসব স্থানের কোন একটিতে প্রবেশ করবে না। এরপর সে যদি এসবের কোন এক গ্রামে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে তুর্কিস্থান ও একটি পরগনা[২] (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই গলিতে প্রবেশ করবে না। এরপর সে এই গলির কোন একটি ঘরে ছাদ দিয়ে প্রবেশ করল। গলির দিকে আদৌ গেল না, তাহলে ফকীহ্ আবূ বক্র ইসকাফ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে তার কসম ভঙ্গ না হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, কসম ভেঙ্গে যাওয়াই সত্যের অধিক কাছাকাছি। আলওয়ালিজিয়্যা গ্রন্থে আছে যে, এই অভিমতের উপরই ফাতওয়া। যহীরিয়্যা গ্রন্থে আছে যে, সে যদি ঐ গলি দিয়ে বের না হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (তাতার খানিয়্যা)। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের গলিতে যাবে না। এরপর সে ঐ গলিতে যাওয়া ব্যতীত ঐ গলির একটি মসজিদে প্রবেশ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটি পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। কিন্তু কোন ধরনের ঘর এ বিষয়ে যেন নির্দিষ্ট কোন নিয়্যত করল না। এরপর সে এমন ঘরে প্রবেশ করল যে ঘরে ঐ লোক ভাড়া হিসাবে অথবা ধার হিসাবে থাকে তাহলে নাতিকী (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসমকারী ব্যক্তি সে লোকের মালিকানাধীন কোন ঘরে প্রবেশ করে অথচ ঐ ঘরে সে থাকে না তবে এ অবস্থায়ও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনি ভাবে কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে অমুকের বাড়িতে যাবে না। এরপর সে এমন বাড়ীতে গেল যে বাড়ীতে সে ভাড়া হিসাবে বা ধার হিসাবে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে যাবে না। এরপর সে তার এমন ঘরে প্রবেশ করল, যে ঘর সে অন্যের নিকট ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে অমুকের দোকানে প্রবেশ করবে না। এরপর সে যদি তার এমন দোকানে প্রবেশ করে যা সে অন্যের নিকট ভাড়ায় হস্তান্তর করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে দেখতে হবে যে, যদি সে ব্যক্তির এমন

১. এটি তৎকালীন সময়ের কথা। বর্তমান কালে এ শাম (সিরিয়া) এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।

২. কিন্তু বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র

pdf By Syed Mostafa Sahib

কোন দোকান থাকে যে দোকানে সে থাকে তবে এই দোকানে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যে দোকানের ব্যাপারে কসম করা হয়েছে তাতে যদি মালিকের অবস্থান করা সুবিদিত না হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ কথা সর্বজন-বিদিত যে, এক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি অমুকের দোকান বলে, তার অবস্থান করার কথা বুঝাতে চাননি বরং মালিকানার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন। কাজেই এতে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে এমন ঘরে প্রবেশ করল যা অমুক এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যে ইজমালী অবস্থায় আছে। তবে সে যদি ঐ ঘরে থাকে তাহলে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বসবাস না করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এরপর সে ঐ ব্যক্তির ঘরের আঙ্গিনায় প্রবেশ করল। তাহলে সে তার ঘরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। ফকীহ্গণ বলেন, এ বিধান তাদের দেশের ওরফ তথা প্রথার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের দেশের প্রথা অনুসারে دار এবং بيت উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই সে ব্যক্তি যদি ঐ বাড়ির আঙ্গিনায় প্রবেশ করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ফাতাওয়া এই অভিমতের উপরই কোন ব্যক্তি মঞ্জিলের একটি কামরায় বসা থাকা অবস্থায় যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে এই কামরায় প্রবেশ করবে না। তবে তার কসম ঐ কামরার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যাতে সে বসা আছে। কেননা এ কামরা ছাড়া বাকীগুলো মঞ্জিল বা ঘর বলা হয়। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কসম আরবী ভাষায় করা হয়। আর যদি ফারসী (বাংলা) ভাষায় কসম করা হয় তবে মঞ্জিল এবং ঘরের ক্ষেত্রেও উক্ত কসম প্রযোজ্য হবে। এভাবে কসম করা অবস্থায় যদি উক্ত ব্যক্তি বলে যে, আমি এর দ্বারা ঐ কামরাটিকে বুঝাতে চেয়েছি যাতে আমি বসা ছিলাম তবে নৈতিকভাবে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ফারসীতে পুরা ঘরকেই খানা (خانه) বলা হয়। আর বায়ত (بيت) হচ্ছে বিশেষ একটি বাসস্থানের নাম। যেমন তাবখানা (تابخانه) এমন ঘর যা তাপ গ্রহণের জন্য নির্মাণ করা হয় কাশানা (كاشانه) ছোট ঘর এবং যামাস্তানী (زمستانى) শীতকালের জন্য নির্মিত ঘর। হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি কসমকারী ব্যক্তি কোন কামরার দিকে ইশারা না করে কসম করেন। পক্ষান্তরে যদি ইশারা করে কসম করেন তবে ইশারার বিষয়টিই ধর্তব্য হবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের খরিদকৃত ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর উক্ত ব্যক্তি এই ঘরটি কসমকারী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি অমুক ব্যক্তি সে ঘরটি খরিদ করার পর কসমকারী ব্যক্তির নিকট তা হিবা করে দেয়, তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা দ্বিতীয়বার খরিদ করার কারণে প্রথমবার খরিদ করার বিষয়টির আর কোন গুরুত্ব থাকে না। তবে হিবা করার বিষয়টি গুরুত্বহীন হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। অথচ অমুক ব্যক্তির দু'টি ঘর রয়েছে। একটিতে সে থাকে এবং অপরটি সে ভাড়ায় প্রদান করে। এ

অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি ভাড়া প্রদানকৃত ঘরে প্রবেশ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কসমকারীর কথিত বাক্যের মধ্যে উভয় প্রকারের ঘর শামিল আছে তা বুঝাবার মত কোন দলীল প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের এই ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর অমুক ব্যক্তি এই ঘরটি অন্যের নিকট বিক্রি করে দেওয়ার পর সে তাতে প্রবেশ করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। এক মহিলা কসম করে বলল যে, তার স্বামী তার ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে এই ঘর বিক্রি করে দিল। এরপর স্বামী ঐ ঘরে প্রবেশ করল। এ পর্যায়ে দেখতে হবে যদি মহিলা এরূপ নিয়্যত করে থাকে যে মহিলা যে ঘরে বাস করে সে ঘরে তার স্বামী ঢুকবে না, তাহলে ঐ ঘর বিক্রি করে দেওয়াতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি তার মনে কোন বিশেষ ধরনের নিয়্যত না থাকে তবে কসম তার মালিকানাধীন ঘরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এ অবস্থায় মহিলা যদি উক্ত ঘরটি বিক্রি করে দেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম বাকী থাকবে না। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর অমুক ব্যক্তি তার ঘরের অর্ধেক বিক্রি করে দিল। অথচ সে ঐ ঘরেই আছে। এরপর কসমকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে ব্যক্তি এ ঘর থেকে সরে যায় তবে ইমামদ্বয়ের কারো মতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি ঘরটি বিক্রি করে দিয়ে সে নিজে অন্যত্র চলে গেল। এরপর কসমকারী ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করল। তাহলে ইমামদ্বয়ের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর তার স্ত্রী ঘরটি অন্য কোন পুরুষের নিকট বিক্রি করে দিল। এরপর কসমকারী ব্যক্তি ক্রেতার নিকট থেকে সে ঘরটি ইজারা নিল। তাহলে দেখতে হবে, যদি মহিলার পক্ষ হতে সৃষ্ট কোন কারণে যদি স্বামী এভাবে কসম করে থাকে। তবে ঐ ঘরে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঘরের মধ্যে কোন অসুবিধা থাকার কারণে এভাবে কসম করে থাকে তবে ঘরে প্রবেশ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। কিন্তু যদি নতুন ধরনের কিছু ঘটে তবে তা ভিন্ন কথা। এরপর সে ঘরে মারাত্মক ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেল। যেমন কেউ নিহত হল। ঘরটি ধ্বসে পড়ল, জ্বলে গেল অথবা ঘরের সবাই মারা গেল। এরপর কসমকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর কসমকারী ব্যক্তি কসমকৃত ঘরটি ওলীমা খাওয়ানোর জন্য ধার নিল এবং তাতে সে প্রবেশ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ধারদাতা ব্যক্তি যদি ঐ ঘরটি ছেড়ে দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দেয় এবং সেও সেখানে তার সামান-পত্র নিয়ে আসে, এরপর সে যদি সে ঘরে প্রবেশ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। ইব্ন রুস্তম (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তির অমুক ঘরে প্রবেশ করবে না। যেটি তার ঘর হিসাবে অত্যন্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রসিদ্ধ।[১] যেমন বলল, আমর ইব্ন হুরায়স এর ঘর বা অমুক ঘরে সে প্রবেশ করবে না। এরপর আমর ইব্ন হুরায়স বা অন্য ব্যক্তি সে ঘর বিক্রি করে দিল। তারপর শপথকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ঘরের উপর কসম করা হয়েছে তা যদি কোন খাস ব্যক্তির ঘর হিসাবে প্রসিদ্ধ না হয় তবে এ জাতীয় ঘরে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

১৮. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। অথচ অমুক তার পিতার সাথে ভাড়া বাড়িতে থাকে। এ বাড়িটি তার পিতা ভাড়া নিয়েছে। কসমকারী ব্যক্তি যদি এই ঘরে প্রবেশ করে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিম্নোক্ত মাসআলার উপর কিয়াস করে এ বিধান প্রদান করা হয়েছে। মাসআলাটি হল, এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করল যে ঘরে সে নিজেও বসবাস করে। এ অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির এ ঘর ছাড়া অন্য কোন ঘর না থাকে তাহলে এ ঘরে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুক মহিলার ঘরে প্রবেশ করবে না। এরপর সে ঐ মহিলার স্বামীর ঘরে প্রবেশ করল। আর এ মহিলাও ঐ ঘরেই বসবাস করে। এ অবস্থায় মহিলার যদি এ ঘর ছাড়া ভিন্ন কোন ঘর না থাকে তবে এ ঘরে প্রবেশ করলে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মহিলার এ ঘর ছাড়াও ভিন্ন কোন ঘর থাকে তবে কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

১৯. **মাসআলা ঃ** নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর সে ঐ ব্যক্তির এমন এক দোকানে প্রবেশ করল যার একটি দরজা বড় রাস্তার সাথে রয়েছে। কিন্তু অমুকের বাড়ির সাথে এর কোন দরজা নেই তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে তার মাথা ধৌত করার জন্য গোসলখানায় প্রবেশ করবে না। তারপর সে গোসলখানায় প্রবেশ করল। কিন্তু মাথা ধৌত করার জন্য নয়। বরং কোন গোসলকারী ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার জন্য। এরপর সে মাথাও ধৌত করে নিল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে গোসলখানায় প্রবেশ করবে না। তারপর সে কাপড় পরিধান করার ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তির একটি বাড়ি আছে এবং সে বাড়িতে তার একটি বাগান আছে। এ অবস্থায় কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে এই বাড়িতে প্রবেশ করবে না। তারপর সে যদি এ বাড়ির বাগানে প্রবেশ করে, আর বাগানের দরজা যদি এই বাড়ির দিকে হয় এবং এই বাগানে অন্য কোন রাস্তা না থাকে, আর বাড়ি ও বাগান যদি একই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, এ অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করাতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। চাই বাগানটি বাড়ি থেকে বড় হোক বা ছোট হোক। যদি বাগানটি বাড়ির মাঝখানে থাকে এবং এর আশে-পাশে ছোট ছোট ঘর বা কামরা থাকে তবে কসমকারী ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়েত রয়েছে। এক রিওয়ায়েত ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতের অনুরূপ। অপর রিওয়ায়েত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ

১. অর্থাৎ ঘরটি এই নামে পরিচিত।

হয়ে যাবে। যদিও বাগানটি বাড়ির মাঝখানে না থাকে (যহীরিয়্যা)। কেউ বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে আমার বাড়িতে ঢুকাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে অমুক ব্যক্তি তার হুকুমে প্রবেশ করলে তার স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ কসম প্রযোজ্য হবে। কেউ বলল, আমি যদি অমুককে ছেড়ে দেই আমার ঘরে প্রবেশ করার জন্য তবে আমার স্ত্রী তালাক তাহলে শপথকারী ব্যক্তির জ্ঞাতসারে ঘরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে এ কসম প্রযোজ্য হবে। কাজেই এ বিষয়ে জানা সত্ত্বেও যদি সে তাকে নিষেধ না করে তবে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, সে তাকে ছাড় দিয়েছে। এ কারণেই সে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বলে, যদি সে প্রবেশ করে তাহলে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে তার এ প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। চাই প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এ সম্পর্কে তাকে আদেশ করুক বা না করুক এমনিভাবে চাই সে এ সম্বন্ধে জানুক অথবা না জানুক (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২০. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি বলে, যদি কেউ আমার এই ঘরে প্রবেশ করে তবে তার গোলাম আযাদ। অথচ ঘরটি তার বা অন্য কারো। এ অবস্থায় সে যদি এই ঘরে প্রবেশ করে তবে। তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে, যদি কেউ এই ঘরে প্রবেশ করে তবে এই এই হবে। এ অবস্থায় সে ঐ ঘরে প্রবেশ করতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই ঘরটি তার হোক বা অন্য কারো হোক। এক ব্যক্তি বলল, আমি অবশ্যই অমুক ব্যক্তিকে আমার ঘরে প্রবেশ করার থেকে নিষেধ করব। তারপর সে তাকে একবার মানা করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য হবে। তারপর দ্বিতীয়বার সে যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হয় এবং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তাকে নিষেধ না করে তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আল বাহ্রুর রায়িক)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর ঘরের মালিক ঐ ঘরের পার্শ্বে আরেকটি ঘর খরিদ করল এবং পূর্বের ঘরটির দিকে এ ঘরের দরজা খুলে খরিদকৃত ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। আর রাস্তাও সেদিক দিয়েই রাখল। এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি কসমকৃত ঘরে না ঢুকে ঐ খরিদকৃত ঘরে প্রবেশ করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা খরিদকৃত ঘরটিও পূর্বের ঘরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, যদি মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ এই ঘরে প্রবেশ করে তবে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র স্ত্রী তালাক। তারপর মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলল, তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য থাক। তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল। ফকীহ্গণ বলেন, এ অবস্থায় তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম। আমি এই ঘরে এবং এই হুজরায় প্রবেশ করব না। এরপর সে একবার ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় ঐ ঘরে প্রবেশ করল। তাহলে হুজরায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর এ কসম ঘর ও হুজরা উভয়টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কসম করে বলল, সে অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না। অথচ কসমকারী ব্যক্তি এবং অমুক ব্যক্তি উভয়েই সফরের অবস্থায় আছে। উক্ত কসম খীমা এবং তাঁবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যে মনজিলে তারা উভয়ে অবতরণ করবে তার ক্ষেত্রেও এ কসম প্রযোজ্য হবে। যদি খীমা, তাঁবু বা মনজিল এই তিনটির কোন একটি মুরাদ নেওয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথা কসমকারী ব্যক্তি ব্যক্ত করে তার এ কথা নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল, সে এই তাঁবুতে প্রবেশ করবে না। প্রথমে তাঁবুটি এক স্থানে ছিল এবং পরে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এরপর উক্ত ব্যক্তি সেই তাঁবুতে প্রবেশ করেছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাঠের তাঁবুর ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কাঠের সিঁড়ি এবং কাঠের মিম্বরের ক্ষেত্রেও এ হুকুম হবে। কেননা স্থানান্তরের দ্বারা এসব বস্তুর নামে কোনরূপ পরিবর্তন প্রমাণিত হয় না (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে এই তাবুতে প্রবেশ করবে না। তাহলে এই কসম কাঠ ও পশমের তৈরী তাঁবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, শুধুমাত্র কাঠের তৈরি তাঁবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, পশমের তৈরি তাঁবুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। দ্বিতীয় অভিমত অনুসারে যদি তাঁবুর পশম পরিবর্তন করে দেওয়া হয় এবং কাঠ হুবহু পূর্বের অবস্থায় বাকী থাকে তবে তাঁবুতে প্রবেশ করাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এর বিপরীত ঘটে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি ঘরের ভেতর অমুকের নিকট যাব না। তারপর সে এমন এক ঘরে প্রবেশ করল যে, ঘরে অমুক ব্যক্তিও ছিল। অথচ অমুক ব্যক্তির নিকট যাওয়ার ব্যাপারে তার কোন ইচ্ছা ছিল না তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। দুই ব্যক্তির উভয়েই যদি এ মর্মে কসম করে বলে যে, আমি তোমার নিকট যাব না এবং অপরজনও বলে যে, আমিও তোমার নিকট যাব না। তারপর তারা উভয়ে একত্রে অন্য কোন মনজিলে প্রবেশ করে তাহলে তাদের কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের কাছে যাবে না, এ অবস্থায় লোকটির হুকুম কি হবে, এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম (র) তৎপ্রণীত ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ জাতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে ওরফের মধ্যে সাধারণতঃ যিয়ারত এবং সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে তার বাড়িতে যাওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যেখানে সে বসে বা থাকে। ইমাম কুদূরী (র) তৎপ্রণীত গ্রন্থে এ কথার প্রতিই ইংগিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ জাতীয় বক্তব্যের পর উক্ত ব্যক্তি যদি মসজিদে অথবা কোন ছাউনিতে অথবা দহলিজে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কোন তাঁবুতে গিয়ে যদি তার সাথে মুলাকাত করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু সে লোক যদি যাযাবর হয় তবে তার হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে মানুষের অভ্যাসের বিষয়টি ধর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের ওরফ তথা দেশ প্রথা অনুযায়ী শপথকারী ব্যক্তি যদি মসজিদে গিয়ে তার সাথে দেখা করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে তার নিকট গমন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তাকে উদ্দেশ্য করে সেখানে গমন করে নি অথবা সে যে ঐ স্থানে আছে তার সে কথা জানা ছিল না। তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কুদূরী গ্রন্থে আছে, উপরোক্ত নিয়মে কসম করার পর কসমকারী ব্যক্তি যদি একদল মানুষের কাছে যায় এবং সে লোকটিও তাদের মাঝে থাকে কিন্তু কসমকারী ব্যক্তির তার নিকটে যাওয়া ইচ্ছা ছিল না তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। সে গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, তার নিকটে যাওয়া তখনই ধর্তব্য হবে যদি সে তার নিকটে তাকে

উদ্দেশ্য করে যায়। চাই সে তার নিজের ঘরে থাকুক অথবা অন্যের ঘরে থাকুক। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুক ঘরে অমুকের নিকট যাবে না। তারপর সে অমুক ঘরে গেল কিন্তু তখন সে ব্যক্তি তার অন্য কোন ঘরে ছিল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য সে যদি তার ঐ ঘরের আঙ্গিনায় থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা অমুকের সাথে সাক্ষাৎ হলেই তার সেই ব্যক্তির নিকটে গমন করা হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুকের নিকটে অমুক গ্রামে যাবে না। তবে অমুক গ্রামে গেলেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য তার ঘরে গেলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির নিকট যাবে না। তারপর সে তার মৃত্যুর পর তার নিকট গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (সিরাজিয়্যা)। এক ব্যক্তি বলল, যখনই আমি এই দুই ঘরের কোন একটিতে প্রবেশ করব তখন আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি তোমাকে প্রহার করব। তারপর সে ঐ দুই ঘরের উভয়টিতেই প্রবেশ করল এবং তাকে প্রহার করল তাহলে একবারই তার কসম ভঙ্গ হবে। যদি বলে, আমার উপর এই প্রতিজ্ঞা যে, আমি তোমাকে প্রহার করব। তারপর সে ঐ দুই ঘরেই প্রবেশ করল অথবা একই ঘরে দুইবার প্রবেশ করল। তারপর তাকে প্রহার করল তাহলে প্রত্যেকবারের প্রবেশের কারণে তার কসম এক একবার করে ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব, আল্লাহ্র কসম আমি তোমার নিকটবর্তী হব না। তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে।[১] কাজেই ঘরে প্রবেশ করার পর সে যদি তার সাথে সহবাস করে তবে তার ঈলা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর সে যদি দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশ করে তবে সে ঈলাকারী থাকবে না। সুতরাং এ অবস্থায় সে যদি তার সাথে দ্বিতীয়বার সহবাস করে তবে তার উপর পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। যদি দ্বিতীয়বার প্রবেশের পর চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে সে তার স্বামী থেকে বায়িনা (বিচ্ছিন্ন) হবে না। যদি ঈলা করার পর সহবাস না করে তারপর দ্বিতীয়বার ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে সে ঈলাকারী থাকবে। কাজেই যদি প্রথমবার প্রবেশের পর চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে সে তার স্বামী থেকে বায়িনা (বিচ্ছিন্ন) হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়বার প্রবেশের পর যদি চারমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং সে থাকে ইদ্দতের অবস্থায় তাহলে সে অপর এক তালাকের দ্বারা বায়িনা হয়ে যাবে। স্বামী বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার উপর কসম অপরিহার্য হবে। এ অবস্থায় সে যদি ঐ ঘরে দুইবার প্রবেশ করে তবে তার উপর দুই ঈলা অপরিহার্য হবে। যদি সে প্রত্যেকবার প্রবেশের পরই তার সাথে সহবাস করে তবে তার উপর দুই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। যদি প্রথমবার প্রবেশের পর সে তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করে যে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে মহিলা তার স্বামীর থেকে বায়িনা হয়ে যাবে। যদি প্রথম তালাকের ইদ্দতের অবস্থায় দ্বিতীয়বার ঘরে প্রবেশের পর চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে আরকেটি বায়িন তালাক তার উপর পতিত হবে। স্বামী যদি বলে, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব তখনই তোমার উপর তিন তালাক পতিত হবে

১. নিকটবর্তী হব না অর্থ সহবাস করব না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি। তারপর সে ঐ ঘরে দুইবার প্রবেশ করল তাহলে কসম পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যতবারই সে ঘরে প্রবেশ করবে ততবারই ঈলাকারী বলে গণ্য হবে। যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সাথে সহবাস করে তবে তার উপর তিন তালাক পতিত হবে। আর যদি সহবাস না করে এবং এমনিভাবে চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে সে এক তালাকে বায়িনা হয়ে যাবে। আর যদি দ্বিতীয়বার প্রবেশের পর চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে সে অপর এক তালাকের দ্বারা বায়িনা হয়ে যাবে। তবে তিন তালাকের অধিক পতিত হবে না। অনুরূপ ভাবে যদি বলে, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব তখনই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, এ গোলাম আযাদ করা আমার উপর অপরিহার্য হবে। যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি অথবা বলে, এই গোলামটি আযাদ যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি। তারপর সে ঐ ঘরে দুইবার প্রবেশ করল তাহলে প্রত্যেকবার প্রবেশ করাতে সে একবার করে ঈলাকারী হয়ে যাবে। এ অবস্থায় সে যদি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করে তবে তার এক কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনি ভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তোমাকে তিন তালাক, যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি। তারপর সে একদিন পর পুনরায় বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তোমাকে তিন তালাক তবে এতে দু'টি ঈলা বলে গণ্য হবে। এ অবস্থায় সে যদি ঐ মহিলার সাথে সহবাস করে তবে একটি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তিন তালাক পতিত হবে।

২৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব তারপর তোমার সাথে সঙ্গম, করব তখনই আমার উপর একটি হজ্জ ওয়াজিব হবে। অথবা একটি কসম ওয়াজিব হবে অথবা একটি মানত ওয়াজিব হবে। তারপর সে ঐ ঘরে দু'বার প্রবেশ করল এবং যতবার প্রবেশ করেছে ততবারই তার সাথে সহবাস করেছে তবে তার উপর দু'টি কসম এবং দুটি হজ্জ ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে হজ্জের কথা আগে বলে স্ত্রী সঙ্গমের শর্তটি পরে উল্লেখ করলেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেউ বলল, যখনই আমি এই ঘরে প্রবেশ করে তোমার সাথে সহবাস করব তখনই আমার উপর একটি হজ্জ অপরিহার্য হবে। তারপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করে তার সাথে সহবাস করল। এরপর আবার প্রবেশ করে তার সাথে সহবাস করল তবে তার উপর দু'টি হজ্জ অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি কয়েকবার ঘরে প্রবেশ করে এবং একবার সহবাস করে তবে একটি 'ঈলাই তার উপর অপরিহার্য হবে। কেউ যদি বলে مهما دخلت هذه الدار لم اقربك والله তবে তার একথা لا اقربك বলা উভয়ই সমান। অর্থাৎ উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ হবে, যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না তাহলে একবারই তার কসম ভঙ্গ হবে। "আল্লাহ্‌র কসম আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব" এ কথা এবং "যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব না" একথা উভয়ই সমান। কেউ যদি বলে, যদি আমি তোমার সাথে সহবাস করি তবে তুমি তালাক যখনই আমি এ ঘরে প্রবেশ করব, তাহলে সে ঈলাকারী বলে গণ্য হবে না। আর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর যখনই সে এই ঘরে প্রবেশ করবে তখনই তার উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। (শরহে জামিইল কবীর)

২৬. মাসআলা ঃ যদি কেউ او (অথবা) অব্যয়টি দু'টি না সূচক বাক্যের মধ্যখানে দাখিল করে এভাবে বলে যে, আল্লাহর কসম। আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না অথবা অপর এই ঘরে

প্রবেশ করব না। তারপর সে যদি কোন একটি ঘরে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে এই দুই ঘরের কোন ঘরেই প্রবেশ না করে এবং এ অবস্থায় মারা যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি او (অথবা অব্যয়টি দুটি হ্যাঁ সূচক বাক্যের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে এই ভাবে বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই এই ঘরে প্রবেশ করব অথবা অপর এই ঘরে প্রবেশ করব। তারপর সে এই দুই ঘরের কোন একটিতে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি কোনটিতেই প্রবেশ না করে আর এ অবস্থায় সে মারা যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি হ্যাঁ সূচক বাক্য এবং না সূচক বাক্যের মাঝে او (অথবা) শব্দটি ব্যবহার করে এভাবে বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো এই ঘরে প্রবেশ করব না অথবা অবশ্যই আজ আমি অপর এই ঘরটিতে প্রবেশ করব। এ অবস্থায় সে যদি দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করে তবে তার হ্যাঁ সূচক কসম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং না সূচক কসম রহিত হয়ে যাবে। আর সে যদি এ দুই ঘরের কোন ঘরেই প্রবেশ না করে তবে হ্যাঁ সূচক কসম তার ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং না সূচক কসম রহিত হয়ে যাবে। যদি সে প্রথম ঘরে প্রবেশ করে, তার না সূচক কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং হ্যাঁ সূচক কসম রহিত হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এ সব মাসআলার ক্ষেত্রে একবার কসম ভঙ্গ হওয়ার দ্বারাই কসম শেষ হয়ে যাবে। কাজেই শপথকারী ব্যক্তি যদি দ্বিতীয়বারের মত কসম ভঙ্গ করার শর্তের সাথে জড়িয়ে পড়ে তবে দ্বিতীয়বার আর তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি হ্যাঁ সূচক বাক্য প্রথমে ব্যবহার করে এবং না সূচক বাক্য পরে ব্যবহার করে যেমন বলল, "আমি অবশ্যই এই ঘরে প্রবেশ করব অথবা আমি কখনো অপর ঐ ঘরে প্রবেশ করব না" তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তবে সে আজই যদি প্রথম ঘরে প্রবেশ করে তবে তার হ্যাঁ সূচক কসম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করার পর পরই তার না সূচক কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহু তালখীসিল জামিইল কবীর; ইখতিয়ার রেখে কসম করা অধ্যায়)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না অথবা আমি অপর এই ঘরে প্রবেশ করব। এ অবস্থায় সে যদি দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করার আগেই প্রথম ঘরে প্রবেশ করে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি প্রথমেই দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করে তবে তার কসম রহিত হয়ে যাবে। এ বাক্য প্রয়োগের দ্বারা যদি তার উদ্দেশ্য তাখয়ীর দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে "আসল" গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। অর্থাৎ দু'টির কোন একটির উপরই কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। প্রথমটি তো না সূচক বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি হ্যাঁ সূচক বাক্যের দ্বারা। এটিই অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের অভিমত এবং এর প্রতিই আবূ আবদুল্লাহ্ যাফরানী (র) স্বীয় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এ ঘরে প্রবেশ করব না অথবা আমি অপর দু'টি ঘরের কোন একটিতে প্রবেশ করব। অথচ তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এ অবস্থায় সে যদি প্রথম অপর দু'টি ঘরের কোন একটিতে প্রবেশ করে তবে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তা রহিতও হয়ে যাবে। আর যদি অপর দু'টির কোন একটিতে প্রবেশের আগেই সে প্রথমটিতে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহু জামিইল কবীর আল্ হুসায়রী যে যে কসমের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার থাকে এবং যে যে কসমের মধ্যে ইখতিয়ার থাকে না

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায়)। কেউ বলল, আল্লাহর কসম! এই ঘরে প্রবেশ করা আজ আমি বর্জন করব অথবা আগামীকাল এই ঘরে আমি অবশ্যই প্রবেশ করব। তারপর সে অদ্য প্রথম ঘরে প্রবেশ করা বর্জন করল সে তার কসমে সত্য বলে গণ্য হবে এবং কসম রহিত হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল, আমি এই ঘরে প্রবেশ কবর না। যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ না করি তাহলে অবশ্যই অপর ঘরে প্রবেশ করব। তাহলে উক্ত ইসতিছনা[১] (استثناء) বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ইসতিছনা ছাড়াই কসম সংঘটিত হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যা)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, অমুক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাতে প্রবেশ করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনসহ সে ঘর থেকে বের হয়ে পুনরায় আবার সে ঘরে ফিরে আসল। এরপর শপথকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাপড় আমার শরীরে থাকবে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ঐ ঘরে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় অথবা এই কাপড় আমার গায়ে থাকা অবস্থায় আমি এই ঘরে প্রবেশ করব না। তারপর উক্ত লোকটি ঐ ঘরে থেকে বের হয়ে ফিরে আসার পর অথবা কাপড়টি খুলে সে তা পুনরায় পরিধান করার পর সে যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। কেউ কসম করল যে, সে এই ঘরে বসবাস করবে না। এ অবস্থায় যদি সে ঘরে কোন বসবাসকারী না থাকে তবে এখানে বসবাস করার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে নিজে সামান পত্র নিয়ে সেখানে বসবাস করা। যদি উক্ত শপথকারী ব্যক্তি সামান পত্র নিয়ে এসে সেখানে বসবাস শুরু করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

২৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘরে বসবাস করবে না। তারপর সে এখানে তার পরিবার-পরিজন ও সামানপত্র রেখে নিজে এখান থেকে বের হয়ে গেল এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি অপরের পরিবারের মধ্যে থাকে যেমন বালিগ পুত্র যে পিতার ঘরে বসবাস করে অথবা মহিলা তার স্বামীর ঘরে বসবাস করে ইত্যাদি। এ অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর শপথকারী ব্যক্তি যদি অন্যের পরিবারের মধ্যে না থাকে। বরং নিজ পরিবারের মধ্যে থাকে তবে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে যদি কসম করার সাথে সাথেই সেখান থেকে প্রস্থান করা শুরু করে তবে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কেননা কোথাও সর্বদা বসবাস করাকেই মূলতঃ বসবাস করা বলা হয়। অবশ্যই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কসমে সত্যবাদী হওয়ার জন্য শর্ত হল, পরিবার ও পরিজন এবং সমস্ত সামান সেখান থেকে নিয়ে আসা। সুতরাং যদি সেখানে পেরেক বা ঝাড়ু রয়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যদি পরিবার পরিজন এবং অধিকাংশ সামান সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় তবে সে তার কসমে সত্যবাদী হবে। আর ফাতাওয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের উপরই। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যদি পরিবার পরিজন এবং এই পরিমাণ সামান সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় যা দ্বারা ঘর বাড়ি তৈরি করা ও তা রক্ষা করা যায় তবে তার কসমে সে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ফকীহ্‌গণ বলেন, এ মতটি সুন্দর এবং মানুষের আমলের জন্য সহজও বটে। এর উপরই ফাতাওয়া (আন্‌নাহ্‌রুল ফায়িক)।

১. ব্যতিক্রমী শর্তারোপ।

৩০. মাসআলা ঃ ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে একমত যে, কসমে সত্যবাদী হওয়ার জন্য পরিবার-পরিজন এবং খাদিমদেরকে সরিয়ে আনা শর্ত। কেউ যদি সকল কিছু ফেলে গলিতে অথবা মসজিদে সরিয়ে আনে কিন্তু বাড়ি ঘর অপরের নিকট হাস্তান্তর না করে তবে এর হুকুম কি হবে, এ ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে অপর কোন বাড়ি তৈরি না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি ঘর বা বাড়িটি অন্যের নিকট হাস্তান্তর করে দেওয়া হয় যেমন সে তার মালিকানাধীন বাড়িটি কারো নিকট ভাড়া দিয়ে দিয়েছে বা সে ইজারা বা আরিয়া (ধার)-এর ভিত্তিতে ঐ ঘরে বসবাস করত। তারপর সে তা তার মালিকের নিকট হস্তান্তর করে দিল কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে অপর কোন বাড়ী বা ঘর তৈরি করে নি তবে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘরে বসবাস করবে না। তারপর সে তার পরিজন ও সামানপত্র সেখান থেকে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করল। কিন্তু তার স্ত্রী এতে অসম্মতি প্রকাশ করল। তাহলে শপথকারী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হবে তার স্ত্রীকে সেখান থেকে বের করার জন্য চেষ্টা করা। স্ত্রী যদি স্বামীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে এবং স্বামী তাকে বের করতে সক্ষম না হয় এরপর শপথকারী ব্যক্তি নিজে বের হয়ে অন্য কোন ঘরে গিয়ে বাস করতে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘরে বসবাস করবে না। তারপর সে এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার নিয়্যতে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখল যে, দরজা এমন ভাবে বন্ধ যে তা খোলা যায় না অথবা তার পায়ে শিকল লাগিয়ে তাকে আটকিয়ে রাখা হয়েছে যার ফলে সে আর বের হতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে কোন কোন ফকীহ্ বলেন যে, প্রথমোক্ত অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু পসন্দনীয় মতানুসারে দুই অবস্থার কোন অবস্থায়ই তার কসম ভঙ্গ হবে না (গিয়াসিয়্যা) যদি হলফকারী ব্যক্তি দেয়াল ধ্বসিয়েও বের হতে সক্ষম হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এরূপ করা তার উপর অপরিহার্য নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ বলল, যদি আমি রাতে এই শহরে অবস্থান করি তবে আমার এই হবে। তারপর সে জ্বরে এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে পড়ল যে, তার পক্ষে আর সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব হল না এবং সেখানেই সকাল হয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তার জন্য সম্ভব ছিল এমন কোন ব্যক্তিকে ইজারা নেওয়া যে তাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করে নিয়ে যেত। তবে পায়ে শৃংখলিত ব্যক্তির পক্ষে এমনটি সম্ভব নয়। কেননা যার পায়ে শিকল লাগানো আছে তার পক্ষে বের হওয়া সম্ভব নয়। যদি সম্ভব হয় তবে এ জাতীয় শৃঙ্খলিত ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বলে গণ্য হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি এই ঘরে বাস করি তবে তোমার হুকুম এই হবে। যদি ঘরের দরজা বন্ধ থাকে এবং বাড়ির চারিদিকে দেওয়াল থাকে তবে তাকে মাযূর হিসাবে গণ্য করা হবে। যতক্ষণ না এর দরজা খোলা হবে। এ অবস্থায় বাড়ির প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে যাওয়া মহিলার উপর অপরিহার্য নয়। ফকীহ্ (র) বলেন, আমরা এই অভিমতটিই গ্রহণ করে থাকি (গিয়াসিয়্যা)। যদি শপথকারী লোকটি ঐ ঘরে যে সামান রয়েছে তা সেখানে রেখে অন্যত্র বাড়ি-ঘর তালাশ করে তবে সহীহ্

pdf By Syed Mostafa Sakib

মতানুযায়ী তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা বাড়ি-ঘর তালাশ করাও স্থানান্তরিত হওয়ার কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বাড়ি-ঘর তালাশ করার সময়টি ওরফ বা দেশ প্রথা অনুসারে এর থেকে মুসতাছনা (ব্যতিক্রম) হিসাবে গণ্য হবে। যদি সে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি না করে (শরহু মাজমাইল বাহ্‌রায়ন)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ বাড়িতে বসবাস করবে না। তারপর সে তার পারিবার পরিজন এবং সামান পত্র অন্যত্র স্থানান্তরিত করার লক্ষ্যে অন্যত্র বাড়ী ঘর তালাশের উদ্দেশ্যে নিজে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল কিন্তু কয়েক দিন তালাশ করা সত্ত্বেও কোন বাড়ী ঘরের সন্ধান পেল না। এ অবস্থায় যদি সামানপত্র ঐ ঘরের বাইরে রাখা সম্ভব হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ ভাবে শপথকারী ব্যক্তি যদি ঘর থেকে বের হয়ে কোন বাহন তালাশে লিপ্ত হয় এবং তালাশ করা সত্ত্বেও তা না পায় অথবা সে অর্ধ রাতের দিকে শপথ করেছে এবং এ সময় তার পক্ষে সামানপত্র নিয়ে বের হওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে সকাল পর্যন্ত সেখানেই থেকে যায় অথবা সামান অনেক বেশী ছিল এবং ঘর থেকে বের করে সে নিজেই ঐ সামান স্থানান্তরিত করতে শুরু করেছে। এ পর্যায়ে তার পক্ষে কোন সওয়ারী ভাড়া নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা করে নি তাহলে উপরোক্ত অবস্থা সমূহের কোনটিতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে নিজে অন্যান্য মানুষের ন্যায় সামান-পত্র স্থানান্তরিত করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু সে যদি অপরাপর মানুষের ন্যায় সামান-পত্র নিজে স্থানান্তরিত করতে শুরু না করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন শপথকারী ব্যক্তি আরবী ভাষায় শপথ করে। পক্ষান্তরে সে যদি ফার্সী (বাংলা) ভাষায় শপথ করে এবং বলে যে, আমি এ বাড়িতে ইকামত তথা বসবাস করব না। তারপর সে যদি পুনরায় ফিরে না আসার উদ্দেশ্যে এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ফিরে আসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এই ঘরে বসবাস কর তাহলে তুমি তালাক। বস্তুতঃ এ শপথটি সে মধ্যরাতের দিকে করেছিল। এ অবস্থায় ঐ মহিলাকে মা'যূর গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে এ জাতীয় কসম যদি সে নিজের ক্ষেত্রে করে থাকে তবে তাকে মা'যূর গণ্য করা হবে না। কেননা রাত্রি হওয়াতে শপথকারী ব্যক্তির কোন ভয় নেই। অবশ্য যদি চোর-ডাকাতের কারণে তার বেলায়ও কোন আশঙ্কা পরিলক্ষিত হয় তবে তাকেও মা'যূর গণ্য করা হবে (যখীরা)। এক ব্যক্তি কোন এক ঘরে বসবাস করছে। এ অবস্থায় সে যদি কসম করে বলে যে, সে এ ঘরে বসবাস করবে না এবং এ ঘর থেকে তার সামানপত্র স্থানান্তরিত করা যদি দুষ্কর হয়ে পড়ে তাহলে সে নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির নিকট এ মালামাল বিক্রি করে দিয়ে পরিবার-পরিজনসহ নিজে সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে। তারপর যে সময় এ সব মালামাল স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয় এমন কোন সময়ে ঐ সব মালামাল পুনরায় ঐ ব্যক্তির থেকে খরিদ করে নিবে (সিরাজিয়্যা ঃ কৌশল অবলম্বন অধ্যায়)। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে একই ঘরে বাস করত। এ অবস্থায় তাদের একজন যদি এ মর্মে কসম করে যে, তার সাথে একই ঘরে বাস করবে না তাহলে সে যদি তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত হওয়া আরম্ভ করে এবং এটি তার পক্ষে সম্ভবও বটে তবে তো ভাল। অন্যথায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসমকারী ব্যক্তি তার সামান

যার সাথে কসম করা হয়েছে তাকে হিবা করে দেয় বা তার নিকট আমানত রাখে বা তাকে আরিয়ত দেয়। তারপর সে বাড়ির তালাশে বের হয়। কিন্তু কয়েক দিন তালাশ করা সত্ত্বেও, বাড়ি না পায় এবং এ সময়ে ঐ বাড়িতেও সে ফিরে না আসে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কসমকারী ব্যক্তি তার মালামাল হিবা করার পর যদি সে তা তার থেকে হস্তগত করে নেয় অথবা আমানত রাখা বা ধার দেওয়ার পর সে যদি বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসারও তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে তাকে কসমকৃত ঘরে বসবাসকারী বলে গণ্য করা হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই শহরে বসবাস করবে না। তারপর সে এখানে নিজের পরিবার-পরিজন এবং সামান-পত্র রেখে নিজে এ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি গ্রামে বসবাস করার ব্যাপারে শপথ করা হয় তবে এ ক্ষেত্রেও শহরের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর এটিই সহীহ্ অভিমত। উল্লেখ্য যে গলি এবং মহল্লা বাড়ীর হুকুমেরই অন্তর্ভুক্ত। কেউ কসম করে বলল যে, আমি এই গ্রামে থাকব না। তারপর সে তার পরিবার এবং সামান নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে অন্যত্র চলে গেল। তারপর আবার ঐ গ্রামে ফিরে এসে সেখান বসবাস করতে আরম্ভ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে দীর্ঘায়িত কোন কর্মের ব্যাপারে কসম করা হলে সে কর্মের ক্ষেত্রে কসমকারী সত্যবাদী সাব্যস্ত হওয়ার পরও কসম শেষ হয় না। বরং তা বাকী থেকে যায় (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। ফকীহ্‌গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উক্ত ব্যক্তি বসবাস এবং অবস্থানের উদ্দেশ্যে ফিরে আসে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি দর্শনের উদ্দেশ্যে অথবা কয়েকদিন এখানে থেকে নিজের সামান এখান থেকে স্থানান্তরিত করার নিয়্যতে এখানে ফিরে আসে, বসবাস এবং অবস্থানের জন্য ফিরে না আসে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি বসবাস ও অবস্থানের উদ্দেশ্যে ফিরে আসে তবে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অবিরত অবস্থান করা শর্ত নয় (মুহীত)।

৩৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি এ বছর এ গ্রামে বাস করি তবে আমার স্ত্রীর এই হবে। তারপর সে একদিন কম বছরের অবশিষ্ট সময় সেখানে অবস্থান করেছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই ঘরে এক মাস অবস্থান করবে না। তারপর সে কিছু সময় এখানে অবস্থান করল তাহলে পূর্ণ এক মাস অবস্থান না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে অবস্থান করবে না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি সফরের অবস্থায় অমুকের বাড়িতে যেয়ে উঠল এবং একদিন বা দু'দিন তারা সেখানে অবস্থান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর সে তার সাথে অবস্থানকারী বলেও গণ্য হবে না। যতক্ষণ না সে তার সাথে তার বাড়িতে পনের দিন অবস্থান করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে কূফায় বসবাস করবে না। তারপর সে সফলের অবস্থায় কূফা দিয়ে পথ অতিক্রম করল এবং তথায় চৌদ্দ দিন অবস্থানের নিয়্যত করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি পনের দিন অবস্থানের নিয়্যত করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, সে অমুকের মনে বসবাস করবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। তারপর ঐ ব্যক্তি জোরপূর্বক শপথকারীর ঘরে প্রবেশ করল এবং সেখানে থাকতে লাগল। এদিকে শপথকারী ব্যক্তিও তার সাথে সেখানে থাকল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই শপথকারী ব্যক্তি এ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। জোরপূর্বক দখলকারী (গাসিব) ব্যক্তির আগমনকালে হলফকারী ব্যক্তি যদি তার পরিবার পরিজন নিয়ে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং এ স্থান ছেড়ে অন্যত্র যেতে আরম্ভ করে তবে তার কসম আর ভঙ্গ হবে না। (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। শপথকারী ব্যক্তি যদি সফরে বের হয়ে যায় ইত্যবসরে ঐ ব্যক্তি এসে যদি শপথকারীর পরিবার পরিজনের সাথে একত্রে বসবাস শুরু করে দেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, কসম ভঙ্গ হবে না এবং অভিমতের উপরই ফাতাওয়া। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মাহলুফ আলাইহ্ অর্থাৎ যার উপর (ব্যাপারে) কসম করা হয়েছে সে যদি তিন দিন বা এর চেয়ে অধিক দিনের পথ অতিক্রম করে চলে যায় এবং এ অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি উক্ত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের সাথে একত্রে বাস করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এর চেয়ে কম দিনের পথ অতিক্রম করে যায় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (যহীরিয়্যা)

৩৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কূফায় সহঅবস্থান করবে না। তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে কূফার কোন ঘরে একত্রে বসবাস করা। সুতরাং শপথকারী ব্যক্তি যদি এক ঘরে এবং যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে সে অন্য ঘরে অবস্থান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এর দ্বারা সে যদি এই নিয়্যত করে যে, সে এবং মাহলূফ আলাইহ্ (যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে) কূফায় বাস করবে না তাহলে তার নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুকের সাথে এই গ্রামে বসবাস করবে না তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে সে এই গ্রামে একই ঘরে তার সাথে বাস করবে না। এমনিভাবে যদি কেউ কসম করে যে, সে তার সাথে খুরাসান শহরে বসবাস করবে না তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে তার সাথে দুনিয়াতে কোথাও বসবাস করবে না তবে এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ হুকুম হবে। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে তার সাথে বসবাস করবে না। তারপর উক্ত ব্যক্তি তার সাথে কোথাও নৌকায় বা নৌযানে একত্রে কিছুক্ষণ থাকল এবং তাদের প্রত্যেকের মনেই ছিল তাদের নিজ নিজ মাল-সামান এবং পরিবার-পরিজন। আর এই পানিযানকে তারা নিজেদের বাসস্থান ও বানিয়ে নিয়েছিল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য মাঝি-মাল্লাদের ক্ষেত্রে এতেই সহ অবস্থান হয়ে যাবে। এমনিভাবে যাযাবর লোকেরা যদি কোন এক তাঁবুতে একত্রিত হয়ে যায় তবে এতেও তাদের সহ অবস্থান সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁবু যদি পৃথক পৃথক হয় তবে কাছাকাছি হলেও কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরা)।

৩৭. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে সহ অবস্থান করবে না। তারপর সে তার সাথে বাড়ি, ঘর বা কোন কামরার আঙ্গিনায় তার সাথে সহ-অবস্থান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে সহ-অবস্থান করবে না। কিন্তু এ কথা বলাতে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এ অবস্থায় তারা যদি কোন বাড়ির চৌহদ্দীর ভেতরে পৃথক পৃথক অট্টালিকায় অবস্থান করে তবে তার কসম ভঙ্গ

হবে না। উল্লেখ্য যে, সহ অবস্থান তখনই সাব্যস্ত হবে যদি উভয় ব্যক্তি একই ঘরে অবস্থান করে অথবা একই বাড়ির বিভিন্ন ঘর নিজ নিজ সামান ও পরিবার নিয়ে অবস্থান করে যদি তাদের পরিবার-পরিজন থাকে। আর যদি বাড়ির ভিতর একাধিক অট্টালিকা থাকে তবে তার প্রতিটি অট্টালিকা একটি ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থান বলে গণ্য হবে। কাজেই এ অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি সহ অবস্থান দ্বারা তার নিয়্যত থাকে অট্টালিকায় অবস্থান না করা তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বাড়িটি অনেক বড় হয়। যেমন কূফায় অবস্থিত ওয়ালীদের বাড়ি এবং বুখারায় অবস্থিত নূহ এর বাড়ি। কেননা এ বাড়িগুলোর এক একটি এক মহল্লার অনুরূপ। পক্ষান্তরে বাড়িগুলো যদি এরূপ না হয় তবে নিয়্যত ছাড়াই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই বাড়ির ভেতর অনেকগুলো ঘর থাকুক বা অনেকগুলো অট্টালিকা থাকুক। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে একত্রে অবস্থান করবে না। তারপর পরিবার পরিজন এবং সামান-পত্র ছাড়াই সে তার সাথে একই অট্টালিকায় বা একই ঘরে অবস্থান করল তবে আমাদের মাযহাবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক নির্দিষ্ট বাড়িতে অবস্থান করবে না। তারপর তারা বাড়িটি বণ্টন করে মাঝখানে প্রাচীর নির্মাণ করে প্রতিটি বাড়ির ভিন্ন ভিন্ন দরজা বানিয়ে নিল। তারপর শপথকারী ব্যক্তি এক অংশে এবং অপর ব্যক্তি ভিন্ন অংশে অবস্থান করল তাহলে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে বাড়িতে অবস্থান করবে না। কিন্তু সে নির্দিষ্ট কোন বাড়ির নাম উল্লেখ করল না এবং কোন নিয়্যত করল না। তারপর সে এমন এক বাড়িতে অবস্থান করল যা ভাগ হয়ে গেছে এবং ভাগ-বাটোয়ারার পর মধ্যখানে প্রাচীরও তৈরি হয়ে গেছে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের সাথে একত্রে বাস করবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন বাড়ির নাম উল্লেখ করল না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে সে যদি ঐ ব্যক্তির সাথে বাজারের এমন এক দোকানে অবস্থান করে যেখানে তারা উভয়ে কাজ করে বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, এ কসম ঐ সব স্থানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যাকে তারা বাড়ি-ঘর বানিয়ে সেখানে পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে যদি এ জাতীয় দোকানে অবস্থান করার নিয়্যত করে অথবা শপথ করার আগে সে যদি এমন কথাবার্তা বলে যার দ্বারা এ জাতীয় সংকল্পের কথা প্রতীয়মান হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কসমের বিষয়টি তাদের পূর্ব কথার উপর নির্ভরশীল হবে। সে যদি বাজার তথা দোকানকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয় এবং লোকেরা বলে যে, অমুক ব্যক্তি বাজারে থাকে, এ অবস্থায় কসমের দ্বারা সে যে, বাজারে একত্রে বসবাস বর্জন করার ইচ্ছা করেছে তা প্রকাশ করার মত যদি কোন দলীল প্রমাণ থাকে তবে তার কসমকে এর উপরই প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি উক্ত বিষয়টি প্রকাশ করার মত কোন দলীল সেখানে না থাকে এবং বলে যে, আমি বাজারে একত্রে বাস করারও নিয়্যত করেছি তবে সে নিজের উপর কঠোর বিষয় আরোপ করল (বাদাঈ)।

৩৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম কর বলল যে, সে অমুক নির্দিষ্ট ঘরে বসবাস করবে না। এরপর ঐ ঘর ভেঙ্গে যায় এবং এর স্থানে আরেকটি ঘর তৈরি করা হয়। তারপর সে সেখানে

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবস্থান করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি নিম্নোক্ত মাসআলার বিপরীত। অর্থাৎ কেউ কসম করল যে, সে অমুক নির্দিষ্ট ঘরে বসবাস করবে না। তারপর সে ঘরটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং পরে এ স্থানটি খালি জায়গা হিসাবে পড়ে থাকে। তারপর সে স্থানে অপর একটি ঘর তৈরি করা হয় এবং ঐ ঘরে সে বসবাস করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে ঐ নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করবে না। তারপর এটিকে বাগানে পরিণত করা হয় এবং এ বাগানে সে প্রবেশ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘরে অথবা অমুকের ঘরে বাস করবে না। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ঘরের নাম সে বলল না এবং নিয়্যতও করল না। তারপর সে তার ঐ ঘরে বসবাস করল যা সে কসমের পর বিক্রি করে দিয়েছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি অমুকের ঘরে বসবাস করে যা কসমের সময় হতে বসবাসের সময় পর্যন্ত তারই মালিকানাধীন ছিল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ সকলেই একমত। আর যদি শপথকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে বসবাস করে যে ঘর অমুক ব্যক্তি কসমের পর খরিদ করেছে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের ঘরে বসবাস করবে না। তারপর সে এমন ঘরে বসবাস করল যা অমুক এবং অপর কোন ব্যক্তির মাঝে শরীকানাধীন থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই অপর ব্যক্তির অংশ কম হোক বা বেশী হোক (মাবসূত)।

৪০. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির এই ঘরে বাস করবে না। তারপর উক্ত ব্যক্তি সে ঘরটি বিক্রি করে দেওয়ার পর শপথকারী ব্যক্তি ঐ ঘরে বাস করল। এক্ষেত্রে শপথকারী ব্যক্তি যদি তার শপথের দ্বারা নির্দিষ্ট ঘরের নিয়্যত করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এরূপ নিয়্যত করে অমুকের মালিকানাধীন ঘরে বসবাস করব না তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি তার কোন নিয়্যতই না থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের খরিদকৃত ঘরে বসবাস করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য একটি ঘর খরিদ করল এবং সে ঘরে শপথকারী ব্যক্তি বসবাস করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি এ কথা বলে যে, আমার নিয়্যত ছিল আমি ঐ ঘরে বসবাস করব না, যে ঘর সে তার নিজের জন্য খরিদ করবে। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করে থাকে তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর কসম যদি তালাক বা ইত্কের (আযাদকরণ) সম্বন্ধে হয়ে থাকে তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে ঘরে বাস করবে না কিন্তু তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তারপর সে পশমের কোন ঘরে অথবা তাঁবু কিংবা খীমাতে বাস করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কসমকারী লোকটি শহরের বাসিন্দা হয়। পক্ষান্তরে সে যদি গ্রামের মানুষ হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে রাত্রি যাপন করবে না অথবা বলল যে, সে অমুক স্থানে রাত্রি যাপন করবে না তাহলে এর দ্বারা পূর্ণ রাত্রি বা অধিকাংশ রাত্রি সেখানে যাপন করা উদ্দেশ্য হবে। কাজেই কসমকারী ব্যক্তি যদি সেখানে অর্ধরাত্রের বেশী অতিবাহিত করে তবে তার কসম ভঙ্গ

হয়ে যাবে। আর যদি এর চেয়ে কম সময় সেখানে অবস্থান করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। চাই সে সেখানে ঘুমাক বা না ঘুমাক (বাদাঈ)।

৪১. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে এই বাড়িতে রাত্রি যাপন করবে না। তারপর সে এখানে তার পরিবার পরিজন রেখে নিজে এখান থেকে অন্যত্র চলে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় শপথ তার নিজের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। পরিবার-পরিজন এবং মাল-সামানের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে এ ঘরের ছাদে রাত্রি যাপন করবে না। অথচ ঐ ঘরের ছাদে একটি কামরা আছে। তাহলে ঐ কামরার ফ্লোর ঘরের ছাদ হিসাবে গণ্য হবে এবং এখানে সে যদি রাত্রি যাপন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন ছাদের উপর রাত্রি যাপন করবে না। তারপর সে যদি এ কামরার মধ্যে রাত্রি যাপন করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি আগামীকাল মনজিলে রাত্রি যাপন করব না তবে তার এ কসম বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি আগামী রাত্রের নিয়্যত করে তাহলে তার কসম সহীহ্ হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম! আগামীকাল আমাকে অমুকের মনজিলে পাওয়া যাবে না তবে তার এ কসম আগামীকালের সামান্য সময়ের উপরও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সামান্য সময় সেখানে থাকলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

৪২. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের সাথে বা কোন স্থানে কিংবা বাড়িতে অথবা কোন কামরায় আশ্রয় গ্রহণ করবে না তবে এর মর্ম হবে কোন স্থানে বা কারো সাথে অবস্থান করা। চাই অবস্থানের সময় কম হোক বা বেশী হোক। চাই অবস্থান দিনে করুক বা রাতে করুক। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর ভিন্ন একটি অভিমত এবং এটি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর ও অভিমত। কিন্তু শপথকারী ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত এক বা দুই দিনের নিয়্যত করে তবে নিয়ত অনুসারেই ফায়সালা হবে। ইব্ন রুস্তম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, কোন ঘর কখনো আমাকে ও তোমাকে একত্রে স্থান দিবে না অর্থাৎ আমি আর তুমি কখনো এক ঘরে একত্রিত হব না তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর দ্বিতীয় অভিমত অনুসারে এক পলক পরিমাণ সময় একত্রে অবস্থান করার ক্ষেত্রেও এ কসম প্রযোজ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমার অভিমত এটিই। কিন্তু শপথকারী ব্যক্তি যদি এর থেকেও একদিন বা দুই দিনের অতিরিক্ত নিয়্যত করে তবে কসম তার নিয়্যত অনুসারেই কার্যকরী হবে। ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুককে আশ্রয় দিবে না। অথচ যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে সে শপথকারীর বাড়িতে তার পরিবার ও পরিজনের সাথেই আছে। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি শপথকারী ব্যক্তির নিয়্যত তাকে ভয় দেখানো হয় যাতে সে তার অপকর্ম ত্যাগ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কসমকৃত ব্যক্তি শপথকারীর বাড়িতে এবং তার পরিবার পরিজনের মধ্যে না থাকে তবে শপথকারীর নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। যদি সে নিয়্যত করে যে, সে আর তার ভরণ-পোষণ করবে না তবে তার নিয়্যতই ধর্তব্য হবে। অনুরূপ ভাবে সে যদি নিয়্যত করে যে, উক্ত ব্যক্তি তার ঘরে আর আসতে পারবে না, এ অবস্থায় সে যদি শপথকারীর অনুমতি ছাড়াই তার ঘরে প্রবেশ করে এবং শপথকারী ব্যক্তি তাকে দেখা সত্ত্বেও যদি চুপ থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি সফরে বের হল। তার সাথে অপর একজন লোকও ছিল। তার যে দিকে যাওয়ার ইরাদা করল সে দিকের কথা সে তাকে বলেও দিল। তখন সঙ্গী ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ সফর ব্যতীত এই ব্যক্তির সাথে আর কোথাও থাকবে না। কিছুদূর যাওয়ার পর তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে গেল এবং তারা উক্ত স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা পরিত্যাগ করে অন্য কোন জায়গার উদ্দেশ্যে গমন করল। এ অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সে প্রথম সফরেই রয়েছে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে আজ এক মাইলের বেশী পথ চলবে না। তারপর সে ঘর থেকে বের হয়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করল। এরপর নিজ বাড়িতে ফিরে আসল। এ অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে দুই মাইল পথ অতিক্রম করেছে। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অমুকের সাথী হয়ে থাকব না বা চলব না। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি এক রেলে চড়ে ভ্রমণ করে এবং যার সম্বন্ধে কসম করা হয়েছে সে অন্য রেলে চড়ে ভ্রমণ করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এতে সে ব্যক্তি তার সাথী বলে গণ্য হবে না। আর যদি তারা উভয়ে একই রেলে থাকে তবে তারা পরস্পর একে অপরের সাথী বলে গণ্য হবে। যদি একজন সামনের বগিতে থাকে এবং অপরজন থাকে একেবারে পেছনের বগিতে। অনুরূপভাবে তারা যদি একই নৌযানে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। যদি একজন এক শ্রেণীর যাত্রী হয় এবং অপরজন ভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী হয় এবং তাদের খানা-পিনাও ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে এ ক্ষেত্রেও একই ধরনের হুকুম হবে। কেননা তাদের আগমন ও প্রস্থান একই পথ দিয়ে হয়ে থাকে। কেউ যদি বলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি অমুকের সফর সঙ্গী হবো না। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি তাদের খানা একই ধরনের হয় এবং একই স্থানে হয় আর তারা একই জামাআতে সফর করে তাহলে তাদেরকে সফর সঙ্গী বলে গণ্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা একই নৌযানে থাকে, কিন্তু তাদের খানা-পিনা একত্রে হয় না এবং একই দস্তরখানে তারা খানা খায় না তবে তাদেরকে সফর-সঙ্গী বলে গণ্য করা হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সফর সঙ্গী হবে না। তারপর তারা উভয়ে যদি বাড়ী থেকে একত্রে সফরে বের হয় এবং একই হাওদায় কিংবা একই পালের দুই উটে কিংবা একই রেল গাড়িতে থাকে তাহলে তারা পরস্পর একে অপরের সফর সঙ্গী বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি দুই পালের দু'টি উটের উপর সাওয়ার থাকে তবে তারা পরস্পর একে অপরের সফর সঙ্গী বলে গণ্য হবে না। যদিও সফরে একত্রেই তারা পথ অতিক্রম করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আগমন, প্রস্থান এবং সওয়ার হওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা

১. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে মসজিদ, ঘর বা কক্ষ ইত্যাদি থেকে বের হবে না। তারপর সে কাউকে হুকুম করল যে, আমাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে যাও। সে মতে কেউ তাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন সে যদি কোন প্রাণীর উপর সাওয়ার হয় এবং এরপর সাওয়ারটি সেখান থেকে বের হয়ে যায় (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে বাইরে যাবে না। তারপর জোরপূর্বক তাকে বাইরে নিয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বাইরে যাওয়ার ন্যায় প্রবেশ করার কসমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। (তামারতাশী)। কাউকে জোরপূর্বক বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর তার কসম শেষ হয়ে যাবে কিনা? যদি হয়ে যায় তাহলে এরপর সে যদি নিজে স্বেচ্ছায় বের হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বাইরে যাওয়ার ন্যায় প্রবেশ করার কসমের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (তামারতাশী)। কাউকে জোরপূর্বক বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর তার কসম শেষ হয়ে যাবে কিনা? যদি হয় তাহলে এরপর সে যদি নিজে স্বেচ্ছায় বের হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উপরোক্ত মাসআলার বিষয়ে ফকীহ্‌গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে তার কসম শেষ হবে না। কাজেই এরপর সে যদি নিজে স্বেচ্ছায় বের হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করেছিল যে, সে বাইরে বের হবে না। তারপর শপথকারী হুকুম ছাড়াই অন্য কেউ যদি তাকে উঠিয়ে বাইরে নিয়ে যায়, অথচ সে ব্যক্তি তাকে নিষেধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিষেধ করল না, বরং মনে মনে সে ঐ ব্যক্তির প্রতি রাযী থাকল, তবে তার ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইস সগীর, কাযীখান)। যদি শপথকারী ব্যক্তিকে নিজ পায়ে হেঁটে প্রবেশ করা বা বাইরে বের হওয়ার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় এবং সে তা করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তামারতাশী)। যদি কেউ কসম করে যে, সে বাইরে যাবে না, তবে বের হয়ে গলিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার বাড়ি থেকে বের হবে না। তারপর সে বাড়ির দরজা দিয়ে বের হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বাড়ির কোন এক মনজিলে বসে সে কসম করে। তারপর মনজিল থেকে বের হয়। এরপর বাড়ির দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগেই সে যদি ফিরে আসে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে জানাযার জন্য বের হওয়া ছাড়া বাড়ি থেকে বের হবে না। তারপর সে জানাযার উদ্দেশ্যেই বাড়ি থেকে বের হল এবং সেখানে তার আরেকটি প্রয়োজন দেখা দিল তাহলে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী)। কেউ কসম করল যে, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

রায় শহর হতে বের হয়ে কূফা নগরীতে যাবে না। তারপর সে রায় শহর থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হল। আর তার রাস্তা কূফার দিক দিয়েই। তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ঘর হতে বের হওয়ার সময় সে যদি নিয়্যত করে যে, সে কূফা হয়েই যাবে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বের হওয়ার সময় কূফা হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বের হয়ে যখন এমন স্থানে পৌছল যেখানে নামায কসর পড়া তার উপর ওয়াজিব হয়, এরপর কূফা গেল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কসম করার সময় নিয়্যত ছিল যে, সে কূফা যাবে না। তারপর হজ্জে যাওয়ার নিয়্যত করে রায় শহর থেকে বের হল এবং এ সময়ে কূফা যাওয়ার নিয়্যত করল তাহলে নৈতিকতার দিক থেকে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হবে না। তারপর সে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হল। এরপর মসজিদ ছাড়া অন্যত্র যাওয়ারও তার প্রয়োজন দেখা দিল (এবং গেল) এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

৩. **মাসআলা ঃ** ইমাম কুদূরী (র) বলেন, নিজের বসত বাড়ি থেকে বের হওয়ার মানে হল, নিজের পরিবার-পরিজন এবং মাল-সামানসহ নিজে বের হয়ে যাওয়া। আর শহর ও গ্রাম থেকে বের হওয়ার মানে হল, স্বয়ং নিজে বের হয়ে যাওয়া। মুন্তাকা গ্রন্থে অতিরিক্ত বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি নিজে স্বয়ং বের হয়ে যায় তবে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। চাই সে সফরের ইচ্ছা করুক বা না করুক (যখীরা)। বাড়ির কোন এক ঘরে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি বের হব না। তারপর সে বাড়ির আঙ্গিনায় বের হল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি আঙ্গিনা পর্যন্ত যাবে না বলেও নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে সে যদি মক্কার উদ্দেশ্যে বের হওয়া কিংবা শহর থেকে বের হওয়ার নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে কোন ভাবেই তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না (আল্ বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই ঘর থেকে বের হবে না। যে বাড়ি সে আছে, তারপর সে বাড়ির আঙ্গিনার দিকে বের হয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মুতাআখিরীন ফুকাহায়ে কিরামের মতে উক্ত মাসআলা তাদের দেশ প্রথার উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের ওরফ অর্থাৎ দেশ প্রথায় বাড়ির আঙ্গিনাকেও ঘরের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। কাজেই শপথকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বের হয়ে গলির দিকে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই ঘর হতে বের হবে না। তারপর সে তার একবার ঐ ঘর থেকে বের করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)ও "আসল" গ্রন্থে মাসআলাটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আমাদের কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন যদি ঘরের বাইরের অংশ নীচু হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন যে, যদি তার শরীরের ভর বাইরের পায়ের উপর থাকে তবেই তার কসম ভঙ্গ হবে। যদিও ঘরের বাইরের অংশ নীচু না হয়। কিন্তু আমাদের ইমামগণের যাহিরী রিওয়ায়েত মতে কোন অবস্থাতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী ও শামসুল আইম্মা হালওয়ায়ী (র) এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের উপর ভর করে এরূপ করে। পক্ষান্তরে শপথকারী ব্যক্তি যদি বসা অবস্থায়

নিজের উভয় পা ঘর থেকে বের করে দেয় এবং শরীর পুরাটাই ঘরের মধ্যে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এ অবস্থায় সে যদি দাঁড়িয়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। শপথকারী ব্যক্তি চীৎ, কাৎ বা উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় ছিল। তারপর এমনভাবে করল যে, শরীরের কিছু অংশ ঘরের বাইরে চলে গেছে। যদি অধিকাংশ শরীর ঘরের বাইরে চলে যায় তবে সে বের হয়ে গেছে বলে গণ্য হবে। যদিও তার উভয় পায়ের নলা ঘরের ভেতরেই থাকে না কেন। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘর থেকে বের হবে না। অথচ এ ঘরের ভেতরে এমন একটি গাছ রয়েছে যে গাছের ডাল ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এ অবস্থা সে যদি ঐ গাছে আরোহণ করে ঘরের বাইরে রাস্তার মাঝখান পর্যন্ত এসে যায় এবং অবস্থা এমন হয় যে, সে যদি ঐ গাছ থেকে পড়ে যায় তবে রাস্তার মধ্যে গিয়ে পড়বে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই শপথকারী ব্যক্তি আরবী হোক বা আজমী হোক (মুহীত)।

৪. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, তার স্ত্রীর ঘর থেকে বের হবে না। তারপর সে দরজা দিয়ে কিংবা দেয়ালের উপর দিয়ে অথবা সিঁধ কেটে যে কোন ভাবেই ঘর থেকে বের হোক তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই বাড়ির দরজা দিয়ে বের হবে না। এ অবস্থায় সে বাড়ির যে কোন দরজা দিয়েই বের হোক না কেন তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে পুরাতন দরজা দিয়ে বের হোক অথবা নতুন ভাবে কোন দরজা বানিয়ে বের হোক উভয় অবস্থাতে একই হুকুম হবে। অবশ্য সে যদি দেয়ালের উপর দিয়ে কিংবা সিঁধ কেটে বের হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আমাদের কোন কোন ফকীহ্ "আসল" গ্রন্থের শপথ অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হিয়াল তথা কৌশল গ্রহণ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই ঘরের দরজা দিয়ে বের হবে না। তারপর সে ছাদের উপর আরোহণ করে প্রতিবেশীর বাড়িতে অবতরণ করল অথবা নতুনভাবে কোন দরজা বানিয়ে সে দরজা দিয়ে বের হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু শায়খ আবূ নাসর দারূসী (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা নতুন পুরাতন সবই এ বাড়িরই দরজা। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই বাড়ির এই দরজা দিয়ে বের হবে না, তারপর সে এ দরজা ব্যতীত অন্য কোন দরজা দিয়ে বের হল তবে "আসল" গ্রন্থের কসম অধ্যায়ের বর্ণনা মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। সমরকন্দবাসী মুফতী সাহেবগণের ফাতাওয়ায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই বাড়ির দরজা দিয়ে বের হবে না এবং তার নিয়্যত ছিল কাঠের দরজার কথা। তারপর কাঠের দরজা ভেঙ্গে পড়ে গেল এবং সে ঐ খালি জায়গা দিয়ে বের হয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যদি কাঠের দরজার কথা তার নিয়্যতের মধ্যে না থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (যখীরা)

৫. **মাসআলা ঃ** কেউ তার স্ত্রীকে কসম দিল যে, সে যিয়ারত দর্শনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। তারপর সে একবার এ উদ্দেশ্যে বের হল। তারপর আবার অন্য উদ্দেশ্যে বের হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তির এরূপ নিয়্যত থাকে যে, সে যিয়ারতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বের হতে পারবে না। এরপর সে এ নিয়্যতে বের হয়। এরপর আবার অন্য উদ্দেশ্যে বের হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।[১] কেউ তার স্ত্রীকে কসম দিয়ে বলল যে, সে অমুকের সাথে মনজিল থেকে

১. বর্ণিত মাসআলা দুটো বাহ্যত একই ধরনের মনে হচ্ছে। পার্থক্য বোধগম্য নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বের হতে পারবে না। তারপর উক্ত মহিলা ঐ পুরুষ লোক ছাড়া অন্য কারো সাথে মনজিল থেকে বের হল অথবা একাকীই বের হল, তারপর যার সাথে বের হতে বারণ করেছিল সে গিয়ে তার সাথে মিলিত হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যাপারে কসম করে বলল যে, সে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। তারপর ঐ মহিলা ঐ ঘরের উপর তলায় বিদ্যমান কোন কামরা বা শৌচাগারে প্রবেশ করল যার পথ রয়েছে বড় রাস্তার দিকে তবে এ হাঁটা-চলা বা গমনাগমন বাড়ি থেকে বের হওয়া বলে গণ্য হবে না (মাবসূত)। যদি কেউ কসম করে যে, সে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হবে না বা মক্কার দিকে যাবে না, তারপর সে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আবার ফিরে এলো তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটি শর্ত হল এই যে, মক্কার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নিয়্যতে তার নিজের শহরের আবাদী তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে। পক্ষান্তরে সে যদি নিজ শহরের আবাদী অতিক্রম করার আগেই ফিরে আসে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদিও সে মক্কা যাওয়ার নিয়্যতেই বের হয়েছিল (কাফী)। যদি কেউ কসম করে যে, সে পায়ে হেঁটে মক্কা যাবে না, তারপর সে পায়ে হেঁটে নিজ শহর থেকে বের হওয়ার পর কোন বাহনের উপর আরোহণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সাওয়ার হয়ে শহর থেকে বের হওয়ার পর যদি সাওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মক্কা শরীফের দিকে যায় তবে কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অবশ্যই মক্কা যাবে। তারপর সে মক্কা গেল না। ইত্যবসরে মারা গেল, তাহলে জীবনের শেষ মুহূর্তে সে তার কসম ভঙ্গ করেছে বলে গণ্য হবে। কেউ কসম করে বলল যে, যদি তার পক্ষে সম্ভব হয় তবে সে অবশ্যই আগামীকাল অমুকের নিকট যাবে। তারপর রোগ-ব্যাধি, রাজা-বাদশাহ বা অন্য কোন কারণে তার যাওয়ার পথে কোনরূপ বাঁধা না হওয়া সত্ত্বেও সে সেখানে গেল না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (কাফী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে পায়ে হেঁটে বাগদাদ যাবে না। তারপর সে সওয়ার হয়ে যেতে যেতে বাগদাদের কাছাকাছি পৌছে গেল এবং সেখানে গিয়ে সে পায়ে হেঁটে বাগদাদে প্রবেশ করল তাহলে তার কসম ভেঙ্গে যাবে (খুলাসা)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, তার স্ত্রী অমুকের বিবাহ-শাদীতে যাবে না। তারপর বিবাহ শাদীর পূর্বেই তার স্ত্রী সেখানে গেল এবং সে সেখানেই থেকে গেল। এমনকি তার সেখানে থাকা অবস্থায় ঐ ব্যক্তির বিবাহ-শাদী হয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, "সে অমুকের নিকট যাবে না" তাহলে এই কসমের মর্ম হবে সে অমুকের বাড়িতে দোকানে যাবে না। চাই তার সাথে সাক্ষাৎ হোক বা না হোক। যদি সে তার মসজিদে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি (নিজের পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে) অন্য ব্যক্তির পেছনে লাগা আছে এমতাবস্থায় যার পেছনে লাগা আছে সে যদি কসম করে বলে যে, আমি আগামীকাল অবশ্যই তার নিকট যাব। তারপর সে ঐ স্থানে আসল যেখান থেকে পাওনাদার ব্যক্তি তার পেছনে লেগেছে তাহলে সে তার কসমে সত্যবাদী হবে না, যতক্ষণ না সে তার বাড়িতে যাবে। যদি পাওনাদার ব্যক্তি নিজ বাড়িতে তার পেছনে লাগে। তারপর শপথকারী ব্যক্তি এ মর্মে শপথ করে যে, সে আগামীকাল অবশ্যই তার নিকট যাবে। ইত্যবসরে পাওনাদার ব্যক্তি যদি এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য বাড়িতে চলে যায়, এরপর শপথকারী ব্যক্তি তার পূর্বের বাড়িতে আসে এবং তাকে না পায় তবে সে তার

কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার দ্বিতীয় বাড়িতে যাবে। কেউ যদি বলে, আমি আগামীকাল অমুক স্থানে তোমার নিকট না গেলে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তার নিকট আসল কিন্তু তাকে পেল না তবে তার কসমে সে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আমি আগামীকাল অমুকস্থানে তোমার সাথে সাক্ষাৎ না করলে আমার গোলাম আযাদ। তারপর শপথকারী ব্যক্তি ঐ স্থানে যাওয়ার পর যদি তাকে না পায় তবে তার কসম ভেঙ্গে যাবে। মুনতাকা গ্রন্থে এ-ও উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অবশ্যই অমুককে শুশ্রূষা করার জন্য যাবে অথবা অমুককে দেখার জন্য যাবে। তারপর সে তার দরজার সামনে গেল এবং (অনুমতি প্রার্থনা করল কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হল না। ফলে সে তার সাথে সাক্ষাৎ না করে ফিরে আসল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি দরজার সামনে গিয়ে অনমুতি প্রার্থনা না করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদি না সেরূপ আচরণ করে যা শুশ্রূষাকারী এবং দর্শনার্থী ব্যক্তি করে থাকে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির সাথে জীবিত এবং মৃত কোন অবস্থায়ই সাক্ষাৎ করবে না। এ অবস্থায় সে যদি তাকে বিদায় জানানোর অথবা তার জানাযার সাথে কিছু দূর চলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু তার কবরে গেলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এটিও যদি তার নিয়্যতে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, তার সাথে মুলাকাত না করে রাত পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। তারপর সে লোক শপথকারী ব্যক্তি থেকে আত্মগোপন করে থাকল। এদিকে শপথকারী ব্যক্তি তার দরজায়ই রাত্র অতিবাহত করে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, আমি যদি এটিকে বহন করে অমুকের কাছে নিয়ে না যাই তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার নিকট ঐ বস্তুটি উঠিয়ে নিয়ে গেল কিন্তু তাকে পেল না তাহলেও এ ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে (ইতাবিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন প্রাণীর উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে ঘোড়া, গাধা বা খচরের উপর সওয়ার হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি উটের উপর সওয়ার হয় তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ কসমের দ্বারা সে যদি সর্বপ্রকার প্রাণীর নিয়্যত করে তাহলে তার নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। আর সে যদি বিশেষ প্রকারের প্রাণীর নিয়ত করে যেমন শুধু ঘোড়ার উপর সাওয়ার না হওয়ার নিয়্যত করল অথবা শুধু গাধার নিয়্যত করল তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মধ্যে বিশেষ ধরনের প্রাণীর নিয়্যত করেছে। কেউ যদি কসম করে বলে, আমি সওয়ার হবো না তবে তার কসম ঐ সমস্ত জানোয়ারের উপর প্রযোজ্য হবে যার উপর সাধারণত মানুষ সওয়ার হয়ে থাকে। যেমন ঘোড়া, গাধা এ জাতীয় কসমের পর সে যদি মানুষের পিঠে সওয়ার হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র)-এর ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি বলে, আমি সাওয়ার হবো না, তারপর সে ঘোড়া বা গাধার নিয়্যত করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতেও তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে ঘোড়ার উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে বিরযূনের উপর সওয়ার হল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে বিরযূনের উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে ঘোড়ার (فرس) উপর সওয়ার হল, তবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা আরবীতে ঘোড়াকে ফারাস فرس বলে। আর আজমী তথা অনারব ঘোড়াকে বিরযূন বলে। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শপথকারী ব্যক্তি আরবী ভাষায় শপথ করে। কিন্তু শপথকারী ব্যক্তি যদি ফারসী (বা বাংলা ভাষায়) শপথ করে এবং বলে যেমন اسپ برنزشيند (সে ঘোড়ার উপর সাওয়ার হবে না।) তাহলে সর্বাবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে খয়াল (خيل) তথা ঘোড়ার উপর সাওয়ার হবে না, তারপর সে যদি ফারাস (فرس) বা বিরযূনের (برذون) উপর সাওয়ার হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে[১] (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে কোন প্রাণীর উপর সওয়ার হবে না। তারপর যদি তাকে জোরপূর্বক সওয়ারীতে উঠানো হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (গায়াতুল বয়ান)। কেউ কসম করল যে, সে কোন সওয়ারীর উপর আরোহণ করবে না। তারপর সে যদি কোন প্রাণী (যেমন ঘোড়া বা খচ্চর) এর উপর গদি বিছিয়ে বা কোন কিছু বিছানো ছাড়াই আরোহণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

৯. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন বাহনের উপরই আরোহণ করবে না। তারপর সে নৌকায় আরোহণ করল তাহলে ফাতাওয়া গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। হিশাম (র) এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাসান (র) আল মুজাররাদ গ্রন্থে বলেছেন যে, তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া (আল্ ফাতওয়াল গিয়াসিয়্যা)। উল্লেখ্য যে ستور (دابة) তথা প্রাণী শব্দের মধ্যে উট শামিল নয়। তবে যে যে দেশে উটের উপরও মানুষ সওয়ার হয় সে দেশে প্রাণীর মধ্যে উটও শামিল হবে। (ওয়াজায আলা কুরদূরী)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, এই গদি (سراج) এর উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে যদি এর মধ্যে কম-বেশী করে সওয়ার হয় তবুও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি গদির অগ্র ও পশ্চাত ভাগ পরিবর্তন করে ফেলে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা গদির মধ্যে অগ্র ও পশ্চাতভাগের বিষয়টি ধর্তব্য হয়ে থাকে (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল যে, আজ সে অবশ্যই এই সওয়ারীর উপর আরোহণ বেঁধে রাখল এবং আজ এর উপর সে আর সাওয়ার হতে পারল না,তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সে এই পশুটির উপর সওয়ার হবে না। অথচ সে এর উপর সওয়ার অবস্থায়ই আছে এবং সাওয়ার অবস্থায়ই যদি সে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের এই সওয়ারটির উপর আরোহণ করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি এটিকে বিক্রি করে দিল। এরপর সে এর উপর সাওয়ার হল,তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের পশুর উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে এমন একটি পশুর উপর আরোহণ করল যেটি তার এবং অপর এক ব্যক্তির মাঝে শরীকানাধীন তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের পশুগুলোর উপর সওয়ার হবে না। তারপর সে তার তিনটি পশুর উপর সাওয়ার হল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজিয়্যা)।

১. কেননা আরবী এবং আজমী উভয় প্রকারের ঘোড়াকে خيل বলা হয়।

১০. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের সওয়ারীর উপর আরোহণ করবে না। তারপর সে যদি তার এমন গোলামের সওয়ারীর উপর আরোহণ করে যাকে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই সে গোলাম ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সে যদি এত বেশী ঋণগ্রস্ত হয় যে, ঋণ তার পূর্ণ মূল্যকে গ্রাস করে নেয় তবে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হবে না। যদি তার নিয়্যতে এ কথা থাকে যে আমি অমুকের গোলামের সওয়ারীর উপর আরোহণ করবো না। পক্ষান্তরে ঋণ যদি তার পূর্ণ মূল্য গ্রাস করে না নেয় অথবা সে যদি আদৌ ঋণ গ্রস্ত না হয় তবে নিয়্যত না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (হিদায়া)। কেউ কসম করে বলল যে, সে নৌকায় সওয়ার হয়ে বাগদাদ যাবে না। তারপর সে নৌকায় আরোহণ করে কয়েক ফরসখ[১] চলার পর নৌকা থেকে নেমে গেছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (হাবী)। মাজমূউন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, কেউ যদি বলে, যখনই আমি কোন সওয়ারীর উপর আরোহণ করব তখনই তা সাদাকা করে দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারপর সে সওয়ারীর উপর আরোহণ করল, তাহলে ঐ পশুটি সাদাকা করে দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি ঐ পশুটি সাদাকা করে দিয়ে সে তা পুনরায় খরিদ করে এবং এর উপর সওয়ার হয় তাহলে আরেকবার তা সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ তথা যতবার সে এর উপর সওয়ার হবে ততবারই তা সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে (খুলাসা)।

১১. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুক গ্রামে যাই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে ঐ গ্রামের জমা-জমিতে গেলে তার কসম ভঙ্গ হবেন না (ইতাবিয়্যা)। এক ব্যক্তিকে অপর কোন ব্যক্তি বলল, বস এবং আমার নিকট নাস্তা করে নাও। এ কথা শুনে সে বলল, আমি যদি নাস্তা করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে নিজ বাড়িতে গিয়ে নাস্তা করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি আজ নাস্তা করলে আমার গোলাম আযাদ এক্ষেত্রে বাড়ি গিয়ে নাস্তা করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)। কেউ কসম করে বলল যে, সে জমির উপর হাঁটবে না। তারপর সে যদি জুতা বা মোজা পায়ে হাঁটে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বিছানার উপর হাঁটে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি ছাদের উপর খালি পায়ে কিংবা জুতা পায়ে হাঁটে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

১. তিন মাইলে এক ফরসখ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পানাহার ইত্যাদির ব্যাপারে কসম করা

১. মাসআলা ঃ যে জিনিস মুখ দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া যায় তা পেট পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়াকে খাওয়া বা আহার করা বলা হয়। চাই তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হোক বা না হোক, চিবানো হোক বা না হোক। যেমন রুটি, গোশত, ফল-ফলাদি ইত্যাদি। আর তরল বস্তু যা চিবানো যায় না তা পেট পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়াকে পান করা বলা হয়। যেমন পানি, নবীযে তামার[১] দুধ, দধি এবং পানি মিশানো মধু[২] ও ছাতু ইত্যাদি। যদি উক্ত গুণাগুণ পাওয়া যায় তবে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি উক্ত গুণাগুণহীন বস্তুকে কোন দেশের ওরফে পানাহার বলে গণ্য করা হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কোন বস্তু হুবহু গলার ভেতরে ঢুকানো ব্যতিরেকে মুখ দ্বারা এর প্রকৃতি অনুভব করাকে আস্বাদন করা বলা হয় (কাফী)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে আখরোট বা ডিম খাবে না। তারপর সে তা গিলে ফেলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ এমন কোন বস্তু না খাওয়ার ব্যাপারে কসম করল যা চিবিয়ে খেতে হয় না। তারপর কসমকারী ব্যক্তি অন্য কোন বস্তুর সাথে তা ভক্ষণ করল। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যদি দ্বিতীয় জিনিসটি এভাবে খাওয়ার যোগ্য বস্তুই হয়ে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করে বলল যে, সে দুধ খাবে না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি তা রুটি বা খেজুরের সাথে মিশিয়ে খেল অথবা কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে মধু খাবে না। তারপর সে তা রুটি বা খেজুরের সাথে মিশিয়ে খেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এতে পানি মিশানোর পর যদি তা পান করা হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই দুধ খাবে না। তারপর সে তা পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তা (দুধ বা মধু) পান করবে না। তারপর সে যদি একে ক্ষীর বানিয়ে খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ছাতুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে যা খাওয়া হয় এবং পানও করা যায়। ফকীহ্গণ বলেন, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আরবী ভাষায় কসম করা হয়। পক্ষান্তরে যদি ফারসী বা বাংলা ভাষায় কসম করা হয় তারপর উক্ত বস্তুসমূহ আহার করে বা পান করে তবে সর্বাস্থায় কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ মতামতের উপরই ফাতাওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে এই রুটি খাবে না। তারপর সে তা শুকিয়ে গুড়া করে তাতে পানি ঢেলে তা পান করে নিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি রুটি

১. খেজুর ভিজানো পানি।
২. জমাট মধু।

পানিতে ভিজিয়ে খায় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করল যে, সে দুধ খাবে না। তারপর দুধ দ্বারা ক্ষীর পাকিয়ে সে তা আহার করল। কাযী আবূ বক্র বলখী (র) বলেন, এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি তাতে পানি মিশ্রিত না করা হয় এবং যদিও দুধ হুবহু তাতে পরিলক্ষিত হয় (হালবী)। কোন ব্যক্তি শপথ করে বলল যে, সে ঘি খাবে না। তারপর ছাতুর সাথে ঘি মিশ্রিত করে সে তা ভক্ষণ করল এবং এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যতও ছিল না। এ অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র) 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি ঘি এর অংশ বিশেষ ছাতুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় এবং ঘি এর স্বাদও অনুভূত হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ঘি এর স্বাদ অনুভূত না হয় এবং ঘি না দেখা যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে ফলের পাকানো রস খাবে না। তারপর সে ফলের পাকানো মিশ্রিত আসীদা (ঘি আটা মিশ্রিত খাদ্য) ভক্ষণ করল তবে ফকীহ্গণের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি ফলের পাকানো রস আসীদার মধ্যে হুবহু বিদ্যমান দেখা যায় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ শপথ করল যে, সে যাফরান খাবে না। তারপর সে যাফরান মাখানো কেক ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)। এক ব্যক্তি শপথ করল যে, সে চিনি খাবে না। এরপর সে কিছু চিনি মুখে নিয়ে তা চুষতে আরম্ভ করল। ফলে কিছু চিনি গলে গেলে সে তা গিলে ফেলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি কসম করে যে, সে সিরকা খাবে না। তারপর সে সব-কাজা (এমন বস্তু যাতে অধিক পরিমাণে সিরকা থাকে) ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা একে মূলতঃ সিরকা বলা হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ যে বস্তু হুবহু ভক্ষণ করা হয় এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কসম করা হলে ঐ বস্তুটি হুবহু ভক্ষণ করার ক্ষেত্রেই কসম প্রযোজ্য হবে। আর যে বস্তু হুবহু ভক্ষণ করা হয় না অথবা হুবহু ভক্ষণ করা যায় কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ তা এভাবে খায় না এ জাতীয় বস্তুর ব্যাপারে কসম করা হলে কসমটি এমন জিনিস খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা ঐ বস্তু থেকে তৈরি করা হয় (ওয়াজীয ঃ আল কুরদূরী (র)। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, এই খেজুর বা আঙ্গুর গাছ থেকে কিছু খাবে না। তারপর সে ঐ গাছেরই পাকা বা শুকনা খেজুর ভক্ষণ করল অথবা এর কাঁধি বা ফলের কলি বা ঐ গাছের ফলের পাকানো রস আহার করল কিংবা আঙ্গুর বা আঙ্গুরের রস ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল উপরোক্ত বস্তুগুলো যেন কারো কোন হস্তক্ষেপের কারণে নিজ অবস্থা থেকে পরিবর্তিত না হয়ে যায়। কাজেই নাবীয, খুরমা ও মাখন মিশ্রিত খাদ্য কিংবা ফলের পাকানো রস ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী)। কেউ যদি হুবহু খেজুর গাছের কিছু অংশ খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত (আন্ নাহরুল ফায়িক)। কেউ কসম করল যে, সে এই ডেগ থেকে কিছুই খাবে না। তাহলে এ কসম ঐ সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা এই ডেগে নিয়ে পাকানো হয় (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে এই ডেগ থেকে কিছুই খাবে না। অথচ কসমের আগেই সে পেয়ালা দিয়ে এর থেকে কিছু খাদ্য উঠিয়ে নিয়ে ছিল। এরপর সে তা ভক্ষণ করেছে। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে তরমুজ খাবে না। তারপর ছোট কাঁচা তরমুজ ভক্ষণ করল তাহলে ফকীহ্গণের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) তাদের মধ্যে অন্যতম। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এ জাতীয় ফল-ফলাদি এমন অবস্থায় ভক্ষণ করে যখন এগুলোকে তরমুজ বলে আখ্যায়িত করা যায় না। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এ জাতীয় ছোট কচি তরমুজ খাবে না। তারপর পাকা তরমুজ সে ভক্ষণ করল তাহলে এ বিষয়ে ফকীহ্গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ কসম করে যে, সে ক্ষেত থেকে তরমুজ খাবে না। এরপর সে কচি তরমুজ অথবা পাকা তরমুজ ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে এই গাছ থেকে কোন কিছুই খাবে না। তারপর এর থেকে উৎপাদিত কোন কিছু ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বৃক্ষটি ফলবান বৃক্ষ না হয় তবে এর মূল্য ভক্ষণ করার ক্ষেত্রে তার কসম প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)। কেউ কসম করল যে, সে এ গাছ থেকে কিছুই খাবে না। তারপর সে গাছের একটি ডাল নিয়ে অন্য গাছের সাথে সংযোজন করে দিল।[১] এরপর ডালটি বড় হল এবং তাতে ফল হল, সে ফল ঐ ব্যক্তি ভক্ষণ করল। এ ক্ষেত্রে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, কসম ভঙ্গ হবে না। এ মাসআলা মিয়ারে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ গাছ থেকে কিছুই খাবে না। তারপর কলমের মাধমে এ গাছের ডাল সংযোজন করা হল। যেমন কেউ আপেল গাছের ব্যাপারে কসম করল। তারপর তাতে পেয়ারা গাছের কলম দেওয়া হল। তাহলে দেখতে হবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি ফলের নামসহ গাছের নাম উল্লেখপূর্বক গাছের দিকে ইংগিত করে কসম বাক্য উচ্চারণ করে থাকে যেমন বলল, আমি এই আপেল গাছের ফল খাব না, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি কসম বাক্যে শুধুমাত্র গাছের নাম উল্লেখপূর্বক এর দিকে ইংগিত করে কসম করা হয় ফলের নাম উল্লেখ না করা হয় যেমন বলল, আমি এই গাছের থেকে কিছু খাব না। আর অবশিষ্ট মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী মাসআলার আলোকে এ মাসআলাও ফকীহ্দের মতভেদ হওয়া বাঞ্ছনীয় (যহীরিয়্যাহ)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই মুকুল খাবে না। তারপর কাঁচা খেজুরে পরিণত হল, অথবা বলল যে, সে কাঁচা খেজুর খাবে না, তারপর তা পাকা ভিজা খেজুরে পরিণত হল অথবা কসম করল যে, সে পাকা ভিজা খেজুর খাবে না, তারপর তা শুকনা খেজুরে পরিণত হল, অথবা কসম করেছে যে, সে আঙ্গুর খাবে না তারপর কিসমিসে বা রসে পরিণত হল অথবা কসম করে বলল যে, সে দুধ খাবে না তারপর তা দধি, মাখন, ঘি বা পনীর হওয়ার পর সে যদি তা আহার করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (তামারতাশী)।

৬. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে ভেড়া সাবকের গোশত খাবে না। তারপর বাচ্চাটি পূর্ণ বয়স্ক ভেড়া হওয়ার পর সে এর গোশত ভক্ষণ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। কোন ব্যক্তি শপথ করল যে, সে এ দুধ ভক্ষণ করবে না। তারপর সে যদি তা পনীর বানিয়ে খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু দুধের তৈরী

১. যাকে আমরা কলব দেওয়া বলে থাকি।

সর্বপ্রকার জিনিস খাওয়া যদি তার নিয়্যতে থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ জাতীয় মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি বিশেষ কোন গুণে গুণান্বিত বস্তুর উপর কসম করা হয় এবং মৌখিকভাবে ঐ গুণগুলো যদি শপথ করার কারণ হয়ে থাকে তবে কসম ঐ গুণসমূহ বাকী থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। অন্যথায় হবে না। (শরহে জামিইস সগীর ঃ কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই বৃক্ষের মুকুল খাবে না। তারপর তা বাদাম বা কিসমিসে পরিণত হওয়ার পর সে যদি তা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে আখরোট খাবে না। এ ক্ষেত্রে সে যদি ভিজা বা শুকনা আখরোট খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। বাদাম, পিসতা এবং ডুমুর ফল ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ কসম করল যে, সে খেজুর ও ঘি মিশ্রিত হালুয়া খাবে না। তারপর সে যদি তা ভিজা বা শুকনা অবস্থায় খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৭. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে অর্ধপাকা খেজুর এবং তাজা পাকা খেজুর খাবে না অথবা কসম করল যে, সে অর্ধ পাকা খেজুর কিংবা তাজা পাকা খেজুর খাবে না। তারপর সে مذنب (যে খেজুরের পেছনের দিক দিয়ে পাকা) খেজুর ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ মাসআলার চার অবস্থা হতে পারে। (ক) কেউ কসম করল যে, সে অর্ধপাকা খেজুর খাবে না। তারপর সে এমন খেজুর ভক্ষণ করল যার অধিকাংশ অর্ধপাকা এবং সামান্য কিছু হল পাকা তাহলে ফকীহ্গণের সকলের মতেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (খ) অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে তাজা পাকা খেজুর খাবে না। তারপর সে এমন খেজুর ভক্ষণ করল যার অধিকাংশই তাজা পাকা এবং কিছু হল অর্ধপাকা, তাহলে এ অবস্থায়ও সমস্ত ফকীহগণের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (গ) কেউ কসম করল যে, সে অর্ধপাকা খেজুর খাবে না। তারপর সে এমন তাজা পাকা খেজুর ভক্ষণ করল যার মধ্যে কিছু আছে অর্ধপাকা তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না। (ঘ) কেউ কসম করল যে, সে তাজা পাকা খেজুর খাবে না। তারপর সে এমন অর্ধপাকা খেজুর ভক্ষণ করল যার মধ্যে কিছু আছে তাজা পাকা তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মোদ্দাকথা হল, যে বিষয়ের উপর কসম করা হয়েছে এর পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে সমস্ত ইমামগণের মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যে বিষয়ের উপর কসম করা হয়নি এর পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে। (কিন্তু আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে কসম ভঙ্গ হবে না)। (শরহে জামিইস সগীর ঃ কাযীখান)।

৮. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি بر مذنب অথবা رطب مذنب ভক্ষণ করে এবং এমনভাবে ভক্ষণ করে যে, এর টুকরাসমূহ পৃথক করে নেয় অর্থাৎ কাঁচা অংশ পৃথক এবং পাকা অংশ পৃথক করে এক এক করে খেয়ে নেয় তবে সমস্ত ইমামগণের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাতার খানিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে স্বচ্ছ মধু (যাতে মোম মিশ্রিত নেই) পান করবে না। তারপর সে মোম মিশ্রিত মধু পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি কসম করে বলে যে, সে মোম মিশ্রিত মধু পান করব না। তারপর সে স্বচ্ছ মধু পান করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কেউ যদি সজির ব্যাপারে কসম করে তবে তার এ কসম সর্ব প্রকার তাজা সজির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে সে লোক যদি শুকনা সজি ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পিয়াজ খেলেও কসম ভঙ্গ হবে না।[১] কিন্তু সে যদি উক্ত কসমে পিয়াজেরও নিয়্যত করে তবে কসম ভঙ্গ হবে। (তাতারখানিয়্যা ঃ হুজাত এর সূত্রে)। শায়খুল ইসলাম আবূ বক্‌র মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে , যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে আঙ্গুর খাবে না। তারপর সে যদি কাঁচা তাজা আঙ্গুর ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে কাঁচা তাজা আঙ্গুর ভক্ষণ করবে না। তারপর সে যদি আঙ্গুর ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, কিতাবে উল্লেখিত حِصْرِم শব্দের অর্থ হল, কাঁচা তাজা আঙ্গুর (যহীরিয়্যা)।

৯. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কসম করে বলে যে, আমি এই বকরী থেকে খাব না, তাহলে তার এ কসম বকরীর গোশতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বকরী থেকে উৎপাদিত বস্তু যেমন দুধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ এ জাতীয় সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই বকরী থেকে উৎপাদিত কোন কিছু খাবে না অথবা বলল যে, সে এই বকরীর মেহমানী খাবে না। এ অবস্থায় সে যদি এর দুধ ও মাখন খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ঘি বা দধি ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)। কেউ যদি বলে সে, এই বকরীর نُزُل তথা মেহমানী গ্রহণ করবে না তারপর সে যদি এর তৈরী মাখন ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এটিও আপ্যায়নের অন্তর্ভুক্ত। যদি মাখনের পানি ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটি অন্য বস্তু হয়ে গেছে (খুলাসা)। কেউ কসম করল যে, সে তৈল খাবে না। তারপর সে যদি পায়ার তৈল বা চর্বি ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে এই আঙ্গুর গাছের অম্ল-মিষ্টি বস্তু খাবে না। তারপর সে অর্ধপাকা এবং আঙ্গুর ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই চামড়া ছিলা প্রাণীটি খাবে না। এরপর এর নিতম্ব বিগলিত করে যদি চর্বি তৈরি করে তা খাওয়া হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

১০. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই তিল খাবে না। তারপর সে যদি এর তেল ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে এই মুরগী খাবে না। এরপর সে যদি এর ডিম খায় বা এর বাচ্চা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে এই মুরগী খাবে না। তারপর সে যদি এর ডিম খায় বা এর বাচ্চা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ কসম করল যে, সে এই ডিম খাবে না। তারপর সে এর বাচ্চা ভক্ষণ করলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে সে গোশত খাবে না। তাহলে মাছ ছাড়া যত রকমের প্রাণী আছে এসবের কোনটির গোশতই সে ভক্ষণ করুক না কেন তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই তা

১. কেননা পিয়াজ সজির অন্তর্ভুক্ত নয়।

পাকিয়ে ভক্ষণ করুক বা ভুনা করে ভক্ষণ করুক বা শুকিয়ে ভক্ষণ করুক। চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক যেমন মৃত পশু, এমন পশু যা যবাহ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয়নি বা অগ্নিপূজক ব্যক্তির যবাহকৃত পশু বা মুশরিক ব্যক্তির শিকারকৃত পশু। পক্ষান্তরে মাছ এবং যে সব প্রাণী পানিতে বাস করে তা ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য সে যদি মাছ খাওয়ারও নিয়্যত করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (আল্ ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। ফকীহ্‌গণ বলেন, শপথকারী ব্যক্তি যদি খাওয়ারিযিম দেশীয় হয় এবং সে এরূপ কসম করে মাছ ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে দেশে মাছকেও গোশত বলে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। এ জাতীয় কসমকারী ব্যক্তি যদি শূকরের বা মানুষের গোশত খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সহীহ্ মতে মানুষ এবং শূকরের গোশত ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সাধারণতঃ শূকর এবং মানুষের গোশত ভক্ষণ করা হয় না এবং এটি ওরফের মধ্যে প্রচলিত নয়। অথচ কসমের বিষয়টি ওরফের উপরই নির্ভরশীল। আল্লামা যাহিদী আল-আত্তাবী (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ অভিমতের উপরই ফাতাওয়া (কিফায়া)। কাঁচা গোশত ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। আবূ বকর আল ইসকাদ (র) এ মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। এটিই সুস্পষ্ট কথা। আর এর উপরই ফাতাওয়া (ওয়াজীয ঃ আলকুরদূরী)।

১১. **মাসআলা ঃ** উপরোক্ত বাক্যে শপথ করার পর শপথকারী ব্যক্তি নাড়িভুঁড়ি, কালিজা এবং প্লীহা ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ মাসআলা কূফাবাসী লোকদের ওরফের উপর নির্ভরশীল। কেননা তাদের দেশে এগুলোও গোশতের সাথে বেচাকেনা করা হয়। এবং এগুলোও গোশতের ন্যায় ভক্ষণ করা হয়। কিন্তু আমাদের হরফ মতে এতে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। এই কথার উপরই ফাতাওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। যদি উক্ত ব্যক্তি মাথা ও খুর ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চর্বি ও দুম্বার নিতম্ব ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যদি গোশতের ভেতর এসবেরও নিয়্যত করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পিঠের চর্বি ভক্ষণ করলে নিয়্যত ছাড়াও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর। এমনিভাবে দুম্বার নিতম্বের লাল অংশটি ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করল যে, সে ছাগীর (شَاة) গোশত খাবে না। তারপর সে যদি ছাগলের গোশত খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ফকীহ্ আবুল লায়ছ সমরকান্দী (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না। চাই শপথকারী ব্যক্তি শহুরে ব্যক্তি হোক বা গ্রামীণ কোন মানুষ হোক। এর উপরই ফাতাওয়া (ফাতহুল কাদীর)। ইমাম মুহাম্মদ (র) জামি গ্রন্থে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে মুরগীর গোশত খাবে না তারপর সে যদি মোরগের গোশত খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি اسم جنس (জাতি বাচক বিশেষ্য) এর দিকে সম্বোধন (اضافت) করে কোন শপথ বাক্য উচ্চারণ করে তবে এ শপথের মধ্যে পুরুষ, মহিলা এবং নর মাদী সবই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি শুধুমাত্র পুংলিঙ্গের শব্দ উল্লেখপূর্বক শপথ বাক্য উচ্চারণ করা হয় তাহলে এ শপথের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গের কেউ অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনিভাবে যদি স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ উল্লেখ পূর্বক শপথ বাক্য উচ্চারণ করা হয় তবে এ শপথের মধ্যে পুংলিঙ্গের কেউ বা কোন কিছু অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, কোন আরবী শব্দের শেষে ة যুক্ত হলেই শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া আবশ্যিক

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় না। কেননা এটি (تا) একটি مشترك হরফ। অর্থাৎ এমন একটি অক্ষর যা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি যেমনিভাবে কখনো স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ঠিক তেমনিভাবে কখনো এটি افراد তথা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে এ ক্ষেত্রে وضع তথা শব্দের আবিষ্কার কালীন বিয়য়টিই হল ধর্তব্য। আর এ বিষয়টি বর্ণনার মাধ্যমে জানাযায়। সুতরাং কেউ যদি শপথ করে বলে যে, সে মুরগীর গোশত খাবে না। তারপর সে মোরগের গোশত ভক্ষণ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে মুরগীর গোশত ভক্ষণ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে জামাল বাঈর, ইবিল বা জাযূর (এই সবগুলো শব্দের অর্থ উট)-এর গোশত খাবে না, তাহলে এই কসমের মধ্যে উট, উটণী সবই শামিল হবে। এমনিভাবে এর মধ্যে আরবী এবং বুখতী উট সবই শামিল হবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে বুখতী উট ভক্ষণ করবে না। তারপর সে আরবী উট ভক্ষণ করল অথবা কসম করল যে, সে আরবী উটের গোশত খাবে না, তারপর সে বুখতী উটের গোশত ভক্ষণ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে উটণীর গোশত খাবে না। তারপর সে আরবী বা বুখতী উটের গোশত ভক্ষণ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে গরুর গোশত খাবে না, তারপর সে গাভীর গোশত ভক্ষণ করল অথবা নর গরুর গোশত ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে গাভীর গোশত খাবে না। তারপর সে ষাড়ের গোশত ভক্ষণ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা بقرة শব্দটি اسم جنس এবং এর মধ্যে উল্লেখিত تاء অক্ষরটি فرد বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেউ কসম করল যে, সে ষাড়ের গোশত খাবে না। তারপর সে গাভীর গোশত ভক্ষণ করল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে গরুর গোশত খাবে না। তারপর সে মহিষের গোশত ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) জামি গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাবী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে পক্ষান্তরে কেউ যদি কসম করে যে, সে মহিষের গোশত খাবে না। তারপর সে গরুর গোশত ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বস্তুতঃ মহিষ হল এক প্রাণীর নাম। এক্ষেত্রে জামি গ্রন্থে যে অভিতমটি উল্লেখ করা হয়েছে তাই হল সহীহ্ মতামত (মুহীত)। গ্রন্থকার (র) বলেন, উপরোক্ত মাসআলা দুটোর কোনটিতেই কসম ভঙ্গ হওয়া সমীচীন। কেননা মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১২. মাসাআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই গোশত থেকে কিছুই খাবে না। তারপর সে যদি এর সুরবা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি সুরবা ভক্ষণের কথা তার নিয়্যতের মধ্যে না থাকে (খুলাসা)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল, অমুক ব্যক্তি যে গোশত আনবে তার থেকে সে খাবে না। তারপর সেই ব্যক্তি গোশত ভুনা করে রুটির উপর রেখে তা কম্বলের মত করে পেচিয়ে নিয়ে আসল। এরপর এই গোশত থেকে রুটির মধ্যে যে চর্বি লেগেছে সেই চর্বি মিশ্রিত রুটি থেকে শপথকারী ব্যক্তি কিছু ভক্ষণ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি বলে, যখনই আমি গোশত ভক্ষণ করব তখনই আমার গোলামসমূহ থেকে কোন একটি গোলাম আযাদ। এরপর সে গোশত ভক্ষণ করল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে প্রতি লুকমা গোশতের সাথে তার একটি করে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ কসম করল যে, সে চর্বি খাবে না। তারপর সে পেটের চর্বি ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি পিঠের চর্বি অর্থাৎ গোশত মিশ্রিত চর্বি ভক্ষণ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত (কাফী)। বস্তুতঃ যদি শপথকারী ব্যক্তি পিঠের চর্বি আলাদা করে তা ভক্ষণ করে তবে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে কোন বর্ণনা নেই। তবে কেউ ইচ্ছা করলে এ কথা বলতে পারবে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কসম ভঙ্গ না হওয়া চাই। আল-খুলাসাতুল খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ হুক্ম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কোন ব্যক্তি আরবী ভাষায় শপথ করে। পক্ষান্তরে সে যদি ফারসী ভাষায় কসম করে এবং এরপর পিঠের চর্বি ভক্ষণ করে তবে ফকীহ্গণের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা پیه শব্দ পিঠের চর্বিকে শামিল করে না। (তাতার খানিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে চর্বি খাবে না। তারপর সে যদি দুম্বার পেছনের বিদ্যমান গোশতের টুকরা থেকে খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা শব্দ, অর্থ এবং ওরফ তথা কোন দিক থেকেই গোশত চর্বি এবং দুম্বার পেছনের গোলাকৃতি বিশিষ্ট গোশতের টুকরাটি এক জিনিস নয় (কাফী)। কেউ কসম করল যে, সে কোন খাদ্য ভক্ষণ করবে না। তাহলে তার এ কসম দ্বারা ঐ খাদ্য উদ্দেশ্য হবে যা রুটির সাথে তরকারি হিসাবে ভক্ষণ করা হয়। এর দ্বারা হালীলা (এক প্রকারের ঔষধ ও সাকসূনিয়া (এক ধরনের আঠাল বস্তু) উদ্দেশ্য হবে না (বাদাঈ)। কেউ যদি কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট না করে এ মর্মে কসম করে বলে যে, সে অবশ্যই এই খানা খাবে। তারপর এই খানা নষ্ট হয়ে গেল অথবা অন্য কেউ তা খেয়ে ফেলল বা শপথকারী ব্যক্তি মারা গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি কসমকে কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এভাবে বলা হয় যে, সে অবশ্যই আজ এ খাদ্য খাবে। তারপর ঐ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগেই শপথকারী ব্যক্তি যদি মারা যায় তাহলে কোন ইমামের মতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি দিনটি অতিক্রান্ত হওয়ার আগে ঐ খাদ্যই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কোন ইমামের মতেই এই দিনটি অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কাজেই তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। এতদসত্ত্বেও সে তড়িৎভাবে কাফ্ফারা আদায় করে দেয় তাহলে তা জাইয হবে না। অবশ্য যদি দিনটি অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ নির্দিষ্ট ধরনের খাদ্যের নিয়্যত করে বলল যে, সে কোন ধরনের খাদ্য খাবে না। অথবা কেউ কোন নির্দিষ্ট ধরনের গোশতের নিয়্যত করে বলল যে, সে কোন গোশত খাবে না। তারপর সে যদি ভিন্ন ধরনের খাদ্য বা গোশত ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মাবসূত)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে কোন ধরনের খাদ্য খাবে না। তারপর অনন্যোপায় হয়ে সে যদি কোন মৃত প্রাণী ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম কারখী (র) বলেন, এটি আমার মতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইব্ন রুস্তম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার

কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই খাদ্য খাবে না। তারপর সে যদি এর থেকে সামান্য কিছুও খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে সে এই পানি পান করবে না। এ অবস্থায় সে যদি এর সামান্য পানিও পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য শপথকারী ব্যক্তি যদি এর দ্বারা পুরা পানি অথবা পূর্ণ খাদ্য খাওয়ার নিয়্যত করে এবং সামান্য পানি বা সামান্য খাদ্য খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মাবসূত)। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে বস্তু একই বৈঠকে খেয়ে শেষ করা যায় বা যে পরিমাণ পানি একবারেই পান করে নিঃশেষ করা যায় এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কসম করা হলে কসম পূর্ণ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি সামান্য খাদ্য বা সামান্য পানি পান করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা শপথকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হল, পূর্ণ বস্তু থেকে নিবৃত্ত থাকা। আর যে জিনিস একই বৈঠকে খাওয়া যায় না এবং একবারেই যে জিনিস পান করা যায় না এর কিয়দাংশ ভক্ষণ করলেই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ জাতীয় বস্তুর ব্যাপারে কসম করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মূল বস্তু থেকে নিবৃত্ত থাকা। পূর্ণ বস্তু থেকে নিবৃত্ত থাকা নয়। কারণ যে কাজটি সচরাচর অসম্ভব তা কসমের দ্বারা কখনো উদ্দেশ্য হয় না।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, এ এই বাগানের ফল খাবে না অথবা এই দু'টি খেজুর গাছের ফল ভক্ষণ করবে না। অথবা এই দু'টি রুটি খাবে না। অথবা এই দুই বকরীর দুধ খাবে না অথবা এই ছাগলের থেকে খাবে না। তারপর সে এ সবের কিয়দাংশ ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি কসম করে যে, সে এই মটকার ঘি খাবে না। তারপর সে যদি এর থেকে সামান্য পরিমাণও ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে এই ডিম খাবে না। তাহলে পূর্ণ ডিম না খাওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ কসম করল যে, সে এই খাদ্য খাবে না। এ অবস্থায় সে যদি একবারেই সমস্ত খাদ্য খেয়ে নিতে সক্ষম হয় তবে পূর্ণ বস্তু না খাওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি পূর্ণ বস্তু খেতে সক্ষম না হয় তবে এর কিয়দাংশ খেলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় এ কথা উল্লেখ আছে যে, যে বস্তুর ব্যাপারে তার পুরা জীবনে খেয়ে শেষ করতে পারে তাহলে পুরা বস্তু না খাওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। তবে প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতাটি বিশুদ্ধতম এবং এটিই আমাদের মাশায়িখে কিরামের নিকট পসন্দনীয়। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই উটের গোশত খাবে না তাহলে তার এ কসম সামান্য পরিমাণ গোশতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা পূর্ণ গোশত একবারে খাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই ডালিম খাবে না। তারপর সে যদি এক দানা বা দুই দানা ব্যতীত সবই খেয়ে ফেলে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

আর যদি পরিমাণ এর চেয়ে বেশী অভক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখে যে পরিমাণ সাধারণত কোন ভক্ষণকারী ফেলে রাখে না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই যব খাবে না। তারপর সে যদি এক দানা বা দুই দানা ব্যতীত সবই খেয়ে ফেলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ কসম করল যে, সে এই রুটি

খাবে না। তারপর সে যদি এর থেকে সামান্য পরিমাণও খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি সবগুলো রুটি খাওয়ারই নিয়্যত করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। উল্লেখ্য যে, এ নিয়্যত আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ সম্বন্ধে দু' ধরনের বর্ণনা রয়েছে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)। কোন ব্যক্তি বলল যে, সে যদি এই রুটি খায় তবে তার স্ত্রী তালাক। এরপর আবার বলল, যদি আমি এ রুটি না খাই তবে আমার গোলাম আযাদ। এখন এ দ্বিমুখী কথা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কৌশল রয়েছে যা অবলম্বন করা হলে গোলামও আযাদ হবে না এবং স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্তা হবে না। তা হল এই যে, রুটি অর্ধেক খাবে এবং বাকী অর্ধেক রেখে দিবে (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অবশ্যই এই রুটি খাবে। তারপর সে এক টুকরা বাদ দিয়ে পুরা রুটিই ভক্ষণ করল তাহলে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, রুটির কোন অংশই বাদ দিবে না তবে এর হুকুম হবে ভিন্ন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। বিশুদ্ধ মতে কেউ যদি বলে, "এই রুটি তার উপর হারাম" তাহলে এর থেকে সামান্য পরিমাণ রুটি ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার খাদ্য খাব না। আমি যদি এর থেকে কিছু খাই তবে তা আমার উপর হারাম হবে। তারপর সে যদি এক লুকমাও ভক্ষণ করে তবে তার প্রথম কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এরপর পুনরায় সে যদি এর থেকে খায় তবে তার দ্বিতীয় কসমটিও ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তার উপর দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (ওয়াজিয ঃ আল কুরদুরী)। কেউ তার দুই গোলামকে বলল, এই রুটি থেকে তোমাদের যে কেউ আজ ভক্ষণ করবে সে আযাদ। তারপর তারা উভয়েই এই রুটি ভক্ষণ করল তাহলে তাদের কেউই আযাদ হবে না। কিন্তু রুটির অবস্থা যদি এমন হয় যে, তা একজনে খেতে সক্ষম নয়, ফলে তারা উভয়ে মিলে তা ভক্ষণ করে তাহলে حال بالا তথা অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা উভয়েই আযাদ হয়ে যাবে (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী অধ্যায় ঃ যে কসম কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর পতিত হয় এবং যে কসম কোন জামাআতের উপর পতিত হয় এর বিবরণ)। কেউ তার দুই স্ত্রীকে বলল, তোমরা যদি এই দু'টি রুটি খাও তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর তাদের প্রত্যেকেই একটি করে রুটি খায় তবে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি সামান্য রুটি ছাড়া সবই একজনে খেয়ে ফেলে এবং বাকী অংশটি অপরজনে খায় তবুও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীদেরকে বলে, তোমাদের থেকে যে কেউ এ খাদ্য থেকে খাবে সে তালাক। তারপর তারা সকলেই সে খাদ্য ভক্ষণ করল। তাহলে তারা সকলেই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে শপথকারী ব্যক্তি যদি "তোমাদের যে কেউ এ খাদ্য খাবে তাকে তালাক" বলে, "এ খাদ্য থেকে" না বলে, এরপর তারা সকলেই সে খাদ্য খায় তবে দেখতে হবে যে, খানা যদি এই পরিমাণ হয় যে, তা একজনে খেয়ে শেষ করতে সক্ষম নয় তবে স্ত্রীগণ সকলেই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যদি তা এমন সামান্য পরিমাণ হয় যে, তা একজনেই খেয়ে শেষ করতে সক্ষম এ অবস্থায় এ খানা যদি তারা সকলে মিলে ভক্ষণ করে তবে তাদের উপর তালাক পতিত হবে না (মুহীত ঃ ৭ম অনুচ্ছেদ)। কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করে কেউ যদি স্বেচ্ছায় অথবা বল প্রয়োগের কারণে এ মর্মে শপথ করে যে, সে তা খাবে না। তারপর বল প্রয়োগের পর সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি পাগল বা বেহুশ অবস্থায় তা খায় তবুও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করেছিল যে, সে এটি পান করবে না, এ অবস্থায় যদি ঐ পানীয় বস্তুটি তার গলায় ঢেলে দেওয়া হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এরপর সে যদি স্বেচ্ছায় তা আবার পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

১৮. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করেছিল যে, লবণ খাবে না। তারপর সে লবণ মিশ্রিত নয় এমন কোন খাদ্য ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। আর যদি লবণ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে মরিচ খাবে না। তারপর সে মরিচযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করল। এ অবস্থায় যদি মরিচের স্বাদ তার অনুভূত হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় কসম ভঙ্গ হবে না। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, রুটি বা অন্য কোন বস্তুর সাথে যদি খালি লবণ ভক্ষণ না করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া। অবশ্য যদি শপথকারী ব্যক্তির শপথের দ্বারা কোনভাবে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সে লবণযুক্ত খাদ্য খাবে না বলে শপথ করেছে তবে লবণযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করলেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শায়খুল ইসলাম যাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এক ব্যক্তি কসম করে বলেছে যে, সে গোশত খাবে না, অপর ব্যক্তি কসম করে বলেছে যে, সে পিয়াজ খাবে না, তৃতীয় অপর এক ব্যক্তি কসম করে বলেছে যে, সে মরিচ খাবে না, তারপর উপরোক্ত বস্তুসমূহের দ্বারা محشو (এক প্রকার খাদ্য) তৈরি করার পর শপথকারী ব্যক্তিরা সকলেই তা ভক্ষণ করল তাহলে মরিচ খাবে না বলে যে শপথ করেছে তার শপথ ভঙ্গ হবে। অন্যদের শপথ ভঙ্গ হবে না। কেননা মরিচ তো এভাবেই খাওয়া হয়। কাজেই কসম শুধুমাত্র তার দিকেই প্রত্যানীত হবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর খানা খাবে না। তারপর স্ত্রী তার স্বামীর নিকট খানা নিয়ে এসে বলল, রাখ এবং খাও। এরপর স্বামী তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এ খাদ্য তারই মালিকানাভুক্ত বস্তুতে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু স্ত্রী যদি তাকে "রাখ এবং খাও" না বলে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কারো খিরা বা তরমুজের ক্ষেত আছে। সে কাউকে ঐ ক্ষেত হিফাযত করার কাজে নিয়োজিত করল এবং তাকে এর থেকে যা ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি দিল। তারপর সে কসম করে বলল যে, সে যদি তার নিজস্ব ক্ষীরা তরমুজ না খায় তবে তার স্ত্রী তালাক। অথচ তার কোন ক্ষীরা-তরমুজ ক্ষেত নেই। মালিকানা, ইজারা বা আরিয়া কোনভাবেই নেই, এরপর তাকে যে তরমুজ বা ক্ষিরা ক্ষেত হিফাযতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে তা থেকে সে ভক্ষণ তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কিন্তু যদি ওরফের মধ্যে এই ক্ষীরা-তরমুজকে তার দিকে সম্বোধন করা হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে। এ ছাড়া কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরিয়্যা)।

১৯. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে ফল খাবে না। তারপর সে কোন ধরনের ফলই ভক্ষণ করুক না কেন তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে সে যদি হাইস (حيس) খায় তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা হাইস এমন খাদ্যকে বলা হয় যা খেজুর ও দুধ দ্বারা তৈরি করা হয়। তারপর যখন খেজুর একটু ফুলে উঠে তখন তা ভক্ষণ করা হয়। এমনিভবে খেজুরের তৈরি আসীদা খেলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)। কেউ কসম

করে বলল যে, সে এই খেজুর খাবে না। তারপর এই খেজুর অন্য খেজুরের সাথে মিশ্রিত হয়ে খাওয়ার পর সবগুলো খেজুরই সে খেয়ে নিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে খেজুর খাবে না। এক্ষেত্রে তার বিশেষ ধরনের কোন নিয়্যত ছিল না। তারপর সে শুকনা খেজুর (খুরমা) ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি সে অর্ধপাকা খেজুর পাকিয়ে ভক্ষণ করে অথবা পাকা কিন্তু ভিজা খেজুর ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ওরফের মধ্যে একে খেজুর বলা হয় না। অবশ্য যদি এ জাতীয় খেজুরও না খাওয়ার নিয়্যত থাকে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

২০. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই আটা খাবে না। তারপর সে এই আটার রুটি অথবা এর দ্বারা তৈরি ক্ষীর কিংবা বাদামের রুটি ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। যদি খালি আটা বা এর তৈরি খামীরা খায় তবে এ সম্বন্ধে কোন বিধান কিতাবে উল্লেখ নেই। সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইস সগীর ঃ কাযীখান)। যদি খালি আটা খাওয়াই কসমের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তবে রুটি খাওয়ার কারণে কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী)। কেউ কসম করল যে, সে এই গম খাবে না। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে, গমের দানা খাওয়া তবে তার নিয়্যত সহীহ্ হবে। কাজেই এই গমের রুটি খাইলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কসমের দ্বারা গমের তৈরী খাদ্য না খাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে এ নিয়্যতও সহীহ্ হবে। এ অবস্থায় গম ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি তার কোন নিয়্যতই না থাকে এবং সে যদি গমের রুটি খায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি যদি হুবহু গম খায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)। উক্ত কসমের ক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি যদি গমের ছাতু খায় তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত থেকেও এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২১. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এই গম খাবে না। তারপর এ গম জমিতে বপন করার পর এর থেকে উৎপাদিত ফসল যদি সে ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। কেউ কসম করল যে, সে রুটি খাবে না এবং এক্ষেত্রে তার বিশেষ ধরনের কোন নিয়্যত ছিল না, তাহলে গম ও যবের রুটির ক্ষেত্রে তার এ কসম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে ঐ সমস্ত বস্তুর ক্ষেত্রেও তার এ কসম প্রযোজ্য হবে যার থেকে রুটি বানানোর নিয়ম মানুষের মধ্যে প্রচলিত আছে। সুতরাং যদি কোন স্থানে যবের রুটি খাওয়ার প্রচলন না থাকে তবে সেদেশে যবের রুটি খাওয়ার দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। যদি সে ব্যক্তি এমন দেশের বাসিন্দা হয়, যেদেশে ভুট্টার রুটি খাওয়ার প্রচলন আছে সে দেশে যদি উক্ত ব্যক্তি ভুট্টার রুটি খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে রুটি খাবে না। তারপর সে টিকয়া (খুব ছোট পুরু রুটি) ভক্ষণ করল তাহলে শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন সালামা (র) বলেন, উপরোক্ত অবস্থায় কসম ভঙ্গ হবে না। বাদামের হালুয়ার ব্যাপারে ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) যা বলেছেন, সেটিই পসন্দনীয় অভিমত। আর তা হল এই যে, এর দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা একে রুটি বলা হয় না। অবশ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

টিকয়া মায়সির (ميسر) ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা টিকয়া তো রুটিই। আর মায়সির হল রুটি এবং অতিরিক্ত আরো কিছু (আল ফাতাওয়াল কুবরা)। কেউ যদি বাদামের রুটি ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কসমের মধ্যে যদি এরও নিয়্যত থাকে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক মহিলার তৈরি রুটি খাবে না। এক্ষেত্রে যে মহিলা রুটি বানিয়ে তা চুলায় দেয় তাকেই রুটি তৈরিকারী মহিলা হিসাবে গণ্য করা হবে। ঐ মহিলাকে নয়, যে আটার খামীরা তৈরি করে এবং রুটি বানাবার জন্য একে প্রস্তুত করে। কাজেই শপথকারী ব্যক্তি যদি ঐ মহিলার রুটি ভক্ষণ করে যে তা তৈরি করেছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় তার কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে রুটি খাবে না। তারপর সে সারীদ (ثريد) অর্থাৎ সুরবাতে ভিজানো রুটি ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে সে যদি লাকিশা (এক প্রকার পানীয় বস্তু) পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে কুরবা খাবে না। তারপর ভুসি মিশ্রিত পানি বা লীতা পান করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে রুটি খাবে না। তারপর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সে যদি তা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

উক্ত শপথকারী ব্যক্তি যদি 'আসীদা বা তামতাজ (এক প্রকার রুটি ও হালুয়া) ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে রুটি খাবে না। তারপর সে সমোসা ভক্ষণ করল তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়া সমীচীন (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ শায়খ খাজান্দী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি কসম করে বলেছে যে, সে রুটি ও খুরমা খাবে না। তারপর সে এতদুভয়ের কোন একটি ভক্ষণ করেছে তাহলে তার ফায়সালা কি হবে? জবাবে তিনি বলেছেন, উভয়টি না খাওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (ইয়াতীনা)।

কোন ব্যক্তি কসম করে বলেছে যে, সে ভুনা খাবে না এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যতও ছিল না তাহলে এর দ্বারা ভুনা গোশতই উদ্দেশ্য হবে। এর দ্বারা ভুনা বেগুন এবং গাজর উদ্দেশ্য হবে না। কিন্তু সে যদি কসমের মধ্যে সর্বপ্রকার ভুনা বস্তুর নিয়্যত করে যেমন ডিম ইত্যাদি তাহলে তার নিয়্যতের বিষয়টিই ধর্তব্য হবে (কাফী)।

যদি কেউ কসম করে যে, সে মাথা খাবে না এবং এর দ্বারা সে যদি মাছ, বকরী ইত্যাদি সবকিছুর মাথা না খাওয়ার নিয়্যত করে তাহলে যে কোন জিনিসের মাথাই সে ভক্ষণ করুক তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি তার কোন কিছুরই নিয়্যত না থাকে তবে সাধারণভাবে এর দ্বারা বকরী ও গরুর মাথা না খাওয়া সাব্যস্ত হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এই কসম এই যমানায় শুধু বকরীর মাথা না খাওয়ার উপর প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)।

বস্তুত ঃ উপরোক্ত এ মতভেদ যমানার সাথে সম্পর্কিত। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যমানায় মাথা বলতে গরু ও বকরীর মাথাকে বুঝানো হতো। সাহিবাইনের যমানায় শুধুমাত্র বকরীর মাথাকেই বুঝানো হতো। আর আমাদের যমানায় মাথা বললে দেশের রেওয়াজ অনুসারে তা প্রযোজ্য হবে এবং এর উপরই ফাতাওয়া হবে (হিদায়া)।

উপরোক্ত কসমের মধ্যে পঙ্গপাল, মাছ এবং চড়ুই পাখি শামিল হবে না। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের ইজমা রয়েছে। এমনিভাবে ফকীহদের ঐকমত্য অনুসারে এর মধ্যে উটের মাথাও শামিল হবে না। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে ডিম খাবে না এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে তবে এ কসম পাখি জাতীয় প্রাণী যেমন হাঁস, মুরগী ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। মাছের ডিম খেলে কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য নিয়্যত করলে কসম ভঙ্গ হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে পাকানো বস্তু খাবে না এবং এর দ্বারা সে যদি সমস্ত রান্নাকৃত বস্তু না খাওয়ার নিয়্যত করে তবে এ কসম তার নিয়্যত হিসাবেই প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে এ কসম রান্নাকৃত গোশতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ফকীহগণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি গোশ্ত পানি দ্বারা রান্না হয়। কিন্তু ভুনা শুকনা গোশতকে পাকানো গোশত বলা হয় না।[১] পানি দ্বারা গোশ্ত রান্না করার পর শপথকারী ব্যক্তি যদি সুরবার সাথে মিশিয়ে রুটি খায়, গোশত না খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো খাদ্য খাবে না। এ অবস্থায় সে মহিলা যদি তার জন্য শুধুমাত্র হাড়ি গরম করে দেয় এবং গোশত অন্য কোন মহিলা রান্না করে দেয় তবে এ গোশত খাওয়ার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। শপথকারী ব্যক্তি যদি বলে, অমুক মহিলার গরমকৃত ডেগ থেকে আমি কিছু ভক্ষণ করলে আমার এই এই হবে। তারপর ঐ মহিলা একটি ডেগ গরম করল কিন্তু রান্না করল অন্য মহিলা। এ অবস্থায় ঐ ডেগ থেকে কিছু ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা "তার গরমকৃত" হওয়ার মানে হল, তার রান্নাকৃত হওয়া (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে হালুয়া খাবে না। তাহলে এক্ষেত্রে হালুয়া বলতে এমন মিষ্টিদ্রব্য ধর্তব্য হবে যার মধ্যে অম্লত্ব নেই, আর যে জাতীয় বস্তুর মধ্যে অম্লত্ব আছে তা হালুয়া হিসাবে ধর্তব্য হবে না। মূলতঃ এক্ষেত্রে ওরফের বিষয়টিই বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই কেউ যদি খেজুর ও ঘি এর তৈরী হালুয়া, মধু, চিনি, গুড় বা চিনির ফিরনী, জাল দেওয়া ফলের রসের শীরা (ঘনরস), খেজুর ইত্যাদি ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মুআল্লা (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, পাকা তাহা এবং শুকনা আনার খেলেও অনুরূপ হুকুম হবে। অর্থাৎ কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা আনারের মধ্যে অম্লত্ব নেই। বরং তা মিষ্টি জাতীয় ফল-ফলাদির অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, শপথকারী ব্যক্তি যদি মিষ্টি আঙ্গুর, মিষ্টি তরমুজ, মিষ্টি আনার বা মিষ্টি আলু বুখারা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

১. আমাদের মনে হয় এটি সে দেশীয় ধারণা। কিন্তু আমাদের দেশে একেও পাকানো গোশত বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেননা এ জাতীয় বস্তুর কোনটি মিষ্টি নাও হয়ে থাকে। কাজেই এতে নিরংকুশ মিষ্টিত্ব এর অর্থ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে কিসমিসের হুকুমও তাই। অর্থাৎ কিসমিস মিষ্টি ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এর মধ্যেও অম্লত্ব পাওয়া যায়। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে মিষ্টি দ্রব্য খাবে না তবে এর হুকুমও হালুয়ার অনুরূপ হবে। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে দানা খাবে না, তবে যে কোন ধরনের দানাই সে ভক্ষণ করুক না কেন যেমন তিল ইত্যাদি যা মানুষ সাধারণত খেয়ে থাকে। এতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বিশেষ কোন ধরনের দানার নাম উল্লেখ করে সে কসম করে তবে সেটি ভক্ষণ করলেই কেবল তার কসম ভঙ্গ হবে। অন্য কিছু খেলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এ জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি যদি মোতি গিলে ভক্ষণ করে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

২৬. **মাসআলা ঃ** ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সে হারাম বস্তু খাবে না। তারপর সে গসবকৃত (জোর পূর্বক ছিনিয়ে নেওয়া) অর্থ দ্বারা খাদ্য খরিদ করে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য অন্যের মাল গসব করার কারণে সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে শপথকারী ব্যক্তি যদি গসবকৃত রুটি বা গোশত ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য গসবকৃত এই রুটি বা গোশত যদি তৈলের বিনিময়ে বিক্রি করা হয় এবং পরে তা ভক্ষণ করা হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। শপথকারী ব্যক্তি যদি কুকুর, বানর বা চিলের গোশত খায় তবে আসাদ ইব্ন আমর (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। শায়খ নাসীর (র) বলেন, আমরা এই অভিমতটিই গ্রহণ করে থাকি। ইমাম হাসান (র) বলেন, এই সবই হারাম। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, যে বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে হারাম হতে পারে না। তারপর গ্রন্থকার (র) বলেন, ফকীহ আবুল লায়ছ (র) যে কথাটি বলেছেন, আমার মতে এটি কোন উত্তম কথা নয়। যদি উক্ত ব্যক্তি অনন্যোপায় হয়ে হারাম বস্তু বা মৃত জানোয়ার ভক্ষণ করে তবে এ ব্যাপারে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা উক্ত বস্তুর হুরমত (হারাম হওয়া) এখনো বাকী আছে। তবে ভক্ষণকারী ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে না। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, কেউ এ মর্মে শপথ করেছিল যে, সে হারাম বস্তু খাবে না, এ অবস্থায় সে যদি ঐ বাগানের আঙ্গুর ভক্ষণ করে যা তার নিকট বর্গাচাষের নিমিত্তে প্রদান করা হয়েছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

২৭. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি গম গসব করে এনে তা রান্না করায়, তারপর তা ভক্ষণ করার আগেই যদি এর মালিককে এর বিনিময় প্রদান করা হয় তবে এ জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করার কারণে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি বিনিময় পরিশোধ করা এবং তার ব্যাপারে বিচারকের ফায়সালা প্রদানের আগেই সে তা খেয়ে নেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান) । কেউ কসম করে বলেছিল যে, সে এই আঙ্গুর বা আনার খাবে না। তারপর সে তা চিবিয়ে এর রস গলধঃকরণ করতে এবং এর সারহীন অংশটি থুক মেরে পেলে দিতে লাগল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা একে খাওয়া বলা হয় না। বরং একে চোষা বলা হয়। যদি শপথকারী ব্যক্তি আঙ্গুর বা আনার নিংড়িয়ে এর রস পান না করে শুধুমাত্র এর চামড়া ও শাঁস খেয়ে ফেলে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ জাতীয় ফল-ফলাদি চিবিয়ে তা গিলে ফেলে তবে এ অবস্থায় চামড়া ও শাঁস গিলে ফেললে তা খাওয়া হিসাবে গণ্য হবে। শুধুমাত্র রস গলাধঃকরণ করলে তা খাওয়া হিসাবে গণ্য হবে না। "উয়ূন গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সে এই আঙ্গুর খাবে না। তারপর শপথকারী যদি তা চিবিয়ে এর রস গলাধঃকরণ করে এবং এর চামড়া ও শাঁস থুক থেকে ফেলে দেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি চামড়া ফেলে দিয়ে রস এবং এর দানা ভক্ষণ করে নেয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ওয়াকিআত গ্রন্থে শদরুস শহীদ (র)-এর কারণ উল্লেখপূর্বক বলেন যে, আঙ্গুর হচ্ছে তিন জিনিসের নাম। প্রথমোক্ত অবস্থায় কম অংশ ভক্ষণ করা হয়েছে। তাই এতে আঙ্গুর খাওয়া হয় নি। আর দ্বিতীয় অবস্থায় বেশীর ভাগ অংশ ভক্ষণ করা হয়েছে এবং বেশীর ভাগ অংশের ক্ষেত্রে পূর্ণ বস্তুর হুকুম প্রযোজ্য হয় (মুহীত)।

২৮. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে ফল খাবে না। তারপর সে যদি আঙ্গুর, আনার বা ভিজা পাকা খেজুর খায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, ফাতাওয়া প্রদানের জন্য আমরা সাহিবাইনের অভিমতটি গ্রহণ করে থাকি, কেননা এটি স্পষ্ট বেশী। উল্লেখ্য যে, তাদের এ মতভেদ ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি শপথকারী এ জাতীয় বস্তুর নিয়্যত না করে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি এ সবের নিয়্যত করে থাকে তবে ইমামগণের ঐকমত্যে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে নিকায়া ঃ শায়খ আবুল মাকায়িশ)। তীন (ডুমুর ফল), মুলাম্মাল (এক প্রকার ফল), আপেল, আখ্‌রোট, পিস্তাবাদাম, আলু বুখারা, উন্নাব (عناب), পেয়ারা ও বিহী (এক জাতীয় অম্ল ফল) ফকীহ্গণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে ফল হিসাবে গণ্য। চাই এগুলো তাজা হোক বা শুকনা– কাঁচা হোক বা পাকা হোক সবই সমান। পক্ষান্তরে ক্ষীরা, শসা এবং গাজর ফলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। শাহতুত ফল হিসাবে স্বীকৃত। ইমাম কুদূরী (র) তরমুজকেও ফলের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হুলওয়ানী (র) একে ফল হিসাবে গণ্য করেন নি। ইমাম কুদূরী (র) বলেন, তিল এবং সবজি ফলের মধ্যে শামিল নয়। মোদ্দাকথা হল, যে সব বস্তু ওরফ এবং সমাজে ফল হিসাবে গণ্য এবং যা ফল হিসাবে ভক্ষণ করা হয় তা ফল হিসাবে ধর্তব্য হবে। আর যেসব জিনিস সমাজে এবং ওরফে ফল হিসাবে স্বীকৃত নয় তা ফল হিসাবে গণ্য হবে না (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)।

২৯. **মাসআলা ঃ** বাদাম এবং আখরোট ফল হিসাবে গণ্য হবে না। এগুলোকে আসল গ্রন্থে শুকনা ফলের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়েছে। ফকীহ্গণ বলেন, এ কথা তৎকালীন ফকীহ্দের ওরফ হিসাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আমাদের ওরফ এবং আমাদের দেশে এগুলোকে শুকনা ফল হিসাবে গণ্য করা হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অর্ধপাকা মিষ্টি খেজুর এবং লাল খেজুর ফল হিসাবে গণ্য (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কিসমিস, খুরমা এবং আনারের দানা শুকিয়ে যাওয়ার পর তা ফল হিসাবে আর গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

এ বিষয়ে ইমামগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে (বাদাঈ)। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এ বছর কোন ফল খাবে না এবং এ সময়টি যদি তাজা ফল-ফলাদি পাওয়ার মৌসুম হয় তবে তার কসম তাজা ফল-ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

হবে। শুকনা ফল খাওয়াতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি গর মৌসুমে শপথ করা হয় তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে শুকনা ফলের ক্ষেত্রেও কসম প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) এই অভিমতটি গ্রহণ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩০. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে তরকারি খাবে না। তাহলে যেসব জিনিসে কোন বস্তু (যেমন রুটি) ডুবিয়ে রঙ্গিন করে খাওয়া যায় তাই তরকারি হিসাবে গণ্য হবে। যেমন সিরকা, যায়তুন, মধু, দুধ, মাখন, ঘি, সুরবা ও লবণ। আর যেসব বস্তু রুটির ন্যায় শরীরী যাতে রুটি চুবিয়ে খাওয়া যায় না, বরং এগুলোকে ভিন্নভাবে এবং পৃথকভাবে খাওয়া হয় যেমন গোশত, ডিম, খুরমা ও কিসমিস ইত্যাদি। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সাধারণত যে সব জিনিস রুটির সাথে খাওয়া হয় তা তরকারি হিসাবে গণ্য। এটি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর একটি রিওয়ায়েতও বটে (ফাতহুল কাদীর)। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন ফকীহ্ আবুল লায়ছ সমরকান্দী (র)। আল-আখতিয়ার গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, ওরফের উপর আমল করার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত। মুহীত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এটিই সুস্পষ্ট অভিমত। শায়খ কালানীসী (র) তৎপ্রণীত তাহযীব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এর উপরই ফাতাওয়া। (আন নাহরুল ফায়িক)। মোদ্দাকথা হল, যে জিনিসের রুটি বা কোন কিছু ডুবিয়ে রঙ্গিয়ে খাওয়া যায়। যেমন সিরকা ইত্যাদি যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এগুলো ফকীহ্গণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে তরকারি বলে গণ্য হবে। আর যে সব জিনিস অন্য কিছুর সাথে মিলানো ব্যতিরেকে এমনিই খাওয়া যায়। তেমন তরমুজ আঙ্গুর খুরমা, কিসমিস ইত্যাদি। ফকীহ্গণের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত অনুসারে তরকারি নয়। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত তরমুজ ও আঙ্গুরের ব্যাপারে। সবজি কোন ইমামের মতেই তরকারি নয় (ফাতহুল কাদীর)। উপরোক্ত মতভেদ ঐ অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে যদি শপথকারী ব্যক্তির মনে বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে। আর সে যদি বিশেষ কোন কিছুর নিয়্যত করে তাহলে ফকীহ্গণের সকলের মতে তার নিয়্যতই কার্যকরী হবে। ফকীহ্গণের সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ফল-ফলাদি তরকারি নয়। (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)

৩১. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের কামাইকৃত খানা খাবে না। তারপর যার উপর কসম করা হয়েছে। তার থেকে শপথকারী ব্যক্তি কিছু বস্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হল এবং সে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি محلوف عليه (যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে) কোন বস্তু খরিদ করে অথবা কোন কিছু তাকে হিবা বা সাদাকা করা হয় এবং সে তা কবূল করে নেয় তারপর শপথকারী ব্যক্তি তা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের কামাই খাবে না। তারপর শপথকৃত ব্যক্তির কামাই হতে শপথকারী ব্যক্তি কোন কিছু খরিদ করল অথবা শপথকৃত ব্যক্তি শপথকারী ব্যক্তিকে কোন কিছু হিবা করল তারপর সে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের কামাই হতে খাবে না। তারপর কসমকৃত ব্যক্তি বহু মালামাল কামাই করল এবং মারা গেল। এরপর আবার কোন ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হল এরপর শপথকারী ব্যক্তি তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

এমনিভাবে শপথকারী ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিস হয় এবং সে ঐ মাল থেকে খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মীরাস সূত্র ব্যতীত ক্রয় কিংবা হিবা সূত্রে যদি এ মাল অন্য কারো নিকট স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এরপর সে তার থেকে খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের মীরাস থেকে কিছুই খাবে না। তারপর সেই লোক মারা যাওয়ার পর তার মীরাস থেকে সে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস ব্যক্তিও মারা যায় এবং অপর কোন ব্যক্তি মীরাস সূত্রে তার সম্পদের মালিক হয় এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি এই মাল থেকে খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

৩২. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের কামাই থেকে খাবে না। তারপর কোন ব্যক্তি (মৃত্যুকালে) অমুক ব্যক্তির অনুকূলে কিছু সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়্যত করে গেল। এরপর শপথকারী ব্যক্তি ঐ মাল ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকৃত ব্যক্তি শপথকারী ব্যক্তিকে কিছু খাদ্য হিবা করে এবং তাহলে তার হস্তগত করে নেয় তারপর খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে শপথকৃত ব্যক্তি শপথকারী ব্যক্তির অনুকূলে ওসীয়ত করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। মোহর মহিলার কামাই হিসাবে গণ্য। এমনিভাবে জখমের বদলা স্বরূপ যে জরিমানা প্রদান করা হয় তা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির কামাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। (খুলাসা)। কারো নিকট কিছু দিরহাম আছে। এ অবস্থায় সে কসম করে বলল যে, সে তা খাবে না। তারপর সে এর দ্বারা দীনার বা পয়সা খরিদ করল। এরপর এই দীনার বা পয়সা দ্বারা কিছু খরিদ করে তা ভক্ষণ করল, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি এভাবে কসম করে যে সে এই দিরহাম বা দীনার খাবে না। তারপর সে এর দ্বরা কোন বস্তু খরিদ করল। তারপর খাদ্যের বিনিময়ে সে বস্তু বিক্রি করে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি উক্ত দিরহামের বিনিময়ে যব খরিদ করে তারপর আবার যবের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য খরিদ করে এবং তা খায় তবুও কসম ভঙ্গ হবে না। "খাওয়া যোগ্য নয়" এমন বস্তু সম্বন্ধে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে তা খাবে না। তারপর এর বিনিময়ে এমন বস্তু খরিদ করে যা খাওয়া যায় এবং তা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে খাওয়ার যোগ্য বস্তু সম্বন্ধে কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে এই বস্তু খাবে না। তারপর সে এর দ্বারা খাওয়াযোগ্য অন্য কোন বস্তু খরিদ করে এবং তা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতায়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে তার পিতার মীরাস থেকে কোন খাদ্য খাওয়াবে না। তারপর সে মীরাস সূত্রে কিছু খাদ্য প্রাপ্ত হল এবং অমুক ব্যক্তিকে তার আহার করাল অথবা কিছু দিরহাম মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত হল এবং এর দ্বারা কিছু খাদ্য খরিদ করে তা অমুক ব্যক্তিকে আহার করাল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি অন্য খাদ্যের সাথে এ খাদ্যের বিনিময় করে এবং তা অমুক ব্যক্তিকে আহার করায় তবে কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে তার পিতার মীরাস থেকে কিছুই খাবে না। তারপর তার পিতা মারা গেল এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে ঐ মাল প্রাপ্ত হল। তারপর এর দ্বারা সে কোন খাদ্য দ্রব্য খরিদ করল এবং তা ভক্ষণ করল তাহলে কিয়াসের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা মীরাসের মাল এভাবেই খাওয়া হয়। আর যদি মীরাসের মাল দ্বারা কোন বস্তু খরিদ করে তারপর এর দ্বারা কোন খাদ্য খরিদ করে এবং তা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, অমুকের যমীনের উৎপন্ন ফসল খাবে না। তারপর এর উৎপন্ন ফসল যা কৃষকের কাছে আছে অথবা কৃষকের নিকট থেকে যে এই মাল খরিদ করেছে এ খরিদ্দারের নিকট আছে। তার থেকে খরিদ করে শপথকারী ব্যক্তি যদি তা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় খরিদ্দারের নিকট থেকে তৃতীয় কোন ব্যক্তি তা খরিদ করে নেয় এবং তার জমিতে বপন করে তারপর ঐ ব্যক্তির নিকট হতে উৎপন্ন ফসল যদি কসমকারী ব্যক্তি কিনে খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ওয়াজীয আল কুরদুরী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের মালিকানাধীন বস্তু খাবে না। তারপর (হিবা বা ওসীয়্যত সূত্রে) তার কিছু মাল অন্যের মালিকানায় হস্তান্তর হয়ে গেল এবং সে মাল থেকে শপথকারী ব্যক্তি কিছু ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

৩৪. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, অমুক ব্যক্তির খরিদকৃত মাল থেকে সে কিছুই খাবে না। তারপর কসমকৃত ব্যক্তি (محلوف عليه) নিজের জন্য কোন কিছু খরিদ করল অথবা অন্যের জন্য খরিদ করল। এরপর কসমকারী ব্যক্তি তা থেকে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যার ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি এ মাল প্রথম ক্রেতার নির্দেশে দ্বিতীয় অপর কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দেয় এরপর শপথকারী ব্যক্তি এ মাল থেকে কিছু ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের খরিদকৃত গোশত ভক্ষণ করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি একটি বকরীর বাচ্চা খরিদ করে তা যবাহ করল এবং শপথকারী ব্যক্তি তা থেকে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, অমুকের এই খাদ্য খাবে না। তারপর محلوف عليه (যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে)। তা বিক্রি করে দেওয়ার পর শপথকারী ব্যক্তি তা থেকে ভক্ষণ করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে যিয়াদাতঃ আল্ ইতাবী)

৩৫. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, আমি অমুকের পাকানো খাদ্য বা অমুকের তৈরি করা রুটি খাব না। তারপর অমুক ব্যক্তি যদি খাদ্য বা রুটি তৈরি করে তা অন্যের নিকট বিক্রি করে দেয় এবং সে তা থেকে খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের খাদ্য খাবে না। বস্তুতঃ অমুক ব্যক্তি হল খাদ্য বিক্রেতা। এরপর শপথকারী ব্যক্তি তার থেকে খাদ্য খরিদ করে যদি ঐ খাদ্য ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার এই খাদ্য ভক্ষণ করব না। তারপর সে তাকে ঐ খাদ্য হাদিয়া দেওয়ার পর সে (শপথকারী) তা ভক্ষণ করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে তার যমীনের উৎপাদিত ফসল খাবে না। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি তার জমির উৎপাদিত ফসলের মূল্য ভক্ষণ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর শপথকারী ব্যক্তি যদি তার জমির উৎপাদিত ফসল হুবহু খাবে না বলে নিয়্যত করে তবে আইন ও নৈতিকতা উভয়

দিক থেকেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (যখীয়া)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের খাদ্য খাবে না। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু খরিদ করে অথবা অমুক ব্যক্তি যাকে খানা হিবা করেছে সে তার নিকট থেকে ঐ খানা খরিদ করে ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আসল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের খরিদকৃত খাদ্য খাবে না। তারপর সে এমন খানা ভক্ষণ করল যে খানা তার জন্য অমুক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলে শরীকীভাবে খরিদ করেছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে এমন বস্তু না খাওয়ার নিয়্যত করে যা অমুক ব্যক্তি এককভাবে খরিদ করবে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

৩৬. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের খাদ্য খাবে না। তারপর সে এমন খানা খাইল যে খানায় অমুক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তিও শরীক আছে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনি যদি কসম করে যে, সে অমুক ব্যক্তির রুটি খাবে না। তারপর সে এমন রুটি ভক্ষণ করল যাতে অমুক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তিরও শরীকানা আছে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কসমকারী ব্যক্তি خبز (খুব্য) এর পরিবর্তে رغيف (রগীফ) শব্দ ব্যবহার করে কসম করতঃ বলে যে, সে অমুক ব্যক্তির রাগীফ থেকে খাবে না। তারপর সে এমন রাগীফ (রুটি) থেকে ভক্ষণ করল, যাতে অমুক ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তিও শরীক আছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা রুটির টুকরাকে রাগীফ বলা যায় না। কিন্তু খুব্য (خبز) বলা যায়। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে তার পুত্রের মাল থেকে খাবে না। তারপর শপথকারী পিতা তারও পুত্রের শরীকানাধীন মটকায় যে সিরকা রয়েছে সে সিরকা থেকে কিছু পান করল, তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে তার পুত্রের মাল থেকে ভক্ষণ করেছে (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের খাদ্য খাবে না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি এমন খাদ্য থেকে ভক্ষণ করল যাতে তার ও অমুক ব্যক্তির শরীকানা রয়েছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

৩৭. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, তার সন্তানের কিছুই খাবে না। তারপর সে তার সন্তানের ঘরে পড়ে থাকা এক টুকরা রুটি টুকিয়ে তা ভক্ষণ করল, তাহলে শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না। কাযী ইমাম আবূ আলী নাসাফী (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্ আবূ বকর বলখী (র) বলেন, যদি ঐ রুটির টুকরাটি কোন ফকীরকে সাদাকা করে দেওয়া যায় এরূপ পরিমাণ হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে। অন্যথায় কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুকের খানা খাবে না তবে এ কসম তার মওজুত খানা এবং ভবিষ্যতে যা তার হাতে আসবে এসবের উপর প্রযোজ্য হবে (আস্সিরাজিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি অমুকের খরিদকৃত আনার থেকে খাব না। তারপর অমুক এবং অপর এক ব্যক্তিসহ ঐ আনার খরিদ করল এবং সে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি رمان এর স্থলে رمانة বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক মহিলার সূতা কাটার পয়সা থেকে খাবে না। তারপর সে ঐ মহিলার সূতা কাটার মেশিন খরিদ করে নিল

pdf By Syed Mostafa Sakib

অথবা মহিলা তাকে মেশিনটি হিবা করে দিল, তারপর সে তা বিক্রি করে এর মূল্য থেকে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি মহিলা নিজে ঐ মেশিনটি বিক্রি করে শপথকারী ব্যক্তির নিকট এর মূল্য হস্তান্তর করে এবং সে তা থেকে ভক্ষণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে মহিলা সূতা কাটার মেশিনের মূল্য তার পুত্র বা কোন অনাত্মীয় ব্যক্তিকে হিবা করে তারপর তাদের কেউ তা ঐ মহিলার স্বামীকে হিবা করে, তারপর সে এর দ্বারা কোন বস্তু খরিদ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৩৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের রান্নাকৃত বস্তু খাবে না তারপর অমুক এবং অপর কোন ব্যক্তি উভয়ে মিলে কোন খাবার রান্না করল এবং শপথকারী ব্যক্তি ঐ খাবার থেকে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা খাবারের প্রতিটি অংশই রান্নাকৃত খাবার অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুকের রুটি খাব না। তারপর দু'জনে মিলে যদি রুটি তৈরি করে তাহলেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। শপথকারী ব্যক্তি যদি বলে অমুকের পাকানো ডেগ থেকে আমি খাব না। তারপর যদি অমুক এবং অপর কোন ব্যক্তি দু'জনে মিলে কোন ডেগ পাকায় এবং সে তা থেকে ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ডেগের প্রতিটি অংশকে ডেগ বলা হয় না (আল ইখতিয়ারা শরহিল মুখতার)। কেউ ফারসী ভাষায় কসম করে বলল যে, অমুকের কোন বস্তুই সে খাবে না। তারপর কসমকৃত ব্যক্তি (محلوف عليه) এর জমানো পানি থেকে সে কিছু পানি পান করল.তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা মানুষের মন এ জাতীয় পানির দিকে যায় না। তাইতো আমরা দেখতে পাই যে, শপথকারী ব্যক্তি যদি শপথকৃত ব্যক্তির তরমুজের ছাল অথবা তার দরজার সামনে পতিত কোন রুটির টুকরা খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয় না (আল ফাতাওয়াল কুরবা)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, অমুক ব্যক্তির বহনকৃত কোন বস্তু সে খাবে না। তারপর সে তার আনীত বরফ ভক্ষণ করল তাহলে ফকীহ্গণের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে তার জামাতার কোন মাল থেকে কিছুই খাবে না। তারপর তার জামাতার খামীর থেকে কিছু খামীর তাকে প্রদান করা হলে সে এগুলোকে অপর কিছু খামীরের সাথে মিশ্রিত করে নিল এবং এর দ্বারা রুটি তৈরি করে তা থেকে ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি শপথ করে যে, সে তার জামাতার পানীয় বস্তু থেকে পান করবে না বা তার লবণ খাবে না। তারপর তার পানি ও লবণ নিয়ে আটার খামীরাতে তা ছেড়ে দিল (এবং রুটি সে ভক্ষণ করল) তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ কসম করল যে, সে তার জামাতার রুটি খাবে না। তারপর তার জামাতা সফরে বের হয়ে গেল এবং নিজ স্ত্রীর জন্য কিছু খোরাক রেখে গেল। শ্বশুর সে খোরাক থেকে কিছু খাইল তাহলে দেখতে হবে যে, যদি জামাতা তার স্ত্রীর জন্য সে খোরাক পৃথকভাবে রেখে যায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি পৃথকভাবে না রেখে যায় এবং স্ত্রীকে এ কথা বলে যায় যে, আমার এই খাবার থেকে তোমার যা প্রয়োজন সে অনুপাতে তুমি খাবে। এ অবস্থায় কসমকারী শশুর যদি সে খাবার থেকে খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীযঃ আল কুরদূরী)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে তার পিতার মাল থেকে খাবে না। তারপর তার পিতা মারা যাওয়ার পর সে তার উত্তরাধিকারী হয় এবং সে সূত্রে এ মাল থেকে ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। অবশ্য যদি কসমের মধ্যে এ কথা বলে যে, পিতার মৃত্যুর পরও সে তার মাল থেকে খাবে না, এমতাবস্থায় সে যদি তার পরিত্যাক্ত মাল থেকে খায় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীযঃ আল কুরদুরী)। কোন মহিলা কসম করে বলল যে, সে তার পুত্রের মাল থেকে খাবে না। অথচ কসমের পূর্বেই তার পুত্র তার জন্য রকমারি খাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং সে তা খেয়েছে। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বলা হয় এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শপথকারী ব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে। কিন্তু কসমের দ্বারা সে যদি ঐ খাদ্যের নিয়্যত করে যা সে অগ্রে কসমের আগে প্রেরণ করেছে তবে এ খাদ্য খাওয়ার কারণে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে এমন বিষয়ের প্রতি اضافت (সম্বোধনে)-এর নিয়্যত করেছে যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছে (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে খানা খাবে না। তারপর কসমকারী এক পাত্র থেকে আহার করল এবং অমুক ব্যক্তি অন্য পাত্র থেকে আহার করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না যতক্ষণ না তারা উভয়ে একই পাত্র থেকে আহার করবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪১. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, আমি অমুকের মাল খাব না। তারপর কসমকারী এবং সেই ব্যক্তি উভয়ে নিজ নিজ টাকা দিয়ে যদি কোন খানা খরিদ করে এবং উভয়ে তা খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ওরফে একে নিজের মালই ভক্ষণ করা বলা হয়। ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়ছ (র)-এ অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (কাফী)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের কোন কিছুই খাবে না। তারপর ঐ ব্যক্তির মরিচ শপথকারী ব্যক্তি তার স্ত্রীর রান্না করার পাত্রে রাখল সে তা পাক করে ফেলল। তারপর শপথকারী ব্যক্তি তা ভক্ষণ করল তাহলে ইমাম আবূ বক্র মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি শপথকারীও অমুক ব্যক্তির মাঝে এমন কোন কারণ পাওয়া যায় যা দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতীয় মরিচ তার কসমের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য নয়। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের আঙ্গুরের বাগান হতে কোন কিছুই এ বছর খাবে না। ফকীহ্গণের মতে এ জাতীয় কসম শপথের সময় হতে বার মাস পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মাওলানা (র) বলেন, ঐ সময় হতে চলমান বছরের যত দিন বাকী আছে ততদিনের উপর তা প্রযোজ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান।

৪২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল যে, আমি অমুকের আনীত কোন বস্তু তথা খাদ্য, গোশত ইত্যাদি যা খাওয়া যায় আমি খাব না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি শপথকৃত ব্যক্তিকে কিছু গোশত প্রদান করল তা রান্না করে দেওয়ার জন্য। তারপর সে তা রান্না করতে গিয়ে এর মধ্যে গরুর ভুড়ির কিছু অংশ ছেড়ে দিল এবং তা সহ ডেগচি উথলিয়ে উঠল। অর্থাৎ গোশতের সাথে ভুড়িও রান্না করে ফেলল, এরপর শপথকারী ব্যক্তি তা থেকে সুরবা পান করল। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমার মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি তাতে এমন কম পরিমাণ গোশত ছাড়া হয় যা এককভাবে (অন্য গোশ্তের সাথে মিশানো ব্যতিরেকে) সুরবাসহ রান্না করা যায় না। আর সে গোশত যদি সুরবাসহ রান্না করা যায় তবে ঐ সুরবা ভক্ষণ করলে কসম

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যদি কোন ব্যক্তি শপথ করে বলে যে, আমি অমুকের আনীত কোন বস্তু ভক্ষণ করব না। তারপর অমুক ব্যক্তি গোশত এনে তা ভুনা করতঃ শপথকারী ব্যক্তির চাদরের উপর তা রাখল। তারপর শপথকারী ব্যক্তি এর আদ্রতা (রস) থেকে কিছু ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শপথকৃত ব্যক্তি যদি কিছু চনাবুট নিয়ে এসে তা রান্না করে, তারপর শপথকারী ব্যক্তি এর সুরবা থেকে কিছু খায় এবং এতে চনার স্বাদ সে অনুভব করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ পাকা তাজা খেজুর নিয়ে আসল এবং এর থেকে কিছু রস গড়িয়ে পড়লে হলফকারী তা ভক্ষণ করল তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রূপ যদি উক্ত ব্যক্তি যায়তুনের ফল নিয়ে আসে তারপর তা নিংড়ানো হয় এবং এরপর শপথকারী ব্যক্তি তা থেকে ভক্ষণ করে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)।

৪৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির খানা থেকে কিছুই খাবে না। তারপর সে অমুক ব্যক্তির সিরকা, যায়তুনের তেল বা লবণ ভক্ষণ করল অথবা তার থেকে কোন কিছু নিয়ে নিজের খাদ্যের সাথে মিশিয়ে তা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি অমুক ব্যক্তির নাবীয বা পানি নিয়ে এর দ্বারা রুটি ইত্যাদি খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)। কেউ কসম করল যে, সে গম খাবে না। তারপর সে অন্য কোন শষ্য দানার সাথে তা মিশিয়ে খাইল অথবা কসম করে বলল যে, সে যব খাবে না, তারপর সে তা অন্য কোন শষ্য দানার সাথে মিশিয়ে খাইল। এ অবস্থায় সে যদি এগুলো মুঠ মুঠ করে খেয়ে থাকে এবং কসমকৃত গম বা যবের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি মিশ্রিত খাদ্যের পরিমাণ বেশী হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি উভয়ের পরিমাণ সমান সমান হয় তবে কিয়াস অনুযায়ী কসম ভঙ্গ হবে। কিন্তু ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে শপথকারী ব্যক্তি যদি এক একটি দানা করে খায় তাহলে সর্বাবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের অনুমতি ব্যতীত কোন খাদ্য খাবে না বা কোন পানীয় বস্তু পান করবে না। তারপর সে লোক তাকে অনুমতি প্রদান করল। তাহলে তার এ অনুমতি এক লোকমা বা এক ঢোক পানি পানের উপর প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সাতাশতম অনুচ্ছেদঃ বিবিধ মাসাইল)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন কিছুই পানাহার করবে না। তারপর সে গলার ভেতর খাদ্য না ঢুকিয়ে যদি এর স্বাদ আস্বাদন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য, যদি কোন বিশেষ কর্মের উপর শপথ করা হয় তবে এর চেয়ে নিম্ন স্তরের কাজের দ্বারা কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ঐ কাজের তুলনায় উচ্চমানের কাজ করা হলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৪৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, সে কোন খাদ্য খাবে না অথবা কোন পানীয় বস্তু পান করবে না। তারপর সে খাদ্য বা পানীয় মুখের ভেতর ঢুকাল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। শপথকারী ব্যক্তি যদি বলে, "আমি স্বাদ গ্রহণ করব না" কথার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, "আমি পানাহার করব না", তাহলে তার এ কথা নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (বাদাঈ)। কেউ যদি বলে, আমি কোন খানা ও পানীয় বস্তু আস্বাদন করব না, তারপর সে যদি এতদুভয়ের কোন একটি আস্বাদন করে তবে

তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, আমি এই বস্তু পানাহার করব না তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। এমনিভাবে যদি খাদ্য ও পানীয় বস্তু এতদুভয়ের মাঝখানে او (অথবা) অক্ষরটি সংযোজন করা হয় তাহলেও উক্ত হুকুম হবে (মাবসূত)। কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কোন খাদ্য এবং পানীয় বস্তু আস্বাদন করব না। তারপর সে এতদুভয়ের কোন একটির স্বাদ আস্বাদন করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু আবুল কাসিম সাফ্‌ফারা (র) বলেন, কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। শায়খ ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল (র) বলেন, বিষয়টি তার নিয়্যতের উপর নির্ভারশীল হবে। পক্ষান্তরে সে যদি কোন কিছুই নিয়্যত না করে তাহলে একটির দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে শরাব আস্বাদন করবে না। তারপর শরাব ঢেলে তৈরীকৃত আটার খামীরা দ্বারা প্রস্তুতকৃত রুটি ভক্ষণ করলে শাদ্দাদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যেমন কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে যায়তুনের তেল খাবে না। তারপর সে যায়তুনের তেল দ্বারা খামীরাকৃত আটার রুটি ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের বাড়িতে কিছুই পানাহার করবে না। তারপর সে মুখের ভেতর কোন কিছু ঢুকিয়ে এর মজা আস্বাদন করল কিন্তু পেটের ভেতর ঢুকাল না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ এ জাতীয় কসম শুধুমাত্র স্বাদ গ্রহণ করার উপরই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আজ তুমি আমার এখানে খানা খাও। তারপর সে ব্যক্তি কসম করে বলল, সে তার বাড়িতে কোন পানাহার করবে না, তাহলে তার এ কসম শুধুমাত্র খাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। স্বাদ গ্রহণ করার উপর প্রযোজ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৪৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল, সে পানি আস্বাদন করবে না। তারপর সে সালাত আদায়ের জন্য কুলি করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল, সে এই মদ পান করবে না। তারপর তা সিরকা হয়ে যাওয়ার পর সে তা পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি এর থেকে তৈরী কোন বস্তুর নিয়্যত করে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আল-জাওয়াহারাতুন নায়্যারা)। কেউ যদি কসম করে যে, সে গাদা (غداء) খাবে না তাহলে এখানে গাদা মানে ফজর উদিত হওয়ার পর হতে জুহ্‌র পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আহার করা। আর আশা (عشاء) অর্থ জুহ্ থেকে নিয়ে অর্ধ রাত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আহার করা (হিদায়া)। কেউ কসম করে বলল যে, সে আজ গাদা (غداء) খাবে না। তারপর অর্ধ দিবস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে কিছু ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শায়খ খাজান্দী (র) বলেন, এটি তাদের দেশ প্রথা হিসাবে বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের ওরকে আশার সময় শুরু হয়, আসরের নামাযের পর হতে। উল্লেখ্য যে, গাদা (সকালের খানা) ও আশা (বিকালের খানা) এমন খানা যা সাধারণতঃ পেট ভরা উদ্দেশ্যে ভক্ষণ করা হয়। কাজেই শপথকারী ব্যক্তির দেশে যে খানাকে গাদা বলা হয় কসম এর উপরই প্রযোজ্য হবে। ঐ খানা ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সে খানা না খাইলে কসম ভঙ্গ হবে না। এ কারণেই মাশায়িখে কিরাম বলেন যে, যদি শহরবাসী লোকেরা গাদা (সকালের খানা) বর্জন করার ব্যাপারে কসম করার পর দুধ পান করে তাহলে তাদের কসম ভঙ্গ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। পক্ষান্তরে যদি গ্রাম্য ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে গাদা (সকালের খানা) খাবে না। তারপর সে দুধ পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১] শায়খ আবুল হাসান (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, সে গাদা (সকালের খানা) খাবে না, তারপর সে রুটি ছাড়া অন্য কিছু যেমন খুরমা, চাউল, ফল-ফলাদি ইত্যাদি পেট ভরে খেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এগুলো গাদা (সকালের খানা) হিসাবে গণ্য নয়। এমনিভাবে উক্ত শপথকারী ব্যক্তি যদি রুটি ছাড়া গোশত খায় তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। ঐ খানাই গাদা (সকাল বেলা খাদ্য) হিসাবে গণ্য হবে যাকে সে দেশের লোকেরা গাদা (غداء) বলে মনে করে। আর সকাল বেলার খাদ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল, এর দ্বারা পেট অর্ধেকের চেয়েও বেশী পরিপূর্ণ হতে হবে। কাজেই কেউ যদি তার দাসীকে বলে, তুমি যদি আজকের রাতের খানা ভক্ষণ না কর তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর ঐ দাসী এক বা দুই লুকমা ভক্ষণ করল তাহলে একে আশা (বিকালের খানা) বলা হবে না এবং সে ব্যক্তি তার কসমে সত্যবাদী হবে না, যতক্ষণ না সে অর্ধেকের চেয়েও বেশী পেট ভরে তা ভক্ষণ করবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)

৪৬. মাসআলা ঃ রমাযান মাসে কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, রাতের খানা (عشاء) খাবে না। তারপর সে অর্ধরাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর কিছু ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (ওয়াজীযঃ আল কুবদুরী)। কেউ কসম করল যে, সে সাহ্রী খাবে না। তারপর সে অর্ধরাতের পর হতে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কিছু ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে মাজমাইল বাহরাইন)। উল্লেখ্য যে, আরবীতে مساء শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১) সূর্য হেলে যাওয়ার পরবর্তী সময়কেও مساء বলা হয়। (২) এমনিভাবে সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়কেও مساء বলা হয়। কাজেই শপথকারী ব্যক্তি যেটিরই নিয়্যত করবে তাই সহীহ্ হবে। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই বলা হয় যে, কেউ যদি সূর্য হেলে যাওয়ার পর কসম করে যে, সে مساء (বিকাল) না হওয়া পর্যন্ত অমুক কাজটি করবে না এবং এ ক্ষেত্রে তার যদি কোন নিয়্যতও না থাকে তবে এখানে مساء শব্দটি সূর্যাস্তের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা مساء শব্দটিকে তার প্রথমোক্ত অর্থের উপর প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কাজেই مساء শব্দটিকে এখানে শেষোক্ত অর্থ তথা সূর্যাস্তের পরবর্তী সময়ের উপরই প্রয়োগ করা হবে (ফাতহুল কাদীর)। হযরত মুআল্লা (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি বলে যে, لياتينه ضحوة (সে অবশ্যই যাহওয়ার সময় তার নিকট যাবে) তাহলে এখানে যাহওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, সূর্যোদয়ের পর হতে অর্ধ দিবস কাল যখন সালাত আদায় করা জাইয তখন পর্যন্ত (মুহীত ঃ সারাখসী)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি কসম করে বলে যে, لايصبح (সে সকাল বেলা যাবে না) তাহলে আমার মতে তা (সকাল বেলা না যাওয়া) সূর্যোদয়ের পর হতে দেড় প্রহর পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। এরপর হতে এ সময় নিঃশেষ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে আজ তাকে এক হাজার টাকার গাদা (সকালের খানা) খাওয়াবে অথবা বলল, যদি আমি এক হাজার টাকার খরিদকৃত গোলাম আযাদ না করি অথবা বলল, যদি তুমি এক হাজার টাকার তুলা তথা সুতা না কাট তবে আমার এই এই হবে। তারপর সে এক দিরহামের সমতুল্য বস্তু হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করে তাকে আহার করাল বা

১. কেননা গ্রামে একেও সকালের খানা বলা হয়। কিন্তু শহরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

এভাবে গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করল অথবা তুলা খরিদ করার পর মহিলাকে দিলে সে এর সূতা কেটে দিল তাহলে শপথকারী ব্যক্তি তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)।

৪৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল, যদি আমি দুই রুটি দ্বারা সকালের খানা শেষ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে আজ এক রুটি ভক্ষণ করল এবং পরের দিন আরেক রুটি ভক্ষণ করল তাহলে কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি বলে যে, যদি আমি এই দুই রুটি দ্বারা সকালের খানা পূর্ণ করি তবে এই এই হবে। এ অবস্থায় সে যদি আজ এক রুটি খায় এবং পরের দিন দ্বিতীয়টি খায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইস্তিহ্সান (সূক্ষ্ম বিচার) অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর সে যদি পৃথক পৃথকভাবে খাওয়ার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারেই তা কার্যকরী হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি যদি দু'টি রুটি খাই অথবা বলে যে, এই দু'টি রুটি খাই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে রুটি দু'টি এক সাথে বা ভিন্ন ভিন্নভাবে ভক্ষণ করল তাহলে কিয়াস ও ইসতিহ্সান উভয় হিসাবেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীতঃ পরিচ্ছেদঃ যে কসম কোন একজনের উপর পতিত হয় এবং যা জামাআতের উপর পতিত হয়।)।

৪৮. মাসআলা ঃ কেউ গাদা (غداء) তথা সকালের খানার ব্যাপারে কসম করল এবং এর থেকে রুটির বিষয়টি استثناء (বাদ) করল, তাহলে যে সমস্ত খাদ্য রুটির সাথে এর সংশ্লিষ্ট হিসাবে ভক্ষণ করা হয়, আসল মাকসাদ হিসাবে ভক্ষণ করা হয় না, যেমন সিরকা, যায়তুন এবং লবণ ইত্যাদি এগুলো ও ঐ ইসতিস্তার কারণে مستثنى (ব্যতিক্রম) হিসাবে গণ্য হবে। আর যে সব বস্তু সাধারণত মাকসাদ হিসাবে ভক্ষণ করা হয় এবং রুটির সাথে এর সংশ্লিষ্ট বস্তু হিসাবেও ভক্ষণ করা হয় যেমন, মাছ, গোশত ও দুধ ইত্যাদি ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এগুলোও مستثنى (ব্যতিক্রম) হিসাবে গণ্য হবে এবং এগুলো ভক্ষণ করাতে কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, রুটির সাথে এগুলোও مستثنى হবে না। বরং এগুলো ভক্ষণ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রণিধানযোগ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে যদি আজ আমি রুটি ছাড়া কোন কিছু খাই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে প্রথমে রুটি ভক্ষণ করল, তারপর ফল অথবা খুরমা অথবা খেজুর ও ঘি মিশ্রিত হালুয়া অথবা চাউল ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি বলে যে, রুটি থেকে استثناء করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই উক্ত ব্যক্তি যদি ফল-ফলাদি বা খুরমা ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই এগুলো রুটির সাথে খাওয়া হোক বা এর পর খাওয়া হোক। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, আমি রুটি ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা সকালের খানা খাইলে আমার এই এই হবে। তারপর সে সকালে রুটি ভক্ষণ করল এবং এরপর ফল বা খুরমা ভক্ষণ করল এবং এরপর ফল বা খুরমা ভক্ষণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি খেজুর ও ঘি মিশ্রিত হালুয়া খায় তবে আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেন, রুটির পর এসব বস্তু ভক্ষণ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি রুটি খাওয়ার পর বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎই এগুলো খাওয়া হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষান্তরে রুটি খাওয়ার অনেক পরে যদি এসব বস্তু পৃথকভাবে ভক্ষণ করা হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এগুলোকে সকালের খাদ্য বলা হয় না এবং এগুলো ভক্ষণ করার কারণে কেউ متغدى (সকালের খানা ভক্ষণকারী) ও হয় না। যদি উক্ত ব্যক্তি এর দ্বারা শুধুমাত্র রুটির নিয়্যত করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুমায়রীঃ পরিচ্ছেদ কসম ভঙ্গ হওয়ার বিবরণ)। বস্তুতঃ যদি কসমের পূর্বে এমন কোন আলাপ-আলোচনা হয় যার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, শপথকারী ব্যক্তি তার শপথের দ্বারা শুধুমাত্র রুটির কাজেই উদ্দেশ্য করেছে। অন্য কিছু নয়। যেমন এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি আজ দু'টি রুটি ভক্ষণ করবে। এ কথা শুনে সে বলল, আজ সে যদি রুটি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষণ করে তবে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। তাহলে এ কসম শুধুমাত্র রুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং শপথকারী ব্যক্তি যদি রুটি খাওয়ার পর খুরমাও ভক্ষণ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় কসম একাধিক রুটি খাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত হবে। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আজ আমি এক রুটির চেয়ে বেশী খাই তবে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে এ কসম খুব্য (خبز) তথা রুটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। কাজেই রুটি খাওয়ার পর সে যদি খুরমা বা অন্য কোন ফল ফলাদি খায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বস্তুতঃ উপরোক্ত শপথ বাক্যটি নিম্নোক্ত শপথ বাক্যের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ বলল, যদি আমি রুটি জাতীয় বস্তু একটির চেয়ে বেশী ভক্ষণ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তাহলে এক্ষেত্রে কসমটি শুধুমাত্র রুটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। পূর্ববর্তী মাসআলার ক্ষেত্রেও হুকুমটি ঠিক অদ্রূপই। উল্লেখ্য যে, আরবীতে غير رغيف এবং مسوى رغيف ইত্যাদি শব্দগুলোর অর্থ একই (অর্থাৎ রুটি ছাড়া)। (মুহীতঃ ইসতিসনা পরিচ্ছেদ)।

৪৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি (পোশাক) পরিধান করি, খাই বা পান করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে বলল, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য সব ধরনের খাদ্য নয়, বরং বিশেষ ধরনের খাদ্য তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এবং কোনভাবেই তার কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত এবং যাহিরী রিওয়ায়েতও এটিই। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি বলে, যদি আমি পোশাক পরিধান করি অথবা খানা খাই তারপর সে বলে যে, এর দ্বারা বিশেষ ধরনের খাদ্য ও পোশাক আমার উদ্দেশ্য তাহলে তার কথা নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হবে না (শরহে জামিইস সগীরঃ কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের ঘর থেকে কিছুই পান করবে না। তারপর সে তার ঘরে থেকে কোন কিছু ভক্ষণ করল তাহলে সদরুস শহীদ তৎপ্রণীত "ওয়াকি'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমার মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ কসমের দ্বারা সে যদি সর্বপ্রকার পানাহার দ্রব্যের নিয়্যত করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে (মুহীত)। কেউ ফারসী ভাষায় কসম করে বলল যে, আমি অমুকের ঘরের কিছুই খাব না (ازخانه فلاں بچ چیز نخورم) তাহলে এ কসমের মধ্যে সর্বপ্রকার পানাহার দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কোন পানীয় দ্রব্য পান করবে না। তারপর তারা উভয়ে একই বৈঠকে বসে একই পানীয় বস্তু থেকে পান করল তাহলে তার

কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে যদিও তাদের পান পাত্র ভিন্ন ভিন্ন হয়। অনুরূপভাবে যদি কসমকারী ব্যক্তি এক ধরনের পানীয় বস্তু পান করে এবং অপর ব্যক্তি অন্য ধরনের পানীয় বস্তু পান করে এবং তাদের উভয়ের মজলিস একই হয় তবুও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি একই পানীয় বস্তু অথবা একই পাত্র থেকে পান করার নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে (বাদাঈ)।

৪৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের যিয়াফতে একবারে বেশী পান করবে না। তারপর সে তার বাড়িতে একবার এবং তার বাগানে একবার পান করল তাহলে ফকীহ্গণ বলেন, এ ক্ষেত্রে যিয়াফত যদি একটিই হয়ে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে পানি পান করবে না। তারপর সে সুরবার পানি পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের গাভীর দুধ পান করবে না। তারপর (অমুকের) গাভীটি একটি বাচ্চা রেখে মারা গেল। তারপর সেটি বড় হয়ে বাচ্চা প্রসব করার পর শপথকারী ব্যক্তি এর দুধ পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে পানি পান করবে না। এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ ধরনের কোন নিয়্যত ছিল না। এ অবস্থায় সে যে পরিমাণ পানিই পান করুক না কেন তাতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি পুরা পানি পান করার নিয়্যত করে তবে তাও সহীহ্ হবে এবং এ অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে কোন পানীয় বস্তু পান করবে না। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এ অবস্থায় সে যে কোন ধরনের পানীয় বস্তুই পান করুক না কেন তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আসল গ্রন্থের কসম অধ্যায়ে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। আসল গ্রন্থে হীলা (কৌশল) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সে কোন শরাব পান করবেনা। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না তাহলে এ কসম মদের উপর প্রযোজ্য হবে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, প্রকৃত পক্ষে এ মাসআলার দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে (যখীরা)। ইমাম সারাখ্সী (র) বলেন, আরবী ভাষায় কৃত কসমের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি ফারসী ভাষায় কসম করা হয় তবে এ কসম কেবল মাত্র মদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। গ্রন্থকার (র) বলেন, হীলা পরিচ্ছেদে যা বর্ণনা করা হয়েছে তাই ফাতাওয়ার জন্য অধিক উত্তম। (খুলাসা)।

৫০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে, আজ আমি পান করব না তাহলে যে কোন জিনিস পান করার দ্বারাই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি সিরকা এবং ঘি ভক্ষণ করে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীয আল কুরদুরী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে দুধ পান করবে না। তারপর দুধের মধ্যে পানি ঢেলে সে তা পান করল এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি কোন তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কসম করা হয় এবং এই তরল পদার্থের সাথে ভিন্ন জাতীয় কোন তরল পদার্থ মিশ্রিত হয় আর কসমকৃত বস্তু (محلوف عليه) পরিমাণে অন্য বস্তুর তুলনায় বেশী হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যে বস্তুর উপর কসম করা হয় নি যদি এর পরিমাণ কসমকৃত বস্তুর পরিমাণের তুলনায় বেশী হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি উভয় ধরনের বস্তু সমান সমান হয় তবে কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সানের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) গালাবা (غلبه) অর্থাৎ পরিমাণে অধিক হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, কসমকৃত বস্তুর রং যদি অন্য বস্তু হতে স্পষ্ট অর্থাৎ প্রবল হয় এবং মুখে এর স্বাদ অনুভূত হয় তাহলে উক্ত বস্তুটির প্রাধান্য হয়েছে বলে প্রতীয়মান হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, প্রাধান্যের বিষয়টি جزاء তথা অংশ বিশেষের দ্বারা প্রতীয়মান হবে। বস্তুতঃ যদি একই জাতীয় বস্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় যেমন দুধ দুধের সাথে মিশ্রিত হল তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এটি এবং প্রথমোক্ত বিষয়টি হুকুমের দিক থেকে একই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যে বস্তুর পরিমাণ বেশী হবে সেটিই মূল বস্তু বলে গণ্য হবে। তবে এই আধিক্য এখানে রং ও স্বাদের দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সম্ভব নয় বিধায় এখানে এটি সুসাব্যস্ত হবে পরিমাণের দ্বারা। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে শপথকারী ব্যক্তির শপথ সর্বাবস্থায় ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্‌গণ বলেন, এ মতভেদ ঐ সব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যা অন্য বস্তুর সাথে মিশ্রিত হয় ও মিশে যায়। পক্ষান্তরে যে সব বস্তু অন্য বস্তুর সাথে মিলানো হলেও মিশ্রিত হয় না যেমন তেল যদি দুধের সাথে মিশানো হয় এবং তেল পান না করার কসম করা হয় তাহলে এ অবস্থায় সমস্ত ইমামগণের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কুদূরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ যমযমের পানির ব্যাপারে কসম করে বলে যে, সে তা পান করবে না। তারপর ঐ পানি যদি অন্য পানিতে ফেলা হয় এবং এর পরিমাণ যদি যমযম থেকে কম হয় তাহলে এই পানি পান করলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কূপ বা হাউজের পানিতে ফেলার পর তা পান করলে কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

৫১. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে এই মিষ্টি পানি থেকে পান করবে না। তারপর সে এতে লবণাক্ত পানি ঢালল এবং পরিমাণে তা (লবণাক্ত পানি) বেশী হয়ে গেল। এরপর সে ঐ পানি পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে লবণাক্ত পানির ব্যাপারে কসম করার পর যদি তাতে মিষ্টি পানি ঢালা হয় এবং পরে তা পান করা হয় তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে মদ পান করবে না। তারপর অন্য কোন বস্তু যেমন কোন চূর্ণিত বস্তু অথবা শষ্য দানার মধ্যে দুধ চিনি মিশিয়ে তৈরী করা খাদ্যে সে তা ঢেলে দিল এবং তা পান করল। এ ক্ষেত্রে পরিমাণে যেটি বেশি হবে সেটিই ধর্তব্য হবে (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি কসম করল যে নাবীয পান করবে না। তাহলে এ কসম নেশা সৃষ্টিকারী আঙ্গুরের রসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। চাই তা কাঁচা হোক বা ফুটানো হোক। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (ওয়াজীয আল-কুরদুরী)। কেউ যদি কসম করে যে, সে মদ পান করবে না তাহলে সহীহ্‌ মতে তার এ কসম নেশা সৃষ্টিকারী আঙ্গুরের রসের উপর প্রযোজ্য হবে। অন্য কিছুর উপর নয়। চাই তা কাঁচা হোক ফুটানো হোক (মুহীত)। খানিয়্যা গ্রন্থে আছে যে এর উপরই ফাতাওয়া (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি বলে যে, আমি মদ পান করব না এবং হাত দ্বারা ধরবো না। আর এ ব্যাপারে সে কসম করে। তারপর সে যদি ঐ বস্তু হাত দ্বারা ধরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যায় এবং কসমের সময় তার যদি পান করার নিয়্যত না থাকে তাহলে সহীহ্‌ মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওযাজীয আল্‌ কুরদুরী)।

উল্লেখ্য যে, মদ (خمر) ও এর ফারসী مى শব্দ দুটো সহীহ্‌ মতে আঙ্গুরের কাঁচা রসের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অন্য কিছুর উপর নয়। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, আমি নেশাসৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করব না তাহলে কোন কোন ফকীহ্‌ এর মতে তার এ কসম শষ্য দানা দ্বারা তৈরি বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সহীহ্‌ মতে এ ক্ষেত্রে ওরফ তথা দেশ প্রথার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। যদি ওরফের মধ্যে এ জাতীয় বস্তু থেকে তৈরি শরাবকে নেশাসৃষ্টিকারী বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয় তবে তা পান করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে কিসমিসের নাবীয পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল, যে নেশা সৃষ্টিকারী শরাব সে পান করবে না। তারপর সে যে শরাবে নেশা নেই এ জাতীয় শরাবের মধ্যে নেশা সৃষ্টিকারী শরাব ঢালল এবং এর থেকে পান করল। তাহলে তার হুকুম কি এ সম্বন্ধে সমরকন্দবাসী মুফতীগণের ফাতাওয়া হল, যদি মিশ্রিত শরাবের অবস্থা এমন হয় যে, এর থেকে অধিক পরিমাণে পান করলে নেশা সৃষ্টি হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল এমন বস্তুর ব্যাপারে যা পান করা যায় না। তবে এর থেকে যা বের হয় তা পান করা যায়। এ জাতীয় বস্তুর ব্যাপারে কসম করা হলে তার কসমটি ঐ বস্তু থেকে নিংড়ানো পানীয় পান করার উপর প্রযোজ্য হবে। মুনতাকা গ্রন্থে এর বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে এই খুরমা থেকে পান করবে না। তারপর সে যদি এর নাবীয পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ জাতীয় মাসআলা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে মূলনীতি (মুহীত)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, আমি যদি নেশা জাতীয় কোন বস্তু পান করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর তার গলার ভেতর এ জাতীয় বস্তু ঢালা হল এবং তা পেটের ভেতরে চলে গেল। এ পর্যায়ে ফকীহ্‌গণ বলেন, যদি এ নেশাজাতীয় বস্তু তার কোন চেষ্টা ছাড়াই পেটের ভেতরে ঢুকে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ অবস্থার পর সে যদি সেচ্ছায় তা পান করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে গলার ভেতর নেশা জাতীয় বস্তু ঢালার পর সে যদি তা আটকিয়ে রাখে (ভেতরে যেতে না দেয়) এবং পরে পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের পাত্র দ্বারা কোন কিছু পান করবে না। তারপর কসমকারী ব্যক্তি যদি ঐ থেকে পানি হাতে নিয়ে এরপর পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের পানি পান করবে না। তখন সে (কসমকারী) ব্যক্তি কসমকৃত ব্যক্তির দোকানে ছিল। ঐ দোকানে বসা থাকা অবস্থায়ই সে একটি পান পাত্র খরিদ করল এবং রাতে সেটি কসমকৃত (محلوف عليه) ব্যক্তির দোকানে রেখে দিল। এদিকে কসমকৃত ব্যক্তির কর্মচারী খাল থেকে পানি এনে ঐ পাত্রে রেখে পাত্রটি দোকানেই রেখে দিল এরপর সকালে কসমকারী ব্যক্তি এসে পাত্রটি চাইল। তারপর সেটি সে হস্তগত করে এর থেকে পানি পান করল এ অবস্থায় দেখতে হবে,যদি কসমকারী ব্যক্তি তার কসম ভঙ্গ না হওয়ার জন্য কৌশল হিসাবে পাত্রটি খরিদ করে থাকে তবে আশাবাদী যে, এভাবে পান করা দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে কর্মচারী লোকটি কসমকারী ব্যক্তির কর্মচারী বলে গণ্য হবে এবং সে নিজের পানিই নিজের পান করেছে বলে গণ্য হবে (খুলাসা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, এই গ্রামে মদ পান করবে না। তারপর সে ঐ গ্রামের আঙ্গুর বাগানে অথবা ফসলের ক্ষেতে বসে মদ পান করল তাহলে ফকীহ্গণ বলেন, যদি সে গ্রামের আবাদীর মধ্যে বসে অথবা ঐ আঙ্গুরেরর বাগানে বসে মদ পান করে যা গ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি শরাব পান করি অথবা জুয়া খেলি তাহলে আমার এই গোলাম (আযাদ)। এই অবস্থায় কসমকারী যদি এতদুভয় কাজের কোন একটি করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কসমও শেষ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে)। এমনিভাবে যদি কেউ বলে, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমি শরাব পান না করি অথবা জুয়া খেলি তাহলে এই হবে এ অবস্থায় কোন একটি করার দ্বারাই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, যতদিন পর্যন্ত আমি লাল গোলাপ না দেখব শরাব পান করব না। তাহলে তার কসম গোলাপ লাল হওয়া সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি সে প্রকৃত দেখার নিয়্যত না করে থাকে। কোন ব্যক্তি কসম করল যে সে ঔষধ পান করবে না। তারপর সে দুধ বা মধু পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি এ মর্মে কসম করে যে,সে এই দুই বকরীর দুধ পান করবে না। তারপর সে ঐ বকরী দু'টির কোন একটির দুধ পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (সিরাজিয়্যা)।

৫৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে বুখারায় থাকা অবস্থায় মদ পান করবে না। যদি করে তবে তার স্ত্রী তালাক। তারপর কাসরুল মাজূসা[১] (অগ্নিপূজকদের অট্টালিকা)-এর দিকে গেল। এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে মদ পান করল। শায়খ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) বলেন, "বুখারায় থাকা অবস্থায় বা যতদিন সে বুখারায় থাকবে" এর কথার দ্বারা যদি কসমকারী ব্যক্তি বসবাসের নিমিত্তে অবস্থানের নিয়্যত করে এবং তার বসবাস বুখারায় থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এর দ্বারা সে স্বশরীরে অবস্থানের নিয়্যত করে তাহলে কাসরুল মাজূস এর দিকে যাওয়ার পর তার কসমই বাকী থাকবে না। যদি শপথকারী ব্যক্তির মনে কোনরূপ নিয়্যতই না থাকে এবং সে ঐ গ্রামে গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে মদ পান করে তবে তা যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ, কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, যদি আমি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পান করি তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে নেশাসৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করল তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি এর দ্বারা তালাক ও ইতাকের (আযাদীর) নিয়্যত করিনি বরং এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল অপরাপর লোকদেরকে প্রতিহত করা তাহলে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তিনমাস পর্যন্ত কোন নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করবে না। এ কথা শুনে তার স্ত্রী বলল, চার মাস। তারপর স্বামী বলল, اربعة اشهر كير (চার মাস ধরে নাও) এ অবস্থায় ফায়সালা কি হবে এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থায় মুদ্দত চার মাসই হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, চার

১. কাসরুল মাজূস হল বুখারা শহরের নিকটবর্তী বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি গ্রাম। এটি বুখারা শহরের ভেতরে না বাইরে সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে উক্ত মাসআলার দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ গ্রামটি বুখারা শহরের বাইরে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাস হবে না। এ ফায়সালার মূল ভিত্তি হল এই যে যদি কোন ব্যক্তি কসম বাক্য বলে চুপ করার পর কসমের উপর এমন কোন কথাকে عطف (অব্যয় দ্বারা সংযোজন) করে উল্লেখ করে যার ফলে তার নফসের উপর কঠোরতা আরোপিত হয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এটি তার পূর্বোক্ত কসমের সাথে সংযোজিত হবে, আর যদি কসম বাক্য উচ্চারণকরে চুপ করার পর কসমের উপর এমন কোন কথাকে عطف করে যার ফলে তার নিজের নফসের প্রতি আসামী হয় তবে তা কসমের সাথে যুক্ত হবে না। এখানে যে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে এতে প্রথমোক্ত সময়ের পর যে সময়টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে নফসের প্রতি কঠোরতা হয় না আসামী হয় এ ব্যাপারের মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, এতে তার নিজের প্রতি কঠোরতা রয়েছে এই হিসাবে যে চতুর্থ মাসেও সে যদি নেশাজাতীয় বস্তু পান করে তবে স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধমত অভিমত (মুহীত ও যখীরা)।

৫৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) "জামে কবীর" গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে সে কখনো ফুরাতের থেকে পান করবে না, তারপর সে যদি অঞ্জলি ভরে অথবা কোন পাত্র থেকে ফুরাতের পানি পান করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ না সে ফুরাত নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করবে। আর সাহিবাইনের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি উক্ত ব্যক্তি ফুরাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে তাহলে সাহিবাইনের মতে তার ফায়সালা কি হবে। তার কসম ভঙ্গ হবে কিনা? এ সম্পর্কিত কোন মাসআলা কিতাবে উল্লেখ নেই। তবে মাশায়িখে কিরামের এ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, কসম ভঙ্গ হবে না। আবার কারো কারো মতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে। আর যদি সে মুখ লাগিয়ে পান করার নিয়্যত করে থাকে তবে সাহিবাইনের মতে আইন (قضاء) ও নৈতিকতার (ديانة) দৃষ্টিতে তার নিয়্যত সহীহ্ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সে যদি অঞ্জলি ভরে পান করার নিয়্যত করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার নিয়্যত সহীহ্ হবে। কিন্তু বিচারক তার কথা গ্রহণ করবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি ফুরাতের পানিতে মুখ লাগিয়ে বা অঞ্জলি ভরে পান করে থাকে। পক্ষান্তরে অন্য কোন নহর যেখানে ফুরাতের পানি পান করা হয় তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে কোন ইমামের মতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে ফুরাতের পানি থেকে পান করবে না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি অঞ্জলি ভরে পানি পান করল যেখানে ফুরাতের পানি সরবরাহ হয় তবে ইমামগণের সকলের মতেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী)।

৫৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে দাজলা হতে পানি বর্তনে নিয়ে তা পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না দাজলাতে মুখ লাগিয়ে সে পানি পান করবে। কেউ কসম করল যে, সে বৃষ্টির পানি পান করবে না। তারপর বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে দজলায় গিয়ে পতিত হল এবং তারপর সে তার থেকে পানি পান করল তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি বৃষ্টির পানি কোন উপত্যকায় গিয়ে পতিত হয় অথচ পূর্বে

সেখানে অনুরূপ কোন পানি ছিল না অথবা বৃষ্টির পানি কোন মাঠে ময়দানে গিয়ে জমলো এবং সে পানি থেকে উক্ত ব্যক্তি পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ কসম করল যে, সে ঐ নহর থেকে পান করবে না যা দাজলার সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। তারপর সে দজলা থেকে কিছু পানি নিয়ে তা পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (আল্ বাহরুর রায়িক)। কেউ কসম করল যে, সে ফুরাতের পানি অথবা ফুরাতের পানি থেকে পান করবে না। তারপর সে দাজলা জাতীয় কোন নদী থেকে পানি নিয়ে তা পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫৭. মাসআলা ঃ কেউ বলল,[১] তোমাদের কেউ যদি এই নহরের পানি পান কর তবে সে আযাদ। তারপর তারা অনেকেই এর থেকে পানি পান করল। তাহলে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। যদি বলে "যদি তোমাদের কেউ এই পাত্র থেকে পানি পান করে।" আর পানির অবস্থা এমন হয় যে, এক ব্যক্তিই তার একবারে বা দুইবারে পান করে শেষ করে দিতে পারে। এ অবস্থায় যত মানুষই তা থেকে পান করবে তাদের কেউই আযাদ হবে না। (শরহে জামিইল কবীর আল্ হুসায়রী)।

৫৮. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই পাত্র থেকে পান করবে না। তারপর এ পাত্রে যে পানি আছে তা যদি অন্য পাত্রে ঢেলে সে পাত্র থেকে পান করা হয় তবে ইমামগণের ইজমা তথা ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার কসমভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে, সে এইপাত্রের পানি থেকে পান করবে না। তারপর এ পাত্রের পানি যদি অন্য পাত্রে ঢেলে তা পান করে তাহলে ইজমা তথা ফকীহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে, এই মটকা থেকে বা এই মটকার পানি থেকে সে পান করবে না। তারপর তা অন্য মটকায় ঢেলে পান করলেও পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, সে এই মটকার পানি থেকে পান করবে না। তারপর মটকা থেকে কোন পাত্র দিয়ে পানি তোলে ঐ পানি যদি সে পান করে তাহলে ইমামগণের সকলের ঐকমত্য অনুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। এই পাত্র থেকে পান করবে না বলে কেউ কসম করলে তা হুবহু পান করার উপর প্রযোজ্য হবে (ইখতিয়ারু শারহিল মুখতার)।

৫৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আজ যদি আমি এই পাত্র থেকে পানি পান না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ ঐ পাত্রে কোন পানিই নেই। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঐ পাত্রে পানি থাকে এবং রাত্র আসার আগেই তা ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। চাই শপথের সময় তার এ কথা জানা থাকুক যে তাতে পানি আছে অথবা না জানা থাকুক কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উপরোক্ত সব অবস্থায়ই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি ঐ দিনটি অতিক্রান্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র নামে কসম করার ক্ষেত্রেও ইমামগণের মতভেদ প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর) নির্ধারিত সময়ের কথা উল্লেখ করে শপথ করার ক্ষেত্রে আজ বা অদ্যকার দিন কথাটির কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বরং এ হুকুম দিন, মাস বা জুমুআর দিন সব ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য (আল বাহরুর রায়িক)। যদি নির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ না করে

১. অর্থাৎ তার গোলামদের মধ্যে সম্বোধন করে বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শপথ করা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রথমোক্ত অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর শেষোক্ত অবস্থায় সকলের মতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)।

৬০. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, এই পাত্রে যে পানি আছে কিংবা ওই পাত্রে যে পানি আছে তা যদি আজকের দিনে আমি পান না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর এক পাত্রের পানি ফেলে দেওয়া হল তাহলে ইমামত্রয়ের সকলের মতেই তার প্রতিজ্ঞা দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বলবৎ থাকবে। কাজেই রাত্র আসার পূর্বেই সে যদি ঐ দ্বিতীয় পাত্রের পানি পান করে নেয় তাহলে ইমামগণের সকলের মতেই সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি রাত্র আসার আগেই তা পান না করে তবে সকলের মতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর অবস্থা যদি এমন হয় যে পাত্র দু'টির একটির মধ্যে আদৌ কোন পানিই ছিল না। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমতের উপর কিয়াস করার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাটি পানি বিশিষ্ট পাত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার প্রতিজ্ঞা উভয় পাত্রের উপরই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, পাত্র দু'টির কোন একটির পানি পান করার উপর তার কসম প্রযোজ্য হবে। কাজেই সে যদি কোন একটির পানি পান করে নেয় তবে প্রতিজ্ঞায় সে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি পান না করে তাহলে ইমামত্রয়ের সকলের মতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে জামিইল কবীর আল-হুসায়রী ঃ ঈলা পরিচ্ছেদ)।

৬১. মাসআলা ঃ "আল গায়া" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ কসম করে বলল যে, সে এই মটকা থেকে পান করবে না। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, মটকাটি যদি পানিতে ভর্তি থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে উক্ত কসম মটাকাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করার উপর প্রযোজ্য হবে । অন্য কোন অবস্থার উপর নয়। কিন্তু সাহিবাইনের মতে মুখ লাগিয়ে বা অ লিতে ভরে পান করা অর্থাৎ, উভয় অবস্থার উপরই তা প্রযোজ্য হবে। আর যদি পাত্রটি পানিতে পরিপূর্ণ না হয় তাহলে ইমামগণের সকলের মতেই এই কসম অঞ্জলি দিয়ে পান করার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কেউ কসম করে বলে যে, সে এই কূপ থেকে বা এ কূপের পানি থেকে পান করবে না তাহলে এ কসম অঞ্জলি দিয়ে পান করার উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব যদি এ কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তা পান করা হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল্ ওয়াহ্হাজ)।

উপরোক্ত অবস্থায় যদি কসমকারী ব্যক্তি কষ্ট করে কূপে অবতরণ করে এর তলদেশে বিদ্যমান পানিতে মুখ লাগিয়ে অথবা মটকার তলায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করে তবে সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অবশ্যই দাজলার মধ্যখানে থেকে পান করবে। তারপর এমন স্থান থেকে পানি পান করল যাকে দাজলার কিনারা বা প্রান্ত বলা যায় না। যেমন প্রান্ত থেকে ১$\frac{১}{৩}$ বা ১$\frac{১}{৪}$ পরিমাণ দূর থেকে সে পানি পান করল তাহলে সে তার কসমে সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে মদ, মুছাল্লাছ[১] (مثلث) অথবা এই মাদক দ্রব্য পান করবে না। তারপর সে যদি এর কোন একটি পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাতারখানিয়্যা)।

১. মুছাল্লাছ এমন মদ যা এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকা পর্যন্ত অনবরত কেবল জ্বালানো হয়ে থাকে।

৬২. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে এই পানি থেকে পানি পান করবে না। তারপর সেই পানি জমে বরফ হয়ে গেল এবং শপথকারী ব্যক্তি সেই বরফ পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি বিগলিত হওয়ার পর শপথকারী তা পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল যে, অমুক ব্যক্তি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সে (কিছু) পান করবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি মৌখিক অনুমতি না দিয়ে শুধু মাত্র পানির পাত্রটি তার হাতে তুলে দিল এবং সে তা নিয়ে নিল। তারপর ঐ পাত্র থেকে সে পানি পান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়াই সমীচীন। কেননা এটি অনুমতি হিসাবে গণ্য নয়। কেউ বলল, যদি আমি আজ রাতে তোমাকে অমুকের বাড়িতে না নিয়ে যাই এবং তোমাকে মদ পান না করাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে তাকে অমুকের বাড়িতে নিয়ে গেল। কিন্তু মদপান করাল না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি হেমন্তকালে এই আঙ্গুর বাগানের সমস্ত আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করব এবং সাথীদের নিয়ে আমি তা পান করব। কিন্তু এই মদ আমি বাড়িতে নিয়ে যাব না। যদি বাড়িতে নিয়ে যাই তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে বাগানের সমস্ত আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করল এবং সাথীদের সাথে বাগানেই এর কিছু পরিমাণ পান করল। তারপর অপর কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই এর অবশিষ্ট অংশ তার বাড়িতে তুলে নিয়ে গেল এ অবস্থায় উক্ত শপথকারী ব্যক্তির ফায়সালা কি হবে? জবাবে শায়খ নাজমুদ্দীন (র) বলেন, যদি প্রতিজ্ঞা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় "সমস্ত মদ সে নিজে বহন করে বাড়িতে নিয়ে যাবে না। তাহলে সে নিজে যদি কিছু পরিমাণ বহন করে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং তার নির্দেশ ছাড়াই অন্য কোন ব্যক্তি যদি তা তার বাড়িতে পৌছিয়ে দেয় তবে এর দ্বারা তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর প্রতিজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্যে হয় বাগানেই সবগুলো পান করে নেওয়া বাড়িতে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছুই না রাখা তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি তার মনে কোন নিয়্যতই না থাকে তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তিকে মদ পান করার কারণে ভর্ৎসনা করার পর সে কসম করে বলল যে, আঙ্গুর বৃক্ষ থেকে যা বের হয় সে কখনো তা আর পান করবে না। তাহলে এ কসম মদ পান না করার উপরই প্রযোজ্য হবে। কেননা মদ আঙ্গুর বৃক্ষ হতে নির্গত বস্তু হিসাবেই সকলের নিকট পরিচিত (যহীরিয়্যা)।

৬৩. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে আঙ্গুর নিংড়ানোর রস পান করবে না। তারপর আঙ্গুরের দানা বা ছাল নিংড়িয়ে গলার ভেতর ঢালা হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্যই যদি নিংড়ানো রস প্রথমে হাতের তালুতে নেওয়া হয় তার পর তা পান করা হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে আঙ্গুরের নিংড়ানো রস আমার গলার ভেতর ঢুকবে না তাহলে উভয় অবস্থাতেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মাওলানা (র) বলেন, এটি তাদের ওরফের কথা। কিন্তু আমাদের ওরফে তার কসম ভঙ্গ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা প্রথম নিংড়ানিতে আঙ্গুরের যে রস বের হয়ে থাকে একে আঙ্গুর নিংড়ানো রস বলা যায় না। এক ব্যক্তির হাতে একটি পানির পেয়ালা আছে এ অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি এ পানি পান করে নাও অথবা রেখে দাও কিংবা ফেলে দাও অথবা কোন মানুষকে দিয়ে দাও তবে তোমাকে তালাক। ফকীহ্গণ বলেন (তালাক থেকে বাঁচতে হলে) ঐ মহিলা এতে কোন কাপড়

বা তুলা ছেড়ে দিবে যাতে এই কাপড় বা তুলা ঐ পানিকে শোষণ করে নেয়। কিন্তু তিনি বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে ব্যক্তি তার কসমের মধ্যে এ কথা বলে যে, 'অথবা তার থেকে কিছু পানি তুমি পান করে নাও।" পক্ষান্তরে সে যদি অথবা এর থেকে কিছু পানি পান করে নাও। না বলে এবং এ অবস্থায় ঐ মহিলা যদি কিছু পানি পান করে এবং কিছু ফেলে দেয় তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন নির্দিষ্ট পানীয় বস্তু পান করার উপর যদি শপথ করা হয় এবং শপথকারী ব্যক্তি যদি ঐ পানীয় বস্তু একই বারে পান করতে সক্ষম হয় তাহলে এর কিয়দাংশ পান করার দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে একবারেই ঐ পানীয় বস্তু পান করতে সক্ষম না হয় তাহলে এ কসম উক্ত পানীয় বস্তুর কিয়দাংশ পানকরার উপর প্রযোজ্য হবে (মুহীত)।

৬৪. মাসআলা ঃ কেউ কসম করল যে, সে ঔষধ পান করবে না। তারপর সে যদি দুধ বা মধু পান করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (সিরাজিয়্যা)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, মোদ্দাকথা হচ্ছে এ ব্যাপারে মানুষের ওরফ এবং নাম করণের বিষয়টি লক্ষণীয় হবে। দেখার পর লোকেরা যে সব বস্তুকে ঔষধ হিসাবে চিহ্নিত করবে এবং ঔষধ বলে নামকরণ করবে উক্ত কসমটি এর উপরই প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে লোকেরা যে সব বস্তুকে ঔষধ বলবে না তার উপর কসম প্রযোজ্য হবে না। কাজেই শপথকারী ব্যক্তি যদি ঐ ঔষধ ব্যবহার করে তবে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ পানাহার অনুচ্ছেদ)। কেউ আল্লাহ্র নামে কসম করে বলল যে, আমি অবশ্যই আসমান স্পর্শ করবো অথবা আমি অবশ্যই আকাশে উড়বো অথবা আমি অবশ্যই এই পাথরটিকে স্বর্ণে পরিণত করবো। উক্ত ব্যক্তি কসম বাক্য উচ্চারণ করে শেষ করতেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এই কসমে সে গুনাহ্গারও হবে। কেননা এটি এমন একটি কসম যা বাস্তবে রূপায়িত করা স্বাভাবিকভাবে তার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে সে কসমকে অবমাননাকারী বলে সাব্যস্ত হল (তামারতাশী)। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি কসমকে কোন সময়ের সাথে যুক্ত করে বলে যে আমি অবশ্যই আগামীকাল আকাশে আরোহণ করবো তাহলে এ সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। অতএব এই লোক যদি ঐ সময়ের পূর্বে মারা যায় তবে তার উপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা তার কসম ভঙ্গ হয়নি (ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাবার্তার ব্যাপারে শপথ করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি শপথ করে বলে যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তাহলে তার এ কসম ভবিষ্যতে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে– যা কসম বাক্য থেকে পৃথক ও আলাদা হবে। অতএব কেউ যদি বলে যে আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। কাজেই তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও। শপথকারী ব্যক্তি এ কথাটি কসম বাক্যের সাথে সংযুক্ত করে বলল, অথবা এর সাথে কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)। এক বক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তাহলে তুমি তালাক। কাজেই তুমি চলে যাও বা উঠে যাও তাহলে তুমি চলে যাও বা উঠে যাও বলাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এটি কসমের সাথেই সংযুক্ত বাক্য। এ হুকুমের কারণ হচ্ছে এই যে শপথকারী ব্যক্তির কথিত "আমি অমুকের সাথে কথা বলা বলব না অথবা আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি" শব্দাবলী এমন বাক্যের উপরই প্রযোজ্য হবে যা কসমের দ্বারা উদ্দেশ্য। আর তা হল কসম বাক্য সমাপ্তির পর কথিত নতুন বাক্য। পক্ষান্তরে "তুমি চলে যাও অথবা তুমি এখান থেকে উঠে যাও।" যদিও প্রকৃত অর্থে একটি বাক্য কিন্তু এ বাক্য কসমের দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ জাতীয় বাক্য উচ্চারণের কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি فاذهبى (সুতরাং তুমি চলে যাও) এর স্থলে واذهبى (এবং তুমি চলে যাও) বলা হয় এবং এর দ্বারা নতুন কোন বাক্যের ইচ্ছা করা হয় তাহলে তা বিশ্বাস করা হবে। আর যদি فاذهبى (সুতরাং তুমি চলে যাও) এর দ্বারা তালাকের ইচ্ছা করে তবে (فاذهبى) এর দ্বারা এক তালাক পতিত হবে এবং উক্ত কসমের পর কথা বলার কারণে দ্বিতীয় আরেক তালাক ও পতিত হবে। কেননা সে যখন এর দ্বারা তালাকের নিয়্যত করেছে তখন এ বাক্যটি নতুন একটি বাক্য হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেছে। কাজেই এর কারণে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কসমের পর যদি শপথকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তুমি চলে যাও তাহলে ও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কসমের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে এবং তোমাকে তালাক তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু পত্রের মধ্যে একথা লিখে পাঠালে বা এ সংবাদ দিয়ে কোন দূত প্রেরণ করলে বা এ ব্যাপারে ইশারা করলে কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি কসমকারী ব্যক্তি নামাযান্তে সালাম ফিরায় এবং কসমকৃত ব্যক্তি তার ডানে বা বামে থাকে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না (ইতবিয়্যা)।

২. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল, যে সে অমুকের সাথে তার অনুমতি ব্যতিরেকে কথা বলবে না। তারপর সেই ব্যক্তি তাকে অনুমতি দিল কিন্তু এ ব্যাপারে তার জানা ছিল না। তারপর কে তার সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (কাফী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কথা বলবে না এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তারপর সে নামায পড়ল এবং তাতে কিরাআত পড়ল অথবা তাসবীহ ও তাহলীল পড়ল, তাহলে ইস্‌তিহাসান

তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি নামাযের বাইরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং তাসবীহ ও তাহলীল পড়ে তবে আমাদের উলামায়ে কিরামের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন, যদি ফারসী ভাষায় কসম করে বলে যে, সে কথা বলবে না তাহলে নামাযের বাইরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা এবং তাসবীহ ও তাহলীর পাঠ করার কারণে ওরফ হিসাবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এ জাতীয় ব্যক্তিকে কারী (কুরআন তিলাওয়াতকারী) এবং তাসবীহ আদায়কারী বলা হয়। মুতাকাল্লিম বা কথক বলা হয় না। আর এ অভিমতের উপরই ফাতাওয়া (কাফী)। কেউ কসম করল যে, সে কথা বলবে না। তারপর সে নামাযে তাকবীর বলল অথবা দু'আ পাঠ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে নাই। কিন্তু যদি নামাযের বাইরে সে তাকবীর বলে বা দু'আ পাঠ করে এবং আরবী ভাষায় শপথ বাক্য উচ্চারণ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কসম যদি ফারসী ভাষায় করে থাকে তবে নামাযের ভেতরে ও বাইরে তাসবীহ ও তাহলীল পাঠ করাতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর কসমকারী ব্যক্তি কসমকৃত ব্যক্তির পেছনে নামাযে ইক্তিদা করল। তারপর ইমাম অর্থাৎ, কসমকৃত ব্যক্তি নামাযে ভুল করলে কসমকারী ব্যক্তি সুবহানাল্লাহ্ বলে তাকে লুকমা দিল। এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কসমকারী ব্যক্তি এমন একদল লোকের ইমামত করল যাদের মধ্যে কসমকৃত ব্যক্তিও আছে। তারপর সালাত শেষে সে ডানে বামে সালাম ফিরাল তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় সালাম কোনটির দ্বারাই তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে শপথকারী ব্যক্তি ইমাম হয়। পক্ষান্তরে সে যদি মুক্তাদী হয় তবে ফকীহগণ বলেন, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কসমকৃত ব্যক্তি ইমাম হয় এবং কসমকারী ব্যক্তি মুক্তাদী হয় এবং ইমামের ভুল হওয়ার পর সে যদি ইমামাকে লুকমা দেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি কসমকারী ব্যক্তি কসমকৃত ব্যক্তিকে নামাযের বাইরে কুরআন মজীদ শিক্ষা দেয়। তবে ইমামগণের ওরফ মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে কসমকৃত ব্যক্তির সামনে কোন কিতাব পাঠ করল এবং সে তার লিপিবদ্ধ করে নিল। এ অবস্থায় যদি কসমকারী ব্যক্তি তাকে লিখকের নিয়্যতে এরূপ পাঠ করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই অধিক (হাবী)। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে তার সাথে কথা বলবে না। তারপর কসমকারী ব্যক্তি তাকে দূর থেকে আওয়াজ দিল এত বেশি দূর হতে আওয়াজ দিল যে, সে ঐ আওয়াজ শুনল না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি দূরত্ব এই পরিমাণ হয় যে সে ঐ আওয়াজ শুনতে পাইল তাহরে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কসমকৃত ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে এবং কসমকারী ব্যক্তি তাকে ডাক দেয় আর এ ডাকে সে যদি জাগ্রত হয়ে যায় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি জাগ্রত না হয় তবে শামসুল আইম্মা সারখসী (র) বলেন, সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইস সগীর : কাযীখান)। মাশায়িখে কিরামও এ মতের উপরই আছেন এবং এটিই পসন্দনীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিমত (আন নাহ্রুল ফায়িক)। যদি শপথকারী ব্যক্তি এমন এক দল মানুষের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে যাদের মধ্যে শপথকৃত ব্যক্তিও থাকে এবং সে যদি তাদেরকে সালাম করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসমকৃত ব্যক্তি তার শুনতে না পায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি শপথকারী ব্যক্তি এই সালামের দ্বারা শপথকৃত ব্যক্তি ছাড়া কওমের অন্যান্য লোকদের নিয়্যত করে তবে আইন ও নৈতিকতা কোন দিক থেকে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (বাদাঈ)। কসমকৃত ব্যক্তি যে জামাআতের মধ্যে আছে, সেই লোকদেরকে যদি কসমকারী ব্যক্তি সালাম করে তবে জানা না থাকলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কসমকারী ব্যক্তি যদি কসমকৃত ব্যক্তিকে استثناء (ব্যতিক্রম) করে এভাবে বলে যে السلام عليكم الا على فلان (সকলকে সালাম কিন্তু অমুককে নয়) তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি বলে الا على واحد (কিন্তু একজনকে ছাড়া) এবং এর দ্বারা কসমকৃত ব্যক্তির নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে (ইতাবিয়্যা)।

৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর অমুক ব্যক্তি দরজায় করাঘাত করলে কসমকারী ব্যক্তি বলল কে ? অথবা বলল, এ কে? অথবা বলল, ও কে ? তবে কারো কারো মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি বলে কে তুমি তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর কসমকৃত ব্যক্তি তাকে ডাকলে সে লাব্বাইকা বলল অথবা জী হুযুর আমি হাযির আছি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। তাজরীদ গ্রন্থে আছে, দরজায় করাঘাত করার পর কসমকারী ব্যক্তি বলল, এ কে? তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তারপর যদি একজন অপরজনকে বলে, তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। জবাবে দ্বিতীয় জন বলল না ভাল আছি। অথবা বলল, হ্যাঁ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অথবা বলল, আরে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে বলবে না। তারপর ঐ ব্যক্তি অন্য কোন কসমকারী ব্যক্তি বলল, আমি এখানে আছি, লাব্বাইকা ইত্যাদি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি ফারসী ভাষায় কার্য ছাড়া শুধুমাত্র لبى (লাব্বা) বলে তাহলেও এই হুকুম হবে। যেমন- অধিকাংশ লোকদের ওরফে তা বিকৃত রয়েছে (ইতাবিয়্যা)।

৬. মাসআলা ঃ মাজ মূ'উন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছ, কেউ কসম করল যে, সে কথা বলবে না। তারপর খানা খাওয়ায় লিপ্ত হলে তার স্ত্রী এসে তাকে ডাকল এবং উত্তরে সে হ্যাঁ বলল তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর সথে কথা বলবে না। তারপর সে ঘরে প্রবেশ করল। তখন ঐ ঘরে সে মাহিলা ব্যতীত আর কেউই ছিল না। ঘরে প্রবেশ করেই সে বলল, এটি কে রেখেছে অথবা বলল এই জিনিসটি কোথায়? তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে ঘরে ঐ মহিলা ব্যতীত আরো কোন লোক থাকে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি বলে, আমার জানা নেই, এ কাজটি কে করেছে? তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। যদিও তখন সে ঘরে অন্য কেউ না থাকে (খুলাসা)। এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে এমন ইবারতে অমুকের সাথে

কথা বলল যা সে কিছুই বুঝতে পারল না, তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে সে ব্যক্তি কাউকে গালি দিলে শপথকারী ব্যক্তি তাকে এর থেকে বারণ করার ইচ্ছায় শুধুমাত্র ملك[১] বলল। ইত্যবসরে তার কসমের কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং সে চুপসে গেল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ملك এর অর্থ বোধগম্য নয়। কাজেই তা কালাম বা কথা হিসাবে গণ্য হবে না। যদি কসমকৃত ব্যক্তি কসমকারী ব্যক্তির পিতাকে তারপর কসমকারী ব্যক্তি বলে, না বরং তুমিই (এর উপযুক্ত) তবুও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ ফকীহ্গণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে যদি অন্য কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলে এবং তার উদ্দেশ্য হয় যে, সে তার এ কথা কসমকৃত ব্যক্তিকে শুনাবে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে দেয়ালের সাথে কথা বলল এবং বলল, হে দেয়াল! এই কি ওই কি? তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদিও তার উদ্দেশ্য হল, এ কথা অমুককে শুনানো। এর উপরই ফাতওয়া (আল্ ফাতাওয়াস সুগরা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আমার স্ত্রী তালাক যদি আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করি অথবা যদি আমি গোলাম খরিদ করি অথবা যদি আমি পুরুষের সাথে কিংবা কোন মানুষের সাথে কথা বলি, তারপর সে এক মহিলাকে বিবাহ করল কিংবা কোন পুরুষের সাথে কথা বলল কিংবা কোন গোলাম খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কেউ বলে যে, আমি মিসকীন অথবা ফকীরদের সাথে কথা বলব না। তারপর সে যদি তাদের কোন একজনের সাথে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, আমি কোন পুরুষ বা কোন মহিলার সাথে কথা বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করা অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি সমস্ত পুরুষ এবং সমস্ত মহিলার নিয়্যত করে তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি বলে যদি আমি অনেক মহিলাকে বিবাহ করি কিংবা অনেক গোলাম খরিদ করি কিংবা অনেক পুরুষের সাথে কথা বলি তাহলে এ অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য তিন বা তিনের অধিক যদি খরিদ করে বা বিবাহ করে বা এই পরিমাণ মানুষের সাথে কথা বলে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি গোলাম বা মহিলার جنس এর নিয়্যত করে তাহলে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে এবং একজন গোলাম খরিদ করলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল্ হুসায়রী)। উপরোক্ত বাক্যে প্রতিজ্ঞা করার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি তিনের অধিক সংখ্যক লোকের নিয়্যত করে তবে তা সহীহ্ হবে। কিন্তু দু'জনের নিয়্যত করলে তা সহীহ্ হবে না (শরহে তালখীসিল জামিইল কবীর)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, বনী আদম তথা কোন মানুষের সাথে কথা বলবে না। এ অবস্থায় সে যদি কোন এক মানুষের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে সমস্ত মানুষের সাথে কথা বলবে না বলে নিয়্যত করে তবে তার কসম কখনো

১. আসলে পূর্ণ শব্দটি হল ملك যার অর্থ হচ্ছে এরূপ করো না। কসমের কথা মনে পড়ায় কসমকারী ব্যক্তি আর পূর্ণ শব্দটি উচ্চারণ করল না। শুধুমাত্র مل বলে চুপ হয়ে গেল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভঙ্গ হবে না। আর আইনি ও নৈতিকতা উভয় দিক থেকেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে১ (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে অমুক ব্যক্তির এই গোলামের সাথে কথা বলবে না। তারপর ঐ ব্যক্তি তার সে গোলামটি বিক্রি করে দেওয়ার পর শপথকারী ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইস সগীরঃ কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না। এভাবে কসম করে সে যদি কোন নির্দিষ্ট গোলামের নিয়্যত করে তবে তা অমুকের নির্দিষ্ট গোলামের সাথে কথা বলবে না এই কথারই অনুরূপ হবে। যদি কসমকারী ব্যক্তির কোন নিয়্যত না থাকে তারপর সে অমুক ব্যক্তির এমন গোলামের সাথে কথা বলে, যে কসম করার সময়ও তার গোলাম ছিল এবং কসম ভঙ্গের সময়ও তার গোলাম ছিল তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে ঐ ব্যক্তির এমন গোলামের সাথে কথা বলে যে কসমের সময় তো তার গোলাম ছিল কিন্তু কসম ভঙ্গের সময় তার গোলাম ছিল না তাহলে কোন কারো মতেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এমন গোলামের সাথে কথা বলে যে কসমের সময় তার গোলাম ছিল না কিন্তু কসম ভঙ্গের সময় তার গোলাম ছিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে তাহাবী)।

৯. **মাসআলা ঃ** ফকীহ্ আবূ বক্‌র (র) বলেন, কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে তার মুযারাবা ব্যবসার গোলামের সাথে কথা বলল, যাতে তার লাভ আছে বা নেই তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার কসম ভঙ্গ হবে না (হাবী)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের বন্ধু অমুকের স্ত্রী বা অমুকের পুত্র প্রমুখের সাথে কথা বলবে না। কসমের পর অমুক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করল অথবা তার কোন সন্তান হল, এ অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি তাদের কোন একজনের সাথে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে, এক ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের স্ত্রীর সাথে কথা বলবে না। অথচ সে ব্যক্তির কোন স্ত্রীই নেই। পরে সে বিবাহ করল এবং কসমকারী ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্নতর মত পোষণ করেন। হুজ্জাত গ্রন্থে আছে যে, ফাতাওয়া শায়খাইনের অভিমতের উপরই (তাতার খানিয়্যা)। যদি কসমকারী ব্যক্তি এরূপ মহিলার সাথে কথা বলে যাকে তার স্বামী কসমকারীর কসমের পর বায়িনা (তা- ক) করে দিয়েছে অথবা সে এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলে যার সাথে অমুকের বন্ধুত্বের স্থলে শ- তা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে কসমের পর তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর তে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কসমকারী যদি বলে, তার এই স্ত্রী অথবা এই বন্ধুর স- থ আমি কথা বলব না। তারপর ঐ মহিলার স্ত্রীত্ব ও ঐ বন্ধুর বন্ধুত্ব খতম হয়ে যাওয়ার পরও ক- মকারী ব্যক্তি যদি তাদের সাথে কথা বলে তবে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী তার কসম ভ- হয়ে যাবে। কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুক ব্যক্তির গোলামদের সাথে কথা বলবে না তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েতের বর্ণনা মুতাবিক এ কসম

১. এ মাসআলায় দ্বিমত পোষণের অবকাশ র- ছে, কেননা সমস্ত মানুষের কথা সম্ভবপর নয়, কাজেই তার এ নিয়্যত কিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত ক- যায়?

তিনজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই সে যদি তার দশজন গোলামের থেকে শুধুমাত্র তিনজনের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু দুই জনের সাথে কথা বললে তার কসম ভঙ্গ হবে না। মোদ্দাকথা হচ্ছে এ জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে جمع (বহু)-এর সংখ্যা পাওয়া-যাওয়া জরুরী (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কসমকারী ব্যক্তি جمع এর নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (ইতাবিয়্যাঃ পানাহারের বিষয়ে শপথ করা অনুচ্ছেদ)।

১০. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কসম করে যে, সে অমুকের স্ত্রীদের সাথে অথবা বন্ধুদের সাথে কথা বলবে না তাহলে অমুকের সব স্ত্রী বা সব বন্ধুদের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। যদি কেউ কসম করে যে, সে অমুকের ভাইদের সাথে অথবা সন্তানদের সাথে কথা বলবে না, তাহলে সকলের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি অমুকের ভাইদের সাথে কথা বলব না, অথচ তার ভাই একজনই (একাধিক নয়)। এ কথা জানা থাকা সত্ত্বেও সে যদি ঐ এক ভাইয়ের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি জানা না থাকে তবে এই এক ভাইয়ের সাথে কথা বলার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আলফাতা ওয়াল কুবরা)। কেউ কসম করল যে, সে এই চাদরওয়ালা ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর চাদরটি বিক্রি করে দেওয়ার পর সে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলল, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি চাদর ক্রয়কারী ব্যক্তির সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিউস সগীরঃ কাযীখান)। কেউ বলল, যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি তবে আমার উপর ততটি কসম ওয়াজিব হবে যতটি অমুক চাইবে। তারপর সে অমুক ব্যক্তির সাথে কথা বলল, এবং ঐ লোক তিনটি বা এর চেয়ে কম বা বেশী কসম চাইল তাহলে তার উপর এগুলো ওয়াজিব হবে না। (শুধুমাত্র তার উপর একটি কসমই ওয়াজিব হবে) (মুহীত)। যদি কেউ কসম করে বলে যে, আমি তার আশে পাশে যাব না তাহলে এ কথা আমি তার সাথে বলব না এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে (খুলাসা)।

১১. **মাসআলা ঃ** ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে সে আযাদ বা এ আযাদ। তারপর কসমকারী ব্যক্তি অমুকের সাথে কথা বলল তাহলে মালিকের ইখতিয়ার থাকবে সে তাদের যে কারো উপর আযাদী প্রয়োগ করতে পারবে। কেউ বলল, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে আমার প্রত্যেক গোলাম বা দাসী যার আমি মালিক হবো সে আযাদ। তারপর সে অমুকের সাথে কথা বলল তাহলে দাস-দাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই এ আযাদী প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সে যে গোলাম বা দাসীর মালিক হবে তারা প্রত্যেকেই আযাদ হয়ে যাবে। কেউ যদি বলে, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে আমার উপর হজ্জ বা উমরা অপরিহার্য হবে। তারপর সে যদি অমুকের সাথে কথা বলে তবে তার ইখতিয়ার থাকবে, সে তার ইচ্ছাকৃত যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারবে (মুহীত)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার শাশুড়ীর সাথে কথা বলবে না। তারপর সে ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। তখন শাশুড়ী স্বীয় জামাতাকে বলল, কি হয়েছে তোমার? এমন করো না। এ কথার উপর জামাতা বলল, আমি তার খোরপোশ দিচ্ছি!

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর সে বলল এর দ্বারা আমার শাশুড়ীর জবাব প্রদান করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি তো আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করেই এ সব কথা বলেছি। তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে। সহীহ্ মতানুসারে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না (যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি আমার পিতার সাথে কথা বলি তাহলে আমি যত কিছুর মালিক সবই সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এই প্রতিজ্ঞা থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে, নিজের সমুদয় মালামাল কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট নেকড়ায় জড়ানো কোন কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে। তারপর নিজের পিতার সাথে কথা বলবে। তাহলে তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। তারপর খিয়ারে রুয়াতের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় নাকচ করে দিবে।১ (খুলাসা)। ফকীহ বিশ্‌র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি অমুকের সাথে কথা বল তবে তোমার গোলাম আযাদ। তারপর দ্বিতীয়জন বলল, কিন্তু তোমার অনুমতি সাপেক্ষে। তারপর যদি সে ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়া উক্ত ব্যক্তির সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাতার খানিয়্যা)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে ব্যক্তি গোশত বিক্রি করতে আসলে কসমকারী ব্যক্তি তাকে হে গোশতওয়ালা! বলে ডাকল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কসমকৃত ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর আল্‌হামদুলিল্লাহ্ বলল। তারপর কসমকারী ব্যক্তি ইয়ার হামুকাল্লাহ্ বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি কসমকারী ব্যক্তি বাজারে থাকে এবং সে গোশত বলে, আর কসমকৃত ব্যক্তিও সেখানে থাকে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (ওয়াজীয ঃ আল্‌কুরদুরী)। কোন ব্যক্তি বলল, যদি এই দুই ব্যক্তির কোন একজনের সাথে আমি কথা বলি তবে আমার স্ত্রীদের মধ্যে একজনকে তালাক। তারপর সে ঐ দুই ব্যক্তির সাথে একই কথা বলল, তবে দুই তালাক পতিত হবে। সে ইচ্ছা করলে উভয়ের উপর এই তালাক পতিত করতে পারবে (কাফী)। এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে তালাক সম্পর্কিত কোন কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর আবার বলল, তুমি যদি চাও তবে তোমাকে তালাক। এ কথা শুনে মহিলা বলল, আমি চাই না। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে শির্‌ক সম্পর্কিত কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তার স্ত্রীকে বলল اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ তাহলেও উক্ত হুকুম হবে। হযরত হাসান (র) বলেন, উপরোক্ত সমুদয় বিষয়ে নিয়্যতের বিষয়টি ধর্তব্য হবে। অর্থাৎ যে যা নিয়্যত করবে সে অনুসারেই হুকুম হবে। সে যদি বলে, আমি কোন কিছুই নিয়্যত করি নি তাহলে হাসান (র) বলেন, আমার মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, প্রথমোক্ত অভিমতটিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর কোন কোন ফকীহ্ হাসান (র)-এর অভিমতটিকে পসন্দ করেছেন। আসাদ ইব্‌ন আমর (র)-কে জিজ্ঞাস করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, আমি যদি তোমার প্রতি যিনার অপবাদমূলক কোন কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তাকে বলল, তুমি যানিয়া ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (খুলাসা ঃ ৩য় অনুচ্ছেদ ঃ তালাকের ব্যাপারে কসম করা)।

১. অর্থাৎ বিক্রিত মাল বা পণ্য দেখার পর তা রাখা না রাখার ব্যাপারে যে ইখতিয়ার হাসিল হয় একে খিয়ারে রুয়াত বলে।

১৩. মাসআলা ঃ বিবাহের পর সহবাসের পূর্বে কেউ যদি তার স্ত্রীকে তিনবার বলে, আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে তুমি তালাক তাহলে দ্বিতীয় বার এই শপথবাক্য উচ্চারণের কারণে তার প্রথম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর আমাদের ইমামদের মতে দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি সংঘটিত হবে। তারপর তৃতীয়বার এই বাক্য উচ্চারণ করার কারণে সংঘটিত প্রতিজ্ঞাও প্রতিজ্ঞার ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। আর এই তৃতীয় প্রতিজ্ঞাটি প্রতিজ্ঞা হিসাবেই সংঘটিত হবে না। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি তৃতীয়বার কসম বাক্য উচ্চারণ না করে এবং ইত্যবসরে ঐ মহিলার সাথে বিবাহ হয়ে যায়, এরপর কসমকারী ব্যক্তি যদি তার সাথে কথা বলে তবে আমাদের মতে দ্বিতীয় শপথের কারণেই সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (কাফী)। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি যদি অমুক ও অমুকের সাথে কথা বল তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে তাদের একজনের সাথে কথা বলল দ্বিতীয়জনের সাথে বলল না, এ অবস্থায় কসমকারীর নিয়্যত যদি এরূপ হয় যে, যখন পর্যন্ত সে দুই জনের সাথে কথা না বলবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অথবা তার কোনই নিয়্যত ছিল না তবে এই দুই অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে এরূপ নিয়্যত করে থাকে যে, এক জনের সাথে কথা বললেও তার কসম ভঙ্গ হবে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্মর্তব্য যে, যদি এ ঘটনা এমন দেশে ঘটে যে দেশের ওরফের মধ্যে ব্যক্তিকতার বিষয়টি ধর্তব্য হয়। সমষ্টির বিষয়টি ধর্তব্য না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কসমকারীর নিয়্যত বিষয়টি ধর্তব্য হবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক এবং অমুকের সাথে কথা বলবে না। এ পর্যায়ে যদি তার নিয়্যতে কোন কিছু না থাকে অথবা এরূপ নিয়্যত থাকে যে, উভয়ের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না তাহলে একজনের সাথে কথা বলার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে একজনের সাথে কথা বলার দ্বারাও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত হিসাবেই হুকুম হবে। শায়খ আবুল কাসিম আস সাফ্‌ফার (র) বলেন, কসমকারী যদি কোন নিয়্যতই না করে তবে তাদের একজনের সাথে কথা বললেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু পসন্দনীয় অভিমত হল কসম ভঙ্গ হবে না (আল ফাতাওয়াল কুবরা)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, আমি এই দুইব্যক্তির সাথে কথা বলব না, তাহলে তাদের একজনের সাথে কথা বললে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে একজনের সাথে কথা বলার দ্বারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার নিয়্যত করে তবে মাশায়িখে কিরামের মতে তার এ নিয়্যত সহীহ্ হবে না। গ্রন্থকার (র) বলেন, নিয়্যত সহীহ্ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন কোন সময় দ্বিবচনের দ্বারা একবচনও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কাজেই যদি সে এরূপ নিয়্যতের কথা বলে এবং এর দ্বারা তার নফসের প্রতি কঠোরতাও হয় তবে তার নিয়্যত সহীহ্ বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ও খুলাসা)। কেউ যদি বলে এই কসমের লোকদের সাথে অথবা বাগদাদবাসী লোকদের সাথে কথা বলা আমার উপর হারাম। তারপর সে তাদের কোন এক মানুষের সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি পূর্বোক্ত মাসআলা "আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই দুই ব্যক্তির সাথে কথা বলব না" এর খিলাফ। কেননা সেখানে আমরা বলেছি যে তার কসম সর্বসম্মতিক্রমে ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ফাতাওয়ার জন্য এই মতটিকেই আমরা পসন্দ করেছি। এখানেও তাই হওয়া চাই। (আল

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়াল কুবরা! নবম অনুচ্ছেদ)। কেউ বলল যে, অমুক এবং অমুকের সাথে কথা বলা আমার উপর হারাম। তারপর সে তাদের একজনের সাথে কথা বলল, তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি তাদের প্রত্যেকের সাথে কথা বলার নিয়্যত করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফাতাওয়ার জন্য এটিই পসন্দনীয় অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ যদি কসম করে বলে, আমি অমুক অথবা অমুকের সাথে কথা বলব না। তারপর সে তাদের কোন একজনের সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে, আমি কথা বলব না অমুকের সাথে এবং না অমুকের সাথে তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আল্লাহ্‌র কসম আমি কথা বলব না অমুকের সাথে অথবা অমুকের সাথে এবং অমুকের সাথে। তারপর সে যদি প্রথম জনের সাথে এবং শেষ দু'জনের সাথে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে আল্লাহর কসম! আমি কথা বলব না অমুকের সাথে এবং অমুকের সাথে অথবা অমুকের সাথে তবে প্রথমোক্ত দু'জন অথবা শেষোক্তজনের সাথে কথা বললে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শুধুমাত্র প্রথমোক্ত একজনের সাথে অথবা শেষোক্ত জনের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী)। এক ব্যক্তি বলল, ঘরের ভেতর যে লোক আছে তার সাথে কথা না বলে আমি যদি এই ঘর থেকে বের হই তবে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ ঐ ঘরে কোন লোকই নেই। এ অবস্থায় সে বিনা কারণে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে গেলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কিত করে কসম বা প্রতিজ্ঞা করা)। কেউ তার দাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলল, যখনই আমি তোমাদের কারো সাথে কথা বলব তখনই সে আযাদ বলে গণ্য হবে। তবে একজনকে বাদ দিয়ে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। তারপর সুস্থ অবস্থায় সে চারজনের সাথে কথা বলল এবং এ হুকুম থেকে কার বিষয়টি ব্যতিক্রম তা বর্ণনা করার আগেই সে মারা গেল তাহলে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে (কাফী)। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি অমুকের সাথে এ কথা বল, তবে তুমি তালাক। তারপর এ মহিলা অমুক ব্যক্তির সাথে সে কথা এমন ইবারতে বলল, যা সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় নি তাহলেও তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। যেমন কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে অমুকের সাথে এমন ভাষায় কথা বলল যে, অমুক তা বুঝতে পারল না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ হুজ্জাত গ্রন্থে আছে যে, কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন কিছুর সাথেই কথা বলবে না। তারপর সে নির্বাক কোন জড় পদার্থ বা জীব-জানোয়ারের সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কোন শিশুর সাথে কথা বলে এবং সে শিশু তা বুঝে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি না বুঝে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। (তাতারখানিয়্যা)। হযরত শামসুল আইম্মা আউয জান্দী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এক ব্যক্তি কসম করেছে যে, সে কারো সাথে কথা বলবে না। তারপর ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে এক কাফির ব্যক্তি তার নিকট আসল। এখন তার করণীয় কি? জবাবে শামসুল আইম্মা (র) বলেন,

সে ইসলামের গুণাগুণ বর্ণনা করবে এবং এমন কথা বর্ণনা করবে যাতে সে মুসলমান হয়ে যায়। তবে কসমকারী ব্যক্তি তার সাথে কোন কথা বলবে না।[১] তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ নিজ স্ত্রীকে পর পুরুষের সাথে কথা বলতে দেখে ক্রোধের বশে স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি পুনরায় পর পুরুষের সাথে কথা বল তবে তুমি তালাক। তারপর এই মহিলা তার স্বামীর এমন কোন ছাত্রের সাথে কথা বলল যে তার কোন মাহরাম আত্মীয় নয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলল যে, ঐ মহিলার বাড়ীতে বাস করে এবং যার সাথে তার পরিচয়ও আছে তবে সে তার মাহরাম আত্মীয় নয় অথবা সে তার রক্ত সম্পর্কীয় এমন কোন ব্যক্তির সাথে কথা বলল যে, তার মাহরাম আত্মীয় নয় তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এক ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না। তারপর সে এক ব্যক্তির সাথে কথা বলল এবং বলল যে, আমার উদ্দেশ্যে ছিল অন্য কোন ব্যক্তি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি বলে আমি কোন পুরুষের সাথে কথা বলব না তাহলে এ কসম পুরুষ জাতীয় লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই যে কোন পুরুষের সাথে কথা বললেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ কসম করল যে, সে এই যুবকের সাথে কথা বলবে না। তারপর ঐ যুবক বৃদ্ধ হওয়ার পর কসমকারী ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (হাবী)। কেউ কসম করল যে, সে কোন বালকের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে কোন বৃদ্ধের সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কেউ কসম করল যে, সে কোন পুরুষের সাথে কথা বলবে না। তারপর সে কোন বালকের সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে যদি কোন মহিলার সাথে কথা বলে তবে তার গোলাম আযাদ। তারপর সে কোন বালিকার সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি বলে আমি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে কোন বালিকাকে বিবাহ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা বাল্যকাল কথা বন্ধ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক। কাজেই মহিলার ব্যাপারে যে কসম সংঘটিত হয় সে কসমের মধ্যে সাধারণতঃ কোন বালিকাকে উদ্দেশ্য করা যায় না। কিন্তু বিবাহের বিষয়টি এমন নয়। (আল বাহরুর রায়িক)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে কথা বলবে না বালকের সাথে কোন কিশোরের সাথে কোন যুবকের সাথে অথবা কোন বৃদ্ধের সাথে। তাহলে আমরা বলব যে, শরীআতে গোলাম (غلام) বলা হয় এমন কম বয়সী পুরুষকে যে এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরই সে যুবক হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে,

১. আর যদি কসমকারী ব্যক্তি দেখে যে, তার কথা না বলার কারণে ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে দ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সদিচ্ছা নষ্ট হয়ে বিরূপ মানসিকতারও সে শিকার হয়ে যেতে পারে। তাহলে তার জন্য উচিত হবে কসম ভঙ্গ করে লোকটিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং পরে কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা আদায় করে দেওয়া।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পনের থেকে ত্রিশ বছর বয়সী পুরুষকে যুবক বলা হয়। যত দিন পর্যন্ত না তার চুল লালবর্ণ ধারণ করবে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সীকে কাহল (মাঝারী বয়স) এবং পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিকে শায়খ (বৃদ্ধ) বলা হয়। পক্ষান্তরে পনের বছর হতে কম বয়সীকে যুবক ত্রিশ বছর থেকে কম বয়সীকে মাঝারী বয়সী এবং পঞ্চাশ নিম্ন বয়সী ব্যক্তিকে শায়খ বলা যায় না। উল্লেখ্য যে, পঞ্চাশ নিম্ন বয়সের দিকেই মানুষের চুল কিছুটা রক্তিমাভা ধারণ করে থাকে। কুদূরী গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, পনের থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিকে যুবক বলা হয়। তবে যদি এর পূর্বেই তার চুলের মধ্যে রক্তিমাভা পরিলক্ষিত হয় তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে। ত্রিশ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্তের বয়সকে কাহল (মাঝারী বয়স) বলা হয়। আর পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিকে শায়খ (বৃদ্ধ) বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিকে শায়খও বলেন এবং কাহ্‌ল (মাঝারী বয়স) ও বলেন। "ওয়াসায়ান নাওয়াযিল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, ত্রিশ বছর বয়সী ব্যক্তি হল, মাঝারী বয়সী মানুষ। তার থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তি হল, মাঝারী বয়সী মানুষ। তারপর তখন তার বয়স পঞ্চাশ হয়ে যাবে তখন সে শায়খ অর্থাৎ, বৃদ্ধ বলে গণ্য হবে। "নাওয়াদিরে ইব্‌ন সামাআ" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত বয়সী লোকদের কে কাহ্‌ল (মাঝারী বয়স) আর পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী লোকদেরকে শায়খ বলা হয়। যদিও তার চুল সাদা না হয়। যদি কারো বয়স চল্লিশের উপরে হয় এবং তার পাকা চুলের পরিমাণ খুব বেশী হয় তবে তাকেও শায়খ বলা হলে হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কালো চুলের পরিমাণ বেশী হলে তাকে শায়খ বলা যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, পনের বছর হতে কম বয়সী ব্যক্তিকে গোলাম (কিশোর) পনের বা তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিকে যুবক এবং চল্লিশ বা তদূর্ধ্ব বয়সী তথা ষাট বছর পর্যন্ত ব্যক্তিকে মাঝারী বয়সী মানুষ বলা হয়। কিন্তু যদি তার চুলের মধ্যে পাকা চুলের সংখ্যা বেশী হয় তবে তাকেও শায়খ বলা যাবে। যদিও তার বয়স পঞ্চাশের কোটায় না পৌঁছে। উল্লেখ্য যে, চল্লিশ বয়স না হওয়া পর্যন্ত কাহ্‌ল (মাঝারী বয়সী) হবে না এবং চল্লিশ অতিক্রম না করা পর্যন্ত শায়খ হওয়া যাবে না।

২০. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক গোত্রের ইয়াতীমদের সাথে কথা বলবে না অথবা কসম করে বলল, সে অমুক গোত্রের বিধবা মহিলাদের সাথে কথা বলবে না অথবা কসম করে বলল, সে অমুক গোত্রের অকুমারী মহিলাদের সাথে কথা বলবে না। অথবা কসম করে বলল, সে অমুক গোত্রের স্বামী হারা মহিলাদের সাথে কথা বলবে না। তাহলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল ইয়াতীম বলা হয় এমন পিতৃহীন শিশু বা বালককে যে এখনো পর্যন্ত বালিগ হয় নি। বালিগ হওয়ার পর আর তাকে ইয়াতীম বলা যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) আল্ কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। অভিধান শাস্ত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতামত প্রামাণ্য দলীল। আরমিলা (الأرملة) বলা হয়, এমন বালিগ ফকীর ও মুখাপেক্ষী মহিলাকে যে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।[১] চাই স্বামী তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। উল্লেখ্য যে আরমিলা শব্দটি কেবল মাত্র মহিলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমনিভাবে এ শব্দটি স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন বালিগ মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং প্রযোজ্য তাগরীব মুখাপেক্ষী মহিলার ক্ষেত্রে। ইমাম

১. চাই স্বামী মারা যাওয়ার কারণে হোক বা তালাকের কারণে হোক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মদ (র) আল কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর অভিধান শাস্ত্রে তার অভিমত প্রামাণ্য দলীল আয়্যিম (الأيم) বলা হয় এমন মহিলাকে যার সাথে সহবাস করা হয়েছে বৈধ বিবাহের সূত্রে অথবা ফাসিদ বিবাহের সূত্রে অথবা অন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। চাই সে ধনী হোক বা গরীব নাবালিগা হোক বা বালিগা। ইমাম মুহাম্মদ (র) আল্ কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সায়্যিবা (الثيبة) বলা হয় এমন মহিলাকে যার সাথে হালাল বা হারাম উপায়ে সহবাস করা হয়েছে। চাই তার স্বামী থাকুক বা না থাকুক চাই সে নাবালিগা হোক বা বালিগা ধনী হোক বা গরীব। ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (যখীরা ঃ অনুচ্ছেদ সপ্তবিংশ মানুষের গুণাবলীর পরিচিতি)

২১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল,

ان كلمتك الا ان تكلمني او الى تكلمني او حتى تكلمني فكذا

(তুমি আমার সাথে কথা না বলা পর্যন্ত যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি তবে এই এই হবে)। তারপর তারা পরাপর একে অপরকে সালাম করল তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত অনুসারে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দুই ব্যক্তি মক্কার দিকে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের একজন যদি কসম করে বলে যে, সে অপর জনের সাথে কথা বলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মক্কা থেকে ফিরে আসবে। তারপর তারা উভয়ে রাস্তা থেকে ফিরে আসা অবস্থায় যদি শপথকারী ব্যক্তি অপরজনের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ হুকুম মক্কা গিয়ে ফিরে আসার অবস্থার উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি তাদের উভয়ের মাঝে ব্যতিক্রম কিছু ঘটে যায় তবে এর হুকুম হবে ভিন্ন (ইতাবিয়্যা)। এক ব্যক্তি তার সাথীকে বলল, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার সাথে প্রথমে কথা বলি অথবা বলল, যদি আমি তোমার আগে বিবাহ করি তারপর উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হল এবং একসাথে তারা পরস্পর একে অপরকে সালাম করল অথবা এক সময়েই তারা বিবাহ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (কাফী)। এ ঘটনার পর প্রতিজ্ঞাকারী ভঙ্গ হবে না (কাফী)। এ ঘটনার পর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি থেকে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে। এই প্রতিজ্ঞার কারণে সে কখনো আর কসম ভঙ্গকারী হবে না। কেননা তার পক্ষ থেকে কথার সূচনাকরার সম্ভাবনা আর বাকী নেই। কারণ এ ঘটনার পর প্রতিজ্ঞাকারীর পক্ষ হতে যত কথাই পাওয়া যাবে সবটাই হবে প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির কথার পর (আগে নয়)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ তার স্ত্রীকে বলল, যদি আমি তোমার সাথে প্রথমে কথা বলি তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা বলল, আমি যদি তোমার সাথে প্রথমে কথা বলি তবে আমার দাসী আযাদ। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে কথা বলল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে মহিলার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা সে প্রথমে কথার সূচনা করে নি। আর যদি উভয়ের প্রতিজ্ঞা একই সাথে সংঘটিত হয় তবে উভয়ের জন্য সমীচীন হবে একই কথা বলা। তাহলে তাদের কারো প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে এক ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, আমার সাথে তোমার কথা বলার আগেই যদি আমি তোমার সাথে কথা বলি তবে

তারপর সে যদি কূফার সমস্ত মানুষের সাথে কথা বলে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুমায়রী কসম অধ্যায়)। যায়দ ও আমর এই দুই মালিকের অধীনে এক দাসী আছে। তারা উভয়েই এই দাসীর সন্তানের নসবের (পিতা হওয়ার) দাবী করল। তারপর বিচারক তাদের উভয়ের অনুকূলে নসবের ফায়সালা প্রদান করেছেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি যায়দের পুত্রের সাথে কথা বলি তবে আমার গোলাম আযাদ। তার পর তারা উভয়ে ঐ বাচ্চার সাথে কথা বলল, তাহলে তাদের উভয়ের কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তাহলে আমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব ঐ কথায় যা তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বলে যা তার যাতের জন্য শোভনীয় নয়। তারপর সে তার সাথে কথা বলল। তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে কি? জবাবে শায়খ নাজমুদ্দীন (র) বলেন, তার উপর কসমের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর মাহলুফ আলাইহি অর্থাৎ কসমকৃত ব্যক্তি কসমকারী ব্যক্তিকে কোন আনন্দদায়ক বিষয়ের সংবাদ দিলে সে আলহাম্দুলিল্লাহ্ বলল, অথবা কোন বেদনাদায়ক বিষয়ের সংবাদ দিলে সে ইন্নালিল্লাহ্ পড়ল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (তাতার খানিয়্যাঃ মুলতাকাত এর সূত্রে)। পক্ষান্তরে দুঃসংবাদ শুনার পর কসমকৃত ব্যক্তি যদি বলে, আল্লাহ্ আমাকে এবং তোমাকে উভয়কে হিফাযত করেন। তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি, তবে ঘরে প্রবেশ করা আমার উপর হারাম। তারপর সে ঐ লোকের সাথে কথা বলে ঘরে প্রবেশ করল তারপর অপর এক ব্যক্তির সাথেও কথা বলল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে অমুকের সাথে কথা বলাও হারাম হবে। তাহলে তার দুই কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ দুই কসমের কাফ্ফারা তার উপর ওয়াজিব হবে (তাতার খানিয়্যা : জামউল জাওয়ামি' এর সূত্রে)। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি অমুক মহিলার সাথে কথা বল তবে তোমাকে তালাক। তারপর মাহলূফ (কসমকৃত) মহিলা একদা নিজের কাপড় ধৌত করছিল এমতাবস্থায় সেই মহিলা[১] এসে তাকে বলল, তুমি কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছো? তারপর কসমকৃত মহিলা জ্ঞাতশারে যে, এই মহিলাই সেই মহিলা অথবা অজ্ঞতাশারে বলল যে, না আমি ভাল আছি অথবা আরো বলল, তাহলে এর দ্বারা কথা বলা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং উক্ত মহিলাও তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল এই যে, আলোচনা, কথাবার্তা ও সম্বোধন তখনই প্রমাণিত হবে যদি এ সব বিষয় সামনা সামনি ও সরাসরি হয়। অন্যথায় হবে না (ইতাবিয়্যা)।

২৬. মাসআলা ঃ জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, যদি তুমি আমাকে এ মর্মে সংবাদ প্রদান কর যে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে তাহলে আমার স্ত্রী তালাক অথবা বলল, আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে এ সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে, তুমি যদি আমাকে অমুকের আগমনের খবর প্রদান কর তবে এই

১. অর্থাৎ যার সাথে কথা বলার শর্তারোপ করে শপথ করেছিল।

আমার গোলাম আযাদ। তারপর তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তারা প্রত্যেকেই যদি একে অপরকে সালাম করে এবং তাদের কথা যদি একই সাথে হয়ে থাকে তবে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কতিপয় মানুষ মজলিসে বসে কথা-বার্তা বলতেছিল। ইত্যবসরে তাদের একজন বলে উঠল যে, এরপর যে ব্যক্তি কথা বলবে তার স্ত্রী তালাক। তারপর প্রতিজ্ঞাকারী নিজেই তার স্ত্রীর সাথে কথা বলল, তাহলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খিযানা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, যে ব্যক্তি আবদুল্লাহ্র গোলামের সাথে কথা বলবে তার এই এই হবে অথচ প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ্। আর তার গোলাম তো আবদুল্লাহ্রই গোলাম। কাজেই সে যদি তার নিজের গোলামের সাথে কথা বলে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্র কসম! আমি অমুকের সাথে কথা বলব না, আস্তাগ্ফিরুল্লাহ ইনশাআল্লাহ্ তা'আলা, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার এই ইস্তিছনা (استثناء) সহীহ্ হবে এবং دیانۃ তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্র কসম আমি কারো সাথে কথা বলব না। কিন্তু অমুক অথবা অমুক তবে তার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের সাথে কথা বলার অথবা, তাদের এক জনের সাথে কথা বলার। অর্থাৎ তাদের উভয়ের সাথে কথা বললে বা একজনের সাথে কথা বললে তার কসম ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী)। যদি কেউ বলে যে আমি বসরাবাসী বা কূফাবাসী পুরুষ লোক ব্যতীত কারো সাথে কথা বলব না তারপর সে বসরাবাসী বা কূফাবাসী পুরুষ ব্যক্তির সাথে কথা বলল অথবা উভয় দেশীয় ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি সে বসরা বা কূফার বহু পুরুষের সাথে কথা বলে অথবা যদি সে বসরা বা কূফার সমস্ত পুরুষদের সাথে কথা বলে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, আল্লাহ্র কসম! এই দুই পুরুষ ব্যক্তির কোন একজন ব্যতীত আমি আর কারো সাথেই কথা বলব না তাহলে একজন হবে مستثنى (এই কসম থেকে ব্যতিক্রম)। কাজেই সে যদি তাদের একজনের সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু উভয়ের সাথে কথা বললে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, لا اكلم احد من هذين الرجلين এবং والله لا اكلم احدا من الناس الا احد من هذين الرجلين উভয় বাক্য মর্মগত দিক থেকে একই[১] কেউ বলেন কূফা বা বসরাবাসী দুই পুরুষ ব্যক্তির কোন একজন ব্যতীত আমি কখনো কারো সাথে কথা বলব না এ অবস্থায় সে যদি তাদের উভয়ের সাথে বা তাদের একজনের সাথে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে لا اكلم احدا ابدا الا واحدا من هذين الرجلين كوفيا او بصريا বলে কসম করলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, কূফার এক ব্যক্তি ব্যতীত আমি আর কারো সাথেই কথা বলব না। তারপর সে কূফার দুই ব্যক্তির সাথে কথা বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে, কূফার লোক ব্যতীত আমি কারো সাথেই কথ বলব না।

১. এই দুই আরবী বাক্যের অনুবাদ ঃ এ দু'জন পুরুষের একজন ব্যতীত আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। তারপর ঐ ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকারীকে মিথ্যা সংবাদ দিল তাহলে তার গোলাম আযাদ হবে না।[১] এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি আমাকে এ মর্মে সংবাদ দাও যে, আমার স্ত্রী ঘরে আছে তাহলে এই হবে। তারপর ঐ লোক তাকে মিথ্যা সংবাদ দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি আমার স্ত্রী ঘরের ভেতর কোন স্থানে আছে সে সম্পর্কে তুমি যদি আমাকে সংবাদ দাও বলে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি বলল, তুমি যদি আমাকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে অথবা বলল, তুমি যদি আমাকে অমুক ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দাও তবে এই এই হবে তারপর সে লোক তাকে মিথ্যা সুসংবাদ দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা ব্যক্তি বলল, তুমি যদি আমাকে এ মর্মে অবগত কর যে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে অথবা বলল, তুমি যদি আমাকে অমুকের আগমন সম্পর্কে অবহিত কর তবে এই এই হবে। তারপর সে তাকে মিথ্যা সংবাদ দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না।[২] অবশ্য সে যদি তাকে সত্য সংবাদ দেয় এবং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর সংবাদ দেয় তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে, তুমি যদি আমাকে সংবাদ দাও। তারপর প্রতিজ্ঞাকারীর এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পর সে যদি তাকে এ মর্মে সংবাদ দেয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি اعلمتنى। (আমাকে অবগত কর) এর দ্বারা اخبرتنى (আমাকে খবর দাও) উদ্দেশ্য করে তবুও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও প্রতিজ্ঞাকারীর অবগতির পর এ সংবাদ পরিবেশন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারীর নিয়্যত আইন (قضاء) ও নৈতিকতা (ديانة) উভয় দিক থেকেই সহীহ্ হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যদি আমার নিকট এ মর্মে পত্র লিখ যে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছে তাহলে এই হবে তারপর সে এ সম্পর্কে তাকে মিথ্যা লিখল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই পত্র তার নিকট পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। আর যদি এভাবে বলে, তুমি যদি আমার নিকট অমুকের আগমন সম্বন্ধে পত্র লিখ তবে এই এই হবে। তারপর সে তার নিকট তার আগমন সম্বন্ধে মিথ্যা মিথ্যি লিখল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। উপরোক্ত অবস্থাসমূহে যদি সেই ব্যক্তি এ মর্মে পত্র লিখে যে, অমুক ব্যক্তি আগমন করেছিল। কিন্তু লেখক তা জানত না তাহলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৭. **মাসআলা ঃ** যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুকের কোন কথা কারো নিকটেই প্রকাশ করবে না। তারপর শপথকারী ব্যক্তি শপথকৃত ব্যক্তির প্রেরিত পত্রের কথা এবং তার গোপন কথা মানুষের নিকট প্রকাশ করে দিল অথবা কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করল যে, অমুকের গোপন কথা কি এরূপ। তারপর সে মাথার ইশারায় হ্যাঁ

১. এ দু'টি কথার মাঝে বাংলা ভাষায় পার্থক্য সুস্পষ্ট হচ্ছে না। আরবীতে প্রথম বাক্যে قوم আগমন করেছে-আছে। ২য় বাক্যে يقوم فلان অমুকের আগমনের ক্রিয়া বিশেষ্য রয়েছে। এই কারণে ফলাফলের পার্থক্য বর্ণিত হয়েছে। والله اعلم بالصواب

২. ২৬ নং মাসআলার ১ম অংশও এই অংশের মাঝে বাংলা অনুবাদে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অথচ বিধান পরস্পর বিরোধী আরবীতে ১ম অংশ اخبرتنى যদি তুমি সংবাদ দাও আছে, ২য় অংশে اعلمتنى যদি আমাকে অবহিত কর আছে। এতে ফলাফলের মাঝে পার্থক্য কেন হয়? তা ফকীহ্গণ বলতে পারেন, আমাদের বোধগম্যের বাইরে।

বলল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের গোপন কথা অমুকের নিকট প্রকাশ করবে না অথবা শপথ করে যে, সে অমুকের গোপন কথা অমুককে জানাবে না কিংবা অমুকের অবস্থানের কথা সে কাউকে জানাবে না অথবা কসম করে বলে যে, সে অবশ্যই অমুকের গোপন কথা লুকিয়ে রাখবে। গোপন রাখবে অথবা কসম করে বলে যে, অমুক কোথায় আছে সে তা বলবে না। তারপর সে এ সবের কোন একটি করে বসল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি উপরোক্ত অবস্থাসমূহে মৌখিক বা চিঠি পত্রের মাধ্যমে অবগত করানোর নিয়্যত করে, সুনির্দিষ্ট ভাবে ইশারা করার নিয়্যত না করে তবে আল- কিতাবের বর্ণনা মতে নৈতিকতার (ديانة) দৃষ্টিতে তার এ নিয়্যত গ্রহণ যোগ্য হবে। তাতে এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, নৈতিকতার দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এ সম্বন্ধে অধিকাংশ মাশায়িখে কিয়ামের অভিমত হল, গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি উপরোক্ত বিষয়ের কোন একটির ব্যাপারে কসম করে তারপর এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৌশল খোঁজে তাহলে এর কৌশল হল, প্রথমে বলবে যে, আমরা গোপন স্থান ও গোপন তথ্যের কথা বর্ণনা করছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যা অমুকের গোপন স্থান ও গোপন কথা নয়, তা বলা হলে সেটিকে তুমি পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করবে। আর আমরা যখন তার প্রকৃত গোপন স্থান ও গোপন তথ্যের কথা বলব তখন তুমি চুপ করে থাকবে। কসমকারী ব্যক্তির এরূপ করার কারণে যদি অপরাপর লোকেরা অমুক ব্যক্তির গোপন বিষয়াদি জেনে নেয় তবে এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

২৮. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে অমুক মহিলার খিদমত গ্রহণ করবে না। তারপর সে তাকে নিজের খিদমতের জন্য ইশারা করল তাহলে সে যেন তার নিকট খিদমত তলব করল। উল্লেখ্য যে, ইশারার মাধ্যমে খিদমত তলব করার পর প্রচলন রাজা বাদশাহ এবং অমাত্যবর্গের মাঝে বিদ্যমান আছে। কাজেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই অমুক মহিলা তার খিদমত করুক বা না করুক। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের গোপন কথা অমুকের কাছে বলবে না। তারপর সে চিঠি পত্রের মাধ্যমে সে এই কাজ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুক ব্যক্তিকে এ বিষয়ে খোশ-খবরী শুনাবে না। তারপর সে চিঠি পত্রের মাধ্যমে তা করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তিকে বলা হয়, বিষয়টি এমন কি? অমুক অমুক স্থানে আছে কি? তারপর সে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তাহলে এরূপ করা সংবাদ দেওয়া বা সুসংবাদ প্রদান করা বলে গণ্য হবে না। কাজেই তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে সংবাদ দেওয়া বা সুসংবাদ প্রদান করার কথা বলে মাথা ইত্যাদি দ্বারা ইশারা করার উদ্দেশ্য করে তাহলে নৈতিকতা (ديانة) ও আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ কসম করে বলল যে, তার নিকট অমুকের কোন পাওনা আছে বলে সে স্বীকারোক্তি করবে না। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, অমুক কি তোমার কাছে এই পরিমাণ টাকা পাবে? তারপর সে মাথা দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইংগিত করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের গোপন কথা সম্পর্কে কারো সাথেই কোন আলাপ আলোচনা করবে না। তাহলে চিঠি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পত্রের লেনদেন এবং ইশারার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কসমকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুকের গোপন বিষয়টি কি এমনই? অথবা যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক কি অমুক স্থানে আছে? জবাবে সে যদি বলে হ্যাঁ, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, لايحدث برفلان এবং لايتكلم برفلان উভয় বাক্যের মর্ম একই (সে অমুকের গোপন কথা সম্পর্কে আলোচনা করবে না)।

২৯. **মাসআলা ঃ** কেউ কারো গোপন বিষয় অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না ইত্যাদি বলে কসম করার পর সে যদি বোবা হয়ে যায় এবং কথা বলতে সক্ষম না থাকে তাহলে তার কসম ইশারা করা বা চিঠি পত্র লেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে শুধুমাত্র একটি অবস্থা এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম হবে। তা হল, কেউ যদি এ মর্মে কসম করে যে, সে অমুকের গোপন বিষয়ে কোন কথা বলবে না তাহলে ইশারা করা এবং চিঠি পত্র লেখার দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদিও এ ইশারা করা এবং চিঠি পত্র লেখার কাজ বোবা হওয়ার পরে করে থাকে। কিন্তু অন্যান্য অবস্থাসমূহে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পূর্বে আমরা যে যে অবস্থায় ইশারার কারণে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে বলেছি, সে সে ক্ষেত্রে শপথকারী ব্যক্তি যদি দাবী করে যে, আমি ইশারা করেছি বটে, তবে আমি যে বিষয়ে কসম করেছি এ ইশারার দ্বারা সেটি আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহলে এ কথা যদি সে কোন প্রশ্নের জবাবে দিয়ে থাকে তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি শপথকারী ব্যক্তি বলে, আমি অমুককে এই কথা বলব না, তাহলে এর ফায়সালা কি হবে? এ সম্পর্কিত কোন সমাধান ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে এবং যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন নি। তবে নাওয়াদির গ্রন্থে তার থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি (قول) খবর ও সুসংবাদ দেওয়ার মতই। কাজেই এ কথা বলে শপথ করলে তা চিঠি পত্র লেখার কারণে ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুককে ডাকবে না। তারপর সে চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাকে ডাকল তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তাবলীগ (تبليغ) শব্দটি সংবাদ প্রদান (اخبار)-এর মতই[১]। কাজেই এটি চিঠি পত্রের মাধ্যমেও হতে পারে। যিক্‌রের বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই। কাজেই খবর প্রদানের মত এটিও চিঠি পত্র এবং দূত প্রেরণের মাধ্যমে হাসিল হতে পারে।[২] কোন ব্যক্তি বলল, আমার গোলামদের থেকে যে কেউ এ সুসংবাদ আমাকে শুনাবে সে আযাদ। তারপর গোলামদের সকলে মিলে তাকে সুসংবাদ শুনাল তাহলে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। যদি তারা ক্রমান্বয়ে একের পর এক তাকে সুসংবাদ শুনায় তবে শুধুমাত্র প্রথম জন আযাদ হবে। যদি গোলামদের কেউ প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির নিকট দূত প্রেরণ করে এবং সে যদি প্রেরক গোলামের প্রতি সম্বন্ধ করে তাকে সুসংবাদ শুনায় তাহলে ঐ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি প্রেরিত ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতেই তাকে সুসংবাদ শুনায় এবং গোলামের দিকে এ কথার সম্বন্ধ না করে তবে গোলাম আযাদ হবে না (মুহীত)।

১. অর্থাৎ কেউ যদি বলে যে, এ কথা আমি অমুকের কাছে তাবলীগ করব না। তাহলে এটি খবর প্রদান করার অনুরূপ বলেই গণ্য হবে। অতএব চিঠি পত্র দিয়ে বা দূত প্রেরণ করে তাবলীগ করলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন সংবাদ প্রদানের (اخبار) এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

২. যেমন কেউ বলল, আমি এই কথা অমুকের নিকট যিক্‌র (আলোচনা) করব না। এরপর সে পত্রের মারফত বা দূত প্রেরণ করে অমুকের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে যাবে। যেমন সংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

৩০. **মাসআলা ঃ** কেউ বলল, তুমি যদি আমাকে সংবাদ দাও যে, এ পাথরটি স্বর্ণ অথবা সংবাদ দাও যে, এই পুরুষটি মহিলা তাহলে এই এই হবে। তারপর সে তাকে এরূপই সংবাদ দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া গেছে। পক্ষান্তরে ان اخبرتنى এর পরিবর্তে যদি ان اعلمتنى اوشرتنى (যদি তুমি আমাকে জানাও অথবা আমাকে সুসংবাদ দাও) বলে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (তাতার খানিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের নিকট পত্র লিখবে না। তারপর সে অপর কাউকে হুকুম করল এবং সে পত্র লিখে দিল। এ অবস্থায় ফায়সালা কি হবে? এ সম্বন্ধে হিশাম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এ সম্পর্কে খলীফা হারূনুর রশীদ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং এর উত্তরে আমি বলে ছিলাম যে, শপথকারী লোকটি যদি রাজা-বাদশাহ হয় এবং নিয়মমত লিখতে সক্ষম না হয়, আর অপারগতা হেতু কাউকে লিখে দিতে বলে, তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, কুরআন মজীদের কোন সূরা পাঠ করবে না। তারপর সে মনোযোগ সহকারে সূরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখল তাহলে সর্ব সম্মতভাবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)।

৩১. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের চিঠি পড়বে না। তারপর সে চিঠির প্রতি গভীরভাবে নজর করল এবং এতে যা লিখা আছে তা বুঝে ফেলল, তাহলেও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা এর দ্বারা পড়া সাব্যস্ত হয় না। আর এর উপরই ফাতাওয়া। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের কিতাব পড়বে না। তারপর সে অমুকের কিতাবের একটি সতর (লাইন) পড়ল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য অর্ধ লাইন পড়লে কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে সূরা পড়বে না। তারপর সে সূরার একটি হরফ বাদ দিয়ে পূর্ণ সূরা পড়ল তাহলে তার কসম ভাঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য লম্বা একটি আয়াত ছেড়ে দিয়ে বাকী সূরা পড়লে কসম ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে এই কবিতা (شعر) পড়াবে না। তারপর সে কবিতার অর্ধেক পড়ল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি অন্য কবিতা থেকে একটি পংক্তি পড়ে তবুও কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ফারসী ভাষাভাষী কোন কসম করে বলে যে, সে আরবীতে আলহামদু সূরা পড়বে না। তারপর সে لحن (লাহ্ন) করে তা পাঠ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি শুদ্ধভাবে তা পাঠ করতে সক্ষম হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। মুন্‌তাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে কিতাব পড়বে না তাহলে এ কসম সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লেখা কিতাবের উপর প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যে যদি কাগজে লেখা মানুষের হাতে যে কিতাব আছে, এর নিয়ত করে তবে নৈতিকভার দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)।

৩২. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে আজ কুরআন মজীদ পাঠ করবে না। তারপর সে তা নামাযে বা নামাযের বাইরে পাঠ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে রুকূ সিজদা করবে না, তারপর সে নামাযে বা নামাযের বাইরে রুকূ সিজদা করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কসমকারী ব্যক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম পাঠ করে এবং সূরায়ে নামালের বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ল বলে সে নিয়্যত করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি এর দ্বারা সূরায়ে নাম্‌লের বিসমিল্লাহ্‌র নিয়্যত না করে বা অন্য কিছুর নিয়্যত করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা মানুষ কখনো কখনো বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম কে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে না পড়ে শুধুমাত্র বরকতের নিয়্যতেও পড়ে থাকে। এভাবে কিরাআত বা তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছাড়াও পড়া জাইয (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি এভাবে কসম করে তবে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কৌশল হল, সে ফরয নামাযসমূহ জামাআতের সাথে আদায় করবে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যদি তার কোন রাকআত ছুটে যায় এবং সে নিজে তা কাযা করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন মহিলা এইভাবে কসম করে তবে সে তার স্বামীর পেছনে বা মাহরাম কোন আত্মীয়ের পেছনে সালাত আদায় করবে (মুহীত)। কসমকারী ব্যক্তি যদি রমাযানের বাইরে বিত্‌র আদায়ের ইচ্ছা করে তবে সে বিত্‌র আদায়কারী কোন ব্যক্তির পেছনে ইক্তিদা করবে যাতে তার কসম ভঙ্গ না হয় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করবে না। তারপর সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা বা দু'আর নিয়্যতে তা পাঠ করল । তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ বলল, আমি যদি কুরআন মজীদের সবগুলো সূরা পড়ি তাহলে এক দিরহাম সাদাকা করা আমার উপর ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ কসম সমগ্র কুরআন শরীফ পাঠের উপর প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৩. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি বলল, তুমি চাইলে আমার কসম ওয়াজিব। তারপর সে লোকটি বলল, হ্যাঁ আমি চাইলাম, তাহলে উক্ত কথা নিম্ন বর্ণিত বাক্য আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তাহলে আমার উপর কসম ওয়াজিব হয়ে যাবে। এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে (মুহীত)। শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যদি কোন ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা এ মর্মে কসম করায় যে, সে তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে না এবং তার উপর কোন অপবাদ আরোপ করবে না, যদি করে তবে সে তালাক। তাদের কথা মুতাবিক সে এভাবেই কসম করল। তারপর স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ্ জানেন, তুমি কি করলে। এতে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে কি না? শায়খ জবাবে বললেন, না এতে সে তালাকপ্রাপ্তা হবে না (যহীরিয়্যা)। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি তার ঘরে যাও এবং তার সাথে কথা বল তবে তোমাকে তালাক। তারপর সে তার ঘরে গেল না, বটে কিন্তু অন্য কোন স্থানে তার সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তার ঘরে না যাই এবং তার সাথে কথা না বলি তাহলে তুমি তালাক, আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এবং স্ত্রীও তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী এবং রুকনুল ইসলাম আলী আস সাগদী (র)-এর ফাতাওয়া অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে (মুহীত)।

৩৪. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, আমি আমার ভাইকে কোন কাজের জন্য হুকুম করব না। যদি আমি তাকে কোন কাজের জন্য হুকুম করি তবে এই এই হবে। তারপর সে অন্য কোন লোকের হাতে কোন একটি জিনিস দিয়ে বলল, তুমি আমার ভাইকে বলবে যেন সে এটি বিক্রি করে দেয়। তাহলে দেখতে হবে যে, প্রেরিত ব্যক্তি তাকে গিয়ে কি বলেছে। যদি

সে তার ভাইকে বলে তোমার ভাই বলেছেন বা হুকুম করেছেন এ জিনিসটি বিক্রি করে দিতে। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তোমার সাথে অমুক কি করেছে তা যদি আজ না বল তবে তুমি তালাক। তারপর মহিলা এমনভাবে বলল যে, তা শুনাই গেল না তাহলে তার উপর তালাক পতিত হবে না। যদি বলে, তুমি যদি আজ না বল তবে তোমাকে তালাক তবে তালাক হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ যদি তারা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ব্যাপারে কসম করে কাউকে বলে যে, আমি তোমার দোষের কথা কাউকে বলি নি। অথচ পূর্বেই সে তার স্ত্রীর সাথে তার দোষ-ত্রুটির কথ আলোচনা করে বলেছে যে, অমুক মদ খেত। সে মদের ব্যবসা করত এবং সে অহেতুক কাজ করত ইত্যাদি। তবে এখন সে তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করেছে তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে একমাস কথা বলবে না। তাহলে তার এ কসম ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাতের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি شهرا এর পরিবর্তে الشهر বলে অর্থাৎ এ কথা বলে যে, এই মাসে অমুক লোকের সাথে কথা বলবে না তবে কসম করার পর মাসের যে কয়দিন বাকী থাকবে সে কয়দিনের উপর এ কসম প্রযোজ্য হবে। (আস সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)

৩৫. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে এ বছর অমুকের সাথে কথা বলবে না। তাহলে কসমের পর হতে বছরের যতদিন বাকী থাকবে এর উপর কসম প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করল যে, সে এক মাস পর্যন্ত কথা বলবে না তাহলে তা কসমের পরবর্তী মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি যদি এক মাস তার সাথে কথা বর্জন করে থাকি তবে এই এই হবে, তাহলে মাসের গণনা কসমের পরবর্তী সময় হতে প্রযোজ্য হবে। (কাফী)। কেউ যদি বলে যে, আমি কয়েকমাস পর্যন্ত কথা বলব না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ কসম তিন মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। (শরহে তাহাবী)। কেউ যদি لا اكلم اشهرا (একমাস কথা বলবো না) এর পরিবর্তে لايكلمه الشهور (কয়েক মাস কথা বলবে না) বলে কসম করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ কসম দশ মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। سنين [১] এর ক্ষেত্রেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অনুরূপ জবাবই প্রযোজ্য হবে।[২] (হিদায়া)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, لا اكلمك سنين (আমি তোমার সাথে কয়েক বছর পর্যন্ত কথা বলব না)। তাহলে সব ইমামগণের মতে এ কসম তিন বছরের উপর প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)।[৩]

৩৬. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, لايكلمه حينا ولازمانا (সে হীন ও যমান পর্যন্ত কথা বলবে না) তাহলে হীন ও যমান (زمان فى حين) [৪] নেতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে ছয়মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। ইতিবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। যেমন

১. جمع অর্থ বহুবচন, আর سنين - سنة (এক বছর) এর বহুবচন।
২. যেমন কেউ কসম করে বলল যে هو لايكلمه السنين সে অমুকের সাথে বহু বছর পর্যন্ত কথা বলবে না। তাহলে এ কসম দশ বছরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
৩. যেহেতু আরবী ভাষায় বহু বচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা তিন।
৪. উভয় শব্দের অর্থ ঃ কিছু কাল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেউ বলল لاصومن حينا او الحين اوالزمان اوزمان তাহলেও এ হুকুম হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এর (হীন ও যমান) দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ের নিয়্যত না করে। যদি নির্দিষ্ট সময়ের নিয়্যত করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে دهرا কে نكره পড়ার অবস্থায়ও এ হুকুম হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোন সময়ের নিয়্যত না করা হলে সে ক্ষেত্রে এর দ্বারা ছয় মাস উদ্দেশ্য হবে। যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের নিয়্যত করা হয় তাহলে ইমামগণের সর্ব সম্মত মত অনুসারে নিয়্যত মুতাবিকই আমল করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, دهر এর দ্বারা কি পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য হবে, তা আমি জানি নি। সহীহ্ মতে এ মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে যদি একে نكره ব্যবহার করা হয়। (ফাতহুল কাদীর)। পক্ষান্তরে যদি একে معرف بالالف واللام (الدهر) উল্লেখ করা হয় তবে এর দ্বারা অনন্তকাল উদ্দেশ্য হবে। এ ব্যাপারে ফকীহ্গণ সকলেই একমত (তাবয়ীন)। কেউ যদি কসম করে لايكلمه حانين او الا زمنة বলে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ কসম দশ ছয় মাস তথা ষাট মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি কসম করে لايكلمه دهورًا বলে তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত অনুসারে এ কসম তিন ছয় মাস তথা আঠার মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। (শরহে তাহাবী)। কেউ যদি কসম করে لايكلمه العمر বলে তারা কোন নিয়্যত না থাকে তবে একমাস তার পুরা জীবনের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি عمرًا বলে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর এক বর্ণনা অনুসারে حين এর মত ছয় মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। এটিই সুস্পষ্ট কথা। কেউ যদি কসম করে لايكلمه حقبا বলে তাহলে এ কসম আশি বছরের উপর প্রযোজ্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আমল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, আমি মাসের প্রথমে কথা বলব না তাহলে এ কসম মাসের প্রথম অর্ধেকের উপর প্রযোজ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি কসম করে বলে যে, আমি মাসের প্রথম দিকে শেষ দিনে এবং শেষের দিকের প্রথম দিনে অমুকের সাথে কথা বলব না তাহলে এ কসম পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ দিনের উপর প্রযোজ্য হবে (খুলাসা)। ইব্ন মুকাতিল (র) হতে বর্ণিত আছে, কেউ কসম করল যে, সে তার মায়ের সাথে তিন বছর পর্যন্ত কথা বলবে না। অর্থাৎ যদি এসময়ের মধ্যে তার সাথে কথা বলি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে তার জন্য উচিত হবে; তার মায়ের নিকট কাউকে প্রেরণ করে তার নিকট আবেদন করা, যেন তিনি তার প্রতি রাযী হয়ে যান এবং বলে দেন যে, আচ্ছা তুমি আমার সাথে কথা বলবে না। তাহলে সে হালাল হয়ে যাবে (হাবী)।

৩৭. মাসআলা ঃ ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে, কেউ যদি বলে, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি, তাহলে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমার يكساله অর্থাৎ এক বছরের রোযা ওয়াজিব হবে। এরূপ কসম করার পর সে যদি তার সাথে কথা বলে তাহলে তার উপর কোন কাফ্ফারা অপরিহার্য হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি يكساله এর পরিবর্তে يكسال বলে তাহলে কথা বললে তার উপর কাফ্ফারা অরিহার্য হবে (খুলাসা)। তাজরীদ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে لا كلم اليوم سنة او شهرا (বছরের বা মাসের এই দিনে (যেমন সোমবার বা মঙ্গলবার) আমি কথা বলব না, তাহলে তার উপর অপরিহার্য হবে বছরে বা মাসে যত বার এই দিন আসবে ততবার ও ততদিন সে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত থাকবে (তাতার খানিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি আমাদের এই বছরের মধ্যে অমুকের সাথে কথা বলব না। তাহলে তার এ কসম উক্ত সময় হতে মুহাররমের চাঁদ উঠা পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। কসম করা পরবর্তী সময় হতে এক বছর পূর্ণ হওয়ার উপর এ কসম প্রযোজ্য হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযী খান)। মাজমূউন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, এক বছর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে তুমি তালাক। হে আল্লাহ্র শত্রু! তুমি যাও, তাহলে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (মুহীত)। মুন্তাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে এক মাসের পর এক মাস (شهرًا بعد شهر) কথা বলব না তাহলে এ কথা شهرين তথা দুই মাস পর্যন্ত কথা বলব না এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি বলে, আল্লাহ্র কসম আমি তোমার সাথে এক বছর পর এক বছর (سنة بعد سنة) কথা বলব না তাহলে তা দুই বছরের উপর প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সাথে এই মাসের পর এক মাস কথা বলব না তাহলে এই মাসের মধ্যে কথা বলা তার জন্য জাইয হবে (যখীরা)।

৩৮. মাসআলা ঃ জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে অমুক দিন কথা বলব না যে দিন অমুক ব্যক্তি আসবে। তারপর সে তার সাথে ঐ দিনের শুরুভাগে কথা বলল এবং অমুক ব্যক্তি আসল ঐ দিনের শেষভাগে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি অমুক ব্যক্তি দিনের শুরুভাগে আসে এবং সে তার সাথে ঐ দিনের শেষ ভাগে কথা বলে তাহলে অধিকাংশ মাশায়িখে কিরামের মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। এটিই সহীহ্ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ বলল, অমুকের আগমনের পূর্বের এই মাসে আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। তারপর সে তার সাথে এ মাসের শুরুভাগে তার সাথে কথা বলল এবং অমুক ব্যক্তি আসল মাসের শেষে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বলে, অমুকের আগমনের পূর্বের মাসে আমি তোমার সাথে কথা বলব না, তারপর সে কসমের পরই তার সাথে কথা বলল এবং অমুক লোকটি এর পনের দিন পর আসল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম এক দিন বাদ দিয়ে পূর্ণ এক মাস আমি তোমার সাথে কথা বলব না, তাহলে তার নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে সে চিন্তা-ভাবনা করে সাব্যস্ত করার যে, ঐ বাদ দেওয়া দিনটি কোন দিন। কেননা সে যে ঐ দিনটিকে অনির্দিষ্টভাবে বাদ দিয়েছে। শপথকারী ব্যক্তি যদি বলে, لا كلمك شهرا الا نقصان يوم (আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে এক দিন কম এক মাস কথা বলব না তাহলে তার এ কসম উনত্রিশ দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা কোন কিছুর কমী এর শেষের দিকেই হয়ে থাকে। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রী)। কুদূরী গ্রন্থের কসম অধ্যায়ের শেষের দিকে বর্ণিত আছে যে, কেউ কসম করে বলল যে, একদিন বাদে এই বছরের মধ্যে সে অমুক ও অমুকের সাথে কথা বলবে না। তাহলে সে যদি একই দিনে উভয়ের

কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি একজনের সাথে একদিন এবং অপরজনের সাথে দ্বিতীয়দিন কথা বলে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি একই দিনে প্রথমে একজনের সাথে কথা বলে এবং পরে আবার উভয়ের সাথে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে শপথকারী ব্যক্তি যদি لا يوما না বলে لا اليوم। অর্থাৎ مستثنى (ব্যতিক্রমী)-কে আলিফ ও লামসহ উল্লেখ করে, তারপর একজনে একদিন এবং অপর জনের সাথে পরে দিন কথা বলে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তাদের দুই ব্যক্তির সাথে একদিন বাদে পূর্ণ এক মাস কথা বলব না। এ অবস্থায় সে যদি কোন নির্দিষ্ট দিনের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই ফয়সালা হবে। আর যদি তার কোন নিয়্যতই না থাকে তাহলে সে যে কোন দিনে ইচ্ছা ঐ দিনটি সাব্যস্ত করতে পারবে (মুহীত)।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ বলল, যে দিন আমি অমুকের সাথে কথা বলব সেদিন তুমি তালাক। তাহলে এ প্রতিজ্ঞা রাত্র-দিন উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সে যদি তার সাথে রাত্রে বা দিনে কথা বলে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে এর দ্বারা শুধুমাত্র দিনের নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে (কাফী)। যদি বলে, যে রাতে আমি অমুকের সাথে কথা বলব অথবা বলে, যে রাতে অমুক আসবে তুমি তালাক। তারপর সে উক্ত ব্যক্তির সাথে দিনে কথা বলল অথবা অমুক ব্যক্তি দিনে আসল, তাহলে ঐ মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কেননা আভিধানিক অর্থে ليل (রাত) অন্ধকার রজনীকে বলা হয়। আর এখানে এমন কোন ওরফ নেই যা এই শব্দকে তার আভিধানিক অর্থ থেকে ফিরাতে পারে। কাজেই যদি ليل এর পরিবর্তে ليالى[১] শব্দ ব্যবহার করা হয় তবে এর মর্ম হবে সাধারণ সময়। কেননা ফকীহ্গণের ওরফে এটি সাধারণ সময়ের অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে (বাদাঈ)। কোন ব্যক্তি বলল, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে তোমাকে তালাক। কিন্তু যদি অমুক আগমন করে অথবা অমুক অনুমতি প্রদান করে। তারপর সে অমুকের আগমনের অথবা অমুকের অনুমতি প্রদানের আগেই তার সাথে কথা বলল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি অমুকের আগমনের বা অনুমতি প্রদানের পর কথা বলে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, তুমি তালাক যদি আমি অমুকের সাথে কথা বলি কিন্তু যদি অমুক আগমন করে (তবে তালাক হবে না)। এ অবস্থায় যদি অমুক ব্যক্তি মারা যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা ইমাম ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে (কাফী)।

৪০. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে এক নির্দিষ্ট দিনে কথা বলবে না। তাহলে এই কসম এই নির্দিষ্ট দিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে। রাত্র এর মধ্যে শামিল হবে না (শরহে তাহাবী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কয়েকদিন (الايام) পর্যন্ত কথা বলবে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ কসম দশ দিনের উপর প্রযোজ্য হবে (হিদায়া)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কয়েক দিন পর্যন্ত কথা বলবে না তাহলে জামে গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার এ কসম তিন দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। সেখানে কোন মতভেদের উল্লেখ নেই। এটিই সহীহ্ অভিমত। কেউ যদি কসম করে বলে যে,

১. ليل এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ কয়েক রাত্র, পরিভাষিক অর্থ কিছুকাল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে অমুকের সাথে বহুদিন (اياما كثيرة) পর্যন্ত কথা বলবে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে তা দশদিনের উপর প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)। কেউ বলল যে, যে দিন আমি কথা বলব সেদিন আমার উপর এই এই ওয়াজিব হবে। এরপর সে তার সাথে দুই দিন কথা বলল তাহলে দুই দিন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আর যদি বলে, প্রত্যেক দিন তাহলে একবারই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে (তাতার খানিয়্যা)। কেউ যদি কসম করে বলে لايكلم فلانا ايامه هذه (সে অমুকের সাথে এই দিনগুলোতে কথ বলবে না) তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ কসম তিন দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি لا اكلمه ايامه বলে তাহলে এ কসম পূর্ণ যিন্দেগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।[১]

৪১. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল, এই দিনে আমি তোমার সাথে দশদিন কথা বলব না এবং সে দিনটি ছিল শনিবার দিন। তাহলে দুই শনিবারের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা দশ দিনের ভেতর এক শনিবারের বেশী হয় না। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে শনিবার দিন দুই দিন আমি তোমার সাথে কথা বলব না। তাহলে এ কসমও দুই শনিবারের উপর প্রযোজ্য হবে। কেননা এক সপ্তাহে শনিবার দুই দিন হয় না। এমনিভাবে একই সাথে দুই দিনও শনিবার হয় না। কাজেই এতে বুঝা যাচ্ছে যে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই শনিবার। যদি কেউ কসম করে বলে যে, শনিবার দিন তিন দিন আমি তোমার সাথে কথা বলব না তাহলে এ কসম তিন শনিবারে উপর প্রযোজ্য হবে। এর কারণ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। (শরহুল জামউল কবীরঃ আল হুসায়রী)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি তার সাথে বছরে একদিন কথা বলব না এবং তার যদি নির্দিষ্ট কোন দিনের নিয়্যত থাকে তাহলে পুরা বছরে এ দিনের উপরই কসম প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে কোন নিয়্যত না করে তবে প্রত্যেক সপ্তাহে এক দিন কথা না বলার উপর এ কসম প্রযোজ্য হবে। যদি সে পুরা সপ্তাহই কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যা)।

৪২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে যে, তোমার সাথে কোন একদিন কথা বলব না অথবা বলে, তোমার সাথে কোন এক শনিবার দিন কথা বলব না তাহলে এ দিনটি কোন দিন হবে তা নির্ধারণের বিষয়ে তার ইখতিয়ার থাকবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে দশদিন পর্যন্ত কথা বলবে না তাহলে দশম দিন এ কসমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। যদি বলে, আমি তার সাথে আজ অথবা আগামীকাল কথা বলব না তারপর সে তার সাথে আজ অথবা আগামীকাল কথা বলল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ বলল, আজ অথবা কাল আমি তার সাথে অবশ্যই কথা বর্জন করব। তারপর সে আজ তার সাথে কথা বর্জন করে থাকল তাহলে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে এবং আগামীকালের ব্যাপারে তার কসম বাতিল হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যা)। কেউ যদি বলে আল্লাহ্র কসম! আজ এবং আগামীকাল আমি তার সাথে কথা বলব না। তাহলে তার এ কসম আজকের অবশিষ্ট সময় এবং আগামীকালের উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু মধ্যবর্তী রাত্র এ কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে না (বাদাঈ)। কেউ বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না আজ, আগামীকাল এবং পরশু তাহলে এর মর্ম হবে এ তিন দিনের মধ্যে সে তার সাথে একটি কথাও বলবে না। চাই

১. অর্থাৎ ايامه এর পরে هذه শব্দ বলল না।

দিনে হোক বা রাত্রে। আর যদি বলে, وفى اليوم وفى غدو فى بعد غد অর্থাৎ আজ, আগামীকাল ও পরশুর মধ্যে আমি অমুকের সাথে কথা বলব না তাহলে যে কয়দিনের নাম উল্লেখ করেছে সে কয়দিনের প্রত্যেক দিন কথা না বললে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি রাত্রে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ওয়াজীয আল্ করদুরী)। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে কোন ব্যক্তি বলল যে, আমি অমুকের সাথে দুই দিনের মধ্যবর্তী এক দিন কথা বলব না এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যত নেই তাহলে এ কথা আল্লাহ্র কসম! আমি অমুকের সাথে একদিন কথা বলব না এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি রাত্রে এ কথা বলে যে, আমি অমুকের সাথ একদিন কথা বলব না, তাহলে এ কসম ঐ সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে (ইতাবিয়্যা)। যদি উক্ত ব্যক্তি কসমের পর সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পূর্বে তার সাথে কথা বলে তবে সহীহ্ মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ যদি দিনের বেলায় বলে যে, আমি রাতে তার সাথে কথা বলব না। তাহলে এ কসম শপথ করার সময় থেকে সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য (ইতাবিয়্যা)। দিনের কিয়দাংশে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের সাথে এক দিন কথা বলবে না তাহলে এ কসম ঐ দিনের বাকী অংশ, রাত্র এবং পরের দিনের ঐ সময়ের উপর প্রযোজ্য যে সময়ে সে আগের দিন কসম করে ছিল। এমনিভাবে কেউ যদি কসম করে রাতের বেলায় বলে যে, সে অমুকের সাথে রাতের বেলা কথা বলবে না তাহলে তার এ কসম এ সময় থেকে পরবর্তী রাত্রের এ সময় পর্যন্তের উপর প্রযোজ্য হবে এবং মধ্যবর্তী দিনও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে (বাদাঈ)।

৪৩. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে একদিন এবং আরো একদিন কথা বলব না তাহলে এ বাক্যটি এবং আমি তোমার সাথে দুইদিন কথা বলব না বাক্যটি উভয়ই হুকুমের দিক থেকে সমান। দিনের মধ্যবর্তী রাতটিও এর মধ্যে গণ্য হবে। যদি বলে, আমি তোমার সাথে একদিন এবং আরো দুই দিন কথা বলব না তাহলে এ কসম তৃতীয় দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর শেষ হয়ে যাবে। যদি বলে, আমি তোমার সাথে কথা বলব না একদিন এবং না দুইদিন তাহলে এ কসম দুই দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। কাজেই উক্ত ব্যক্তি তৃতীয় দিবসে তার সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ অর্ধ রজনীতে অথবা অর্ধ দিবসের সময় বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার সাথে দুই রাত্র কথা বলব না তাহলে সে এ সময় থেকে পরশু এ সময় পর্যন্ত কথাবার্তা বর্জন করে থাকবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে ত্রিশ দিন পর্যন্ত কথা বলবে না। বস্তুতঃ সে রাতের বেলায় এ জাতীয় কসম করেছিল তাহলে সে এ সময় থেকে ত্রিশতম দিবসের সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার সাথে কথাবার্তা বর্জন করে থাকবে (মুহীত)।

৪৪. মাসআলা ঃ দিনের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ যদি বলে, আল্লাহ্র কসম! আজ আমি তার সাথে কথা বলব না তাহলে এ কসম দিনের অবশিষ্ট অংশের উপর প্রযোজ্য হবে। রাতে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে আজকের এই দিনে অমুকের সাথে কথা বলবে না তাহলে সে এ রাত্র থেকে আগামী দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কথা বললে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। দিনের বেলায় কেউ কসম করে বলল যে, সে এই

রাত্রে কথা বলবে না তাহলে দিনের বাকী অংশ এই কসমের মধ্যে শামিল হবে না। এ কসম শুধুমাত্র রাতের উপরই প্রযোজ্য হবে। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ যদি রাতের প্রথম অংশে এ মর্মে কসম করে যে, আমি আজ কারো সাথে কথা বলব না এবং তার মনে বিশেষ কোন ব্যক্তির নিয়্যত ছিল না তাহলে এ কসম বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি শেষ রাতে এভাবে কসম করে তবে তা আগামী দিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেউ কসম করে বলল, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই অমুকের সাথে কথা বলব আমার এ দুই দিনের কোন দিনে অথবা বলল দুই দিনের কোন এক দিন অবশ্যই আমি বের হবই অথবা احد يومى এর স্থলে احدايامى বা احد اليومين বলল তাহলে এ কসম দশের কম দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। এবং এ মধ্যে রাত্র-দিন সবই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং সে যদি ঐ দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে অমুকের সাথে কথা বলে বা নিজে বের হয়ে যায় তাহলে তা দিনে হোক বা রাতে তার কম সত্য বলে প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে সে যদি তার সাথে কথা না বলে বা বের না হয় এবং এ অবস্থা দশদিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। শপথকারী ব্যক্তি যদি احد يومى هذين (এই দুই দিনের এক দিন) বলে, তাহলে এই কসম এই (চলমান) দিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে (মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল, لا اكلمه ثلثة ايام الاهذا ليوم وماخلا هذ اليوم (এই দিন এবং দিন ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত আমি তার সাথে কথা বলব না) তাহলে তার এ কসম এই দিন ব্যতীত দুই দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে غير هذا اليوم او سوى هذ اليوم বলে তাহলে এ কসম এই দিন ছাড়া পরবর্তী তিন দিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। (ইতাবিয়্যা)। উয়ূন গ্রন্থ উল্লেখ আছে, কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে কথা বলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই ঘরে থাকবে। এরপর সে (অমুক ব্যক্তি) ঐ ঘর থেকে সামান পত্র নিয়ে বের হয়ে গেল এবং এরপর আবার সেখানে ফিরে আসল। তখন শপথকারী ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীতঃ অনুচ্ছেদঃ কসমঃ যদি কসমের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করা হয় এর বিবরণ)। যদি বলে, যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ঐ ঘরে থাকবে বললেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ঈযাহ)। কেউ বলল আমি বাগদাদ থাকা পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলব না। এরপর সে নিজে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল তাহলে তার কসম বাকী থাকবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কুদূরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ বলল, আল্লাহর কসম! যতদিন পর্যন্ত এ কাপড় তার গায়ে থাকবে অথবা বলল, এ কাপড়ের উপর যতদিন সে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি তার সাথে কথা বলব না। এরপর সে এ কাপড় খুলে পুনরায় তা পরিধান করল এবং এরপর তার সাথে শপথকারী ব্যক্তি কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি বলে, আমি অমুকের সাথে কথা বলব না। যে অবস্থায় তার গায়ে এ কাপড় থাকবে। এরপর সে এ কাপড় খুলে পুনরায় তা পরিধান করার পর ঐ ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীতঃ ৪র্থ অনুচ্ছেদঃ কসমের মধ্যে সীমা নির্ধারণ করার বিবরণ)। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আল্লাহ্র কসম! যতদিন পর্যন্ত তোমার পিতা ও দাদা জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার সাথে কথা বলব না। তারপর তাদের কোন একজন মারা যাওয়ার পর সে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কোন দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই ব্যক্তির সাথে কোন কথা বলব না তার নিয়্যত ছিল, যতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকবে ততক্ষণ সে তার সাথে কথা বলবে না। কিন্তু দণ্ডায়মান থাকার কথা সে মৌখিকভাবে উল্লেখ করেনি। তাহলে তার নিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই দণ্ডায়মান ব্যক্তির সাথে কথা বলবে না অর্থাৎ যতক্ষণ সে এ দণ্ডায়মান অবস্থা থাকবে তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (মুহীতঃ ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ ব্যাপক কসমের ক্ষেত্রে শপথকারী ব্যক্তি যদি বিশেষ অর্থের নিয়্যত করে, এর বিবরণ)।

৪৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে তার সাথে সর্বদা কথা বলবে তাহলে এর অর্থ হবে যখনই তাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হবে তখন সে তার সাথে কথা বলা থেকে নিবৃত্ত হবে না। যদি কেউ কসম করে বলে যে, সে তার সাথে কখনো কথা বলবে না, এ অবস্থায় সে যদি তার সাথে কথা বলে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এ বাক্যের দ্বারা সে যদি নিয়্যত করে যে, সে তার সাথে সার্বক্ষণিক কথা বলবে না তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (উযাহ)। ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়ছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ কসম করে বলল যে, সে হাজীদের আগমন পর্যন্ত অমুকের সাথে কথা বলবে না। তারপর হাজীদের কোন একজন আগমন করলে তার কসম শেষ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, ফসল কাটা পর্যন্ত সে অমুকের সাথে কথা বলবে না, তারপর শহরের কোন একজন যদি নিজেদের ক্ষেতের ফসল কেটে নেয় তবে এ অবস্থায়ও তার কসম শেষ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল, বরফ না পড়া পর্যন্ত সে তার সাথে কথা বলবে না। এরূপ কসম করার দ্বারা সে যদি বাস্তবেই বরফ পড়ার নিয়্যত করে তবে জমির উপর বাস্তবভাবে বরফ না পড়া পর্যন্ত সে তার সাথে কথা বলবে না। তবে, ক্ষেত্রে শর্ত হল, শপথকারী ব্যক্তি যে শহরে আছে ঐ শহরে বরফ পড়তে হবে। অন্য শহরে পড়লে তা ধর্তব্য হবে না। যদি শপথকারী ব্যক্তি এমন শহরে বসবাস করে যে শহরে বরফ পতিত হয় না তাহলে তার কসম সর্বদার জন্য বাকী থেকে যাবে। বাস্তব ভাবে বরফ পড়েছে বলে তখনই ধর্তব্য হবে যদি তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আকাশে যা উড়ে যায় যমীনের উপর কখনো প্রকাশিত হয় না তা ধর্তব্য হবে না। কিন্তু বরফ যদি দেয়ালের উপর বা ঘাসের উপর গিয়ে জমে তাহলে সে বরফ ধর্তব্য হবে। শপথকারী ব্যক্তি যদি বরফ পড়ার সময়ের নিয়্যত করে তবে ঐ সময় না আসা পর্যন্ত সে তার সাথে কথা বলবে না। আর সে সময়টি হচ্ছে মাসের প্রথমভাগ। যাকে ফারসী ভাষায় اذار (আযার) বলা হয়। পক্ষান্তরে তার মনে যদি কোন নিয়্যতই না থাকে তবে এ মাসআলাতে এর কোন সমাধান উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য অন্য মাসআলাতে এর সমাধান উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে এই যে, এ শপথ বরফ পতিত হওয়ার সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে (হাজ্জের) মৌসুম আসা পর্যন্ত কথা বলবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তাহলে এই যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ কুরবানীর দিন সকালে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলতে পারবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আরাফার দিন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর পরই সে তার সাথে কথা বলতে পারবে (মুহীত ঃ ৪র্থ অনুচ্ছেদ ঃ কসমের ব্যাপারে সীমা নির্ধারণ করা হলে এর বিবরণ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪৭. মাসআলা ঃ ওয়াকি'আত গ্রন্থের কসম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুম পর্যন্ত কথা বলবে না। শীত ও গ্রীষ্মকাল কেমন করে চিনা যাবে এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে পসন্দনীয় অভিমত হল, শপথকারী ব্যক্তি যদি এমন শহরের বাসিন্দা হয় যে শহরের লোকেরা হিসাব করে শীত ও গ্রীষ্ম বের করতে সক্ষম এবং যেখানে এই হিসাবের ব্যতিক্রম ঘটে না তাহলে কসমকে এর দিকেই প্রত্যানীত করা হবে। আর যে এলাকায় শীত ও গ্রীষ্মের ব্যাপারে নির্ধারিত কোন হিসাব নেই সেখানে শীতের সূচনা হয়েছে বলে তখনই ধর্তব্য হবে যখন মানুষ তুলা ও চামড়া তথা গরমের পোশাক পরিধান করার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে চরমভাবে। আর যখন এ জাতীয় পোশাকের প্রয়োজন হবে না তখনকার সময়টি শীতের সমাপ্তিকাল বলে গণ্য হবে। শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে ব্যবধানকারী চিহ্ন হল, যখন শীতের পোশাক বেশী হওয়া এবং গরমের পোশাক কম হওয়া। শীতের শেষ থেকে বসন্তকাল আরম্ভ হয় এবং তা গ্রীষ্মের শুরু পর্যন্ত বাকী থাকে। আর হেমন্তকাল শুরু হয় গ্রীষ্মের শেষ থেকে এবং তা অব্যাহত থাকে শীতের সূচনা পর্যন্ত।[১] কালগুলোকে এভাবে জানা মানুষের জন্য সহজ। কেউ যদি কসমে ফারসীদের ন্যায় রোযের কথা উল্লেখ করে তাবে তা মুসলমানদের ন্যায় রোযের উপর প্রযোজ্য হবে (আল ফাতুওয়াল কুবরা)।

৪৮. মাসআলা ঃ লায়লাতুল কদরের ব্যাপারে কসম করা হলে কসমকারী ব্যক্তি যদি সাধারণ মুসলমান হয় (মাযহাবের ইমামদের ব্যাপারে অজ্ঞ হয়) তবে তা সাতাইশ রমাযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর সে যদি ইমামগণের মতভেদ সম্বন্ধে অবগত ব্যক্তি হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে লায়লাতুল কদর আগ-পিছ হয়ে থাকে। আর সাহিবাইনের মতে তা আগ-পিছ হয় না। এ মতভেদের ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে লায়লাতুল কদর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে অমুকের সাথে কথা বলবে না। অথচ সে যখন কসম করেছে তখন রমাযানের এক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাহলে পরবর্তী পূর্ণ রমাযান অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তার সাথে কথা বলতে পারবে না। আর সাহিবাইনের মতে পরবর্তী রমাযানের একদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরই সে তার সাথে কথা বলতে পারবে। যদি রমাযানের পূর্বে কসম করে থাকে তবে রমাযান অতিবাহিত হওয়ার পরই তার সাথে কথা বলতে পারবে। ফাতওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের উপরই (ওয়াজীয ঃ আল কুরদরী)।

৪৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি বলল যে, আমি যদি অমুকের সাথে কথা বলি তবে বৃহস্পতিবার বা জুমুআর দিনে আমি যত গোলামের মালিক হবো, তারা সকলে আযাদ তাহলে এই দুই দিনে সে যত গোলামের মালিক হবে তারা সকলেই আযাদ বলে গণ্য হবে (মুহীত–৫ম পরিচ্ছেদ ঃ যে যে কসমের মধ্যে ইখতিয়ার থাকে এবং যে যে কসমের মধ্যে ইখতিয়ার থাকে না)। কোন ব্যক্তি বলল যে, সে তার সাথে জুমুআয় কোন কথা বলবে না এবং তার নির্দিষ্ট কোন নিয়্যত ছিল না তাহলে এ কসম জুমুআর দিনসমূহের উপর হবে। অর্থাৎ সাত দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি দুই জুমুআর কথা বলে তবে তা দুই জুমুআর দিনসমূহ তথা চৌদ্দ দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি তিনি জুমুআর কথা বলে তবে কসমের দিন থেকে

১. অবশ্য বাংলায় ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে।

একুশ দিন পূর্ণ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি সে শুধুমাত্র জুমুআর দিনের নিয়্যত করে তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জুমুআয় তোমার সাথে কথা বলব না, তাহলে তার জন্য জুমুআর দিন ছাড়া অন্য দিনে কথা বলা জাইয হবে। যেমন কেউ যদি বলে যে, আমি তোমার সাথে কথা বলব না জুমুআর দিনসমূহে, শনিবার দিনসমূহে অথবা রবিবার দিনসমূহে। (তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকম প্রযোজ্য হবে।)

উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তার কোন নিয়্যত না থাকে। যদি সে জুমুআর দিনসমূহের নিয়্যত করে অর্থাৎ এক সপ্তাহের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে (মুহীত ২০তম অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তের বিবরণ)।

৫০. মাসআলা ঃ জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে জুমুআয় কথা বলব না। তাহলে জুমুআর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ঐ ব্যক্তির সাথে কথ বলা তার জন্য জাইয হবে। কেননা জুমুআর দিনটি একটি বিশেষ বারের নাম। বস্তুত উপরোক্ত বাক্যটি "আমি তোমার সাথে জুমুআর দিনে কথা বলব না" এরই অনুরূপ। এমনিভাবে কেউ الجمع ـ الجمعة ও يوم الجمعة এর পরিবর্তে جُمُعًا (জুমুআন) বলে তাহলেও তার জন্য জুমুআর দিন ছাড়া অন্যান্য দিনে ঐ ব্যক্তির সাথে কথা জাইয হবে। উল্লেখ্য যে, কেউ যদি বলে, والله لا اكلمك جمعا (আল্লাহ্‌র কসম; আমি তোমার সাথে জুমুআয় কথা বলব না) তাহলে এ কসম তিন জুমুআর দিনের উপর প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)। কেউ বলল, لايكلم فلانا الى كذا (সে অমুকের সাথে এই সময় পর্যন্ত কথা বলব না)। এ অবস্থায় সে যদি এক থেকে দশ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সময়ের নিয়্যত করে যেমন ঘণ্টা, দিন, মাস অথবা বছর তাহলে সে অনুসারেই হুকুম কার্যকরী হবে। যদি সে কোন নিয়্যতই না করে তবে এ কসম এক দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, لا اكلمه الى كذا كذا (আমি অমুকের সাথে এই এই সময় পর্যন্ত কথা বলব না) এবং নির্দিষ্ট ঘণ্টা বা মাসের নিয়্যত করে তবে কসম এগার ঘন্টা বা এগার মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কোন নিয়্যতই না করে তবে তা এক দিন ও এক রাত্র পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি বলে, لا اكلمه الى كذا كذا (আমি এই এই সময় পর্যন্ত কথা বলব না) এবং নির্দিষ্ট কোন ঘণ্টা বা মাসের নিয়্যত করে তবে কসম একুশ ঘণ্টা বা মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি তার কোন নিয়্যতই না থাকে তবে এক দিন বা এক রাত্র পর্যন্ত সময়ের উপর এ কসম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ ১৯তম অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিসনার সাথে কসম করার বিবরণ)।

৫১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল, لا يكلم فلانا ابدا (সে অমুকের চিরদিনের জন্য (কখনো) কথা বলবে না) অথবা ابدًا শব্দটি বলল না তাহলে এ কসম চিরদিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। যখনই সে তার সাথে কথা বলবে তখনই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি বিশেষ কোন সময়ের নিয়্যত করে যেমন একদিন, দুই দিন বা তিন দিন অথবা বিশেষ কোন শহর বা বাড়ীর নিয়্যত করে তবে আইন ও নৈতিক কোন দৃষ্টিতেই তার

১. আবরীতে 'জুমআ যেমন শুক্রবারের অর্থে গ্রহণ করা হয়, তেমনি সপ্তাহের অর্থেও গ্রহণ করা হয়। অবশ্য জুমআর দিন বললে শুধু শুক্রবারকে বোঝায়।

কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (যখীরা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে চিরদিনের জন্য কথা বলবে না। তারপর সে মারা যাওয়ার পর শপথকারী ব্যক্তি তার সাথে কথা বলল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ ২২তম অনুচ্ছেদ)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি তার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত (مليا او طويلا) কথা বলব না এবং তার যদি বিশেষ কোন নিয়্যত থাকে তবে তা নিয়্যত অনুসারেই কার্যকরী হবে। আর যদি কোন নিয়্যত না থাকে তবে তা এক মাস এক দিনের উপর প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫২. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, لا اكلمك قريبا (আমি তোমার সাথে নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত কথা বলব না) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ কসম এক দিন কম এক মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে অন্য ইমামের মতবিরোধের কোন উল্লেখ নেই। আর শপথকারী ব্যক্তি যদি এক মাসের অধিক সময়ের নিয়্যত করে তবে "আসল" গ্রন্থের কসম অধ্যায়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে উল্লেখ আছে যে, আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ যদি বলে, لا اكلمه الى بعيد (আমি তোমার সাথে দূরবর্তী সময় পর্যন্ত কথা বলব না) তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ প্রতিজ্ঞা এক মাসের অধিক সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে নাওয়াদিরে মুআল্লা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি বলে لا يكلمه سريعا (সে তার সাথে দ্রুত কথা বলবে না) এবং তার কোন নিয়্যত না থাকে তবে তা একদিন কম এক মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। আর তার যদি কোন নির্দিষ্ট নিয়্যত থাকে তবে নিয়্যত অনুসারেই হুকুম কার্যকরী হবে। কেউ যদি বলে, لا يكلمه عاجلا (সে শীঘ্র তার সাথে কথা বলবে না) তাহলে এ প্রতিজ্ঞা এক মাসের কমের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি বলে لا يكلمه اجلا (সে নগদ তার সাথে কথা বলবে না) তাহলে তা এক মাস বা এর অধিক সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি বলে لا يكلمه بضعة عشره يومًا (দশের অধিক দিন সে তার সাথে কথা বলবে না) তাহলে এ প্রতিজ্ঞা তের দিনের উপর প্রযোজ্য হবে। জামি'উল জাওয়ামি' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি এর চেয়ে অধিক তথা উনিশ দিন পর্যন্তের নিয়্যত করে তবে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে (তাতার খানিয়্যা)।

৫৩. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, আমি তোমার মাওলার[১] সাথে কথা বলব না। অথচ তার মাওলা দু'জন রয়েছে। একজন উর্ধ্ববর্তী এবং অপরজন নিম্নবর্তী। এ পর্যায়ে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তাহলে তাদের যে কোন একজনের সাথে কথা বললেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ বলল, আমি তোমার جد (দাদা-নানী)-এর সাথে কথা বলব না। অথচ প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি দুই جد রয়েছে। একজন বাপের তরফ থেকে। আর অপরজন মায়ের তরফ থেকে। তাহলে এক্ষেত্রেও সে যে কোন একজনের সাথে কথা বললে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

১. এখানে মাওলা (مولى) এর দ্বারা مولى الموالات হচ্ছে উদ্দেশ্য। মাওলাল মুওয়ালাত (مولى الموالات) বলা হয়, নসব বা বংশ অজ্ঞাত কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে মারূফুন নসব (যার বংশ সমধিক প্রসিদ্ধ) ব্যক্তির সাথে ভ্রাতৃত্বও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। যেমন প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলল, আমি যদি কোন অন্যায় অপরাধ করি তবে এর মুক্তিপণ আপনার আকিলা (عاقلة) -এর উপর ওয়াজিব হবে। আর আমার যদি কোন মাল হাসিল হয়। তবে আমার মৃত্যুর পর আপনিই এর হকদার হবেন। শেষোক্ত ব্যক্তি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নিল। তবে একে মুওয়ালাত বলা হবে এবং লোকটিকে বলা হবে امولى الموالات (কাওয়ায়িদুল ফিক্‌হ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫৪. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার সাথে এক বছরের কাছাকাছি সময় কথা বলব না। তাহলে সে তার সাথে ছয় মাস একদিন কথা বলবে না (খুলাসা)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে অমুক! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে দশ দিন কথা বলব না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে আট দিন কথা বলব না। এতে তার প্রতিজ্ঞা দুইবার ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞাটি তার যিম্মায় বাকী থাকবে। যদি সে ঐ আট দিনের মধ্যে তার সাথে কথা বলে তবে তার এ প্রতিজ্ঞাটিও ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে আট দিন কথা বলব না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে নয় দিন কথা বলব না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে দশ দিন কথা বলব না এতে দুইবার তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তৃতীয় প্রতিজ্ঞাটি তার যিম্মায় বাকী থেকে যাবে। যদি সে দশ দিনের ভিতর ঐ ব্যক্তির সাথে কোন কথা বলে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৫৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি বলল, যখনই আমি তোমার সাথে একদিন কথা বলব তখনই আমার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক দিরহাম সাদাকা করা। যখনই আমি অমুকের সাথে দুই দিন কথা বলব তখনই আল্লাহর ওয়াস্তে আমার উপর ওয়াজিব হবে দুই দিরহাম সাদাকা করা; যখনই আমি অমুকের সাথে তিন দিন কথা বলব তখনই আমার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহর ওয়াস্তে তিন দিরহাম সাদাকা করা, যখনই আমি অমুকের সাথে চার দিন কথা বলব তখনই আমার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চার দিরহাম সাদাকা করা, যখনই আমি অমুকের সাথে পাঁচ দিন কথা বলব তখনই আমার উপর ওয়াজিব হবে আল্লাহর ওয়াস্তে পাঁচ দিরহাম সাদাকা করা। তারপর সে চতুর্থ ও পঞ্চম দিন তার সাথে কথা বলল, তাহলে তার উপর অপরিহার্য হবে ত্রিশ দিরহাম সাদাকা করা। যদি সে প্রথম দিন অথবা অন্য কোন দিন তার সাথে দুইবার কথা বলে তবুও তার উপর ওয়াজিব হবে ত্রিশ দিরহাম সাদাকা করা। কেউ বলল, প্রত্যেক ঐদিন যে দিনেই আমি অমুকের সাথে কথা বলব সেদিনেই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর এক দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব, যে দুই দিনই আমি অমুকের সাথে কথা বলব সে দুই দিনই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দুই দিরহাম সাদাক করা আমার উপর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে বলতে বলতে সে পাঁচ দিন পর্যন্তের কথা বলল। তারপর সে তার সাথে চতুর্থ ও পঞ্চম দিন কথা বলল তাহলে তার উপর বাইশ দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। কেননা সে এখানে পাঁচবার প্রতিজ্ঞা করেছে এবং প্রথম প্রতিজ্ঞার ফল এক দিরহাম সাব্যস্ত করেছে ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার জাযা দুই দিরহাম সাব্যস্ত করেছে, আর প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছে। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় সাব্যস্তকৃত এ সময়সীমাকে দাওর (دور) বলা হয়। প্রথম প্রতিজ্ঞার সময়-সীমা এক দিন। কাজেই প্রত্যেক দিনেই এর একটি করে দাওর হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার সময়সীমা হচ্ছে দুই দিন। কাজেই এর এক দাওর হয় দুই দিনে। কাজেই এর এক দাওর হবে চার দিনে এবং পঞ্চম প্রতিজ্ঞার এক দাওর হবে পাঁচ দিনে। প্রত্যেক দাওরেই তার প্রতিজ্ঞা একবার মাত্র ভঙ্গ হবে। কেননা সে তার প্রতিজ্ঞা كل (প্রত্যেক) শব্দের মাধ্যমে সম্পাদন করেছে। আর এ (كل) শব্দটি تكرار তথা পুনঃ

পুনঃ কোন কিছু সম্পাদন করাকে অপরিহার্য করে না। কেননা تكرار হচ্ছে عموم فعل অর্থাৎ ক্রিয়ার ব্যাপকতার পরিণাম বা ফলাফল, عموم وقت অর্থাৎ সময়ের প্রথম প্রতিজ্ঞার পর যে দিনটি পাওয়া যাবে সেটি পুরাপুরিই প্রথম প্রতিজ্ঞার সময়সীমা এবং অপরাপর প্রতিজ্ঞাসমূহের আংশিক সময়সীমা। অতএব প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি ঐ ব্যক্তির সাথে চতুর্থ দিনে কথা বলে তবে এই দিনটিতে প্রথম প্রতিজ্ঞার চতুর্থ দাওর হবে এবং এটি হুবহু দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় দাওরের তাতিম্মা তথা শেষ দিন বলেও গণ্য হবে। এমনিভাবে এ দিনটি হুবহু তৃতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় দাওরের প্রথম দিন। এমনিভাবে এ দিনটি চতুর্থ প্রতিজ্ঞার প্রথম দাওরের শেষ দিন। অনুরূপভাবে এ দিনটি পঞ্চম প্রতিজ্ঞার প্রথম দাওরের চতুর্থ দিন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দাওরসমূহের অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী লোকটির প্রতিজ্ঞা আদৌ ভঙ্গ হবে না। তবে একই শর্ত যেহেতু একাধিক প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে শর্ত হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাই উক্ত ব্যক্তির সব প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাজেই প্রথম প্রতিজ্ঞার কারণে এক দিরহাম, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে দুই দিরহাম, তৃতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে তিন দিরহাম, চতুর্থ প্রতিজ্ঞার কারণে চার দিরহাম এবং পঞ্চম প্রতিজ্ঞার কারণে পাঁচ দিরহাম অর্থাৎ সর্বমোট পনের দিরহাম তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি সে উক্ত ব্যক্তির সাথে পঞ্চম দিন কথা বলে তবে তার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা পঞ্চম দিনটি হচ্ছে, প্রথম প্রতিজ্ঞার পঞ্চম দাওর। এ দাওরে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি যে, এর দায় তার উপর বর্তাবে। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। এই দিনটি হল, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার তৃতীয় দাওরের প্রথম দিন। কাজেই এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর এ দিনটি হচ্ছে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় দাওরের প্রথম দিন। এতেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি যে, এর দায় তার উপর বর্তাবে। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। কাজেই তার উপর আরো সাতটি দিরহাম ওয়াজিব হবে। সর্বসাকুল্যে তার উপর বাইশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। উল্লেখ্য যে, তৃতীয় ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞা তার ভঙ্গ হবে না। কেননা এ দিনটি (পঞ্চম) তৃতীয় প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় দাওরের দ্বিতীয় দিন এবং এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছে। আর এ দিনটি পঞ্চম প্রতিজ্ঞার প্রথম দাওরের শেষের দিন এবং এতেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গেছে। কাজেই তা আর দ্বিতীয়বার ভঙ্গ হবে না।

৫৬. মাসআলা ঃ মোদ্দাকথা হচ্ছে, উপরোক্ত প্রতিজ্ঞায় প্রথমবার কথা বলার অবস্থায় দাওর নবায়ণ হওয়া এবং না হওয়ার কোন প্রতিক্রিয়া যাহির হবে না। কাজেই এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার পরে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি তার সাথে কথা বলে, তা তার জীবনের যে কোন দিনই হোক না কেন তার উপর পনের দিরহাম ওয়াজিব হবে। অবশ্য দ্বিতীয়বার কথা বলার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া যাহির হবে। সুতরাং সে যদি প্রথম ও দ্বিতীয় দিন ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলে তাহলে প্রথম কথার কারণে পনের দিরহাম এবং দ্বিতীয় কথা বলার কারণে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে বেশী কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম প্রতিজ্ঞার দাওর হয়েছে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী প্রথম দিনে এবং তৃতীয় দিনে তার সাথে কথা বলে, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে কথা না বলে অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কথা বলে তবে প্রথম কথা বলার কারণে তার উপর পনের দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে এবং দ্বিতীয়বার কথা বলার কারণে তার উপর শুধুমাত্র তিন দিরহাম ওয়াজিব হবে। কেননা এ অবস্থায় শুধুমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার দাওর

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে তার সাথে সরাসরি সম্বোধন করে কথা না বলে। যদি সরাসরি তাকে সম্বোধন করে কথা বলে, যেমন বলল, যখনই আমি তোমার সাথে একদিন কথা বলব, তখনই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর এক দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে, যখনই আমি তোমার সাথে দুইদিন কথা বলব, তখনই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার উপর দুই দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। এইভাবে পাঁচবার প্রতিজ্ঞা করল, তাহলে তার উপর বিশ দিরহাম ওয়াজিব হবে কেননা প্রথম প্রতিজ্ঞার জাযা (ফল) হচ্ছে এক দিরহাম সাদাকা করা এবং এর জন্য শর্ত হল, অমুকের সাথে কথা বলা। এরপর সে যখন দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে তার সাথে কথা বলেছে তখনই তার উপর এর জাযা (ফল) ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর তা হচ্ছে, এক দিরহাম। এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাও পূর্ববৎ বাকী রয়ে গেছে। কেননা সে كلما (যখনই) শব্দ দ্বারা প্রতিজ্ঞা করেছে। কাজেই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাও সংঘটিত হয়ে গেছে। তারপর সে যখন তৃতীয় প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করে কথা বলেছে তখন উভয় প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যাওয়ার শর্ত পাওয়া গেছে। সুতরাং প্রথম প্রতিজ্ঞার কারণে এক দিরহাম এবং দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে দুই দিরহাম তার উপর অপরিহার্য হবে। এ অবস্থায় পূর্ববর্তী উভয় প্রতিজ্ঞাই বাকী রয়ে গেল এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞা সংঘটিত হয়ে গেল। এরপর চতুর্থ প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে সে যখন তার সাথে কথা বলল তখন প্রতিজ্ঞাসমূহ শেষ হওয়ার শর্ত পাওয়া গেল। কাজেই পূর্ববর্তী সব প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব প্রথম প্রতিজ্ঞার এক দিরহাম, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে দুই দিরহাম এবং তৃতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে তার উপর তিন দিরহাম অপরিহার্য হবে। আর প্রতিজ্ঞাগুলোও পূর্ববৎ বাকী থেকে যাবে। সাথে সাথে চতুর্থ প্রতিজ্ঞাও সংঘটিত হয়ে যাবে। তারপর যখন সে পঞ্চম প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে তাকে সম্বোধন করে কথা বলল তখন সব প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে গেল। কাজেই প্রথম প্রতিজ্ঞার কারণে এক দিরহাম, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে দুই দিরহাম, তৃতীয় প্রতিজ্ঞার কারণে তিন দিরহাম এবং চতুর্থ প্রতিজ্ঞার কারণে চার দিরহাম সর্বমোট বিশ দিরহাম তার উপর অপরিহার্য হবে। তবে পঞ্চম প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা শর্ত পাওয়া যায় নি। আর তা হল কথা বলা। সুতরাং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পঞ্চম প্রতিজ্ঞার পর তার সাথে কথা বলে তবে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং প্রতিজ্ঞাকারীর উপর পঁয়ত্রিশ দিরহাম অপহির্য হবে।

৫৭. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, প্রত্যেক যে দিনেই আমি তোমার সাথে কথা বলব, আমার উপর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক দিরহাম সাদাকা করা ওয়াজিব হবে। এভাবে সে পাঁচবার প্রতিজ্ঞা করল। এরপর নিঃচুপ থাকল। তাহলে তার উপর দশ দিরহাম সাদাকা করা অপরিহার্য হবে। যদি দ্বিতীয় দিন সে তার সাথে কথা বলেন, তবে আরো ছয় দিরহাম সাদাকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি তৃতীয় দিন কথা বলে তবে তিন দিরহাম ওয়াজিব হবে। যদি চতুর্থ দিন তার সাথে কথা বলে তবে চার দিরহাম তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি পঞ্চম দিন তার সাথে কথা বলে তবে সাত দিরহাম তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞাসমূহের পর প্রথম দিনতার সাথে কথা বলে তবে পঞ্চম প্রতিজ্ঞার কারণে তার উপর শুধুমাত্র পাঁচ দিরহাম তার উপর ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত আর কোন দিরহাম তার উপর ওয়াজিব হবে না। (শরহুল জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তি তার নিজের উপর সাদাকা করাকে ওয়াজিব করে এর বিধান)। আল্লাহ্ তা'আলাই এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তালাক প্রদান ও দাসমুক্ত করার ব্যাপারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, আমি যে গোলামটি প্রথম খরিদ করব সে আযাদ, তাহলে তার প্রথম গোলাম সেই হবে যাকে এককভাবে খরিদ করা হয়েছে এবং যার আগে আর কোন গোলাম খরিদ করা হয় নি। এ প্রতিজ্ঞা করার পর সে যে গোলাম খরিদ করবে সেই আযাদ হয়ে যাবে। যদি সে ব্যক্তি একজন পূর্ণ গোলাম এবং অপর এক গোলামের অর্ধেক খরিদ করে তবে পূর্ণ গোলামই আযাদ হবে। আর যদি দুই গোলাম (একত্রে) খরিদ করে তবে তাদের একজনও আযাদ হবে না। যদি সে ব্যক্তি বলে, আমি সর্বশেষ যে গোলাম খরিদ করব সে আযাদ; তবে সর্বশেষ গোলাম সেই হবে যাকে এককভাবে সর্বশেষ খরিদ করা হয়েছে। আর এটি হবে সময়ের হিসাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর পরই কোন গোলাম সর্বশেষ গোলাম বলে প্রতিপন্ন হবে। এর আগে নয়। যদি সে ব্যক্তি একাধিক গোলাম খরিদ করে তাদেরকে রেখে মারা যায় তবে তাদের মধ্যে যে সর্বশেষ খরিদকৃত গোলাম সেই আযাদ হবে। স্মর্তব্য যে, সর্বশেষ গোলাম কখন থেকে আযাদ হবে; এ ব্যাপারে ফকীহ্‌দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যখন খরিদ করা হবে তখন হতেই সে আযাদ হয়েছে বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রতিজ্ঞাকারী যদি তাকে সুস্থ অবস্থায় আযাদ করে থাকে তবে এ আযাদী তার পূর্ণ মাল থেকে হয়েছে বলেই ধর্তব্য হবে। কেউ যদি বলে, আমি যত গোলাম খরিদ করব এর মাঝেরটি আযাদ; তবে সমভাগে বিভক্ত দুই সংখ্যার মধ্যখানের একক সংখ্যার গোলামটি মাঝের গোলাম বলে গণ্য হবে। মনে রাখতে হবে; এ জাতীয় প্রতিজ্ঞাও প্রতিজ্ঞাকারীর মৃত্যুর পর প্রতীয়মান হবে। প্রতিজ্ঞাকারীর মৃত্যুর পর গণনায় গোলামদের সংখ্যা যদি জোড় হয় তবে তো কেউই মাঝের গোলাম বলে প্রতীয়মান হবে না। পক্ষান্তরে তাদের সংখ্যা যদি বে-জোড় অর্থাৎ পাঁচ, সাত বা এ জাতীয় হয় তবে দুই জোড় সংখ্যার মধ্যখানের একক সংখ্যার গোলামটি মাঝের গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আর যে গোলামগুলো প্রথম অর্ধেকের আওতাভুক্ত হবে সেগুলো মাঝের গোলাম থেকে খারিজ বলে গণ্য হবে (ঈযাহ)। কেউ সাতজন গোলাম খরিদ করল। এ অবস্থায় চতুর্থজন হচ্ছে মাঝের গোলাম। কিন্তু তাকে যদি মুনীব এককভাবে পৃথক খরিদ না করে বরং তৃতীয়জনের সাথে খরিদ করে তবে সে প্রথম অর্ধেকের আওতাভুক্ত হওয়ায় আযাদ হবে না।

২. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, প্রথমে এককভাবে (স্বতন্ত্রভাবে) আমি যে গোলামটির মালিক হব, অথবা যদি বলে, প্রথমে এককভাবে আমি যে গোলামটি খরিদ করব সে আযাদ। তারপর সে একত্রে দুই গোলামের মালিক হল, তারপর ভিন্নভাবে অপর এক গোলামের মালিক হল, তাহলে তৃতীয় গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি اول عبد املكه এর স্থলে اول عبد املكه واحدا وحده –(প্রথমে আমি যে গোলামের মালিক হবো এবং যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একা হবে বলে তবে এতে তৃতীয় গোলামটি আযাদ হবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি واحد থেকে وحدة এর উদ্দেশ্য করে তবে সে আযাদ হয়ে যাবে (কাফী)। কেউ যদি বলে, প্রথমে আমি যে গোলামটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-এর বিনিময়ে খরিদ করব সে আযাদ। তারপর সে এক গোলাম দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা)-এর বিনিময়ে অথবা অন্য কোন মালামালের বিনিময়ে খরিদ করল এবং এরপর এক গোলাম দীনারের বিনিময়ে খরিদ করল তাহলে এই গোলামই আযাদ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বলে, প্রথম গোলাম, আমি যাকে খরিদ করব এবং যে কালো বর্ণের হবে সে আযাদ। এরপর সে কতিপয় গোলাম খরিদ করল যারা সকলেই সাদা চামড়া বিশিষ্ট। এরপর সে একজন কালো চামড়া বিশিষ্ট গোলাম খরিদ করল তাহলে এই শেষে খরিদকৃত গোলামটিই আযাদ হয়ে যাবে (আল-বাহ্‌রুর রায়িক)।

৩. **মাসআলা ঃ** মুনীব যদি বলে, যে গোলামই আমাকে অমুক মহিলার গর্ভ প্রসবের সুসংবাদ জানাবে সেই আযাদ। তারপর পৃথক পৃথক সময়ে তিন গোলাম তাকে এ মহিলার গর্ভ প্রসবের সংবাদ জানাল তাহলে যে গোলাম প্রথমে তাকে সুসংবাদ জানিয়েছে সেই আযাদ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে তারা সকলে একত্রে তাকে সুসংবাদ জানায় তবে তারা সকলেই আযাদ বলে গণ্য হবে। হাকিম শহীদ (র) বলেন, এ জাতীয় কথা বলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে যে, এর দ্বারা আমি একজনের নিয়্যত করেছি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু دیانة অর্থাৎ নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার জন্য অবকাশ আছে তাদের কোন একজনকে মনোনীত করে তার উপর আযাদীর হুকুমকে কার্যকরী করা এবং বাকীদেরকে পূর্বাবস্থায় রেখে দেওয়া (গায়াতুল বয়ান)।

৪. **মাসআলা ঃ** কেউ বলল, আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে আবার কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না এবং গোলামও আযাদ করবে না। এরপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার দ্বিতীয় কসম ভঙ্গ হবে না। তবে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে তালাক দিবে না এবং আযাদও করবে না। তারপর সে বলল, আমি যদি এই ঘরে প্রবেশ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক এবং আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার উভয় কসমই ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ তার স্ত্রীকে বলল তোমার নফসকে অর্থাৎ নিজেকে তালাক প্রদান কর অথবা নিজ গোলামকে বলল, তুমি নিজেকে আযাদ করে দাও অথবা এ কাজের জন্য সে কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর সে কসম করে বলল যে, সে তালাক দিবে না অথবা গোলাম আযাদ করবে না। ইত্যবসরে মহিলা বা গোলাম বা নিয়োগপ্রাপ্ত উকীল তাদের প্রতি দেওয়া অধিকারকে প্রয়োগ করল তাহলে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ তার স্ত্রীকে বলল, তোমাকে তালাক, যদি তুমি চাও অথবা গোলামকে বলল, তুমি আযাদ; যদি তুমি চাও। এরপর সে কসম করে বলল যে, সে তালাক দিবে না অথবা গোলাম আযাদ করবে না। এরপর মহিলা তালাকের বিষয়টি অথবা গোলাম আযাদ হওয়ার বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (কাফী ঃ অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে বিবাহ করবে না বা স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিবে না কিংবা গোলাম আযাদ করবে না। তারপর সে কাউকে এ কাজ করার জন্য উকীল নিয়োগ করল। এ অবস্থায় উকীল যদি সে কাজ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি বলে, আমার নিয়্যত এই ছিল যে, আমি আমার যবানে এই জাতীয় কথা বলব না তবে শুধু আইনের দৃষ্টিতে একথা গ্রহণযোগ্য হবে না (হিদায়া)। যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমার গোলাম আযাদ —যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি। এরপর দ্বিতীয় অপর ব্যক্তি বলল, আমার উপরও অনুরূপ ওয়াজিব যদি আমি এই ঘরে প্রবেশ করি। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ ঘরে প্রবেশ করল তাহলে তার গোলাম আযাদ হবে না। যদি প্রথম ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক গোলাম আযাদ করা আমার উপর ওয়াজিব যদি আমি প্রবেশ করি। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, আমার উপরও অনুরূপ ওয়াজিব যদি আমি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ব্যক্তির উপরই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়িত করা ওয়াজিব হবে (ঈযাহ)।

৬. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, যদি ঘরের মধ্যে এক পুরুষ ব্যতীত আর কেউ থাকে তবে তার গোলাম আযাদ। এরপর দেখা গেল যে, ঘরে এক পুরুষ এবং এক বালক রয়েছে অথবা এক পুরুষ ও এক মহিলা রয়েছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ঘরের ভিতর একজন পুরুষ ও একটি প্রাণী থাকে বা কিছু সমান থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি বলে, যদি ঘরের মধ্যে বকরী ছাড়া অন্য কিছু থাকে তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর দেখা গেল যে, ঘরে বকরী ছাড়া অন্য কোন প্রাণী আছে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে, ঘরে কাপড় ছাড়া অন্য কিছু থাকলে এই হবে। এ অবস্থায় যদি ঘরের মধ্যে মানুষ বা প্রাণী অথবা কোন পাত্র থাকে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (কাফীঃ অনুচ্ছেদ বিবিধ মাসাইল)।

৭. **মাসআলা ঃ** কেউ বলল, আমার সর্ব প্রকার مملوك (দাস-দাসী) আযাদ, তাহলে তার উম্মে ওয়ালাদ দাসী, মুদাব্বার গোলাম এবং সাধারণ গোলাম সবই আযাদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় প্রতিজ্ঞায় দাস-দাসী সবই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র দাসের নিয়্যত করে তবে دیانة তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু قضاء তথা আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র হাবশী কালো কৃষ্ণ বর্ণের গোলামদের নিয়্যত করে অন্যদের নিয়্যত না করে তবে আইন ও নৈতিকতা কোনভাবেই তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়্যত করে আইন ও নৈতিকতা কোন দৃষ্টিতেই তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সে বলে, আমি মুদাব্বার গোলামদের নিয়্যত করিনি তবে এক বর্ণনা মতে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনা মতে নিয়্যত আইন ও নৈতিকতা কোন দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতহুল কাদীর)। এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার মধ্যে বন্ধকী গোলাম আমানতের গোলাম, পলায়নকারী গোলাম, ছিনতাইকৃত গোলাম এবং মুসলিম ও কাফির গোলাম সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু এর মধ্যে মুকাতাব গোলাম অন্তর্ভুক্ত হবে না। অবশ্য প্রতিজ্ঞাকারী যদি মুকাতাব গোলামের ও নিয়্যত করে তবে তারাও আযাদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে গোলামের কিয়দাংশ আযাদ হয়ে গেছে সেও এ প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। যে গোলামকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সে এ প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য

হবে। চাই সে ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক। মুনীবের অনুমতি প্রদত্ত গোলামের গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত না হয় তবে তারা এ প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তাদের নিয়্যত করে তবে তারা আযাদ হয়ে যাবে। অবশ্য যৌথ মালিকের মালিকানাধীন গোলাম এ প্রতিজ্ঞার মধ্যে শামিল হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা আংশিক مملوك মালিকানাভুক্ত গোলামকে প্রকৃত গোলাম বলা যায় না। এতদসত্ত্বেও প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি তার নিয়্যত করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে সেও আযাদ হয়ে যাবে। মা যদি মুনীবের মালিকানাধীন থাকে তবে এ অবস্থায় গর্ভজাত সন্তান প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মাকে আযাদ করার সাথে সাথে সেও আযাদ হয়ে যাবে। আর গর্ভজাত সন্তান যদি মুনীবের মালিকানাধীন থাকে কিন্তু মা মালিকানাধীন না থাকে যেমন কেউ মৃত্যুকালে নিজ দাসীর সন্তানের ব্যাপারে কারো অনুকূলে ওসীয়্যত করল তাহলে মায়ের আযাদীর সাথে সে আযাদ হবে না (বাদাঈ ঃ ইত্ক অধ্যায়)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে মুকাতাব বানাবে না। এরপর অপর কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই তার গোলামকে মুকাতাব ঘোষণা করে দিল। এরপর শপথকারী ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে যেমন উকীল নিয়োগের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে আযাদ করবে না। তারপর গোলাম তার বদলে কিতাবাত পরিশোধ করে দিল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, কসমের পর যদি কিতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে কসমকারীর কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কসমের আগে কিতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান অনুচ্ছেদ বিবাহ শাদীর ব্যাপারে শপথ করা)। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি সহবাসের মাধ্যমে কোন দাসীর প্রতি হস্তক্ষেপ করি তবে সে আযাদ। এরপর সে তার মালিকানাধীন কোন দাসীর সাথে সহবাস করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি শপথের পর নতুনভাবে কোন দাসী খরিদ করে এবং তার সাথে সহবাস করে তবে সে আযাদ হবে না (হিদায়া)। কেউ তার স্ত্রীকে বলল আমি যদি কোন দাসীর সাথে সহবাস করি তবে তোমাকে তালাক অথবা বলে যে, আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার মালিকানাধীন কোন দাসীর সাথে সহবাস করল অথবা প্রতিজ্ঞার পর খরিদকৃত কোন দাসীর সাথে সহবাস করল তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। কেউ কোন দাসীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে খরিদ করে তার সাথে সহবাস করল তবে প্রতিজ্ঞার সময় যে গোলাম তার মালিকানাধীন ছিল সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যাতে প্রতিজ্ঞার পর খরিদ করা হয়েছে সে আযাদ হবেনা (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৯. মাসআলা ঃ কেড যদি তার নিজ দাসীকে বলে, যদি তোমাকে অমুক ব্যক্তি বিক্রি করে দয় তবে তুমি আযাদ। তারপর মালিক তাকে ঐ ব্যক্তির হাতে বিক্রি করল। তারপর আবার স তাকে তার নিকট হতে খরিদ করে নিল তাহলে সে আযাদ হবে না। কেননা এ প্রতিজ্ঞায় র্ত ছিল, অমুক কর্তৃক তাকে বিক্রি করা। আর প্রতিজ্ঞাকারীর নিকট এ দাসীকে বিক্রি করাতে ার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং প্রতিজ্ঞাকারীর ক্রয়ের কারণে এতে তার মালিকানা নঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অমুকের বিক্রির কারণে নয়। (কাজেই এতে দাসী আযাদ হবে না)। যদি

কেউ বলে, যদি অমুক আমার নিকট তোমাকে হিবা করে তবে তুমি আযাদ। এরপর অমুক ব্যক্তি স্বীয় দখল ও নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় তাকে (দাসীকে) তার নিকট হিবা করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে, অমুক যদি তোমাকে আমার নিকট বিক্রি করে তবে তুমি আযাদ। তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে ডেকে আনার জন্য তোমার নিকট কোন লোক পাঠানোর পর তুমি যদি আমার নিকট না আস তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল এবং সেও আসল। তারপর সে দ্বিতীয়বার তাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। কিন্তু এবার সে আসলো না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে)। আর একবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার প্রতিজ্ঞা বাতিল হবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিজ্ঞা একবার ভঙ্গ হয়ে যায়। তখন প্রতিজ্ঞা বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, যদি তুমি আমার নিকট লোক পাঠাও এবং আমি তোমার নিকট না যাই তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে তুমি আমার নিকট আসার পর আমি যদি তোমার নিকট না যাই অথবা বলল, তুমি আমার দর্শনে আসার পর আমি যদি তোমার দর্শনে না যাই তবে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ একবার ভঙ্গ হওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না। বরং তা সর্বদা বাকী থাকবে।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি তোমার নফ্সকে অর্থাৎ নিজেকে তালাক না দাও তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ কথা ঐ মহিলার জন্য তালাক প্রদানের ব্যাপারে অনুমতি বলে গণ্য হবে এই অনুমতি ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি সে ঐ মজলিসেই নিজেকে নিজে তালাক দেয় তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (এবং গোলাম আযাদ হবে না।) এমনিভাবে কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি যদি আমার এই গোলামটি বিক্রি না কর তাহলে আমার ঐ গোলামটি আযাদ তাহলে এ কথা গোলাম বিক্রির ক্ষেত্রে অনুমতি বলে গণ্য হবে এবং এ হুকুম সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে যদি আমি কূফায় গমন করি এবং তথায় বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশ করার পূর্বে বিবাহ করার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, যদি আমি কূফায় গমন করি এবং সেখানে বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশের সময় বিবাহ করার উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি বলে, যদি আমি কূফায় গমন করি, এরপর বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশ করার পর হতে সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১২. এক ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি অমুক মহিলাকে বিবাহ কর। এ কথা শুনে সে বলল, আমি যদি কখনো বিবাহ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলল , আকাশ স্পর্শ করা আমি যদি বর্জন করি তবে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি আকাশ স্পর্শ না করি তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যে কসম বা প্রতিজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয় এবং চিরদিনের জন্য কার্যকরী হয় এর বিবরণ)। আল্লাহ্ তা'আলাই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে। চাই সে ঋণগ্রস্ত হোক বা না হোক। মুনীবের অনুমতি প্রদত্ত গোলামের গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত না হয় তবে তারা এ প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এ বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তাদের নিয়্যত করে তবে তারা আযাদ হয়ে যাবে। অবশ্য যৌথ মালিকের মালিকানাধীন গোলাম এ প্রতিজ্ঞার মধ্যে শামিল হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা আংশিক مملوك মালিকানাভুক্ত গোলামকে প্রকৃত গোলাম বলা যায় না। এতদসত্ত্বেও প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি তার নিয়্যত করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে সেও আযাদ হয়ে যাবে। মা যদি মুনীবের মালিকানাধীন থাকে তবে এ অবস্থায় গর্ভজাত সন্তান প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মাকে আযাদ করার সাথে সাথে সেও আযাদ হয়ে যাবে। আর গর্ভজাত সন্তান যদি মুনীবের মালিকানাধীন থাকে কিন্তু মা মালিকানাধীন না থাকে যেমন কেউ মৃত্যুকালে নিজ দাসীর সন্তানের ব্যাপারে কারো অনুকূলে ওসীয়্যত করল তাহলে মায়ের আযাদীর সাথে সে আযাদ হবে না (বাদাঈ ঃ ইত্ক অধ্যায়)।

৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে মুকাতাব বানাবে না। এরপর অপর কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই তার গোলামকে মুকাতাব ঘোষণা করে দিল। এরপর শপথকারী ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে যেমন উকীল নিয়োগের ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে আযাদ করবে না। তারপর গোলাম তার বদলে কিতাবাত পরিশোধ করে দিল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, কসমের পর যদি কিতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে কসমকারীর কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর কসমের আগে কিতাবাত চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকলে কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান অনুচ্ছেদ বিবাহ শাদীর ব্যাপারে শপথ করা)। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি সহবাসের মাধ্যমে কোন দাসীর প্রতি হস্তক্ষেপ করি তবে সে আযাদ। এরপর সে তার মালিকানাধীন কোন দাসীর সাথে সহবাস করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি শপথের পর নতুনভাবে কোন দাসী খরিদ করে এবং তার সাথে সহবাস করে তবে সে আযাদ হবে না (হিদায়া)। কেউ তার স্ত্রীকে বলল আমি যদি কোন দাসীর সাথে সহবাস করি তবে তোমাকে তালাক অথবা বলে যে, আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার মালিকানাধীন কোন দাসীর সাথে সহবাস করল অথবা প্রতিজ্ঞার পর খরিদকৃত কোন দাসীর সাথে সহবাস করল তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। কেউ কোন দাসীকে বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে খরিদ করে তার সাথে সহবাস করল তবে প্রতিজ্ঞার সময় যে গোলাম তার মালিকানাধীন ছিল সে আযাদ হয়ে যাবে। আর যাতে প্রতিজ্ঞার পর খরিদ করা হয়েছে সে আযাদ হবেনা (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৯. মাসআলা ঃ কেড যদি তার নিজ দাসীকে বলে, যদি তোমাকে অমুক ব্যক্তি বিক্রি করে দেয় তবে তুমি আযাদ। তারপর মালিক তাকে ঐ ব্যক্তির হাতে বিক্রি করল। তারপর আবার সে তাকে তার নিকট হতে খরিদ করে নিল তাহলে সে আযাদ হবে না। কেননা এ প্রতিজ্ঞায় শর্ত ছিল, অমুক কর্তৃক তাকে বিক্রি করা। আর প্রতিজ্ঞাকারীর নিকট এ দাসীকে বিক্রি করাতে তার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং প্রতিজ্ঞাকারীর ক্রয়ের কারণে এতে তার মালিকানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অমুকের বিক্রির কারণে নয়। (কাজেই এতে দাসী আযাদ হবে না)। যদি

কেউ বলে, যদি অমুক আমার নিকট তোমাকে হিবা করে তবে তুমি আযাদ। এরপর অমুক ব্যক্তি স্বীয় দখল ও নিয়ন্ত্রণাধীন অবস্থায় তাকে (দাসীকে) তার নিকট হিবা করল তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি বলে, অমুক যদি তোমাকে আমার নিকট বিক্রি করে তবে তুমি আযাদ। তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মাবসূত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমাকে ডেকে আনার জন্য তোমার নিকট কোন লোক পাঠানোর পর তুমি যদি আমার নিকট না আস তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠাল এবং সেও আসল। তারপর সে দ্বিতীয়বার তাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। কিন্তু এবার সে আসলো না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোলাম আযাদ হয়ে যাবে)। আর একবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার কারণে তার প্রতিজ্ঞা বাতিল হবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিজ্ঞা একবার ভঙ্গ হয়ে যায়। তখন প্রতিজ্ঞা বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ বলে, যদি তুমি আমার নিকট লোক পাঠাও এবং আমি তোমার নিকট না যাই তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে তুমি আমার নিকট আসার পর আমি যদি তোমার নিকট না যাই অথবা বলল, তুমি আমার দর্শনে আসার পর আমি যদি তোমার দর্শনে না যাই তবে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ একবার ভঙ্গ হওয়ার কারণে তা বাতিল হবে না। বরং তা সর্বদা বাকী থাকবে।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি তোমার নফ্সকে অর্থাৎ নিজেকে তালাক না দাও তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ কথা ঐ মহিলার জন্য তালাক প্রদানের ব্যাপারে অনুমতি বলে গণ্য হবে এই অনুমতি ঐ মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি সে ঐ মজলিসেই নিজেকে নিজে তালাক দেয় তবে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (এবং গোলাম আযাদ হবে না।) এমনিভাবে কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি যদি আমার এই গোলামটি বিক্রি না কর তাহলে আমার ঐ গোলামটি আযাদ তাহলে এ কথা গোলাম বিক্রির ক্ষেত্রে অনুমতি বলে গণ্য হবে এবং এ হুকুম সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বলে যদি আমি কূফায় গমন করি এবং তথায় বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশ করার পূর্বে বিবাহ করার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, যদি আমি কূফায় গমন করি এবং সেখানে বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশের সময় বিবাহ করার উপর প্রযোজ্য হবে। আর যদি বলে, যদি আমি কূফায় গমন করি, এরপর বিবাহ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ প্রতিজ্ঞা কূফায় প্রবেশ করার পর হতে সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে।

১২. এক ব্যক্তিকে বলা হল, তুমি অমুক মহিলাকে বিবাহ কর। এ কথা শুনে সে বলল, আমি যদি কখনো বিবাহ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে অপর কোন মহিলাকে বিবাহ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলল , আকাশ স্পর্শ করা আমি যদি বর্জন করি তবে আমার গোলাম আযাদ, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার গোলাম আযাদ, যদি আমি আকাশ স্পর্শ না করি তাহলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান ঃ অনুচ্ছেদ ঃ যে কসম বা প্রতিজ্ঞা তৎক্ষণাৎ কার্যকরী হয় এবং চিরদিনের জন্য কার্যকরী হয় এর বিবরণ)। আল্লাহ্ তা'আলাই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্রয়-বিক্রয় এবং বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে কসম বা প্রতিজ্ঞা করা বিবরণ

১. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে খরিদ করবে না বা ক্রয় করবে না কিংবা কোন কিছু ইজারা দিবে না, তারপর সে কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল— যে এ কাজ সম্পাদন করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি এ কসমের ক্ষেত্রে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে এ কাজের জন্য অন্য কাউকে হুকুমও করবে না তাহলে এরূপ নিয়্যতের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এরূপ নিয়্যত করে সে বিষয়টিকে নিজের উপর কঠিন করে ফেলেছে অথবা শপথকারী হয়তো কোন সম্মানিত ব্যক্তি যার পক্ষে এ জাতীয় কাজ শোভনীয় নয়, কাজেই উকীল নিয়োগ দ্বারা বা এ কাজের দায়িত্ব অন্যের প্রতি হস্তান্তর করার দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে । যদি শপথকারী লোকটি কখনো সে নিজে এ কাজ করে আবার কখনো অন্যের দ্বারা করায় তাহলে অধিকাংশ অবস্থায় সে কি পন্থা অবলম্বন করে থাকে তা ধর্তব্য হবে (কাফী)।

২. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে ক্রয়-বিক্রয় করবে না তাহলে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের কারণেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সে এ পর্যন্ত মালামাল হস্তগত করেনি। এমনিভাবে যে ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা বা বিক্রেতার ইখতিয়ার (خيار) থাকবে এর দ্বারাও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফুযূলীভাবে বিক্রয়ের দ্বারা, এমনভিাবে বিনিময়ের শর্তে হিবা করা অবস্থা যদি মালামাল হস্তগত হয়ে যায় তবে এতেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু বাতিল ক্রয়-বিক্রয়ের কারণে কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে মুদাবার, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুকাতাব গোলামের বিক্রয়ের কারণেও কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে বিক্রয়ের পর তা اقالة তথা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দ্বারাও কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যদি সূচনাতেই اقالة শব্দ প্রয়োগ করে ক্রয়-বিক্রয় করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি ত্রুটির কারণে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতির ভিত্তিতে বিক্রিত মাল ফেরৎ দেওয়া হয় তবে এতে কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে ক্রেতা কর্তৃক ফেরৎ দেওয়া মাল বিক্রেতার কবূল করা ব্যতিরেকেও কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)।

৩. **মাসআলা ঃ** কেউ কসম করে বলল যে, সে তার মাল বিক্রি করবেন না। তারপর দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় এমন কোন তৃতীয় ব্যক্তি যদি তার মাল বিক্রি করে দেয় এবং পরে শপথকারী ব্যক্তিও তাতে অনুমতি দিয়ে দেয় তবে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি শপথকারী ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তি হয় যে স্বয়ং ক্রয়-বিক্রয় করে না তবে সে ক্ষেত্রে ফুযূলীর বিক্রয় করাতেও শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে (আল্ ফাতাওয়াস্ সুমরা)। কেউ শপথ করে বলল যে, সে খরিদ করবে না। তারপর ফুযূলী ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু খরিদ করল অথবা মদ (خمر) খরিদ করল

তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে তালখীসিল জামিইল কবীর)। শায়খ আবূ বক্র (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলাম বিক্রি করবে। এরপর গোলামটি তার নিকট হতে চুরি হয়ে গেল। এমতাবস্থায় কি হুকুম হবে? তিনি জাবাব দিলেন, তার মারা যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি বলল, আমি যদি এই গোলামটি বিক্রি না করি তবে এই এই হবে। তারপর সে এ গোলামকে আযাদ বা মুদাব্বার করে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন দাবীর ব্যাপারে এ জাতীয় কথা বলে এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে সহীহ্ মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (তাতার খানিয়্যা)

৪. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি তার দাসীকে বলল, আমি যদি তোমাকে বিক্রি না করি তবে তুমি আযাদ। তারপর সে তার সাথে সহবাস করল। এতে তার বাচ্চা পয়দা হল। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে আযাদ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল, এই গোলাম সে বিক্রি করবে না এবং হিবাও করবে না। তবে শায়খ নাসীর (র) বলেন, এ অবস্থায় সে যদি তার অর্ধেক হিবা করে এবং অর্ধেক বিক্রি করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। শায়খ ইমাম রাযী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসী সম্পর্কে কসম করে বলে যে, সে অবশ্যই তাকে বিক্রি করবে। কিন্তু সে এ ব্যাপারে কোন সময় নির্ধারিত করল না। ইত্যবসরে দাসী ঐ মুনীবের তরফ থেকে কোন সন্তান প্রসব করল, এমতাবস্থায় তার হুকুম কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে মুনীবের কসম ভঙ্গ হবে না। শায়খ আবূ নাসর দাবূসী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কোন ব্যক্তি নিজ দাসীকে বলল, যদি আমি তোমাকে এক মাসের ভেতর বিক্রি না করি তবে তুমি আযাদ। এরপর তার তরফ থেকে সে দাসীর (হামল) প্রকাশ পেল, এমতাবস্থায় তার কি হুকুম হবে? জবাবে শায়খ বললেন, এ অবস্থায় মুনীবের জন্য বৈধ্য হবে এক মাস পর ঐ দাসীর সাথে সঙ্গ করা যদি ছয় মাসের কম সময়ের ভেতর তার থেকে কোন বাচ্চা প্রসবিত হয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে মুনীবের কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং এক মাস পর তার জন্য বৈধ হবে না তার সাথে সঙ্গম করা। আর যদি ছয় মাস পর তার গর্ভ থেকে বাচ্চা প্রসবিত হয় তবে কোন ইমামের মতেই এক মাস পর তার সাথে সঙ্গম করা মুনীবের জন্য বৈধ হবে না (হাবী)।

৫. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি (কসম করে) বলল, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমি অমুকের উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করব অথবা বলল, আল্লাহ্র কসম অবশ্যই আমি এই আযাদ পুরুষ ব্যক্তিকে বিক্রি করব, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এই কসম ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সে যদি তাদের কে ফাসিদ তরীকায় বিক্রি করে তবে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ বলল, আমি যদি এই গোলামটি যায়দের নিকট বিক্রি করি তবে সে আযাদ। এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ যায়দ বলল, আমি এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করলাম অথবা বলল, আমি এ ব্যাপারে রাযী আছি। এরপর যায়দ সে গোলামটি খরিদ করল তাহলে সে আযাদ হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি বলে, যদি যায়দ এ গোলামটি আমার নিকট থেকে খরিদ করে তবে সে আযাদ। এ কথা শুনে যায়দ বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এরপর সে তাকে খরিদ করল তাহলে উক্ত গোলাম আযাদ হয়ে যাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঈযাহ)। হিশাম (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন কোন ব্যক্তি বলল যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার নিকট এ কাপড়টি দশ দিরহামের কমে বিক্রি করব না। বেশী হলে বিক্রি করব। তারপর সে তা নয় দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল তাহলে কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইস্‌তিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে আমি কিয়াসকেই গ্রহণ করেছি (বাদাঈ)।

৬. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এ কাপড়টি দশ দিরহামের বেশী না হলে বিক্রি করবে না। এরপর সে তা এগার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি তা নয় দিরহাম এবং এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে কিয়াস অনুসারে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে কসম ভঙ্গ হবেনা। ক্রেতাও যদি কসম করে বলে, যদি সে এটি দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে তবে তার গোলাম আযাদ। অবশ্য কমে করলে নয়। এ অবস্থায় সে যদি ঐ জিনিসটি দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এগার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু নয় দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। যদি নয় দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে খরিদ করা হয় তবে কিয়াস অনুসারে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে কসম ভঙ্গ হবে। কোন ব্যক্তি বলল, সে যদি এ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে তবে তার গোলাম আযাদ। অবশ্য কমে খরিদ করলে নয়। তারপর সে ঐ কাপড়টি দশ দিরহাম বা এর চেয়ে অধিক দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি নয় দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে বা নয় দিরহাম ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে খরিদ করে তবে কিয়াস অনুসারে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইসতিহসানের দৃষ্টিতে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বিক্রেতা বলে, আমি তোমার নিকট এ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করব না। অবশ্য এর চেয়ে বেশী দিলে বিক্রি করব। এরপর সে এটি নয় দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করল যে দীনারের মূল্য পাঁচ দিরহাম তাহলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রীঃ অধ্যায় কম বেশী দাম নির্ধারণ করার ব্যাপারে কসম করা এবং সে কসম ভঙ্গ হওয়ার বিবরণ)।

৭. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার ঘর বিক্রি করবে না। তারপর ঐঘরটি স্ত্রীর মোহরের বিনিময়ে সে তাকে দিয়ে দিল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। সদরুল শহীদ (র) বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে দিরহামের বিনিময়ে বিবাহ করে এবং পরে এর বিনিময়ে তাকে ঘর প্রদান করে। পক্ষান্তরে সে যদি তাকে ঘরের বিনিময়েই বিবাহ করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এই ঘোড়া বিক্রি করবে না। এরপর এক ব্যক্তি এই ঘোড়া নিয়ে গেল এবং মালিককে এর বিনিময় দিয়ে দিল। আর মালিকও এর উপর রাযী হয়ে গেল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া (জাওয়াহিরুল আখলাতী)।

৮. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে تعاطی[১] এর তরীকায় মালামাল খরিদ করার পর সে কসম করে বলল যে, সে এ মাল খরিদ করেনি, তাহলে তার বিধান কি হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আলামুল হুদা মাতুরিদী (র) বলেন, এতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম যহীরুদ্দীন (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। এমনিভাবে تعاطی এর তরীকায় মাল বিক্রি করার পর বিক্রেতা যদি কসম করে বলে যে, সে এ মাল বিক্রি করেনি তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত আছে। ইমাম ফযলী (র) বলেন, কেউ যদি জানে যে, এ ক্রয়-বিক্রয় تعاطی এর তরীকায় সম্পাদিত হয়েছে, তাহলে তার জন্য বৈধ হবে না। সাধারণ বেচা-কেনার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করা। বরং সে بيع بالتعاطيس এর উপরই সাক্ষ্য দিতে পারবে। (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কোন কর্ম সম্পাদন করার ব্যাপারে কসম করে এবং لام অক্ষরটি এর সাথে যুক্ত করে যা আরবী ভাষার জন্য বা মালিকানার অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখতে হবে যে, لام অক্ষরটি উক্ত কর্মের ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত কিনা? যদি সংযুক্ত থাকে তবে যে বিষয়ের উপর সে কসম করেছে তা محلوف عليه (যার ব্যাপারে কসম করেছে)-এর মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় সম্পাদন করার উপর তার কসম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং কসমকারী ব্যক্তি যদি শপথের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় উক্ত কর্মটি সম্পাদন করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে একাজটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশে করুক বা অন্য কারো নির্দেশে করুক এবং চাই ঐ কাজটি এমন কাজ হোক যাতে ওয়াকালত তথা প্রতিনিধিত্ব চলে অথবা প্রতিনিধিত্ব চলে না। পক্ষান্তরে যদি শপথকারী ব্যক্তি لام অক্ষরটিকে কর্মের (فعل) সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করে তাহলে দেখতে হবে যে, ঐ কাজের ক্ষেত্রে ওয়াকালত চলে কিনা? যদি ওয়াকালত চলে এবং এর সাথে হকের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে উকীলের উপর যে সব হক বর্তাবে সেগুলোর ক্ষেত্রে সে মুআক্কিল (مؤكل) -এর কাছে দাবী করতে পারবে। যেমন বেচা-কেনা ইত্যাদি। কাজেই এ জাতীয় কসম ওয়াকালত ও নির্দেশের উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব কসমকারী ব্যক্তি যদি উক্ত কর্ম শপথের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নির্দেশে কসমে উল্লেখিত ক্ষেত্রে সম্পাদন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই ঐ কর্মের ক্ষেত্রটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন ক্ষেত্রে হোক বা অন্য কারো মালিকানাধীন ক্ষেত্র হোক। পক্ষান্তরে কসমে উল্লেখিত কাজটি যদি এমন কাজ হয় যাতে মোটেই ওয়াকালত চলে না। যেমন পানাহার করা অথবা ওয়াকালত তো চলে, কিন্তু এতে হুকুম (حقوق) এর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই তাহলে এ অবস্থায় উকীল মুআক্কিলের নিকট রুজু করতে পারবে। যেমন প্রহার করা ইত্যাদি। কাজেই কসমকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় সম্পাদন করার উপর তার কসম প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সে যদি উক্ত কাজটি محلوف عليه এর মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় সম্পাদন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই এ কাজটি সে محلوف عليه এর নির্দেশে সম্পাদন করুক বা অপর কোন ব্যক্তির নির্দেশে সম্পাদন করুক। পক্ষান্তরে সে যদি এ কাজটি محلوف عليه ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকা অবস্থায় সম্পাদন করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদিও সে এক কাজটি محلوف عليه -এর নির্দেশে সম্পন্ন করে থাকে।

১. بيع التعاطی মানে হল, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে পক্ষ হতে কোন আপত্তি না করে নীরব পরস্পর মাল ও মূল্য হস্তান্তর করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলে, আমি যদি তোমার জন্য অর্থাৎ তোমার তরফ থেকে কোন কাপড়ও বিক্রি করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এক্ষত্রে তার কোন নিয়্যত ছিল না। এরপর محلوف عليه অর্থাৎ যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে সে যদি একটি কাপড় কোন ব্যক্তির নিকট প্রদান করে তাকে হুকুম করে যে, সে যেন এটি শপথকারী ব্যক্তির নিকট দেয় এবং সে যেন তা কারো কাছে বিক্রি করে দেয়। এরপর মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি কাপড়টি নিয়ে শপথকারীর নিকট আসল এবং বলল, অমুক محلوف عليه এর তরফ থেকে এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও অথবা অমুকের পক্ষ থেকে কথাটি না বলে শুধুমাত্র বলল, এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি জানে যে, এ লোকটি محلوف عليه (যার ব্যাপারে কসম করা হয়েছে তার) প্রেরিত দূত। আর এ কথা জানা সত্ত্বেও সে যদি তা বিক্রি করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি বলে, এ কাপড়টি আমার জন্য অর্থাৎ তরফ থেকে বিক্রি করে দাও অথবা যদি বলে, এটি বিক্রি করে দাও। এ অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি যদি এ কথা না জানে যে, এ লোকটি محلوف عليه এর প্রেরিত দূত। এতদসত্ত্বেও সে যদি তা বিক্রি করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কসমকারী ব্যক্তি যদি বলে, ان بعت ثوبا لك (যদি আমি তোমার কাপড় বিক্রি করি) এবং বাকী মাসআলা পূর্বের অনুরূপ হয় তাহলে সর্বাবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি তাকে বলুক যে, অমুকের তরফ থেকে তুমি এটি বিক্রি করে দাও, আমার তরফ থেকে বিক্রি করে দাও অথবা শুধুমাত্র এক কথা বলুক যে, এটি বিক্রি করে দাও আর কিছু না বলুক। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কাপড়টি محلوف عليه এর মালিকানাধীন থাকে। যদি শপথকারী ব্যক্তি প্রথমোক্ত অবস্থায় محلوف عليه -এর মালিকানাধীন কাপড় বিক্রি করার নিয়্যত করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় محلوف عليه -এর নির্দেশে কাপড় বিক্রি করার নিয়্যত করে তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে (ديانة) তার নিয়্যত অনুসারেই হুকুম কার্যকরী হবে। তবে প্রথমোক্ত অবস্থায় বিচারক এ কথা বিশাস করবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় বিচারক এ কথা বিশ্বাস করবে না (যখীরা ঃ উনিশতম অনুচ্ছেদ)।

১০. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন কসম করে বলল যে, সে অমুকের তরফ থেকে কোন কাপড় বিক্রি করে না। এরপর কসমকারী ব্যক্তি محلوف عليه -এর কোন কাপড় বিক্রি করল এবং পরে সে এ ব্যাপারে অনুমতিও প্রদান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি শপথকারী ব্যক্তি নিজে নিজের জন্যই কোন কাপড় বিক্রি করে محلوف عليه এর তরফ থেকে নয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। (শরহে জামিউল কবীরঃ আল হুসায়রীঃ অধ্যায় শপথকারী ব্যক্তির নিজের জন্য বা অন্যের জন্য কিছু করে কসম ভঙ্গ করা)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তোমার সমান থেকে কোন কিছুই বিক্রি করবে না। এরপর সে একটি গদি বিক্রি করল যাতে محلوف عليه এর পশম রয়েছে, তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে কোন একটি গোলামের দাম দস্তুর ঠিক করেছিল। বিক্রয়কারী এক হাজার টাকা দাম চাইল। কিন্তু ক্রেতা পাঁচশত টাকা বলল, তখন বিক্রেতা বলল, এক হাজার থেকে সামান্য পরিমাণ তোমার ও থেকে হ্রাস করলে সে (গোলাম) আযাদ। তারপর আবার সে নিজেই বলল,

একে আমি তোমার নিকট পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং ক্রেতা এ বিক্রয়ের বিষয়টি কবূল করুক বা না করুক ক্রেতার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং গোলামও আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা দাম দস্তুর করার সময় এ কথা বলে যে, এর মূল্য থেকে সামান্য পরিমাণ হ্রাস করলেও সে আযাদ। আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ থাকে তাহলে গোলাম আযাদ হবে না। এরপর সে যদি এর মূল্য থেকে কিছু হ্রাস করে দেয় তাহলে কসম শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গোলাম আযাদ হবে না। কেননা গোলাম বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি কসমের ফলাফল (جزاء) -কে তার স্ত্রীর তালাকের সাথে বা অপর কারো গোলাম আযাদ করার সাথে সংশ্লিষ্ট করে তবে মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি মূল্যের কিয়দাংশ ক্রেতাকে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে হিবা করে দেয় চাই তা মূল্য হস্তগত করার আগে হোক বা পরে হোক তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি পূর্ণ মূল তার থেকে রহিত করে দেয় অথবা পূর্ণ মূল্য তাকে হিবা করে দেয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। বস্তুতঃ বিক্রেতা যদি মূল্যের কিয়দাংশ থেকে তাকে মুক্ত করে দেয় এবং ঐটি যদি মূল্য হস্তগত করার আগে হয়ে থাকে। তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর এই বিষয়টি যদি মূল্য হস্তগত করার পর হয়ে থাকে তবে কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কাপড় খরিদ করার ব্যাপারে দাম-দস্তুর করছিল। বিক্রেতা তখন বার দিরহামের কমে ঐ কাপড়টি তাকে দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করল। এ কথা শুনে ক্রেতা বলল, সে যদি ঐ কাপড়টির বার দিরহামে খরিদ করে তবে তার গোলাম আযাদ। এরপর ক্রেতা সেটি তের দিরহাম কিংবা বার দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে অথবা বার দিরহাম ও এক কাপড়ের বিনিময়ে খরিদ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এগার দিরহাম ও এক দীনার অথবা এগার দিরহাম ও এক কাপড়ের বিনিময়ে খরিদ করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি কোন বিক্রেতা বলে, সে যদি এ কাপড়টি দশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে তবে তার গোলাম আযাদ। এরপর সে তা এগার দিরহাম বা দশ দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে কিংবা নয় দিরহাম ও এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুমায়রীঃ অধ্যায়ঃ কম বা বেশী করে দাম দস্তুর করার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা করা ও তা ভঙ্গ করার বিধান)।

১২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কোন বস্তু দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করল। তারপর সে কসম করে বলল যে, সে এর মূল্য গ্রহণ করবে না। এরপর সে মূল্যের বিনিময়ে গম নিয়ে নিল তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী অধ্যায় ঃ ক্রয়ের ব্যাপারে কসম করা)। কেউ যদি কসম করে যে, আমি এ জিনিস কারো নিকট বিক্রি করব না। এরপর এ জিনিসটি দুই ব্যক্তির নিকট বিক্রি করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ইতারিয়্যা)। কেউ কসম করল যে, সে কোন কাপড় খরিদ করবে না এবং এ ক্ষেত্রে তার কোন বিশেষ নিয়্যতও ছিল না। তারপর সে রেশমী চাদর, আলোয়ান, চামড়ার পোশাক বা কাবা খরিদ করল তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি কম্বল, বিছানা, বা টুপি ক্রয় করে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে সে যদি কাপড়ের এমন টুকরা খরিদ করে যা অর্ধেক কাপড়েরও সমান নয় তবুও কসম ভঙ্গ হবে না। যদি তা অর্ধেক কাপড়েরর সমান বা এর চাইতে বেশী হয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে এ পরিমাণ কাপড় খরিদ করে যা পরিধান করে নামায পড়া জাইয হয়ে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজী আল কুরদুরী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর জন্য কোন কাপড় ক্রয় করবে না। তারপর সে তার জন্য ওড়না খরিদ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কাত্তান খরিদ করবে না তাহলে আমাদের ওরফ মতে এ কসম কাত্তান কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের নিকট থেকে কোন কিছু খরিদ করবে না। এরপর কসমকারী ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে বায়য়ে সলমের[১] ভিত্তিতে কোন কাপড় খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীবিয়্যা)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার দাসীর জন্য নতুন কাপড় খরিদ করবে না। তাহলে আমাদের ওরফ মতে নতুন কাপড় বলতে এমন কাপড়ই ধর্তব্য হবে যা ধৌত করা নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করে বলল যে, সে খাদ্য খরিদ করবে না। এরপর সে গম খরিদ করল তাহলে আমাদের আলিমগণের অভিমত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (হাবী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এ দিরহামসমূহের বিনিময়ে কোন রুটি খরিদ করবে না, তাহলে যতক্ষণ এই দিরহামসমূহ রুটি বিক্রেতার দিয়ে পরে তাকে এই দিরহামসমূহের বিনিময়ে রুটি দাও না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি রুটি বিক্রেতার নিকট দিরহামসমূহ হস্তান্তর করার আগেই এ কথা বলে তবে কসম ভঙ্গ হবে না। জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি আকদকে দিরহামসমূহের দিকে নিসবত করে, চাই তা হস্তান্তরের আগে হোক বা পরে হোক তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীযঃআল কুরদুরী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে যব খরিদ করবে না। এরপর সে গম খরিদ করল যাতে কিছু যবের দানা ছিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে ইট, লাকড়ী ও বাঁশ খরিদ করবে না, এরপর সে কোন ঘর খরিদ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে খেজুর গাছের ফল খরিদ করবে না। তারপর সে এমন ভূমি খরিদ করল যাতে খেজুর বৃক্ষ রয়েছে এবং সে বৃক্ষে রয়েছে খেজুরের ফল এবং ক্রেতাও কসমের মধ্যে ফলের শর্ত করেছিল তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে সবজি খরিদ করবে না, তারপর সে এমন ভূমি খরিদ করল যাতে সবজি রয়েছে এবং ক্রেতাও কসমের মধ্যে সবজির শর্ত করেছিল তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সবজি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উদ্দেশ্যগত ভাবেই দাখিল হয়। গৌণভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেউ যদি কসম করে যে, সে গোশত খরিদ করবে না। এরপর সে জীবিত বকরী খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে তেল খরিদ করবে না। তাপর সে সরিষা খরিদ করল তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহ্গণ বলেন, কেউ যদি কসম করে যে, সে বাঁশ এবং খেজুরের পাতা খরিদ করবে না, এরপর সে বাঁশ এবং খেজুরের পাতার চাটাই বা কোন থলে খরিদ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে বকরীর বাচ্চা খরিদ করবে না। তারপর সে গাভীন বকরী খরিদ করল তাহলেও উক্ত হুকুম হবে। এমনিভাবে কেউ কসম করল যে, যে, সে না-বালিগ গোলাম খরিদ করবে না। তারপর সে গর্ভবতী দাসী খরিদ করল তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

১. নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য দেবার শর্তে অগ্রিম প্রদত্ত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে গাছ খরিদ করবে না। তারপর সে এমন জমি খরিদ করল যাতে গাছপালা আছে তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে প্রাচীর খরিদ করবে না। তারপর সে প্রাচীর ঘেরা বাড়ি খরিদ করল তাহলে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে খেজুর গাছ খরিদ করবে না। তারপর সে এমন একটি বাগান খরিদ করল যাতে খেজুর গাছও রয়েছে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে পশম খরিদ করবে না। তারপর সে বকরী খরিদ করল যার পিঠে পশমও রয়েছে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে সে যদি কর্তিত পশমের বিনিময়ে বকরী খরিদ করে তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান।) কেউ পশম খরিদ না করার ব্যাপারে কসম করেছিল, এ অবস্থায় সে যদি এমন চামড়া খরিদ করে যাতে পশম আছে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ জাতীয় চামড়া খরিদ করা হলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে দুধ খরিদ করবে না। এরপর সে এমন বকরী খরিদ করল যার স্তনে দুধ রয়েছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি এ জাতীয় দুধের বিনিময়ে বকরী খরিদ করে তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। এটি যাহিরী রিওয়ায়েতের কথা। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে উপরোক্ত মাসআলায় গোশতের বিনিময়ে এসব জিনিস ও বকরী বিক্রি করা উভয়ই সমান। অর্থাৎ এ জাতীয় বেচা-কেনা সর্বাবস্থায় জাইয। উল্লেখ্য যে, দুধ খরিদ করবে না বলে কসম করা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি কসম করে যে, সে দুম্বার পেছনের গোশত খরিদ করবে না, এরপর সে যবাহ্কৃত বকরী খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে জিনিসের উপর কসম করা হয়েছে তা যদি আনুষঙ্গিকভাবে বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে এ জাতীয় কর্ম সম্পাদনের কারণে কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি উদ্দেশ্যগতভাবেই তা বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)।

১৭. মাসআলা ঃ কেউ কসম করেছিল যে, সে গোশত খরিদ করবে না। তারপর সে মাথা খরিদ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে মাথা খরিদ করবে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার এ কসম গরু ও বকরীর মাথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে বকরীর মাথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ যমানার পার্থক্যের কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও সাহিবাইনের মধ্যে এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কসম করে বলল যে, সে চর্বি খরিদ করবে না। এরপর সে পেটের চর্বি খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি পিঠের চর্বি খরিদ করে অর্থাৎ পিঠের ঐ চর্বি খরিদ করে যা গোশতের সাথে মিশে থাকে তাহলে এর সমাধান কি হবে, এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে আসল গ্রন্থে কোন বিধান উল্লেখ নেই। অবশ্য শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮. **মাসআলা** ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! সে এই দিরহামসমূহের দ্বারা কেবলমাত্র গোশ্‌তই খরিদ করবে। এরপর সে এর কিছু পরিমাণের দ্বারা গোশত খরিদ করল এবং কিছু অংশের দ্বারা গোশত ছাড়া অন্য কিছু খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই পূর্ণ দিরহাম দ্বারা গোশত ছাড়া অন্য কিছু খরিদ করবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম! لا اشترى بهذه الدراهم غير لحم (আমি এসব দিরহাম দ্বারা গোশত ছাড়া অন্য কিছু খরিদ করব না)। অর্থাৎ সে যদি لا لحم এর স্থলে غير لحم বলে, এরপর এর কিছুর দ্বারা গোশত ছাড়া অন্য কিছু খরিদ করে তাহলে কিয়াস অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইসতিহসান অনুসারে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।১ কেউ কসম করে বলল যে, সে পশম বা চুল খরিদ করবে না তাহলে এ কসম ঐ পশম বা চুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু পশম বা চুল দ্বারা তৈরী জিনিসের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। কাজেই কম্বল এবং পশমের ব্যাগ খরিদ করা হলে কসম ভঙ্গ হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৯. কেউ যদি কসম করে যে, সে তেল খরিদ করবে না তাহলে সমাজে যে তেল ব্যবহারের নিয়ম আছে সে তেলের ক্ষেত্রে এ কসম প্রযোজ্য হবে। যদি মানুষের মধ্যে এ জাতীয় তেল ব্যবহারের প্রচলন না থাকে যেমন যায়তুনের তেল, বযরার তেল, ভেরেণ্ডার তেল এবং খুরের তেল ইত্যাদি তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি রান্না করা বা পাকানো তেল খরিদ করে এবং কসম করার সময় তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ কসম করে বলল যে, সে গুল বনাফ্‌শা২ বা খিতমীর বীজ খরিদ করবে না তাহলে আল কিতাবে উল্লেখ আছে যে, এ কসম তেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এর পাতার উপর তা প্রযোজ্য হবে না। ফকীহ্‌গণ বলেন, আমাদের দেশের ওরফ হিসাবে গুল বনাফ্‌শার তেল খরিদ করলে কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের জন্য খরিদ করবে না। এরপর সে অমুকের না-বালিগ সন্তানের জন্য অথবা তার অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের জন্য তারই নির্দেশে কিছু খরিদ করল তবে কসম ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)।

২০. **মাসআলা** ঃ কেউ কসম করল যে, সে অমুকের জন্য অবশ্যই এই বস্তু খরিদ করবে। এরপর সে ঐ বস্তু তার জন্য খরিদ করে তা আবার বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করে দিল তাহলে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (ওয়াজীয ঃ আল্ কুরদুরী)। কেউ কসম করে বলল যে, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে খরিদ করি তবে সে আযাদ। তারপর সে অপর কোন ব্যক্তির জন্য সে গোলামটি অপর কোন ব্যক্তির জন্য সে গোলামটি খরিদ করল। তাহলে তার কসম শেষ হয়ে যাবে কিনা এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) কোন কিতাবেই কিছু উল্লেখ করেননি। ফকীহ আবূ বক্‌র বলখী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ ইচ্ছা করলে বলতে পারবে যে, তার কসম শেষ হয়নি। এটিই অধিক সামঞ্জস্যশীল কথা (যখীরা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের গোলাম খরিদ করবে না। তারপর সে ঐ গোলামের বিনিময়ে নিজের বাড়ি মালিকের নিকট ভাড়া দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (যখীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল

১. আরবী ভাষায় বাক্যের সংগে لا কিন্তু, সংযোগ করলে পূর্ববর্তী বাক্যের থেকে ব্যতিক্রমের পর্যায়ে আসে, বাক্যের সাথে غير অবশ্য সংযোগ করলে বাক্যের থেকে সব সময় ব্যতিক্রমের আওতায় আসে না।

২. গুল্ম জাতীয় গাছের পাতা, যা ইউনানী চিকিৎসা ব্যবস্থায় পাতা ও পাতা হতে নির্গত তেল ব্যবহৃত হয়।

যে, সে এই গোলাম খরিদ করবে না এবং কাউকে সে এই গোলাম খরিদ করে দেওয়ার জন্য হুকুমও করবে না। এরপর তাকে খরিদ করার তার ইচ্ছা হয়েছে তাহলে এর প্রক্রিয়া এই হবে যে, সে কোন গোলাম খরিদ করে তাকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি দিয়ে দিবে। তারপর অনুমতি প্রাপ্ত ঐ গোলামকে খরিদ করবে যার ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে। এরপর অনুমতি দেওয়া এ গোলামকে لحجور (নিষেধ) করে দিবে। তাহলেই এ গোলাম তার হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কসম ভঙ্গের শর্ত না পাওয়া যাওয়ার কারণে তার কসম ভঙ্গ হবেনা (খুলাসা)।

২১. **মাসআলা** ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন মহিলা খরিদ করবে না। তারপর সে না-বালিগা কোন দাসী খরিদ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি দশজন দাসীর প্রতি নযর করে বলল, আমি যদি এদের মধ্য থেকে কোন দাসীকে খরিদ করি তবে সে আযাদ। তারপর সে তাদের থেকে কোন একজনকে অপর কোন ব্যক্তির জন্য খরিদ করল, এরপর নিজের জন্য খরিদ করল তাহলে সে আযাদ হবেনা। আর যদি তাদের থেকে দুইজনকে একই সাথে (بصفقة واحدة) খরিদ করে, অর্থাৎ একজনকে নিজের জন্য এবং দ্বিতীয়জনকে অন্য কারো জন্য তাহলে তাদের কেউই আযাদ হবে না (যহীরিয়্যার ইতাক অধ্যায়)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে কোন দাসী খরিদ করবে না, এরপর সে কোন বৃদ্ধাদাসী বা দুগ্ধপোষ্য কোন দাসী খরিদ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে সিন্ধী কোন গোলাম খরিদ করবে না। তাহলে সিন্ধ দেশীয় গোলাম খরিদ না করার উপর তার কসম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে সে খুরাসান হতে কোন গোলাম খরিদ করবে না। তারপর সে যদি খুরাসান ব্যতীত অন্য কোন স্থান হতে খুরাসান দেশীয় কোন গোলাম খরিদ করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য খুরাসান থেকে খরিদ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২২. **মাসআলা** ঃ কোন ব্যক্তি তিনটি পশু একশ' পাঁচ দিরহাম দিয়ে খরিদ করার পর কসম করে বলল যে, সে এর থেকে একটি পঁয়ত্রিশ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করেছে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। দুই ব্যক্তি যৌথভাবে আশিটি বকরীর মালিক। তাদের নিকট যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি এসে যাকাত চাইলে তাদের একজন কসম করে বলল, সে চল্লিশটি বকরীর মালিক নয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি একজন গোলাম খরিদ করে তারপর কসম করে বলে যে, সে চল্লিশ বকরীর মালিক নয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না এবং যাকাতও তার উপর ওয়াজিব হবে না (ওয়াজীযঃ আল্ কুরদুরী)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে গোলাম খরিদ করার ইচ্ছা করে গোলামের মালিকের নিকট এক হাজার দিরহাম হস্তান্তর করে দেয়। তারপর সে কসম করে বলল যে, আমি যদি এই গোলামকে এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করি তবে এই এক হাজার দিরহাম মিসকীনদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। আর এ সময় সে ঐ হস্তান্তরকৃত দিরহামসমূহের দিকে ইশারাও করল। তারপর গোলামের মালিক বলল, আমি যদি এই গোলামকে এই এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করি তবে মিসকীনদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এ সময় সেও ঐ দিরহামসমূহের দিকে ইশারা করে এ কথা বলল। এরপর গোলামের মালিক এই এক হাজার

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিরহামের বিনিময়ে গোলামটি বিক্রি করে দিল তাহলে বিক্রেতার উপর এই দিরহামসমূহ সাদাকা করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ক্রেতার উপর নয় (তাতার খানিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি কেউ বলে, আমি যদি কোন গোলামের মালিক হই তবে সে আযাদ। তারপর সে গোলামের অর্ধাংশ খরিদ করল এবং তাকে বিক্রি করে দিল। এর পর বাকী অর্ধাংশ খরিদ করল তাহলে এ অর্ধাংশ তার পক্ষ হতে আযাদ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি যদি এই গোলাম খরিদ করি তবে সে আযাদ। আর বাকী মাসআলা যদি আগের অনুরূপ হয় তাহলে ঐ গোলামের অর্ধাংশ আযাদ হয়ে যাবে। উপরোক্ত বিধান অনির্দিষ্ট গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট গোলামের ক্ষেত্রে কেউ যদি বলে, আমি যদি এই গোলামের মালিক হই তবে এর হুকুম "আমি যদি এই গোলাম খরিদ করি তবে সে আযাদ" কথার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ গোলামের অর্ধাংশ তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে। দিরহামের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কেউ যদি বলে, আমি যদি দুইশত দিরহামের মালিক হই তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এগুলো সাদাকা করে দেওয়া আমার উপর ওয়াজিব। এরপর সে প্রথমে একশ' দিরহামের মালিক হল, তারপর আরো একশত দিরহামের মালিক হল তাহলে এগুলো সাদাকা করা তার উপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিরহামের এরূপ কথা বললে তা সাদাকা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে খরিদ করার মাসআলার ক্ষেত্রে সে যদি বলে আমার নিয়্যত ছিল, "যদি আমি পুরা বস্তুটি খরিদ করি তবে তা আযাদ" তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে (খুলাসা)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর দুই ব্যক্তিকে বলল, যদি তোমরা কোন গোলাম খরিদ কর বা কোন গোলামের মালিক হও তবে আমার গোলামদের থেকে এক গোলাম আযাদ। এরপর তারা উভয়ে সমানভাবে এক গোলামের মালিক হল অথবা একজনে এক গোলাম খরিদ করে তা আবার অপরজনের নিকট বিক্রি করে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ বলল, আমি পঞ্চাশ দিরহামের অতিরিক্ত কিছুর মালিক নই। অথচ সে শুধুমাত্র দশ দিরহামের মালিক। তাহলে তার অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে না।[১] যদি সে পঞ্চাশ দিরহামের সাথে আরো দশ দীনার অথবা কিছু সায়িমা প্রাণী (এমন প্রাণী যা বছরের অধিক সময় মাঠে ময়দানে বিচরণ করে নিজের খাবার নিজেই সংগ্রহ করতে পারে, মুনীবের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতে হয় না) কিংবা ব্যবসায়ের কিছু মালের মালিক হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি ঐ পঞ্চাশ দিরহামের সাথে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন মালামালের মালিক হয় অথবা বসবাসের বাড়ীর মালিক হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা ওরফ ও দেশ প্রথা অনুসারে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা ব্যক্ত করা যে, সে শুধুমাত্র পঞ্চাশ দিরহাম মালের মালিক। এর বেশী মালের সে মালিক নয়। আর মাল শব্দটি সাধারণভাবে যাকাতের মালের অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)।

২৫. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সে স্বর্ণ ও রৌপ্য খরিদ করবে না। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে এ কসমের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের টুকরা,

১. কেননা তার এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য শুধু পঞ্চাশ দিরহামের মালিকানা সাব্যস্ত করাই নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'শত দিরহামের মালিকানাকে অস্বীকার করা। সতর্কতা হেতু পঞ্চাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনা এবং দিরহাম ও দীনার সবই শামিল হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মুদ্রা তথা দিরহাম ও দীনার এর মধ্যে শামিল হবে না। (ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে) সে যদি রৌপ্যের আংটি খরিদ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রৌপ্য খচিত কোন তরবারি খরিদ করে তবুও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ রৌপ্য ব্যতীত অন্য কিছু স্বর্ণ রৌপ্যের অনুরূপ নয়। যদি তরবারি বা কোমরবন্ধে স্বর্ণ, রৌপ্য থাকে এবং তরবারি সাথে তা খরিদ করা হয় (তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে) যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা এর মূল্য ধার্য হয়। আর যদি গম ইত্যাদি দ্বারা এর মূল্য নির্ধারিত হয় তবে কসম ভঙ্গ হবে না।

২৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে লোহা খরিদ করবে না, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে এর মধ্যে লৌহ নির্মিত বস্তু, সাধারণ লোহা এবং হাতিয়ার সবই অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এর মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিস অন্তর্ভুক্ত হবে যার বিক্রেতাকে লোহা বিক্রয়কারী বলা হয়। কিন্তু হাতিয়ার যেমন তরবারি, ছুরি, লৌহ শিরস্ত্রাণ, লৌহবর্ম এর মধ্যে দাখিল হবে না। এমনিভাবে সূই এবং ছুতারের বেঠন? যন্ত্রও এর মধ্যে শামিল হবে না। ফকীহ্‌গণ বলেন, আমাদের দেশের ওরফ অনুসারে শলাই এবং তালা খরিদ করলে কসম ভঙ্গ হবে না। পিতল এবং কাসা লোহার মতই। কেউ যদি কসম করে যে, সে পিতল খরিদ করবে না, তাহলে সাধারণত পিতল এবং পিতলের তৈরী বস্তু সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত অনুসারে পয়সাও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, পয়সা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেউ কসম করল যে, সে লোহা খরিদ করবে না। তারপর সে কিছু লোহার বিনিময়ে এমন কোন দরজা খরিদ করল যা পরিমাণে ঐ দরজার লোহার থেকে কম। নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় জাইয নেই। পক্ষান্তরে যে লোহার বিনিময়ে লোহার দরজা খরিদ করা হবে পরিমাণে তা যদি বেশী হয় তবে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে এবং এতে কসমকারীর কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে নগীনা[১] খরিদ করবে না। তারপর সে এমন আংটি খরিদ করল যাতে নগীনাও আছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও এর মূল্য আংটির বৃত্তের চাইতে বেশী হয়। কেউ কসম করে বলল যে, সে ইয়াকূত খরিদ করবে না। তারপর সে এমন আংটি খরিদ করল যার নগীনা ইয়াকূত পাথরের তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে শীশা খরিদ করবে না। তারপর সে এমন আংটি খরিদ করল যার পাথর হচ্ছে শীশার। এ অবস্থায় দেখতে হবে, যদি নগীনার মূল্য বৃত্তের মূল্য থেকে বেশী না হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি বেশী হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে সেগুন কাঠের দরজা খরিদ করবে না, এরপর সে এমন একটি ঘর খরিদ করল যাতে সেগুন কাঠের দরজা রয়েছে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

১. আংটির উপরের পাথর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুচ্ছেদ ঃ কসম করে কেউ যদি বলে যে, সে এই মহিলাকে শাদী করবে না তার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে এই মহিলাকে বিবাহ করবে না, তারপর সে ফাসিদ তরীকায় তাকে বিবাহ করল, যেমন সে তাকে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করল অথবা অন্য স্বামীর ইদ্দতে থাকাকালে তাকে বিবাহ করল ইত্যাদি তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ বলল, তার গোলাম আযাদ যদি সে কোন মহিলাকে বিবাহ করে। এরপর সে তা (বিবাহ) করল। চাই তা জাইয তরীকায় হোক কিংবা ফাসিদ তরীকায় হোক, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি ইসতিহ্সানের কথা। যদি সে অতীতকালে সহীহ্ বিবাহের নিয়্যত করে তাহলে নৈতিকতা ও আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও এতে কসমকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিধান কিছুটা লঘু হয়ে যায়। আর যদি সে ভবিষ্যৎকালে ফাসিদ বিবাহের নিয়্যত করে তাহলে তার কথা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও এটি তার বক্তব্যের রূপক অর্থ (مجاز) কেননা এতে তার প্রতি কঠোরতা নিহিত রয়েছে। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং জাইয বিবাহের দ্বারাও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহুল জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রী)। যদি শপথকারী ব্যক্তিকে কোন (তৃতীয়) ব্যক্তি অন্যের সাথে বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে দেখতে হবে যে, যদি শপথের পূর্বে ফুযূলী ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং শপথের পর শপথকারী কথা বা কর্মের মাধ্যমে এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি কসমের পর ফুযূলী কর্তৃক বিবাহ সম্পাদিত হয়ে থাকে তাহলে শপথকারী কর্তৃক অনুমতি প্রদান না করা পর্যন্ত তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি অনুমতি প্রদান করে এবং কথার মাধ্যমে অনুমতি প্রদান করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। আর যদি কর্মের মাধ্যমে অনুমতি প্রদান করে যেমন স্ত্রীর মোহর পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি তাহলে ইব্ন জামাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং অধিকাংশ মাশায়িখ এ মতই পোষণ করেন। ফাতাওয়াও এর উপরই। যদি কসমের পর ফুযূলী ব্যক্তি তাকে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করিয়ে দেয় এবং এরপর কসমকারী ব্যক্তি কথা বা কর্মের দ্বারা এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না এবং কসমও শেষ হবে না। সুতরাং সে যদি এরপর জাইয তরীকায় বিবাহ করে নেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কসমকারী ব্যক্তি যদি কাউকে বিবাহের ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করে, তারপর উকীল ব্যক্তি ফাসিদ তরীকায় কোন মহিলার সাথে তার বিবাহ সম্পাদন করে দেয় তবে মুআক্কিলের কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে মহিলাকে বিবাহ করবে না। তারপর তাকে বিবাহের ব্যাপারে বাধ্য করা হল এবং সে বিবাহ করল তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ নাওয়াদির গ্রন্থে উল্লেখ আছে, হিশাম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার ব্যাপারে এই শর্তে কসম করল যে, সে তার নাবালিগা কন্যাকে বিবাহ দিবে না। এরপর এক ব্যক্তি তাকে (নাবালিগাকে) অন্যের কাছে বিবাহ দিয়ে দিল। তখন তার পিতাও উপস্থিত ছিল কিন্তু সে চুপ ছিল। আর স্বামীও তা কবূল করে নিল। তারপর পিতা এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে কসমকারীর কসম ভঙ্গ হবে না। দাসীর ক্ষেত্রে কসম করলেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। তাজরীদ গ্রন্থে ইমাম

মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি এক মহিলাকে তার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করল। তারপর সে কসম করে বলল যে, সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করবে না। তারপর মহিলা এ বিবাহের ব্যাপারে রাযী হয়ে গেল অর্থাৎ সে ফুযূলী কর্তৃক সম্পাদিত বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যদি কোন মহিলা কসম করে বলে যে, সে তার নিজের সত্ত্বাকে কারো বিবাহে সমর্পণ করবে না, তারপর কোন ফুযূলী তার অনুমতিতে বা তার অনুমতি ছাড়াই তাকে অন্য কারে নিকট বিবাহ দিয়ে দিল। এরপর সে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল অথবা মহিলা কুমারী ছিল, ওয়ালী তাকে কারো বিবাহে সমর্পণ করল এবং সে চুপ থাকল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রিওয়ায়েতটি পূর্ববর্তী রিওয়ায়েতের বিপরীত (খুলাসা)।

৩. মাসআলা ঃ কোন কুমারী মহিলা কসম করে বলল যে, সে কাউকেই অনুমতি দিবে না তাকে অন্যের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য। এরপর কোন ব্যক্তি তাকে বিবাহ দিয়ে দিল এবং এ খবর তার নিকট পৌছলে সে চুপ করে থাকল। তাহলে তার সমাধান কি হবে? এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে কোন কথা বর্ণিত নেই। তবে তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে ব্যবসা করার জন্য অনুমতি দিবে না। এরপর সে তাকে বেচাকেনা করতে দেখে চুপ করে থাকল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, উপরোক্ত দুই মাসআলায় তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। মাজমূউন নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যদি কোন কুমারী মহিলা কসম করে বলে যে, সে তার বিবাহের ব্যাপারে কাউকে অনুমতি দিবে না। এরপর তার পিতা তাকে বিবাহ দিয়ে দিল এবং এ সংবাদ শুনে সে চুপ করে থাকল তাহলে তার বিবাহ পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ জেনে বুঝে তার দুধবোনকে অথবা যে মহিলার সাথে কারো বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম তাকে বলল আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তাকে বিবাহ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আল্ জামিউল কবীর)। কেউ কসম করল যে, সে বিবাহ করবে না। তারপর সে পাগল হয়ে গেল। তখন তার পিতা তাকে বিবাহ করিয়ে দিল। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। তাজরীদ গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ কসম করে বলল যে, সে বিবাহ করবে না। এরপর সে মতিভ্রম হয়ে গেল। তখন তার পিতা তাকে বিয়ে করিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ কসম করে বলল যে, সে মহিলাদেরকে বিবাহ করবে না। তারপর সে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে এমন মহিলাকে বিবাহ করবে না যার স্বামী ছিল। তারপর সে তার স্ত্রীকে বায়িন তালাক প্রদান করল এবং পরে তাকে বিবাহ করল, তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা তার কসম এই মহিলা ব্যতীত অন্য মহিলাদের প্রতি প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে চার দিরহাম ছাড়া বিবাহ করবে না। এরপর সে চার দিরহাম দিয়েই কোন মহিলাকে বিবাহ করল। এরপর বিচারক ঐ মহিলার মোহর দশ দিরহাম পুরা করে দিল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি আকদের পরে মোহরের পরিমাণ সে বাড়িয়ে দেয় তবে সে ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রযোজ্য হবে (ওয়াজীয আল কুদুরী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে এক দীনারের বেশী দিয়ে বিবাহ করবে। এরপর সে রৌপ্যের বিনিময়ে বিবাহ করল যা মূল্যের দিক থেকে এক দীনারের চেয়েও বেশী যেমন সে তাকে একশত নকরার (রৌপ্যের) বিনিময়ে বিবাহ করল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের কন্যাকে বিবাহ করবে না। তারপর অমুকের আরেক কন্যা জন্ম গ্রহণ করল এবং সে তাকে বিবাহ করল তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের কন্যাদের থেকে কোন কন্যা বিবাহ করবে না অথবা বলল, সে অমুকের কোন কন্যাই বিবাহ করবে না তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি এই ঘরের বাসিন্দাদের থেকে কোন মহিলাকে বিবাহ করব.না অথবা বলল, আমি অমুকের কন্যাদের থেকে কাউকে বিবাহ করব না। অথচ ঐ ঘরে বসবাসকারী কেউই নেই। তারপর সেখানে এসে একদল লোক বসবাস শুরু করল এবং সে তাদের কাউকে বিবাহ করল কিংবা অমুকের কোন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তারপর সে তাকে বিবাহ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। অবশ্য পসন্দনীয় মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি শায়খাইনের অভিমত। কেউ কসম করল যে, সে কূফাবাসী কোন মহিলাকে বিবাহ করবে না। তারপর সে এমন মহিলাকে বিবাহ করল যে কসমের দিন জন্ম গ্রহণ করেনি তাহলে সব ইমামের মতেই তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের আসল (বংশ) থেকে কোন মহিলাকেই বিবাহ করবে না। তারপর সে তার কন্যার কন্যাকে বিবাহ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে, সে অমুকের পরিবারের কাউকে বিবাহ করবে না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অবশ্য সে যদি তার পুত্রের কন্যাকে বিবাহ করে তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে কূফা বা বসরার মহিলাদের থেকে বিবাহ করবে না। এরপর সে এমন মহিলাকে বিবাহ করল যে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেছে এবং কূফায় লালিত পালিত হয়েছে এবং সেখানেই বাড়ি ঘর বানিয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামত অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ জাতীয় কথা مولود অর্থাৎ জন্মস্থানের ক্ষেত্রেই বলা হয়। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। কারণ এ জাতীয় বক্তব্যের ক্ষেত্রে জন্মের বিষয়টিই ধর্তব্য হয়ে থাকে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কূফায় কোন মহিলাকে বিবাহ করবে না। তারপর সে কূফায় এক মহিলাকে তার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ করল। এরপর সে মহিলা বসরায় থাকা অবস্থায় তার নিকট এ সংবাদ পৌছল, এবং সে বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও বিবাহ তার অনুমতিতে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর এ অনুমতি পাওয়া গেছে বসরায় (মুহীত)। কেউ কসম করে বলল যে, সে পৃথিবীতে কোন মহিলাকেই বিবাহ করবে না এবং নিয়্যত করল নির্দিষ্ট কোন মহিলার কথা, তাহলে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তার নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি কূফা বা বসরাবাসী কোন মহিলার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে সে যদি কানা বা অন্ধ কোন মহিলার নিয়্যত করে তবে এক্ষেত্রেও তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি আরবদেশীয় বা হাবশী কোন মহিলার নিয়্যত করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কোন গোলাম কসম করে বলল যে, সে কোন মহিলাকে বিবাহ করবে না। এরপর মুনীব তাকে জোরপূর্বক বিবাহ করিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। বিবাহের ব্যাপারে মুনীব গোলামের প্রতি বল প্রয়োগ করার পর গোলাম নিজেই যদি বিয়ে করে নেয় তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি যাহিরী রিওয়ায়েত এবং এটিই সহীহ্ অভিমত (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে বিবাহ করাবে না। এরপর সে ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বিবাহ করিয়ে দিল। তারপর মুনীব মৌখিকভাবে অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে. সে অবশ্যই গোপনে বিবাহ করবে, তবে দু'জন সাক্ষী রেখে বিবাহ করলে তা গোপনে বিবাহ করার মধ্যে গণ্য হবে। আর যদি তিনজন সাক্ষী রাখে তবে তা প্রকাশ্য বিবাহের মধ্যে গণ্য হবে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, সে এই বাড়িটি ভাড়ায় দিবে না, অথচ কসমের পূর্বেই সে এই বাড়িটি ভাড়ায় দিয়ে দিয়েছে এবং কসমের পরও তা তথৈবচ বাকী রেখে দিয়েছে। আর প্রতি মাসেই সে এর ভাড়া উসুল করে চলছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি হলফকারী ব্যক্তি ভাড়া কিরায়া গ্রহীতা (مستاجر) ব্যক্তির নিকট প্রথম মাসের ভাড়া তলব করে অথচ এখনো সে ঐ বাড়িতে বসবাস করেনি, এ অবস্থায় সে যদি তাকে ভাড়া দিয়ে দেয় তবে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বাড়িটি যদি ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয় এবং একে যদি এই অবস্থায়ই রাখা হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না। শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে অমুকের সাথে ব্যবসা করবে না, এরপর সে ব্যক্তি এক গোলামকে সাথে করে তার নিকট আসল, তারপর সে (হলফকারী) তাকে মজুর নিয়োগ করল, তাকে বিশেষ কোন পেশা শিখানোর জন্য এ অবস্থায় তার বিধান কি হবে? জবাবে নাজমুদ্দীন (র) বলেন, তার কসম ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, অমুক যে হকের দাবী করছে এ ব্যাপারে তার সাথে সে আপোষ-মীমাংসা করবে না। এরপর উকীল ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে আপোষ-মীমাংসা করল তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা আপোষ-মীমাংসার ক্ষেত্রে কারো উপর বিশেষ দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এ ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার পর যদি আপোষ মীমাংসা করা হয় তবে এ ক্ষেত্রে উকীল কর্তৃক আপোষ-মীমাংসা করা হলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের বিরুদ্ধে মামলা করবে না। এরপর সে অমুকের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য কাউকে উকীল নিয়োগ করল তাহলে কসম ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শামসুল ইসলাম উযজন্দী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাউকে কোন কিছু হিবা করে, তারপর কসম করে বলে যে, সে এ হিবা আর ফেরৎ নিবে না এবং এর বিনিময়েও সে কিছু গ্রহণ করবে না। এরপর (موهوب له) যাকে হিবা করা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি হিবাকৃত বস্তু তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তিকে হিবা করে দেয়, এরপর শপথকারী ব্যক্তি যদি সে জিনিস তার থেকে নিয়ে নেয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে কোন বস্তু হিবা করবে না। তারপর সে তাকে কোন কিছু হিবা করল কিন্তু সে তা কবূল করল না অথবা কবূল করল কিন্তু হস্তগত করল না তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি অবিভক্ত বস্তু হিবা করে তবুও আমাদের মাযহাব অনুসারে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি কসমকারী ব্যক্তি সে ব্যক্তিকে কোন কিছু তার জীবনকালে ব্যবহারের জন্য দান করে বা হাদিয়া দেয় অথবা যদি দূতের মাধ্যমে কোন কিছু প্রেরণ করে কিংবা অন্য কাউকে হিবা করার জন্য আদেশ প্রদানের পর সে তার পক্ষ থেকে হিবা করে দেয় তাহলে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমাদের মাযহাবে হিবা না করার ব্যাপারে কসম করার ক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি যদি সাদাকা করে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে যে, সে হিবা করবে না, এরপর সে আরিয়ত (ধারস্বরূপ) দেয় তাহলেও কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে সাদাকা দিবে না বা ঋণ দিবে না। তারপর সে তাকে সাদাকা দিল কিন্তু কসমকৃত ব্যক্তি তা কবূল করল না তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করল যে, সে কারো নিকট ঋণ চাইবে না তারপর সে ঋণ চাইল কিন্তু সে ব্যক্তি তাকে ঋণ দিল না তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুককে তার গোলাম হিবা করবে না। তারপর অন্য কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ গোলামকে হিবা করে দিল এবং পরে কসমকারী ব্যক্তিও এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দিল, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমন অপর কোন ব্যক্তিকে হিবার জন্য উকীল নিয়োগ করলে কসম ভঙ্গ হয়ে যায়। যদি কেউ কসম করে যে, সে অমুককে কোন কিছু হিবা করবে না, তারপর সে তাকে বিনিময় সাপেক্ষে কিছু হিবা করল তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে তার গোলামকে মুকাতাব বানাবে না। এরপর অন্য কোন ব্যক্তি তার গোলামকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে মুকাতাব বানিয়ে দিল এবং এ ব্যাপারে কসমকারী ব্যক্তিও অনুমতি দিয়ে দিল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে, যেমন উকীল নিয়োগ করার দ্বারা কসম ভঙ্গ হয়ে যায় (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া গ্রন্থে আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, সে অমুকের নিকট থেকে কোন কিছু ধার চাইবে না, তারপর সে ব্যক্তি যদি তার নিজের সওয়ারীতে তার পেছনে তাকে উঠিয়ে নেয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীতঃ সারাখসী)। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে একত্রে ধোপার কাজ করবে না। এরপর এই কাজে যে ব্যক্তি তার সাথে শরীক সে তার সাথে এই কাজ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি উক্ত ব্যক্তির عبد ماذون ব্যবসার ব্যাপারে (অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম) এর সাথ একাজ করে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের সাথে এই শহরে একত্রে শরীকী ব্যবসা করবে না। তারপর তারা উভয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল এবং এরপর নতুনভাবে শরীকী ব্যবসার চুক্তি করল। এরপর তারা শহরে প্রবেশ করে সেই শহরেই এই কাজ করল। এক্ষেত্রে কসমকারী ব্যক্তি যদি তার কসমের মধ্যে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে এই শহরের মধ্যে শরীকী ব্যবসার কোন চুক্তি করবে না তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, সে অমুক ব্যক্তির সাথে আদৌ কোন শরীকী ব্যবসা করবে না তাহলে

কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি তাদের একজন অপরজনকে মুদারাবার[১] ভিত্তিতে ব্যবসা করার জন্য মালামাল হস্তান্তর করে দেয় তাহলে এর বিধান এবং এবং প্রথমোক্ত মাসআলার বিধান একই ধরনের হবে। কেউ কসম করল যে, সে অমুকের সাথে শরীকানা ব্যবসা করবে না। তারপর সে তার নাবালিগ সন্তানের মাল দ্বারা ঐ ব্যক্তির সাথে শরীকী ব্যবসার চুক্তি করল তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি কসম করল যে, সে অমুকের সাথে শরীকানা ব্যবসা করবে না। তারপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে পুঁজি হিসাবে কিছু মাল দিয়ে এ কথা বলে দিল যে, সে যেন নিজের ইচ্ছানুসারে এর দ্বারা ব্যবসা করে। এরপর যাকে পুঁজি দেওয়া হয়েছে সে যদি শপথের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে শরীকী ব্যবসা করে তাহলে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার ভাইকে বলল, আমি যদি তোমাকে এই কাজে শরীক করি তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যে সব জিনিস হালাল করেছেন তা আমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তারপর তারা উভয়ে একত্রে মিলে শরীকী ব্যবসা করা সমীচীন মনে করল। এ অবস্থায় তাদের করণীয় কি হবে? এসম্বন্ধে ফকীহ্গণ বলেন, যদি কসমকারী ব্যক্তির বালিগ সন্তান থাকে তবে কসমকারী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হবে, তার মাল তার পুত্রকে মুদারাবার ভিত্তিতে প্রদান করা। এ অবস্থায় পুত্রের জন্য লভ্যাংশের কিছু অংশ নির্ধারণ করে দিবে এবং তাকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবসা করার জন্য অনুমতি দিয়ে দিবে। এরপর সে তার চাচাকে ব্যবসার মধ্যে শরীক করে নিবে। এরূপ করার পর সন্তান তার পিতার শর্ত মুতাবিক কিছু পাবে। তারপর যা বাকী থাকবে তা আধাআধি করে পিতা ও চাচা ভাগ করে নিবে। এরূপ করলে কসমকারী ব্যক্তির কসম ভঙ্গ হবে না। যদি পুত্রের স্থলে অন্য কোন লোক থাকে তাহলে এক্ষেত্রে অনুরূপ জবাব হবে (যহীরিয়্যা)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের নিকট থেকে হিরবী (এক জাতীয়) কাপড় নিবে না, এ অবস্থায় সে যদি তার নিকট থেকে হিরুবী ব্যাগ গ্রহণ করে যাতে একটি হিরুবী কাপড় আছে যা সে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর এ বিষয়টি সম্পর্কে সে জ্ঞাত ছিল না তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে তার থেকে কোন দিরহাম গ্রহণ করবে না, এরপর সে লোক যদি তাকে একটি ব্যাগে করে কিছু পয়সা দেয় এবং তাতে একটি দিরহামও ঢুকিয়ে দেয়, আর কসমকারী ব্যক্তি তার থেকে সে ব্যাগটি হস্তগতও করে নেয় কিন্তু এ সম্পর্কে অবগত না থাকে তাহলেও তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা ঃ উনিশতম অনুচ্ছেদ)। যদি কসমকারী ব্যক্তি কসমকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে এক কফীয[২] আটা গ্রহণ করে এবং তাতে কোন দিরহাম থাকে কিন্তু সে এ সম্পর্কে অবগত না থাকে তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের নিকট থেকে হিবা স্বরূপ কোন দিরহাম গ্রহণ করবে না। তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে তার কসম ভঙ্গ হবে না, চাই সে দিরহাম সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে তার নিকট থেকে অদী'আত (আমানত) স্বরূপ কোন দিরহাম গ্রহণ করবে না, তাহলে উপরোক্ত অবস্থা সমূহে সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে কোন দিরহাম গ্রহণ করে তবে তা হিবার হুক্মের অনুরূপ হবে। সাদাকার হুকুমও ঠিক অদ্রূপই (ফাতাওয়ায়ে হাযীখান)।

১. যৌথ ব্যবসায়ে একজনের পুজি, অপর জনের শ্রম, প্রচেষ্টা।
২. নির্দিষ্ট পরিমানের পাত্র যেমন পূর্বে ধান ক্রয়-বিক্রয়ে কাঠা /খুচি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কসম করে বলল যে, সে কারো কাফালাত তথা দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। এরপর সে কোন আযাদ বা গোলাম ব্যক্তির নাফসের কাফালাত গ্রহণ করল অথবা কোন কাপড় বা পশুর কিংবা درك بيع (ক্রয়-বিক্রয়ে তদারকি করা)। এর ব্যাপারে কাফালাত গ্রহণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত ঃ শামসুল আইম্মা সারাখসী)। কেউ কসম করে বলল যে, সে কোন মানুষের কোন বিষয়ে কাফালাত গ্রহণ করবে না। এরপর সে কোন পুরুষের নাফসের[১] ব্যাপারে কাফালাত গ্রহণ করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা عن – صلة টি কাফালাত বিল মাল (মালের দায়িত্ব নেওয়া) এর ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (যহীরিয়্যা)

১৫. মাসআলা ঃ কেউ কসম করে বলল যে, সে অমুকের কফীল (যামিন) হবে না। তারপর সে অপর কোন ব্যক্তির যামিন হল এবং যে দিরহামসমূহের যামিন হল তা মূলত কসমকৃত ব্যক্তিরই। তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি নিজ গোলামের যামিন হয় তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেউ যদি ফুলানা (অমুক) ব্যক্তির যামিন হয় এবং মূল দিরহাম অপর কোন ব্যক্তির হয় তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের কফীল হবে না। তারপর সে ঐ ব্যক্তির যামিন হল তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কসমকারী ব্যক্তি যদি কাফালাত শব্দের দ্বারা এরূপ নিয়্যত করে যে, সে কফীল হবে না। কিন্তু যামিন হবে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মুখ দিয়ে সে যে শব্দ উচ্চারণ করেছে এর প্রকৃত অর্থেরই সে নিয়্যত করেছে। তবে সে যামানত ও কাফালতের মধ্যে পার্থক্য বিধানের নিয়্যত করেছে। কিন্তু এটি যাহিরের পরিপন্থী। কাজেই আইনের দৃষ্টিতে এ কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ যদি কসম করে বলে যে, সে অমুকের কফীল হবে না, এরপর অমুক ব্যক্তি যদি কসমকারী ব্যক্তির উপর ঐ মাল হাওয়ালা করে দেয় যা অপর কোন ব্যক্তির তার নিকট আছে, তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না, যদি محيل (হাওয়ালাকারী) এর উপর محتال له (যার জন্য হাওয়ালা করা হয়) এর কোন ঋণ না থাকে। যদি محيل এর উপর محتال له এর কোন ঋণ পাওনা থাকে তাহলে কাফালত (দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করার কারণে উক্ত ব্যক্তি কফীল বলে গণ্য হবে এবং তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। যামিন হলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি محيل এর উপর محتال এর কোন ঋণ পাওনা থাকে এবং محتال عليه (যার উপর হাওয়ালা করা হল) এর উপর محيل এর কোন মাল পাওনা না থাকে তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কসম করে বলে যে সে অমুকের কোন বিষয়ে যামিন হবে না। এরপর সে অমুক ব্যক্তির জান বা মালের ব্যাপারে যামিন হল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ যদি কোন ব্যক্তির জন্য কফীল হয় অথচ হাওয়ালা কবূল করে নেয় তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি অমুক ব্যক্তি কসমকারী ব্যক্তির জন্য কোন কিছু খরিদ করে তবে তা যামানত বলে গণ্য হবে না। যদি কসমকারী ব্যক্তি তার গোলাম উকীল অথবা যে

১. কাফালা অর্থ যামিন হওয়া, কখনও ব্যক্তিকে হাযির করার যামিন হয়, কখনও অর্থ প্রদানের যামিন হয়। প্রথমোক্ত প্রকারের যামিন হওয়াকে কাফালা বিননাফস বলে।

ব্যক্তি তার সাথে মুদারাবাত কিংবা শির্‌কতে মুফাওয়াযা বা শিরকতে ইনানের ভিত্তিতে ব্যবসা করছে তার ব্যাপারে যামিন হয় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কোন ব্যক্তি যামিন হওয়ার পর مضمون له (যার যামিন হয়েছে) সে যদি মারা যায় এবং محلوف عليه (কসমকৃত ব্যক্তি) যদি তার ওয়ারিস হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, সে কারো কোন বিষয়ে যামিন হবে না। তারপর সে কারো খরিদকৃত ঘর ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করার ব্যাপারে অথবা খরিদকৃত কোন গোলামকে হস্তান্তর করার ব্যাপারে যামিন হল তাহলেও কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কসমকারী ব্যক্তি অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যামিন হয়েছে, কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে কেউ কিছু বলেনি তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে কিছু বলে তবে সমস্ত ইমামগণের মতে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে গোলামের উপর ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে যে যদি কসম করে বলে যে, সে যামিন হবে না। তারপর মুনীবের অনুমতি ছাড়াই সে যদি কোন কিছুর যামিন হয় তবে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। আল্লাহ্ তা'আলাই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নবম পরিচ্ছেদ

হজ্জ, সালাত ও সাওম সম্বন্ধে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি শপথ করে বলে যে, সে হজ্জ করবে না তাহলে এ প্রতিজ্ঞা সহীহ্ হজ্জের উপর প্রযোজ্য হবে। ফাসিদ হজ্জের উপর প্রযোজ্য হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে হজ্জ করবে না, এরপর সে হজ্জের ইহরাম বাধলো। তাহলে আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) না করা পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এটা ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে বিশ্র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাওয়াফে যিয়ারতের অধিকাংশ চক্কর প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, সে উমরা করবে না তাহলে উমরার ইহরাম বেধে চার চক্কর প্রদক্ষিণ না করা পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। বিশ্র (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। (মুহীত) মুনাতাক গ্রন্থে আছে, ইব্ন সিমাআ (র) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! উমরা না করা পর্যন্ত আমি হজ্জ আদায় করব না। তারপর সে উমরা ও হজ্জ উভয়ের জন্য ইহরাম বাধল এবং উভয়টির যাবতীয় আমল সম্পন্ন করে নিল। এই অবস্থায় তার কসম ভঙ্গ হবে না। কেননা সে হজ্জের পূর্বেই উমরা আদায় করে নিয়েছে। অতএব কসমে তার সত্যবাদী হওয়ার শর্ত পাওয়া গেছে। কাজেই কসম ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, আমি যদি এ বছর হজ্জ আদায় না করি তবে তুমি আযাদ। তারপর সে বলল, আমি হজ্জ আদায় করেছি এবং দুইজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে ব্যক্তি এ বছর কূফায় কুরবানী করেছে, তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং গোলামও আযাদ হবে না (তারয়ীন)। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, আমার উপর অপরিহার্য হল, নবী করীম (সা)-এর শহর মদীনায় অথবা মসজিদে আকসায় পায়ে হেঁটে গমন করা তাহলে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি "বায়তুল্লাহ্ শরীফে পায়ে হেঁটে যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব" বলে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের অথবা অন্য কোন মসজিদের নিয়্যত করে তবে এ অবস্থায়ও তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। কেউ বলল, যদি আমি এরূপ করি তাহলে আমার উপর ইহ্রাম ওয়াজিব। তারপর সে কাজ করল, যার ফলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাহলে সমস্ত ইমামগণের মতে তার উপর হজ্জ অথবা উমরা ওয়াজিব হবে। কেউ বলল, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমি ইহরাম বাধবো অথবা বলল, মুহরিম হয়ে যাব অথবা বলল, হাদী প্রেরণ করব অথবা বলল, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাব, তাহলে এর তিন অবস্থা হতে পারে। হয়তো সে ওয়াজিব করা নিয়্যতে এরূপ বলবে অথবা কোন কিছুর নিয়্যত করবে না তাহলে সে যা বলেছে তার উপর তাই ওয়াজিব হবে। আর যদি তার নিয়্যত শুধু ওয়াদা করা হয় তখন তার উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে সালাত আদায় করবে না। তারপর সে ফাসিদ তরীকায় সালাত আদায় করল যেমন তাহারাত ব্যতীত সালাত আদায় করল তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে এরূপ নিয়্যত করে যে, ফাসিদ তরীকায়ও সে সালাত আদায় করবে না আইন ও নৈতিকতা উভয় দৃষ্টিতেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। বস্তুতঃ সে যদি অতীতকালের সাথে সংযুক্ত করে প্রতিজ্ঞা করে থাকে যেমন বলল, আমি সালাত আদায় করে থাকলে আমার এই হুকুম হবে, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা জাইয এবং ফাসিদ সালাত উভয়ের উপরই প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে অতীত কালের জাইয সালাতের নিয়্যত করে তাহলে নৈতিকতা ও আইন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তার নিয়্যত সহীহ্ হবে। (যখীরা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে সালাত আদায় করবে না। তারপর সে দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করল এবং রুকূ করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি এর সাথে সিজদাও করে তারপর নামায ভঙ্গ করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (হিদায়া)। কিন্তু কখন থেকে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে তা ইমাম মুহাম্মদ (র) উল্লেখ করেন নি। এ বিষয়ে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ্ বলেন, সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, انه لايصلى صلوٰة (সে কোন এক নামায পড়বে না) তাহলে দু'রাকআত নামায আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে কোন এক নামাযই পড়বে না। তারপর সে দু' রাকআত সালাত আদায় করল কিন্তু তাশাহুদ পড়া যায় পরিমাণ বসল না, এ অবস্থায় দেখতে হবে, যদি সে নফল সালাত আদায় না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে থাকে তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না। আর যদি ফরয সালাত আদায় না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে এবং তা দু' রাকআত বিশিষ্ট হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি ফরয সালাত আদায় না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হয় এবং তা চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই স্পষ্ট কথা। কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে সালাত আদায় করবে না, এরপর সে দাঁড়িয়ে রুকূ সিজদা করল কিন্তু কিরাআত পড়ল না, তাহলে কোন কোন ফকীহ্ এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে, সে যুহরের সালাত আদায় করবে না তাহলে চার রাকআতের পর তাশাহ্হুদ না পড়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ফজরের নামায না পড়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করলেও অনুরূপভাবে দু' রাকআতের পর তাশাহ্হুদ না পড়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে মাগরিবের নামায না পড়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করলে তিন রাকআতের পর তাশাহহুদ না পড়া পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ বলল, সে যদি ইমামের সাথে যুহরের সালাত ধরতে পারে তবে তার গোলাম আযাদ এরপর সে ইমামকে তাশাহ্হুদ পাঠের অবস্থায় পেল এবং এ অবস্থায়ই নামাযে শরীক হয়ে গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে ইমামের সাথে জুমুআর সালাত পড়বে না। এরপর সে ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পেল এবং ঐ রাকআত সে ইমামের সাথে আদায় করল। তারপর ইমাম সালাম ফিরালে সে দ্বিতীয় রাকআত

নিজে নিজে পূর্ণ করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায শুরু করে ঘুমিয়ে যায় এবং তার উযূ ভেঙ্গে যায়। তারপর সে উযূ করতে যায় উযূ করে এসে দেখে ইমাম সালাম ফিরিয়ে ফেলে। এমতাবস্থায় সে যদি সেখান থেকে নামায ফওত হয়েছে সেখান থেকেই ইমামের ইক্তেরার নিয়্যতে পূর্বের নামাযের উপর বিনা করে ঐ নামায সমাপ্ত করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও ইমামের সাথে সাথে পূর্ণ নামায সমাপ্ত করার বিষয়টি এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কারণ ইমামের সাথে নামায আদায় করার অর্থ একমাত্র এটাই নয় যে, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নামাযের সমস্ত আরকানে তার সাথে শরীক থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হল ইমামের তাবে ও মুক্তাদী হওয়া আর সে যদি প্রকৃতভাবেই (حقيقة) ইমামের সাথে সব রুক্ন এবং সমস্ত আমলে শরীক থাকার নিয়্যত করে তবে নৈতিকতা এবং আইন উভয় দিক থেকেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (বাদাই)। পক্ষান্তরে সে যদি সমস্ত আমল ইমামের সাথে সাথে আদায় করা ব্যতিরেকে তার ইত্তেবার নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে সে সিজদা করবে না অথবা এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে রুকূ করবে না। এরপর সে নামাযের ভিতরে বা নামাযের বাইরে এ কাজগুলো করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে যে, আজকের দিনে সে জামাআতের সাথে নামায আদায় করবে না। এরপর সে কোন এক ব্যক্তি পেছনে ইক্তিদা করল অথবা সে নিজে এক ব্যক্তির ইমামতি করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও মুক্তাদী নাবালিগ সন্তান হয় (তাতারখানিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কারো ইমামত করবে না। তারপর সে একাকী নামায শুরু করল এবং নিয়্যতও করল যে, সে কারো ইমামত করবে না। এরপর একদল লোক এসে তার পেছনে ইক্তিদা করল। এ অবস্থায় সে যদি রুকূ সিজদা করে নেয় তবে আইনের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি লোকদেরকে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করে অথচ তার নিয়্যত ছিল যে, সে একাকী জুমুআর নামায আদায় করবে তাহলে তাদের সকলের জুমুআর নামাযই জাইয হয়ে যাবে। এটি ইসতিহসানের কথা। আর তার প্রতিজ্ঞা আইনের দৃষ্টিতে ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে ভঙ্গ হবে না। যদি নামায আরম্ভ করার পর উক্ত ব্যক্তির উযূ নষ্ট হয়ে যায় তারপর অপর কোন ব্যক্তিকে আগে বাড়িয়ে দেয় তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি জানাযার নামাযে বা সিজদায়ে তিলাওয়াতে লোকদের ইমামত করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা তার প্রতিজ্ঞা ছিল صلوٰة مطلقه (সাধারণ নামাযের) এর ব্যাপারে যেমন ফরয বা নফল নামায। আর জানাযার নামায সাধারণ নামাযের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক (নির্দিষ্ট) ব্যক্তির ইমামত করবে না। তারপর সে জামাআতের ইমামতের নিয়্যতে নামায আরম্ভ করল। এ সময় ঐ ব্যক্তিও অন্যান্য লোকদের সাথে এসে তার পেছনে নামাযের ইক্তিদা করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সে তার সম্পর্কে অবগত নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে অমুকের পেছনে নামায পড়বে না। তারপর সে ঐ ব্যক্তির পেছনে এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করল তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে সোজাসুজি তার পেছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে না বলে নিয়্যত করে থাকে তবে আইনের দৃষ্টিতে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ কসম করে বলল যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে নামায পড়ব না। এরপর তারা উভয়ে কোন ইমামের পেছনে নামায আদায় করল তবে কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি এরূপ নিয়্যত করে যে সে তার সাথে এমনভাবে নামায পড়বে যে তার সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তি থাকবে না তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ওয়াজীয ঃ আল কুরদূরী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে এবং দিবাভাগে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে কিন্তু দিনে গোসল করবে না। এরপর সে ফজর, যুহর এবং আসরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করল দিবাভাগে স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করল এবং সূর্যাস্তের পর গোসল করতঃ মাগরিব এবং ইশা জামাআতের সাথে আদায় করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা তার গোসল রাত্রে হয়েছে, দিনে হয়নি। (আল ফাতাওয়াল কুবরা)। মাজমুউন নাওয়াযিল গ্রন্থে আছে, কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এ মসজিদের মুসল্লীদের নিয়ে সালাত আদায় করবে না যতদিন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকে ও এ মসজিদে সালাত আদায় করে। এরপর সে রোগাক্রান্ত হয়ে তিন দিন পর্যন্ত ঐ মসজিদে নামায পড়ল না অথবা সুস্থ ছিল কিন্তু তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নামায পড়তে আসল না। এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি ঐ মসজিদের মুসল্লীদের নিয়ে নামায পড়ে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই মসজিদে সালাত আদায় করবে না। এরপর মসজিদের জমি বাড়িয়ে মসজিদ বড় করা হল। তারপর সে ঐ বর্ধিত অংশে সালাত আদায় করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অমুকের বংশধরদের মসজিদে নামায পড়বে না, এরপর মসজিদ বাড়ানো হল এবং সে ঐ বর্ধিত অংশে সালাত আদায় করল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, আমি ওয়াক্তের নামায ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর আদায় করবো না। এরপর সে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়ল যে, নামাযের ওয়াক্ত কাযা হয়ে গেল। তারপর সে ঐ নামাযের কাযা আদায় করল। এ অবস্থায় সহীহ্ মত এই যে, সে যদি নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ঘুমিয়ে গিয়ে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীয আল কুরদূরী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এত রাকআত না পড়ে ঘুমাবে না। এরপর সে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না সিরাজিয়্যা)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ তার গোলামকে বলল, তুমি যদি সালাত আদায় কর তবে তুমি আযাদ। এরপর গোলাম বলল, আমি সালাত আদায় করেছি। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল তাহলে গোলাম আযাদ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অতিরিক্ত গরমের কারণে নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর উযূ করবে না । তারপর তার নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হল এবং এরপর সে পেশাব করে উযূ করল অথবা পেশাবের পর তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাক থেকে রক্ত প্রবাহিত হল এবং এরপর সে উযূ করল তাহলে এ উযূ উভয়ের তরফ থেকে হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং প্রতিজ্ঞাকারী হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কেউ কসম করে বলল যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এই মহিলার দ্বারা জানাবাত হওয়ার কারণে গোসল করব না। তারপর সে এই মহিলার সাথে সহবাস করল। এরপর অন্য মহিলার সাথেও সহবাস করল। অথবা এর বিপরীত করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা তার প্রতিজ্ঞা হয়েছে সহবাসের ব্যাপারে। আর যদি সে প্রকৃতভাবেই গোসলের নিয়্যতে এরূপ বলে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ জবাব হবে। কারণ গোসল ঐ মহিলার কারণেও ওয়াজিব হয়েছে (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)। কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে জানাবাতের গোসল করবে না অথবা সে হাইযের থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করবে না। এরপর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করল এবং তার ঋতুস্রাব হল, এরপর সে গোসল করল তাহলে তার এ গোসল উভয়ের থেকেই যথেষ্ট হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (যহীরিয়্যাঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ উযূ গোসলের মাসাইল)

১০. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে গোসল দিবে না অথবা বলল যে, সে অমুক ব্যক্তির মাথা ধুয়ে দিবে না। এরপর সে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে গোসল দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হারাম কাজ করে গোসল করবে না তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা সহবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। সুতরাং সে যদি কোন বেগানা মহিলার সাথে হারামভাবে সহবাস করে এবং এরপর গোসল না করে অথবা তায়াম্মুম করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঐ মহিলার সাথে মুআনাকা (আলিঙ্গন) করে এবং এতে তার বীর্যপাত ঘটে তারপর সে গোসল করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে সংগত হবে না। তারপর সে চীৎ হয়ে শুয়েছিল, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী এসে তার থেকে স্বীয় কামোদ্দীপনা চরিতার্থ করে নিল এ অবস্থায় হুদূদুন নাওয়াযিল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই সহবাসকারী পুরুষ মহিলা যদি বেগানা লোক হয়ে থাকে তবে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ (দণ্ড) জারী হবে এবং এর উপরই ফাতাওয়া। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকারী লোকটি যদি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত সারাখ্‌সী সহবাস করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা অধ্যায়)। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে সঙ্গম করবে না অথবা অমুক মহিলাকে চুম্বন করবে না তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা জীবিত কালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের উপর প্রযোজ্য হবে না (আস্ সিরাজিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আমি যদি তোমার সাথে সহবাস করি বা একই শয্যায় শয়ন করি তবে এ প্রতিজ্ঞা যোনীদ্বার দিয়ে সঙ্গম করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, আমি যদি তোমার কাছে আগমন করি তবে এ প্রতিজ্ঞাও সহবাসের উপর প্রযোজ্য হবে। তবে শর্ত হল, তার মধ্যে এ ধরনের নিয়্যত থাকতে হবে। কাজেই সে যদি সহবাসের নিয়্যত করে তবে তা সহীহ্ হবে। এমনিভাবে সে যদি এ কথা দর্শনের নিয়্যত করে তবে তাও সহীহ্ হবে। যদি সে

দর্শনের নিয়্যত করে তার সাথে সঙ্গম করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সহবাসের নিয়্যত করে দর্শন করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি তার মনে কোন নিয়্যত না থাকে তবে হাকীম নাসীর ইব্‌ন মাহরুবিয়্যাহ (র)-এর মতে সে যদি মহিলাকে দেখার জন্য আসে এবং তার সাথে সঙ্গম না করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি দেখতে এসে তার সাথে সহবাসও করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, ان اصبتك যদি আমি তোমার কাছে যাই, তবে তা সহবাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অবশ্য যদি নিয়্যত করে তবে সহবাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। আর যদি কোনরূপ নিয়্যত না থাকে তবে হাকিম (র)-এর মতানুসারেই এ ক্ষেত্রে ফায়সালা হবে। (শরহে তালখীসিল জামিইল কবীর)

১৩. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আজকের দিনে বা একদিন রোযা রাখবে না তারপর রোযা অবস্থায় তার ভোর হল। এরপর সে রোযা ভেঙ্গে ফেলল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে রোযা রাখবে না। তারপর আবার রোযা রাখল তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (আল জামিউল কবীর)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ঐ দিন রোযা রাখা আমার উপর ওয়াজিব যে দিন অমুক ব্যক্তি সফর থেকে আসবে। তারপর সে ব্যক্তি এমন দিনে আগমন করল যে দিনে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলছে অথবা আগন্তুক ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পর আগমন করল তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই ঐ দিন রোযা রাখব যেদিন অমুক ব্যক্তি সফর থেকে আগমন করবে। তারপর অমুক ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে এবং তার খাওয়ার পূর্বে আগমন করল। এ অবস্থায় কসমকারী ব্যক্তি যদি ঐ দিন রোযা রেখে থাকে তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু রোযা না রাখলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পর আগমন করে অথবা দ্বিপ্রহরের পরে খাওয়ার আগে আসে এ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। (শরহে জামিইল কবীরঃ আলা হুসায়রী)। দিনের শুরুভাগে আহার গ্রহণের অথবা দ্বিপ্রহরের পর কেউ যদি বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আজকের দিনে অবশ্যই আমি রোযা রাখব তাহলে দিনের বাকী অংশে সে যদি পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত থাকে তবে সে কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি রোযার কসমকে রাতের দিকে সম্বোধন করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আজ রাতে অবশ্যই রোযা রাখব তাহলে ঐ রাতে সে যদি অনুরূপভাবে পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত থাকে তবে সে তার কসমে সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। (শরহে তালখীসিল জামিইল কবীর)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, ليصومن حينا (সে অবশ্যই রোযা রাখবে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত)। এ অবস্থায় সে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই তার হুকুম হবে। আর যদি কোন নিয়্যত না করে তবে তার এ প্রতিজ্ঞা ছয় মাস রোযা রাখার উপর প্রযোজ্য হবে। এ হিসাবে ليصومن حينا বক্তব্যটি ليصوم من حينا شئة اشهر এর মত হল। এমনিভাবে حينا এর পরিবর্তে সে যদি الحين। অর্থাৎ الف ولام এর সাথে বলে তবে তবে এক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। অনুরূপভাবে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি ان صمت حينا বা ان صمت الحين (যদি আমি এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রোযা রাখি) বলে এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে তবে তা ছয় মাস রোযা রাখার উপর প্রযোজ্য হবে এবং ছয় মাস রোযা না রাখলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যেমন ان صمت ستة اشهر (যদি আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছয়মাস রোযা রাখি) বললে উক্ত হুকুম হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রতিজ্ঞা সংশ্লিষ্ট পরবর্তী সময়ের উপর এ প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হওয়ার আবশ্যক নয়। কেউ যদি বলে, ان صمت زمانا বা ان صمت الزمان (যদি আমি দীর্ঘ যমানা রোযা রাখি) এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই হুক্ম হবে। (আল জামিউস সগীর)। জামিউস সগীর গ্রন্থে الحين এবং الزمان শব্দ দুটোকে সম অর্থবোধক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্ জামিউল কবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সে ব্যক্তি দুই বা ততোধিক মাস থেকে শুরু করে ছয় মাস পর্যন্তের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। উল্লেখ্য যে, আল জামিউল কবীরের মতটিই বিশুদ্ধ। অভিধান শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে زمان শব্দটি দুই মাস থেকে ছয় মাস পর্যন্ত সময়ের উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যদি নিয়্যত না থাকে তবে ছয় মাসের উপর প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি عمرًا (জীবনভর) এর কথা বলে তবে তা الزمان ও الحين এর মত গণেই গণ্য হবে। ইমাম কুদূরী অনুরূপ মতামতের উল্লেখ করেছেন (মুহীত)। কেউ যদি বলে, لله على صوم العمر (আল্লাহর্ ওয়াস্তে আমার উপর পূর্ণ জীবন রোযা রাখা ওয়াজিব) এবং তাঁর বিশেষ কোন নিয়ত থাকে তবে যাবৎ জীবন রোযা রাখা তার উপর ওয়াজিব হবে (গায়াতুল বয়ান)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, ان صمت الابد (আমি যদি সর্বদা রোযা রাখি) অথবা বলে, ان صمت الدهر (যদি আমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোযা রাখি) তবে যাবৎ জীবন রোযা রাখলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সে যদি জীবনে একদিনও রোযা ভঙ্গ না করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আর যদি একদিনও রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি সে রোযা ভঙ্গ না করে এবং এ অবস্থায় সে মারা যায় তবে তার হায়াতের শেষ অংশে গিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞার ফলাফল কোন গোলাম আযাদ করা হয় তবে তা তার পরিত্যাজ্য মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধর্তব্য হবে। যদি কেউ বলে ان صمت ابرًا অর্থাৎ الف ولام ছাড়া তবে কিছু সময়ের রোযা রাখার দ্বারও তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (শরহে তাল্খীসিল জামিইল কবীর)। কোন ব্যক্তি বলল, ان صمت دهرا فعبدى حر (আমি যদি এক দীর্ঘ সময় রোযা রাখি তবে আমার গোলাম আযাদ) এবং সে যদি বিশেষ কোন সময়ের নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। আর যদি কোন নিয়্যত না করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, دهر (দাহ্র) কি তা আমি জানি না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে সে যদি তার জীবনে একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে ছয় মাস রোযা রাখে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ছয় মাস রোযা না রাখে এবং এ অবস্থায় সে মারা যায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি বলে, ان صمت ازمنة او دهورا او احيانا তবে তা তিন যমানা বা তিন দাহর বা তিন হীন অর্থাৎ আঠার মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু রোযার ক্ষেত্রে استيعاب (বিরতিহীনতা) হচ্ছে শর্ত। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রী)

১৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, ان صمت الشهر (যদি আমি এই মাসটিতে রোযা রাখি) তবে পূর্ণ এক মাস রোযা না রাখা পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। যদি কেউ বলে, যদি আমি এক মাস রোযা না রাখি তবে আমার গোলাম আযাদ তাহলে এ প্রতিজ্ঞা এক

মাস রোযা রাখার উপর প্রযোজ্য হবে। চাই রোযাগুলো একত্রে রাখুক বা ভিন্নভিন্ন করে রাখুক। প্রতিজ্ঞার পরবর্তী মাস এর জন্য নির্দিষ্ট হবে না। এক মাস রোযা রাখার আগেই সে যদি মারা যায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ বলল, ان تركت شهرا (যদি আমি এক মাসের রোযা ছেড়ে দেই) তবে এ প্রতিজ্ঞা সংশ্লিষ্ট মাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ঐ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার এক মাস বা কিছু সময় পূর্বে সে যদি রোযা রাখে তবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ মাসে রোযা তরক না করা পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী)। কেউ যদি বলে, ان تركت صوم شهر (যদি আমি কোন এক মাসের রোযাও তরক করি) অথবা ان صمت شهرا (যদি আমি কোন এক মাস রোযা রাখি) তবে এ প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাকারীর পূর্ণ জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (আল বাহরুর রায়িক)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, তুমি আমার পক্ষ হতে একদিন রোযা রাখ এবং তুমি আযাদ অথবা বলল, তুমি আমার পক্ষ হতে দুই রাকআত নামায আদায় কর এবং তুমি আযাদ। তাহলে চাই সে রোযা রাখুক বা না রাখুক এবং নামাযা পড়ুক বা না পড়ুক আযাদ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় কর এবং তুমি আযাদ তবে হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত সে আযাদ হবে না। উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হল এই যে, হজ্জের ক্ষেত্রে নিয়াবত এবং প্রতিনিধিত্ব চলে কিন্তু নামায ও রোযার ক্ষেত্রে নিয়াবত ও প্রতিনিধিত্ব চলে না (যহীরিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে কূফায় রমাযান মাসের রোযা রাখবে না। তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা কূফায় পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব কেউ যদি কূফায় একদিন রোযা রেখে সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায় অথবা সে কূফায় অসুস্থ ছিল তাই সে রোযা রাখেনি তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে কূফাতে রোযা ভেঙ্গে আহার করবে না তবে তার প্রতিজ্ঞা কূফাত ঈদুল ফিত্রের দিনে অবস্থান করার উপর প্রযোজ্য হবে এবং এ অবস্থানের কারণে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সে পানাহার জাতীয় কোন দ্রব্য সেখানে সেদিনে না খায়। (শরহে তাল্খীসিল জামিইল কবীর রোযার কসম বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া অধ্যায়)। যদি সে ব্যক্তি রাতে ঈদুল ফিতরের দিনে রোযা রাখার নিয়্যত করে এবং দিনের বেলা কিছু না খায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে কিনা? এ সম্বন্ধে আল কিতাবে কোন কথা উল্লেখ নেই। তবে এ ব্যাপারে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা لايفطه (রোযা ভঙ্গ করবে না) এর অর্থ হল, ঈদুল ফিতরের দিনে প্রবেশ করা। আর তা পাওয়া অপিরহার্য (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রী)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের নিকটে ইফতার করবে না তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা অমুকের নিকটে প্রকৃত প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কাজেই প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি নিজ ঘরে কোন কিছু পান করে তারপর অমুক ব্যক্তির নিকটে সন্ধ্যার খানা খায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে কূফাতে রমাযানের চাঁদ উদয়কালে তার কূফায় অবস্থান করার উপর প্রযোজ্য হবে। কাজেই ঐ সময় সে যদি কূফায় থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সে তার চোখ দ্বারা রমাযানের চাঁদ না দেখে থাকুক। উল্লেখ্য যে, ইফতার করা এবং চাঁদ দেখার উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি এতদুভয় মাসআলাকে শর্তহীন (مطلقا) ভাবে বর্ণনা করা হয়। যেমন কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইফতার করবে না অথবা রমাযানের চাঁদ দেখবে না। অর্থাৎ অতিরিক্ত কোন শর্ত আরোপ করা ব্যতিরেকে সে এ কথা বলল তাহলে এ প্রতিজ্ঞার অর্থ হবে বাস্তবভাবে ইফতার করা এবং বাস্তবভাবে চোখ দ্বারা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু যদি উপরোক্ত মাসআলা দুটোর ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি لايفطر بالكوفة এর দ্বারা প্রকৃতভাবেই আহার্য কোন দ্রব্য পানাহার করে রোযা থেকে বের হওয়ার নিয়্যত করে এবং لايرى الهلال بالكوفة এর দ্বারা চোখে দেখার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এতদুভয় মাসআলার মধ্যে হচ্ছে এই যে, চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তার নিয়্যত নৈতিকতা ও আইন উভয় দিকে থেকেই গ্রহণেযোগ্য হবে। কিন্তু রোযা ভঙ্গে নিয়্যতের ক্ষেত্রে তার কথা নৈতিকতার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু বিচারক তার কথা গ্রহণ করবেনা (শরহে তালখীসিল জামিইল কবীর)। যদি নতুন চাঁদ উদয়ের সময় প্রতিজ্ঞকারী ব্যক্তি কূফায় থাকে কিন্তু সে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে কিনা এ সম্পর্কে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। আবার কেউ বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, যদি সে এ বছর কূফায় কুরবানী করে তবে তার গোলাম আযাদ। এরপর ঈদুল আযহার দিন সে কূফায় ছিল কিন্তু কুরবানী করল না তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে এরূপ নিয়্যত করে যে, এ সময় কূফায় থাকলেই তার উপর এ হুকুম হবে তবে তার নিয়্যত অনুসারে ফায়সালা হবে (শরহে জামিইল কবীরঃ আল হুসায়রী)। কোন মহিলা তার স্বামীর উপর সমকামিতার অপবাদ দিলে সে কসম করে বলল যে, সে কোন হারাম কাজ করবে না। এরপর সে যদি কামোদ্দীপনাসহ কোন মহিলাকে চুম্বন করে বা স্পর্শ করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যোনিদ্বার ছাড়া অন্য স্থান দিয়ে সঙ্গম করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে তার সাথে গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে তবে ফাতাওয়া মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ যদি হলফ করে যে, সে যিনা করবে না তারপর সে কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হল তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ওয়াজীয আল কুরদূরী)

২০. মাসআলা ঃ কুদূরী গ্রন্থের কসম বা প্রতিজ্ঞা অধ্যায় বর্ণিত আছে যে, কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে হারাম পদ্ধতিতে সহবাস করবে না। তারপর সে তার সাথে তার স্রাবের অবস্থায় সঙ্গম করল অথবা যিহারের অবস্থায় তার সাথে সঙ্গম করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি প্রতিজ্ঞার সময় এরূপ করার নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারে ফায়সালা হবে। কোন মহিলা যদি এই বলে হলফ করে যে, بالله كم حرام نكرد ستم এবং তার উদ্দেশ্য এই থাকে যে, আমি যিনাকে হারাম করিনি। বরং আল্লাহ্ তা'আলাই যিনাকে হারাম করেছেন। এদিকে সে মহিলা যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।.তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পুরুষ লোক হয় এবং সে যদি এভাবে হলফ করে তাহলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি উক্ত ব্যক্তি তালাক ও দাস মুক্তকরণ সম্পর্কে হলফ করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ হলফ করে বলল যে, সে কোন হারাম কাজে লিপ্ত হবে না তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা যিনার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি খাসী অথবা যৌনাঙ্গ কর্তিত হয় তবে এ প্রতিজ্ঞা হারাম তরীকায় কাউকে চুম্বন করা এবং এ জাতীয় যৌন চাহিদা চরিতার্থ করার উপর প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)।

দশম পরিচ্ছেদ

পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গহনা ইত্যাদি পরিধানের ব্যাপারে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করা

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমার বয়নকৃত কাপড় পরিধান করি তবে তা হাদী হিসাবে গণ্য হবে। এরপর উক্ত মহিলা যদি হলফের সময় ঐ ব্যক্তি যে তুলার মালিক ছিল সেই তুলার সূতার দ্বারা কাপড় বয়ন করে আর হলফকারী ব্যক্তি তা পরিধান করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হাদী হিসাবে গণ্য হবে। যদি হলফকারী লোকটির মালিকানায় কোন তুলা অথবা কাত্তান না থাকে কিংবা থাকে কিন্তু মহিলা এর থেকে সূতা পাকায়নি বরং হলফের পর পুরুষ লোকটি যে সূতা খরিদ করেছিল তা থেকে সূতা পাকিয়ে আর সে ঐ কাপড় পরিধান করেছে তাহলে এ কাপড় হাদী হিসাবে গণ্য হবে। হাদী মানে হল, মক্কা মুকার্‌রমায় সাদাকা করা (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তির বয়নকৃত কাপড় পরিধান করবে না এবং এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এরপর সে অমুকের পাকানো সূতা দ্বারা বয়নকৃত কাপড় পরিধান করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে শুধুমাত্র সূতার নিয়্যত করে তবে অমুকের বয়নকৃত কাপড় পরিধান করাতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি সে ব্যক্তি শুধুমাত্র সূতা পরিধান করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি এগুলো পরিধানেরই নিয়্যত করে থাকে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, সে অমুকের পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে অমুক ব্যক্তির পাকানো সূতা এবং অন্য এক ব্যক্তির পাকানো সূতার কাপড় যদি পরিধান করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না, যদিও সেই অপর মহিলা কাপড়ের একশ' ভাগের এক ভাগ বয়ন করে থাকে। এমনিভাবে চাই উভয়ের পাকানো সূতা একত্রে মিলিয়ে কাপড় বয়ন করা হোক অথবা প্রত্যেকের পাকানো সূতার দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে কাপড় বয়ন করে একসাথে মিলিয়ে দেওয়া হোক। উপরোক্ত মাসআলাটি এমন হল যেমন কেউ হলফ করে বলল যে, সে অমুকের বয়নকৃত কাপড় পরিধন করবে না। এরপর সে এমন কাপড় পরিধান করল যা সেই ব্যক্তির সূতা এবং অপর ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তির সূতা দ্বারা বয়নকৃত। তবে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ কসম করল যে, সে অমুক ব্যক্তির বয়নকৃত কাপড় পরিধান করবে না। তারপর সে এমন কাপড় পরিধান করল যা সেই ব্যক্তি এবং তার সাথে অন্য এক ব্যক্তি এই দু'জনের বয়নকৃত, তাহলে কাপড়টি এমন জাতীয় হয় যা সচরাচর এক ব্যক্তি বয়ন করে থাকে। এমন কাপড় যদি দুই ব্যক্তি বয়ন করে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঐ জাতীয় কাপড় বয়ন করতে দু'ব্যক্তির কর্মের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে এ কাপড় পরিধান করলে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক মহিলার বয়নকৃত কাপড় পরিধান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করবে না। তারপর সে এমন কাপড় পরিধান করল যা অমুক ব্যক্তি এবং তার সাথে অপর এক ব্যক্তি এই দু'জনে মিলে বয়ন করল তাহলেও প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও এতে অমুক মহিলা একটিমাত্র সূতা কেটে দিয়ে থাকে (ফতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তির বয়নকৃত কাপড় পরিধান করবে না, এরপর তার কতিপয় গোলাম এ কাপড় বয়ন করে দিল, তাহলে দেখতে হবে যে, যদি সে নিজ হাতেই নিজের যাবতীয় কাজ সম্পদান করে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি নিজের কাজ সে নিজ হাতে সম্পাদন না করে এমন অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ঈযাহ)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুকের পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে ঐ ব্যক্তির সূতা ও তুলা দ্বারা তৈরিকৃত কাপড় পরিধান করল, যার সে হলফের সময় মালিক ছিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার মালিকানাধীন না থাকলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। তারপর সে অমুক মহিলার পাকানো সূতা দ্বারা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি সে এমন কাপড় পরিধান করে যাতে ঐ মহিলার পাকানো সূতার তাগা রয়েছে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে ঐ মহিলার পাকানো সূতার ইযারবন্দ পরিধান করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতানুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এর উপরই ফাতাওয়া। আর যদি সে এমন পোশাক পরিধান করে যার ঘুন্টি ঐ মহিলার পাকানো সূতার দ্বারা তৈরী তবে পোশাকের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি ঝালর তার পাকানো সূতা দ্বারা তৈরী করা হয়ে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কোন কোন ফকীহ্ এর মতে কাপড়ের লেস এর হুকুমও অনুরূপই। এমনিভাবে যদি মহিলার পাকানো সূতা দ্বারা কাপড়ে তালি বা পট্টি লাগানো হয় তবে সেক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তার মতে যেহেতু পট্টি বা তালির ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যায় কাজেই ঝালর এবং লেস এর ক্ষেত্রেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি পকেট বা জামার বুকের দিকের অংশে পট্টি থাকে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঐ মহিলার বয়নকৃত কাপড় থেকে দুই বিঘত পরিমাণ কাপড় নিয়ে তা নিজের লজ্জাস্থানের উপর রাখে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি ঐ মহিলার পাকানো সূতার টুপি অথবা চোখের পর্দা ব্যবহার করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। জাওরাব (মোজার হিফাযতের জন্য যা মোজার উপর ব্যবহার করা হয়) এর হুকুমও অনুরূপই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে অমুক মহিলার বয়নকৃত কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে তার কাপড়ের কিয়দাংশ কেটে তা পরিধান করল তাহলে এ কর্তিত অংশ যদি ইযার বা চাদর হওয়ার মত পরিমাণ হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। যদি ঐ কাপড় কেটে পায়জামা তৈরী করে তা পরিধান করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কাপড় পরিধান করবে না। তারপর সে ওড়না

বা মুকান্নাআ (নিকাব বা অবগুণ্ঠন) পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি তা ইযারের সমপরিমাণ না হয় আর যদি তা ইযারের সমপরিমাণ হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও এতে তার সতর আবৃত না হয়। এমনিভাবে যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পাগড়ী ব্যবহার করে তবুও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি সে পাগড়ীরঐ কাপড় শরীরে জড়িয়ে নেয় এবং তা ইযার বা চাদরের সমপরিমাণ হয় কিংবা তা যদি এমন পরিমাণ হয় যে, তা কর্তন করে জামা বা পায়জামা তৈরি করা যায় তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ঈযাহ)। যদি উক্ত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞার মধ্যে কাপড়ের কথা না বলে এবং এ অবস্থায় সে যদি ঐ মহিলার পাকানো সূতার কাপড় পাগড়ী হিসাবে ব্যবহার করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো সূতার কাপড় ব্যবহার করবে না। এ অবস্থায় ঐ কাপড় যদি তার নাভি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এর আস্তিনে সে যদি এখনো নিজের হাত না ঢুকায়, আর তার পা যদি ঐ কাপড়ের পেচের ভেতরই থাকে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পায়জামা বা মোজা পরিধান করবে না । এরপর সে তার এক পা পায়জামার ভেতর ঢুকাল বা একটিমাত্র মোজা পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই কাপড়টি পরিধান করবে না। তারপর সে ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ কাপড় নিজ গায়ের উপর ছড়িয়ে দিল এবং ঘুমন্ত অবস্থায়ই তা শরীর থেকে উঠিয়ে নিল তাহলে ফকীহ্ বলগী (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ফকীহ আবুল লায়ছ (র) বলেন, এটিই কিয়াসের কথা। আর আমরা এই অভিমতটিই গ্রহণ করে থাকি। এমনিভাবে যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ কাপড়টি নিজ গায়ের উপর ছড়িয়ে দেয় এবং জাগ্রত অবস্থায় তা গায়ের থেকে সরিয়ে নেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি জাগ্রত হওয়ার পর তা এভাবেই রেখে দেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি জাগ্রত অবস্থায় ঐ কাপড়টি নিজ গায়ের উপর ছড়িয়ে দেয় তবে সে এ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক শায়খ আবূ নাসর (র) এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে মহিলা এবং অপর এক মহিলার পাকানো সূতা দ্বারা কাপড় বয়ন করা হল। এ অবস্থায় যদি অপর মহিলার সূতা কাপড়ের শেষ অংশে বা প্রথমাংশে লাগানো হয় এরপর এ অংশটি কেটে ফেলা হয়, তারপর প্রতিজ্ঞাকৃত মহিলার পাকানো সূতার দ্বারা বয়নকৃত কাপড়খণ্ডটি যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পরিধান করে; আর তা যদি ইযার বা চাদরের সমপরিমাণ হয় তাহলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তা এই পরিমাণ না হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি উক্ত কাপড় কেটে এর দ্বারা পায়জামা তৈরী করে তা পরিধান করা হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অপর মহিলার পাকানো সূতা থেকে বয়নকৃত কাপড় কর্তন করার পূর্বেই ঐ কাপড়টি যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পরিধান করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে ঐ মহিলার পাকানো সূতা দ্বারা বয়নকৃত কম্বল পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও পশমের তৈরী কম্বল হয় না কেন ? (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে পোশাক পরিধান করবে না তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা এমন পোশাকের উপর প্রযোজ্য হবে যা দ্বারা সতর ঢাকা যায় এবং যা পরিধান করে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ্ হয়ে যায়। সুতরাং এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করে সে ব্যক্তি যদি চট, বিছানা বা চাটাই গায়ে জড়িয়ে রাখে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি রেশম জাতীয় চাদর শরীরে জড়ায় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এও পোশাকের মধ্যে গণ্য। এমনিভাবে যদি চামড়ার পোশাক পরিধান করে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য টুপি পরিধান করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। চামড়া, মোজা, মোজার উপর পরিহিত জাওরাব ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাতারখানিয়্যা)। প্রতিজ্ঞায় কেউ যদি বিশেষ ধরনের কাপড়ের কথা উল্লেখ করে এর অর্ধাংশের অধিক কাপড় পরিধান করে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৭. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পায়জামা পরিধান করবে না। এরপর সে অপর কোন লম্বা মানুষের কাপড় পরিধান করল, যা তার ক্ষেত্রে পায়জামার অনুরূপ হয়ে গেল তবে তা পায়জামা কাটার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কিন্তু এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে কাপড় পরিধান করবে না, তারপর সে কোন বেটে মানুষের পায়জামা পরিধান করল যা তার জন্য কাপড়ের অনুরূপ বলেই মনে হচ্ছিল তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। খুলাসা গ্রন্থে আছে যে, যে কাপড় দ্বারা সতর আবৃত করা যায় না তা পোশাক হিসাবে গণ্য হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জামা পরিধান করবে না। তারপর সে আস্তিনবিহীন জামা পরিধান করল এবং তার কোন বিশেষ নিয়্যতও ছিল না তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। মুলতাকাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে লেবাস পরিধান করবে না, তারপর জোরপূর্বক তাকে লেবাস পরিয়ে দেওয়া হল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে তা খুলে ফেলতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও না খুলে তাহলে সে পরিধানকারী বলে গণ্য হবে (তাতারখানিয়্যা)।

৮. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জামা পরিধান করবে না। তাহলে সাধারণতঃ যেভাবে পরিধান করা হয় তার প্রতিজ্ঞা সে নিয়মে জামা পরিধান করা উপর প্রযোজ্য হবে। জামার বুকের দিকের উন্মুক্ত অংশ দিয়ে মাথা ঢুকানোর পর অধিকাংশ জামা পরিধানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অবলম্বন করা হবে জামাটি সে নিয়মে পরিহিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে (ইতাবিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে পায়জামা, জামা বা চাদর পরিধান করবে না। এরপর সে পায়জামা, জামা বা চাদরটি লুঙ্গির মত করে পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি এগুলোর কোন একটি দ্বারা মাথার পাগড়ি বাঁধে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এই জামা, এই পায়জামা অথবা এই চাদর পরিধান করবে না, তাহলে সে এগুলো যেভাবেই পরিধান করুক না কেন তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও সে চাদরকে লুঙ্গি হিসাবে, জামাকে চাদর হিসাবে অথবা গোসলের পর জামাকে মাথার উপর পেচিয়ে রাখে তবুও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে এই পাগড়ী ব্যবহার করবে না তারপর সে তা কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখল তাহলেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে দু'টি জামা পরিধান করবে না। এরপর সে একটি জামা পরিধান

করে পুনরায় তা খুলে অপর জামাটি পরিধান করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ না উভয় জামা একসাথে পরিধান করে। কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি এই দু'টি জামা পরিধান করব না। তারপর সে একটি পরিধান করে তা খুলে আবার দ্বিতীয়টি পরিধান করল তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পোশাকের ক্ষেত্রে কসম সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এখানে স্বভাবতঃ পরিধান করার বিষয়টি ধর্তব্য না হয়ে শুধু পরিধান করার বিষয়টি ধর্তব্য হবে (বাদাঈ)।

৯. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে পোশাক পরিধান করাবে না অর্থাৎ দিবে না। তারপর সে তাকে পোশাক ধার দিল অথবা মৃত্যুর পর তাকে কাফনের ব্যবস্থা করে দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এ প্রতিজ্ঞার দ্বারা সে যদি মালিক বানিয়ে দেওয়ার নিয়্যত না করে শুধুমাত্র সতর ঢেকে দেওয়ার নিয়্যত করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, অমুক ব্যক্তি তাকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত সে এ কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সেই ব্যক্তি মারা গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে। যদি সে অমুক ব্যক্তি তাকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত না বলে "কিন্তু যদি অমুক ব্যক্তি অনুমতি দেয়" বলে এবং সে তাকে একবার অনুমতি দেয় তাহলেও প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে (সিরাজিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে তার স্ত্রীর পাকানো সূতার কাপড় পরিধান করবে না। তারপর সে এমন একটি কাপড় পরিধান করল যার অসতর (বহিঃপরিচ্ছদ) তার স্ত্রীর পাকানো সূতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এবং অন্তঃপরিচ্ছদ তৈরি করা হয়েছে অপর মহিলার পাকানো সূতা দ্বারা তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে কাপড় পরাবে না অর্থাৎ দিবে না। তারপর সে তাকে কিছু দিরহাম দিল। সে এর দ্বারা কাপড় খরিদ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য সে যদি তার উদ্দেশ্য পরিধানের কাপড় প্রেরণ করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি হাত-বহাত লেনদেন করার নিয়্যত করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মাবসূত)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে কাল পোশাক পরিধান করবে না।, তাহলে তার এ প্রতিজ্ঞা সাধারণ পোশাকের উপর প্রযোজ্য হবে। অতএব যদি সে ব্যক্তি কাল টুপী, কাল মোজা, কাল জুতা অথবা কাল চামড়ার জামা পরিধান করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। পক্ষান্তরে সে যদি বলে আমি কাল কোন কিছুই পরিধান করব না তাহলে কাল টুপি, কাল মোজা, কাল চামড়ার জামা ইত্যাদি পরিধান করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে রেশমের পোশাক পরিধান করবে না। তারপর সে রেশম মিশ্রিত কাপড় পরিধান করল তাহলে এক্ষেত্রে বানার বিষয়টি ধর্ত্যব্য হবে, তানা ধর্তব্য হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তুলা ব্যবহার করবে না। তারপর সে তুলার পোশাক পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি কাবা পরিধান করে যার ভেতরের অংশে তুলা আছে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য এরূপ নিয়্যত করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ঈযাহ)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে সিল্ক পরিধান করবে না। এরপর সে এমন কাপড় পরিধান করল যার বান কাঁচা রেশমের সূতার আর তানা হচ্ছে সিল্কের তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে বলল যে, সে কাত্তান কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে তুলা এবং কাত্তান সূতা দ্বারা তৈরি করা কাপড় পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। চাই কাত্তান সূতা দ্বারা এর বানা দেওয়া হোক বা তানা দেওয়া হোক। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে সিল্কের কাপড় পরিধান করবে না। তারপর সে সিল্ক এবং তুলা মিশ্রিত কাপড় পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি এর বানা সিল্কের হয়ে থাকে (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে কাচা রেশমের পোশাক পরিধান করবে না। তারপর সে কাঁচা রেশমের এমন কাপড় পরিধান করল যার তানা হচ্ছে তুলার বা সিল্কের এবং বানা হচ্ছে কাঁচা রেশমের তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক মহিলার পাকানো কাঁচা রেশমের সূতার কাপড় পরিধান করবে না। এরপর সে এমন কাপড় পরিধান করল যার তানা সিল্কের এবং বানা ঐ মহিলার পাকানো সূতার তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পশমের চাদর পরিধান করবে না। তারপর সে এমন চাদর পরিধান করল যার বানা পশমের এবং তানা হচ্ছে সিল্কের অথবা তুলার তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তয়লাসান এমন চাদর যা অপরাপর চাদরের অনুরূপ নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মুন্‌তাকা গ্রন্থে আছে, হিশাম ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এ কাপড় কেটে দু'টি জামা সেলাই করাবে। তারপর সে এর থেকে কাপড় কেটে প্রথমের একটি জামা সেলাই করাল। তারপর বাকী কাপড় কেটে আরেকটি জামা সেলাই করাল তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কাপড় কাটার কথা উল্লেখ না করে শুধু এ কথা বলে যে, "সে অবশ্যই এ কাপড় দ্বারা দু'টি জামা সেলাই করাবে।" তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, এ কাপড় থেকে কাপড় কেটে আমি দু'টি জামা তৈরি করাব। এরপর সে এর থেকে একটি জামার কাপড় কেটে একটি জামা তৈরী করে নিল, এরপর দ্বিতীয়টির জন্য কাপড় কেটে দ্বিতীয় জামাটিও তৈরি করাল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ সারখ্‌সী)। কেউ কোন একটি জামার ব্যাপারে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করল যে, যে সে জামাটি কেটে এর দ্বারা একটি কাবা ও একটি পায়জামা তৈরি করবে। এরপর সে এর থেকে কাবার জন্য কাপড় কাটল (এবং এর দ্বারা কাবা তৈরি করাল) চাই সে তা পরিধান করুক বা না করুক। এরপর কাবা থেকে পায়জামার কাপড় কাটল তাহলে জামা কাটা মাত্রই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১২. মাসআলা ঃ যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ যদি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে যদি এই কাপড় থেকে কাবা ও পায়জামা তৈরী না করে তাহলে তার গোলাম আযাদ, এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না, এ অবস্থায় সে যদি পুরা কাপড়টির দ্বারা প্রথমে কাবা সেলাই করে তারপর আবার এর থেকে পায়জামাও সেলাই করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, যে পরিমাণ কাপড় আছে এর কিছু দ্বারা কাবা এবং কিছু অংশ দ্বারা পায়জামা তৈরী করা হবে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (বাদাঈ)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এই জামা পরিধান করবে না। এরপর সে তা পুনরায় সেলাই করে পরিধান করল তাহলে ইমাম কুদূরী (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (নাওয়াদির)। কাবা এবং জুব্বার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা পুরানো সেলাই খুলে নতুনভাবে সেলাই

করার কারণে জামা, কাবা এবং জুব্বার নাম পরিবর্তন হয় না। এমনিভাবে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এই নৌকায় (নৌযানে) আরোহণ করবে না, এরপর সে নৌকা ভেঙ্গে যদি ঐ পুরানো কাঠ দিয়ে পুনরায় নৌকা তৈরী করা হয় এবং ঐ নৌকায় সে ব্যক্তি আরোহণ করে তবে নাওয়াদির গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু জামে গ্রন্থের বর্ণনা মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা পুনঃনির্মাণ বা পুনঃতৈরি করার পর তা আর ঐ কাবা, ঐ জামা এবং ঐ নৌকা হবে না। কিন্তু নতুনভাবে তৈরি করা হলে এর হুকুম হবে ভিন্নতর। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এই জুব্বা পরিধান করবে না। অথচ এ জুব্বার অন্তঃ পরিচ্ছদে তুলা বা এ জাতীয় কিছু ছিল। তারপর সে ঐ জিনিস বের করে নতুন কিছু তাতে ভর্তি করে তা পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে দুপট্টা বিশিষ্ট জুব্বার ভেতরের অংশ খুলে যদি তা নতুনভাবে সংযোজন করে পরিধান করা হয় তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা ভেতরে তুলা বা অন্তঃপরিচ্ছদ খুলে ফেলার কারণে জুব্বার নাম পরিবর্তন হয় না। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এ বিছানার উপর শয়ন করবে না। এরপর সে এর থেকে তুলা বা এ জাতীয় বস্তু ফেলে দিয়ে খালি বিছানার উপর শয়ন করল তাহলে ফকীহ্‌দের মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা মানুষ সাধারণতঃ খালি বিছানায় শয়ন করে না। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বিছানার ভেতর থেকে পশম, তুলা ইত্যাদি বের করে সেই পশমের উপর শয়ন করে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা বিছানার ভেতর যে সব জিনিস ভর্তি করা হয় শুধু এসব জিনিসকে বিছানা বলা হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এই নেকাব পরিধান করবে না। এরপর এটিকে যোদ্ধাদের পতাকা বানানো হল। এরপর আবার এটিকে নেকাবে রূপান্তরিত করা হল। এ অবস্থায় ঐ নেকাবটি যদি সে মহিলা ব্যবহার করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। জামে গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই চাদর পরিধান করবে না। এরপর এর উভয় প্রান্ত সেলাই করে এর মধ্যে বুকপ্লেট এবং আস্তিন লাগিয়ে একে মহিলাদের জামার ন্যায় বানানো হল। তারপর সে মহিলা এ জামা পরিধান করল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি এর উভয় প্রান্তের সেলাই কেটে আস্তিন ও প্লেট খুলে একে পুনরায় চাদরে পরিণত করা হয় এবং মহিলা তা পরিধান করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এর পূর্বের নামটি আবার ফিরে এসেছে, মূল কাপড়ের সাথে এ নামটি সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে। নতুন কোন কারণ এর সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে নয়। পক্ষান্তরে যদি চাদর কেটে এর দ্বারা জামা সেলাই করা হয়, এরপর সে সেলাই খুলে এর অংশ বিশেষকে জোড়া দিয়ে পুনরায় একে চাদরে পরিণত করা হয়, এরপর ঐ মহিলা যদি এটিকে পরিধান করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কুদূরী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কেউ রেশমী কাপড়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিশেষের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এটি পরিধান করবে না। এরপর এর সূতা খুলে যদি একে পুনরায় বয়ন করে নতুন ধরনের কাপড় তৈরি করা হয়, আর এ অবস্থায় সে যদি এটি পরিধান করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না।

১৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এই বিছানায় বসবে না। এরপর এর উভয় প্রান্ত সেলাই করে একে থলে বানিয়ে তাতে বসা হল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। আর যদি সেলাই খুলে একে পুনরায় বিছানায় পরিণত করা হয়, এরপর এর উপর সে উপবিষ্ট হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বিছানা কেটে এর দ্বারা দু'টি থলে তৈরি করা হয়, এরপর আবার এর সেলাই খুলে ফেলা হয় এবং এর দ্বারা দুই দু'টি চাদর তৈরি করা হয়, এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি এর উপর বসে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা হবে না। যদিও একে বিছানা বলেই আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আমাদের মাশাইখে কিরাম বলেছেন, এই হুক্ম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি থলে দুটির অবস্থা এমন হয় যে, এগুলো খুলে চাদর বানানোর পর এর কোনটাকেই চাদর বলে আর আখ্যায়িত করা যায় না। কিন্তু যদি প্রতিটিই পৃথকভাবে চাদর হওয়ার উপযুক্ত হয় এবং থলে দুটোকে খুলে এদের একটিকে অপরটির সাথে মিলিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তাতে উপবিষ্ট হয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জমির উপর বসবে না। তাহলে সে যদি শুধুমাত্র কাপড় পরিহিত অবস্থায় খালি মাটির উপর বসে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। কিন্তু যদি মাটির উপর চাটাই, বিছানা কুরসী ইত্যাদি বিছিয়ে বসে তবে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই বিছানা বা এই চাটাইয়ের উপর বসল তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই বিছানার উপর শয়ন করবে না। এরপর সে এর উপর আরেকটি বিছানা বিছিয়ে তাতে শয়ন করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ বাহরুর রায়িক)। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন ব্যক্তি যদি প্রতিজ্ঞা করে যে সে এই বিছানার উপর শয়ন করবে না। এরপর সে এর উপর বিছানা চাদর বিছিয়ে শয়ন করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই খাট বা দোকানে বসবে না অথবা বলল যে, সে এ ছাদে ঘুমাবে না। এরপর সে এর উপর কোন মুসল্লা, বিছানা বা শয্যা রেখে তাতে উপবিষ্ট হল তাহলে ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি খাটের উপর খাট রাখে, দোকানের উপর দোকান তৈরি করে বা ছাদের উপর অপর একটি ছাদ বানিয়ে তাতে বসে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (বাদাঈ)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে গহনা বা যেওর পরিধান করবে না। এরপর সে সোনার আংটি ব্যবহার করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি মোতির মালা পরিধান করে যা সুসজ্জিত নয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য মোতির মালা যদি সুসজ্জিত হয় তবে সমস্ত ইমামগণের মতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যারজদ এবং জমরূদ পাথরের মালা যদি সুসজ্জিত ও নিকেল করা না হয় তবে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ প্রযোজ্য হবে। তবে সাহিবাইনের অভিমতটি আমাদের দেশ প্রথার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কাজেই তাদের কথা মতই ফাতাওয়া প্রদান করা হবে। কেননা নিকেল করা ব্যতিরেকে এ সবের গহনা ব্যবহার করার নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পায়ের ঝুমুর, বাজু বন্ধ (বাহুতে ব্যবহৃত অলংকার বিশেষ) অথবা কাঈন (বলয়) পরিধান করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই তা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত হোক না কেন (কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অলংকার পরিধান করবে না। তারপর সে রৌপ্যের আংটি পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। ফকীহ্গণ বলেন, এ হুক্ম তখনই প্রযোজ্য হবে-যদি আংটি টি পুরুষের আংটির ছাচে তৈরী করা হয়। প্রকৃত পক্ষে যদি আংটিটি মহিলাদের আংটির ছাচে তৈরী করা হয় এবং তাতে পাথর বসানো হয় তবে তা ব্যবহার করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত)। শাহী টুপী অলংকার হিসাবে গণ্য নয়। মহিলাদের টুপি যেওর বা অলংকার হিসাবে গণ্য। এমনিভাবে মহিলাদের কাঙ্গন এবং চুলের কাটা অলংকার হিসাবে গণ্য (তামারতাশী)। কোন মহিলা প্রতিজ্ঞা করল যে, সে مكعب (নকশা খচিত কাপড়) পরিধান করবে না। এরপর সে ديباج (তাত এক প্রকার নকশাযুক্ত কাপড়) পরিধান করল তাহলে যদি ওরফের মধ্যে একেও مكعب (নকশা খচিত) বলা হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কোন পুরুষ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অলংকার পরিধান করবে না। তারপর সে রৌপ্য খচিত তরবারি বা কোমর বন্ধনী পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিজ্ঞা মহিলাদের অলংকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে বর্ম পরিধান করবে না। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যতও ছিল না। তারপর সে লৌহ বর্ম পরিধান করল অথবা মহিলাদের বর্ম পরিধান করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে নির্দিষ্টভাবে কোন একটির নিয়্যত করে তবে অপরটি পরিধান করার কারণে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীতঃ সারাখ্সী)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হাতিয়ার পরিধান (ব্যবহার) করবে না। তারপর সে যদি নিজের গায়ে তরবারি ঝুলিয়ে নেয় বা তীর-ঢাল ইত্যাদি যদি বাহুতে লটকিয়ে নেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু মাশায়িখে কিরামের মতে "যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ফারসী ভাষায় বলে سلاح نه پوشم (আমি হাতিয়ার পরিধান করব না) তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহের সব কটিতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি লৌহ বর্ম পরিধান করে তবুও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। লেবাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, কাপড় শব্দটি ইযার (লুঙ্গী) থেকে পরিমাণে ছোট কোন কিছুর উপর প্রযোজ্য হয় না। আর হাতিয়ার শব্দটি বর্ম, তরবারি এবং তীরের উপর প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ছুরি এবং খালি লোহা-যা দ্বারা এখনো পর্যন্ত কোন কিছু তৈরি করা হয়নি এর উপর প্রযোজ্য হয় না (ইতাবিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রহার করা, হত্যা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কোন ব্যক্তিকে প্রহার করবে না। এরপর তার মৃত্যুর পর সে তাকে প্রহার করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (শরহে তাহাবী)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার গোলামকে প্রহার করবে না, তারপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে হুকুম করল তাকে প্রহার করার জন্য। এরপর আদিষ্ট ব্যক্তি গোলামটিকে প্রহার করল। এতে আদেশদাতা ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির নিয়্যত করে যে, সে নিজ হাতে তাকে প্রহার করবে না তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি কোন আযাদ ব্যক্তিকে প্রহার না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে এরপর অপর কোন ব্যক্তিকে হুকুম করে তাকে পিটানোর জন্য, এরপর আদিষ্ট ব্যক্তি তাকে প্রহার করে তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বিচারক বা বাদশাহ হয় তবে এ জাতীয় প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে তার পুত্রকে প্রহার করবে না। তারপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে মারার জন্য হুকুম দেওয়ার পর আদিষ্ট ব্যক্তি তাকে প্রহার করল তাহলে পিতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার গোলামকে একশ' কশাঘাত করবে। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তারপর সে তাকে হালকাভাবে একশ কশাঘাত করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। ফকীহ্গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি প্রহারকারী ব্যক্তি তাকে এমনভাবে প্রহার করে যে, সে কষ্ট পায়। পক্ষান্তরে সে যদি তাকে এমনভাবে প্রহার করে যে, এতে প্রহৃত ব্যক্তির কোনই কষ্ট হয় না তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না। যদি প্রতিজ্ঞাকারী সেই ব্যক্তি দুই মাথা বা দুই নলা বিশিষ্ট চাবুক দ্বারা পঞ্চাশ বার তাকে কষাঘাত করে এবং প্রত্যেক বারই ঐ দু'টি মাথা তার শরীরে লাগিয়ে কশাঘাত করে তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। আর যদি একশ' চাবুক একত্রিত করে আড়াআড়িভাবে এসবের দ্বারা একবার বা দু'বার তার শরীরে মারে তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না। যদি চাবুকের মাথা দ্বারা সে তার শরীরে মারে তবে লক্ষ্য করতে যে, প্রহারের আগে সে এর মাথাগুলো সমান করে প্রহার করেছে কিনা? যদি সমান করে প্রহার করে এবং প্রতিটি চাবুকের মাথাই তার শরীরে লেগে থাকে তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী সাব্যস্ত হবে। আর যদি চাবুকের মাথা একটির ভেতর অপরটি ঢুকে যায় তাহলে যে কয়টির মাথা গায়ে লাগবে সে কয়টির ক্ষেত্রে সে তার প্রতিজ্ঞায়

সত্যবাদী হবে। কিন্তু যে কয়টির মাথা ভেতরে ঢুকে থাকবে সে কয়টির মাথা ক্ষেত্রে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হবে না। অধিকাংশ মাশায়িখে কিরাম এ মতই পোষণ করে থাকেন। আর এর উপরই ফাতওয়া (যখীরা)।

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে কসম করে বলল যে, সে তার নাবালিগ ছেলেকে চাবুক দ্বারা বিশ ঘা বেত মারবে। তাহলে সে খেজুরের ডালের চেয়েও ছোট একখান ডাল দ্বারা তার গায়ে বেত লাগাবে (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে ধরি বা স্পর্শ করি তবে অবশ্যই তাকে একশ' ঘা চাবুক মারব। এরপর সে তাকে ধরল এবং তাকে এক ঘা বা দু' ঘা চাবুক মারল তাহলে তৎক্ষণাৎ তার কসম ভঙ্গ হবে না। কারণ এ কসম সর্বদার জন্য প্রযোজ্য হবে। কাজেই যদি মওতের পূর্বেও সে এই একশ' ঘা পুরা করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না। এরপর সে তাকে চিমটি কাটল অথবা দাঁত দ্বারা কামড় দিল অথবা গলা টিপে ধরল অথবা চুল টেনে ধরে তাকে কষ্ট দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে ক্রীড়াচ্ছলে তার সাথে এরূপ না করে থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি ক্রীড়া বা কৌতুক করে তার সাথে এ জাতীয় আচরণ করে থাকে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত। এমনিভাবে খেল তামাশা করে সে যদি তার মাথার দ্বারা তার স্ত্রীর মাথায় আঘাত করে এবং এতে তার মাথা থেকে রক্ত বের হয়ে আসে তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ কেউ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করা হয় কিন্তু যদি ফারসী বা বাংলা ভাষায় প্রতিজ্ঞা করা হয় তবে উপরোক্ত অবস্থাসমূহের কোন অবস্থাতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। সহীহ্ মতে যদি রাগের সাথে এরূপ করা হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্বামী যদি তার স্ত্রীর মাথার চুল উপড়িয়ে ফেলে তবে এর ফায়সালা কি হবে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ মতে যদি রাগের সাথে এরূপ করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে ধাক্কা দেয় এবং এতে সে কোনরূপ ব্যথা না পায় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন আরবী ব্যক্তি ফারসী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কি? যদি প্রহার করা তার উদ্দেশ্য হয় কিন্তু ضرب এর স্থলে সে زدن শব্দ প্রয়োগ করেছে তাহলে আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করলে যে হুকুম হয় এক্ষেত্রেও সে হুকুম হবে। আর যদি زدن শব্দ বলার পর তার উদ্দেশ্য ঠিক তাই হয় যা এই ফারসী শব্দের থেকে হয়ে থাকে তাহলে ফারসী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করলে যে হুকুম হয় এক্ষেত্রেও সেই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি তার উদ্দেশ্য জানা না যায় তাহলে যে ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছে ঐ ভাষা অনুসারেই হুকুম হবে। অনুরূপভাবে যদি কোন ফারসী ভাষাভাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে প্রহার করি তবে তুমি তালাক। এরপর সে তার দাসীকে এমনভাবে প্রহার করল যে, এর চোট তার স্ত্রীর গায়ে গিয়েও পড়ল, মাজমূউন নাওয়াযির গ্রন্থের বর্ণনা মতে এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। শায়খ যহীরুদ্দীন মুরগিনানী (র) এভাবেই ফাতাওয়া দিতেন। কেউ কেউ বলেন, যে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে না। বাঙ্গালী (র) তৎপ্রণীত ফাতাওয়া গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এটিই পরিষ্কার কথা। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার স্ত্রীকে প্রহার করবে না। এরপর সে এমনভাবে কাপড় ঝাড়া দিল যে, তা তার স্ত্রীর মুখে গিয়ে লাগল এবং এতে সে ব্যথা পেল। এ সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে আবুল লায়ছ এ বর্ণিত আছে যে, এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, যদি আমি তোমাকে এমনভাবে প্রহার না করি যে, তুমি না জীবিত না মৃত তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এ অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত প্রতিজ্ঞা প্রচণ্ডভাবে প্রহার করার উপর প্রযোজ্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তিকে এভাবে প্রহার করে তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে তার নিজের গোলামকে অবশ্যই প্রহার করবে যাবৎ না সে মারা যায় বা নিহত হয়। তাহলে এ প্রতিজ্ঞা অতিশয় মার ধর করার উপর প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তাকে এমনভাবে প্রহার করবে যেন সে বেহুশ হয়ে যায় কিংবা প্রহারের কারণে পেশাব করে দেয় অথবা কাঁদতে আরম্ভ করে অথবা ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করে তাহলে প্রকৃত পক্ষে এমনভাবে না মারা পর্যন্ত সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৫. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, অবশ্যই আমি তোমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করব। এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। এরপর সে আড়াআড়িভাবে তার গায়ে তরবারি দ্বারা আঘাত করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। আর যদি ধার অংশ দ্বারা আঘাত করার নিয়্যত থাকে তবে ধার অংশ দ্বারা আঘাত করার উপরই এ প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি কোষবদ্ধ তরবারি দ্বারা আঘাত করে এবং তার বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হবে না। যদি আঘাতে খাপ কেটে গিয়ে তরবারির ধার অংশ বের হয়ে যায় এবং প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির শরীর জখম হয়ে যায় তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে সে অমুক ব্যক্তিকে কুড়াল দ্বারা প্রহার করবে না। তারপর সে তাকে এর বাট দ্বারা আঘাত করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যখীরা)। কেউ বলল যে, আমি তোমাকে চাবুক বা তরবারি দ্বারা প্রহার করব না। এরপর সে তাকে চাবুক বা তরবারি দ্বারা প্রহার করল। তারপর বলল, আমি এই চাবুক বা এই তরবারি ছাড়া অন্য চাবুক বা অন্য তরবারি দ্বারা প্রহার করার নিয়্যত করেছি তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে এমন বিষয়ের নিয়্যত করেছে যার সম্ভাবনা তার কথার মধ্যে রয়েছে। কাজেই তার বিষয়টি তার মধ্যে এবং তার প্রতিপালকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে (মুহীতঃসারাখ্সী)।

৬. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার গোলামকে বলে, আমি যদি তোমাকে একশ' ঘা চাবুক না মারি তবে তুমি আযাদ। এরপর একশ' ঘা চাবুক মারার আগেই সে মারা গেল তাহলে সে আযাদ অবস্থায় মারা গেছে বলে ধর্তব্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র কসম! আজ অবশ্যই আমি তাকে পঞ্চাশটি বেত মারব। তার দিলে একটি নির্দিষ্ট বেত দ্বারা মারার নিয়্যত ছিল। তারপর সে এই বেত ছাড়া অন্য বেত দ্বারা তাকে মারল এবং এদিকে

সময়ও অতিক্রান্ত হয়ে গেল তাহলে সে যে বেত দ্বারাই প্রহার করুক না কেন সে তার কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার নিয়্যত বাতিল বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ চাবুক দ্বারা প্রহার করার প্রতিজ্ঞা করে ছিল তারপর সে চাবুকটি কাপড়ে পেচিয়ে তা দ্বারা তাকে প্রহার করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে না। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তাকে ছুরি বা বর্শার ফলা দ্বারা আঘাত করবে। এরপর ছুরি বা বর্শার ফলা পরিবর্তন করে অন্য ফলা সংযোজন করে যদি তা দ্বারা আঘাত করা হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ বলল, আমি তার চুল স্পর্শ করব না। এরপর সে তার চুল মুণ্ডিয়ে নিল। তৎপর তার মাথায় চুল উঠার পর প্রতিজ্ঞাকারী তা স্পর্শ করল তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি বলে যে, আমি তার দাঁত স্পর্শ করব না। এরপর নূতন করে দাঁত গজিয়ে উঠার পর সে যদি তা স্পর্শ করে তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীযঃ আল কুরদূরী)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, ان ضربتك الابد اوابدا او الدهر (আমি যদি তোমাকে সর্বদা বা এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রহার করি তবে এই হবে। এরপর সে কিছুক্ষণ তাকে প্রহার করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে আমি যদি তোমাকে এক মাস পর্যন্ত না মারি তবে তুমি আযাদ। তারপর সে যদি তাকে প্রতিজ্ঞা করার সময় থেকে নিয়ে এক মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাকে না মারে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি উপরোক্ত সময় তথা এক মাসের ভেতর কোন এক সময় সে তাকে প্রহার করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। (শরহে জামিইল কবীরঃ আল্ হুসায়রী)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি আজ তোমাকে প্রহার না করি তবে তুমি তালাক। এরপর স্বামী তাকে মারতে চাইল তখন মহিলা বলল, যদি তোমার শরীরের অঙ্গ আমার কোন অঙ্গের সাথে স্পর্শিত হয় তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার গায়ে হাত দেওয়া ব্যতিরেকে লাঠি দ্বারা তাকে প্রহার করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি কোন মহিলা তার স্বামীকে বলে "তুমি আমাকে প্রহার করলে আমার গোলাম আযাদ"। তাহলে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে যে, প্রথমে মহিলা তার এই গোলামকে এমন ব্যক্তির হাতে বিক্রি করে দিবে যার উপর সে আস্থাশীল। তারপর তার স্বামী তাকে ঐ দিনই হালকাভাবে প্রহার করবে। তাহলেই তার স্বামী সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে এবং মহিলার প্রতিজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। তবে প্রতিজ্ঞার ফলাফল ছাড়া প্রতিজ্ঞা শেষ হবে (যহীরিয়্যা)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, যদি আমি আজ তোমার সন্তানকে মাটিতে ফেলে মারতে মারতে দু'টুকরা না করি তবে এই হবে। এরপর সে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারল তাহলে বিশুদ্ধতম অভিমত অনুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ ইয়ানাবী)।

৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি মারা যাই এরপর তোমাকে প্রহার না করি তবে আমার যত গোলাম আছে সব আযাদ। এরপর সে তাকে প্রহার করার আগেই মারা গেল তাহলে তার কোন গোলামই আযাদ হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি, এরপর প্রহার করার আগেই মারা যায় তাহলে তার জীবনের শেষ অংশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে তার গোলামকে বলে যে, যদি আমি তোমাকে প্রহার না করি অবশেষে মারা যাই তবে তুমি আযাদ। এরপর সে তাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রহার না করেই মারা গেল তাহলে তার গোলাম আযাদ হবে না। এক ব্যক্তি তার সন্তানকে প্রহার করার ইচ্ছা করে প্রতিজ্ঞা করল যে, এ ব্যাপারে আমাকে কেউ বারণ করতে পারবে না। এরপর সে তাকে এক দু' ঘা বেত মারার পর কোন এক ব্যক্তি তাকে এর থেকে বারণ করল। অথচ তার ইচ্ছা ছিল আরো অধিক প্রহার করা। ফকীহ্গণ বলেন, এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা প্রতিজ্ঞাকারী পিতার ইচ্ছা ছিল তাকে নিজের মন চায় পরিমাণ প্রহার করা। কাজেই সে ইচ্ছা পুরা করার আগেই যেহেতু অপর ব্যক্তি তাকে বাধা দিয়েছে তাই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে ঐ বিষয়ে খবর না দেই যা তুমি করেছো, এবং সে তোমাকে প্রহার করে তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে সংবাদ দিল কিন্তু তাকে প্রহার করা হল না তবে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে, যদি আমি তোমার নিকট না আসি এবং যতক্ষণ না তুমি আমাকে নাস্তা করাবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার নিকট আসল কিন্তু সে তাকে নাস্তা করাল না তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে, যদি আমি তোমাকে না মারি যতক্ষণ না তুমি আমাকে মারবে তবে আমার গোলাম আযাদ। এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী তাকে মারা সত্ত্বেও সে যদি তাকে না মারে তবুও সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি বলল, তুমি আমার হক আদায় করা পর্যন্ত আমি যদি তোমাকে না আঁকড়ে ধরে থাকি অথবা রাত্র হওয়া পর্যন্ত যদি আমি তাকে প্রহার না করি অথবা সকাল হওয়া পর্যন্ত বা যায়দ সুপারিশ করা পর্যন্ত বা অমুক বারণ করা পর্যন্ত অথবা আমার হাত ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত তবে এই হবে। এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তখনই তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হবে যদি غاية (শেষ কর্ম) পাওয়া যাওয়ার পূর্বে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং প্রহার করার বিষয়টি একত্রে পাওয়া যায়। যদি না পাওয়া যায় যেমন ঋণ পরিশোধের আগে সে তাকে আঁকড়ে থাকল না অথবা উপরোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যাওয়ার আগে সে তাকে প্রহার করল না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা حتى (যতক্ষণ না) শব্দটি এখানে غاية (শেষ কর্ম) বঝানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা تكرار (পুনঃপুনঃ) করার ভিত্তিতে আঁকড়ে ধরে থাকা এবং প্রহার করার বিষয়টি দীর্ঘায়িত হতে পারে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এর দ্বারা প্রতিজ্ঞা ফলের নিয়্যত করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সে এর দ্বারা রূপক অর্থের নিয়্যত করেছে। যদি দু'টি কাজ একই ব্যক্তির হয়ে থাকে যেমন প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বলল, যদি আজ আমি তোমার কাছে এসে সকালের খানা না খাই অথবা তোমার কাছে এসে তোমাকে প্রহার না করি অথবা বলল, যদি আজ তুমি আমার কাছে এসে সকালের খানা না খাও তবে আমার গোলাম আযাদ। এ অবস্থায় যদি উভয় কাজ একত্রে পাওয়া যায় তবে প্রতিজ্ঞাকারী তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। সুতরাং যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি সকালের খানা না খেয়ে তার কাছে আসে এবং তৎক্ষণাৎ বিলম্ব করা ব্যতিরেকে সকালের খানা খায় তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। আর সে যদি তার নিকট আদৌ সকালের খানা না খায় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যায়নি (কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যতবার আমি তোমাকে প্রহার করব ততবার তুমি তালাক। এরপর সে তাকে তার হাতের হাতুলি দ্বারা এমনভাবে প্রহার করল যে, প্রতিটি আঙ্গুল পৃথক পৃথকভাবে তার গায়ে গিয়ে বসল তাহলেও একে একবার প্রহার করা বলে গণ্য করা হবে। আর যদি সে তাকে উভয় হাত দ্বারা প্রহার করে তাহলে মহিলার উপর দুই তালাক পতিত হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। এক ব্যক্তি তার গোলামকে বলল, তোমার সাথে সাক্ষাতের পর আমি যদি তোমাকে না মারি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে এক মাইল দূর থেকে তাকে দেখল অথবা ছাদের উপর এমন স্থান থেকে দেখল যে, সে স্থান থেকে তার নিকট পৌছা সম্ভব নয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল কুব্রা)। কেউ বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে দেখতে পাই তবে অবশ্যই আমি তাকে প্রহার করব তাহলে এ প্রতিজ্ঞা দূর থেকে বা কাছের থেকে দেখা অর্থাৎ উভয় প্রকার দেখার উপর প্রযোজ্য হবে এবং যে কোন সময় প্রহার করার উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু সে যদি তৎক্ষণাৎ প্রহার করার নিয়্যত করে তবে সে ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ প্রহার করার উপর প্রযোজ্য হবে। (মুহীতঃ রূয়াত (দেখা)-এর মাসাইল)। কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে দেখার পর যদি না মারি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে দেখল কিন্তু অসুস্থ হওয়ায় তাকে মারতে পারল না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির স্ত্রী যদি তার কোন দাসীর ব্যাপারে তার সাথে ঝগড়া করে (এবং বলে যে তুমি তার সাথে সঙ্গম করেছো)। এ কথা শুনে স্বামী বলল, যদি আমি তার মাথায় আমার হাত রেখে থাকি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর রাগের অবস্থায় সে তার মাথায় হাত রাখল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)।

কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, হক বাতিল সব অবস্থায়ই সে তার গোলামকে প্রহার করবে। এক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তাহলে এ প্রতিজ্ঞার অর্থ এই হবে যে, হক বা বাতিল যে কোন ব্যাপারে সে যখনই তার নিকট কোন অভিযোগ করবে তখনই সে তাকে প্রহার করবে। অভিযোগের হালাতে (অবস্থায়) প্রহার করা এ প্রতিজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে না। অবশ্য সে যদি উক্ত হাল অর্থাৎ এ অবস্থায়ও নিয়্যত করে তবে তার নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। একবার অভিযোগ করার পর সে তাকে প্রহার করেছে এরপর আবারও যদি সে এই একই ব্যাপারে তার নিকট অভিযোগ করে তবে দ্বিতীয় অভিযোগের কারণে তাকে পুনরায় প্রহার করা প্রতিজ্ঞাকারীর উপর অপরিহার্য নয় (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে এক হাজার বার প্রহার করবে, তাহলে এ প্রতিজ্ঞা তাকে পুনঃ পুনঃ বার বার মারার উপর প্রযোজ্য হবে। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এক হাজার বার হত্যা করবে তাহলে এ প্রতিজ্ঞা উক্ত ব্যক্তিকে প্রচণ্ডভাবে হত্যা করার উপর প্রযোজ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রহার করবে অথবা তাকে অবশ্যই জখম করবে। অথচ সে ব্যক্তি মারা গেছে। এ অবস্থায় যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার মৃত্যু সম্বন্ধে না জানে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি তার এ সম্বন্ধে জানা থাকে তাহলে প্রতিজ্ঞা সংঘটিত হবে এবং ফকীহ্গণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তৎক্ষণাৎ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। কোন ব্যক্তি বলল, তুমি যদি আমাকে প্রহার কর এবং আমি যদি তোমাকে প্রহার না করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এ প্রতিজ্ঞার মর্ম হবে এই যে, প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তিকে প্রথমে প্রহার করবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি পরে প্রহার করার নিয়্যত করে তবে পরে কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রহার করার উপর এ প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে অমুক! আমার যে কোন গোলামকে তুমি প্রহার করবে সে আযাদ। এরপর সে তার সমস্ত গোলামকে প্রহার করল তাহলে তাদের একজনই কেবল আযাদ হবে। আর যদি বলে, হে অমুক! আমার যে গোলামই তোমাকে প্রহার করবে সে আযাদ। এরপর তার যত গোলাম ছিল সকলে মিলে তাকে প্রহার করল তাহলে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। প্রথমোক্ত মাসআলায় যে অবস্থায় শুধুমাত্র একজন আযাদ হবে সে অবস্থায় দেখতে হবে, যদি পর্যায়ক্রমে তারা তাকে প্রহার করে তবে প্রথম জনই আযাদ হবে। আর যদি তারা সকলে একত্রে প্রহার করে তবে তাদের যে কোন একজন আযাদ হবে। তবে নির্দিষ্ট করণের বিষয়টি মুনীবের ইখতিয়ারে থাকবে। মুনীব যদি বলে, আমার সমস্ত গোলাম যাদেরকে তুমি প্রহার করবে তারা আযাদ। এরপর সে সবাইকে প্রহার করল তাহলে সবাই আযাদ হয়ে যাবে। আর যদি কতেককে প্রহার করে তবে যে কয়জনকে প্রহার করা হবে সে কয়জনই আযাদ হবে (মুহীত)।

কেউ বলল, আমার গোলামদের থেকে যাকে তুমি প্রহার করবে সে আযাদ। এরপর সে তাদের সকলকে প্রহার করল তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে একজন ব্যতীত সকলেই আযাদ বলে গণ্য হবে। (শরহে তালখীফিস জামিইল কবীর)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, যদি কেউ এই গোলামকে মারে তাহলে তার (প্রতিজ্ঞাকারীর) স্ত্রী তালাক। এই প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি ঐ গোলামকে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি মারে তবে তো তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবেই। এমনকি যদি অপর কোন ব্যক্তি মারে তবুও প্রতিজ্ঞাকারীর স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বলে যে, যদি আমার এই মাথায় কেউ আঘাত করে তবে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে এই প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রহার করার ইচ্ছা করলে অপর ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি যদি তাকে প্রহার কর তবে আমার গোলাম আযাদ। এ কথা শুনে সে প্রহার বন্ধ রাখল। কিছুক্ষণ পরে সে তাকে প্রহার করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা তৎক্ষণাৎ প্রহার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে (আস্‌সিরাজিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। অথচ সে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি জানে যে, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে তবে তার প্রতিজ্ঞা সংঘটিত হবে এবং তা তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হবে। সাধারণতঃ অসম্ভব হওয়ার কারণে যেমন আকাশে আরোহণ করা ইত্যাদি। যদি সে তার মৃত্যু সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যেমন পানির পাত্র সম্পর্কিত

মাসআলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তবে পার্থক্য হল এই যে, সহীহ্ মতে এ মাসআলার ক্ষেত্রে পাত্রে পানি আছে কথাটি জানা থাক বা না থাক উভয় অবস্থাতে একই হুকুম হবে (কাফী)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আগামীকাল অমুক ব্যক্তিকে অবশ্যই হত্যা করবে। অথচ সে ব্যক্তি আজই মারা গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (তাবায়ীন)। কেউ বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করি বা তাকে স্পর্শ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় তার প্রতি হাত সম্প্রসারণ করতে গিয়ে ঐ ব্যক্তির গায়ে হাত গিয়ে পড়ল এবং এতে সে মারা গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারখ্‌সী)।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি তোমাকে জুমুআর দিন হত্যা করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। এরপর প্রতিজ্ঞার পরে বৃহস্পতিবার দিন সে তাকে প্রহার করল এবং সে শুক্রবার দিন মারা গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি জুমুআর দিন প্রহার করার পর সে লোকটি শনিবার দিন মারা যায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি প্রতিজ্ঞার আগে সে তাকে প্রহার করে যেমন সে তাকে বুধবার দিন প্রহার করল, তারপর বৃহস্পতিবার প্রতিজ্ঞা করল এবং বলল, আমি যদি তোমাকে জুমুআর দিন হত্যা করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর প্রহৃত ব্যক্তি জুমুআর দিন মারা গেল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তিকে কূফা নগরীতে হত্যা করবে না। এরপর সে তাকে কূফার শহরতলীতে প্রহার করল এবং সে কূফায় এসে মারা গেল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মৃত্যুর স্থান এবং এর সময়টি মৌলিকভাবে বিবেচিত হবে। আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার স্থান ও কালটি ধর্তব্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি তোমাকে মসজিদের ভেতর গালি দেই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর প্রতিজ্ঞকারী ব্যক্তি মসজিদের ভেতরে এবং প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি মসজিদের বাইরে থাকা অবস্থায় যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তাকে গালি দেয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু উল্টো হলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী)। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি তোমাকে মসজিদের ভেতর হত্যা করি অথবা আমি যদি তোমাকে মসজিদের ভেতর জখম করি অথবা আমি যদি তোমাকে মসজিদের ভেতর প্রহার করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি মসজিদের ভেতর থেকে মসজিদের বাইরে অবস্থানকারী প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করে বা জখম করে বা প্রহার করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু বিপরীত অবস্থায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি এই জখমে মারা যাও তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে ব্যক্তি ঐ জখমে এবং অন্য কোন কারণে মারা গেল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক ব্যক্তির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে না। তারপর সে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি পাথর নিক্ষেপ করল কিন্তু ভুলে তা ঐ প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির গায়ে গিয়ে পড়ল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি প্রতিজ্ঞাকৃত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে মারে এবং তা তার গায়ে না লাগে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি তার গায়ে লাগার নিয়্যত করে তবে এ অবস্থায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ইতাবিয়্যা)। কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি মসজিদে তোমার প্রতি কোন কিছু নিক্ষেপ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারীর স্থানটিই মূলতঃ ধর্তব্য হবে। আর যদি এরূপ বলে যে, যদি আমি তোমার প্রতি মসজিদে কোন কিছু নিক্ষেপ করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির স্থানটি ধর্তব্য হবে (যখীরা)। কেউ বলল, আমি যদি আগামীকাল অমুক ব্যক্তিকে বিবস্ত্র ও উপবাস অবস্থায় কয়েদ না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে তাকে আগামীকাল বিবস্ত্র ও উপবাস অবস্থায় কয়েদ করল। তারপর অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে আহার করাল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা ও খুলাসা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে তাকে সাজা দিবে না। তারপর সে তাকে বন্দী করল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সময় সে যদি এর নিয়্যত করে থাকে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে (আল্ ফাতাওয়া)। কেননা বাদী করাও শাস্তি বটে। কিন্তু এটি লঘু শাস্তি। কাজেই এটি প্রতিজ্ঞার শাস্তির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না।

১৯. **মাসআলা ঃ** ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ শয্যায় আসার জন্য ডাকল কিন্তু এতে সে অসম্মতি ব্যক্ত করল এবং বলল, তুমি আমাকে সাজা দিবে। এ কথা শুনে স্বামী বলল, আমি যদি তোমাকে সাজা দেই তবে তুমি তালাক। এরপর স্ত্রী তার শয্যায় আসলে সে তার সাথে সহবাস করল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, স্বামী যদি জোরপূর্বক তার সাথে সহবাস করে থাকে তবে সে তাকে সাজা দিয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে তালাকপ্রাপ্তাও হয়ে যাবে। আর স্ত্রী যদি এ ব্যাপারে তার অনুগত থাকে তবে তার উপর তালাক পতিত হবে না (যখীরা)। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, আমি যদি তোমাকে প্রহার না করি বা আমি যদি তোমাকে কষ্ট না দেই তবে তোমাকে তিন তালাক। তারপর স্বামী তার স্ত্রীর নিকট থেকে কয়েক মাস গাইব থাকল এবং তাকে খোরপোষ দিল না, বরং সে আরেকটি বিয়ে করে নিল। তখন মহিলাকে তার নিজের লোকেরা বলল, তোমার স্বামী তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে এবং সে তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। তৎপর সে বলল, না সে আমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেনি এবং আমাকে কোন কষ্টও দেয়নি, এক্ষেত্রে মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি স্বামী বলে, আমি তোমাকে কষ্ট দিলে অথবা বলে, আমি তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তুমি তালাক। এরপর সে তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এরূপ কিছু করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। স্ত্রী বলল, তুমি যদি আমাকে ভর্ৎসনা কর তবে এই হবে। এরপর সে তাকে মুখোমুখি ভর্ৎসনা করল, তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি বলে, "তুমি যদি আমার মাথায় হাত মার" তাহলে এর অর্থ হবে অনুগ্রহ করা, যদি এর সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়। আর যদি কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মাথায় প্রহার করা। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার স্ত্রীকে কষ্ট দিবে না। এরপর তার কাপড়ে নাপাকী লাগলে সে তার স্ত্রীকে বলল, তুমি এটি ধৌত করে দাও। জবাবে মহিলা তা অস্বীকার করল। তারপর সে বলল, তোমার অসন্তুষ্টির সাথেই তা ধুয়ে দাও। এহেন অবস্থায় কোন কোন ফকীহ্ এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না কিন্তু কাযী আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এর উপরই ফাতওয়া (ওয়াজীয আল্ কূরদুরী)।

২০. **মাসআলা ঃ** কুদূরী গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক অথবা আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই আজ আমার খাদিমকে প্রহার করব। এরপর সে এই দিনেই তার খাদিমকে প্রহার করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে এবং তার স্ত্রীর উপর কোন তালাক পতিত হবে না। আর যদি প্রহারের আগেই দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার ইখতিয়ার থাকবে, স্ত্রীর উপর তালাক পতিত করা বা নিজের উপর প্রতিজ্ঞাকে অপরিহার্য করে নেওয়ার ব্যাপারে। যদি সে ঐদিনই এ কথা বলে যে, তালাক পতিত করাকেই আমি এখতিয়ার করলাম তাহলে তালাক পতিত করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং প্রতিজ্ঞা বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে যদি ঐ দিন এ কথা বলে যে, আমি প্রতিজ্ঞা অপরিহার্য করা এবং তালাক বাতিল করাকে ইখতিয়ার করলাম তাহলে তালাক বাতিল হবে না। যদি খাদিমকে প্রহার করার আগেই খাদিম মারা যায় তবে তালাক এবং কাফ্ফারা প্রদানের মধ্যে তার ইখতিয়ার থাকবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি নিজেই মারা যায় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া বা তালাক পতিত হওয়া এই দুইয়ের কোন একটি অবশ্যই অপরিহার্য হবে। কিন্তু সে যেহেতু কোন একটির কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার আগেই মারা গেছে তাই তালাক হবে না। কাজেই মহিলা তার থেকে মীরাস পাবে। উল্লেখ্য যে, খাদিম মারা যাওয়ার অবস্থায় যে ইখতিয়ারের কথা বলা হয়েছে তা নৈতিকতার দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। সুতরাং বিচারক এ ব্যাপারে তার উপর কোন বল প্রয়োগ করতে পারবে না। কেননা যেহেতু তালাক ও কাফ্ফারা আদায়ের ব্যাপারে তার ইখতিয়ার রয়েছে এবং এতদুভয়ের কোন একটি আইনের আওতাভুক্ত নয়, তাই বিচারক এটিকে তার উপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। এ কারণেই যদি কাফ্ফারার স্থলে অন্য কোন মহিলার তালাকের বিষয়টি এখানে আসে তবে স্পষ্ট বিবরণ না দেওয়া পর্যন্ত বিচারক তাকে চাপ দিতে পারবেন। কেননা এক্ষেত্রে তালাক ছাড়া কোন বিকল্প নেই এবং এটি বিচারকের হুকুমের আওতাভুক্ত (মুহীত ঃ ৫ম পরিচ্ছেদ)

২১. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি তোমাকে গালি দেই তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত না দেন। তাহলে তার গোলাম আযাদ হবে না। কিন্তু যদি বলে, তুমি, তোমার বংশধর এবং তোমার ধন-সম্পদে তথা কোন কিছুতেই বরকত না হোক, তাহলে গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। কেননা এ কথা গালি হিসাব গণ্য (যহীরিয়্যা)। এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে তার নিজের স্ত্রীর প্রতি কোন অপবাদ আরোপ করবে না। এরপর বলল, তুমি কি করেছ, তা আল্লাহ্ই জানেন! তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের উপর কোন অপবাদ দিবে না। এরপর সে তাকে হে ছিনালের পুত্র! তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফাতাওয়ার জন্য এই অভিমতটি উত্তম। কেননা বর্তমানকালে আমাদের দেশে এই কথাকে অপবাদ হিসাবে গণ্যকরা হয়। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কারো উপর অপবাদ আরোপ করবে না এবং কাউকে গালি দিবে না। এরপর সে কোন মৃত ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপ করল বা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২২. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে উত্তম। অথচ সে হচ্ছে চোর অথবা শরাবখোর। আর যে ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সে মানুষের নিকটে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরহিযগার এবং আলিম হিসাবে পরিচিত; এ অবস্থায় আইনের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ইতাবিয়্যা)। কোন ব্যক্তি নিজের মালামাল নিজের বাড়িতে পুঁতে রাখার পর তা তালাশ করে না পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, আমার মাল শেষ হয়ে গেছে। এরপর তা আবার পেল। এ অবস্থায় দেখতে হবে যে, যদি অপর কোন ব্যক্তি এ মাল নিয়ে গিয়ে তা আবার এখানে রেখে দিয়েছে এমনটি না হয়ে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। কিন্তু যদি তার প্রতিজ্ঞার দ্বারা এ কথা উদ্দেশ্য হয় যে, সে তালাশ করেছে কিন্তু পায়নি তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুক জিনিসটি চুরি করেনি এবং সে তা দেখেওনি। অথচ পূর্বে সে তা দেখেছে তাহলে পসন্দনীয় মতানুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল ফতাওয়াল কুবরা)। কোন কৃষক বা উকীল ব্যক্তি (যাকে কৃষক ও বাগানের মালিকের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে) যদি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে চুরি করবে না। তারপর সে জমির মালিক এবং কৃষক যে ফল-ফলাদি এবং আঙ্গুরের যৌথ মালিক তা জমি থেকে উঠিয়ে নিজ বাড়ি নিয়ে গেল, তাহলে এর বিধান কি হবে ? এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন, কৃষক বা উকীল যদি খাওয়ার জন্য এসব ফল-ফলাদি বাড়িতে এনে থাকে তবে তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু তারা যদি জমির শস্য হিফাযতের উদ্দেশ্যে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে। আর কৃষক এবং উকীল ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি জমির ফসল গোপনে উঠিয়ে নিয়ে যায় তবে তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কৃষক বা উকীল যদি জমি থেকে এমন জিনিস তুলে নিয়ে যায় যা মালিক দেখলে নারাজ হত না এবং তাদের উপর কোনরূপ জরিমানাও করত না, বরং সে এর উপর রাযী থাকত তাহলে এক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ তা চুরি হিসাবে গণ্য হবে না এবং তার প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হবে না। আর যদি এমন না হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় (যহীরিয়্যা)।

২৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির ঘোড়া সরাইখানা থেকে নিখোঁজ হয়ে গেল। এরপর ঘোড়ার মালিক বলল, যদি আমার এই ঘোড়া কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে তবে আল্লাহ্‌র কসম! আমি আর এখানে থাকব না। ফকীহ্‌গণ বলেন, কসমকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার নিয়্যত কি ছিল ? যদি সে সরাইখানা, হুজ্‌রা বা এই শহরে না থাকার নিয়্যত করে তবে হুকুম তার নিয়্যত অনুসারে হবে। সে যদি কোন নিয়্যত না করে থাকে তবে সরাইখানায় না থাকার উপর তার কসম প্রযোজ্য হবে। এক মহিলার একটি পুত্র আছে। সে কোন বেগানা লোকের সাথে থাকে। এ অবস্থায় ঐ মহিলার স্বামী মহিলাকে বলল, যদি তোমার অমুক পুত্র আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের সাথে না থাকে আর তুমি যদি তাকে আমার ঘর হতে সামান্য মালও তাকে দাও তবে তুমি তালাক। এরপর সে (পুত্র) এসে তাদের সাথে এক বছর থাকল এবং পরে আবার গাইব হয়ে গেল। এরপর মহিলা বলল, আমি তোমার মাল থেকে আমার পুত্রকে কিছু দিয়েছি এবং তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় স্বামী তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর স্বামী যদি তার স্ত্রীর কথাকে সত্য বলে জানে এবং স্ত্রী যদি তার পুত্রকে তাদের কাছে এসে থাকার পূর্বেই তাকে কিছু দিয়ে থাকে অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার পরে তাহলে মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে দাবী করল যে, সে আমার কাপড় চুরি করেছে। এরপর বিবাদী-বাদীর কাপড় নিয়ে এসে বলল, আমার স্ত্রী তালাক, আমি তোমার কাপড় নেইনি। এ অবস্থায় ফকীহ্‌দের কেউ কেউ বলেন, যদি বিবাদী-বাদীর কাপড় চুরি না করে থাকে তবে তার স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন, আইনের দৃষ্টিতে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি স্পষ্ট। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাপড় চুরি করে নিয়ে গেছে। এরপর যার কাপড় চুরি হয়েছে চোর তাকে কিছু দিরহাম প্রদান করার পর সে তা (চুরি হওয়ার বিষয়টি) অস্বীকার করে এবং কসম করে তা অস্বীকার করে। এ অবস্থায় ফকীহ আবুল কাসিম সাফ্‌ফার (র) এর অভিমত হল, কাপড়টি যদি চোরের হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায় তাহলে এক্ষেত্রে যার মাল চুরি হয়েছে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি কাপড়টি তার হাতে বিদ্যমান থাকে তবে আমি এ কথা বলছি না যে, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। কিন্তু অন্যান্য মাশায়িখে কিরাম বলেন, যদি কাপড়টি বিদ্যমান থাকে তবে নিঃসন্দেহে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি চোরের হাত থেকে ঐ কাপড়টি অন্য হাতে চলে যায় তাহলে এক্ষেত্রে যে জবাব উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আপত্তি রয়েছে। এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল, অমুক ব্যক্তি আমার কাপড় চুরি করে নিয়ে গেছে অথবা বলল, অমুক ব্যক্তি আমার কাপড় ফেড়ে ফেলেছে। অথচ সে ব্যক্তি একটিমাত্র কাপড় চুরি করেছে বা ফেড়ে ফেলেছে তাহলে ফকীহ্‌দের মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে প্রথমোক্ত মতটি অধিক স্পষ্ট (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ নেশাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর তার সঙ্গীদেরকে বলল, আমার পকেটে পঁয়তাল্লিশ দিরহাম ছিল। তোমরা তা আমার থেকে নিয়ে গেছো। তারা তা অস্বীকার করলে সে কসম করে বলল, আজ আমার পকেটে পঁয়তাল্লিশ দিরহাম অর্থাৎ গাতরীফী এবং পাঁচ আদুলী না থাকলে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর তালাশ করে দেখা গেল যে, ঐ দিন তার পকেটে চল্লিশ আদুলি এবং পাঁচটি গাতরীফী দিরহাম ছিল। অর্থাৎ দিরহাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে ঠিক বিবরণ দিয়েছে কিন্তু বিস্তারিত বিবরণে ভুল করেছে, ফকীহ্‌গণ বলেন, দিরহামের ব্যাখ্যাটি সে যদি সাথে সাথেই উল্লেখ করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি বিরতি দিয়ে উল্লেখ করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি তার পকেটে গাতরীফী এবং আদুলী দুই ধরনের দিরহামই থাকে এবং আদুলীকে গাতরীফী দিরহামের সাথে একত্রিত করলে উভয়ের সর্বসাকুল্য মূল্য হয় চল্লিশ গাতরীফী দিরহামের মূল্যের সমপরিমাণ। এ অবস্থায় সে যদি বলে, আমার পকেটে চল্লিশ গাতরীফী দিরহাম অর্থাৎ কতেক গাতরীফী দিরহাম এবং কতেক আদুলী না থাকলে এই এই হবে। এক্ষেত্রে সে দিরহামের সমষ্টি বর্ণনায় সঠিক করেছে। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণে ভুল করেছে। ফকীহ্‌গণ বলেন, দিরহামের সমষ্টি বর্ণনার ক্ষেত্রে যদি তার উদ্দেশ্য হুবহু গাতরীফী দিরহামই হয়ে থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে ব্যাখ্যায় ঠিক বিবরণ পেশ করুক বা বিরতি দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করুক (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুকের নিকট থেকে কোন কিছুই আত্মসাৎ করে আনবে না, এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির নিকট রাতের বেলা গমন করল এবং তার কিছু মাল চুরি করে নিয়ে আসল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। অথবা প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি ময়দানে অবস্থান করা অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার নিকট গেল এবং তার মাথার নীচ থেকে তার চাদরখানা সরিয়ে নিয়ে গেল। অথচ প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। অথবা প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির জামার আস্তিনে টাকার যে থলিটি ছিল তা কেটে নিয়ে গেল অথবা প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি রাতের বেলা প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির নিকট গিয়ে তাকে মারপিট করে তার নিকট থেকে তার সমুদয় মালামাল নিয়ে গেল তাহলে সে আত্মসাৎকারী বলে গণ্য হবে না। বরং সে চোর হিসাবে গণ্য হবে এবং এতে তার হাত কাটা যাবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুকের মাল চুরি করবে না। এরপর সে রাতে তার ঘরে ঢুকে জোরপূর্বক তার মালামাল নিয়ে গেল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার মাল আত্মসাৎ করবে না বা চুরি করবে না। তারপর ডাকাতি করে সে তার মালামাল নিয়ে গেল তাহলে চুরির ব্যাপারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু আত্মসাৎ-এর ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার মালের ব্যাপারে খিয়ানত করিনি। অথচ তার স্ত্রী তার অনুমতি ও সম্মতিক্রমে খিয়ানত করেছে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। বাদশাহদের উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি মানুষের মালামাল লুট করাচ্ছে। এ অবস্থায় সে যদি কসম করে বলে যে, সামনের দিকে আমি যদি কারো দশ দিরহামের অধিক নষ্ট করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে তার নিজ স্ত্রীর দশ দিরহামের অধিক মাল নষ্ট করল তাহলে সহীহ্ মতে সে তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাওনা-দেনা আদায়ের ব্যাপারে কসম বা প্রতিজ্ঞা করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অবশ্যই অমুকের নিকট থেকে তার হক উসুল করে নিবে অথবা বলল যে, অবশ্যই সে অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা কবজা করে নিবে। এরপর সে নিজে বা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি ঐ হক উসুল করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি উপরোক্ত প্রতিজ্ঞায় সে নিজে সরাসরি এ হক উসুল করার নিয়্যত করে তবে নৈতিকতা এবং আইন উভয় দিক থেকেই তার এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। এমনিভাবে মাতলূব (যার কাছে তলব করা হয় বা চাওয়া হয়) ব্যক্তির প্রতিনিধির নিকট থেকেও যদি সে ব্যক্তি তার পাওনা নিয়ে নেয় তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নির্দেশে কোন ব্যক্তি তার এই ঋণের যামিন হয় কিংবা যদি ঋণী ব্যক্তি তার এ ঋণ অপর কোন ব্যক্তির প্রতি হাওয়ালা করে দেয় এবং তাদের নিকট থেকে তার হক আদায় করে নেয় তাহলেও সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (যখীরা)। পক্ষান্তরে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নির্দেশ ব্যতিরেকে ঋণদাতা ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা কবজা করে নেয় অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির আদেশ ছাড়াই অপর কোন ব্যক্তি যদি এ ব্যাপারে যামিন হয় কিংবা সে নিজের প্রতি ঋণের হাওয়ালা করে নেয় এবং পাওনাদার ব্যক্তি তার থেকে সে পাওনা উসুল করে নেয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ বলেন, যদি ঋণদাতা ব্যক্তি ঋণপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনার বিনিময়ে "বায়য়ে ফাসিদের" ভিত্তিতে কোন গোলাম খরিদ করে নেয় এবং গোলামের মূল্যও যদি এই পরিমাণ হয় যে, এর দ্বারা তার পাওনা উসুল হয়ে যায় তাহলে সে তার পাওনা উসুল করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। ফলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি গোলামের মূল্য তার পাওনার সমপরিমাণ না হয় তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার পাওনার সমপরিমাণ মাল আত্মসাৎ করে নিয়ে যায় তাহলেও সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে সে যদি তার (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির) স্বর্ণমুদ্রা বা ব্যবসায়ের মাল নষ্ট করে দেয় তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (বাদাঈ)।

২. মাসআলা ঃ তালিব তথা পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অবশ্যই তার পাওনা কবজা করে নিবে এবং কোন সময় নির্দিষ্ট করল না। তারপর সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দিল অথবা নিজের মাল তাকে হিবা করে দিল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে এর জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ঐ সময় আসার পূর্বেই ঋণদাতা যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দেয় তবে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে। আর ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সময় আসার পর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গও হবে না। পাওনা ঋণ হস্তগত করার পর যদি তাতে ভেজাল দিরহাম পাওয়া যায় তবে একেও পাওয়া বলে গণ্য করা হবে এবং উক্ত ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। চাই পাওনা হস্তগত করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হোক বা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করা হোক। পক্ষান্তরে যদি আদায়কৃত দিরহামের উপর শুধু রৌপ্যের প্রলেপ থাকেমাত্র, তবে একে সঠিক পাওয়া গেছে বলে গণ্য করা হবে না। যদি পাওনাদার ব্যক্তি নিজের পাওনার বিনিময়ে কাপড় গ্রহণ করে; এরপর তাতে দোষ পরিলক্ষিত হওয়ায় তা ফেরৎ দিয়ে দেয়, তারপর তৃতীয় কোন ব্যক্তি এর মালিকানার দাবী করে তা নিয়ে যায় তাহালেও সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (ঈযাহ)।

৩. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার দেনাদার ব্যক্তির নিকট যা পাবে তা কবজা করবে না। এরপর সে দেনাদার ব্যক্তির থেকে তার পাওনা উসুল করার বিষয়টি এমন ব্যক্তির হাওয়ালা করল যে পাওনাদার ব্যক্তির নিকট কিছুই পাবে না। এরপর ঐ ব্যক্তি তার পাওনা কবজা করল তাহলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা যে উসুল করেছে সে তো পাওনাদার ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার পাওনা উসুল করার উকীল। (কাজেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।) অনুরূপভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ উসুল করার জন্যও যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করে , এ অবস্থায় ঋণদাতা ব্যক্তি যদি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অমুকের কাছে যে টাকা পাবে সে তা কবজা করবে না। এরপর তার উকীল ঐ পাওনা কবজা করল তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় (মুহীত)। 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার পাওনাদার ব্যক্তির নিকট থেকে পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না। তারপর সে তার পেছনে লেগে রইল। ইত্যবসরে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার থেকে পালিয়ে গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি শুধু এতটুকু বলে যে, সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা উসুল না করা পর্যন্ত সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এরপর সে এমন কোন উঁচু স্থানে বসল যেখান থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যায় অর্থাৎ পাওনাদার ব্যক্তি তাকে তার নজরে রাখল যাতে সে তার নাগালের বাইরে যেতে না পারে তাহলে সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে না। যদি (এ অবস্থায়) তাদের মাঝখানে কোন আড়াল বা মসজিদের কোন স্তম্ভ অন্তরায় হয়ে যায় তাতেও সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি তাদের একজন মসজিদের ভেতরে থাকে এবং অপর জন থাকে মসজিদের বাইরে আর মসজিদের দরজাও এমনভাবে খোলা থাকে যে, পাওনাদার করজদার ব্যক্তিকে দেখতে পায় তাহলেও পাওনাদার করজদার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলা যাবে না। কিন্তু যদি একজন মসজিদের ভেতরে এবং অপরজন মসজিদের বাইরে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে মসজিদের দেয়াল বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। যদি মসজিদের দরজা বন্ধ থাকে এবং দরজার চাবি প্রতিজ্ঞাকারীর হাতে থাকে আর সে মসজিদের বাইরে দরজার কাছে বসা থাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে একেই বিচ্ছিন্নতা বলে গণ্য করা হবে। এ বাক্য মুন্তাকা গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। যদি তালিব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাকারী পাওনাদার ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ে অথবা দেনাদার ব্যক্তির ব্যাপারে বে-খেয়াল হয়ে যায় কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি তাকে কথায় মশগুল করে রাখে, ইত্যবসরে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার থেকে পালিয়ে যায় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি না ঘুমায় এবং কোনরূপ বে-খেয়ালও না হয়; এ অবস্থায় ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি (পালিয়ে) যেতে আরম্ভ করে এবং পাওনাদার ব্যক্তি তার সাথে না যায় এবং তাকে বারণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বারণ না করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে পাওনাদার প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার দেনাদার ব্যক্তির থেকে পাওনা উসুল না করা পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। এরপর সে তার পাওনার বিনিময়ে তার নিকট থেকে কোন কিছু বন্ধক গ্রহণ করল অথবা এ ব্যাপারে কাউকে যামিন নির্ধারণ করল এবং নিজে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পরস্পর একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই যদি বন্ধকী মাল নষ্ট হয়ে যায় এবং এ মালের মূল্য ঋণের সম পরিমাণ বা এর থেকে অধিক হয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যখীরা)।

৪. **মাসআলা ঃ** কোন এক পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দরজার নিকট এসে প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, ওর থেকে পাওনা উসুল না করা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না। তারপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এসে তাকে এ স্থান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। তার পর সে পাওনা উসুল না করেই নিজে নিজে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে আসল। এ অবস্থায় কোন কোন ফকীহ এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি সে তাকে এমনভাবে ধাক্কা দেয় যে সে তার পা সঞ্চালন করা ব্যতিরেকেই অন্যত্র গিয়ে পড়ে তারপর নিজে নিজে চলে আসে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যহীবিয়্যা)। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে সে অবশ্যই অমুকের পাওনা পরিশোধ করে দিবে, অতপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে তা পরিশোধ করার জন্য হুকুম করে অথবা অপর কোন ব্যক্তির উপর এ দায়িত্ব হস্তান্তর করে এবং পাওনাদার ব্যক্তিও তার থেকে তার পাওনা কবজা করে নেয় তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নির্দেশ ব্যতিরেকে নিজের থেকেই তার ঋণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদায় করে তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে না। আর সে যদি এরূপ নিয়্যত করে যে, এ কাজ আমি আমার নিজ হাতে আঞ্জাম দিব তাহলে নৈতিকতা ও আইন উভয় দৃষ্টিতেই তার এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করবে না, এরপর সে কোনভাবে তার পাওনা তার হাতে পৌছিয়ে দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। উপরোক্ত প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে সে যদি বলে যে আমার নিয়্যত ছিল, 'নিজ হাতে দিব না' তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে না (যখীরা)।

৫. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমার উপর বিচারক রায় না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে তোমার মাল প্রদান করব না। এরপর শপথকারী

ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল এবং সে বিচারকের আদালতে মকদ্দমা দায়ের করল এরপর বিচারক শপথকারী উকীলের উপর ফায়সালা করল অর্থাৎ রায় ঘোষণা করল, তাহলে এটিও শপথকারীর উপর রায় ঘোষণা করার আওতাভুক্ত বলে গণ্য হবে। এতে তার শপথ ভঙ্গ হবে না। এক ব্যক্তি তার দেনাদার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্‌র কসম! (তোমার থেকে) আমার পাওনা উসুল না করা পর্যন্ত আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। এরপর পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তার ঐ পাওনার বিনিময়ে একটি গোলাম খরিদ করে নিল। এরপর খরিদকৃত গোলামটি হস্তগত না করেই সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার কসম ভঙ্গ হবে না। যেমন কোন কোন আলিম বলেন, যদি উক্ত পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই তার সে পাওনা তাকে হিবা করে দেয় এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও তা কবূল করে নেয়; তারপর সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার কসম ভঙ্গ হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত এটিই। আর যারা উক্ত হিবার অবস্থায় কসম ভঙ্গ হয়ে যাবে বলেন তাদের মতানুসারে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, অনুরূপভাবে উক্ত ব্যক্তির কসমও ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি পাওনাদার ব্যক্তি বিক্রিত বস্তু হস্তগত করার পূর্বেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদি পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় এবং এ অবস্থায় গোলাম বিক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় মারা যায় তারপর সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তবে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ ঋণের পরিবর্তে অপরের কোন গোলাম পাওনাদার ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে এবং গোলাম হস্তগত করার পর সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এরপর গোলামের মুনীব মালিকানার ভিত্তিতে ঐ গোলাম বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে নেয় এবং এই বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুমতি না দেয় তাহলে শপথকারীর শপথ ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি খিয়ারের শর্তে গোলাম বিক্রি করে এবং শপথকারী ব্যক্তিও তা হস্তগত করে নেয়। তারপর সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যাবে। মহিলার কাছে পাওনা আছে এ অবস্থায় পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, পাওনা উসুল না করা পর্যন্ত সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এ ঋণের বিনিময়ে অর্থাৎ একে মোহর ধার্য করে তাকে বিয়ে করে নিল তবে এতে তার পাওনা উসুল হয়েছে বলে গণ্য হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার ঋণের বিনিময়ে কোন দাস-দাসীকে ঋণদাতার নিকট বিক্রি করল। এরপর দেখা গেল যে সে ঐ (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তির অথবা অপর কোন ব্যক্তির মুদাব্বার মুকাতাব বা উম্মে ওয়ালাদ। তা সত্ত্বেও ঋণদাতা ব্যক্তি ঐ দাস-দাসীকে কবজা করে নিল এবং এরপর সে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাহলে শপথকারী ব্যক্তির শপথ ভঙ্গ হবে না। যদি ঋণদাতা ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে একহাজার দিরহাম হিবা করে দেয় এবং সেও তা গ্রহণ করে নেয় অথবা ঋণদাতা ব্যক্তির নিকট অন্য কোন ব্যক্তি যে টাকা পাবে সে যদি তা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে দেয়। অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তির উপর এই ঋণ পরিশোধের বিষয়টি হস্তান্তর করে দেয়, আর ইত্যবসরে ঋণদাতা ব্যক্তি প্রথম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেয় তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে শপথ বা প্রতিজ্ঞাকারী শপথ বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের হক আটকিয়ে রাখবে না এবং এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না তাহলে তার জন্য সমীচীন হবে প্রতিজ্ঞার সময়েই তার পাওনা দিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করার পর মুহূর্তেই তার হক দিতে আরম্ভ করা। সুতরাং প্রতিজ্ঞা সমাপন করার পর পরই সে যদি তার হক দিতে শুরু না করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে তার নিকট তার পাওনা তলব করুক অথবা না করুক। যদি নিয়্যত করে যে চাওয়ার পরে দিব অথবা এরূপ নিয়্যত করে অমুক সময় পর্যন্ত আটকিয়ে রাখব না। তবে নিয়্যত অনুসারেই হুকুম হবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাব করে পাওনাদার ব্যক্তির তামাম পাওনা পরিশোধ করে দিল এবং সেও তা স্বীকার করে নিল। কিন্তু কয়েক দিন পরে আবার তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ার পর পাওনাদার ব্যক্তি বলল, এই এই দিক থেকে তোমার নিকট আমার আরো কিছু পাওনা বাকী রয়ে গেছে। তখন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির বিষয়টি মনে পড়ল। অথচ তারা উভয়ে বিষয়টি ভুলে গিয়েছিল। যদি স্মরণ হওয়া মাত্রই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, ঋণ পরিশোধের সময় আসার পর সে তার পাওনা আটকিয়ে রাখবে না। তাহলে সময় হওয়ার পর সে আর বিলম্ব করতে পারবে না। যদি এ প্রতিজ্ঞার দ্বারা সারা জীবন তার উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকে তবে এ ক্ষেত্রেও নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে (ইত্যাবিয়্যা)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পাওনাদারের পাওনা মাসের প্রথমাংশেই আদায় করে দিবে। তারপর মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে আদায় করে দিল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। অন্যথায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে সে অমুকের পাওনা মাসের শুরুতে পরিশোধ করে দিবে অথবা বলল যে চাঁদ উঠার পরই সে তার পাওনা পরিশোধ করে দিবে তাহলে যেদিন মাসের প্রথম চাঁদ দেখা যাবে সে দিন সারারাত এবং তার পরবর্তী সারা দিনের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে দিলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের হক মাসের প্রথমাংশে এবং শেষাংশে পরিশোধ করে দিবে তাহলে মাসের পঞ্চদশ ষষ্ঠদশ দিনে সে তার পাওনা পরিশোধ করে দিবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার হক যুহরের সালাতের সময় পরিশোধ করে দিবে তাহলে এ ক্ষেত্রে যুহরের পূর্ণ ওয়াক্তই ধর্তব্য হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, যুহরের সালাত আদায়ের পর সে তার পাওনা পরিশোধ করবে তাহলে এ ক্ষেত্রেও যুহরের পূর্ণ ওয়াক্ত ধর্তব্য হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে তার পাওনা মাসের শুরুতে অবশ্যই পরিশোধ করবে। এরপর ঐ সময়ের আগেই সে তাকে ঐ মাল দান করে দিল অথবা এ ঋণ থেকে তাকে মুক্ত করে দিল অথবা পাওনাদার ব্যক্তি মারা গেল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে। যদি ঋণগ্রস্ত মাতলূব ব্যক্তি মারা যায় তাহলে ইজমার আলোকে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, সে অবশ্যই অমুকের পাওনা মাল পরিশোধ করে দিবে। অথচ অমুক ব্যক্তি এর পূর্বেই মরে গেছে। কিন্তু প্রতিজ্ঞাকারী তা জানত না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি জানা থাকে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে উভয় অবস্থাতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই সে জানুক অথবা না জানুক (মুহীত ঃ সারাখসী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, অবশ্যই সে অমুকের ঋণ الصلواة الاولى অর্থাৎ প্রথম সালাত আদায় করার পর পরিশোধ করে দিবে তাহলে যুহরের শেষ সময় পর্যন্ত এ ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে তার ইখতিয়ার থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি عند طلوع الشمس (সূর্যোদয়ের সময়) অথবা حين تطلع الشمس (যখন সূর্যোদয় হবে) বলে, তাহলে সে এই ঋণ সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য যথাযথভাবে উদিত হয়ে আলো বিকীর্ণ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করতে পারবে।১ আর যদি যদি দাহওয়াতুল কুবরা (ضحوة الكبرى) অর্থাৎ, চাশ্‌তের সময়ের কথা বলে তা হেলে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে (মুহীত)। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা ঋণ বা মাল পরিশোধ না করা পর্যন্ত এ শহর থেকে অন্যত্র যাবে না। এরপর সে পূর্ণ ঋণ না পরিশোধ করেই অন্যত্র চলে গেল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করার অবস্থায় সে যদি স্বল্প পরিমাণ ঋণ বা মাল পরিশোধ করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ওয়াজীয আল কুরদুরী)। কোন ব্যক্তি বলল, আমি তোমার নিকট যা পাওনা আছি তা আজ আমি তোমার নিকট থেকে কবজা করব না। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঐ দিনই তার পাওনা মালের বিনিময়ে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দাসীকে বিয়ে করল এবং তার সাথে সংগত হল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি পাওনাদার ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে এমনভাবে আঘাত করে যার পরিণামে তার উপর কিসাস (ক্ষতিপূরণ) ওয়াজিব হয়। এরপর সে তার পাওনা সে পাঁচশত দিরহামের উপর আপোষ মীমাংসা করে তাহলে এটি কিসাস হিসাবেই গণ্য হবে এবং এতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ সারাখসী)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন,এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট একশ' দিরহাম পাবে। এ অবস্থায় যদি পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলে, যদি আজ আমি তোমার থেকে কিছু কিছু দিরহাম করে পাওনা উসূল করে নেই তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তার নিকট থেকে পঞ্চাশ দিরহাম উসুল করে নিল। কিছু বাকী দিরহাম নিল না। এ অবস্থায় সূর্য ডুবে গেল। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি পুরা একশ' দিরহাম এর সাথে আদায় করে নেয় তাতেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য যদি দিনের প্রথমভাগে পঞ্চাশ দিরহাম উসুল করে নেয় এবং শেষভাগে বাকী পঞ্চাশ দিরহাম উসুল করে নেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি উসুলকৃত দিরহামের মধ্যে অচল দিরহামও থাকে তবে এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়া বলবৎ থাকবে। চাই এগুলো ফেরৎ দিয়ে তা বিনিময় করে নেওয়া হোক বা ফেরৎ ও বিনিময় কোনটাই না হোক কিংবা ফেরৎ তো দিয়েছে বটে কিন্তু বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ করা হয়নি। অনুরূপভাবে যদি উসুলকৃত দিরহামসমূহের কোন হকদার বেরিয়ে আসে তবে এক্ষেত্রে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি এই দিরহামগুলো ستوقة বা رصاص ২ হয় এবং প্রতিজ্ঞার দিনেই তা ফেরৎ দিয়ে বদলিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বিনিময়ের সময়ই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি বিনিময় না করা হয় তাহলে

১. অর্থাৎ, যে সময় সালাত আদায় করা মাকরূহ ছাড়া (বিনা কারাহাতে) জাইয হয়।

২. নিম্ন মানের বা অচল দিরহাম।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলে যে আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার নিকট হতে আজ একশ' দিরহামের কোন দিরহাম নেই। তারপর সে তার নিকট থেকে পঞ্চাশ দিরহাম নিল তাহলে গ্রহণের সময়েই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। আর যদি সেদিন কোন কিছু গ্রহণ না করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি প্রতিজ্ঞা করার সময় নির্দিষ্ট না করে এভাবে বলে যে, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি তোমার নিকট হতে একশ' দিরহাম করজের আংশিক পরিমাণ উসুল করে নেই। এরপর সে তার নিকট থেকে পঞ্চাশ দিরহাম উসুল করে নিল তাহলে উসুল করে নিতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি প্রতিজ্ঞাকারী বলে যদি আমি তোমার নিকট হতে করজের একশ' দিরহাম হতে কিছু কিছু কবজা করে নেই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর কবজাদার ব্যক্তি তাকে পঞ্চাশ দিরহাম ওজন করে দেয়, এরপর ঐ মজলিসেই আবার বাকী পঞ্চাশ দিরহামও ওজন করে দেয় তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে প্রথম পঞ্চাশ দিরহাম ওজন করে দেওয়ার পর দ্বিতীয় পঞ্চাশ দিরহাম ওজনের কাজে ব্যাপৃত থাকে। আর যদি সে কাজে মগ্ন না হয়ে মাঝখানে অন্য কাজে মশগুল হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই আমাদের ইমামত্রয়ের অভিমত। যদি পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার নিকট যা পাওনা আছি তা একবারে ছাড়া গ্রহণ করব না। এরপর করজদার ব্যক্তি এক এক দিরহাম ওজন করে তাকে দিতে থাকল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি করজদার ব্যক্তি ঐ মজলিসে দিরহাম ওজন করার কাজ বন্ধ রেখে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায় তবে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (শরহে জামিইল কবীর ঃ আল হুসায়রী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, অমুকের নিকট আমার যে মাল পাওনা আছে তা যদি আমি কিছু কিছু করে কবজা করি তবে তা মিসকীনদের জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে। এরপর সে তার করজদার ব্যক্তির নিকট পাওনা দশ দিরহাম হতে নয় দিরহাম উসুল করে তা কোন এক ব্যক্তিকে হিবা করে দিল। এরপর বাকী এক দিরহামও সে কবজা করল তাহলে এ দিরহামও সাদাকা করে দেওয়া তার উপর অপরিহার্য হবে। কেউ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ কব্‌জা না করি তাহলে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি এ কথা বলে যে, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ কব্‌জা না করি তবে তা মিসকীনদের জন্য সাদাকা। এরপর সে ঐ দিরহামের বদলে পাওনাদারের নিকট থেকে দীনার বা অন্য কোন মাল কব্‌জা করল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তবে যত দিরহাম সে হিবা করেছে সে এর যামিন হয়ে থাকবে এবং সে যামানতের মাল সাদাকা করেছে বলে গণ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি বলে, যদি আমি তোমার নিকট থেকে আমার পাওনা দিরহামসমূহ উসুলের নিয়ম অনুসারে উসুল না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে ঐ দিরহামসমূহের পরিবর্তে অন্য কোন মাল বা দীনার উসুল করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ বলল, যদি আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা মাল ওজন করে না নেই তাহলে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে যে জাতীয় মাল পাওনা এর থেকে ভিন্ন জাতীয় কোন বস্তু যদি কব্‌জা করে নেয় তা ওজনযোগ্য বস্তু হোক বা না হোক এ অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হবে না। কেননা ওজন করার শর্ত আরোপ করার কারণে শব্দের ব্যাপকতা রহিত হয়ে গেছে। কাজেই এখন এর থেকে সুনির্দিষ্ট অর্থ উদ্দেশ্যে হবে। আর তা হল নিজের নির্দিষ্ট হক কব্জা করা। (চাই তা ভিন্ন জাতীয় বস্তু উসুল করার মাধ্যমেই হোক না কেন)। এমনিভাবে যদি বলে, আমি তোমার নিকট যে মাল পাওনা আছি তা যদি আমি থলিতে কব্জা না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দিরহামের পরিবর্তে তাকে দীনার বা অন্য কোন মাল পরিশোধ করল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা শব্দের ব্যাপকতা বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে মূল পাওনা বিষয়টি আদায় করাই ধর্তব্য হবে। যদি ওজন করার দ্বারা নিজেই পাওনা বুঝে পাওনা তার নিয়্যত হয় তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না (শরহে জামিইস্ সগীর ঃ কাযীখান)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমি তোমার নিকট হতে আমার পাওনা দিরহামসমূহ পরিশোধ হিসাবে উসুল না করি তবে আমার গোলাম আযাদ এরপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তির নিকট থেকে এক দিরহাম ধার নিল এবং এর দ্বারা পূর্বে পাওনা (আংশিক) পরিশোধ করল। তারপর দ্বিতীয়বার আবার তার থেকে এক দিরহাম করজ নিল এবং তাও পরিশোধ করে দিল। এইভাবে বরাবর একই দিরহাম ধার নিয়ে তা দ্বারা পাওনা পরিশোধ করতে করতে পাওনাদার ব্যক্তি যদি তার সমস্ত দিরহাম বুঝে পায় তবে পাওনাদার ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদার ব্যক্তির নিকট থেকে তিন দিরহাম ঋণ নিয়ে এর দ্বারা পূর্বের পাওনা (আংশিক) পরিশোধ করে তারপর আবার তিন দিরহাম ঋণ নিয়ে এর দ্বারা পাওয়া পরিশোধ করে। এইভাবে তিন দিরহাম করে ঋণ নিয়ে পাওনা পরিশোধ করতে করতে যদি পাওনাদার ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাওনা বুঝে পায় তবে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলে যে অমুকের (যায়দের)নিকট আমার যে মাল পাওনা আছে তা আমি অবশ্যই ওজন করে নিব। তারপর সে (যায়দ) তাকে ঐ মাল ওজন ছাড়াই দিয়ে দিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু পাওনাদার ব্যক্তির উকীল যদি তা মেপে নেয় তাহলে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, অমুক তার নিকট যে মাল পাওনা আছে তা অবশ্যই সে তাকে মেপে ওজন করে প্রদান করবে। তারপর ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির উকীল ঐ মাল তাকে ওজন করে প্রদান করল তাহলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে। এইভাবে যদি ঋণদাতা এবং ঋণগ্রস্ত উভয় ব্যক্তিই প্রতিজ্ঞা করে। (ঋণদাতা বলে আমি এই মাল ওজন করে নিব এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বলে, আমি এই মাল ওজন করে দিব) এবং এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের জন্য তারা উভয়ই উকীল নিয়োগ করে এরপর উকীলদ্বয় তাদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মাল ওজন করে আদান-প্রদান করে তবে ঋণদাতা ও গ্রহীতা উভয় ব্যক্তিই তাদের প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞা করার আগেই করজদার এবং পাওনাদার ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ এবং প্রত্যেকের উকীল আপন আপন মুআক্কিলের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করে এতে করজদার ও পাওনাদার উভয়ের প্রতিজ্ঞাই পুরা হয়ে যাবে। কেননা তাদের প্রত্যেকের পক্ষ হতে উকীল নিয়োগ করার

বিষয়টি একটি দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপার। কাজেই প্রতিজ্ঞার পরও এই ওকালত বাকী থাকবে এবং তা প্রতিজ্ঞার পর নতুন করে উকীল নিয়োগ করার হুকুমে গণ্য হবে। শেষ বাক্যটি হল "আল জামি" গ্রন্থের বাক্য। উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত মাসআলায়ও উপরোক্ত মাসআলার সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ, পাওনাদার ব্যক্তি তার পাওনা উসুল করার জন্য কোন একব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করল। তারপর সে (পাওনাদার প্রতিজ্ঞা) করল যে,আমি আমার পাওনা উসুল করব না। এরপর উকীল ব্যক্তি তার ঐ পাওনা উসুল করে নিল তাহলে এ ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ করজদার ব্যক্তি নিজের পাওনাদার ব্যক্তিকে বলল, আল্লাহ্র কসম! তোমার পাওনা আমি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আদায় করে দিব। কিন্তু সে তা আদায় করল না। এমনকি বৃহস্পতিবার দিনের সকাল হয়ে গেল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে বৃহস্পতিবারকে সীমা নির্ধারণ করেছিল। আর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল হয় না। কেউ বলল, তোমার ঋণ আমি পাঁচ দিনের মধ্যে অবশ্যই আদায় করে দিব। তাহলে পঞ্চম দিনের সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে আজ করজদার ব্যক্তির নিকট থেকে তার পাওনা কবজা করবে না। এরপর ঐ দিনই পাওনাদার ব্যক্তি করজদার ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু খরিদ করল (তার পাওনা বস্তুর বিনিময়ে) এবং তা কবজাও করে নিল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু খরিদকৃত বস্তু পরের দিন কব্জা করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ঐ দিনের প্রতিজ্ঞার পরে সে যদি (ঐ দিনই) তার থেকে ফাসিদ তরীকায় কোন বস্তু খরিদ করে নেয় এবং তার কব্জাও করে নেয় আর খরিদকৃত বস্তুর মূল্য যদি ঋণের তুলনায় বেশী বা সমান সমান হয় তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ঋণের তুলনায় কম হলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি ঐদিনই পাওনাদার ব্যক্তি করজদার ব্যক্তির কোন মাল নষ্ট করে ফেলে এবং ঐ মাল যদি ذوات الامثال (যে বস্তুর সাদৃশ্য বস্তু আছে) হয় তাহলে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে নষ্টকৃত বস্তু যদি ذوات الامثال না হয়ে ذوات القيم হয় অর্থাৎ মূল্য সাপেক্ষ হয় তাহলে যদি এর মূল্য করজের সমপরিমাণ বা বেশী হয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, প্রথমে ঐ মাল আত্মসাৎ (غصب) করে পরে নষ্ট করা। তাহলেই কেবল এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি আত্মসাৎ (غصب) করা ব্যতীত নষ্ট করা হয়। যেমন– ঐ মাল জ্বালিয়ে দেওয়া হল তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ করজদার নিজ পাওনাদার ব্যক্তিকে বলল, আমি তোমার পাওনা মাল যদি আগামীকাল পরিশোধ না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর পাওনাদার ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেল। মাশায়িখে কিরাম বলেন, এ অবস্থায় করজদার ব্যক্তি তার পাওনা কাযী দিবে। পাওনা পরিশোধের কারণে তার প্রতিজ্ঞা আর ভঙ্গ হবে না এবং সে ঋণ থেকেও মুক্তি পেয়ে যাবে। আর এটাই উত্তম মত। পক্ষান্তরে সে যদি এমন স্থানে থাকে সেখানে বিচারক নেই তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি পাওনাদার ব্যক্তি অনুপস্থিত না থাকে এবং হাযির থাকে কিন্তু সে তার পাওনা গ্রহণ করেনি, এ অবস্থায় যদিঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাল তার সামনে এমনভাবে রাখা হয় যে, সে কব্জা করতে চাইলে তার হাত ঐ মাল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এ পর্যায়ে করজদার ব্যক্তিও তার করজ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তি আত্মসাৎকৃত মাল ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে এবং সে তা ফেরৎ দিয়েও দেয় কিন্তু যার মাল আত্মসাৎ করা হয়েছে সে তা কবজা না করে তাহলে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)।

১৫. মাসআলা ঃ মুনকাতা গ্রন্থে বর্ণিত আছে। ইব্ন সিমাআ (র) বলেন, আমি ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-কে বলতে শুনেছি কোন ব্যক্তি করজদার ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহ্র কসম! আজকের দিনের মধ্যে তুমি আমার পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। এ কথার দ্বারা তার নিয়্যত ছিল, আমার পাওনা আদায় না করা পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। এরপর ঐ দিন চলে গেল এবং সে তার সঙ্গ ছাড়ল না আর করজদার তার করজও শোধ করল না তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঐ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে তার সঙ্গ ছেড়ে দেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এইভাবে যদি পাওনাদার ব্যক্তি করজদারকে বলে আমি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হবো না। যতক্ষণ না আমি তোমাকে বাদশাহর নিকট নিয়ে যাব বা বাদশাহ আমার থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে না নিয়ে যায় আজকের মধ্যে, তারপর ঐ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু পাওনাদার করজদারের সঙ্গ ছাড়ল না এবং সে তাকে বাদশাহর নিকটও নিয়ে গেল না। আর বাদশাহও তাকে প্রতিজ্ঞাকারীর নিকট থেকে ছাড়িয়ে নিল না। তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। আর যখনই সে তার সঙ্গ ত্যাগ করবে তখনই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি "আজকের মধ্যে" কথাটি আগে উল্লেখ করে এভাবে বলে যে, তোমার থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন হবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার হক পরিশোধ করে দিবে। তারপর ঐ দিনটি অতিক্রান্ত হয়ে গেল এবং সে তার সঙ্গ ত্যাগ করল না এবং সে তার হকও পরিশোধ করল না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর ঐ দিনটি অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর সে যদি তাকে ত্যাগ করে চলে আসে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত ঃ ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

১৬. মাসআলা ঃ পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের নিকট তার পাওনা তাগাদা করবে না। এরপর সে তার পেছনে লেগে থাকল কিন্তু পাওনার ব্যাপারে কোন তাগাদা করল না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। যদি পাওনাদার ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে যে, আমি যদি তোমার নিকট হতে কাল আমার পাওনা মাল উসুল না করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এদিকে করজদার ব্যক্তিও প্রতিজ্ঞা করল যে, আজ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করবো না। তারপর পাওনাদার ব্যক্তি জোরপূর্বক তার মাল নিয়ে নিল তাহলে কারো প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাওনাদারের পক্ষে মাল আদায় করা সম্ভব না হয় তবে করজদার ব্যক্তিকে সে বিচারকের নিকট নিয়ে যাবে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। এরূপ করলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। পাওনাদার ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুক দিন অবশ্যই তার হক আদায় করে দিবে এবং তার হাতে হাত দিবে। আর তার অনুমতি ব্যতীত সে কোথাও যাবে না। এরপর নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি

এসে পাওনাদারের সব পাওনা পরিশোধ করে দিল, কিন্তু তার হাতে হাত দিল না এবং অনুমতি ব্যতিরেকেই চলে গেল। এ অবস্থায় প্রতিজ্ঞাকারী করজদার ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমি আমার পাওনা মাল তোমার নিকট রাখব না। এরপর সে (পাওনাদার) তাকে (করজদারকে) বিচারকের নিকট নিয়ে গেল এবং বিচারক তাকে কয়েদ করল অথবা তার থেকে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। বরং সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে (খুলাসা)। এইভাবে সে যদি তাকে বিচারকের নিকট না নিয়ে যায় এবং রাত পর্যন্ত সে তার পেছনে লেগে থাকে তাহলেও সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে (মুহীত ঃ সারাখসী)। কেউ যদি আরবী ভাষায় প্রতিজ্ঞা করে বলে, ليعطينه مع حل المال وا عند حله او حين يحل المال او حيث يحل (সব ক'টি শব্দের মর্ম হল, পাওনা পরিশোধের সময় আসলে সে তার পাওনা দিয়ে দিবে) এবং এ ক্ষেত্রে তার যদি বিশেষ কোন নিয়্যত না থাকে তাহলে পাওনা পরিশোধের সময় আসতেই তা পরিশোধ করে দিবে। এ সময়ের থেকে অধিক বিলম্ব করা হলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মাবসূত)। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, সে অমুক দিন পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দিবে। এরপর ঐ দিন আসার পূর্বেই সে তার পাওনা পরিশোধ করে দিল অথবা পাওনাদার করজদার ব্যক্তিকে তার হিবা করে দিল অথবা তাকে এর থেকে দায় মুক্ত করে দিল। এরপর ঐ দিন আসল। অথচ তার উপর ঋণের কোন দায় নেই , তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি ঐ দিন আসার পূর্বে পাওনাদার ব্যক্তির ওয়ারিস বা ওয়াসীর নিকট ঐ ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলেও করজদার ব্যক্তি তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে। অন্যথায় তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (ওয়াজীয় আল কুরদুরী)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমি যদি তোমাকে প্রত্যেক দিন এক দিরহাম করে না দেই তবে তুমি তালাক। এ অবস্থায় সে যদি তাকে কোন দিন সূর্যাস্তের সময় দেয়, কোন দিন ইশার সময় দেয়, মোট কথা কোন দিনই দিরহাম প্রদান করা থেকে খালি যায় না তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (আল্ বাহরুর রায়িক)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, অমুকের নিকট তার যে পাওনা হক আছে ঐ পাওনার ব্যাপারে সে তাকে এক মাস সুযোগ দিবে না। এরপর সে তার নিকট পাওনা চাওয়ার ব্যাপারে একমাস পর্যন্ত চুপ করে থাকল। এমনিভাবে একমাস অতিক্রান্ত হয়ে যায়। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা সে তাকে সুযোগ দেয়নি (আল ফাতাওয়াল কুবরা)। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে পাওনাদার ব্যক্তি করজদার ব্যক্তির নিকট থেকে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা নিল যে, সে তার নিকট থেকে গা ঢাকা দিবে না। কিন্তু এর জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা হল না। তারপর সে যখন করজদারকে তলব করল এবং করজদারের নিকট সে সংবাদ পৌছলও বটে। তা সত্ত্বেও সে তার সামনে আসল না তাহলে করজদার ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি গোপনে গোপনে বাজারে যায় তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে পাওনাদার ব্যক্তি তাকে তলব করার পর সে যদি বিষয়টি না জানে এবং তার সামনে না আসে তাহলে প্রতিজ্ঞা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভঙ্গ হবে না। আর যদি পাওনাদার দু'জন হয় এবং তারা উভয়ে করজদার ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয়, তারপর করজদার তাদের একজনের করজ আদায় করে দেয় তবে তার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞা বাকী থাকবে না। (কিন্তু অপরজনের ক্ষেত্রে বাকী থাকবে) (খুলাসা)।

১৮. মাসআলা ঃ ফকীহ্ উযজন্দী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যদি করজদার ব্যক্তি পাওনাদার ব্যক্তিকে বলে, আমি যদি ঈদের দিন তোমার পাওনা হক আদায় না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর ঈদের দিন আসল। কিন্তু ঐ শহরে কাযী (বিচারক) তার নিকট মজুদ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ঐ দিনকে ঈদের দিন সাব্যস্ত করল না এবং ঈদের নামাযও পড়ল না। অবশ্য অন্য শহরের বিচারক ঐ দিনকে ঈদের দিন সাব্যস্ত করল এবং নামাযও আদায় করল, তাহলে এর সমাধান কি হবে? জবাবে তিনি বললেন. এক শহরের বিচারক এভাবে ফায়সালা দেওয়ার পর অন্য শহরের লোকদের উপরও তা পালন করা অপরিহার্য হবে– যদি দুই শহরের চন্দ্রোদয়ের সময় বিভিন্ন ধরনের না হয়। অর্থাৎ যদি দুই শহরের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী না হয়।যেমন– রমাযানের রোযার ক্ষেত্রে হুকুম রয়েছে (মুহীত)। যদি কেউ প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অমুক ব্যক্তিকে প্রত্যেক মাসে এক দিরহাম করে দিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তবে মাসের প্রথম দিকে সে এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করেছিল তাহলে এই মাসও তার প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কাজেই এই মাসেও তাকে এক দিরহাম দিতে হবে। মাসের শেষভাগেও যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করে তবে এ ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে। এমনিভাবে فى كل شهر (প্রত্যেকে মাসের মধ্যে) বললেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির উপর কিস্তিতে পাওনা মাল পরিশোধ করা সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ, প্রত্যেকে মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরই যদি কিস্তি পরিশোধ করতে হয়, এ অবস্থায় সে যদি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে আমি প্রত্যেক মাসেই এক এক কিস্তি পরিশোধ করতে থাকব তাহলে এই মাসেই তার উপর কিস্তি আদায় করা অপরিহার্য হবে। যদি এই মাসের শেষেও সে কিস্তি পরিশোধ করে তবে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে (মাবসূত)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, তার কাছে অমুকের যে পাওনা রয়েছে তা পরিশোধ করার ব্যাপারে সে অবশ্যই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। তাহলে বিচারকের আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হলে বিচারক তার মালামাল বিক্রি করে এই ঋণ পরিশোধ করে দিবে (যহীরিয়্যা)।

কসম বা প্রতিজ্ঞার বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ কেউ বলল, আমার গোলাম আযাদ যদি আমি মালিক হই, কিন্তু একশ' দিরহামের। অথচ সে একশ'র কম দিরহামের মালিক তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে সে যদি শুধুমাত্র একশ' দিরহামের মালিক হয় তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না এবং তার গোলামও আযাদ হবে না। কিন্তু সে যদি একশ'র চেয়ে অধিক দিরহামের মালিক হয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি তার মালিকানায় একশ' দিরহাম না থাকে বরং দীনার থাকে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।[১] এমনিভাবে যদি তার মালিকানায় ব্যবসায়ের গোলাম বা তিজারতের মাল অথবা এমন সংখ্যক সায়িমা (যা পূর্ণ বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় বিচারণ করে আহার বিহার করে) পশু থাকে যাতে যাকাত ওয়াজিব হয় এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই এ মাল যাকাতের পূর্ণ নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তির মালিকানায় খিদমতের গোলাম থাকে অথবা এমন মাল থাকে যাতে যাকাত দিতে হয় না। যেমন (বসবাসের) বাড়ী ঘর জায়গা জমি অথবা এমন মাল যা দিয়ে কারবার করা হয় না। তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহহাজ)।

২. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার একজন ওয়ারিস রেখে মারা গেল উক্ত ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির নিকট কিছু পাওনা ছিল। এরপর মায়্যিতের ঐ ওয়ারিস ব্যক্তি করজদার ব্যক্তির নিকট গিয়ে তার সাথে বিবাদ শুরু করে দিল। তখন করজদার ব্যক্তি হলফ করে বলল, ঐ ব্যক্তির আমার নিকট কিছুই পাওনা নেই। এ অবস্থায় সে যদি ঐ পাওনাদার (مورث) ব্যক্তির মৃত্যু সম্বন্ধে না জানে তবে আমার আশা যে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি বাস্তবেই এ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত থাকে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (খুলাসা)। "আসল" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন এক ব্যক্তি হলফ করে বলল যে তার কোন মাল নেই। অথচ কোন ধনী বা গরীব ব্যক্তির নিকট তার কিছু মাল পাওনা আছে। তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ তার মাল জোর করে নিয়ে তা নষ্ট করে দেয়। এরপর সে ছিনতাইকারী তা স্বীকার করে অথবা অস্বীকার করে কিন্তু মাল তার নিকটই মওজুদ থাকে তাহলেও প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি গাসাবকৃত মাল হুবহু মওজুদ থাকে ছিনতাইকারী ও স্বীকার করে যে, আমি অমুকের মাল আত্মসাৎ করে বা জোর করে নিয়ে এসেছি তবে এতে মাশায়িখে কিরামের মতভেদ রয়েছে। যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির কারো নিকট মাল আমানত হিসাবে থাকে এবং যার নিকট আমানত রাখা হয়েছে সে তা স্বীকারও করে তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি উক্ত প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকে চাই এর পরিমাণ কম হোক বা বেশী তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

১. যার মূল্য একশ' দিরহামের থেকেও বেশী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপভাবে যদি তার নিকট ব্যবসার মাল অথবা বিচরণ করে আহার-বিহারকারী পশু জাতীয় মাল থাকে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট কিছু আসবাব সামগ্রী বা বিচরণশীল নয় এমন কিছু পশু থাকে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, অমুক তার নিকট যে হকের দাবী করছে এ ব্যাপারে সে তার সাথে আপোষ করবে না। এরপর সে কাউকে উকীল নিয়োগ করল, উকীল ঐ ব্যক্তির সাথে আপোষ মীমাংসা করল। তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুকের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবে না। তারপর সে কাউকে উকীল নিয়োগ করল তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ বলল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অমুক ব্যক্তির সাথে সুলাহ করব না। এরপর সে অপর কোন ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে তার সাথে সুলাহ তথা আপোষ-মীমাংসা করল। তাহলে আইনের দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা আপোষ মীমাংসার মধ্যে কোন দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে নেই (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল সে এ এক হাজার টাকা খরচ করবে না। এরপর সে এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা ওরফে একে খরচ করা বলে না। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্‌ এর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বস্তুত যদি প্রতিজ্ঞাকারী এভাবে ঋণ না দেওয়ার ও নিয়্যত করে তবে সকল ইমামের মতেই তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে তো তার নিজের উপরই কঠোরতা আরোপের নিয়্যতের কথা ব্যক্ত করছে। কাজেই এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু ওরফের মধ্যে তা গ্রহণীয় হবে না। ওয়াজীয আল কুরদুরী। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, আমি কারো থেকে করজ গ্রহণ করব না। এরপর সে বিবাহ করল এতে (বিবাহের দেন মোহরের কারণে) তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অবশ্য বাইয়ে সালাম তথা লগ্নি ক্রয়-বিক্রয়ের ভিত্তিতে যদি টাকা গ্রহণ করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা অষ্টম পরিচ্ছেদ)।

৪. মাসআলা ঃ কেউ হলফ করে বলল, সে একাজ করবে না। তাহলে সে এ কাজ সর্বদার জন্য বর্জন করবে (হিদায়া)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অবশ্যই এ কাজ করবে। তাহলে একবার করলেই তার এ প্রতিজ্ঞা পুরা হয়ে যাবে। চাই সে এ কাজ জবরদস্তিতে করুক বা স্বেচ্ছায় খুশীর সাথে করুক। চাই ভুলে করুক বা স্মরণ অবস্থায় করুক। চাই তথা নিজের জন্য করুক বা অন্যের পক্ষ হতে উকীল হিসাবে করুক। যদি সে ঐ কাজ না করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার পক্ষ হতে ঐ কাজ করার সম্ভাবনা থাকবে। সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়া যেমন প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ঐ কাজ করার আগেই মারা গেল। এ অবস্থায় তার উপর ওয়াজিব (মৃত্যুর আগে)-এর কাফ্‌ফারা আদায়ের জন্য ওয়ারিসদেরকে ওসীয়্যত করে যাওয়া। সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ার আরেক অবস্থা হল প্রতিজ্ঞাকৃত কাজের ক্ষেত্র বা পাত্র ফওত হয়ে যাওয়া। যেমন প্রতিজ্ঞাকারী প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অবশ্যই যায়দকে মারবে অথবা এই রুটি খাবে। এরপর যায়দকে প্রহার করার আগেই সে মরে গেল বা তার আগেই অপর কেউ রুটিটি খেয়ে ফেলল তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি শর্তহীনভাবে প্রতিজ্ঞা করা হয়। আর যদি শর্তযুক্ত করে প্রতিজ্ঞা করা হয়।

যেমন কেউ বলল আজ আমি ঐ রুটি খাবই। তাহলে প্রতিজ্ঞা রহিত হয়ে যাবে- কেননা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন (ফাতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে হারাম কাজ করবে না। তারপর সে ফাসিদ তরীকায় বিবাহ করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে যৌনাচার করলেও তার ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি কোন প্রমাণাদির ভিত্তিতে একথা বুঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্যের মধ্যে এটিও ছিল যেমন প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি একজন এমন গ্রাম্য কৃষক যে সদা জীব-জানোয়ারে পেছনে পেছনেই চলে (সিরাজিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কোন প্রকার ওসীয়্যত করবে না। এরপর মরণাপন্ন অবস্থায় সে কাউকে কোন কিছু হিবা করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে এ অবস্থায় সে যদি নিজের পিতাকে[১] খরিদ করে এরপর আযাদ হয়ে যায়[২] তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে আজ তাকে একশ' দিরহাম হিবা করবে। এরপর সে তাকে এমন একশ' দিরহাম হিবা করল যা সে অপর কোন ব্যক্তির নিকট পাওনা আছে এবং সে তাকে তা নিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ করল তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। আর হিবাকৃত বস্তুটি যাকে হিবা করা হয়েছে এর কব্‌জা করার আগেই যদি হিবাকারী মারা যায় তাহলে সে আর তা কব্‌জা করতে পারবে না। কারণ তখন এ মালে বা এ সম্পদের হিবাকারীর ওয়ারিসদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

৬. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, যায়দ তাকে যে কাজের ব্যাপারে আদেশ-নিষেধ করবে সে তার আনুগ্যত করবে। এরপর যায়দ তাকে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে নিষেধ করল। তা সত্ত্বেও সে তার সাথে সহবাস করল তাহলে এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি এ ক্ষেত্রে এমন কোন প্রমাণাদি বিদ্যমান না থাকে যে, এ জাতীয় কথাও তার প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের খিদমত করবে না। এরপর সে যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার জন্য জামা সেলাই করে দেয় তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি বিনা পারিশ্রমিকে জামা সেলাই করে দেয় তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার আংশকা রয়েছে (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)। কেউ যদি বলে যে, আমার যত মাল আছে তা সবই হাদী অর্থাৎ, মক্কার ফকীরদের জন্য সাদাকা। তারপর অপর এক ব্যক্তি বলল, আমার উপরও অনুরূপ ওয়াজিব। তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হবে তার সমুদয় মাল সাদাকা করে দেওয়া। চাই তার মাল প্রথম ব্যক্তির মালের তুলনায় কম হোক বা বেশী বা সমান সমান হোক। অবশ্য তার নিয়্যত যদি এরূপ হয় যে, তার মালের সমপরিমাণ মাল তার এই পরিমাণ মাল সাদাকা করাই তার উপর অপরিহার্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞকারী ব্যক্তি বলে এক বছরের মধ্যে আমি যত

১. অর্থাৎ, তার পিতা গোলাম আর সে আযাদ।

২. হাদীসে নববীতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি সন্তান, পিতা মাতা এ ধরনের রক্ত সম্পর্কীয় ব্যক্তির হয়, তাহলে মালিক হবার সাথে সাথে উক্ত সন্তানের পিতা আযাদ বলে গণ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালের মালিক হবো তা সবই মক্কার ফকীরদের জন্য সাদাকা করব। এরপর অপর ব্যক্তি বলল, আমার উপরও অনুরূপ অপরিহার্য হবে তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না (ঈযাহ)।

৭. **মাসআলা ঃ** কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এ ব্যক্তিকে চিনে না। অথচ সে তাকে চেহারায় চিনে কিন্তু নামে চিনে না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। 'আসল' নামক গ্রন্থে মাসআলাটি অনুরূপভাবে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু যদি চেহারায় চিনাও তার উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে নিজের উপর কঠোরতা আরোপ করল। আর শব্দের মধ্যে এ অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন নাম থাকে। যদি তার কোন নির্দিষ্ট নাম না থাকে। যেমন কোন ব্যক্তির একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল। তারপর তার প্রতিবেশী এ সন্তানটিকে দেখল কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোন নাম রাখা হয়নি। এ অবস্থায় ঐ প্রতিবেশী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এ সন্তানকে চিনে না। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা সে তাকে চেহারায় চিনে এবং তখনো নির্দিষ্টভাবে তার কোন নাম রাখা হয়নি। যদি রাখা হতো তবে একে তার পরিচয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা যেতো (মুহীত-যহীরিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, যতদিন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি এই শহরে থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে এ কাজ করবে না। এরপর প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তি এ শহর থেকে বের হয়ে গেলে সে ঐ কাজটি করল, তারপর ঐ লোকটি আবার এই শহরে ফিরে এলে প্রতিজ্ঞাকারী লোকটি পুনরায় ঐ কাজটি করল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতহুল কাদীর)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, জুমুআর দিন সে কোন কাজ করবে না, এরপর তার নিকট একটি কাপড় ছিল ঐ কাপড় দ্বারা জামা বানানোর ইচ্ছায় সে তা দর্জির নিকট নিয়ে গেল এবং এর দ্বারা জামা সেলাই করে দেওয়ার জন্য সে তাকে নির্দেশ দিল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)।

৮. **মাসআলা ঃ** মাজমূউল নাওয়াযিল গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির জন্য কোন হাদিয়া পাঠাল। তখন যাকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে সে হাদিয়াদাতা ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি তোমার এ হাদিয়ার বিনিময়ে আমার এ কাবাটি তোমাকে দেই তাহলে আমার গোলাম আযাদ। তারপর বেশ কিছু দিন চলে গেল। এরপর হাদিয়াপ্রাপ্ত ব্যক্তি হাদিয়াদাতা ব্যক্তিকে দশ দিরহাম প্রদান করে পরস্পর আপোষ মীমাংসা করে নিল তাহলে প্রতিজ্ঞাকারীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কাযী ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যতদিন পর্যন্ত কাবাটি অক্ষুণ্ন থাকবে এবং প্রতিজ্ঞাকারী জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। অতএব প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি এরপর কোন এক সময় কাবাটি প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে (খুলাসা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে এই কলম দ্বারা লিখবে না। এরপর সে ঐ কলমটি ভেঙ্গে পুনরায় একে ঠিকঠাক করে এর দ্বারা লেখতে শুরু করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এ চাকু দ্বারা কোন কিছু কাটবে না। তারপর সে যদি এ চাকুটি ভেঙ্গে পুনরায় তা ঠিক করে এর দ্বারা কোন কিছু কর্তন করে তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (হাবী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল

যে, সে অমুক মহিলার চেহারার প্রতি তাকাবে না। এরপর নিকাব পরিহিত অবস্থায় সে তার প্রতি তাকাল। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি তার চেহারা অধিকাংশ স্থান অনাবৃত না থাকে। তাহলে প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, অমুকের চেহারা দেখবে না। তারপর সে পর্দার ভেতর থেকে কাঁচের গ্লাসের এপাশ থেকে তাকে পরিষ্কারভাবে দেখল, তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আয়নার ভেতর দেখে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)।

৯. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে দেখি এবং তাকে প্রহার না করি তাহলে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তাকে প্রায় এক মাইল অথবা এর চেয়েও অধিক দূর থেকে দেখল তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা এরূপ দেখা তার নিয়্যত অনুযায়ী দেখা নয়। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, যদি তোমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় এবং তোমাকে আমি সালাম না করি তবে আমার গোলাম আযাদ। তবে তার জন্য উচিত ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তাকে সালাম করা। যদি তা না করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি বলে, যদি আমি তোমার নিকট পশুটি ধার চাই এবং তুমি তা আমাকে না দাও তাহলে আমার গোলাম আযাদ। তাহলে এ অবস্থায় চাওয়ার সাথে সাথেই না দেওয়ার বিষয়টি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। যদি সে এর থেকে ভিন্ন কিছুর নিয়্যত করে তবে আইনের দৃষ্টিতে তার গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. **মাসআলা ঃ** মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করল যে, কে অমুকের দিকে তাকাবে না। এরপর সে তার হাত পা অথবা মাথার দিকে তাকাল ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যদি সে তার হাত বা পায়ের দিকে তাকায় তবে এতে তার প্রতি তাকানো সাব্যস্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে তাকানোর মর্ম হল, চেহারা মাথা এবং শরীরের উপরিভাগের প্রতি তাকানো। আর যদি মাথার উপরিভাগের দিকে তাকায় তাহলে এতেও তাকানো প্রমাণিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি তার দিকে তাকায় কিন্তু তাকে না চিনে তাতেও তার দেখা সাব্যস্ত হবে। আর সে যদি তাকে কাপড় দ্বারা আবৃত অবস্থায় দেখে এবং কাপড়ের অবস্থায় এমন হয় যে,তার মাথা এবং গোটা শরীরই প্রকাশিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কাপড় দ্বারা আবৃত অবস্থায়ও যদি শরীরের গঠন আকৃতি বুঝা যায় তাহলে এতে দেখা সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি এ অবস্থায় শরীর বা মাথা প্রকাশিত না হয় তবে দেখা সাব্যস্ত হবে না। যদি সে তার পিঠের দিকে দেখে তার এতেও দেখা সাব্যস্ত হবে। যদি বুক বা পেটের দিকে দেখে তাতেও দেখা সাব্যস্ত হবে। যদি বুক ও পেটের অধিকাংশ স্থান দেখে তাহলেও দেখা সাব্যস্ত হবে। কিন্তু যদি বুক ও পেটের সামান্য পরিমাণ অংশ দেখে যা অর্ধেকেরও কম তাহলে দেখা সাব্যস্ত হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, কে অমুক মহিলাকে দেখবে না। এরপর সে তাকে নিকাব পরিহিত বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় দেখল তাহলে সে তাকে দেখেছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু সে যদি তার চেহারা দেখবে না বলে নিয়্যত করে তবে নৈতিকতার দৃষ্টিতে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য প্রতিজ্ঞা করার আগে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে ব্যক্তি এমন কিছু কথা বলে যাতে এ জাতীয় নিয়্যতের প্রতি ইংগিত বিদ্যমান আছে। তাহলে আইনের দৃষ্টিতেও তার নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। কেউ বলল আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে দেখি তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর সে তাকে মৃত বা কাফন পরিহিত অবস্থায় দেখল যখন তার গোটামুখ ঢাকা, ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা দেখা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থাতেই সমান। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেখাও জীবিত অবস্থায় দেখার অনুরূপই (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, আমি যদি অমুক ব্যক্তিকে দেখি এবং তোমাকে না জানাই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে তার সাথেই অমুক ব্যক্তিকে দেখল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না এবং তার গোলামও আযাদ হবে না। কোন ব্যক্তি বলল, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে দেখি এবং তাকে তোমার নিকট না নিয়ে আসি তবে আমার গোলাম আযাদ এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলেও গোলাম আযাদ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হিশাম ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি বলে আল্লাহ্র কসম! আমি অমুকের নিকট যাব না। সে জীবিত থাকতেও যাব না এবং তার মওতের পরও যাব না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, জীবিত অবস্থায় না যাওয়ার অর্থ হল সুখে-দুঃখে কোন অবস্থাতেই তার নিকট না যাওয়া। আর মৃত্যুর পর না যাওয়ার অর্থ হল তার জানাযা এবং দাফন কাফনে শরীক না হওয়া। এ ছাড়া অন্য অবস্থায় গমন করলে কসমকারীর কসম ভঙ্গ হবে না। যদি যায়দ বলে, আমি যদি খালিদকে হারাম কাজের উপর না দেখি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে খালিদকে দেখল যে, সে কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে আছে। তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এ কাজ হারাম নয় বরং মাকরূহ (যহীরিয়্যাহ)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি هـزار درم ازمـال مـن بدرو يشـاں داده (আমার মাল থেকে এক হাজার দিরহাম ফকীর লোকদের কে দিব) বলতেই অপর ব্যক্তি তাঁর মুখ চেপে ধরল অথচ তার বলার ইচ্ছা যে, যদি আমি এ কাজটি করি তাহলে এই অবস্থায় তার করণীয় কী? এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণ বলেন সতর্কতা হেতু সে পরিমাণ মাল সাদাকা করে দিবে। যদি দাস মুক্তকরণ বা তালাক সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করা হয়ে থাকে তাহলে কোন কিছুই হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। "ফাতাওয়ায়িদে শামসুল ইসলাম" নামক কিতাবে উল্লেখ আছে এক ব্যক্তি কোন এক ধোপার নিকট নিজের কাপড়সমূহ দিল। এরপর ধোপা অস্বীকার করে বলল যে, তুমি আমার নিকট তোমার কোন কাপড় দাওনি। তখন সে প্রতিজ্ঞা করে বলল,যদি আমি তোমার নিকট আমার কাপড় না দিয়ে থাকি তবে আমার গোলাম আযাদ। অথচ সে (কাপড়ওয়ালা প্রতিজ্ঞাকারী) তার কাপড় তার পুত্র কিংবা কোন শিষ্যকে দিয়েছে ধোপার নিকট দেওয়ার জন্য। এ অবস্থায় যদি পুত্র ও শিষ্য তার পারিবারভুক্ত ব্যক্তি হয় অর্থাৎ, তারা একই সাথে বসবাস করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি নিয়্যত করে যে, সে ধোপাকেই কাপড় দিয়েছে, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বলল যে অমুক ব্যক্তিকে এই পুলের উপর দিয়ে যেতে দিবে না। যদি দেয় তাহলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার স্ত্রী তালাক। এরপর সে তাকে শুধু মুখে নিষেধ করল (এবং সেও এর থেকে বিরত থেকে গেল) তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তি তার পুত্রকে বলল, আমি যদি তোমাকে অমুক ব্যক্তির সাথে কাজ করার সুযোগ দেই তবে আমার স্ত্রী তালাক। যদি পুত্র বালিগ হয় এবং পিতা তাকে বাস্তবভাবে বারণ করতে সক্ষম না হয়, তাই শুধুমাত্র মুখ দিয়ে বারণ করে তাহলে সে তার প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হিসাবে গণ্য হবে। আর পুত্র যদি নাবালিগ এবং ছোট হয় তাহলে প্রতিজ্ঞায় সত্যবাদী হওয়ার জন্য শর্ত হল, কথা ও কাজ অর্থাৎ মুখে বলে এবং হাত দিয়ে উভয়ভাবেই তাকে বাধা দেয়া।

১৩. মাসআলা ঃ নিজ শ্বশুরের কব্জায় কোন একটি জমি আছে। সে জমি সম্বন্ধে জামাই দাবী উত্থাপন করল এবং বলল, যদি আমি এই জমির দাবী ছেড়ে দেই এবং আমার শ্বশুরের নিকট থেকে তা আদায় না করি তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। তাহলে মাশায়িখে কিরাম বলেন, যদি সে প্রত্যেক মাসেই এ নিয়ে একটি করে দরবার এবং কোন মাসেই দরবার বা বৈঠক করা না ছাড়ে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ যদি বলে আল্লাহ্র কসম! আমি তাকে এ মহল্লা ছেড়ে চলে যেতে দিব না। এরপর কসমকৃত ব্যক্তি চলে গেল। কিন্তু শপথকারী ব্যক্তি এ সম্পর্কে জানত না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু সে যদি তাকে বের হতে দেখে এবং তা সত্ত্বেও তাকে নিষেধ না করে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি তাকে যেতে বাধা দিয়েও আটকিয়ে রাখতে না পারে, অবশেষে সে চলে যায় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, এগুলো যদি সবই গম হয় তবে তার স্ত্রী তালাক। তারপর দেখা গেল যে, এগুলো হচ্ছে গম ও খেজুর। তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। একটি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত।

আর যদি বলে, এগুলো যদি গম ছাড়া অন্য কিছু হয় (ان كانت هذه الجملة الاخطة) তবে তার স্ত্রী তালাক। এরপর দেখা গেল যে এখানে গম ও খেজুর আছে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সবগুলোই গম হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, উপরোক্ত দুই মাসআলার কোন মাসআলাতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না.('ঈয়াহ)! যদি الاحنطة এর পরিবর্তে ان كانت هذه الجملة سوى حنطة او غير حنطة বলে তবে এ বাক্যও পূর্বোক্ত বাক্য ان كانت هذه الجملة الا حنطة এর অনুরূপ বলে গণ্য হবে (বাদাঈ)।

১৪. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ফকীহ্ ইবরাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যদি কোন কোন ব্যক্তি বলে, যদি আমি দীর্ঘ সফর না করি তবে অমুক দাসী আযাদ। এ প্রতিজ্ঞার দ্বারা সে যদি তিন বা এর চেয়ে বেশী দিন সফরের নিয়্যত করে তবে নিয়্যত অনুসারেই ফায়সালা হবে। আর তার যদি কোন নিয়্যতই না থাকে তাহলে এ প্রতিজ্ঞা এক মাসের সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। "ফাতাওয়ায়ে মা-ওয়ারাউন নাহ্রে" বর্ণিত আছে, একদা শায়খ আবূ নাসর দাবূসী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কেউ যদি কসম করে প্রতিজ্ঞা করার পর ভুলে যায় যে, সে আল্লাহ্র নামে কসম করেছে না কি রোযার কাযা উল্লেখ করে কসম করেছে নাকি তালাকের কথা বলে কসম করেছে। কিছুই

তার মনে নেই, এ অবস্থায় তার সমাধান কি হবে? জবাবে তিনি বললেন, তার কসম তালাকের উপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি বিষয়টি তার স্মরণে আসে তবে যা স্মরণে আসবে সে মুতাবিকই ফায়সালা হবে (তাতারখানিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার খিদমতের কোন খাদিমের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার থেকে খিদমত গ্রহণ করবে না তবে উক্ত মাসআলার দুই অবস্থা হতে পারে।

(ক) যদি খাদিম ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাকারীর দাস হয় তবে এর চার অবস্থার হতে পারে। (১) প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি প্রতিজ্ঞার পর স্পষ্ট ভাষায় তার থেকে খিদমত কামনা করা। যেমন সে তাকে বলল, তুমি আমার খিদমত কর। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটি স্পষ্ট কথা। (২) প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞাকারীর হুকুম ছাড়াই তার খিদমত করা এবং তাকে খিদমতের সুযোগ দেওয়া, বাধা না দেওয়া। উল্লেখ্য যে, এ খাদিম প্রতিজ্ঞার আগেও তার নির্দেশে তার খিদমত করত। তাহলে এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (৩) প্রতিজ্ঞাকারীর নির্দেশ ব্যতীত তার খিদমত করা এবং পূর্বেও সে তার নির্দেশ ব্যতিরেকেই এভাবে তার খিদমত করত। এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (৪) প্রতিজ্ঞার পর প্রতিজ্ঞাকারীর নির্দেশ ব্যতিরেকে তার খিদমত করা এবং প্রতিজ্ঞার পূর্বে সে আদৌ তার খিদমত করতো না। এ অবস্থায়ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(খ) যদি এ খাদিম তার গোলাম না হয়ে অপর কোন ব্যক্তির গোলাম হয় তবে এক্ষেত্রেও চার অবস্থা হবে। যেমন আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। প্রথমোক্ত দুই অবস্থায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু শেষোক্ত দুই অবস্থায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের খাদিম থেকে কোন খিদমত গ্রহণ করবে না। এরপর সে ইংগিতের মাধ্যমে ঐ খাদিমের নিকট উযূর পানি অথবা পান করার জন্য পানি চাইল। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সময় তার বিশেষ কোন নিয়্যত ছিল না। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। চাই উক্ত খাদিম তার হুকুম পালন করুক বা না করুক। যদি সে প্রতিজ্ঞার সময় নিয়্যত করে যে, সে তার নিকট থেকে এভাবেও খিদমত কামনা করবে না। এরপর ঐ খাদিম তার খিদমত করে তাহলে নৈতিকতার দিক থেকে এ নিয়্যত গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, অমুকের খাদিম তার খিদমত করবে না। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী এবং সে ব্যক্তি এক সাথে একই দস্তরখানে খানা খেতে বসল এবং উক্ত খাদিম তাদের খানাপিনা সরবরাহ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, গৃহের অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মকে খিদমত বলা হয়। আর বাইরের কাজ কর্ম যেমন বেচা-কেনা ইত্যাদি যাবতীয় কাজকে তিজারত বলা হয়, খিদমত বলা হয় না। খাদিম শব্দটি দাস-দাসী উভয়ের উপর প্রযোজ্য হয়। এমনিভাবে এ শব্দটি যেমন- বালিগের উপরে প্রযোজ্য হয় অনুরূপভাবে তা নাবালিগ অথচ খিদমত করতে সক্ষম তার উপরও প্রযোজ্য হয় (যহীরিয়্যা)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে অমুকের কৃষক হবে না। অথচ ঐ সময়ও সে অমুকের কৃষি কাজে রত অথবা প্রতিজ্ঞা করে কোন ব্যক্তি বলল; আমি অমুকের বর্গাচাষী হবো না। অথচ সে সময়ও অমুকের জমি তার নিকট এ অবস্থায় জমির মালিক যদি

অনুপস্থিত থাকে-ফলে প্রতিজ্ঞা মুহূর্তে পূর্ববর্তী চুক্তি ভঙ্গ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের শর্ত অর্থাৎ কৃষক হওয়া এবং বর্গাচাষী হওয়া তার মধ্যে প্রতিজ্ঞা করার কালেই পাওয়া যাচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে সে মা'যূরও নয়। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি বর্গাচাষ চুক্তি ভঙ্গ করার জন্য তৎক্ষণাৎ জমির মালিকের নিকট চলে যায় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদিও এ অবস্থায় জমির মালিক শহরের বাইরে অন্য কোথাও চলে যায় (তবুও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না)। কেননা জমির মালিকের নিকট যেতে যে পরিমাণ সময় লাগে এ সময়টুকু প্রতিজ্ঞা থেকে مستثنى অর্থাৎ বাদ। যেমন- কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, সে এই ঘরে থাকবে না। এরপর সে ঘর থেকে বের হতে চাইল। কিন্তু চাবি খুঁজে পেল না। তবে সে যতক্ষণ চাবির খোঁজে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। উপরোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রেও হুকুম ঠিক তদ্রূপই হবে। আর যদি জমির মালিককে তালাশ করা বাদ দিয়ে সে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যেমনিভাবে চাবির তালাশ বন্ধ করে সে যদি অন্য কাজে মশগুল হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যায়। কেননা অন্য কাজে মশগুল হয়ে গেলে তার প্রতিজ্ঞার সময় থেকে ব্যতিক্রম হয় না। যদি অন্য কোন ব্যক্তি জমির মালিকের নিকট যেতে তাকে বাধা প্রদান করে, তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য শর্ত হল, অমুকের বর্গাচাষী হওয়া। আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অবস্থায় তা প্রমাণিত হয় না (আল ফাতাওয়াল কুবরা)।

১৭. মাসআলা ঃ শায়খ নাজমুদ্দীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মালিক কোন ব্যক্তি যদি নিজের যন্ত্রপাতির দ্বারা কাজ না করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে বলে, যে আমি যদি এগুলোর উপর আমার হাত রাখি তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর সে ঐ যন্ত্রপাতি ধরল কিন্তু কাজ করার জন্য নয়, বরং শুধু এমনিই ধরল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে কি না? জবাবে তিনি বললেন, না ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কোন ব্যক্তি বলল আমি যদি এই গ্রামে কৃষি কাজ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে যদি ঐ গ্রামে খরবুজ অথবা তুলা চাষ করে তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সে যদি অন্য কারো ফসলের জমিতে পানি দেয় অথবা নিড়ানো ও কর্ষণের কাজ করে অথবা ফসল কাটে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি সে নিজের জমি অন্য কাউকে বর্গাচাষ করার জন্য দেয় অথবা মজুরীর বিনিময়ে নিজের জমি অন্য কারো দ্বারা চাষ করায় এতেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেননা সে নিজে চাষাবাদ করেনি। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল, যদি প্রতিজ্ঞাকারী সদা-সর্বদা নিজেই নিজের জমি চাষ করে থাকে। যদি সে নিজে কখনো এই কাজ না করে থাকে আর এমন অবস্থায় সে এভাবে প্রতিজ্ঞা করে তারপর উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদিও এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে এ কাজের জন্য অন্যকেও হুকুম করবে না। তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা শব্দের মধ্যে যে সব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। সে এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করে এরূপ নিয়্যত করে যে, সে এ কাজের জন্য অন্যকেও হুকুম করবে না! তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা শব্দের মধ্যে যে সব অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। সে এ জাতীয় অর্থের নিয়্যত করেছে। এতে সে নিজেই তার নিজের প্রতি কঠোর বিধান প্রয়োগের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। (কাজেই এ নিয়্যত গ্রহণীয় হবে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে)। যদি তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের গোলাম অথবা কোন মজুর ব্যক্তি তার কৃষি কাজ করে এবং সে ব্যক্তি পূর্ব হতেই তাদের দ্বারা এভাবে কাজ করিয়ে থাকে তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু সে যদি এরূপ নিয়্যত করে থাকে যে, নিজের হাতে সে কৃষিকাজ করবে না তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি জমির মালিক অথবা কৃষক প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, আমার এ কৃষিকাজ যদি আমার কোন কাজে আসে তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর তাদের কোন একজনে যদি নিজের অংশ অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দেয় বা অন্য কাউকে ঋণ হিসাবে প্রদান করে বা কাউকে হিবা করে দেয় তবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ যে ফসল নষ্ট করে দেয় এবং সে তার নিকট থেকে এর জরিমানা আদায় করে যদি তার নিজের কোন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খুলাসা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমি যদি অমুকের পক্ষ হতে এক বা অর্ধ আদালিয়্যার[১] জামিন হই তবে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর সে তার পক্ষ থেকে গাতরীফী দশ দিরহামের যামিন হল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে অমুকের জন্য কোন কাজ করবে না। মূলতঃ প্রতিজ্ঞাকৃত লোকটি ছিল মোজা প্রস্তুতকারক। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি মোজা প্রস্তুতকারকের দোকান থেকে মোজা তৈরির যন্ত্রপাতি খরিদ করে এর দ্বারা মোজা তৈরি করে তার প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তির নিকট বিক্রি করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। শায়খুল ইসলাম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এক ব্যক্তির নিকট ভাড়া দেওয়ার মত বাড়ি আছে। সে প্রতিজ্ঞা করে বলল যদি এমন বাড়ি আমি ভাড়ায় দেই তাহলে আমার স্ত্রী তালাক। এরপর তার স্ত্রী ঐ সব বাড়ি ভাড়া দিয়ে নিজে এর কিরায়া উসুল করে নিজেই খরচ করল বা স্বামীর নিকট তা দিয়ে দিল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে কী? জবাবে তিনি বললেন, না তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। যদি প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি ভাড়া গ্রহণকারী লোকদেরকে বলে তোমরা এ বাড়িতে বসবাস কর তাহলে এর বিধান কি হবে; এ সম্বন্ধে শায়খুল ইসলাম (র) থেকে কোন সমাধান বর্ণিত নেই। তবে ফকীহদের কেউ কেউ বলেছেন, এটি ইজারা হিসাবে গণ্য হবে এবং এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি যদি তাদের থেকে ঐ মাসের ভাড়াও চায় যে মাসে তারা সেখানে থাকেনি তবে এই চাওয়াও তার পক্ষ থেকে ইজারা হিসাবে গণ্য হবে এবং এতে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সে তাদের নিকট এ মাসের ভাড়া চায়, যে মাসে তারা সেখানে বসবাস করেছে তাহলে এই চাওয়া তার পক্ষ থেকে ইজারা হিসাবে গণ্য হবে না এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, আমি স্বর্ণ বা রৌপ্য স্পর্শ করব না। এরপর সে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রা স্পর্শ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে কাঠ স্পর্শ করবে না, এরপর সে গাছের তাজা ডাল স্পর্শ করল,

১. আদালিয়্যা (عدلية) এক ধরনের ত্রুটিপূর্ণ দিরহাম। আর গাতরীফিয়্যা (غطريفية)-এর থেকে কিছুটা উন্নত ধরনের দিরহাম।

তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বলে সে ডাল বা লাকড়ী স্পর্শ করবে না। তারপর গাছের তাজা ডাল স্পর্শ করলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে, সে চুল স্পর্শ করবে না। তারপর সে চুল থেকে উকুন ধরে আনল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পশম স্পর্শ করবে না। তারপর সে পশমের কম্বল স্পর্শ করল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পেরেক স্পর্শ করবে না। তারপর সে রশি স্পর্শ করল, তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (মাবসূত)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, জমির উপর হাঁটবে না। তারপর সে পায়ে জুতা বা মোজা ব্যবহার করে জমির উপর হাঁটল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে। কিন্তু জমির উপর বিছানো শয্যার উপর দিয়ে হাঁটলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (যহীরিয়্যা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে এই চপ্পল পরিধান করবে না। এরপর সে এর ফিতা কেটে ফেলে দিয়ে এর মধ্যে অন্য ফিতা কেটে ফেলে দিয়ে এর মধ্যে অন্য ফিতা লাগিয়ে তা ব্যবহার করল তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ নিজের মাথার দিকে ইশারা করে বলল, যদি আমার মাথা স্পর্শ করে তবে আমার গোলাম আযাদ। অথবা নিজের দিকে সম্বোধন না করে এভাবে বলল যে,কেউ যদি এই মাথা স্পর্শ করে তবে আমার গোলাম আযাদ। এরপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি মাথা স্পর্শ করল তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) رقيات (রাক্কিয়্যাত) গ্রন্থে এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি প্রতিজ্ঞা করে বলে যে, সে আজ চুল স্পর্শ করবে না। তারপর সে নিজেই যদি নিজের মাথা স্পর্শ করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অন্যের মাথা স্পর্শ করলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)। কেউ প্রতিজ্ঞা করল যে, সে জুয়া খেলবে না। তারপর সে বলল, دست عاريت داد (সে হাওলাত প্রাপ্তির হাত সম্প্রসারিত করেছে) তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে। যদি সে প্রকাশ্যে এ কাজ করে তাহলে পসন্দনীয় অভিমত অনুসারে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, সে তাকে হক্কে শুফ'আ দিবে না। তারপর সে চুপ করে থাকল এবং এ ব্যাপারে কোন বিবাদে লিপ্ত হল না এভাবে শুফ'আর দাবী বাতিল হয়ে গেল, তাহলেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। আর যদি হক্কে শুফ'আ হস্তান্তরের ব্যাপারে সে কাউকে উকীল নিয়োগ করে তবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি তার নিজের কাজ করানোর জন্য কয়েকজন শ্রমিক ঠিক করল। এরপর কোন এক শ্রমিক প্রতিজ্ঞা করে বলল যে আমি তার সাথে কাজ করব না। এরপর তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হল এবং বলল, আমি তার সাথে কাজ করব। তাহলে প্রথমে সে এ বস্তুটি ঐ লোক থেকে খরদি করে নিবে। তারপর এতে যা কাজ করবার তার সম্পন্ন করে পুনরায় তা সে ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিবে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কোন তাঁতি ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, এক বছরের মধ্যে আমি যদি কারো কার্পাস সুতা গ্রহণ করে তার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য কাপড় বয়ন করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। এ অবস্থায় সে যদি সূতা খরিদ করতঃ কাপড় বয়ন করে ঐ কাপড় প্রতিজ্ঞাকৃত ব্যক্তিকে হিবা করে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। এমনিভাবে যদি সূতা খরিদ করা ব্যতিরেকে সে তার জন্য ওড়না ইত্যাদি বয়ন করে তাহলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। ফাতাওয়ায়ে নাসাফীতে উল্লেখ আছে যে, কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে বলল যে, ভবিষ্যতে আমি তার জমিদারী করব না এবং ওকালতীও করব না। অবশ্য যদি হুকুম করে তবে করব। এরপর মুআক্কিল প্রতিজ্ঞাকৃত কাজটি সম্পাদন করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করল। এরপর মুআক্কিল প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তিকে হুকুম করল যেন সে ঐ কাজটি আঞ্জাম দেয় তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খুলাসা)।

২২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করল যে যদি আমি এই বাড়িতে কোন ইমারত তৈরি করি তবে আমার স্ত্রী তালাক। তারপর সে যদি তার এবং প্রতিবেশির মধ্যকার ভগ্ন দেয়াল নতুনভাবে তৈরি করে বা মেরামত করে এবং এই নিয়্যত করে সে তার প্রতিবেশির বাড়ি মেরামত করছে তাহলে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। শায়খুল ইসলাম উযজন্দী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হল যদি কোন ব্যক্তি বলে, যদি আমি আগামীকাল অমুকের ঘর নষ্ট করে না দেই তবে আমার গোলাম আযাদ। তারপর প্রতিজ্ঞাকারী ব্যক্তি কয়েদ হয়ে গেল এবং এইভাবে তাকে অন্যের ঘর নষ্ট করা হতে বিরত রাখা হল, ফলে সে আর ঐ ঘর নষ্ট করতে পারল না তাহলে এর বিধান কি হবে এ সম্বন্ধে মাশায়িকে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে ফাতওয়ার জন্য উত্তম অভিমত হল, এ অবস্থায়ও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে যাবে (যখীরা)।

كِتَابُ الْحُدُوْد

অধ্যায় ঃ হুদূদ (দণ্ডবিধি)-এর বিবরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ হুদূদ (দণ্ডবিধি)-এর বিবরণ

[এ অধ্যায়ে ছয়টি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

হদ্দ এর শরঈ সংজ্ঞা, রুক্ন শর্ত এবং এর হুকুম

১. মাসআলা ঃ[১] শরীআতের পরিভাষায় হদ্দ এমন নির্ধারিত শাস্তিকে বলা হয় যা আল্লাহ্‌র হক হিসাবে অবধারিত হয়ে থাকে। তাই কিসাসকে হদ্দ বলা যাবে না।[২] কেননা এটি আল্লাহর হক নয়, বরং বান্দার হক। এমনিভাবে তাযীর (تعزير)-কেও বলা যাবে না।[৩] কেননা এর সীমা নির্দিষ্ট নয় (হিদায়া)। হদ্দের রুক্ন হলঃ রাষ্ট্রপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিনিধির তা বাস্তবায়িত করা। হদ্দের শর্ত হল যার উপর হদ্দ তথা দণ্ড প্রয়োগ করা হবে সে লোকটিকে অবশ্যই সুস্থ জ্ঞান এবং সুস্থ শরীরের অধিকারী হতে হবে। এমনিভাবে ঐ লোকটির অবস্থা এমন হতে হবে- যেন সে এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং মনে মনে ভয় পায়। অতএব পাগল, নেশাগ্রস্ত, অসুস্থ এবং ক্ষীণ জীর্ণ-শীর্ণ ও কৃশকায় ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না। অবশ্য সুস্থ হওয়া এবং আরোগ্য লাভের পর তা প্রয়োগ করতে পারবে (মুহীতঃ সারাখ্‌সী)। হদ্দের প্রধানতমঃ হুকুম হল, যে সব অপকর্ম আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকে ডেকে আনে এ জাতীয় অনিষ্টের হাত থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত রাখা, সতর্ক করা এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে বিপর্যয় ও ফাসাদ থেকে রক্ষা করা। গুনাহ্‌ থেকে পাক-পবিত্র হওয়া হদ্দ প্রয়োগের মূল হুকুম নয়। কেননা গুনাহ্‌র থেকে পরিশুদ্ধি তাওবার মাধ্যমে হাসিল হয়, হদ্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নয়। এ কারণেই হদ্দ কাফিরদের উপরও প্রয়োগ করা হয়। অথচ তাদের, গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ হওয়ার কোন বিষয় এখানে নেই (তাবয়ীন)।

১. হদ্দ (حد) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ সীমা নির্ধারণ করা, পৃথক করা, বিরত রাখা ইত্যাদি। এটি একবচন এর বহুবচন হচ্ছে হুদূদ (حدود)।

২. সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান রয়েছে, ইসলামী পরিভাষায় একেই কিসাস (قصاص) বলা হয়। বস্তুতঃ কিসাস এর আভিধানিক অর্থ হল প্রতিশোধ গ্রহণ করা বদলা নেওয়া ইত্যাদি।

৩. ইসলামী শরীআত যে সব অপরাধের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারিত করেনি, বরং বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দিয়েছে। শরীআতের পরিভাষায় এ জাতীয় শাস্তিকে তা'যীর বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যিনার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যে মহিলার সাথে কোন পুরুষের ملك نكاح (বৈবাহিক) এবং ملك يمين (দাসী ও মুনীব)-এর কোন সম্পর্ক নেই এমনিভাবে شبهة ملك نكاح এবং شبهة ملك يمين -এরও কোন সম্পর্ক নেই, এমনকি সন্দেহ না থাকার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই এ জাতীয় কোন মহিলার সাথে তার যোনিদ্বার দিয়ে হারাম পদ্ধতিতে পুরুষ কর্তৃক স্বীয় কামোদ্দীপনা চরিতার্থ করা বা মহিলা কর্তৃক এ জাতীয় অপকর্মের সুযোগ দান করাকে শরীআতের পরিভাষায় যিনা বা ব্যভিচার বলা হয় (নিহায়া)। কাজেই যদি কোন পাগল এবং বুঝমান কোন বালক এ জাতীয় অপকর্ম করে তবে একে যিনা বলা হবে না। কেননা তাদের এ অপকর্ম হারাম বটে, কিন্তু উপরে যে হারামের কথা বলা হয়েছে সেভাবে হারাম নয় (মুহীতঃ সারাখ্সী)। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি নিজ পুত্রের দাসী, নিজ মুকাতাব গোলামের দাসী, কিংবা যে গোলামকে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এ জাতীয় ঋণগ্রস্ত গোলামের দাসীর সাথে কুকর্ম করে অথবা কোন মুজাহিদ (যোদ্ধা) ব্যক্তি যদি গনীমতের দাসীকে দারুল ইসলামে আনার পর তার সাথে সংগম করে তবে একে যিনা হিসাবে গণ্য করা হবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে شبهة ملك يمين (দাসী হওয়ার সন্দেহ ও সম্ভাবনা) বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে কেউ যদি এমন মহিলার সাথে সঙ্গম করে থাকে সে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করেছে কিংবা যাকে সে মুনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করেছে অথবা গোলাম যদি এমন মহিলার সাথে সহবাস করে থাকে সে তার (গোলামের) মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করেছে কিংবা কোন পুরুষ যদি এমন দাসীর সাথে সঙ্গম করে থাকে সে আযাদ স্ত্রীর বর্তমানে বিবাহ করেছে তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে এসব সঙ্গম যিনা হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এসব ক্ষেত্রে شبهة ملك نكاح (বৈবাহিক সম্পর্কের সন্দেহ তথা সম্ভাবনা) বিদ্যমান রয়েছে। এইভাবে পুত্র যদি নিজ পিতার দাসীর সাথে এই খিয়ালে সঙ্গম করে যে, সে তার জন্য হালাল তবে এটিও যিনা হবে না। কেননা এক্ষেত্রেও شبهة তথা সন্দেহ ও সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে (নিহায়া)।

২. মাসআলা ঃ যিনার রুক্ন হলঃ পুরুষ ও মহিলা উভয়ের যৌনাঙ্গ পরস্পর মিলিত হওয়া এবং পুরুষের যৌনাঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার যৌনাঙ্গের ভেতর গোপন হয়ে যাওয়া। কেননা এর দ্বারাই "ঢুকানো" এবং সঙ্গম করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়। যিনার শর্ত হল ঃ যিনা হারাম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত জানা। সুতরাং কেউ যদি এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে না জানে তাহলে সন্দেহের অবকাশ জনিত কারণে (যিনা করা সত্ত্বেও) তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ সাধারণতঃ যিনা তখনই সাব্যস্ত হবে যদি চার ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হয়ে হাকিমের নিকট এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অমুক ব্যক্তি যিনা করেছে। এক্ষেত্রে সঙ্গম (جماع - وطى) শব্দ যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ এ জাতীয় শব্দের দ্বার যিনা সাব্যস্ত হবে না (তাবয়ীন)। যখন চার ব্যক্তি একই মজলিসে কারো ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করবে, তখন বিচারক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, যিনা কি বস্তু এবং সে কোথায় যিনা করেছে? এরপর যখন তারা এই রূপ বর্ণনা করবে যে, সে প্রকৃতই যিনা করেছে এবং আমরা তাকে সুরমাদানিতে কাঠি ঢুকানোর ন্যায় তার জননেন্দ্রিয়কে অমুক মহিলার যোনিদ্বারে ঢুকানো অবস্থায় দেখেছি, তখন বিচারক তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কিরূপে যিনা করেছে? যখন তারা এর ধরন বিচারকের সামনে তুলে ধরবে তখন বিচারক আবার তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কখন যিনা করেছে ? এরপর যখন তারা এমন সময়ের কথা বর্ণনা করবে যে, এতে বেশী সময় বুঝা যায় না, তখন বিচারক ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যার সাথে যিনা করা হয়েছে। এরপর বিচারক সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কোন জায়গায় যিনা করা হয়েছে। ঐ জায়গার কথা যখন তারা বর্ণনা করবে এবং বিচারক ব্যক্তিও সাক্ষীদের আদালত (عدالة) তথা ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আছেন তখন তিনি مشهود عليه (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হচ্ছে) এর احصان অর্থাৎ শরঈ নিয়ম মত সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে কিনা এ সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদি সে (مشهود عليه) বলে, আমি محصن (বিবাহিত) অথবা যদি বলে, আমি محصن (বিবাহিত) নই কিন্তু সাক্ষিগণ সে বিবাহিত বলে সাক্ষ্য দেয় তখন বিচারক তাকে (مشهود عليه) -কে احصان এর সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করবেন। যদি সে তা ঠিক ঠিক বর্ণনা করে তবে তাকে রজম করা হবে অর্থাৎ তার প্রস্তরাঘাত করা হবে। আর যদি সে (مشهود عليه) বলে যে, আমি محصن (বিবাহিত) নই এবং সাক্ষী প্রমাণে তার বিবাহিত হওয়া সাব্যস্ত হয় তবে ইহ্সান কাকে বলা হয় তা সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে ? যদি তারা তা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয় তবে এ অবস্থায়ও তাকে রজম তথা প্রস্তরাঘাত করা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সে যদি বলে, আমি বিবাহিত নই এবং সাক্ষিগণও তার বিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পেশ করতে না পারে তবে তাকে দোর্রা (বেত) লাগানো হবে। যদি বিচারক তাদের (সাক্ষিদের) আদালত ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল না থাকে তবে তাদের বিশ্বস্ততা বিচারকের নিকট প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত مشهود عليه তথা যিনাকারী পুরুষ লোকটিকে আটকিয়ে রাখা হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাদেরকে যিনার প্রকৃতি, বাস্তবতা ও এর ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তারা বলল, আমরা আপনার নিকট এর থেকে বেশী কিছু বলতে পারব না, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে তাদের উপর অপবাদ প্রদানজনিত হদ্দ (حد قذف) ও প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা সাক্ষির জন্য যে সংখ্যার প্রয়োজন তাদের সে সংখ্যা রয়েছে। এইভাবে সাক্ষীর সংখ্যা পূর্ণ হওয়া তাদের উপর 'হদ্দে কয্ফ' ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। যেমন কোন ব্যক্তির যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে চারজন মহিলা সাক্ষ্য দিলে ঐ মহিলাদের উপর হদ্দে কয্ফ (অপবাদ প্রদানজনিত হদ্দ) প্রয়োগ করা যায় না। এমনিভাবে সাক্ষিদের কেউ কেউ যিনার প্রকৃত সংজ্ঞা এবং এর ধরন বর্ণনা করলে কিন্তু অপরাপর সাক্ষিগণ তা বর্ণনা না করলে যিনাকারী ব্যক্তির উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ যিনাকারী ব্যক্তির নিজস্ব স্বীকারোক্তির দ্বারাও যিনা সাব্যস্ত হয় (আল্ বাহরুর রায়িক)। যিনাকারী ব্যক্তি বিচারক বা আদালত ছাড়া এমন কোন ব্যক্তির সামনে যিনার কথা স্বীকার করে যার হদ্দ প্রয়োগের কোন ইখতিয়ার নেই তাহলে এই স্বীকারোক্তি ধর্তব্য হবে না। চারবার স্বীকার করলেও তা ধর্তব্য হবে না। কাজেই তার এরূপ স্বীকারে উপর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না (তাবয়ীন)। স্বীকারোক্তি স্পষ্টভাষায় হতে হবে এবং তা সে বাহ্যতঃ মিথ্যাবাদী বলে প্রচারিত না হতে হবে। মূক ও বোবা ব্যক্তি যদি লেখা বা ইশারার মাধ্যমে যিনার ব্যাপারে স্বীকৃতি ব্যক্ত করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে এর উপর ভিত্তি করে তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সন্দেহজনিত কোন বিষয়ের দাবী করারও তার সম্ভাবনা রয়েছে। (আন্ নাহ্রুল ফায়িক)। যদি পুরুষ ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করে যে সে এক বোবা মহিলার সাথে যিনা করেছে অথবা মহিলা যদি এ কথা স্বীকার করে যে সে এক বোবা পুরুষের সাথে যিনা করেছে তাহলে তাদের কারো উপরই দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (ফতহুল কাদীর)। কোন পুরুষ ব্যক্তি নিজে যিনা করেছে বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার পর যদি এ কথা প্রকাশ হয় যে, তার জননেন্দ্রিয় কর্তিত অথবা কোন মহিলা নিজে যিনা করেছে বলে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার পর যদি এ কথা যাহির হয় যে, সে رتقاء (যোনিদ্বারে গোশত বেড়ে যাওয়ার ফলে সহবাস অসম্ভব হয়ে যাওয়া) অর্থাৎ অপরাপর মহিলাগণ তার উপর হদ্দ প্রয়োগের আগে এ মর্মে সংবাদ দিল যে, সে رتقاء তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, তাদের একজন অপরজনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করা। সুতরাং পুরুষ ব্যক্তি যদি যিনা করার ব্যাপারে নিজ স্বীকরোক্তি করে এবং মহিলা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বা মহিলা যদি যিনায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে এবং পুরুষ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষ মহিলা এই দু'জনের কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (আন্ নাহ্রুল ফায়িক) স্বীকারোক্তি স্বজ্ঞান অবস্থায় যিনার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (আল্ বাহ্রুর রায়িক)। অপারগতা এবং মজবুরী অবস্থায় স্বীকারোক্তি সহীহ নয়। মাহিলার ক্ষেত্রে এ জাতীয় বিষয় সন্দেহ সৃষ্টি করে থাকে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৬. মাসআলা ঃ যিনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করার নিয়ম হল ঃ বালিগ জ্ঞানবান ব্যক্তি চার মজলিসে চারবার নিজে যিনা বা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি (اقرار) প্রদানকারী ব্যক্তির মজলিস ধর্তব্য হবে (হিদায়া)। কিন্তু কোন কোন ফকীহ্ বলেন, এক্ষেত্রে বিচারকের মজলিস ধর্তব্য হবে। প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। এটিই সহীহ্ (শরহে তাহাবী)। যিনার স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর জন্য মজলিস বিভিন্ন হওয়া আমাদের মাযহাবে শর্ত (শামানী)। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি একই মজলিসে চারবার যিনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে তা একবার ইকরার (স্বীকারোক্তি) করার সমতুল্য বলে গণ্য হবে (আল জাওহারাতুন নায়্যারা)। যদি যিনাকারী ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একবার করে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে অথবা প্রত্যেক মাসে একবার করে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহালেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (যহীরিয়্যা)। বিভিন্ন মজলিসে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার নিয়ম হল ঃ যিনার ইকরারকারী ব্যক্তি যখন এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে তখন বিচারক তা রদ করতে থাকবে। এভাবে করে সে চলে যাবে, এমন কি বিচারকের দৃষ্টি থেকে আড়ালে চলে যাবে। তারপর আবার এসে স্বীকারোক্তি প্রদান

করবে (কাফী)। রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি বিচারকের জন্য উচিত, স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যক্তিকে এ কারণে ধমক দেওয়া, নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া, নিজের অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করা এবং তাকে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্য লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ যিনাকারী ব্যক্তির চারবার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা সম্পন্ন হওয়ার পর বিচারক তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করবেন। যদি দেখা যায় যে, সে সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন এবং তার অবস্থা এরূপ যে, তার স্বীকারোক্তি সিদ্ধ, তাহলে বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, যিনা কি বস্তু এবং কিভাবে তা হয়, আর কার সাথে তুমি যিনা করেছো এবং কোথায় করেছো ? কেননা এসব বিষয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। কোন কোন ফকীহ্ এর মতে কবে যিনা করেছে; তা জিজ্ঞাসা করা হবে না। কেননা সময়ের দীর্ঘসূত্রতা সাক্ষের জন্য প্রতিবন্ধক, কিন্তু স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। বিশুদ্ধতম মতানুসারে সময়ের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা হতে পারে সে তার সাথে নাবালিগ অবস্থায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং এ কথা সাব্যস্ত হবে যে, সে যিনাই করেছে তখন বিচারক তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, সে বিবাহিত কিনা ? যদি বলে যে, সে সধবা তখন বিচারক তাকে ইহ্সান কি জিনিস, তা জিজ্ঞাসা করবে। এরপর সে যদি তা শর্তসহ ঠিক ঠিকভাবে বলে দিতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে রজম করার হুকুম দেওয়া হবে (তাবয়ীন)। যদি ইকরারকারী ব্যক্তি বলে, আমি محصن (বিবাহিত) নই, কিন্তু সাক্ষিগণ বলে যে, সে মুহসান (বিবাহিত) তাহলেও রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি) তার প্রতি রজম তথা প্রস্তরাঘাত করার নির্দেশ দিবেন (মুহীত)।

৮. মাসআলা ঃ যিনাকারী ব্যক্তি যখন যিনার ইকরার করবে তখন তাকে এ মর্মে তালকীন করা মুস্তাহাব যে, হয়তো তুমি তাকে চুম্বন করেছো অথবা তাকে স্পর্শ করেছো অথবা সন্দেহজনিত কারণে তার সাথে সহবাস করেছো। 'আসল' গ্রন্থে এও উল্লেখ আছে যে, বিচারক তাকে বলবে, সম্ভবতঃ তুমি তাকে বিবাহ করেছো, অথবা সন্দেহস্থলে তুমি তার সাথে সঙ্গম করেছো। এ জাতীয় শব্দের মাধ্যমে তালকীন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে কোন উপায়ে তার থেকে হদ্দ প্রয়োগের এ বিষয়টি প্রতিহত হয়ে যায় (আল্ বাহ্রুর রায়িক)। চার ব্যক্তি কারো যিনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের পর সে নিজে যদি একবার তা স্বীকার করে নেয় তাহলেও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত (কাযী)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি যিনা সাব্যস্তের রায় ঘোষণার পর স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়। যদি যিনা সাব্যস্তের রায় প্রদানের আগে এই স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দিল। তাদের সাক্ষ্যের পর সে ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হওয়ার কথা প্রথমে স্বীকার করল এবং পরে আবার তা অস্বীকার করল। অবশ্য ইকরাবের সময় সে চারবার ইকরার করেনি, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। চারজন সাক্ষী কারো যিনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের পর যিনা সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা ঘোষণা করা হয়, তারপর উক্ত ব্যক্তি যদি চারজন যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (আল্ হাবী আল্ কুদসী)।

৯. মাসআলা ঃ যিনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার পর যদি উক্ত ব্যক্তি তার ইকরার থেকে সরে যায় তবে তা সহীহ্ হবে। ইমাম তাহাবী (র) এ মতটি গ্রহণ করেছেন (গিয়াসিয়্যা)। সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি যিনার ব্যাপারে স্বীয় স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে সাক্ষীদের সংখ্যা চারের কম হলেও তাদের উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাবে না (ইতাবিয়্যা)। যদি ইকরারকারী ব্যক্তি হদ্দ প্রয়োগের আগে অথবা হদ্দ প্রয়োগের মাঝামাঝি অবস্থাতে স্বীয় ইকরার থেকে ফিরে যায় তাহলে তার এ ফিরে যাওয়া গৃহীত হবে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে (হিদায়া)। রুজু (ইকরার থেকে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি) গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই সমান (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য এবং ইকরার দ্বারা যিনা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফতহুল কাদীর)।

১০. **মাসআলা ঃ** দণ্ড প্রয়োগের সময় যদি যিনাকারী ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং ফিরে না আসে তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করা হবে না। যদি যিনাকারী ব্যক্তি যিনা করার কথায় অবিচল থাকে কিন্তু احصان তথা বিবাহিত হওয়ার কথা থেকে ফিরে যায় তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই তাকে রজম না করে তার উপর দোর্‌রা প্রয়োগ করা হবে (ঈযাহ)। সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে কারো উপর হদ্দে যিনা সাব্যস্ত হয়েছে। চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত। এরপর তার উপর কিছু দণ্ড প্রয়োগ হলে সে পালিয়ে যায়। জল্লাদ লোক পাঠিয়ে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়ে আনে, তাহলে অবশিষ্ট দণ্ডসমূহও তার উপর প্রয়োগ করা হবে (মাবাসূত)। আর যদি কয়েক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে ধরে আনা হয় তাহলে তার থেকে হদ্দে যিনা রহিত হয়ে যাবে ('ইতাবিয়্যা)। যিনার ইকরার করার ব্যাপারে যিম্মী ও গোলাম উভয়ই আযাদ মুসলিম ব্যক্তির অনুরূপ বলে গণ্য হবে। চাই গোলাম তার মনীবের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হোক অথবা না হোক (মাবসূত)। যদি গোলাম যিনার ইকরার করে তবে এ অবস্থায় মুনীবের উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। তবে লোকজন যদি গোলামের উপর যিনার সাক্ষ্য দেয় তখন মুনীবের উপস্থিত থাকা শর্ত। কেননা এ অবস্থায় মুনীবের অধিকার আছে সাক্ষীদের উপর আপত্তি উত্থাপন করার (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

১১. **মাসআলা ঃ** অণ্ডকোষ কর্তিত (খাসী) ব্যক্তি যদি নিজে যিনার ইকরার করে অথবা সাক্ষিগণ যদি তার ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দেয় তবে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। ইন্নীন তথা পুরুষত্বহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অন্ধ ব্যক্তি যদি যিনার ব্যাপারে ইকরার করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি অন্ধ ব্যক্তি ইকরার করে যে, সে কোন পাগলিনীর সাথে যিনা করেছে অথবা এমন বালিকার সাথে যিনা করেছে যে সহবাস উপযুক্ত তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে কোন মহিলা যদি ইকরার করে যে, আমি এক পাগলের সাথে যিনা করেছি অথবা নাবালগের সাথে যিনা করেছি তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (ঈযাহ)। যদি কোন পুরুষ ইকরার করে যে, সে এমন মহিলার সাথে যিনা করেছে যাকে সে চিনে না তাহলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে সে যদি এ মর্মে ইকরার করে যে, সে অমুক মহিলার সাথে সহবাস করেছে অথচ সে নিখোঁজ (যার খবর নেই) তাহলেও সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতহুল কাদীর)। জামে সগীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি চারবার ইকরার করল যে, সে অমুক মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে; অথচ মহিলা বলছে যে, তুমি আমাকে বিবাহ করেছো অথবা কোন মহিলা চারবার ইকরার করে বলল যে, সে অমুক পুরুষের সাথে সঙ্গম করেছে; অথচ পুরুষ লোকটি বলছে যে, আমি তাকে বিবাহ করেছি, তাহলে তাদের কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে এ অবস্থায় পুরুষ লোকটির উপর মোহর ওয়াজিব হবে (মুহীত)। যিনা সংক্রান্ত কোন সংবাদ সম্পর্কে অবগত হওয়া দণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম সকলেই একমত। যদিও কিয়াস বিষয়টি ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার দাবী করে (কাফী)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হদ্দের বিবরণ এবং তা প্রয়োগের অবস্থা

১. **মাসআলা ঃ** যদি কারো উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং সে যদি বিবাহিত হয় তবে পাথর দ্বারা তাকে রজম করা হবে। যাতে সে এতে মারা যায়। এ জাতীয় ব্যক্তিকে শহর থেকে বাইরে কোন মাঠে-ময়দানে নিয়ে রজম করা হবে (হিদায়া)। উল্লেখ্য যে, রজমের জন্য যে احصان (ইহ্সান) প্রয়োজন, এর মর্ম হল, কোন আযাদ, জ্ঞানবান, বালিগ মুসলমান পুরুষের কোন আযাদ নারীকে সহীহ্ তরীকায় বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গত হওয়া এবং এই অবস্থায় তাদের উভয়ের বিদ্যমান থাকা[১] (কাফী)। সুতরাং যে খালওয়াত (বাধামুক্ত নির্জন বাস)-এর কারণে মোহর এবং ইদ্দত ওয়াজিব হয় এ জাতীয় খালওয়াত পাওয়া গেলেই পুরুষ ব্যক্তি محصن হতে পারবে না। এমনিভাবে বিবাহ যদি ফাসিদ তরীকায় সংঘটিত হয় তবে ক্ষেত্রেও সহবাসের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি محصن হিসাবে গণ্য হবে না। অনুরূপভাবে সহীহ্ বিবাহের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র সঙ্গমের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি محصن হিসাবে গণ্য হবে না, যদি সে তাকে বিবাহের আগে বলে থাকে যে, যদি আমি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি তালাক। কেননা এ অবস্থায় উক্ত মহিলা বিবাহের পর পরই তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। এরপর তার সাথে তার স্বামীর সঙ্গত হওয়ার বিষয়টি যিনা হিসাবে গণ্য হবে বটে। কিন্তু তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা আলিমগণের মতভেদের কারণে এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এমনিভাবে কোন মুসলমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান নারীকে সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গত হয় তবে এ অবস্থায়ও সে মুহসিন (محصن) বলে গণ্য হবে না (মাবসূত)।

২. **মাসআলা ঃ** দুখূল (دخول) তথা সহবাসের ক্ষেত্রে শর্ত হল, পুরুষের জননেন্দ্রিয় স্ত্রীর যোনিদ্বারে এমনভাবে ঢুকানো যাতে গোসল ওয়াজিব হয়। দুখূল তথা সহবাসের সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে ইহ্সানের সিফত (صفة احصان) পাওয়া যাওয়া শর্ত। সুতরাং যদি দুই مملوك (দাস স্বামী ও দাসী স্ত্রী)-এর মধ্যে গোলামীর অবস্থায় সহীহ্ বিবাহের ভিত্তিতে সঙ্গম (কর্ম) সংঘটিত হয়; এরপর তারা উভয়ে আযাদ হয়ে যায়, তাহলে তারা মুহসিন (محصن) ও মুহসানা (محصنة) হতে পারবে না। দুই কাফির পুরুষ-মহিলার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যদি আযাদ পুরুষ কোন দাসী, নাবালিগা বা পাগলিনীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গত হয় তবে এ অবস্থায়ও স্বামী মুহসিন বলে গণ্য হবে না। এইভাবে যদি মুসলিম ব্যক্তি কোন কিতাবী মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গত হয় তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি এ জাতীয় কোন ব্যক্তি হয়।[২] আর তার স্ত্রী আযাদ; জ্ঞানবতী, বালিগা মুসলিমা হয়; যেমন স্বামী- স্ত্রী উভয়ে কাফির ছিল। এরপর স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হওয়ার পূর্বেই স্ত্রী মুসলিমা হয়ে গেল। এরপর তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই

১. এইগুণে গুণান্বিত পুরুষকে محصن এবং মহিলাকে محصنة বলা হবে।
২. অর্থাৎ গোলাম নাবালিগ, পাগল বা কাফির ইত্যাদি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফির স্বামী তার সাথে সহবাস করল। এই সহবাসের কারণে মহিলা মুহসানা (محصنة) হবে না (কাফী)। স্বামী যদি ইসলাম গ্রহণের পর, আযাদ হওয়ার পর অথবা চৈতন্য উদয়ের পর নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে নেয় তবে এ অবস্থায় সে মুহসিন হয়ে যাবে। এই ইহ্সানের মধ্যে যিনা থেকে পবিত্র থাকা শর্ত নয় (মাবসূত ঃ সারখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ যদি মুসলমান স্বামীর অধীনে আযাদ মুসলিমা স্ত্রী থাকে এবং তারা উভয়ে মুহসিন এবং মুহসিনা হয়; এরপর তারা উভয়ে একত্রে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে তাদের ইহ্সান বাতিল হয়ে যাবে। এরপর যখন তারা আবার মুসলমান হবে তখন তাদের ইহ্সান আর ফিরে আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইসলাম গ্রহণের পর তার ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে (ফাতহুল কাবীর)। কেউ যদি হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার পর মুরতাদ হয়ে যায়, তারপর আবার মুসলমান হয় তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কিন্তু রজম করা হবে না। আর যদি তার উপর দোর্রা (বেত্রাঘাত) ওয়াজিব হয় (এবং সে মুরতাদ হয়ে পুনরায় মুসলমান হয়) তাহলে তার উপর দোর্রা প্রয়োগ করা যাবে না (ইতাবিয়্যা)। ইহ্সান (احصان) সাব্যস্ত হওয়ার পর যদি তা পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুনরায় সুস্থ হওয়ার পর ঐ ইহসান আবার ফিরে আসবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সুস্থ হয়ে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস না করা পর্যন্ত তা ফিরে আসবে না (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৪. মাসআলা ঃ ইকরার দ্বারা অথবা দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য দ্বারা অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা ইহ্সান সাব্যস্ত হয় (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যাবতীয় শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি স্ত্রী সহবাসের বিষয়টি অস্বীকার করে, এরপর যদি তার স্ত্রী এমন সময়ের ভেতর সন্তান প্রসব করে যে সময়ের ভেতরে তার থেকে সন্তান জন্মের ধারণা করা যায় তাহলে শরীআত কর্তৃক তাকে স্ত্রী সহবাসকারী বলে গণ্য করা হবে (তাবয়ীন)। ইহ্সানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি ধন-সম্পদের ব্যাপারেই সাক্ষী দেওয়ার অনুরূপই যা সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য (شهادة على الشهادة) দ্বারাও সাব্যস্ত হয় ঈযাহ্।[১] যদি যিনাকারী ব্যক্তি কোন যিম্মী ব্যক্তির মুসলমান গোলাম হয়, এরপর অপর দুই যিম্মী ব্যক্তি তার সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তার মুনীব তাকে যিনা করার পূর্বেই আযাদ করে দিয়েছে। এ অবস্থায় যদি তার মধ্যে ইহ্সানের যাবতীয় শর্তাবলী পাওয়া যায় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (কাফী)। যদি কোন ব্যক্তির দাসী এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে যে, সে এই ব্যক্তির দাসী, এরপর যদি তার মুনীব ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে। আর যদি পুরুষ লোকটি তার সাথে সহবাস করার আগেই সে তার দাসী হওয়ার ব্যাপারে ইকরার করে; তারপর সে তার সাথে যিনা করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার প্রতি রজম করা হবে না। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে ওয়ালী ছাড়াই বিবাহ করল, এরপর সে তার সাথে সহবাস করল। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, এ অবস্থায় তাদের কেউই মুহসিন মুহসানা হবে না। কেননা এই বিবাহ কোনভাবেই সহীহ্ নয়। কারণ এ ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, এমনিভাবে এ সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণিত রয়েছে তাতেও মতভেদ রয়েছে (মুহীত ঃ সারখ্সী)।

১. যেমন ইহ্সানের ব্যাপারে সাক্ষ্যদানকারী লোকেরা তাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে অপর লোকদের সাক্ষী রাখল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ বিচারকের জন্য বাঞ্ছনীয় হল সাক্ষীদের নিকট ইহ্সান কাকে বলে তা জিজ্ঞাসা করা। যদি তারা ইহ্সানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলে যে, সে এক আযাদ মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সাথে সহবাসও করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে "সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে" সাক্ষীদের এ কথা বলাই যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদি সাক্ষিগণ বলে যে, সে তাকে ধরেছে বা স্পর্শ করেছে, তাহলে কারো মতেই এ কথা যথেষ্ট হবে না। অবশ্য جامعها (সে তার সাথে জিমা' করেছ) বা باضعها (সে তার সাথে যৌন সম্ভোগ করেছে) বললে, তা যথেষ্ট হবে এবং এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। বাক্কালীতে আছে, যদি সাক্ষিগণ বলে যে, সে তার কারণে গোসল করেছে তবে এতেও যথেষ্ট হবে (মুহীত)। যদি সাক্ষিগণ বলে, اتاها (সে তার নিকট গমন করেছে) বা قربها (সে তার সাথে কুরবত করেছে)। মুনতাকা গ্রন্থে আছে, ইব্রাহীম (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে বাধামুক্তভাবে নির্জন-বাস করে। এরপর সে তাকে তালাক প্রদান করে, এ অবস্থায় স্বামী যদি বলে, আমি তার সাথে সহবাস করেছি এবং স্ত্রী বলে যে, সে আমার সাথে সহবাস করেনি, তাহলে স্বামী তার স্বীকারোক্তির কারণে মুহসিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু স্ত্রী তার অস্বীকার করার কারণে মুহসানা হবে না। অনুরূপভাবে স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয়, স্বামী বলে যে, সে আযাদ মুসলমান ছিল, আর স্ত্রী বলে যে, আমি তখন খৃস্টান ছিলাম তাহলে এক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি গুহ্যদ্বার দিয়ে তার সাথে সমকামিতা করে তবে এতে সে মুহসিন হিসাবে গণ্য হবে না (মুযমারাত)।

৬. মাসআলা ঃ রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি)-এর জন্য সমীচীন হল, তিনি সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিবেন যাতে তারা রজম তথা প্রস্তরাঘাত করার জন্য উপস্থিত হয়। শামানী উপস্থিত লোকদের জন্য সমীচীন হল, রজমের সময় নামাযের কাতারের ন্যায় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো। এরপর একদল লোক রজম করার পর তারা সরে যাবে, এরপর অন্য দল অগ্রসর হয়ে গিয়ে রজম করবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক ও আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যিনাকারী ব্যক্তির প্রতি যারা রজম করবে তাদের প্রত্যেকেই যদি রজমের সময় তাকে হত্যা করার ইরাদা রাখে তবে এতে তাদের কোন পাপ নেই। কিন্তু পাথর নিক্ষেপকারী ব্যক্তি যদি যিনাকারী ব্যক্তির রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় হয় তাহলে তার জন্য হত্যার নিয়্যতে এভাবে পাথর মারা মুস্তাহাব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ রজমের বিষয়টি যদি সাক্ষ্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় তাহলে রজমের কাজটি সাক্ষিগণ শুরু করবে, তারপর বিচারক, তারপর অপরাপর মানুষ। যদি সাক্ষিগণ রজম করতে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে তাহলে مشهود عليه (যার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে)-এর উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে এবং সাক্ষিগণের উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা সাক্ষ্য প্রদান থেকে তাদের বিরত থাকা সাক্ষ্য থেকে রুজু করার শামিল নয় (ফাতহুল কাদীর)। সাক্ষীদের থেকে একজনও যদি সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকে তবে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)। যদি সাক্ষীদের সকলেই মারা যায় কিংবা যদি তাদের কোন একজন মারা যায় তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে যদি সাক্ষীদের সকলেই উধাও হয়ে যায়

বা তাদের কোন একজন উধাও হয়ে যায় তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি সাক্ষিগণের সকলের মধ্যে বা তাদের একজনের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে সে বা তারা সাক্ষ্য দানের উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে তাহলে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যেমন তাদের কেউ মুরতাদ হয়ে গেল অথবা অন্ধ বা বোবা হয়ে গেল কিংবা ফাসিক হয়ে গেল বা অন্য কারো উপর যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হল। এসব অবস্থায় যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে, তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এসব অবস্থা হদ্দ সাব্যস্ত হওয়ার ফায়সালা প্রদানের আগে হোক বা পরে হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই, অবশ্য হদ্দ প্রয়োগের পূর্বে হতে হবে যদি সাক্ষীদের কারো উভয় হাত কর্তিত হয় অথবা এমন অসুস্থ হয় যে, সে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে সক্ষম নয় তাহলে তারা সকলে উপস্থিত হবে এবং তাদের উপস্থিতিতে বিচারক তার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে। যদি সাক্ষ্য প্রদানের পর সাক্ষীদের হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (ফাতহুল কাদীর)।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীদের মউত বা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণে হদ্দ বাতিল হয় না। আমরা এ মতটিই গ্রহণ করে থাকি (আল্ হাবী-আল্ কুদসী)। যদি যার ব্যাপারে যিনার সাক্ষী দেওয়া হয়েছে বিধি-মুতাবিক বিবাহিত না হয় তবে হাকিম শহীদ (র) কাফী নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মৃত্যু এবং অনুপস্থিতির অবস্থায় হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। এছাড়া বাকী অবস্থাসমূহে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে (গায়াতুল বয়ান)। ফকীহ্গণ এ ব্যাপারে একমত যে, রজম ছাড়া অন্যান্য হুদূদের ক্ষেত্রে সাক্ষী এবং বিচারক কর্তৃক প্রথমে দণ্ড প্রয়োগের সূচনা করা ওয়াজিব নয় (যখীরা)। বিচারক যদি উপস্থিত লোকদেরকে ব্যভিচারীর প্রতি প্রথমে রজম করার জন্য আদেশ করেন তবে তাদের প্রথমে রজম করা জাইয আছে; যদিও তারা সাক্ষ্যপ্রদানের বিষয়টি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেনি। ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বিচারক ফকীহ্ এবং ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে বিচারক যদি বিশ্বস্ত না হয়ে শুধুমাত্র ফকীহ্ হয় অথবা ফকীহ না হয়ে শুধুমাত্র বিশ্বস্ত হয় তাহলে আদায়ে শাহাদাতের বিষয়টি বাস্তবভাবে প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত তাদে জন্য রজম করা ঠিক হবে না (যহীরিয়্যা)। যদি যিনাকারী ব্যক্তি নিজেই যিনা করার ব্যাপারে ইকরার করে থাকে তাহলে তাকে রজম করার ক্ষেত্রে প্রথমে বিচারক রজম করবে, তারপর অপরাপর লোকেরা রজম করবে। এরপর তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হবে। তারপর তার সালাতে জানাযা আদায় করা হবে।

৯. মাসআলা ঃ যদি অপারাধী লোকটি মুহসিন (محصن) না হয় তবে তা তার হদ্দ হবে একশ' কোড়া। তবে শর্ত হল, যদি সে আযাদ ব্যক্তি হয়। আর যদি সে গোলাম হয় তবে তার হদ্দ হবে পঞ্চাশ কোড়া। বিচারক (বা তার প্রতিনিধির) নির্দেশে অপরাধীকে এমন কোড়া দ্বারা প্রহার করবে যাতে কোন গিরা থাকবে না এবং এমনভাবে প্রহার করবে যাতে তার শরীরে মধ্যম ধরনের চোট লাগে। এমন হবে না যে তার শরীর অত্যধিক জখম হয়ে যায় আর এমনও হবে না যে, চোট খুব হালকা হয়। হদ্দের ক্ষেত্রে শরীআত যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা লংঘন করা জাইয নেই (কাফী)। জ্ঞানবান এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হদ্দ প্রয়োগ করবে (ঈযাহ)। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা উভয়ই সমান। যদি পুরুষ ও মহিলা উভয়ই ইহ্সানের গুণে গুণান্বিত হয়

তাহলে উভয়কেই রজম করা হবে। আর যদি তাদের কেউই মুহসিন না হয় তাহলে তাদের উভয়কেই একশ' করে দোররা মারা হবে। যদি তাদের একজন মুহসিন হয় এবং অপরজন হয় গাইরে মুহসিন তাহলে যে মুহসিন তাকে রজম করা হবে। আর যে মুহসিন নয় তাকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে। এমনিভাবে যদি বিচারকের নিকট ইকরার বা সাক্ষ্য দ্বারা যিনা প্রকাশ পায় অর্থাৎ সাব্যস্ত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (ফাতহুল কাদীর)।

১০. মাসআলা ঃ হদ্দ ও তা'যীবের শাস্তিদানকালে পুরুষ ব্যক্তিকে একটি মাত্র ইযার পরিয়ে (প্রায় বিবস্ত্র করে) তদাবস্থায় তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। মদ্যপায়ীর সাজার ক্ষেত্রেও যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। কিন্তু হদ্দে কয্ফের ক্ষেত্রে অপরাধীকে বিবস্ত্র করা যাবে না। কিন্তু তার শরীরে তুলা বা চামড়ার কোন পোশাক থাকলে তা খুলে ফেলা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। মহিলাকে আদৌ বিবস্ত্র করা যাবে না। অবশ্য তার গায়ে তুলা বা চামড়ার পোশাক থাকলে তা খুলে ফেলা হবে (ইখতিয়ার শরহিল মুখতার)।

যদি মহিলার গায়ে এ জাতীয় পোশাক ছাড়া অন্য কোন জামা কাপড় না থাকে তাহলে তা খুলবে না (ইতারিয়্যা)। মহিলা অপরাধীকে বসিয়ে রজম করা হবে। যদি তাকে রজম করার জন্য গর্ত খনন করা হয় তবে তা জাইয আছে। আর যদি গর্ত খনন না করা হয় তবে তাতেও কোন দোষ নেই (ইখতিয়ার শরহিল মুখতার)। তবে গর্ত খনন করে রজম করাই ভাল। গর্ত খনন করা হলে সীনা পর্যন্ত গভীর গর্ত খনন করবে। আর পুরুষের জন্য গর্ত খনন করবে না। এটি যাহিরী রিওয়ায়েত (গায়াতুল বয়ান)। অপরাধী যদি পুরুষ হয় তবে তাকে যে কোন দণ্ডের ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দণ্ড প্রয়োগ করা হবে (ইখ্তিয়ারু শরহে মুখতার)।

১১. মাসআলা ঃ যত প্রকার দণ্ড (حدود) আছে এর কোনটি প্রয়োগের সময়ই মাদ (مد) করা যাবে না এবং অপরাধীকে ধরে বা বেঁধে নেওয়া যাবে না। বরং তাকে স্বাধীনভাবে দাঁড় করিয়ে তার উপর সাজা প্রয়োগ করা হবে। অবশ্য যদি সে লোকদেরকে অসুবিধায় ফেলতে পারে বলে আশংকা হয় সেক্ষেত্রে তাকে বেঁধে নেওয়া যাবে (মাবসূতঃ সারাখ্সী)। মাদ (مد) মানে হল, অপরাধী ব্যক্তিকে যমীনে শুয়িয়ে তাকে সটান করা যেমন বর্তমানে করা হয়ে থাকে। কোন কোন ফকীহ বলেন, মাদ মানে হল, কোড়া সটান করে প্রহারকারীর মাথার উপর সোজা উচিয়ে ধরা। কেউ কেউ বলেন, মাদ মানে হল, কষাঘাত করার পর চাবুকটি পিঠের উপর দিয়ে টেনে আনা। মাদ (مد) এর যে মর্মই ধরা হোক এর কোনটাই করা যাবে না। কেননা এটি তার প্রাপ্য সাজা থেকে অতিরিক্ত (হিদায়া)।

১২. মাসআলা ঃ বেত্রাঘাতের মাধ্যমে সাজা প্রয়োগ করা হলে এর নিয়ম হল ঃ মুখমণ্ডল, লজ্জাস্থান এবং মাথা ব্যতীত শরীরের সর্বস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কোড়া দ্বারা প্রহার করবে (ইতারিয়্যা)। কোন মুহসিন অপরাধীকে সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে কোড়া ও রজম উভয়টি একত্রিত করা যাবে না। এমনিভাবে কোন কুমারী মহিলার ক্ষেত্রে কোড়া এবং দেশান্তরিত করা এই দুই সাজাকে একত্রে কার্যকরী করা যাবে না। যদি বিচারক ভাল মনে করেন তাহলে তিনি তাকে যতদিনের জন্য ভাল মনে করবেন ততদিনের জন্য দেশান্তরিত করে রাখতে পারবেন। এ শাস্তি তা'যীর এবং শাসন হিসাবে গণ্য হবে। হদ্দ হিসাবে গণ্য হবে না এবং এ সাজা যিনার সাথেও

pdf By Syed Mostafa Sakib

খাস নয়। বরং সর্বপ্রকার অপরাধের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে এবং এটি বিচারকের বরাবরের উপর নির্ভরশীল হবে (কাফী)। নিহায়া গ্রন্থে تغريب (তাগরীব) দেশান্তরিত শব্দের ব্যাখ্যায় حبس (হাবস) বন্দী শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুমারী মহিলাকে দেশান্তরিত না করে কয়েদ খানায় বন্দী করে রাখবে। কেননা অন্য দেশে নির্বাসিত করে ফিতনাকে সংক্রামিত করার চেয়ে তাকে নিজ দেশে বন্দী করে রাখা অনেক ভাল। এতে ফিতনা নিজ দেশেই অবদমিত হয়ে থাকবে (আল্ বাহরুর রায়িক তাবয়ীন)।

১৩. মাসআলা ঃ যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং হদ্দ যদি রজম হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ তার উপর প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু হদ্দ যদি বেত্রাঘাত (জাতীয়) হয় তাহলে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাকে বেত্রাঘাত করা যাবে না। অবশ্য রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার বাঁচার আশা করা যায় না তাহলে তখনই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (যহীরিয়্যা)। আর যদি রোগের অবস্থা এমন হয় তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নেই, যেমন সে সাল (سل) ফুসফুসের ক্ষত রোগে আক্রান্ত অথবা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ তাহলে খেজুরে একশ'টি গুচ্ছ একত্রে বেঁধে এর দ্বারা তাকে একবার আঘাত করবে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি গুচ্ছের আঘাত তার শরীরে লাগে। এজন্য উচিত মুঠি বাঁধার সময় এগুলোকে ছড়িয়ে বাঁধা (ফাতহুল কাদীর)। নিফাস ওয়ালী মহিলার হুকুম হদ্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুস্থ মহিলার হুকুমের অনুরূপ। আর হাইযওয়ালী মহিলার হুকুম সুস্থ মহিলার হুকুমের অনুরূপ অর্থাৎ হাইযওয়ালী মহিলার উপর তৎক্ষণাৎ হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। হাইয মুক্ত হওয়ার অপেক্ষা করতে হবে না (যহীরিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ গর্ভবতী মহিলা যিনা করলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গর্ভবতী অবস্থায় তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। চাই তার হদ্দ রজম হোক বা দোররা মারা হদ্দ হোক। যদি উক্ত মহিলার যিনার বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয় তবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। এরপর যখন সন্তান প্রসবিত হবে তখন যদি দেখা যায় যে, সে মুহসানা ছিল তাহলে সন্তান প্রসবের পরই তাকে রজম করা হবে। এটি যাহিরী রিওয়ায়েত। আর সে যদি মুহসানা না হয় তবে তার হদ্দ স্থগিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত না সে নিফাসমুক্ত না হয়। এরপর সে যখন নিফাস মুক্ত হবে তখন তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (গায়াতুল বয়ান)। আর ঐ যিনাকারী মহিলার হদ্দ যদি ইকরারের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় তবে তাকে বন্দী করা যাবে না। বরং তাকে বলা হবে, সন্তান প্রসবের পর তুমি আবার আসবে। এরপর সন্তান প্রসবের পর সে যখন উপস্থিত হবে তখন তার উপর রজম করা হবে। যদি তার সেই দুগ্ধ পোষ্য সন্তানটি প্রতিপালনের লোক পাওয়া যায়। আর যদি সে ধরনের কোন লোক না পাওয়া যায় তাহলে ঐ মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগের বিষয়টি বাচ্চার দুধ পানের সময় পর্যন্ত মুলতবী থাকবে (যহীরিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষিগণ কোন মহিলা যিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দেয় এবং সে বলে যে, আমি গর্ভবতী, তাহলে তার কথা কবুল হবে না। বরং মহিলাদের দ্বারা তাকে পরীক্ষা করাতে হবে। যদি মহিলারা বলে, সত্যিই সে গর্ভবতী তাহলে তাকে দুই বছর পর্যন্ত সময়

দেওয়া হবে। যদি এ সময়ের মধ্যে তার কোন সন্তান না হয় তাহলে তাকে রজম করা হবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি সাক্ষিগণ কোন মহিলা যিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দেয় এবং মহিলা বলে যে, আমি عذراء অর্থাৎ আমার সতীচ্ছেদ এখনো বহাল আছে অথবা বলে যে, আমি رتقاء অর্থাৎ আমার যোনিদ্বারে গোশত বেড়ে যাওয়ার কারণে আমি সহবাসে অনুপযুক্ত তাহলে মহিলাদের দ্বারা তাকে পরীক্ষা করানো হবে। যদি তারা বলে যে, হ্যাঁ, সে এমনই তাহলে তার উপর থেকে হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যৌনাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। মহিলা عذراء এবং رتقاء কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহিলাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে এবং এক্ষেত্রে একজন মহিলার কথাই যথেষ্ট হবে। ফাতাওয়ায়ে আলওয়ালজিয়্যা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দুই মহিলা কর্তৃক পরীক্ষা করে দেখাতে অধিক সতর্কতা রয়েছে (গায়াতুল বয়ান)। মুনীব রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে তার নিজ গোলামের উপর হদ্দ প্রয়োগ করতে পারবে না (হিদায়া)। প্রচণ্ড গরম ও প্রচণ্ড শীতের দিনে হদ্দ কায়েম করা যাবে না (তাতার খানিয়্যা)। এমনিভাবে প্রচণ্ড গরম ও প্রচণ্ড শীতের দিনে হাতও কর্তন করা যাবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কোন ব্যক্তি যদি অশ্লীল কাজ করার পর তাওবা করে এবং আল্লাহ্র দিকে রুজু করে তাহলে সে এ অবাঞ্ছিত কাজের কথা বিচারকের নিকট প্রকাশ করবে না (যহীরিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যে সঙ্গমের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় এবং যে সঙ্গমের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় না

১. মাসআলা ঃ সে সঙ্গমের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় তা হচ্ছে যিনা (কাফী)। অর্থাৎ যে কাজ একান্তই হারাম তাতেই কেবল হদ্দ ওয়াজিব হয়। আর যাতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে তাতে হদ্দ ওয়াজিব হয় না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। শোবাহ (شبهه) হল, যে বস্তুটি আছে বলে সন্দেহ হয়, অথচ বাস্তবে এটি নেই। এই শোবাহ কয়েক প্রকার। (১) شبهة فى الفعل (কাজের মধ্যে সন্দেহে)। একে الاشتباه شبهة (সন্দেহের ব্যাপারে সন্দেহ) ও বলা হয়। এর ধরন হল, গাইরে দলীলে হালাল হওয়াকে দলীল মনে করা। ইহা এমন ব্যক্তি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যার উপর এটি সন্দেহপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু যার উপর এ জাতীয় সন্দেহ হয় না তার উপর প্রযোজ্য হবে না। সন্দেহ প্রমাণিত হওয়ার জন্য ظن (ধারণা) থাকা আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি দাবী করে যে, আমার ধারণা (ظن) ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর যদি এরূপ দাবী না করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। (২) شبهة فى المحل (মহল তথা স্থান বা ক্ষেত্রের মধ্যে সন্দেহ)। একে شبهة حكمية (শোবাহয়ে হুক্‌মিয়্যা) ও বলা হয়। এর সূরত হল, যেমন কোন মহল বা ক্ষেত্র হালাল হওয়ার দলীল আছে কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকার কারণে এর উপর আমল করা যাচ্ছে না। এটি সকলের ক্ষেত্রেই সন্দেহ পূর্ণ বিষয় হিসাবে গণ্য। অপরাধী ব্যক্তির ধারণা (ظن) এবং তার হালাল হওয়ার দাবীর উপর এ জাতীয় সন্দেহ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি নির্ভরশীল নয়। উপরে সন্দেহের যে দুই প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় অবস্থাতেই হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় বাচ্চার নসব সাব্যস্ত হবে যদি সে (পিতা) বাচচার দাবী করে। কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থায় দাবী করলেও সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় মোহরে মিসাল (مهر المثل) ওয়াজিব হবে। (৩) شبهة فى العقد ও (আক্‌দের মধ্যে সন্দেহ)। সুতরাং যেখানেই আক্‌দ পাওয়া যাবে চাই তা হালাল হোক বা হারাম হোক, (হারাম হওয়া অবস্থায় এমন হারাম হোক যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত কিংবা ফকীহ্‌দের মতভেদ আছে। আর চাই সঙ্গমকারী ব্যক্তি হারাম হওয়ার কথাটি স্পষ্ট জানুক বা না জানুক, এসবের কোন অবস্থাতেই ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি এমন প্রক্রিয়ায় তাকে বিবাহ করে যে বিবাহের হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ সকলেই একমত যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, এ অবস্থায় অপরাধী ব্যক্তি যদি এর হারাম হওয়ার কথাটি স্পষ্টভাবে জানে, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। অন্যথায় হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ ইমাম ইসবীজাবী (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি শোবাহ তথা সন্দেহের দাবী এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী প্রমাণও পেশ করে তাহলে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় শুধু দাবীর ভিত্তিতেও হদ্দ রহিত হয়ে যায়। ইকরাহ অর্থাৎ জবরদস্তির দাবীর কারণে হদ্দ বাতিল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী প্রমাণ প্রমাণিত হবে (আল্ বাহরুর রায়িক)। যদি তিন তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর সাথে তার ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গম করা হয় তবে এটি شبهة فى الفعل (কর্মের ব্যাপারে শোবাহ)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তাকে রুজু করে নেওয়া হয় এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার সাথে সঙ্গম করা হয় তাহলে ইমামদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি মুনীব তার উম্মে ওয়ালাদ (দাসী)-কে আযাদ করে দেয় অথবা স্বামী যদি তার স্ত্রীর সাথে খুলা করে অথবা স্বামী যদি স্ত্রীকে মালের উপর তালাক দেয় তবে তার সাথে ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গম করা তিন তালাক প্রদত্ত মহিলার সাথে ইদ্দতের মধ্যে সঙ্গম করার অনুরূপই। কেননা এসব অবস্থায় হুরমত (হারাম হওয়া) সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। যদি কেউ নিজের পিতা মাতার দাসীর সাথে সঙ্গম করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (কাফী)। নিজের দাদা দাদী বা তদূর্ধ্ব কারো কারো দাসীর সাথে সঙ্গম করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)। এমনিভাবে নিজের স্ত্রীর দাসী বা নিজের মুনীবের দাসীর সাথে সঙ্গম করলেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে কিতাবুল হুদূদের এক রিওয়ায়েত অনুসারে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (কাফী)। এটিই পসন্দনীয় অভিমত (তাবয়ীন)। বন্ধকী বস্তু কেউ যদি আরিয়ত হিসাবে গ্রহণ করে তবে তার ক্ষেত্রেও বন্ধক গ্রহীতার হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ যদি অভিযুক্ত পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্য হতে কোন একজন তা ধারণার (ظن) দাবী করে এবং অপরজন অদ্রূপ দাবী না করে তবে তাদের প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা উভয়ে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করবে যে, আমরা এর হুরমত সম্পর্কে অবহিত ছিলাম (কাফী)। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন উপস্থিত এবং অপরজন অনুপস্থিত থাকে এবং উপস্থিত জন বলে যে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম ছিল, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। কেউ যদি নিজের ভাই বা চাচার দাসীর সাথে সঙ্গম করে বলে যে, আমার ধারণ ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে সন্তানের দাবী ব্যতীত যত মাহ্‌রাম আত্মীয় আছে সকলের দাসীর ক্ষেত্রেই এই হুকুম প্রযোজ্য হবে (কাফী)। স্বামী যদি তার স্ত্রীর কোন মাহরাম আত্মীয়ের দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। কেউ যদি ধার নেওয়া দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে, যদিও সে বলে আমার ধারণা ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)। এমনিভাবে খিদমতের জন্য ইজারা (ভাড়া) নেওয়া দাসী বা অদীআতের (আমানতের) দাসীর সাথে কেউ যদি সঙ্গম করে তাহলে তার ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস্ সিরাজুল

ওয়াহ্হাজ)। যদি কোন ব্যক্তি নিজ পিতা বা দাদার স্ত্রীর সাথে[১] ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে বলে যে, আমার ধারণা ছিল যে, সে আমার জন্য হালাল ছিল তাহলে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন মহিলা যদি তার দাসিকে নিজের সাথে সঙ্গম করার সুযোগ দেয় তাহলে ঐ মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে ঋণদাতা ব্যক্তি যদি ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (ইতারিয়্যা)।

৪. মাসআলা ঃ شبهة فى المحل মহল, ক্ষেত্র বা স্থানের ব্যাপারে সন্দেহের সূরত হলঃ যেমন কেউ নিজের পুত্রের দাসীর সাথে অথবা পুত্রের পুত্রের দাসীর সাথে সহবাস করল (কাফী)। চাই তার পুত্র জীবিত থাকুক বা মারা যাক (ইতারিয়্যা)। এরপর সে দাসী যদি গর্ভবতী হয়ে যায় এবং বাচ্চা পয়দা হয় তাহলে পিতার থেকে ঐ সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তার উপর উকর[২] (عقر) ওয়াজিব হবে না। আর উক্ত সঙ্গমের ফলে সে যদি গর্ভবতী না হয় তবে পিতার উপর উকর ওয়াজিব হবে। তবে ঐ দাসীর মধ্যে পিতা মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। দাদাও পিতার মতই। কিন্তু পিতার বর্তমানে দাদার থেকে নসব সাব্যস্ত হবে না। কিনায়া শব্দের দ্বারা যে মহিলাকে তালাক দেওয়া হয়েছে তার ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী তার সাথে সঙ্গম করলে অথবা বিক্রিত দাসীকে হস্তান্তর করার পূর্বে বিক্রেতা তার সাথে সঙ্গম করলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (কাফী)। এমনিভাবে মুকাতাব গোলামের দাসীর সাথে মুনীব সঙ্গম করলে, অথবা ব্যবসা বাণিজ্য করার ব্যাপারে অনুমতি প্রদত্ত গোলামের দাসীর সাথে মুনীব সঙ্গম করলে যার উপর এমন কর্জ রয়েছে যাতে সে নিজে ও তার মাল সব কিছু দায়বদ্ধ অথবা যে দাসীকে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তাকে স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করার পূর্বে তার সাথে স্বামী সঙ্গম করলে অথবা শরিকী দাসীর সাথে সঙ্গম করলে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ সঙ্গমকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (তারয়ীন)।

৫. মাসআলা ঃ যদি দুই শরীকের মধ্যে ইজমালী কোন দাসীকে শরীকদের একজনে আযাদ করে দেয় এবং সে অপর শরীকের পাওনার ব্যাপারে যামিন হয়, এরপর সে নিজে তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু যদি দ্বিতীয় শরীক ব্যক্তি তার সাথে সঙ্গম করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় শরীকের পাওনা পরিশোধ করার জন্য যদি দাসী নিজেই চেষ্ট করে, এ অবস্থায় আযাদকারী ব্যক্তি যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি দ্বিতীয় শরীক তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (খাযানাতুল-মুফতিয়্যীন)। যদি পুরা দাসী এক ব্যক্তির হয় এবং সে এর অর্ধাংশ আযাদ করে দেয়, এরপর সে তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে কোন ইমামের মতেই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (মুহীত)। সঙ্গম করা অবস্থায়ই কেউ

১. অর্থাৎ বিমাতা বা পিতার বিমাতা।

২. উকর অর্থ সঙ্গমের পারিশ্রমিক। এর পরিমাণ হল মোহরে মিসিলের এক-দশমাংশ। যিনা যদি এমন হয় যে, এর কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় না। যেমন কেউ সন্দেহের ভিত্তিতে কারো সাথে সঙ্গম করল তবে এ অবস্থায় উকর ওয়াজিব হয়।

যদি নিজ দাসীকে আযাদ করে দেয়, তারপর তার থেকে পৃথক হয়ে যায়, এরপর ঐ স্থানে এসেই আবার যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

৬. মাসআলা ঃ যদি স্ত্রী মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কারণে (নাউযুবিল্লাহ্) তার স্বামীর জন্য সে হারাম হয়ে যায় অথবা স্ত্রীর মা বা কন্যার সাথে সঙ্গমের কারণে স্ত্রী যদি তার জন্য হারাম হয়ে যায় অথবা স্বামীর ছেলেকে নিজের সাথে সঙ্গমের সুযোগ দানের কারণে স্ত্রী যদি তার উপর হারাম হয়ে যায়। এরপর সে যদি তার সাথে সহবাস করে এবং আমি জনতাম যে, সে আমার জন্য হারাম ছিল তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি একই আকদে পাঁচ মহিলাকে বিবাহ করে অথবা চার স্ত্রী থাকা অবস্থায় অপর একজনকে বিবাহ করে অথবা নিজ স্ত্রীর ভগ্নি বা মাকে বিবাহ করে এবং এরপর তাদের কারো সাথে সহবাস করে এবং বলে যে, আমি জানতাম যে, এদের সাথে সহবাস করা আমার জন্য হারাম ছিল অথবা কেউ কোন মহিলাকে মুতআ বিবাহ কর তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে সঙ্গমকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদি সে বলে যে, আমি জানতাম যে, এ মহিলা আমার জন্য হারাম ছিল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। গনীমত হিসাবে প্রাপ্ত দাসী দারুল হারব হতে দারুল ইসলামে আসার পর বণ্টনের আগেই কোন মুজাহিদ যদি তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদিও ঐ যোদ্ধা বলে যে, আমি জানতাম যে, সে মহিলা আমার জন্য হারাম ছিল। এমনিভাব সে যদি দারুল হারবেও অনুরূপ কাজ করে থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৭. মাসআলা ঃ شبهة فى العقد (আকদের ব্যাপারে সন্দেহ) এর সূরত হলঃ যেমন কেউ তার মাহরাম আত্মীয়কে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গম করল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু হুরমতের বিষয়টি যদি তার জানা থাকে তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর সাহিবাইনের মতে যদি হুরমতের বিষয়টি তার জানা থাকে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর না জানা থাকলে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (কাফী)। ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতাওয়া (মুযমারাত)। ইমাম ইসবীজাবী (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতটি বিশুদ্ধ (আন্ নাহ্রুল ফায়িক)। কেউ যদি অপরের স্ত্রী অথবা নিজের ইদ্দত পালন রত স্ত্রী অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে তবে বিবাহের পর তারা তার মাহরাম মহিলার মত হিসাবে গণ্য হবে। বিবাহ যদি বিতর্কিত হয় যেমন কেউ সাক্ষী ছাড়া বা ওয়ালী ব্যতিরেকে বিবাহ করল তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা প্রত্যেক ইমামের মতেই এতে সন্দেহ বিদ্যমান আছে। এমনিভাবে কেউ যদি আযাদ স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দাসী মহিলাকে অথবা কোন অগ্নিপূজক মহিলাকে বিবাহ করে অথবা দাসীকে দাসীর মুনীবের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে অথবা কোন দাস যদি তার মুনীবের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে তাহলে ইমামগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ বিবাহ বা মালিকানার ভিত্তিতে কারো সাথে সঙ্গম জাইয হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন কারণে তা যদি হারাম হয়ে যায় তাহলে এতেও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যেমন মহিলা হাইয বা নিফাসওয়ালী কিংবা রোযাদার অথবা ইহ্‌রামের অবস্থায় আছে অথবা সন্দেহের ভিত্তিতে তার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে অথবা সে এমন মহিলা যার সাথে সে যিহার বা ঈলা করেছে। কাজেই এসব অবস্থায় সহবাস করার কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে কারো নিজের মালিকানাধীন দাসী যদি দুগ্ধপান বা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম হয়ে যায় অথবা ঐ দাসীর কোন মাহরাম আত্মীয় যদি ঐ পুরুষের বিবাহাধীনে থাকে অথবা স্বয়ং ঐ দাসী হচ্ছে অগ্নিপূজারী বা মুরতাদ তাহলে এদের সাথে সঙ্গম করলেও সঙ্গমকারী পুরুষের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদিও সে হুরমত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকে (মুহীত)। যদি কেউ কোন মহিলা এ মর্মে ইজারা স্বরূপ গ্রহণ করে যে, সে তার সাথে যিনা করবে বা সঙ্গম করবে অথবা কেউ মহিলাকে বলল, তুমি দিরহাম (টাকা) গুলো গ্রহণ কর, বিনিময়ে আমি তোমার সাথে সঙ্গম করব অথবা বলল, তুমি আমাকে তোমার নিজের উপর এই পরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে সুযোগ দান করবে, এরপর উক্ত মহিলা তার কথা মঞ্জুর করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। "আন নযম" গ্রন্থে অতিরিক্ত একথাও বর্ণিত আছে যে, এরূপ মহিলাকে মোহরে মিসাল প্রদান করতে হবে। এইরূপ পুরুষ ও মহিলা উভয়কে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং তাদের উভয়কে তাওবা না করা পর্যন্ত বাঁদী করে রাখা হবে। কিন্তু সাহিবাইন বলেন, তাদের উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যেমন কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে শর্ত ছাড়া কিছু মাল দেয় এবং পরে তার সাথে সঙ্গম করে তবে তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অপরাধী পুরুষ যদি কোন মহিলাকে বলে যে, আমি তোমার থেকে تمتع তথা ফায়দা ভোগ করবো তাহলে এক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে متعه (ফায়দা হাসিল করা) কোন নারীকে ব্যবহার করার বৈধতার উপায় হিসাবে স্বীকৃত ছিল। কাজেই এখানে شبهه (সন্দেহ) থেকে যায় (তামারতাশী)। যদি কেউ কোন মহিলাকে বলে, আমি তোমাকে এই পরিমাণ মোহর দিতেছি, বিনিময়ে আমি তোমার সাথে যিনা করবো তাহলে এক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব হবে না (কাফী)।

৯. মাসআলা ঃ কারো দাসী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জিবায়েত করে অর্থাৎ কাউকে হত্যা করে, এরপর নিহত ব্যক্তি ওয়ালী যদি তার সাথে যিনা করে তবে কোন ইমামের মতেই তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর যদি ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে এরপর নিহত ব্যক্তির ওয়ালী যদি তার সাথে যিনা করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। চাই দাসীর মালিক ঐ দাসীকে হস্তান্তর করে দেওয়া ইখতিয়ার করুক কিংবা তার বিনিময়ে রক্তপণ পরিশোধ করা ইখতিয়ার করুক। পক্ষান্তরে সাহিবাইন বলেন, মুনীব যদি তাকে হস্তান্তর করে দেওয়া ইখতিয়ার করে তবে যিনাকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর সে যদি তার বিনিময়ে রক্তপণ পরিশোধ করে দেয় তবে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। যদি কোন ব্যক্তি কোন বেগানা মহিলাকে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করে অথবা সে যদি কামোদ্দীপনার সাথে তার লজ্জাস্থানের প্রতি নযর করে, এরপর ঐ মহিলার মা কিংবা তার কন্যাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করে তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে

যদিও পরে সে এ কথা বলে যে, আমি জানি যে, সে আমার জন্য হারাম ছিল। আর এই সঙ্গমের কারণে তার ইহ্‌সান বাতিল হবে না। কাজেই যদি কেউ তার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে তবে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১০. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর মাকে অথবা কন্যাকে[১] চুম্বন করে অথবা স্ত্রী যদি স্বামীর পুত্রকে অথবা স্বামীর পিতাকে চুম্বন করে এবং এ কারণে সে স্বামীর উপর হারাম হয়ে যায়, এরপর স্বামী যদি তার সাথে সঙ্গম করে তবে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদিও সে বলে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছিল (তাতার খানিয়্যা)। "আসল" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বোবা ব্যক্তি হদ্দে যিনা এবং অন্য কোন হুদূদের আওতায় আসবে না। যদিও সে ইশারা বা লেখার মাধ্যমে এ ব্যাপারে নিজরে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে অথবা সাক্ষিগণ এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। কোন ব্যক্তি কখনো পাগল এবং কখনো সুস্থ, এ জাতীয় ব্যক্তি যদি সুস্থ অবস্থায় যিনা করে তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। যদি সে বলে, আমি পাগল অবস্থায় যিনা করেছি, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ হবে না। যেমন বালিগ ব্যক্তি যদি বলে, আমি নাবালিগ অবস্থায় যিনা করেছি তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দারুল হরবে (শত্রু কবলিত দেশে) অথবা বিদ্রোহীদের রাষ্ট্রে যদি যিনা করে এবং এরপর দারুল ইসলামে আসে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না (হিদায়া)। যদি কোন দল (سرية) দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং এরপর তাদের কোন এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না। এমনিভাবে সেনাপতিও তার উপর হদ্দ বা কিসাস জারী করতে পারবে না (কাফী)। আর যদি খলীফা নিজে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন বা শহরের আমীর সৈন্যদের সাথে জিহাদে শরীক হোন যারা নিজেদের দেশেও অপরাধীদের উপর হদ্দ জারী করতেন তাহলে তারা দারুল হারবেও হদ্দ জারী করতে পারবেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে। যদি অপরাধী ব্যক্তি সৈন্যদের সাথে থেকে এ কাজ করে থাকে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি দারুল হারবের লোকদের সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং এরপর এ কাজ করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। মাশায়িখে কিরাম বলেন, শহরের আমীর তখনই অভিযুক্ত কোন সৈন্যের উপর হদ্দ জারী করতে পারবেন, যদি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে যাওয়ার কোনরূপ আশংকা না থাকে। পক্ষান্তরে যদি মুরতাদ হয়ে কাফিরদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে না আসা পর্যন্ত তিনি তার উপর হদ্দ জারী করবেন না (যহীরিয়্যা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি এমন কোন হারবী মহিলার সাথে যিনা করে যে দারুল ইসলামে আমান (নিরাপত্তা ভিসা) নিয়ে এসেছে তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ যিম্মী ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (গিয়াসিয়্যা)। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান পুরুষ ও তার সাথে যিনা করে তবে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে

১. অর্থাৎ পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত কন্যা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে আমান তথা নিরাপত্তা প্রাপ্ত কোন পুরুষ ও মহিলার উপর কোন হদ্দই প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু হদ্দে কযফ তথা অপবাদ জনিত হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। যদি কোন মুসলিম বা যিম্মী মহিলা কোন হারবী পুরুষকে নিজের সাথে অপকর্ম করার সুযোগ প্রদান করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুসলিম এবং যিম্মী মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর তাদের সকলের উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ইতাবিয়্যা)। কোন যিম্মী ব্যক্তি যদি যিনা করার পর মুসলমান হয়ে যায় এবং তার এ যিনা যদি তার নিজের স্বীকারোক্তি বা মুসলমান সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় তাহলে তার উপর হতে হদ্দ অপসারিত হবে না। আর যদি যিম্মীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় এবং এরপর সে মুসলমান হয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (আল্ বাহরুর রায়িক)। যদি কোন সুস্থ কোন পাগলিনীর অথবা এমন কোন না বালিগার সাথে সহবাস করে যে সহবাসের উপযুক্ত তাহলে শুধুমাত্র পুরুষ লোকটির উপর হদ্দ জারী করা হবে। এ মাসআলাটি ইজমা দ্বারা প্রমাণিত (হিদায়া)। এমনিভাবে কোন পুরুষ যদি ঘুমন্ত কোন মহিলার সাথে সহবাস করে তবে তার উপরও হদ্দ জারী করা হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন বালক বা পাগল যদি কোন জ্ঞানবান মহিলার সাথে সঙ্গম করে এবং সে মহিলা যদি স্বেচ্ছায় তাকে এ কাজের সুযোগ দান করে তবে বালক ও পাগলের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এতে কারোই কোন দ্বিমত নেই। তবে মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে কিনা এ সম্বন্ধে উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, তার উপরন্ত হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কোন বালক যদি কোন বালিকার সাথে যিনা করে তবে তাদের কারো উপরই কোন হদ্দ জারী করা যাবে না। অবশ্য বালকের উপর মোহর ওয়াজিব হবে। কোন বালক যদি যিনার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় নিজের স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে তার স্বীকারোক্তির কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কোন বালক যদি কোন বালিগা মহিলার সাথে জোরপূর্বক যিনা করে এবং এতে তার কুমারিত্ব ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সে তার মোহরের যিম্মাদর হবে। আর যদি উক্ত মহিলা এই কাজে স্বেচ্ছায় রাযী থকে তবে বালক মোহরের যিম্মাদার হবে না। যদি নাবলিগা কন্যা কোন বালককে নিজের কাছে ডেকে আনে এবং সে তার সাথে যিনা করে আর এতে তার কুমারিত্ব ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার উপর মোহর ওয়াজিব হবে। যদি কোন দাসী কোন বালককে ডেকে আনে এবং তার সাথে যিনা করে তবে এ অবস্থায়ও সে তার মোহরের যিম্মাদার হবে। (যখীরা)। যদি মহিলা ঘুমন্ত কোন পুরুষকে নিজের সাথে যিনা করার সুযোগ প্রদান করে তাহলে তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৪. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তিকে যিনা করার জন্য বাদশাহ চাপ প্রয়োগ করে এবং এতে সে বাধ্য হয়ে যিনা করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রথমতঃ এ কথা বলতেন যে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু পরে তিনি এ মত প্রত্যাহার করেন এবং বলেন যে, তার উপর প্রয়োগ করা যাবে না। যদি বাদশাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি কাউকে যিনা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (ফাতহুল কাবীর)। এর উপরই

ফাতওয়া (আস্ সিরাজিয়্যা)। যদি যিনা করার জন্য কোন মহিলার প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং বাধ্য হয়ে এ কাজের সুযোগ দিয়ে দেয় তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। জবরদস্তি বা চাপ প্রয়োগ করার অর্থ হল ঃ প্রবিষ্ট করার সময় পর্যন্ত জবরদস্তি বা মাজবূর করা। পক্ষান্তরে যদি কোন মহিলার প্রতি জোর-জবরদস্তি করা হয় এবং বাধ্য হয়ে সে শুয়ে যায়, এরপর সে স্বেচ্ছায় তার সাথে অপকর্ম করার জন্য তাকে সুযোগ দেয় তবে তা সামগ্রিকভাবেই স্বেচ্ছায় সুযোগ দেয়ার অনুরূপ বলে গণ্য হবে (খাযানাতুল ফাতওয়া)। কোন পুরুষকে যিনা করার ব্যাপারে বাধ্য করার পর সে যদি স্বতঃস্ফূর্ত সম্মত কোন মহিলার সাথে যিনা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ঐ স্বতঃস্ফূর্ত মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৫. মাসআলা ঃ এক্ষেত্রে মূলনীতি হল ঃ যদি দুই যিনাকারী হতে সন্দেহের কারণে কোন একজনের উপর থেকে হদ্দ বাতিল হয়ে যায় তাহলে শিরকত জনিত কারণে দ্বিতীয়জন থেকেও হদ্দ মওকূফ হয়ে যাবে। যেমন যদি দু'জনের একজনে বিবাহের দাবী করে এবং অপর জনে তা অস্বীকার করে তাহলে তাদের দু'জন থেকেই হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যদি কসূর (قصور) বা ত্রুটির কারণে হদ্দ রহিত হয় এবং এ ত্রুটি যদি মহিলার দিক থেকে হয় তাহলে এ হদ্দ মহিলার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে, কিন্তু পুরুষের উপর থেকে রহিত হবে না। যেমন এমন নাবালিগা যার সাথে সহবাস করা যায় বা পাগলিনী অথবা মাজবূর (যার উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে) অথবা ঘুমন্ত কোন মহিলার সাথে যদি সহবাস করা হয় তবে মহিলার উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পুরুষের উপর থেকে হদ্দ রহিত হবে না। আর কসূর বা ত্রুটি যদি পুরুষের পক্ষ থেকে প্রতীয়মান হয় তবে হদ্দ উভয়ের থেকেই বাতিল হয়ে যাবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি কোন ব্যক্তি নিজের সন্তানের উম্মে ওয়ালাদের সাথে সঙ্গম করে এবং বলে, আমি জানতাম যে, সে আমার জন্য হারাম ছিল, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজের পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তার থেকে সন্তানও জন্ম লাভ করে তাহলে ফকীহ্ আবূ বক্র বলখী (র) বলেন, যদি উক্ত সঙ্গমকারী ব্যক্তি একাধিক মজলিসে চারবার সঙ্গম করার কথা স্বীকার করে তাহলে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তার থেকে সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে না। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, এটি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত এবং আমরা এটিই গ্রহণ করি। কোন ব্যক্তি যদি মৃত মহিলার সাথে যিনা করে তবে এ বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। মদীনাবাসী ফকীহদের মতে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। বসরাবাসী ফকীহ্দের মতে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না। বরং তার উপর তা'যীর (সাজা) প্রয়োগ করা হবে। ফকীহ্ আবুল লায়ছ (র) বলেন, আমরা এ মতটি গ্রহণ করে থাকি। এক ব্যক্তি মামলূকা (মালিকাধীন) দাসীর সাথে যিনা করল এবং যিনার কারণে সে মরে গেল তাহলে "আসল" গ্রন্থের বর্ণনা মতে তার উপর এর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এ কিতাবে কোন মতভেদ উল্লেখ করা হয়নি। আমালী গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক্ষেত্রে দাসীর মূল্য পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব হবে এবং তার উপর দণ্ডও প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর নিজস্ব অভিমত হল; তার উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এটিই সহীহ্ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি আযাদ মহিলার সাথে যিনা করে এবং এর দ্বারা সে তাকে মেরে ফেলে তাহলে ফকীহ্গণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর রক্তপণ ও হদ্দ উভয়টি ওয়াজিব হবে (তাবয়ীন)। যদি কোন পুরুষ কোন আযাদ নারীর সাথে যিনা করে এবং এর দ্বারা তাকে خطا (ভুলবশত) মেরে ফেলে তাহলে তার উপর হদ্দ এবং রক্তপণ উভয়টিই ওয়াজিব হবে। কারণ এই দু'টি বিষয় ওয়াজিব হওয়ার কারণ ভিন্ন ভিন্ন দু'টি (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি কোন মহিলার সাথে যোনিদ্বার ছাড়া অন্য কোনভাবে সঙ্গম করে তাহলে যিনা না হওয়ার কারণে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। বরং তাকে তা'যীর করা হবে। কেউ যদি কোন মহিলার সাথে তার বাহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে অথবা কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। বরং তাকে তা'যীর করা হবে এবং তাওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। আর সাহিবাইনের মতে তার উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি সে মুহসিন না হয় তবে তাকে কোড়া লাগানো হবে। আর যদি মুহসিন হয় তবে তাকে রজম করা হবে। যদি কেউ এ জাতীয় অপকর্ম নিজ গোলাম বা দাসীর সাথে বা নিজ স্ত্রীর সাথে করে- চাই তার বিবাহ সহীহ্ হোক বা ফাসিদ, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)। যদি সমকামিতা কারো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে হত্যা করে দিবে- চাই সে বিবাহিত হোক অথবা অবিবাহিত (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করে তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না (কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি বাসর রাতে কোন ব্যক্তির নিকট তার স্ত্রীকে হাযির না করে অন্য কোন মহিলাকে হাযির করা হয় এবং মহিলাগণ বলে যে, এ-ই তোমার স্ত্রী। এরপর সে তার সাথে সঙ্গম করল। তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তবে তার উপর মোহর ওয়াজিব হবে। কেননা বাসর রাতে সংবাদ দেওয়া ব্যতিরেকে কোন মানুষের পক্ষেই নিজ স্ত্রীকে অন্য মহিলা থেকে পার্থক্য করা সম্ভবপর নয়। আর দীর্ঘ ব্যাপার এবং মুআমালাত তথা লেন-দেন ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজনের সংবাদই যথেষ্ট। এ কারণেই কোন দাসী যদি কারো নিকট এসে বলে যে, আমার মুনীব আমাকে আপনার নিকট হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করেছেন তাহলে তার কথাকে বিশ্বাস করে তার সাথে সঙ্গম করা বৈধ হবে। বাসর রাতে যে মহিলাকে নওশাহ্র নিকট স্ত্রী বলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার সন্তান হলে ঐ ব্যক্তি থেকে এই সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে এবং তার উপর ইদ্দত ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি তার উপর অপবাদ আরোপ করে তবে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যাবে না (গায়াতুল বয়ান)। এক ব্যক্তি অন্ধকার রাতে নিজের শয্যায় কোন এক মহিলাকে পেল। অথচ তার একজন স্ত্রীও আছে। এরপর শয্যায় যে মহিলাকে পেল তার সাথে সে সঙ্গম করল এবং বলল আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে আমার স্ত্রী। ফকীহ্গণ বলেন, এ অবস্থায় তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি কেউ নিজ কক্ষের ভেতর কোন মহিলাকে পায় এবং তার সাথে সহবাস করে; আর বলে, আমি ধারণা করেছেলাম যে, সে আমার স্ত্রী তাহলে সে অন্ধ হলেও তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে স্বীয় বিছানায় ডাকে এবং অন্য মহিলা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার বিছানায় আসে এবং এরপর সে তার সাথে সহবাস করে নেয়

তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। আর উক্ত মহিলা তার (ডাকের) জবাবে যদি বলতো আমি অমুক অর্থাৎ অন্ধের স্ত্রীর নাম বলতো এবং এরপর সে তার সাথে সঙ্গম করলে তার উপর হদ্দ জারী হতো না। আর যদি সে চাক্ষুষ্মান ব্যক্তি হয় তবে এ ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি তার দাসীকে অন্য কারো জন্য বৈধ করে দিল, তারপর সে তার সাথে সঙ্গম করল তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। যদি কোন মাতাল ব্যক্তি যিনা করে তবে সুস্থ হওয়ার পর তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (সিরাজিয়্যা)। ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থায় কোন ক্রেতা যদি খরিদকৃত দাসীর সাথে কব্জা করার আগে বা পরে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেউ যদি খিয়ারে শর্তের সাথে কোন দাসীকে বিক্রি করে, এ অবস্থায় ক্রেতা যদি দাসীর সাথে সঙ্গম করে অথবা খিয়ারে শর্তের সাথে কোন দাসী ক্রয় করার পর বিক্রেতা যদি ঐ দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। চাই তারা এর হুরমত সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকুক বা না থাকুক (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম মুহাম্মদ 'আসল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন দাসীকে আত্মসাৎ করে তার সাথে যিনা করে এবং পরে তার মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে কোন ইমামের মতেই তার উপর হদ্দ জারী হবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন দাসীর সাথে প্রথমে যিনা করে এরপর তাকে গাসাব করা হয়, এরপর তার মূল্য পরিশোধ করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার থেকে হদ্দ রহিত হবে না (মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, এমতাবস্থায় কোন মহিলা এসে তার উপর বসে স্বীয় কামোদ্দীপনা পুরা করে নিল তাহলে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। এক ব্যক্তি কোন দাসীর সাথে যিনা করে পরে তাকে খরিদ করল তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী সকল ইমামের মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কোন আযাদ মহিলার সাথে যিনা করে পরে তাকে বিবাহ করে তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। শায়খুল ইসলাম (র) শরহু কিতাবিল হুদূদ এর মধ্যে মাসআলাটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ কোন মহিলার সাথে যিনা করার পর বলল, আমি তাকে খরিদ করেছি; তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। চাই সে আযাদ মহিলা হোক বা দাসী হোক। যদি কেউ কোন দাসীর সাথে যিনা করে এবং এরপর দাবী করে যে, আমি তাকে এই শর্তে খরিদ করেছি যে, তার মালিকের ইখতিয়ার আছে এবং দাসীর মালিক বলে যে, এটি মিথ্যা কথা ; আমি দাসীকে বিক্রি করিনি তবে উক্ত যিনার কারণে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, এক নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে আমি তাকে খরদি করেছি তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। যদি আযাদ মহিলা কোন দাসের সাথে যিনা করে পরে তাকে খরিদ করে নেয় তাহলে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কোন দাসীর সাথে যিনা করার পর দাবী করল যে, সে তাকে ফাসিদ পন্থায় খরিদ করেছে অথবা বলল যে, তার মুনীব আমার জন্য তাকে হিবা করে দিয়েছে। অথচ মালিক এ ব্যাপারে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে অথবা সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, সে যিনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে। এরপর সে (অভিযুক্ত ব্যক্তি) বিচারকের আদালতে গিয়েও হিবা বা খরিদ করার দাবী করল তাহলে তার থেকে হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২০ মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন বালিগা মহিলার সাথে যিনা করে তার যোনিদ্বার এবং মলদ্বার একাকার করে দেয়, এ অবস্থায় সে মহিলা যদি স্বতঃস্ফূর্ত তাকে এ কাজ করার সুযোগ দেয় এবং এক্ষেত্রে কোনরূপ শক-শোবাহর দাবী না থাকে তাহলে তাদের উভয়ের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। আর এই যিনার ব্যাপারে সে যেহেতু রাযী ছিল তাই তার উভয় দ্বার একাকার করে দেওয়ার অপরাধে তার উপর অতিরিক্ত কিছু ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যেহেতু হদ্দ ওয়াজিব হয়েছে তাই তার উপর মোহরও ওয়াজিব হবে না। আর এতে যদি শোবাহ (সন্দেহ) এর দাবী থাকে তাহলে হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং উভয় দ্বার মিলিয়ে দেওয়ার কারণেও কোন অতিরিক্ত কিছু অপরিহার্য হবে না তবে উকর (عقر) ওয়াজিব হবে। যদি মহিলার সাথে জবরদস্তি এরূপ করা হয় এবং এতে কোনরূপ শক-শোবাহর দাবী না থাকে তাহলে পুরুষের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে—মহিলার উপর নয় এবং মহিলার জন্য মোহরও সাব্যস্ত হবে না। এরপর দেখতে হবে যে, তার উভয় রাস্তা একাকার হয়ে যাওয়ার অবস্থাটি কেমন ? তার অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে তার পেশাব ধরে রাখতে পারে না তাহলে তার উপর একজন পূর্ণ মহিলার দিয়্যত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। আর সে যদি তার পেশাব ধরে রাখতে পারে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে এবং রক্তপণের এক-তৃতীয়াংশ তার উপর ওয়াজিব হবে। যদি এতে শোবাহর দাবী থাকে তাহলে তাদের কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এ অবস্থায় সে যদি পেশাব ধরে রাখতে পারে তাহলে তার উপর রক্তপণের এক-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। এবং যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তার উপর মোহর ওয়াজিব হবে। আর সে যদি পেশাব আটকিয়ে রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে তার উপর পূর্ণ দিয়্যত ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে মোহর ওয়াজিব হবে না। যদি যিনাকৃত মহিলা এমন নাবালিগা হয় যে সহবাসে উপযুক্ত তাহলে এ মহিলা বালিগা মহিলার অনুরূপ হবে। তবে মহিলার সম্মতিতে আয়শ (ارش) রহিত হওয়ার বিষয়টি এ হুকুম থেকে ভিন্নতর। আর ঐ মহিলা যদি এমন নাবালিগা হয় যে সহবাসের যোগ্য নয়। এ অবস্থায় সে যদি পেশাব ধরে রাখতে সক্ষম হয় তাহলে পুরুষের উপর দিয়্যতের এক- তৃতীয়াংশ এবং পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হবে। কিন্তু তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর সে যদি পেশাব ধরে রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে সে দিয়্যতের ব্যাপারে দায়ী হবে। কিন্তু মোহরের ব্যাপারে দায়ী হবে না (তাবয়ীন)।

২১. মাসআলা ঃ যদি যিনাকারী ব্যক্তি কোন দাসীর সাথে যিনা করার পর তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় তবে যিনাকরীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু সে যদি যিনা করে ঐ দাসীর উরু ভেঙ্গে দেয় তাহলে তার উপর হদ্দ এবং অর্ধমূল্য ওয়াজিব হবে। আর সে মহিলা যদি আযাদ নারী হয় তবে যিনাকারী পুরুষের উপর হদ্দ এবং দিয়্যত (রক্তপণ) উভয়টিই ওয়াজিব হবে। এতে কারো দ্বিমত নেই (ইতাবিয়্যা)। এমন আমীর যার উপর কোন আমীর নেই অর্থাৎ দেশের সর্বপ্রধান (রাষ্ট্রপ্রধান) ব্যক্তি যদি এমন কাজ করে যার ফলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যেমন সে চুরি বা যিনা করল অথবা মদ পান করল কিংবা কারো উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করল তাহলে তার উপর শুধুমাত্র কিসাস বা আর্থিক জরিমানা ওয়াজিব হবে। যদি সে কোন মানুষকে হত্যা করে বা কারো মাল নষ্ট করে তবে সে দণ্ডযোগ্য হবে এবং তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করবে। যাতে সে তার হক উসুল করে নিতে সক্ষম হয়। আর এ কাজটি করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা ও তা প্রত্যাহার করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যিনার ব্যাপারে চারজন আযাদ মুসলমানের সাক্ষ্য ব্যতীত তা সাক্ষ্য হিসাবে কবূল হবে না (শরহে তাহাবী)। যদি যিনার ব্যাপারে চারজন হতে কম অর্থাৎ একজন বা দু'জন বা তিনজন সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এ অবস্থায় আমাদের আলিমগণের মতে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। কারো যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যদি চারজন সাক্ষী বিচারকের আদালতে উপস্থিত হয় এরপর তাদের থেকে একজন, দু'জন বা তিন জন সাক্ষ্য প্রদান করে আর বাকীরা সাক্ষ্য থেকে বিরত থাকে তাহলে আমাদের আলিমগণের মতে যে বা যারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাকে বা তাদেরকে হদ্দে কযফ প্রদান করা হবে (মুহীত)। যদি চারজন সাক্ষীর মধ্যে তিনজনে যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং চতুর্থজন বলে যে, আমি তাদের উভয়কে একই লেপের নীচে দেখেছি, তাহলে এ অবস্থায় যার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে (مشهود عليه) তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না বরং ঐ তিনজন সাক্ষীর উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। আর চতুর্থ সাক্ষীর উপর কোন প্রকার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু সে যদি প্রথমে এ কথা বলে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে অমুকের সাথে যিনা করেছে, তারপর সে যিনার ব্যাখ্যায় ঐ কথা বলে যেরূপ অন্যেরা বলেছে, তাহলে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (শরহে তাহাবী)।

২. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবে সাক্ষ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল, সাক্ষীদের মজলিস এক হওয়া। সুতরাং সাক্ষিগণ যদি বিভিন্ন মজলিসে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে (কাফী)। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দেওয়ার স্থানে বসা থাকে এবং তারা একের পর এক দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে। যদি সাক্ষিগণ মসজিদের বাইরে থাকে এবং তারা এক এক করে মসজিদে প্রবেশ করে সাক্ষ্য প্রদান করে, অর্থাৎ একজন মসজিদে প্রবেশ করে সাক্ষ্য প্রদান করে চলে যায়, তারপর দ্বিতীয়জন আসে এবং সেও সাক্ষ্য প্রদান করে চলে যায়, এইভাবে একে অপরের পরে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি দু'জন সাক্ষী কোন ব্যক্তির যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং অপর দু'জন তার যিনার ইকরারের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে (مشهود عليه) তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর যদি তিনজন সাক্ষী তার যিনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং চতুর্থজন অভিযুক্ত ব্যক্তির যিনার ইকরারের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে প্রথম তিন সাক্ষীর উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে (যহীরিয়্যা)। যদি সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে,

সে এক মহিলার সাথে যিনা করেছে যাকে তারা চিনে না, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (হিদায়া)। যদি মাশহুদ আলায়হি (অভিযুক্ত) ব্যক্তি বলে যে, যে মহিলাকে তোমরা আমার সাথে দেখেছো সে আমার স্ত্রী বা দাসী ছিল না তাহলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তা এমন যা দ্বারা হদ্দ ওয়াজিব হয় না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যা বলেছে তা তার পক্ষ হতে ইকরারও নয় (ফতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে এক মহিলার সাথে যিনা করেছে যাকে আমরা চিনি না। এরপর বলল, সে অমুকের সাথে যিনা করেছে, তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সাক্ষী কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল যে, সে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে। এরপর দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে এই মহিলার সাথে বসরায় যিনা করেছে এবং অপর দু'জন বলল যে, সে তার সাথে কূফায় যিনা করেছে তাহলে কোন ইমামের মতেই অভিযুক্ত পুরুষ এবং মহিলা কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে আমাদের ইমামগণের মতে সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যাবে না। চারজন সাক্ষী কোন পুরুষের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে। কিন্তু তাদের দু'জন বলল যে, সে এই মহিলার সাথে এই বাড়ির এই ঘরে যিনা করেছে। আর অপর দু'জনে বলল যে, সে এই মহিলার সাথে এই বাড়ির ঐ ঘরে যিনা করেছে। তাহলে তাদের কারো সাক্ষ্যই কবূল হবে না। চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপর যিনার ব্যাপারে সাক্ষী দিল, তাদের দু'জনে বলল যে, সে তার সাথে জুমুআর দিন যিনা করেছে কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে শনিবার দিন তার সাথে যিনা করেছে অথবা দু'জনে বলল যে, সে তার সাথে এই বাড়ির উপর তলায় যিনা করেছে, কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে তার সাথে এই বাড়ির নীচ তলায় যিনা করেছে অথবা দু'জনে সাক্ষ্য দিল যে, সে এই ব্যক্তির বাড়িতে যিনা করেছে, কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে এই মহিলার সাথে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে যিনা করেছে তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে উক্ত মাসআলাসমূহে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এ মর্মে সাক্ষী দিল যে, সে অমুক বছরের অমুক মাসের অমুক দিনে সূর্যোদয়ের সময় অমুক মহিলার সাথে বসরায় যিনা করেছে। অপরদিকে অন্য চারজনে সাক্ষী দিল যে, উপরোক্ত সময়ে সে ঐ মহিলার সাথে কূফায় যিনা করেছে। তাহলে তাদের কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না (আন্ নাহরুল ফায়িক)। চারজন সাক্ষীর মধ্যে দু'জনে সাক্ষ্য দিল যে, সে এক মহিলার সাথে ঘরের এই কোণে যিনা করেছে। আর অপর দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, সে এক মহিলার সাথে ঘরের অপর কোণে যিনা করেছে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে। কেননা হতে পারে যে, সে যিনার সূচনা করেছে এক কোণে এবং তা সমাপ্ত করেছে অপর কোণে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ঘর খুব ছোট হয়। আর ঘর যদি বড় হয় তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদি চার ব্যক্তি এক ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মহিলার কথা বলে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং এতে একজনের সাক্ষ্য

অপরজনের সাক্ষ্যকে জোরদার করবে (কাফী)। চারজন সাক্ষীর মধ্যে যদি দু'জনে বলে যে, সে এক মহিলার সাথে দিনের অমুক সময়ে যিনা করেছে এবং অপর দু'জনে ঐ সময়ের কথা না বলে অন্য সময়ের কথা বলে তাহলে এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ফকীহ্গণ বলেছেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি উভয় দলের বর্ণিত সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব না হয়। যেমন দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে বৃহস্পতিবার দিন এই সময় এক মহিলার সাথে যিনা করেছে। আবার অপর দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে শুক্রবার দিন এই সময় তার সাথে যিনা করেছে। অথবা অপর দু'জন সাক্ষী বৃহস্পতিবার দিনের অন্য সময়ের কথা বলল, (অর্থাৎ প্রথম দু'জনে বলল, সকাল আট ঘটিকার কথা এবং পরের দু'জনে বলল বিকাল পাঁচ ঘটিকার কথা) অথচ এতদুভয় সময়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে ব্যভিচারের এই অপকর্মটি এই সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি অপর দু'জন সাক্ষী এমন সময়ের কথা বর্ণনা করে যে, যিনা ঐ সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'আসল' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, চারজন সাক্ষী কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দিল। দু'জনে বলল, এই ব্যক্তি ঐ মহিলাকে জোর-জবরদস্তি করে যিনা করেছে। কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে এ ব্যাপারে সম্মত ও রাযী ছিল। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অভিযুক্ত পুরুষ ও মহিলা এবং সাক্ষী সকলের উপর থেকেই হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে। যদি চারজন সাক্ষী কারো ব্যাপার বলে যে, সে এই মহিলার সাথে যিনা করেছে। তিনজনে সাক্ষ্য প্রদান করে বলে যে, ঐ মহিলা তার সাথে স্বেচ্ছায় যিনায় শরীক হয়েছে এবং অপরজনে বলে যে, জোরপূর্বক তার সাথে যিনা করা হয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের কারো উপরই হদ্দ কায়েম করা হবে না (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ যদি তিন ব্যক্তি জোরপূর্বক যিনা করার সাক্ষ্য দেয় এবং একজনে বলে যে, মহিলা স্বেচ্ছায় এ যিনা করতে রাযী হয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে তাদের কারো উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মুহীত ঃ সারখ্সী)। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির যিনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তার ব্যাপারে সাক্ষীদের কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু যে মহিলার সাথে যিনা করা হয়েছে তার ব্যাপারে এবং যে স্থানে ও যে সময়ে যিনা করা হয়েছে এসব বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল, তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু আমাদের মাযহাব অনুসারে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ আরোপিত হবে না (মাবসূত)। যদি সাক্ষিগণ অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের যিনার সময় পরিহিত পোশাকের ব্যাপারে মতভেদ করে বা পোশাকের রংয়ের ব্যাপারে মতভেদ করে অথবা যে মহিলার সাথে যিনা করা হয়েছে তার শরীরের দীর্ঘতা বা খর্বতার সম্বন্ধে মতভেদ করে বা তার স্থূলতা বা কৃশতা নিয়ে মতভেদ করে তবে এ সাক্ষ্যের কোন হানি হবে না। কেননা এগুলো এমন বিষয় যেগুলোর উল্লেখ সাক্ষ্যের মধ্যে নিষ্প্রয়োজন। এমনিভাবে যদি দু'জন সাক্ষী বলে যে, সে সাদা বর্ণের মহিলার সাথে যিনা করেছে এবং অপর দু'জন বলে যে, সে গোধূস বর্ণের মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে তাহলে এতেও সাক্ষ্যের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা এ জাতীয় রং পরস্পর একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কাজেই এ জাতীয় মতভেদ মূল সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন মতভেদ নয়। কিন্তু সাদা ও কালো রংয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। দু'জন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে একজন

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাবশী মহিলার সাথে যিনা করেছে। কিন্তু অপর দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে একজন খুরাসানী মহিলার সাথে যিনা করেছে অথবা দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে একজন কূফাবাসী মহিলার সাথে যিনা করেছে কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে একজন বসরাবাসী মহিলার সাথে যিনা করেছে অথবা দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে একজন আযাদ মহিলার সাথে যিনা করেছে কিন্তু অপর দু'জনে বলল যে, সে এক দাসীর সাথে যিনা করেছে অথবা দু'জন সাক্ষী বলল যে, সে একজন বালিগা মহিলার সাথে যিনা করেছে; কিন্তু অপর দুইজনে বলল যে, সে এক নাবালিগার সাথে যিনা করেছে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (তামারতাশী)।

৬. **মাসআলা ঃ মাসআলা ঃ** যদি চারজন সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ইয়াওমুন নাহার অর্থাৎ দশই যিলহাজ্জ মক্কায় অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে; অপরদিকে আরো চারজন ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে দশই যিলহাজ্জ কূফায় অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তাহলে এই দু' দলের কোন দলের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না বরং যিনার ব্যাপারে যারা সাক্ষ্য প্রদান করেছে তাদের উপর হদ্দে কয্ফও ওয়াজিব হবে না। যদি দু'দল সাক্ষীর একদল এসে সাক্ষ্য দেয় এবং তাদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বিচারক ফায়সালা দিয়ে দেন, তারপর অন্য দল সাক্ষী এসে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে দ্বিতীয় দলের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে এবং যারা যিনার সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের উপর হদ্দে কয্ফও জারী হবে না। যদিও দ্বিতীয় দল যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে (মাবসূত)। যদি সাক্ষিগণ এক ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে। অথচ সে মহিলা অনুপস্থিত। তাহলে অভিযুক্ত পুরুষ লোকটির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে (ফাতহুল কাদীর)। যদি চারজন ব্যক্তি কোন মহিলার ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে এবং এরপর নিরীক্ষণকারী মহিলাগণ তাকে দেখে বলে যে, সে কুমারী তাদের অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)। এমনিভাবে নিরীক্ষণকারী মহিলাগণ যদি বলে যে, সে رتقاء (তার যোনিদ্বারে গোশত এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, তার সাথে সহবাস সম্ভব নয়) অথবা قرناء (তার যোনিদ্বারে এমন কোন অসুবিধা আছে যার ফলে পুরুষের জননেন্দ্রিয় তাতে অনুপ্রবিষ্ট হবে না) তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৭. মাসআলা ঃ অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি লোকেরা যিনা করেছ বলে সাক্ষ্য দেয় তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে না (তাবয়ীন)। চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল। এরপর তার উপর রজম করার পর দেখা গেল যে, তার অণ্ডকোষ কর্তিত তাহলে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু তাদের উপর দিয়াত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। আর যার উপর রজম করা হয়েছে, সে যদি মহিলা হয় এবং নিরীক্ষণকারী মহিলাগণ যদি রজমের পর নিরীক্ষণ করে বলে যে, সে কুমারী বা رقتاء (রাকতা) তাহলে সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা আসবে না এবং তাদের উপর হদ্দও প্রয়োগ করা যাবে না। কোন ব্যক্তির ব্যাপারে চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে, তারপর অন্য চারজন সাক্ষী ঐ সাক্ষীদের বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, তারাই ঐ মহিলার সাথে যিনা করেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর

মতে তাদের কারো সাক্ষ্যই কবূল হবে না এবং সন্দেহের কারণে তাদের কারো উপরই হদ্দ জারী হবে না। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে প্রথমোক্ত সাক্ষীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা তাদের যিনা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর তা হল, চারজন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য। কাজেই তারা ফাসিক (সত্যত্যাগী) সাব্যস্ত হয়েছে। যদি দ্বিতীয় দল বলে যে, প্রথমে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তারই মূলতঃ ঐ মহিলার সাথে যিনা করেছে এবং এ সময় ঐ অভিযুক্ত লোকেরা চুপ করে থাকে তাহলে তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। কেননা তারা অন্য যিনার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। ঐ যিনার নয়-যার সাক্ষ্য প্রথম দল প্রদান করেছে (মুহীত ঃ সারখ্সী)।

৮. মাসআলা ঃ যদি চার ব্যক্তি কোন পুরুষ ও মহিলা যিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দেয়, এরপর অপর চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, প্রথমোক্ত সাক্ষিগণই ঐ মহিলার সাথে যিনা করেছে, এরপর আরো চারজনে সাক্ষ্য দেয় যে, দ্বিতীয়বারে যারা সাক্ষ্য দিয়েছে তারাই মূলতঃ ঐ মহিলার সাথে যিনা করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাদের কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে অভিযুক্ত পুরুষ ও মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং মধ্যবর্তী সাক্ষীদলের উপরও যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (তাবয়ীন)। যদি সাক্ষিগণের এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য না দেয় বরং তাদের কেউ কেউ অন্য কারো উপর অপবাদ প্রদানজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ থাকে তাহলে প্রথমোক্ত সাক্ষ্যের কারণে অভিযুক্ত পুরুষ ও মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা ওয়াজিব হবে (মুহীত ঃ সরাখ্সী)।

৯. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষিগণ যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে ; অথচ তারা হচ্ছে গোলাম বা কাফির অথবা যিনার অপবাদ প্রদানের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিংবা অন্ধ তাহলে তাদের সাক্ষ্যের কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সাক্ষীদের উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে (শরহে তাহাবী)। চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য দিল। অথচ তাদের একজন হল, দাস অথবা যিনার অপবাদজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহলে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (হিদায়া)। যদি গোলাম আযাদ হয়ে যায় তারপর তারা আবার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদেরকে দ্বিতীয়বার আবার হদ্দে কয্ফের সাজা প্রদান করা হবে। এমনিভাবে যদি সাক্ষীদের সকলেই গোলাম হয়ে থাকে এবং তাদেরকে হদ্দে কয্ফের শাস্তি প্রদান করা হয় ; এরপর তারা সকলেই যদি আযাদ হয়ে আবার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে পুনরায় আবার তাদেরকে হদ্দে কযফের শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু কাফিরদের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যেমন তারা যদি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয় এবং এ কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়, এরপর মুসলমান হয়ে পুনরায় এ সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, কিছু হদ্দ প্রয়োগ করার পর সাক্ষীদের কোন একজনকে গোলাম পাওয়া গেল, এরপর আরো চারজন সাক্ষী এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিল তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা এই হদ্দ বাতিল হয়ে গিয়েছে (ইতাবিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১০. মাসআলা ঃ যদি চারজন সাক্ষীর মধ্যে একজন মুকাতাব গোলাম অথবা বালক অথবা অন্ধ হয় তবে বালক সাক্ষী ব্যতীত সকলের প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি এই বিষয়টি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর রজম করার পর জানা যায় তবে সাক্ষীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। বরং তার জন্য দিয়্যত দিতে হবে এবং এ দিয়্যত বায়তুল মাল থেকে প্রদান করা হবে। যদি হদ্দ কশাঘাত জাতীয় হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রহারের ارش (বিনিময়ে দেয় মাল) রহিত হয়ে যাবে। (ঈযাহ)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আংশিক আযাদকৃত গোলাম (معتق البعض) মুকাতাব গোলামের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। আর মুকাতব সাক্ষ্য প্রদানের উপযুক্ত নয়। (মাবসূত)। যদি চারজন লোক সাক্ষ্য দেয় এবং তারা ফাসিক হয় অথবা সাক্ষ্য প্রদানের পর যদি তাদের ফিস্ক যাহির হয় তাহলে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)। যার বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে সে যদি দাবী করে যে, সাক্ষীদের একজন গোলাম তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে যাবৎ না একথা সাব্যস্ত হবে যে, সে আযাদ (তাতারখানিয়্যা)।

১১ মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর যিনার অপবাদ দিল। তারপর এই অপবাদদাতা ব্যক্তি অপর তিন ব্যক্তির সাথে মিলে এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে যিনাকারী, তাহলে দেখতে হবে; যদি মাকযূফ (যার উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে) অপবাদদাতা ব্যক্তিকে বিচারকের আদালতে নিয়ে যায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি সে তাকে বিচারকের আদালতে না নিয়ে যেয়ে থাকে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত ঃ সারখ্সী)। ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, চারজন ব্যক্তি কোন গাইরে মুহসিন ব্যক্তির যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি তাকে শাস্তি দিল, এরপর প্রকাশ পেল যে, সাক্ষিগণ সকলেই গোলাম অথবা কাফির অথবা কারো প্রতি যিনার অপবাদ দেওয়ার কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত। এরপর ঐ সাজার কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটি মারা গেল অথবা কোড়ার আঘাতে তার শরীর জখম হয়ে গেল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ অবস্থায় বিচারকের উপর কোন জরিমানা অপরিহার্য হবে না এবং বায়তুল মালের উপরও এর জরিমানা বর্তাবে না (মুহীত)। যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দণ্ড তথা কোড়া প্রাপ্ত হয় এবং এতে সে মারা যায় বা জখম হয়ে যায়, এরপর প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীদের কেউ কেউ গোলাম অথবা অপবাদ প্রদানজনিত কারণে সাজাপ্রাপ্ত অথবা কাফির তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এ অবস্থায় তাদের এবং বায়তুল মালের উপর কোন জরিমানা বর্তাবে না (ফাতহুল কাদীর)।

১২. মাসআলা ঃ চারজন সাক্ষী এক ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল এবং সে ছিল মুহসিন অথবা সাক্ষিগণ তার উপর যিনা ও ইহ্সান উভয়ের সাক্ষ্য দিল। এরপর রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি তাকে রজম করল, এরপর তাদের মধ্যে একজন সাক্ষী গোলাম, মকাবাত বা যিনার অপবাদ দানের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত পাওয়া গেল তাহলে বিচারকের উপর তার দিয়্যত তথা রক্তপণ ওয়াজিব হবে এবং তিনি তা বায়তুল মাল থেকে উঠিয়ে নিবেন। এ ব্যাপারে ইমামগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, সাক্ষীরা সকলেই ফাসিক তাহলে বিচারকের

উপর কোনকিছু ওয়াজিব হবে না। চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যিনা করেছে বলে সাক্ষ্য দিল। এরপর একদল লোক সাক্ষীদের সাফাঈ বর্ণনা করে বলল, তারা সকলেই আযাদ, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত মুসলমান। এরপর প্রকাশ পেল যে, তারা সকলেই গোলাম অথবা কাফির অথবা অপবাদজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত, এ অবস্থায় সাফাঈ বর্ণনাকরী লোকেরা যদি তাদের বক্তব্যে অবিচল থাকে এবং রুজু না করে তবে এতটুকু বলে যে, আমরা ভুল করেছি তাহলে ইমামগণের কারো মতেই তাদের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য জরিমানার বিষয়টি বায়তুল মালের উপর বর্তাবে। আর যদি তারা তাদের কথা প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে যে, আমরা জানতাম যে, তারা গোলাম, কাফির বা অপবাদজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ছিল, তা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে আমরা এরূপ বলেছি তাহলে এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ আছে; ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যারা সাফাঈ বর্ণনা করেছে তাদের উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে। কিন্তু বায়তুল মালের উপর কোন কিছু বর্তাবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, সাফাঈ বর্ণনাকারীদের উপর কোন জরিমানা আসবে না, জরিমান বর্তাবে বায়তুল মালের উপর। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, সাক্ষিগণ সকলেই গোলাম বা কাফির অথবা অপবাদজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, তারা ফাসিক এবং সাফাঈ বর্ণনাকারী লোকেরাও যদি তাদের সাফাঈ প্রত্যাহার করে নেয় এবং বলে যে, তারা যে ফাসিক ছিল আমরা তা জানতাম, তথাপিও স্বেচ্ছায় আমরা তাদের সাফাঈ বর্ণনা করেছি তাহলে জরিমানার দায়-দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সাফাঈ বর্ণনাকারী লোকেরা সাক্ষীদের ব্যাপারে বলে যে, তারা খুবই বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং আযাদ মুসলমান। আর যদি তারা তাদের সম্বন্ধে শুধুমাত্র বিশ্বস্ত হওয়ার কথা বলে, অন্য কিছু না বলে, এ অবস্থায় যদি প্রকাশ পায় যে, তারা গোলাম, তাহলে তাদের উপর কোনরূপ জরিমানা অপরিহার্য হবে না (মুহীত)। সাক্ষীদের সাফাঈ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাফাঈ বর্ণনাকারী লোকেরা সাক্ষ্য শব্দ প্রয়োগ করে "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা আযাদ" বলুক অথবা খবর শব্দ প্রয়োগ করে আমরা খবর বা সংবাদ দিচ্ছি বলুক এতে কোন পার্থক্য নেই (নিহায়া)। এ অবস্থায় সাক্ষীদের উপর কোন জরিমানা অপরিহার্য হবে না এবং তাদের উপর হদ্দে কযফও প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)।

১৩. মাসআলা ঃ চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল, তারপর বিচারকের আদালতে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমরা বাতিল বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি তাহলে তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। যদি বিচারক তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ না করে; এমতাবস্থায় অপর চার ব্যক্তি ঐ একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে প্রথমোক্ত দলের সাক্ষ্য বৈধ হবে এবং তাদের সাক্ষের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে আর প্রথমোক্ত দলের উপর হতে হদ্দে কযফ অপসারিত হয়ে যাবে (মাবসূত)। কষাঘাতের দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীর জখম হয়ে যাওয়ার পর বা সে মারা যাওয়ার পর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তারা কোন কিছুরই যামিন হবে না। নফসেরও নয় এবং ارش তথা জখমেরও নয়। কিন্তু সাহিবাইন বলেন, লোকটির শরীর যদি জখম হয়ে যায় তবে সাক্ষিদের উপর জখমের জরিমানা আসবে। আর সে মারা গেলে তাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর দিয়্যত ওয়াজিব হবে (গায়াতুল বয়ান)। চারজন সাক্ষী কোন গাইরে মুহসিন (অবিবাহিত) ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল। এরপর বিচারক তাকে কশাঘাত করলেন। এতে তার শরীর জখম হয়ে যায়। এরপর সাক্ষীদের কোন একজন তার সাক্ষ্য হতে রুজু করল তাহলে এই (প্রত্যাহারকারী) ব্যক্তির উপর জখমের কোন জরিমানা অপরিহার্য হবে না। এমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে ব্যক্তি যদি কোড়ার আঘাতে মারা যায় তাহলেও কারো উপর জরিমানা অপরিহার্য হবে না। অর্থাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর উপরও অপরিহার্য হবে না এবং বায়তুল মালের উপরও জরিমানা বর্তাবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেছে তার উপর জরিমানা অপরিহার্য হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৪. মাসআলা ঃ হদ্দ যদি কোড়া জাতীয় হয় এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কশাঘাত করা হয়, তারপর সাক্ষীদের কোন একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে ফকীহ্দের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (তাবয়ীন)। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর কিছু হদ্দ প্রয়োগ করা হয় এবং কিছু হদ্দ বাকী থাকে, এ অবস্থায় যদি সাক্ষীদের কোন একজন স্বীয় সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তাদের (সাক্ষীদের) প্রত্যেকের উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে এবং অভিযুক্ত আংশিক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর থেকে বাকী হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে। উপস্থিত জনসাধারণ এবং সাক্ষিগণ সকলে মিলে কারো প্রতি রজম করেছে, (এতে) এখনো সে মরেনি, এমতাবস্থায় যদি সাক্ষ্যদের কেউ কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে সাক্ষীদের সকলের উপরই হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি চারজন সমর্থক সাক্ষী আসল চারজন সাক্ষীর অনুকূলে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয়, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তারপর যদি আসল সাক্ষিগণ এসে ঐ ব্যক্তির উপর একইরূপ যিনার সাক্ষ্য দেয় তথাপিও তার প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে মূল সাক্ষী এবং সমর্থক সাক্ষী কারো উপরই হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)। আর তাদের ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

১৫. মাসআলা ঃ যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুক মহিলার সাথে যিনা করেছে এবং অন্য চারজন সাক্ষী ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপর মহিলার সাথে যিনা করার সাক্ষ্য দেয়, এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রজম করা হয়; এমতাবস্থায় যদি সাক্ষীদের উভয় দল তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে ফকীহ্গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদের সকলের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে তাদের উপর হদ্দে কয্ফের শাস্তিও প্রয়োগ করা হবে (কাফী)। চারজন সাক্ষী কারো উপর যিনা এবং ইহ্সানের সাক্ষ্যদানের পর যদি তাদের থেকে কোন একজন নিজ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং তা যদি বিচারকের ফায়সালা প্রদানের আগে হয়ে থাকে তাহলে ফকীহ্দের সকলের মতেই প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে। আর আমাদের ইমামগণের মতে অবশিষ্টদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি বিচারকের ফায়সালার পর কিন্তু হদ্দ প্রয়োগের আগে সাক্ষীদের কেউ তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে সকল ইমামের মতেই প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা

ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অবশিষ্টদের উপরেও হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে। যদি বিচারকের ফায়সালা এবং হদ্দ প্রয়োগের পরে কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে সকল ইমামের মতে প্রত্যাহারকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু অবশিষ্টদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। সর্বোপরি ইমামগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী ঐ ব্যক্তির উপর দিয়্যতের এক-চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে এবং এই দেয় এক বছরের মধ্যে তার মাল থেকে পরিশোধ করা আবশ্যক হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনিভাবে যখনই কোন একজন সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিবে তখনই তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ জরিমানা তার উপর ওয়াজিব হবে (কাফী)। যদি ফায়সালা এবং হদ্দ প্রয়োগের পর সকল সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে তাদের মালের উপর দিয়্যত ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এ জাতীয় রজমকৃত ব্যক্তি (যার সাক্ষিগণ নিজেদের সাক্ষ্য প্রত্যহার করে নিয়েছে) এর উপর যদি কোন ব্যক্তি যিনার অপবাদ দেয় তাহলে অপবাদ দাতা ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা আমরা এ কথা বলে দিয়েছি যে, বিচারকের ফায়সালার পর সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেওয়া অপরের ক্ষেত্রে কোনরূপ ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ সাক্ষিগণ এক ব্যক্তির আযাদ হয়ে যাওয়া এবং যিনা করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তারপর তাকে রজম করা হল। এরপর সাক্ষ্যগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল তাহলে সাক্ষীদের উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে এবং তাদের উপর আরো ওয়াজিব হবে গোলামের মালিককে গোলামের মূল্য দেওয়া এবং গোলামের ওয়ারিসদেরকে তার দিয়্যত পরিশোধ করা (তাতারখানিয়্যা)। যদি সাক্ষিগণ শুধুমাত্র তার আযাদ হয়ে যাওয়ার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাদেরকে কোন কিছুর জরিমানাই দিতে হবে না। কেননা ইহ্সান সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে এর জন্য কোন জরিমানা আদায় করতে হয় না (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। সাক্ষীদের সংখ্যা পাঁচজন ছিল। এমতাবস্থায় যদি তাদের কোন একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে বাকী সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ বলবৎ থাকবে (ঈযাহ)। পাঁচজন সাক্ষী কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনা এবং ইহ্সানের সাক্ষ্য দেয়ার পর তাকে রজম করা হয়। তারপর তাদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এরপর যদি আরো একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে দিয়্যতের এক-চতুর্থাংশ তাদের উভয়ের উপর ওয়াজিব হবে এবং তাদের উপর হদ্দও প্রয়োগ করা হবে (মাবসূত)। এই দু'জনের পর আরো কেউ যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে তাকেও দিয়্যতের চারভাগের এক ভাগের জরিমানা আদায় করতে হবে। যদি পাঁচজনই এক সাথে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে পাঁচজনের প্রত্যেককেই দিয়্যতের এক-পঞ্চমাংশের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে (হাবী ঃ আল্ কুদসী)।

১৭. মাসআলা ঃ মুন্তাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, পাঁচজন সাক্ষী কোন এক মুহসিন (বিবাহিত) ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দিল। এরপর বিচারক তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করল। এরপর পাঁচজনের একজনকে অপবাদজনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত বা গোলাম পাওয়া গেল, তৎপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশিষ্ট চারজন একত্রে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল তাহলে এই চারজনকেই হদ্দে কয্ফের শাস্তি প্রদান করা হবে। গোলাম বা অপবাদ প্রদানজনিত কারণে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা সে অপবাদ আরোপ করেছে এমন ব্যক্তির উপর যার ব্যাপারে চারজন সাক্ষী যিনার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাদের উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগও করা হয়েছে। মুন্তাকা গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, একজন গাইরে মুহসিন ব্যক্তির উপর চারজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা যিনার সাক্ষ্য দিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডও প্রয়োগ করা হল। এরপর পুরুষ এবং মহিলা সকল সাক্ষীই তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহর করে নিল তাহলে পুরুষ সাক্ষীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু মহিলাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি তারা দণ্ড কার্যকর করার পূর্বেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে পুরুষ মহিলা সকল সাক্ষীর উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ ছয়জন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে কাউকে রজম করা হল। এমতাবস্থায় যদি দু'জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি তৃতীয়জনও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে এই তিনজনের উপর দিয়্যতের চারভাগের এক ভাগের জরিমানা ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের উপর হদ্দ ও প্রয়োগ করা হবে। যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারিগণ অবশিষ্ট তিন জনের কোন একজনের ব্যাপারে গোলাম হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে দিয়্যতের অপর চতুর্থাংশ বায়তুল মালের উপর বর্তাবে। যদি ছয়জন সাক্ষীর মধ্যে দু'জনে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে এবং তারা অবশিষ্ট সাক্ষীদের মধ্য হতে দু'জনের গোলাম হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তবে তা বৈধ হবে এবং প্রত্যাহাকারীদের উপর দিয়্যতে চারভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে আর একভাগ ওয়াজিব হবে বায়তুল মালের উপর। যদি তারা তিন জনের গোলাম হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের এ সাক্ষ্য বৈধ হবে না। যদি আটজন সাক্ষী এক ব্যক্তির যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উক্ত ব্যক্তিকে রজম কর হয় অথবা আটজনের প্রতিচারজন ভিন্ন ভিন্ন যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রজম করা হয়, এরপর তাদের থেকে যদি চারজন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তাদের উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না এবং হদ্দও প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু যদি পঞ্চম জন্যও সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তারা প্রত্যেকে পরস্পর দিয়্যতও ক্ষতিপূরণের অংশীদার হবে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (কাযানাতুল মুফতিয়্যীন, ইতারিয়্যা)। যদি তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর অথবা একজন পুরুষ ও দু' মহিলার সাক্ষ্যের উপর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রজম করা হয়, এরপর সে বলে যে, আমার ধারণায় এ কাজ জাইয ছিল, তাহলে দিয়্যত বায়তুল মালের উপর বর্তাবে। আর সে যদি বলে যে, আমি জানতাম এ কাজ আমার জন্য জাইয ছিল না, তাহলে দিয়্যত তার উপরই ওয়াজিব হবে। যদি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে একবার রজম করা হয় তাহলে কোন অবস্থাতেই সে আর যামিন হবে না। অর্থাৎ তার উপর আর জরিমানা ওয়াজিব হবে না (ইতাবিয়্যা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ যদি সাক্ষিগণ বিচারকের আদালত ছাড়া অন্য কোথাও কোন পুরুষ ও মহিলাকে বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা ব্যভিচারী। তারপর তারা ঐ দু'জনকে বিচারকের মজলিসে নিয়ে গেল এবং তাদের উপর আবার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। এ কথা শুনে ঐ দু'পুরুষ ও মহিলা বলল, তারা আমাদের কে আপনার কাছে নিয়ে আসার পূর্বেও আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বলেছিল এবং আমাদের সম্বন্ধে এই কথা বলেছিল এবং আমাদের নিকট এ ব্যাপারে প্রমাণ ও আছে তাহল তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর কারণে সাক্ষীদের সাক্ষ্যও বাতিল হবে না। বরং ঐ পুরুষ ও মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মাবসূত)।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এক মুহসিন ব্যক্তির উপর তার চার পুত্র অথবা চার ভাই অথবা চার চাচাতো ভাই যিনার সাক্ষ্য দিল। সাক্ষিগণ সকলেই আদিল তথা বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ। এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক তার ব্যাপারে রজমের ফায়সালা দিলেন। তারপর যখন তিনি তাকে রজম করার ইচ্ছা করলেন তখন সাক্ষীদেরকে বললেন তোমরাই তাকে প্রথমে রজম কর। সে মতে পুত্রগণ তাকে প্রথমে রজম করল, কিন্তু এ অবস্থায় এমন কোন পাথর তার গায়ের উপর গিয়ে পড়ল না যাতে সে মারা যায়। তারপর অন্য লোকেরা তাকে রজম করল এবং এতে সে মারা গেল। এ অবস্থায় সাক্ষীদের কোন একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিল তাহলে প্রত্যাহারকারী তার দিয়্যতের এক-চুতর্থাংশের যামিন হবে এবং এ দিয়্যত তার মাল থেকে তিন বছরের মধ্যে উসুল করে দিবে। এরপর দিয়্যতের এ মাল রজমকৃত ব্যক্তির ওয়ারিস এবং সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করা হবে। কাজেই এ মালের মধ্য হতে উক্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী অংশ যার যিম্মা হতে বাদ হয়ে যাবে এবং সে বাকী অংশের যামিন থাকবে। (তা তিন বছরে পরিশোধ করবে।) যদি তার অংশ ربع دية তথা দিয়াতের চতুর্থাংশের সমপরিমাণ না হয়। মাশায়িখে কিরাম বলেন, সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী তখনই দিয়্যতের এক-চতুর্থাংশের যামিন হবে-যদি যারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেনি তারা এ কথা বলে যে, আমাদের পিতা অবশ্যই যিনা করেছে, যেমন আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি। আমরা দেখেছি কিন্তু তুমি তা দেখনি। তাই তুমি বাতিল (মিথ্যা) সাক্ষ্য দিয়েছো। এ অবস্থায় ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে জরিমানা ওয়াজিব হবে। আর যদি অবশিষ্ট সাক্ষীরা বলে যে, তুমি আমাদের সাথেই আমাদের পিতাকে যিনা করতে দেখেছো। কিন্তু সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তুমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছো তাহলে আমাদের ইমামত্রয়ের মতে এই সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর উপর জরিমানা অপরিহার্য হবে না। তবে তার উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে। কিন্তু যারা তার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছে তারা যদি সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী পুত্রের উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করে তবে তাদের জন্য এ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার থাকবে না। এরপর দেখা যাবে যে, রজমকৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা বা এমন পুত্র আছে কিনা যে তার বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেয়নি; যদি থাকে তাহলে সে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর হদ্দে কয্ফের ব্যাপারে বিতর্ক করতে পারবে। আর যদি রজমকৃত ব্যক্তির অন্য কোন পুত্র অথবা পিতা বা দাদা না থাকে কিন্তু ঐ সাক্ষী কারো সন্তান থাকে তবে দেখা যাবে যে, যদি সে উক্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর সন্তান হয় তাহলে সে তার পিতার হদ্দে

কযফের ব্যাপারে কোনরূপ বিতর্ক করতে পারবে না। আর যদি সে এমন কোন ব্যক্তির পুত্র হয় যারা সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেনি তাহলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী ব্যক্তির নিকট থেকে হদ্দ উসুল করে নেওয়ার অধিকার থাকবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষিগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর রজম করে এবং এতে সে না মরে। কিন্তু রজম করার পর সে যদি মারা যায়, এবং এ অবস্থায় যদি সাক্ষীদের কোন একজন তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় আর ঐ মৃত ব্যক্তির যদি তাদের (সাক্ষীদের) ছাড়া কোন ওয়ারিস না থাকে তবে এই মাসআলার তিন অবস্থা হতে পার। (১) হয়তো অবশিষ্ট সাক্ষিগণ সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী ব্যক্তিকে বলবে যে, সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তুমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছো এবং সাক্ষ্য প্রদানের ব্যাপার তুমি সত্যবাদী ছিলে। (২) অথবা তারা বলবে যে, (আমাদের) পিতা ব্যভিচারী ছিল, কিন্তু তুমি তাকে যিনা করতে দেখনি অথবা বলবে আমরা জানি না তুমি তাকে যিনা করতে দেখেছো, না দেখনি, তা সত্ত্বেও তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছ। (৩) অথবা তারা বলবে যে, আমাদের পিতা যিনা করেনি এবং তুমি তাকে ব্যভিচারী বলে মিথ্যা বলেছো। এই তিন অবস্থার প্রথমোক্ত অবস্থায় পিতার কোন দিয়্যত সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী সন্তানের উপর ওয়াজিব হবে না এবং সে মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর উপর দিয়্যতের চারভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে এবং সে মীরাস থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে তার উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে না। যদিও সে নিজের উপর হদ্দে কযফের ইকরার (স্বীকারোক্তি ব্যক্ত) করে। কিন্তু যেহেতু অবশিষ্ট সাক্ষিগণ হদ্দে কয্ফের ক্ষেত্রে তাকে সমর্থন করছে এবং এটি তাদেরই হক তাই এ হক তাদের থেকে অন্যদের প্রতি অতিক্রম করে যাবে না। সুতরাং তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদি তাদের ব্যতীত অন্য কোন ওয়ারিস হদ্দের দাবী করার মত থাকে তাহলে সে তার থেকে হদ্দ উসুল করে নিবে। এ অবস্থায় অবশিষ্ট সাক্ষিগণের উপরও দিয়্যতের কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। আর সাক্ষীত্রয় এরূপ সাক্ষ্যের কারণে দণ্ড ভোগের উপযুক্ত বলেও বিবেচিত হবে না। আর তৃতীয় অবস্থায় সাক্ষীদের সকলকেই জরিমানা আদায় করতে হবে এবং তারা মীরাস থেকেও বঞ্চিত হবে। সর্বোপরি তাদের উপর হদ্দে কয্ফ এবং দিয়্যত উভয়ই ওয়াজিব হবে। তাদের পর যারা নিহত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় তারাই দিয়্যতের এই মালে হকদার হবে।

২১. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী আছে। তাদের এক জনের ঘরে পাঁচ পুত্র জন্ম নিয়েছে। সে পুত্রদের চারজনের তাদের এক ভাইয়ের ব্যাপার এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে তার পিতার স্ত্রী তথা সৎমায়ের সাথে যিনা করেছে। তাহলে এ মাসআলার কয়েক অবস্থা হতে পারে। (১) হয়তো তাদের পিতা ঐ স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে অথবা সহবাস করেনি (২) হয়তো তাদের (সাক্ষীদের) আপন মা জীবিত আছে কিংবা মারা গেছে। (৩) হয়তো তাদেরকে পিতা তাদেরকে এ বক্তব্যের ব্যাপারে সমর্থন করেছে কিংবা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। (৪) হয়তো সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, তাদের সৎমা তার সাথে স্বতঃস্ফূর্ত যিনা করেছে বা তাদের অভিযুক্ত ভাই তার সাথে জোরপূর্বক যিনা করেছে। যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের ভাই তাদের সৎ মায়ের সাথে যে যিনা করেছে এ ব্যাপার সে রাযী ছিল, আর এ ঘটনা যদি তার সাথে সহবাসের আগে হয়ে থাকে এবং সাক্ষীদের আপন মাও জীবিত থাকে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই তাদের পিতা তাদের কথা সমর্থন করুক বা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক এবং চাই তাদের মা তাদের এই কথা অস্বীকার করুক বা স্বীকার করুক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(এতে হুকুমের মধ্যে কোন তারতম্য হবে না)। যদি তার মা মারা গিয়ে থাকে এবং তাদের পিতা তাদের কথা সমর্থন করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তাদের পিতা তাদের কথা অস্বীকার করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি উক্ত মহিলার সাথে সাক্ষীদের পিতা সহবাস করে থাকে এবং সে যদি যিনার ব্যাপারে রাযী থাকে আর তাদের মাও জীবিত থাকে তাহলে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে না। চাই তাদের পিতা মাতা (আপন মা) সাক্ষীদের বক্তব্য স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক। যদি সাক্ষীদের মা মারা গিয়ে থাকে এবং পিতা যদি তাদের বক্তব্য স্বীকার করে তবে এই সাক্ষ্য কবূল হবে না। আর যদি অস্বীকার করে তবে তা কবূল হবে। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের ভ্রাতা তার সাথে যিনা করেছে এবং সে এ ব্যাপারে রাযী ছিল। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে জোরপূর্বক তার সাথে যিনা করেছে এবং এ অবস্থায় যদি তাদের আপন মা মারা গিয়ে থাকে তাহলে তাদের সাক্ষ্য সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য হবে। চাই পিতা তাদের কথা স্বীকার করুক বা অস্বীকার করুক এবং চাই সে তার সাথে সহবাস করুক বা না করুক। যদি তাদের মা জীবিত থাকে এবং পিতা যদি তাদের কথা স্বীকার করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে। আর যদি অস্বীকার করে তবে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে না। চাই তাদের মা তাদের কথা অস্বীকার করুক বা স্বীকার করুক। উল্লেখ্য যে, যে অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে সে সে অবস্থায় তাদের অভিযুক্ত ভ্রাতার উপর যিনার হদ্দ জারী হবে। আর মহিলা যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তার সাথে এ অপকর্মে শরীক হয়ে থাকে তা হলে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মুহীত)।

২২. মাসআলা ঃ যদি চার খৃস্টান দু' খৃস্টানের যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, এরপর তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক ফায়সালা দিয়ে দেন, এরপর যদি যিনাকারী পুরুষ বা মহিলা মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। এরপর যদি খৃস্টান সাক্ষিগণও মুসলমান হয়ে যায় তবে কোন লাভ হবে না। চাই তারা পুনরায় ঐ সাক্ষ্য প্রদান করে অথবা না করে। আর যদি তারা দু'জন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দেয়, তারপর বিচারক তাদের উপর হদ্দের আদেশ জারী করে দেন, এ অবস্থায় যদি উভয় পুরুষ অথবা উভয় মহিলার কোন এক জন মুসলমান হয়ে যায় তাহলে যে মুসলমান হবে তার থেকে এবং তার সঙ্গী থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যে মুসলমান হয়নি তার থেকে হদ্দ রহিত হবে না (মাবসূত)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে যদি এমন দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে যারা সাক্ষীদের কোন একজনের বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, এই লোকটি যিনার অপবাদ জনিত কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে বিচারক (পরবর্তী) দুই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করেছেন কে? কেননা হদ্দে কয্ফ যদি বাদশাহ বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে তবে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। আর যদি রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া জন সাধারণের মধ্যে হতে কোন এক ব্যক্তি তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করে থাকে তাহলে এতে তার (সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির) সাক্ষ্য বাতিল হবে না। এ কারণেই হদ্দ কে প্রয়োগ করেছে এ কথা জিজ্ঞাসা করা জরুরী। যদি সাক্ষীদ্বয় বলে যে, অমুক অঞ্চলের বিচারক তার উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করেছেন এবং তারা তাদের নামও উল্লেখ করে, এ অবস্থায় যার উপর হদ্দে কয্ফের অপবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওয়া হয়েছে সে যদি বলে, বিচারক যে আমার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করেননি, এ ব্যাপারে আমি তার ইকরার এবং এর পক্ষে প্রমাণ পেশ করছি। এ পর্যায়ে যদি দু'দল সাক্ষীর কোন পক্ষই বর্ণিত ঘটনার তারিখ এব সময়ের কথা উল্লেখ না করে তবে বিচারক উক্ত সাক্ষীকে যিনার অপবাদজনিত কারণে সাজাপ্রাপ্ত বলেই ফায়সালা দিবেন। এবং বিচারকের ইকরারের উপর সাক্ষ্য প্রমাণ থাকার কারণে সে লোক যে হদ্দে কযফের সাজাপ্রাপ্ত এ ফায়সালা প্রদানে বিচারক নিবৃত্ত হবে না। যদি সাক্ষিগণ এ ব্যক্তির হদ্দ প্রয়োগ করা সময়ের কথাও উল্লেখ করে যেমন সাক্ষিগণ বলল যে, ৪৪৭ হিজরী সনে অমুক শহরের বিচারক তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করেছেন। আবার এদিকে অভিযুক্ত ব্যক্তি এ মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে এবং তার সাক্ষিগণ বলে যে, এ শহরের বিচারক ৪৪৫ হিজরী সনে মারা গেছে অথবা তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, ৪৪৭ হিজরী সনে ঐ বিচারক ঐ দেশেই ছিলেন না বরং অন্য কোন দেশে ছিলেন, তাহলে বিচারক তাকে অপবাদ জনিত কারণে সাজা প্রাপ্ত বলে ফায়সালা দিবেন। বিচারক তার সাক্ষ্য প্রামাণের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করবেন না। কিন্ত বিচারক সম্পর্কে তার সাক্ষিগণ যে কথা বলেছে সে বিষয়টি যদি খুবই প্রসিদ্ধ হয়, যেমন প্রথমোক্ত সাক্ষিগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর যে সময়ে হদ্দে কযফ প্রয়োগের কথা বলেছে, বিচারক এর আগেই মারা গেছেন এবং এ কথাটি ছোট বড়, আলিম জাহিল সকলেই জানে অথবা বিচারক যে এ সময় অন্য দেশে ছিলেন, এ কথাও সর্বজন প্রসিদ্ধ কথা অর্থাৎ বিষয়টি ছোট বড়, আলিম জাহিল সকলেই জানে, এ অবস্থায় বিচারক অভিযুক্ত সাক্ষিকে যিনার অপবাদ জনিত কারণে সাজা প্রাপ্ত (محدود فى القرف) বলে ফায়সালা দিবেন না। বরং তিনি مشهود عليه অর্থাৎ যিনার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দে যিনার ফায়সালা দিবে না (মুহীত)।

২৩. **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে যদি দাবী করে যে, এই সাক্ষীটি হদ্দে কযফের দণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে। এবং তার নিকটে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রমাণও রয়েছে। তাহলে তাকে ঐ মজলিস ভঙ্গ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সাক্ষী হাযির করার জন্য সময় দেওয়া হবে। যদি সে সাক্ষী হাযির করতে পারে তবে তো ভাল কথা। নতুবা তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি সে এ মর্মে ইকরার করে যে, তার সাক্ষীরা এই মুহূর্তে শহরে উপস্থিত নেই, কাজেই তার কয়েক দিন সময়ের প্রয়োজন, তাহলে বিচারক তাকে কয়েক দিনের সময় দিবেন না। যার উপর যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে যদি কোন কিছুর দাবী না করে বরং অন্য কোন তৃতীয় বক্তি সাক্ষীদের মধ্যে কারো ব্যাপারে প্রমাণ করে যে, সে ঐ ব্যক্তির (مشهود عليه উপর যিনার অপবাদ দিয়েছে তাহলে তাকে বন্দী করে রেখে কযফের (যিনার অপবাদ সংক্রান্ত) সাক্ষীদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি সাক্ষীদের সাফাঈ বর্ণনা করা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর অপবাদ জনিত হদ্দ আরোপিত হবে এবং মাশহুদ আলায়হি থেকে যিনার হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে। এমনি ভাবে যদি যিনার সাক্ষিগণের মধ্যে হতে কোন একজন সাক্ষী বিচারকের আদালতে কোন এক মুসলমানের ব্যাপারে যিনার অপবাদ দেয়, এ অবস্থায় যদি মাকযূফ অর্থাৎ অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি এসে তার উপর দণ্ড প্রয়োগের দাবী করে তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি থেকে যিনার হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। যদি হদ্দে কযফের দাবী নিয়ে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি না আসে তাহলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির উপর যিনার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি যিনার হদ্দ প্রয়োগ করার পর অপবাদ আরোপিত

ব্যক্তি এসে হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলে তার দাবী পূরণের লক্ষ্যে হদ্দে কযফ ও প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে যদি অপবাদ আরোপকারী স্থলে চোরের কোন বিষয় হয় অথবা হুকুকুল ইবাদের মানে সম্পর্কিত কোন সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (মাবসূত)।

২৪. **মাসআলা ঃ** যদি চারজন সাক্ষী কোন ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দেয়, অথচ এখনো পর্যন্ত তাদের বিশ্বস্ততা যাচাই ও নিরূপিত হয়নি, এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে "যার বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে" তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে স্বেচ্ছায় হত্যা করার ক্ষেত্রে কিসাস এবং ভুলক্রমে হত্যা করার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর ওয়ালী ওয়ারিসদের উপর দিয়্যতে অপরিহার্য হবে। আর যদি সাক্ষীদের বিশ্বস্ততা যাচাই ও নিরূপণের পর হত্যা করা হয় কিন্তু এখনো রজম করা হয়নি তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে (কাফী)। উপরোক্ত মাসআলা দু'টিতে যেমনিভাবে হত্যার বদলে কিসাস বা দিয়্যত ওয়াজিব হয় এমনিভাবে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হলেও এর যামান (জরিমানা) ওয়াজিব হবে। সুতরাং কেউ যদি কোন মানুষের হাত কেটে ফেলে বা চোখ উৎপাটিত করে ফেলে তাহলে অপরাধীকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (মুহীত)। কারো উপর রজমের ফায়সালা হওয়ার পর যদি অপর কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (কাফী)। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু যামানে নাফস তথা কিসাস ও দিয়্যত ওয়াজিব হয় না তাই কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করার কারণেও কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। উপরোক্ত অবস্থাসমূহে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর যদি সাক্ষিগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

২৫. **মাসআলা ঃ** অপরাধীর ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ তাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে এরপর দেখা যায় যে, সাক্ষীদের সকলেই গোলাম অথবা কাফির অথবা যিনার অপবাদ জনিত কারণে সাজাপ্রাপ্ত তাহলে কিয়াস অনুযায়ী তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। আর সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তার উপর দিয়্যত (রক্তদান) ওয়াজিব হবে এবং তা তার মাল থেকে তিন বছরের মধ্যে পরিশোধ করে দিতে হবে। আর হত্যাকারী ব্যক্তি যদি তাকে রজম তথা প্রস্তরাঘাত করে হত্যা করে, তারপর দেখা যায় যে, সাক্ষীদের সকলেই গোলাম তাহলে নিহত ব্যক্তির দিয়্যত বায়তুল মালের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারেই কাজ করেছে। অর্থাৎ যে কাজটি তাদের করণীয় ছিল সেটি সে নিজে আঞ্জাম দিয়েছে। পক্ষান্তরে সে যদি তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করে তবে এর হুকুম ব্যতিক্রম হবে। কেননা সে একাজ করে রাষ্ট্রপ্রধান নির্দেশিত কোন কাজে আঞ্জাম দেয়নি (কাফী)। যদি সাক্ষিগণ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই ব্যক্তি অমুক মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে।" সাক্ষ্যের মধ্যে তারা সে যিনা করেছে, এ কথাটি বলেনি, তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে সাক্ষিগণ যদি সে অমুকের সাথে সহবাস করেছে (جامعها او باضعها) বলে, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে এবং সাক্ষীদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মাবসূত)। যদি সাক্ষিগণ কারো উপর যিনার সাক্ষ্য দেয় এবং বলে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাত করেছি তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (হিদায়া)।

আর যদি সাক্ষিগণ বলে যে, আমরা স্বাদ উপভোগ করার জন্য ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাত করেছি তবে ফকীহদের সর্ব সম্মত মতানুসারে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

২৬. **মাসআলা** ঃ চারজন সাক্ষী কোন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যিনার সাক্ষ্য দিল। এরপর রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করতে সংকল্প করল। তখন ঐ সাক্ষীদের মধ্য হতে একজন অপরজনের উপর যিনার অপবাদ দিল। ইত্যবসরে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আশংকা হল যে, যদি সে হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। এরপর সে আর এ দাবী উত্থাপন করল না। তাহলে যিনার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য জাইয হবে এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার উপর হদ্দ জারী হবে (মাবসূত)। চারজন লোক এক ব্যক্তির যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল এবং দু'জনে সাক্ষ্য দিল তার মুহসিন হওয়ার ব্যাপারে। এরপর বিচারক তার উপর রজমের ফায়সালা দিল এবং তাকে রজম করা হল। এরপর দেখা গেল যে, যারা তারা মুহসিন হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে তারা দু'জন গোলাম অথবা তারা তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এদিকে রজমকৃত ব্যক্তির শরীর প্রস্তরাঘাতে জখম হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো সে মারা যায়নি। তাহলে কিয়াসের দাবী অনুসারে তার উপর একশ' কশাঘাত প্রয়োগ করা অপরিহার্য। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে তার থেকে কশাঘাত অপসারিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে রজমের সাজাও অপসারিত হয়ে যাবে। আর জখমের কারণে সাক্ষীদ্বয়ের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না এবং বায়তুল মালের উপরও কোন কিছু বর্তাবে না।

২৭. **মাসআলা** ঃ চার ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু কেউ তার ইহসানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়নি। তারপর বিচারক তাকে কশাঘাত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কশাঘাত করার পর দু'জন সাক্ষী তার মুহসিন হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল। তাহলে পূর্বের মাসআলায় কিয়াস অনুসারে এই ক্ষেত্রে ও রজম করা হবে। তবে ইস্তিহ্সান অনুসারে তাকে রজম করা হবে না। আমাদের আলিমগণ এ মাসআলায় ইসতিহ্সানকে গ্রহণ করেছেন। আর প্রথমোক্ত মাসআলা কিয়াসকে গ্রহণ করেছেন। এই হুকুম আমরা যা উল্লেখ করেছি তা ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যদি কশাঘাত পূর্ণভাবে প্রয়োগ হয়ে যায়। যদি কশাঘাত পূর্ণ না হয়ে থাকে, আর এ অবস্থায় দু'জন সাক্ষী তার মুহসিন হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার উপর রজম প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নেই (মুহীত)। চারজন সাক্ষী কোন এক ব্যক্তির উপর যিনার সাক্ষ্য দিল। এরপর যার উপর সাক্ষ্য দেওয়া হল সে এ বিষয়ে শোবাহ্র (সন্দেহের) দাবী করল। যেমন সে বলল, আমি তাকে আমার স্ত্রী বা আমার দাসী মনে করেছি তাহলে তার থেকে হদ্দ রহিত হবে না। আর যদি বলে যে, সে আমার স্ত্রী বা আমার দাসী তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না এবং সাক্ষীদের উপরও হদ্দজারী হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৮. **মাসআলা** ঃ সাক্ষিগণ এ মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, সে এক মহিলার সাথে যিনা করেছে। কিন্তু যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে বলল যে, আমি তাকে ফাসিদ তরীকায় খরিদ করেছি অথবা বলল যে, আমি তাকে বিক্রেতার খিয়ারে শর্তের সাথে খরিদ করেছি অথবা বলল যে, এটি সে আমাকে হিবা করেছে বা সাদাকা করেছে, অথবা বলল যে, সে তাকে বিয়ে করেছে। আর সাক্ষিগণ বলছে যে, সে এ মর্মে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে যে, ঐ মহিলার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তার কোন মালিকানা নেই তাহলে সন্দেহ জনিত কারণে তার থেকে হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে। এই ভাবে আযাদ মহিলার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি সে বলে, আমি তাকে খরিদ করেছি, তাহলে তার থেকে হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি সাক্ষিগণ বলে যে, সে ঐ মহিলাকে আযাদ করে এরপর তার সাথে যিনা করেছে। অথচ যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে এ বিষয়টি অস্বীকার করছে (ইতাবিয়্যা)। যদি সাক্ষিগণ কোন পুরুষ ও মহিলার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং মহিলা বলে যে, সে তাকে জোরপূর্বক এ কাজ করেছে। অথচ সাক্ষিগণ এ কথার (জোরপূর্বক যিনা করার) পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। বরং তারা বলে যে, তার সন্তুষ্টিতেই এ কাজ হয়েছে, তাহলে মহিলার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মাবসূত)।

২৯. **মাসআলা** ঃ যদি সাক্ষিগণ এমন হদ্দের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যা বহু দিন পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে তাহলে হদ্দে কযফের সাজা ব্যতীত অন্য কোন সাজা দেওয়া যাবে না (কান্য)। যদি পুরানো অর্থাৎ বহু দিন পূর্বের যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয় তবে এতে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, সাক্ষীদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামদের মতে তাদের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। হদ্দ বা যিনার সাক্ষ্যের বিষয়টি অতীত হওয়ার জন্য শর্ত হল তা কোন ওযরবশত ঃ এমন হতে হবে। যেমন রোগ-ব্যাধি,, পথের দূরত্ব বা পথের ভয়ভীতি ইত্যাদি। এ জাতীয় কারণে যিনার সাক্ষ্য বিলম্ব হলেও তা কবূল হবে এবং এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। কিন্তু বিনা ওযরে বিলম্ব হলে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। আমাদের মাযহাবে সময়ের এমন দীর্ঘসূত্রতা যেমন প্রথমতঃ সাক্ষ্য কবূল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, তেমনিভাবে বিচারের রায় ঘোষণার পরও হদ্দ কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধক রূপে গণ্য। সুতরাং কিছু হদ্দ প্রয়োগ করার পর যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পালিয়ে যায় এবং দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে আবার ধরে আনা হয় তাহলে তার উপর আর বাকী হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। দীর্ঘ সময়ের সীমানা কতটুকু এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দীর্ঘ সময়ের মুদ্দত এক মাস ধার্য করেছেন। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর একটি রিওয়ায়েতও বটে। আর এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত (হিদায়া)। মদ্যপান ছাড়া অন্যান্য হুদূদের ক্ষেত্রে দীর্ঘসময়ের সীমানা এক মাস। এ বিষয়টি সমস্ত ফকীহ্দের নিকটস্বীকৃত। ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে মদ্য পানের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ সময়ের সীমানা হল একমাস। আর ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে দীর্ঘ সময় হল এমন মুদ্দত যে মুদ্দতের মধ্যে মদের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন ব্যক্তি অতীত কোন হদ্দের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তাহলে মদ্যপানের হদ্দ ব্যতীত তার উপর অন্যান্য হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে (শরহে বিকায়া)।

৩০. **মাসআলা** ঃ যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কোন মহিলার সাথে যিনা করার কথা চারবার স্বীকার করে, তারপর মহিলা এসে উপস্থিত হয়, তাহলে এর দুই অবস্থায় হতে পারে।

১. হয়তো পুরুষের উপর হদ্দ প্রয়োগের আগে মহিলা হাযির হবে। ২. অথবা হদ্দ কায়েমের পর হাযির হবে। যদি মহিলা পুরুষের উপর হদ্দ কায়েমের পর হাযির হয় এবং পুরুষের মত সেও স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে মহিলা যদি

যিনার বিষয়টি অস্বীকার করে এবং পুরুষের উপর হদ্দে কয্ফের দাবী করে তবে পুরুষের উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা আমরা জানি যে, পুরুষের উপর দু' হদ্দ একত্রে জারী করা যায় না। অথচ আমরা তার উপর এক হদ্দ প্রয়োগ করেছি। কাজেই তার উপর দ্বিতীয় হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর মহিলা যদি পুরুষের উপর হদ্দ প্রয়োগ করার আগেই এসে হাযির হয় এবং সে যিনার বিষয়টি অস্বীকার করে বিবাহের কথা দাবী করে তবে তাদের উভয়ের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে এবং পুরুষের উপর উকর (عقد) অর্থাৎ সহবাসের বিনিময় ওয়াজিব হবে। আর যদি সে বিবাহের দাবী না করে, বরং তা অস্বীকার করে এবং পুরুষের উপর হদ্দে কযফের দাবী করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পুরুষের উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে মহিলা যদি যিনার কথা স্বীকার করে এবং পুরুষ সেখানে অনুপস্থিত থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রেও পুরুষের হুকুম মহিলার হুকুমের মতই হবে। (শরহে তাহাবী)। যদি পুরুষের উপর হদ্দ কায়েমের পরে মহিলা এসে উপস্থিত হয় এবং বিবাহের দাবী করে ও মোহর তলব করে তাহলে সে মোহর পাবে না (মাবসূত)।

৩১. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক মুহসিন (বিবাহিত) ব্যক্তি যিনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করার পর বিচারক তার প্রতি প্রাস্তরাঘাত করার নির্দেশ দিলেন। এরপর লোকেরা যখন তাকে রজম করার জন্য গেল তখন তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করি নিল। ইত্যবসরে কোন এক ব্যক্তি তাকে কতল করে ফেলল। তাহলে হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচারক তার থেকে রজমের হুকুম বাতিল ঘোষণা করবে। যদি বিচারক তার উপর থেকে রজমের হুকুমকে বাতিল করে দেয় এবং এরপর কোন ব্যক্তি তাকে হত্যা করে তবে ঐ ব্যক্তিকেও হত্যা করা হবে (মুহীত সারাখ্সী)। আসল গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে যিনার ইকরার করার পর মহিলা বলল যে, সে জোরপূর্বক আমার সাথে এ কাজ করেছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায় পুরুষের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (ঈযাহ)। যে ব্যক্তি দারুল হারবে মুসলমান হয়েছে সে যদি ইকরার করে যে, আমি দারুল হারবে মুসলমান হওয়ার পূর্বে যিনা করেছি তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মুহীত)। যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করার পর সেখানে কোন মুসলমান বা যিম্মী মহিলার সাথে যিনা করে, তারপর সেখান থেকে দারুল ইসলামে এসে যিনার ব্যাপারে ইকরার করে তাহলে আমাদের মাযহাবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (মাবসূত)। যদি কোন গোলাম আযাদ হওয়ার পর ইকরার করে যে, আমি গোলাম থাকা অবস্থায় যিনা করেছিলাম তবে তার উপর গোলামের ন্যায় হদ্দ কায়েম করা হবে। গোলাম যদি যিনার ইকরার করে বা এমন কোন বিষয়ের ইকরার করে যার কারণে হদ্দ ওয়াজিব হয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদিও তার মুনীব অনুপস্থিত থাকে। গোলামের হাত কাটা এবং গোলামের উপর কিসাসের বিধান জারী করার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি দু'বার যিনার ইকরার করে এবং দু'জন সাক্ষী তার যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (তামারতাশী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মদ্যপানের দণ্ডের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি মদ পান করে ধরা পড়ে এবং তার মুখে এখনো দুর্গন্ধ বাকী থাকে অথবা কাউকে যদি মাতাল অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং সাক্ষিগণ তার বিরুদ্ধে মদ পানের সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে কেউ যদি মদ পানের কথা স্বীকার করে এবং তার মুখে মদের দুর্গন্ধ থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। চাই সে মদ অল্প পরিমাণ পান করুক বা বেশী পান করুক। মদের দুর্গন্ধ খতম হয়ে যাওয়ার পর কেউ যদি মদ্য পানের কথা স্বীকার করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে মদের দুর্গন্ধ ও নেশা খতম হয়ে যাওয়ার পর যদি সাক্ষিগণ কারো মদ্য-পানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও শায়খাইনের মতে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদি সাক্ষিগণ কাউকে এ অবস্থায় পাকড়াও করে যে, তার তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছে অথবা সে নেশায় মাতাল, তারপর তারা তাকে সেখান থেকে অন্য শহরে নিয়ে যায় যেখানে রাষ্ট্র প্রধান (বা তার প্রতিনিধি) আছে, এমতাবস্থায় যদি সেখানে পৌছবার আগেই তার মুখে দুর্গন্ধ নিঃশেষ হয়ে যায় তবুও ফকীহ্গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নেশার অবস্থায় নিজের বিরুদ্ধে কোন স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (হিদায়া)। মদ্যপান জনিত বেহুশী চেনার উপায় কি, এ সম্বন্ধে ফকীহ্দের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ সম্বন্ধে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যদি মদখোর ব্যক্তি আসমান যমীন পার্থক্য করতে না পারে এবং পুরুষ ও মহিলা চিনতে না পারে তবে তাকে মাতাল বলে গণ্য করা হবে। আর সাহিবাইন বলেন, যদি মদখোর ব্যক্তির কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং তার অধিকাংশ কথাই অনর্থক কথা হয় তাহলে তাকে নেশাগ্রস্ত গণ্য করা হবে। সাহিবাইনের কথার উপরই ফাতওয়া। যদি বিচারকের আদালতে সাক্ষিগণ কারো মদ্যপানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে বিচারক তাদের জিজ্ঞাসা করবেন যে, মদ কি জিনিস, তারপর জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কিভাবে তা পান করেছে? কেননা হতে পারে যে, জোরপূর্বক তাকে এ মদ পান করানো হয়েছে। এরপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কখন তা পান করেছে? কেননা হতে পারে যে, সে ইহা অনেক আগে পান করেছে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন যে, কোথায় সে এই মদ পান করেছে? কেননা হতে পারে যে, সে দারুল হারবে তা পান করেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সাক্ষিগণ এ সব বিষয়ে যথাযথভাবে বর্ণনা করার পর বিচারক (মাশহুদ আলায়হি তথা) যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তাকে বন্দী করবেন সাক্ষীদের আদালত ও বিশ্বস্ততার বিষয়টি যাচাই করার জন্য। মূলত যাহিরী বিশ্বস্ততার উপর তিনি ফায়সালা দিবেন না। যার বিরুদ্ধে মদ্যপানের সাক্ষ্য দেওয়া হবে। তাকে অবশ্যই জ্ঞানবান, বালিগ; মুসলমান এবং বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কাজেই বালক, পাগল এবং কাফিরের উপর মদ্য পানের হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন বোবা ব্যক্তির উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। চাই সাক্ষিগণ তার বিরুদ্ধে। (এ ব্যাপারে)

সাক্ষ্য প্রদান করুক বা সে নিজে এমনভাবে ইশারা করুক যা তার পক্ষ থেকে ইকরার (স্বীকারোক্তি) হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। অন্ধ ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৩. **মাসআলা ঃ** দারুল ইসলামে অবস্থানকালে কেউ যদি মদ পান করে এবং বলে যে, ইহা আমার জন্য হারাম, তা আমি জানতাম না, তাহলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (সিরাজিয়্যা)। যার উপর মদপান করার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে যদি বলে যে, আমি ইহাকে দুধ মনে করেছি অথবা বলে যে, ইহা যে মদ তা আমি জানতাম না, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর সে যদি বলে, আমি একে নাবীয[১] আঙ্গুর খেজুর ভিজানো সুমিষ্ট পানি, যার মাঝে এখনও নেশা উদ্রেকের অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। মনে করেছি, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৪. **মাসআলা ঃ** মদ্যপানের বিষয়টি দু'ভাবে সাব্যস্ত হয় ঃ

১. দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা মদ্যপান সাব্যস্ত হয়। ২. এমনিভাবে মদ পানকারী ব্যক্তি যদি নিজে এ ব্যাপারে একবার ইকরার করে তাহলেও তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (হিদায়া)। যদি সাক্ষিগণ কোন মাতাল বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হদ্দ প্রয়োগ কার যাবে না। এরপর সে যখন সুস্থ হবে তখন তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। চাই মদের দুর্গন্ধ তার মুখে তখনো বাকী থাকুক বা তা খতম হয়ে যাক। যদি কোন মুসলমান মদ বমি করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। কেননা হতে পারে যে, তাকে এ মদ জোরপূর্বক পান করানো হয়েছে। কোন মুসলমানের মুখে মদের দুর্গন্ধ পাওয়া গেলেও সাক্ষীদের সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত বা সে নিজে ইকরার না করা পর্যন্ত তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি দু'জন সাক্ষীর একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদ পান করেছে। আর অপর জনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদ বমি করেছে তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এইভাবে যদি দু'জন সাক্ষী কারো মদপান করার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে মদের দুর্গন্ধও পাওয়া যায়, এমতাবস্থায় যদি সাক্ষীদ্বয় মদপান সময়ের ব্যাপারে মতভেদ করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এমনিভাবে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদপান করেছে। আর অপরজন সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদপানের ইকরার করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রেও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে মদপান করে মাতাল হয়ে পড়েছে। আর অপর একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, সে অন্য কোন বস্তু পান করে মাতাল হয়ে পড়েছে তাহলে এ ক্ষেত্রেও হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (যহীরিয়্যা)।

৫. **মাসআলা ঃ** ভাং খেয়ে কেউ যদি মাতাল হয়ে যায় তাহলে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। মদ ছাড়া অন্যান্য মাদক দ্রব্য যা খেজুর, আঙ্গুর বা কিসমিস থেকে তৈরি করা হয়, কেউ যদি তা পান করে মাতাল হয়ে যায় তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আঙ্গুরের কাঁচা রস উথলানোর পর যখন তা ফুলে উঠে কিন্তু তাতে ফেনা সৃষ্টি না হয় এ জাতীয় মাদক দ্রব্য কেউ যদি পান করে এবং এতে মাতাল হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। তার মতে এর হুকুম আসীর নিংড়ানো রস এর হুকুমের

১. আঙ্গুর বা খেজুর ভিজানো সুমিষ্ট পানি, যার মাঝে এখনও নেশা উদ্রেকের অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুরূপ হবে। শষ্য বীজ এবং ফল-ফলাদি থেকে যে মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়, এর হুকুম গম, যব, চাউল এবং আলু বুখারা ইত্যাদি থেকে তৈরি করা মাদকদ্রব্যের হুকুমের অনুরূপ। যতক্ষণ পর্যন্ত এর স্বাদ মিষ্টি এবং উপাদেয় থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা পান করা হালাল (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। নাবীয পান করে কেউ মাথাল হয়ে গেলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কোন মাতাল ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যাবৎ না এ কথা জানা যাবে সে নাবীয পান করে মাতাল হয়েছে এবং সে স্বেচ্ছায় তা পান করেছে (হিদায়া)।

৬. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি মদের গাদ বা তলানি পান করে তবে মাতাল না হওয়া পর্যন্ত তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আঙ্গুরের রস পাকানোর পর যদি তা জ্বলে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ অবশিষ্ট থেকে যায় এবং কেউ তা পান করে মাতাল হয়ে যায় তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেউ যদি মধুর নাবীয, চীনাদানার শরাব মধুর শরাব, অথবা গাধীর দুধ পান করে মাতাল হয়ে যায় তাহলে হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (সিরাজিয়্যা)। যদি পানি, দুধ, তেল ইত্যাদি তরল বস্তুর সাথে মদ মিশিয়ে তা পান করা হয় তবে দেখতে হবে যে, মদের পরিমাণ বেশী না কম। যদি বেশী হয় তবে তা থেকে এক ফোঁটা পান করলেও তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। আর যদি মদের পরিমাণ কম হয় তবে যদিও তা পান করা বৈধ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও পান করা হলে পানকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যাবৎ না তা নেশা সৃষ্টিকারী হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. **মাসআলা ঃ** মদ ও সাকারের[১] হদ্দ হচ্ছে আশি দোররা। যদিও তা থেকে কেবলমাত্র এক ফোঁটা পান করা হয় (কানয)। যিনার হদ্দ প্রয়োগ কালে তা যেমন শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হয় তেমনিভাবে মদ্য পানের হদ্দও শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হবে। যিনার হদ্দ প্রয়োগকালে যেমনিভাবে মাথা ও মুণ্ডলে তা প্রয়োগ করা হয় না। এমনিভাবে এ ক্ষেত্রেও এসব স্থান থেকে পরহিয করা হবে। আর সুপ্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে যার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে তার লজ্জাস্থান ছাড়া সর্বাঙ্গ বিবস্ত্র করে নেওয়া হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যদি মদ্যপায়ী ব্যক্তি গোলাম হয়, তবে তাকে চল্লিশটি কশাঘাত করা হবে। কেউ যদি মদ ও সাকার পান করার ইকরার করার পর তা আবার প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যিম্মী ব্যক্তির উপর মদ্যপানের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। যদি বিচারকের নিকট মদ্যপানকারী ব্যক্তিকে ধরে আনা হয় এবং দু'জন সাক্ষী বলে যে, মদপান করেছে। কিন্তু সে নিজে বলছে যে, আমাকে জোর করে মদ পান করানো হয়েছে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে এবং তার কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। উপরোক্ত ব্যক্তির মধ্যে এবং যার উপর যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে অথচ সে দাবী করেছ যে, সে তাকে বিয়ে করেছে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কেননা যার উপর যিনার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে হদ্দ ওয়াজিব হওয়ার (موجب حد) কারণটিকে অস্বীকার করছে। এ কারণেই নিকাহের ভিত্তিতে সঙ্গম করার বিষয়টি যিনা হতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হয়ে গিয়েছে। আর যার উপর মদ্যপানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার ক্ষেত্রে الاكراه عزر (জোর বা বল প্রয়োগের ওযর) হদ্দকে রহিত করে দেয় না। অর্থাৎ মদ্যপানের বিষয়টি রহিত হয় না। তবে এটি ও একটি ওযর যার ভিত্তিতে হদ্দ রহিত হয়ে যায়। (যদি তা প্রমাণিত হয়।) কিন্তু শুধুমাত্র দাবীর দ্বারা তা প্রমাণিত হবে না। বরং এর জন্য সাক্ষী প্রমাণ জরুরী। সুতরাং যদি এই জোর জবরদস্তির উপর সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা যায় তাহলে তা সাব্যস্ত হবে এবং এর কারণে হদ্দ রহিত বা বাতিল হয়ে যাবে (যহীবিয়্যা)।

১. نوع من الخمر এক প্রকারের মদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হদ্দে কয্ফ[১] ও তা'যীরের বিবরণ

১. **মাসআলা ঃ** শরীআতের পরিভাষায় কয্ফের অর্থ হল, কারো উপর যিনার অপবাদ দেওয়া। যদি কোন ব্যক্তি কোন মুহসিন (বিবাহিত) পুরুষের উপর বা মুহসানা (বিবাহিতা) মহিলার উপর স্পষ্ট ভাষায় যিনার অপবাদ আরোপ করে যেমন বলল, তুমি যিনা করেছো অথবা বলল হে যিনাকারী! এরপর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হদ্দে কযফের দাবী করল, তাহলে বিচারক অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করবে না। সে আযাদ হলে তাকে আশিটি কশাঘাত করবেন এবং গোলাম হলে চল্লিশটি কশাঘাত করবেন (ফাতহুল কাদীর)। হদ্দে কয্ফ প্রয়োগের সময় তুলা এবং চামড়ার পোশাক ব্যতীত অন্য কোন পোশাক তার শরীর থেকে খোলা হবে না। যিনার হদ্দ যেমনিভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হয় অনুরূপভাবে হদ্দে কয্ফও শরীরের বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করা হবে (শরহুন নিকায়াঃ শায়খ আবুল মাকারিম (র))।

২. **মাসআলা ঃ** অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি যদি নিজে এ ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে এর দ্বারা কযফ (অপবাদ দেওয়া) সাব্যস্ত হবে এমনিভাবে দু'জন পুরুষ যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তবে এর দ্বারাও তা সাব্যস্ত হবে যেমনিভাবে অপরাপর হুকুমের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে (ইখ্তিয়ারু শরহিল মুখতার)। পুরুষের সাথে মহিলা সাক্ষ্য দিলে এর দ্বারা কযফ সাব্যস্ত হবে না। এমনিভাবে সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য (شهداة على الشهاة)-এর দ্বারাও তা সাব্যস্ত হবে না, অনুরূপভাবে এক বিচারক যদি অন্য বিচারকের নিকট কয্ফ সাব্যস্ত হওয়ার কথা চিঠির মারফত জানিয়ে দেয় তবে এতেও কয্ফ সাব্যস্ত হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অপবাদ আরোপের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদানের পর যদি সে তা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে এ প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য হবে না (কাফী)।

৩. **মাসআলা ঃ** অপবাদ আরোপকারী (قاذف) ব্যক্তির উপর হদ্দে কয্ফ তখনই ওয়াজিব হবে যদি অপবাদ আরোপিত (مقذوف) ব্যক্তি মুহসিন (বিবাহিত) হয়। মুহসিন হওয়ার শর্ত পাঁচটি। (১) আযাদ হওয়া (২) বালিগ হওয়া (৩) জ্ঞানবান হওয়া (৪) মুসলমান হওয়া (৫) এমন সচ্চরিত্রবান হওয়া যে জীবনে কোন মহিলার সাথে যিনার মাধ্যমে অথবা সন্দেহের

১. কোন মুসলিম নর বা নারীর উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দান করে চারজন চাক্ষুষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করতে সক্ষম না হয় এবং বিচারের আদালতে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি বিচার প্রার্থনা করে, তাহলে স্বাধীন অপবাদ দাতার উপর ৮০ দোর্‌রা ও গোলাম অপবাদ দাতার উপর ৪০ দোর্‌রার শাস্তি প্রদান করাকে হদ্দে কযফ বলে। এরূপ হদ্দে কযফ যার উপর বিচারকের আদালাত ফায়সালার মাধ্যমে আরোপিত হবে তার কোন সাক্ষ্য জীবনেও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে তাওবা করে সাচ্চা দীনদার, ওয়ালীআল্লাহ্ হয়ে যায়। তার ইমামতিতে নামায পড়া যাবে, তাকে বুযুর্গ মনে করা যাবে। কিন্তু কারো বিপক্ষে তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে না। চির দিনের জন্য সে তার সাক্ষ্য গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। (সূরা নূর)

বশীভূত হয়ে অথবা ফাসিক বিবাহের মাধ্যমে কখনো সঙ্গম করেনি (শরহে তাহাবী)। সুতরাং এ জাতীয় কোন ব্যক্তি যদি নিজের অধিকার বহির্ভূত কোন মহিলার সাথে হারাম পন্থায় সহবাস করে তবে তার ইহ্সান বাতিল হয়ে যাবে। চাই সে নারী নাবালিগা হোক বা বালিগা হোক। অনুরূপভাবে চাই সে এমন দাসী হোক যাকে হকের দাবীতে নিয়ে নেওয়া হয়েছে অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তা ইদ্দত পালনকারিণী হোক অথবা বায়িনাপ্রাপ্তা হোক অথবা কোন দাসীর সাথে সঙ্গম করে পরে তাকে খরিদ করার দাবী করা হোক অথবা বিবাহের দাবী করা হোক অথবা কোন শরিকী দাসীর সাথে সঙ্গম করা হোক অথবা এমন কোন মহিলার সাথে সঙ্গম করা হোক যাকে এ ব্যাপারে জোর করা হয়েছে অথবা এমন মহিলার সাথে সঙ্গম করা যাকে বাসর রাত্রে নির্ধারিত স্ত্রীর স্থলে তার নিকটে পাঠানো হয়েছে অথবা চাই সে কুফরী অবস্থায় যিনা করুক বা দারুল হারবে যিনা করুক কিংবা পাগল অবস্থায় যিনা করুক অথবা এমন দাসীর সাথে যিনা করুক যে দুগ্ধ পানের কারণে চির দিনের জন্য তার উপর হারাম। (উপরোক্ত মহিলাদের সাথে সঙ্গম করার কারণে তার ইহ্সান বাতিল হয়ে যাবে) (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত (তাবয়ীন)।

৪. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি এমন দাসীর সাথে সঙ্গম করে যার সাথে তার পিতা সঙ্গম করেছে অথবা যে দাসীর মায়ের সাথে সে নিজে প্রথমে সঙ্গম করেছে, তারপর সে তার সাথে সঙ্গম করেছে, এরপর কোন মানুষ তার উপর যিনার অপবাদ আরোপ করে তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেউ যদি এমন দাসীকে খরিদ করে যার মা অথবা কন্যাকে সে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করেছে অথবা যার মা কিংবা কন্যার জননেন্দ্রিয়ের প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে তাকিয়েছে অথবা যার (যে দাসীর) জননেন্দ্রিয়ের প্রতি তার পিতা বা পুত্র কামোদ্দীপনার সাথে নযর করেছে, এর সে (ঐ খরিদদার) তার সাথে সঙ্গম করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এতে তার ইহ্সান বিনষ্ট হবে না। তাই তার প্রতি যে ব্যক্তি অপবাদ আরোপ করবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, তার ইহ্সান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর যে ব্যক্তি অপবাদ আরোপ করবে তার উপর হদ্দে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে। অনুরূপ সিফাতের (গুণের) অধিকারী কোন মহিলাকে কেউ যদি বিয়ে করে তার সাথে সঙ্গম করে তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত মতভেদ প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি এরূপ লোকের ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে যে, তার মায়ের সাথে যিনা করেছে অথচ তার মা হচ্ছে অগ্নিপূজক মহিলা অথবা বিবাহিতা অথবা ফাসিদ তরীকায় খরিদা অথবা সে এমন মহিলার সাথে সঙ্গম করেছে যে তার স্রাবরত স্ত্রী অথবা সে ঐ মহিলার সাথে যিহার করেছে অথবা সে ফরয রোযার অবস্থায় ছিল এবং সে তার রোযার কথা জানত অথবা সে তার মুকাতাব দাসী, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৫. **মাসআলা ঃ** মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কারো চারজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে যদি পঞ্চম কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও করে এ অবস্থায় তার উপর কোন ব্যক্তি যদি অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কোন মুসলমান যদি তার মুরতাদ দাসীর সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার প্রতি অপবাদ দাতা ব্যক্তির উপর হদ্দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োগ করা হবে। মুনতাকা গ্রন্থে এও উল্লেখ আছে, যদি কেউ নিজের এরূপ দাসীর সাথে সঙ্গম করে যে তার স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে আছে তাহলে আমাদের মতে তার ইহ্সান নিঃশেষ হবে না। তাই আমি তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করব (মুহীত)। কেউ যদি আযাদ স্ত্রী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন দাসীকে বিবাহ করে অথবা একই আকদে দুই বোনকে বিবাহ করে অথবা একই আকদে কোন মহিলাও তার ফুফুকে বিবাহ করে তাহলে এরূপ ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে যে সঙ্গম হবে সে সঙ্গমের কারণে ইহ্সান বাতিল হয়ে যাবে। এমনিভাবে কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাস করার পর জানতে পরল যে, বৈবাহিক (مصاهره) সম্পর্কের কারণে সে তার জন্য হারাম ছিল তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এরও অভিমত (মাবসূত)।

৬. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি নিজ পুত্রের দাসীর সাথে সঙ্গম করল। এতে সে গর্ভবতী হল বা গর্ভবতী হল না। তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, যদি সঙ্গমকারী ব্যক্তির উপর থেকে হদ্দ অপসারিত হয়ে যায়, তার উপর মোহর ওয়াজিব হয় এবং তার তরফ থেকে বাচ্চার নসব সাব্যস্ত হয় তাহলে এরূপ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপকারীর উপর আমি হদ্দ প্রয়োগ করব। এমনিভাবে কেউ যদি কারো দাসীকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তার সাথে সহবাসও করে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপরও আমি হদ্দ প্রয়োগ করব (যহীরিয়্যা)। যদি কোন ব্যক্তি সাক্ষী ব্যতিরেকে কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথবা এমন মহিলাকে বিবাহ করে যার সম্পর্কে সে জানে যে, তার স্বামী আছে অথবা এমন মহিলাকে বিবাহ করে যে তার স্বামীর ইদ্দত পালনরত অথবা কোন মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম) মহিলাকে জেনে শুনে বিবাহ করে তার সাথে সহবাসও করে তাহলে এ জাতীয় ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি না জেনে এ জাতীয় কারো সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

৭. **মাসআলা ঃ** যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি এমন কোন মহিলাকে বিবাহ করে যাকে বিবাহ করা তার ধর্মে বৈধ যেমন সে কোন মাহরাম মহিলাকে বিবাহ করল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেল। এ অবস্থায় কেউ যদি তার উপর অপবাদ আরোপ করে এবং সে যদি ইসলাম গ্রহণের পর তার সাথে সঙ্গম করে থাকে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর কুফরী অবস্থায় সে তার সাথে সঙ্গম করে থাকলে সাহিবাইনের মতে এ অবস্থায় ও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (শরহে তাহাবী)। কোন ব্যক্তি যদি দু'দাসীর মালিক হয় যারা পরস্পর বোন। এরপর সে যদি তাদের সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মাবসূত)। যদি এমন কোন মহিলার উপর যিনার অপবাদ দেওয়া হয় যার উপর পূর্বে যিনার কারণে হদ্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। আর যদি অপবাদ আরোপিত মহিলার মাঝে যিনার আলামত পাওয়া যায় অর্থাৎ বিচারক যদি ঐ মহিলা এবং তার

স্বামীকে লি'আন করিয়ে সন্তানের নসব তার স্বামী থেকে ছিন্ন করিয়ে মহিলার সাথে যুক্ত করে দেয় অথবা মহিলার সাথে যদি তার বাচ্চা থাকে যার পিতার পরিচয় জানা নেই তাহলে তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি বাচ্চার উপর অপবাদ দেওয়া হয়[১] তবে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। আর যদি মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে সন্তান ব্যতীত লিআন করানো হয় অথবা সন্তানসহ হয় কিন্তু সন্তানের নসব তার স্বামী থেকে এখনো বিচ্ছিন্ন করা হয়নি অথবা বিচ্ছিন্ন করা হয়ে গেছে কিন্তু স্বামী আবার নিজেকে এ বিষয়ে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে ফলে তার নসব তার পিতার সাথে পুনরায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি উক্ত মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে (শরহুত তাহাবী)।

৮. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, হে ব্যভিচারিণী! তারপর মহিলা বলে যে, না, বরং তুমি, তাহলে মহিলার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে এবং তাদেরকে লিআন করানো হবে না। কেউ কোন বেগানা মহিলাকে বলল যে, হে ব্যভিচারিণী! এ কথা শুনে সে বলল যে, আমি তো তোমার সাথেই যিনা করেছি। তাহলে পুরুষের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। বরং মহিলার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, হে ব্যভিচারিণী! এ কথা শুনে সে বলল, আমি তো তোমার সাথেই যিনা করেছি তাহলে তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না এবং তাদেরকে লিআনও করানো হবে না। কোন স্ত্রী যদি প্রথমে তার স্বামীকে বলে যে, আমি তোমার সাথে যিনা করেছি এরপর স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি যিনার অপবাদ আরোপ করে তাহলে তাদের কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যদি কেউ কোন বেগানা মহিলাকে বলে যে, তোমার স্বামী তোমাকে বিবাহ করার আগে তোমার সাথে যিনা করেছে তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে। যদি বলে, সে তোমার সাথে তার অঙ্গুলি দ্বারা যিনা করেছে তবে এতে তার উপর হদ্দে কযফ ওয়াজিব হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কেউ যদি বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যভিচারিণী, এরপর আরেক ব্যক্তি বলে যে, আমিও এ ব্যাপারে সাক্ষী, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সে যদি বলে, তুমি যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছো আমিও সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি তাহলে তার উপরও হদ্দ ওয়াজিব হবে (ইতারিয়্যা)।

৯. **মাসআলা ঃ** কোন এক ব্যক্তি অপর দুই ব্যক্তিকে বলল, তোমাদের একজন যিনাকারী। তারপর তাদের একজনকে খাস করে ঐ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করা হল যে, এই কি সেই ব্যক্তি? জবাবে সে বলল, না, তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে যিনাকারী! তখন তৃতীয় আরেক ব্যক্তি বলল, তুমি সত্য বলেছো তাহলে সমর্থনকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। বরং যে এ কথার সূচনা করেছে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে। যদি সে বলে, তুমি সত্য বলেছো। সে এরূপই যেমন তুমি বলেছো তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এমনিভাবে যদি তৃতীয় ব্যক্তি বলে যে, সে এরূপই যেমন তুমি বলেছো তাহলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

১. অর্থাৎ তাকে হারাম জাদা বলে অভিযুক্ত করে।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, হে চরিত্রহীন লম্পটের পুত্র! অথবা কোন মহিলাকে বলে, হে অমুকের বান্ধবী! অথবা বলে হে বংশ পরিচয়হীন ব্যক্তি বা হে বংশ পরিচয়হীন ব্যক্তির পুত্র! তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। যদি বলে অমুক তোমার সাথে হারাম পন্থায় সহবাস করেছে অথবা অমুক তোমার সাথে কুকর্ম করেছে অথবা বলে যে, অমুক বলছে, তুমি ব্যভিচারী অথবা তুমি যিনা করছো অথবা বলে যে, তোমার মত এত যিনাকারী আমি আর কাউকে দেখিনি বা তুমি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক যিনাকারী বা তুমি আমার থেকেও অধিক যিনাকারী বা তুমি সমস্ত যিনাকারীদের মধ্যে সার্বাধিক যিনাকারী অথবা তুমি যোনিদ্বার ছাড়া ভিন্ন স্থান দিয়ে যিনা করেছো বা তোমার উরু যিনা করেছে বা তোমার পা যিনা করেছে বা হে সমকামী! বা তুমি কওমে লূতের ন্যায় কুকর্ম করেছো অথবা বলে যে, তোমার সাথে জবরদস্তি যিনা বা লাওয়াতাত করা হয়েছে বা ঘুমন্ত অবস্থায় কিংবা তোমার পাগল হওয়া অবস্থায় তোমার সাথে যিনা করা হয়েছে, তাহলে যে ব্যক্তি এ জাতীয় কথা[১] বলবে তার উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদি ইংগিতে যিনার অপবাদ দেওয়া হয় বা বোবা মানুষ যিনার অপবাদ দেয় অথবা রাতকা (যার যৌনাঙ্গে দোষ আছে) মহিলা যিনার অপবাদ দেয় এমনিভাবে দারুল হারবে যিনা করার অপবাদ দেওয়া হলে এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সাথে যিনার অপবাদ দেওয়া হলে এতে হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে না। বালক এবং পূর্ণাঙ্গ পাগল ব্যক্তির অপবাদের কারণে হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে না। অবশ্য পাগলের অবস্থা যদি এমন হয় যে, কখনো পাগল থাকে আবার কখনো ভাল হয়ে যায় তাহলে তার অপবাদের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে। অণ্ডকোষ কর্তিত ব্যক্তির কযফের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু খাসী এবং পুরুষত্বহীন ব্যক্তির কয্ফের কারণে হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি অপর কাউকে বলে, হে যিনাকারীর পুত্র, অথবা তার মা হচ্ছে মুহসানা তাহলে এরূপ উক্তিকারীর উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে তার মায়ের উপরও যিনার অপবাদ আরোপ করেছে (তামারতাশী)। বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সী কোন গোলামের উপর কেউ যদি অপবাদ আরোপ করে এবং গোলাম বয়স বা স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে বালিগ হয়ে যাওয়ার দাবী করে তাহলে এরূপ উক্তিকারী ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করা হবে না (মুহীত)। যদি কোন পুরুষকে কেউ বলে যে, হে যানিয়া (زانية)[২] তাহলে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবেনা। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম ইউসুফ (র)-এর অভিমত (শরহে তাহাবী)। এটি সূক্ষ্ম কিয়াসেরও দাবী (মুহীত)। কেউ যদি কোন মহিলাকে হে যানী (يا زانى) ها (হা) ছাড়া বলে, তাহলে ফকীহ্দের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দে কয্ফজারী হবে। কেউ যদি কোন পুরুষকে স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে زنات (তুমি যিনা করেছো) বলে তাহলে অপবাদ আরোপকারীর উপর হদ্দ জারী হবে। (শরহে

১. হদ্দে কয্ফ বা ব্যভিচারের অপবাদ দানের শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যাপারে মূলনীতি হল ঃ সুস্পষ্টভাবে এমন ব্যভিচারের দাবী করা, যে কার্য ব্যভিচার বলে। সুনির্দিষ্ট ব্যভিচার প্রমাণিত হওয়ায় সন্দেহ থাকলে অথবা অপবাদ দানের ভাষায় সন্দেহের অবকাশ থাকলে অপবাদ আরোপকারীর হদ্দ বা শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তি ৮০ দোর্রা প্রয়োগ করা যাবে না, যদিও তার এরূপ উক্তি করা হারাম। বিচারক মনে করলে তাকে অন্য শাস্তি দিতে পারবেন।

২. হে ব্যভিচারিণী! অর্থাৎ পুরুষকে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ প্রয়োগ করে সম্বোধন করেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাবী)। কেউ কোন ব্যক্তিকে زنات فى الجبل বলে বলল যে, এ কথার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, صعود فى الجبل অর্থাৎ পাহাড়ে আরোহণ করা। অথচ এ কথাটি সে রাগান্বিত অবস্থায় বলেছে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না। তাই তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী করা হবে (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি সে এ কথার দ্বারা পাহাড়ে আরোহণ করার উদ্দেশ্য না করে থাকে তবে ফকীহ্দের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে (তাবয়ীন)। পক্ষান্তরে কেউ যদি زنات على الجبل বলে তাহলে ফকীহ্গণের ইজমা অনুসারে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে না (মুযমারাত)। আর যদি রাগের অবস্থায় زنات على الجبل বলে তাহলে কারো কারো মতে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। আবার কারো কারো মতে হদ্দ জারী হবে। এটিই যুক্তি সম্মত কথা (ফাতহুল কাদীর)। কেউ যদি কাউকে زنيت فى الجبل বলে তবে ফকীহ্দের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে (শরহে তাহাবী)। কেউ যদি হামযার সাথে يازانى বলে দাবী করে যে, এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল কোন কিছুর উপর আরোহণ করা তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাই তার উপর হদ্দে কযফ জারী করা হবে। আর এতে ইমামগণের কোন দ্বিমত নেই (মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ ইবরাহীম ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি তার দাসীকে ডাকল। তখন এক আযাদ মহিলা তার ডাকে উত্তর দিল। তার উত্তর শুনে সে তাকে না দেখেই বলল, হে ছিনাল! তারপর সে ওযর পেশ করে বলল যে, আমি তাকে আমার নিজের দাসী মনে করে ছিলাম। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি তার কথা বিশ্বাস করব না। বরং তার প্রতি হদ্দে কয্ফ জারী করবো (মুহীতঃ সারাখ্সী)। কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি যিনা করেছো এবং তোমার সাথে অমুকও ছিল, তাহলে সে এই দু'ব্যক্তির উপরই "অপবাদদাতা" বলে গণ্য হবে। যদি সে বলে, অমুক তোমার সাথে ছিল বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল, অমুক তোমার সাক্ষী ছিল তাহলে তার কথা বিশ্বাস করা হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ যদি অপর কাউকে বলে যে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! আর এই পুরুষ তার (ওর মায়ের) সাথে ছিল, তাহলে তাকে দ্বিতীয় জনের প্রতি অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য করা হবে। এমনিভাবে সে যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি তো তার সাথে ছিলে তাহলেও অনুরূপ হুকুম হবে (মুহীত)। কিন্তু যদি বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার সাথে ছিল তাহলে এতে সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে না। আর যদি এ কথা বলে যে, তুমি যিনা করেছো এবং এই লোক তোমার সাথে ছিল অথবা তোমার সাথে কথাটি বলেনি তাহলেও এটি অপবাদ রূপে গণ্য হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)।

১৩. মাসআলা ঃ ইব্ন সিমাআ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! এবং এ তোমার সাথে আছে। আর এ কথাটি যদি সে একবারেই বলে ফেলে তাহলে এ কথার দ্বারা তাকে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপকারী বলা যাবে না। যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে হে যানী (زانى) অর্থাৎ ব্যভিচারি! এবং এই পুরুষ তোমার সাথে আছে (وهذا معك) তাহলে এ বক্তব্যের কারণে তাকে উভয় ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য করা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে

বর্ণিত আছে; যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, হে ব্যভিচারিণীর পুত্র! এবং এ এখানে সে معك (তোমার সাথে আছে) কথাটি বলেনি তাহলে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে (মুহীত)। কেউ যদি যিনাকারী কোন ব্যক্তির উপর যিনার অপবাদ দেয় তাহলে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে না। চাই সে পূর্বকৃত সেই যিনার অপবাদ আরোপ করুক বা অন্য কোন যিনার অপবাদ আরোপ করুক (মাবসূত)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি এই দু'জনের একজনের সাথে বা এই দুইজনের উভয়ের সাথ যিনা করেছো, তাহলে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী করা হবে (ইতারিয়্যা)।

১৪. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি গিয়ে অমুককে বলবে যে, يازانى (হে যিনাকার!)। এ অবস্থায় ঐ দূত যদি সেই ব্যক্তিকে (যার নিকট তাকে পাঠানো হয়েছে) গিয়ে বলে, অমুক তোমাকে বলে যে, হে যিনাকারী ! তাহলে কারো উপরই হদ্দ জারী হবে না। না দূতের উপর এবং না দূত প্রেরকের উপর। আর দূত যদি প্রেরকের পক্ষ হতে সংবাদ না দিয়ে তাকে নিজের পক্ষ হতেই বলে যে, হে যিনাকারী! তাহলে দূতের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ফাতাওয়াযে কাযীখান)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, يا ابن ماء السماء! (হে আকাশের পানির পুত্র!) তাহলে তার উপর হদ্দে জারী হবেনা। কেউ যদি কোন আরবী লোককে বলে, হে আজমী! অথবা বলে যে, তুমি আরবী নও, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না (কাফী)।

১৫. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল তুমি অমুক গোত্রের লোক নও, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। এক ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বলল যার পিতা মাতা উভয়ই কাফির, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও, তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কোন ব্যক্তি তার গোলামকে যার মাতা পিতা উভয়ই মুসলমান বলল, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও, অথচ তারা উভয়ই আযাদ হয়ে গিয়েছে, তাহলে মুনীবের উপর হদ্দে কযফ জারী হবে না। যদিও গোলাম তাদের পরে আযাদ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কেউ কোন ব্যক্তিকে বলল, তুমি তোমার মায়ের সন্তান নও তাহলে সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে যদি বলে, তুমি তোমার মাতা-পিতার সন্তান নও তবে এতেও সে অপবাদ আরোপকারী বলে গণ্য হবে না। যদি বলে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও, অথচ তার মা হচ্ছে আযাদ এবং পিতা হচ্ছে কারো গোলাম তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে তার মায়ের কারণে। আর যদি তার মা কারো দাসী হয় এবং পিতা আযাদ ব্যক্তি হয় তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ জারী হবে না। কিন্তু তার প্রতি তা'যীর[১] প্রয়োগ করা হবে। কেউ যদি রাগের অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও অথবা বলে, তুমি অমুকের পুত্র নও তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে (কান্য)। কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি অমুকের পুত্র নও এবং অমুকের বলে এ ক্ষেত্রে দাদার নাম বলে তাহলে তার প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (কাফী)।

১৬. মাসআলা ঃ কেউ কাউকে রাগের অবস্থায় নয় বরং স্বাভাবিক অবস্থায় তার পিতার স্থলে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করল তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না। যদি রাগের

১. বিচারকের বিবেচনায় স্থিরকৃত শাস্তি।

অবস্থায় এরূপ সম্পর্কিত করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে। যদি দাদার সাথে সম্পর্কিত করে তাহলেও তার উপর হদ্দ জারী হবে না। কেননা দাদাও এক প্রকার পিতার মতই। এমনিভাবে যদি তার চাচা, মামা অথবা তার মায়ের স্বামী অর্থাৎ সতালো পিতার দিকে সম্পর্কিত করে তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম হবে। কেননা এসব লোকদেরকেও রূপক অর্থে পিতা বলা হয় (তামারতাশী)। কেউ যদি অপর কাউকে বলে যে, তুমি অমুকের জন্মের নও, তবে এ কথা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি তোমার পিতার সন্তান নও, তোমাকে তোমার পিতা জন্ম দেয়নি তবে এসব কথা তার মায়ের প্রতি অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি বলে, তুমি হালাল সন্তান নও তাহলে এক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তোমার দাদা যিনাকারী তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না (ঈযাহ)। যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, হে যিনাকারীর ভাই! তবে এ কথা তার ভাইয়ের উপর অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে। যদি তার ভাই একজনই থাকে তাহলে সে বিচারকের আদালতে অভিযোগ করতে পারবে। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে যিনাকারীর ভাই! এরপর প্রতি উত্তরে সে তৎক্ষণাৎ বলল, না, বরং তুমি। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ভাই প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে (ইতারিয়্যা)।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে দুই যিনাকারীর পুত্র! এক্ষেত্রে তার আপন মা যদি মুসলমান হয় তাহলে এই ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী হবে। নানী মুসলমান হোক বা না হোক তাতে কোন পরোয়া নেই। আর নানী যদি মুসলমান হয় এবং মা হয় কাফির তাহলে এই উক্তিকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী হবে না। কেননা বিলাদত (ولادة) শব্দটি পর্যায়ক্রমে فالاقرب الاقرب! (সর্বাধিক নিকটবর্তী এরপর তৎনিকটবর্তী) আত্মীয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যদি বলে, হে হাজার যিনাকারী মহিলার পুত্র! তাহলে তার প্রতি হদ্দ জারী করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, হে ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী নারীর পুত্র! তবে এ কথা তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রতি অপবাদ রূপে গণ্য হবে। যদি তারা উভয়ে জীবিত থাকে তাহলে তারা উভয়ে হদ্দে কযফের দাবী উত্থাপন করতে পারবে। আর যদি মারা গিয়ে থাকে তবে এই ইখতিয়ার সন্তানের জন্য থাকবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। এক ব্যক্তি কোন বেগানা মহিলাকে বলল, তুমি উট, ষাঁড় বা গাধার সাথে যিনা করেছ তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ জারী হবে না। যদি বলে, তুমি উষ্ট্রী, গাভী, কাপড় বা দিরহারেম সাথে যিনা করেছো, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে। কেউ যদি কোন পুরুষকে বলে যে, তুমি উট, উষ্ট্রী ইত্যাদি পশুর সাথে যিনা করেছো তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, তুমি দাসী, ঘর বা কাপড়ের সাথে যিনা করেছো তাহলে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে (যহীরিয়্যা)।

১৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে যে, তুমি যিনা করবে তাহলে তার উপর হদ্দে কযফ জারী হবে না। কেননা এটি তো ভবিষ্যতের কথা। যদি কেউ অন্য কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি যিনা করবে আর আমি প্রহৃত হবো? (এটি কেমন করে হতে পারে। কেননা যে অপরাধ করবে সেই এর সাজা ভোগ করবে) তাহলে এতেও এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্তিকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী হবে না। কেননা এটি একটি প্রশ্রয় সূচক বাক্য যার অর্থ আমরা উপরে উল্লেখ করেছি (ঈযাহ)। কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে যে, তুমি তোমার সৃষ্টি বা জন্মের আগেই যিনা করেছো তাহলে এ কারণে বক্তার উপর হদ্দ জারী হবে না (মুহীত)। যদি কেউ এমন মহিলার উপর যিনার অপবাদ দেয় যে খৃষ্টান থাকা অবস্থায় যিনা করেছে অথবা এমন কোন পুরুষের উপর যিনার অপবাদ দেয় যে খৃষ্টান থাক অবস্থায় যিনা করেছে তাহলে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। অর্থাৎ খৃষ্টান ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পর যদি তার উপর কেউ এমন যিনার কারণে অপবাদ দেয় যা সে খৃষ্টান থাকা অবস্থায় করেছে। যেমন বলল, তুমি কাফির থাকা অবস্থায় যিনা করেছে। এমনিভাবে যদি কোন আযাদকৃত ব্যক্তি বলা হয় যে, তুমি গোলাম থাকা অবস্থায় যিনা করেছ তাহলে অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে না। যেমন কেউ বলল, আমি তোমার প্রতি যিনার অপবাদ দিয়েছি। তখন তুমি কিতাবী বা দাসী ছিলে, তাহলে অপবাদদাতার উপর হদ্দ জারী হবে না (ফতহুল কাদীর)।

১৯. **মাসআলা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, হে টুন্ডা, লেংড়া বা নাপিতের পুত্র! অথচ তার পিতা এরূপ নয় তাহলে এরূপ উক্তিকারী ব্যক্তির উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি বলে, হে নীল, কাল বা লাল-হলুদ মিশ্রিত চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র! অথচ তার পিতা এরূপ নয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি বলে, হে সিন্ধীর পুত্র, হে হাবশীর পুত্র! তাহলে এতে সে অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে না। কেউ যদি কোন আরবী ব্যক্তিকে বলে, হে গোলাম! হে মাওলা, তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না। এমনিভাবে যদি কোন আরবী ব্যক্তিকে বলা হয়, হে কৃষক! তাহলে এতও হদ্দ জারী হবে না। কেউ যদি বেগানা কাউকে বলে, হে আমার পুত্র! তাহলেও হদ্দ ওয়াজিব হবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে বলে তুমি আমার গোলাম অথবা তুমি আমার মাওলা (গোলাম) তাহলে এ কথা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং এটি হল গোলাম হওয়া এবং ওয়ালা (ولاء) প্রাপ্তির দাবী। কেউ যদি কাউকে বলে যে, হে ইয়াহূদী, হে খৃষ্টান, হে অগ্নিপূজক! বা হে ইয়াহূদীর পুত্র! তাহলে এতে তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে না। তবে তার উপর তাযীর প্রয়োগ করা হবে (মাবসূত)। যদি বলে, হে তাতীর পুত্র! তবে এতেও হদ্দ ওয়াজিব হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি বলে, তুমি আরবী নও অথবা বলে, হে দরজীর পুত্র বা হে কানার পুত্র, অথচ তার পিতা এরূপ নয় তাহলে এ উক্তি অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। যদি বলে তুমি আদম সন্তান নও, তুমি মানুষ নও বা তুমি পুরুষ নও তবে এ কথাও অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। যদি বলে তুমি হালাল মানুষ নও তবে তা অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে (আল্ জাওহারাতুল নায়্যারা)। যদি বলে হে ইব্নুল আসফার! (পাণ্ডুবর্ণ ব্যক্তির পুত্র) অথচ তার পিতা এরূপ নয় তাহলে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না (শরহে তাহাবী)।

২০. **মাসআলা ঃ** বলা হল, অমুক মৃত ব্যক্তি নেককার মানুষ ছিলেন। কখনো মদপান করেননি এবং কখনো যিনা করেননি। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বলল, সে সবই করেছে তবে এ উক্তি অপবাদ হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু যদি বলে انه فعل كله (সে এগুলোর সবটাই করেছে) তাহলে এ উক্তি অপবাদ রূপে গণ্য হবে (ওয়াজীযঃ আল্ কুরদুরী)। কিতাবুল আসার

এর মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তি বলে, يافعل তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে।.কেননা এটি আম্মানের ভাষায় হে যিনাকারীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুখ্তাসারুল গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, হে বদকারিণী! তাহলে তার উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে। উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, হে মসীলিপ্তা, হে অনভিজ্ঞা? বা হে পাপী! ইত্যাদি তাহলে এরূপ উক্তিকারী ব্যক্তির উপর হদ্দে কয্ফ ওয়াজিব হবে। কেননা এসব শব্দ ওরফে (সমাজে) ব্যভিচারিণীর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'আসল গ্রন্থে' মাসআলাটি এভাবেই বর্ণিত আছে (যখীরা)।

২১. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি কোন পুরুষের উপর অপবাদ আরোপ করে বলে যে, হে যিনাকারিণীর পুত্র! এরপর অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি দাবী করল যে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মা দাসী অথবা খৃষ্টান। কিন্তু অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি বলছে যে, না সে আযাদ মুসলমান। তাহলে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে এবং পরে বলে যে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তিটি হচ্ছে গোলাম তাহলে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে। (এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির উপর সাক্ষ্য পেশ করা ওয়াজিব হবে।) মৌলগত দিক থেকে আযাদ ছিল এ ক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে অপবাদদাতা ব্যক্তি যদি বলে, আমি গোলাম, আমার উপর গোলামের শাস্তি ওয়াজিব হবে। আর অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি বলে, তুমি আযাদ, তাহলে এ ক্ষেত্রেও অপবাদদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (ঈযাহ)। যদি কেউ নিজ পুত্র, মাতা-পিতা বা ভগ্নির দাসীর সাথে সহবাস করে, তারপর দাবী করে যে, তার মালিক তাকে আমার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে। অথচ এ ব্যাপারে তার নিকট কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই তাহলে অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর হদ্দে কয্ফ জারী হবে না। এমনিভাবে সে যদি এই দাসী খরিদ করার ব্যাপারে একজন সাক্ষী পেশ করে তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মাবসূত)। কেউ যদি কোন পুরুষের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির নিকট যদি এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী প্রমাণ না থাকে, এ কারণে সে যদি অপবাদদাতা ব্যক্তির নিকট হতে আল্লাহ্র নামে এ মর্মে কসম করাতে চায় যে, আল্লাহ্র কসম! সে তার উপর যিনার অপবাদ দেয়নি, তাহলে আমাদের মাযহাবে বিচারক তার নিকট হতে কসম তলব করবে না (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা)।

২২. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উপর দাবী করল যে, সে তার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। এরপর যদি অপবাদদাতা নিজেই এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে অথবা এ ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ কায়েম করা হয় তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি তোমার দেওয়া অপবাদের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ কর। যদি সে তা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করে দিতে পারে তবে তো ভাল। অন্যথায় তার উপর হদ্দে কয্ফ জারী করা হবে। যদি কিছু হদ্দ প্রয়োগ করার পর অপবাদদাতা ব্যক্তি তার সত্যতার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে সাক্ষীদের কথা শোনা হবে। সাক্ষীর কথা শুনার পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অবশিষ্ট হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। তবে এতে তার সাক্ষ্য বাতিল হবে না এবং ফিস্‌কের কোন চিহ্নও তার উপর বর্তাবে না (ঈযাহ)। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এক পুরুষ অন্য কোন পুরুষের ব্যাপারে দাবী করল যে, সে তার উপর অপবাদ আরোপ করেছে। এরপর সে দু'জন সাক্ষীও নিয়ে এসেছে এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যে, সে তার উপর অপবাদ আরোপ করেছে। তখন বিচারক সাক্ষীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, অপবাদ কি জিনিস এবং কিভাবে অপবাদ আরোপ করা হয়? তখন যদি সাক্ষীদ্বয় বলে যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক অমুককে বলেছে, হে যিনাকারী তাহলে তাদের সাক্ষ্য কবূল হবে এবং তারা যদি আদিল ও বিশ্বস্ত হয়, তাহলে অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী করা হবে। যদি বিচারক সাক্ষীদের আদালত ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে অবগত না থাকেন তবে সাক্ষীদের আদালত সম্পর্কে জানার জন্য বিচারক অপবাদদাতা ব্যক্তিকে আটক করে রাখবেন। আদালত হল, মানুষ যে সব কাজকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে খারাপ এবং গর্হিত জানে তা থেকে বিরত থাকা। যদি সাক্ষীদের একজন এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সে তাকে জুমুআর দিন হে যিনাকারী! বলেছে। আর অপর জন সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে বৃহস্পতিবার দিন হে যিনাকারী বলেছে। এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন যে, এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং অপবাদ দাতা ব্যক্তির উপর হদ্দ জারী করা হবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইন বলেন যে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না (যহরিয়্যা)। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতটি অধিক উত্তম (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি দু'জন সাক্ষী কারো উপর কারো অপবাদ আরোপের সাক্ষ্য দেয় কিন্তু অপবাদের স্থান সম্বন্ধে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ অবস্থায় হদ্দ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যদি দু'জন সাক্ষীর একজনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তার উপর বৃহস্পতিবার অপবাদ আরোপ করেছে। আর অপর জনে সাক্ষ্য দেয় যে, সে (অপবাদদাতা) ইকরার করেছে যে, সে তার উপর বৃহস্পতিবার অপবাদ আরোপ করেছে, তাহলে কোন ইমামের মতেই তার উপর হদ্দে কয্‌ফ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কারখী)। কোন ভাষায় অপবাদ দেওয়া হয়েছে আরবী, ফার্সী (না বাংলায়) যদি এ বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে (ফাতহুল কাদীর)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি একদল লোক বলে যে, আমরা অমুক কে অমুক মহিলার সাথে যৌনি দ্বার ব্যতীত অন্য স্থান দিয়ে যিনা করতে দেখেছি, তাহলে কারো উপরই হদ্দ ওয়াজিব হবে না। না অপবাদ দাতার উপর না ঐ একদল লোকের উপর। কিন্তু তারা যদি বলে, আমরা অমুককে অমুক মহিলার সাথে যিনা করতে দেখেছি। এরপর কথা বন্ধ করে দেয়। তারপর যোনিদ্বার ছাড়া অন্য স্থানের কথা বলে, তাহলে তাদের উপর হদ্দে কয্‌ফ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করেছে, বলে দাবী করে এর উপর মাত্র একজন সাক্ষী পেশ করল তাহলে বিচারক অপবাদ দাতার উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন না। তবে অপবাদ দাতাকে বন্দী করা হবে কিনা, এ সম্বন্ধে বলা হয়, যদি সাক্ষী ব্যক্তি ফাসিক হয় তবে তাকে বন্দী করা হবে না। কিন্তু যদি বিশ্বস্ত আদিল হয় এবং বাদী ব্যক্তি বলে যে, শহরে আরেকজন সাক্ষীও আমার আছে তবে কিয়াসের দাবী অনুসারে অপবাদ দাতাকে বন্দী করা হবে

না। কিন্তু ইসতিহসানের দাবী হল, তাকে দু'দিন বা তিন দিন বন্দী করে রাখা হবে। আর যদি এরূপ দাবী করে যে, শহরের বাইরে তার আরেকজন সাক্ষী আছে তাহলে এ অবস্থায়ও তাকে বন্দী করা হবে না। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষীর অবস্থান স্থলটি শহর থেকে এমন দূরে হয় যে তিন দিনের মধ্যেও তাকে শহরে উপস্থিত করা সম্ভব নয়। যদি তার অবস্থান স্থলটি এমন নিকটে হয় যে, তিন দিনের মধ্যে তাকে শহরে উপস্থিত করা সম্ভব তাহলে অপবাদদাতাকে বন্দী করে রাখা হবে (যহীরিয়্যা)। "তাজনীসুন নাসিরী" নামক কিতাবে আছে, যদি অপবাদদাতা ব্যক্তি দাবী করে যে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যিনাকারী এবং আমার নিকট এ সম্পর্কিত দলীল প্রমাণ রয়েছে তাহলে তাকে দলীল প্রমাণ পেশ করার জন্য সময় দেওয়া হবে। যদি সে সাক্ষী প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তো ভাল। যদি না পারে তবে তার উপর হদ্দ জারী হবে। যদি সাক্ষী আনতে পাঠানোর মত লোক না থাকে, তবে কোতওয়ালের তত্তাবধানে তাকেই পাঠানো হবে। কোতওয়াল তাকে দেখাশুনা করবে। তারপর সে যদি সাক্ষী না পায় তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। যদি এরপর সে সাক্ষী পেশ করতে সক্ষম হয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (তাতার খানিয়্যা)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে এবং এরপর অপবাদদাতা ব্যক্তি যদি চারজন ফাসিক সাক্ষী উপস্থিত করে এবং তারা বলে যে, সে এমনই যেমন অপবাদদাতা ব্যক্তি বলেছে, তাহলে অপবাদদাতা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি এবং সাক্ষী সকলের উপর থেকেই হদ্দ অপসারিত হয়ে যাবে (যহীরিয়্যা)। যার উপর অপবাদ দেওয়া হয় সে যদি জীবিত থাকে তবে এ সম্পর্কে অভিযোগ করার অধিকার কেবলমাত্র তারই থাকবে। চাই সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক। যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি হদ্দে কয্‌ফের দাবী করার আগে বা পরে মারা যায় অথবা অপবাদদাতার উপর কিছু হদ্দ কায়েমের পর মারা যায় তাহলে হদ্দ বাতিল হয়ে যাবে এবং যা অবশিষ্ট ছিল তাও বাতিল হয় যাবে। যদিও এর সংখ্যা এক কোড়া হয় না কেন (ফাতাওয়ায়ে কারখী)। যদি অপবাদ আরোপিত অনুপস্থিত ব্যক্তি বাড়ি ফিরে আসে এবং অপবাদদাতাকে বিচারকের আদালতে নিয়ে যায় এরপর তার প্রতি কিছু হদ্দ জারী করা হয় অমনি সে আবার গাইর (উধাও) হয়ে যায় তবে হদ্দ পুরা করা যাবে না। সে উপস্থিত হলেই কেবল হদ্দ পুরা করা হবে। কেননা পুরা হদ্দের ক্ষেত্রে বাঁদীর পক্ষ হতে মুতালাবা তথা দাবী থাকা শর্ত (গায়াতুল বয়ান)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মৃত মুহসিন ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার পিতা-মাতা ও তদূর্ধ্বগণ এবং তার সন্তান-সন্ততি তদনিম্নগণ তার প্রতি অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে এবং হদ্দে কয্‌ফের দাবী করতে পারবে। চাই তারা উপরোক্ত আত্মীয় নন) তার ওয়ারিস হোক বা না হোক। যেমন কাফির কাতিল (হত্যাকারী), গোলাম, নিকটাত্মীয় পূর্ববর্তী আত্মীয় ইত্যাদি। তাদের কেউ যদি হদ্দে কযফের দাবী না করে তবে অপর আত্মীয়দের জন্য হদ্দে কযফের দাবীর ইখতিয়ার থাকবে (তামারতাশী)। মৃত ব্যক্তির পক্ষে তখনই হদ্দে কযফের দাবী করা যাবে যদি অপবাদের কারণে তার বংশ মর্যাদায় কোন আঘাত হানে (হিদায়া)। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে কয্‌ফের দাবীর ক্ষেত্রে পুত্রের পুত্র এবং কন্যার পুত্র উভয়ই সমান (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। মায়ের পিতা (নানা) ও মায়ের মা (নানী)-এর জন্য এই দাবী উত্থাপন করার কোন অধিকার নেই (মুহীত)। ভাই, বোন, চাচা, ফুফু, মামু এবং খালাদের হদ্দে কয্‌ফ দাবী করার কোন ইখতিয়ার নেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

(শরহে তাহাবী)। সন্তানের জন্য হদ্দে কযফের দাবী করার ইখতিয়ার নেই যদি অপবাদ দাতা ব্যক্তি তার পিতা দাদা বা তদূর্ধ্ব পুরুষ হয় কিংবা তার মা বা নানী হয় (ঈযাহ)। কেউ যদি নিজের পিতা মাতা ভাই বা চাচার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তবে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ জারী হবে। কোন ব্যক্তি তার পুত্রকে বলল, হে যিনাকারিণীর পুত্র! অথচ তার মা পূর্বেই মারা গেছে এবং তার আছে অন্য স্বামীর তরফ থেকে এক পুত্র। এ পুত্র যদি তার উপর হদ্দে কযফের দাবী করে তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে যদি অপবাদ আরোপিত মৃত ব্যক্তির দুই পুত্র থাকে, তন্মধ্য হতে একজনে অপবাদ দাতা পিতার কথা সমর্থন করল। তাহলে দ্বিতীয় জনের জন্য হদ্দে কযফের দাবী করার অধিকার থাকবে। যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির একই মাত্র পুত্র থাকে এবং অপবাদের ব্যাপারে সে পিতাকে সমর্থন করে এ পর্যায়ে সে যদি পরে হদ্দে কযফের দাবী করতে চায় তাহলে তার জন্য এরূপ দাবী করার অধিকার থাকবে না (মাবসূত)।

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির একটি গোলাম আছে এবং সে গোলামের মা ছিল আযাদ মুসলামান। সে মারা গেছে। এরপর গোলামের মুনীব গোলামের মায়ের উপর অপবাদ আরোপ করল। এ অবস্থায় গোলামের জন্য মুনীবের নিকট হতে হদ্দে কযফের দাবী করার ইখতিয়ার আছে (মুহীত)। দুই ব্যক্তি পরস্পর একে অপরকে গালমন্দ করল। এক পর্যায়ে একজনে বলল, আমি তো যিনাকারী নই এবং আমার মা ও যিনাকারিণী নয়। এতে হদ্দ ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি বলে, কোন ব্যক্তি যদি এরূপ কথা বলে তবে সে যিনাকারিণীর পুত্র। তখন অপর লোকটি বলল, এ কথা আমি বলছি, তাহলে সূচনাকারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়াল কারখী)। কেউ কোন গোলামকে বলল হে যিনাকারী! এ কথা শুনে গোলাম বলল, আমি নই, বরং তুমি তবে গোলামের উপর হদ্দ জারী করা হবে, আযাদ ব্যক্তির উপর নয়। যদি উভয় ব্যক্তিই আযাদ হয় তবে উভয়ের উপরই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (খাযানাতুল মুফতিয়্যীন)। যদি কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা মুহসানা মহিলার উপর অপবাদ আরোপ করে তবে অপবাদ দাতার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। এরপর যদি অপর কোন ব্যক্তি পুনরায় তার উপর অপবাদ দেয় তবে তার উপরও হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ রাক্কিয়াত নামক গ্রন্থে আছে, ইব্ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, চার ব্যক্তি কারো ব্যাপারে সাক্ষ্য দিল যে, সে অমুকের কন্যা অমুকের সাথে যিনা করেছ। এ সময় তারা তার নামও উল্লেখ করল। এ পর্যায়ে সাক্ষিগণ যিনার কথাও বর্ণনা করল এবং তা কিভাবে হল তাও বলল এ সময় ঐ মহিলা অনুপস্থিত ছিল। এরপর সাক্ষীদের সাক্ষের প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তিকে রজম করা হল। তৎপর এই দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ অনুপস্থিত মহিলার উপর যিনার অপবাদ দিল। পরে মহিলা এ বিষয়ে ঐ বিচারকের নিকটই মকদ্দমা দায়ের করল যিনি এই পুরুষ লোকটির উপর রজমের ফায়সালা দিয়েছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কিয়াসের আলোকে উক্ত অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর হদ্দ আরোপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে হদ্দ জারী না করাই আমি মুসতাহসান (ভাল) মনে করি (যহীরয়্যা)। জামউল জাওয়ামি গ্রন্থে আছে যে, মহিলা যদি অন্য কোন বিচারকের আদালতে এর মকদ্দমা দায়ের করে তবে অপবাদদাতার উপর হদ্দ জারী হবে। কিন্তু সে যদি প্রথম বিচারকের ফায়সালা দানের উপর সাক্ষী কায়েম করতে পারে তবে তার উপর হদ্দ জারী হবে না (তাতারখানিয়্যা)। কেউ একাধিক বার অন্যের

উপর অপবাদ আরোপ করেছে অথবা একাধিকবার যিনা করেছে অথবা একাধিকবার মদপান করেছে পর তার উপর যদি একবার হদ্দ প্রয়োগ করা হয় তবে এটিই সবক'টি (অপবাদ বা যিনা বা মদ্যপান)-এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে (কাফী)।

২৯. মাসআলা ঃ যদি এক দল মানুষের প্রতি বাক্য দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয় বা ভিন্ন ভিন্ন বাক্য দ্বারা অপবাদ আরোপ করা হয় অথবা ভিন্ন ভিন্ন দিনে অপবাদ আরোপ করা হয়। এরপর তারা যদি হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলে তাদের সকলের জন্য একবারই হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি ঐ দলের (অপবাদ আরোপিত) লোকদের কেউ কেউ হদ্দে কযফের দাবী করে আর কেউ দাবী না করে এবং এর ভিত্তিতে অপবাদদাতার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হয় তবে এ সকলের পক্ষ হতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি মাকযূফ ব্যক্তিদের থেকে শুধুমাত্র একজন হাযির হয়ে হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলেও অপবাদ দাতার উপর একই হদ্দ ওয়াজিব হবে। প্রথমে যারা হদ্দে কয্ফের দাবী করেনি তারা যদি পরে এসে হদ্দে কযফের দাবী করে তাহলে তাদের হদ্দে কয্ফ বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই অপবাদ দাতার উপর দ্বিতীয় বার হদ্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেউ যদি একবার কারো প্রতি অপবাদ দিয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত হয় এবং এরপর আবার অন্য কোন ব্যক্তির উপর অপবাদ দেয় তাহলে তার উপর পুনরায় হদ্দ জারী করা হবে। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল ঃ একবারকার হদ্দ তার পূর্বেকার হদ্দকে তো বাতিল করে দেয় কিন্তু পরবর্তী হদ্দকে বাতিল করতে পারে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩০. মাসআলা ঃ যদি কারো প্রতি যিনা বা মদ্যপানের কারণে হদ্দের আদেশ প্রদান করা হয়। এরপর কিছু দণ্ড প্রয়োগের পর সে যদি পালিয়ে গিয়ে পুনরায় যিনা করে বা মদপান করে তাহলে আবার নুতনভাবে তার প্রতি হদ্দ জারী করা হবে। যদি বিষয়টি কয্ফ (অপবাদ) সংক্রান্ত হয় তাহলে দেখতে হবে, যদি প্রথম মাকযূফ (অপবাদ আরোপিত) ব্যক্তি বিচারকের আদালতে হাযির হয় তাহলে তার জন্য হদ্দ পুরা করা যাবে। আর দ্বিতীয় মাকযূফের জন্য কোন সাজা প্রয়োগ করা যাবে না। যদি শুধু দ্বিতীয় মাকযূফ ব্যক্তি হাযির হয় তাহলে দ্বিতীয় জনের জন্য নতুনভাবে আবার হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। যদি একই ব্যক্তির উপর একাধিক হদ্দ জমা হয়, যেমন সে কারো প্রতি যিনার অপবাদ দিয়েছে, যিনা করেছে, চুরি করেছে এবং মদপান করেছে তাহলে সব কটি হদ্দই তার উপর জারী করা হবে। তবে এগুলো একাধারে প্রয়োগ করা হবে না। কেননা এতে তার মারা যাওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই অপেক্ষা করা হবে। যাতে প্রথমটি থেকে সুস্থ্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রথমে হদ্দে কয্ফ জারী করা হবে। কেননা এটি বান্দার হক। এরপর বিচারকের ইখতিয়ার থাকবে তিনি ইচ্ছা করলে প্রথমে হদ্দে যিনা প্রয়োগ করবেন অথবা হাত কাটার হদ্দ প্রয়োগ করবেন। আর মদ্যপানের হদ্দ সর্বশেষ প্রয়োগ করবেন। এ সব হদ্দের সাথে সে যদি কাউকে যখমও করে থাকে যার বদলা তার উপর ওয়াজিব তাহলে প্রথমে তার থেকে যখমের বদলা নেওয়া হবে, এরপর হচ্ছে কয্ফ প্রয়োগ করা হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে فالاقوى الاقوى (সর্বাধিক শক্তিশালীটি আগে তারপর কম শক্তিশালীটি) এর নীতির ভিত্তিতে তার উপর বাকী হদ্দসমূহ প্রয়োগ করা হবে (তারয়ীন)।

৩১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে, তোমরা সকলেই যিনাকার একজন ব্যতীত তবে তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে। কেননা তার এই ইস্তিসনা সূচক বক্তব্য হদ্দ প্রয়োগের কারণ সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই "তোমাদের বলে" যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই এই কয্ফের কারণে হদ্দে কয্ফের দাবী করার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মুসতাসনা

pdf By Syed Mostafa Sakib

(مستثنى) অর্থাৎ বাদ দেওয়া ব্যক্তিকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দিষ্ট করে দিবে (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)। কোন গোলাম এক আযাদ ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করল। তারপর তাকে আযাদ করে দেওয়া হল। এরপর সে অপর এক ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করল। এরপর তারা উভয়ে একত্রিত হয়ে হদ্দের দাবী করল তাহলে তাকে আশিটি কশাঘাত করা হবে। পক্ষান্তরে প্রথমে যার উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে যদি আগে আসে হদ্দের দাবী করে এবং এর প্রেক্ষিতে তাকে চল্লিশটি কশাঘাত করা হয় এবং এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে তাহলে তার জন্য আশিটি দোররা পুরা করা হবে। অর্থাৎ পরে অপবাদদাতার উপর আরো চল্লিশটি দোররা মারা হবে। দ্বিতীয় অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তাকে ধরে আনার আগে সে যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপর আবার অপবাদ আরোপ করে তাহলে এই আশি দোররাই তাদের উভয়ের জন্য হয়ে যাবে। আবার নতুন করে তার উপর আশি দোররা মারা যাবে না। কেননা যে কয়টি কশাঘাত বাকী রয়েছে এগুলো হল, تتمة حد الاحرار (আযাদ মানুষের হদ্দের পরিশিষ্ট)। কাজেই একাধিক আযাদ ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩২. **মাসআলা ঃ** যদি কোন মুসলমানা কযফের (অপবাদ দেওয়ার কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয় তবে আমাদের মাযহাবে সে চিরদিনের তরে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তখন কোন ব্যাপারেই তার সাক্ষ্য আর গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে তাওবা করে তবুও তার সাক্ষ্য কবূল হবে না। কিন্তু ইবাদতের বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে (শরহে তাহাবী)। কোন কাফির যদি কযফের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয় তাহলে যিম্মীদের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য জাইয হবে না। অবশ্য যদি সে মুসলামন হয়ে যায় তাহলে তার সাক্ষ্য যিম্মী এবং মুসলমান সকলের ব্যাপারেই গ্রহণযোগ্য হবে। যিনার অপবাদ জনিত কারণে এক দোররা মারার পর যদি সে মুসলমান হয়, এরপর বাকী দোররাসমূহ মারা হয় তবে তার সাক্ষ্য জাইয হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা اقل (কম দোররা) اكثر (বেশী দোররা) এর অধীন হয়ে থাকে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম (হিদায়া)। কেউ যদি কুফরী অবস্থায় কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং মুসলমান হয়ে এর সাজাভোগ করে তবে চির দিনের জন্য তার সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে। গোলামের উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করার পর সে যদি আযাদ হয়ে যায় এবং তাওবা করে তবে তার সাক্ষ্য চিরদিনের জন্য বাতিল হয়ে যাবে। গোলামীর অবস্থায় কারো প্রতি অপবাদ দেওয়ার পর সে যদি আযাদ হয়ে যায়। তাহেল তার উপর গোলামের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (শরহে তাহাবী)।

৩৩. **মাসআলা ঃ** কোন মুসলমান অপরাধীর উপর কিছু হদ্দ প্রয়োগ করার পর তা পূর্ণ করার আগেই সে যদি পালিয়ে যায় তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে পূর্ণ হদ্দ তার উপর প্রয়োগ না করা পর্যন্ত তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (আস সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। মাবসূত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আমাদের নিকট সহীহ্ মাযহাব হল, কারো উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগের পর যদি চার জন সাক্ষী বলে যে, সে যা বলেছে সত্য বলেছে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)। অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তির উপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ করার আগে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি কারো সাথে যিনা করে বা গাইবে মামলূক (যে তার মালিকানাধীন-নয় এমন) দাসীর সাথে হারামভাবে সঙ্গম করে তবে অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। এমনিভাবে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি মুরতাদ হয় তাহলেও অপবাদ দাতা ব্যক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। তারপর সে যদি আবার মুসলমান হয় তবুও অপবাদদাতার উপর হদ্দ আর প্রত্যাবর্তন করবে না। এমনিভাবে সে যদি মতিভ্রম হয়, তার আকল বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (মাবসূত)।

৩৪. মাসআলা ঃ অপবাদদাতা ব্যক্তির উপর থেকে হদ্দে কযফ রহিত হয়ে যাবে যদি অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি তার কথাকে সত্য বলে স্বীকার করে নেয় অথবা অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনার উপর চারজন সাক্ষী কায়েম করে। চাই সে হদ্দের সাজা ভোগ করার আগে সাক্ষী কায়েম করুক অথবা দণ্ড প্রয়োগ চলাকালে করুক (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। যিনার অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে অপবাদদাতার পক্ষ হতে চারজনের কম সাক্ষী পেশ করা হলে তা কবূল হবে না। তারপর অপবাদদাতা ব্যক্তি যদি চারজন সাক্ষী পেশ করে এবং তারা দীর্ঘদিন পূর্বের যিনার সাক্ষ্য দেয় তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে অপবাদদাতার উপর থেকে হদ্দে কযফ অপসারিত হয়ে যাবে। যদি অপবাদদাতা ব্যক্তি তিন জন সাক্ষী পেশ করে এবং তারা যিনার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় এবং অপবাদদাতা বলে, চতুর্থ সাক্ষী আমি নিজে তবে তার এ কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। বরং তার সাথে বাকী সাক্ষীদের উপরও হদ্দে কযফ জারী হবে। এরপর যদি দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে যিনার কথা স্বীকার করেছে তাহলে অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি এবং বাকী সাক্ষীত্রয়ের উপর থেকে হদ্দে কযফ রহিত হয়ে যাবে (মাবসূত)।

৩৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মুকাতাব গোলামের মৃত্যু আসন্ন হয় এবং এ অবস্থায় তার কাছে এ পরিমাণ মাল থাকে যা দ্বারা বদলে কিতাবাত আদায় করা যায় এবং তা আদায়ও করা হয়, এরপর তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তাকে আযাদ বলে হুকুম দেওয়া হয়। এরপর তার বাকী মালামাল আযাদ ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়, তৎপর কোন ব্যক্তি তার উপর অপবাদ আরোপ করে তাহলে তার উপর হদ্দ জারী হবে না (মুহীত)। কোন হারবী ব্যক্তি আমান (নিরাপত্তা ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে অর্থাৎ দারুল ইসলামে আসল। তারপর সে মুসলমান ব্যক্তির উপর অপবাদ আরোপ করল তাহলে তার উপর হদ্দ জারী করা হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবনের শেষ কথা এবং এটি সাহিবাইনেরও অভিমত (শরহে তাহাবী)।

৩৬. মাসআলা ঃ হদ্দে কযফ ও হদ্দে যিনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কেননা হদ্দে কযফ দীর্ঘদিন জনিত পুরানো ঘটনা হওয়ার কারণে তা রহিত হয় না। কিন্তু হদ্দে যিনা ও শরাবখোরের হদ্দ এ অবস্থায় রহিত হয়ে যায়। হদ্দে কযফ দাবী করা ব্যতিরেকে জারী করা যায় না। এমনিভাবে দাবী সাব্যস্ত হওয়ার পরই হদ্দে কযফের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। আর হদ্দে কযফ সাব্যস্ত হওয়ার পর তা যদি মাফ করে দেওয়া হয় তাহলেও তা রহিত হয় না। এমনিভাবে বিচারকের আদালতে বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ার আগে যদি এটি মাফ করে দেওয়া হয় তবুও তা রহিত হবে না। যদি হদ্দে কযফের ব্যাপারে মালের বিনিময়ে আপোষ মীমাংসা করা হয় তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই এ মাল অপবাদ দাতা ব্যক্তির নিকট ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। অতএব আমাদের মাযহাব অনুসারে অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি এর পরও হদ্দে কযফের দাবী করতে পারবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৩৭. মাসআলা ঃ বিচারক নিজের জানার ভিত্তিতে হদ্দে কযফ জারী করতে পারবেন; যদি তিনি এ বিষয়টি তার বিচারকের আসনে আসীন থাকা অবস্থায় জানতে পারেন। এমনিভাবে যদি

কেউ বিচারকের সামনে অপর কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহলে বিচারক তার উপর হদ্দ জারী করবেন। বিচারক এই পদে আসীন হওয়ার পূর্বে যদি এ বিষয়ে অবগত হোন এবং পরে বিচারক নিযুক্ত হোন তাহলে তার সামনে এ বিষয়ে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তিনি পূর্ব জানার ভিত্তিতে হদ্দ জারী করতে পারবেন না (ফাতহুল কাদীর)। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি যদি হদ্দে কয্ফের দাবী ছেড়ে দেয় তবে তা উত্তম। এমনিভাবে বিচারকের জন্য উত্তম হল, যদি তার নিকট এ সম্পর্কিত অভিযোগ আসে তখন তিনি বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার আগে বাদীকে বলবেন, তুমি এই দাবী উপেক্ষা কর বা ছেড়ে দাও (ঈযাহ)। ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হদ্দ সাব্যস্ত করার জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে উকীল নিয়োগ করা জাইয। তবে হদ্দ জারী করার জন্য বা তা উসুল করার জন্য উকীল নিয়োগ করা বিশুদ্ধতম মতে জাইয নয়। আর এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে (ফতহুল কাদীর)।

অনুচ্ছেদ ঃ তা'যীরের বিবরণ

১. **মাসআলা ঃ** তাযীর এমন শাস্তিকে বলা হয় যা হদ্দের তুলানায় নিম্ন পর্যায়ের। এটি এমন যেসব অপবাদের ক্ষেত্রে হদ্দের নির্ধারিত শাস্তি নেই সে সব অপরাধে এই শাস্তি প্রদান করা যায় (নিহায়া)। ইহা দুই প্রকার। (১) হক্কুল্লাহ্ (২) হক্কুল আবদ। তাযীরের প্রথমোক্ত প্রকারটি জারী করা বিচারকের উপর অপরিহার্য এবং তা বর্জন করা তার জন্য জাইয নয়। তবে তিনি যদি জানতে পারেন যে, ঐ অপরাধী তা'যীরের আগেই এর থেকে নিবৃত্ত এবং সংশোধিত হয়ে গিয়েছে তাহলে তার উপর আর তা'যীর প্রয়োগ করা হবে না। উপরোক্ত বক্তব্য হতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, তা'যীর এমন বাঁদীর (مدعى) বক্তব্য দ্বারাও সাব্যস্ত হতে পারে যে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। যদি তার সাথে আরো একজন সাক্ষী থাকে[১] (আন্ নাহরুল ফায়িক)।

২. **মাসআলা ঃ** যখন কেউ কোন কোন গুনাহ্ করার জন্য উদ্যত হয় এবং করতে শুরু করে তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অধিকার থাকবে তার প্রতি তা'যীর প্রয়োগ করে তাকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা। আর যদি সে ঐ গর্হিত কাজটি সম্পন্ন করে ফেলে তাহলে এ অবস্থায় বিচারক ছাড়া অন্য কারো জন্য তা'যীর করা জাইয হবে না। কিনয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছ যে, কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে তা'যীর যোগ্য অশ্লীল কাজ করতে দেখে মুহতাসিবের (محتسب) অনুমতি ছাড়াই তাকে তা'যীর করে এবং তা'যীর যদি অপরাধ সম্পন্ন করার পর প্রয়োগ করা হয় তবে মুহতাসিব[২] তা'যীর প্রয়োগকারী ব্যক্তির উপর তাযীর প্রয়োগ করতে পারবেন। (আল্ বাহরুর রায়িক)। কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর সাথে যিনা করতে দেখে তাহলে সে ঐ লোককে হত্যা করতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে শায়খ হিন্দাওয়ানী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বললেন, যদি স্বামী এ কথা জানতে পারে যে, সে চীৎকার করলে এবং হাতিয়ার ছাড়া তাকে (মৃদু) প্রহার করলেই সে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যবে তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা তার জন্য জাইয হবে না। আর সে যদি জানতে পারে যে, ঐ

১. যেমন যায়দ এক ব্যক্তির ব্যাপারে দাবী করল যে, সে হক্কুল্লাহ সংক্রান্ত কোন এক অপরাধ করেছে। তাহলে বিচারক বা রাষ্ট্র প্রধান নিজে বাদী হয়ে থাবেন এবং প্রথমে যে, বাদী হয়েছিল সে সাক্ষী হয়ে যাবে। এইভাবে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঐ অপরাধটি প্রমাণিত হবে।

২. নিরীক্ষণ কর্মকর্তা যাকে মানুষের আচরণ বিধি যাচাই করে দেখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

লোক হত্যা করা ছাড়া এর থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না তাহলে তাকে হত্যা করাও তার জন্য বৈধ হবে। স্ত্রী যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সাথে এ কুকর্ম করে থাকে তাহলে ঐ স্ত্রীকে কতল করাও স্বামীর জন্য বৈধ (নিহায়া)। উদ্ধত অত্যাচারী, ছিনতাইকারী, অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কর আদাকারী এবং সর্বপ্রকার যালিম ও যালিমের সাহায্যকারী ব্যক্তি এবং রাজা বাদশাহর নিকট মানুষের বিরুদ্ধে কূটনামী করে যারা মানুষের থেকে মালামাল হাতিয়ে নেয় এ জাতীয় লোকদেরকে হত্যা করা জাইয এবং তাদেরকে হত্যা করার উপর সওয়াব ও প্রদান করা হবে (আন নাহরুল ফায়িক)। তামারতাশী এবং মুজতবাতেও মাসআলাটি অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

৩. **মাসআলা ঃ** দাস-দাসী যদি বে-আদবী করে তবে প্রয়োজন হলে মুনীব তাদেরকে সাজা দিতে পারবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। যে তাযীর বান্দার হক হিসাবে ওয়াজিব হয় তা হাকিম তথা বিচারক ছাড়া অন্য কেউ প্রয়োগ করতে পারবে না। যেমন কয্ফ ইত্যাদির তা'যীর। এগুলো বান্দার হক বলার কারণ হল এ জাতীয় তা'যীর দাবী করা ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না (ফাতহুল কাদীর)। অপরাপর হুকুমের মত তাযীরের ক্ষেত্রেও মুক্ত করে দেওয়া, ক্ষমা করে দেওয়া সাক্ষ্য দানের উপর সাক্ষ্য প্রদান এবং শপথ ইত্যাদি বিষয়াদি প্রযোজ্য হয়ে থাকে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৪. **মাসআলা ঃ** তা'যীর প্রমাণিত হয় দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা। কেননা এটি হুকূকুল ইবাদ জাতীয় বিষয় (তাবয়ীন, কাফী, মুহীত ঃ সারাখ্সী)। এক ব্যক্তি দাবী করল যে, অমুক তাকে অশ্লীল গালি দিয়েছে অথবা দাবী করল যে, অমুক তাকে প্রহার করেছে এরপর বলল যে, শহরে আমার সাক্ষী প্রমাণ রয়েছে। এরপর সে বিবাদীর নিকট كفيل النفس চাইল। অর্থাৎ বাদী বিবাদীকে বলল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না কাজেই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে তোমার দায়িত্ব নিতে বল। তাহলে তিন দিনের জন্য তার পক্ষ হতে একজনকে যামিন মেনে নেওয়া হবে। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি যদি স্বীয় দাবীর উপর পেশ করতে পারে দু'জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী অথবা সে যদি দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য প্রদানের উপর দু'জনকে সাক্ষীরূপে (على شهادة رجلين) পেশ করে তাহলেও এক ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে যামিন বানানো হবে। এরপর সাক্ষীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যদি তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় তবে বিবাদী (مدعى عليه) -কে সাজা হিসাবে প্রহার করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৫. **মাসআলা ঃ** কয়েদ করার দ্বারা হয়, কান মলার দ্বারা, রুক্ষ বাক্য দ্বারা এবং প্রহার দ্বারা তা'যীর প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমনিভাবে অপরাধীর প্রতি বিচারকের ভ্রূ-কুঞ্চিত করা দ্বারাও তা'যীর হতে পারে (নিহায়া)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে অপরাধীর নিকট হতে অর্থ সম্পদ ক্রোক করেও বিচারক তা'যীরের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ এবং অপরাপর ইমামগণের মতে এভাবে তাযীরের ব্যবস্থা করা জাইয নেই (ফাতহুল কাদীর)। অর্থ সম্পদ ক্রোক করার মানে হল, কিছু দিনের জন্য তার কিছু মাল আটকিয়ে রাখা যাতে সে সতর্ক হয় এবং পরে তার নিকট আবার তা ফেরৎ দিয়ে দেওয়া। বিচারক বা বায়তুল মালের জন্য একেবারে নিয়ে নেওয়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। যেমন যালিম লোকেরা ধারণা করে থাকে। কেননা কোন মুসলমানের জন্য অপরের মাল শরীআত স্বীকৃত কোন কারণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করা জাইয নেই (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬. মাসআলা ঃ শাফী গ্রন্থে আছে যে, তা'যীরের কতিপয় স্তর রয়েছে। (১) تعزير اشرف الاشراف (সর্বাধিক সম্মানিত লোকদের তা'যীর) যেমন আলিম এবং সায়্যিদ আলাবী বংশীয় মানুষ। তাদের তা'যীর হবে ঘোষণা করার দ্বারা। অর্থাৎ তাদের তা'যীর করার সময় বিচারক তাদেরকে বলবেন, আমি জানতে পেলাম, আপনি নাকি এ কাজ করেন? এতেই সে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে যাবে। (২) تعزيرا الاشراف (সম্মানিত লোকদের তা'যীর) যেমন জমিদার, আমীর, উমারা প্রভৃতি। তাদের তাযীর হবে ঘোষণা করার দ্বারা এবং তাদের বিচারকের আদালতে টেনে নেয়ার দ্বারা। (৩) تعزير الاوسط (মধ্যম পর্যায়ের লোকদের তা'যীর)। যেমন বাজারী ধরনের মানুষ। তাদের তা'যীরের জন্য প্রথমে ঘোষণা হবে পরে তাদেরকে বিচারকের আদালতে টেনে নেয়া হবে এরপর তাদেরকে বন্দী করা হবে। (৪) تعزير الاخسة (কমীনা ও নীচু লোকদের তা'যীর)। এ জাতীয় লোকদের তাযীর হবে ঘোষণা, আদালতে নিয়ে যাওয়া, বন্দী করা ও প্রহারের মাধ্যমে (নিহায়া)। এই প্রকারের তাযীরের সর্বোচ্চ পর্যায় হল, উনচল্লিশটি কশাঘাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হল, তিনটি কশাঘাত। কিন্তু আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন যে, এর নিম্নতম সংখ্যা নিরূপণের বিষয়টি বিচারকের রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। বিচারক যাকে সংশোধন করার জন্য যে পরিমাণ কশাঘাত জরুরী মনে করবেন তার ক্ষেত্রে সে পরিমাণ ধার্য করবেন (হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ তা'যীর প্রয়োগ করার আগে বিচারকে জন্য সমীচীন হল, প্রথমে এর কারণ যাচাই করে দেখা। যদি বিষয়টি এমন হয় যে, মূলতঃ এই লোকের উপর হদ্দই ওয়াজিব হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে তা তার উপর বাস্তবায়িত করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তার উপর তা'যীর প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ জাতীয় অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের তা'যীর হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দাসী বা উম্মে ওয়ালাদকে বলল, হে ব্যভিচারিণী! তাহলে তার উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের তা'যীর প্রয়োগ করা হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে হদ্দ ওয়াজিব হচ্ছে না অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির মধ্যে ইহসান না থাকার কারণে। এতে বুঝা যায় যে, এ কাজটি এমন কাজ যে কাজের উপর হদ্দ ওয়াজিব হয়। কিন্তু অন্য এক কারণে এখানে তা আর ওয়াজিব হয়নি। যদি কাজটি এমন অপরাধ জাতীয় হয় যার উপর সাধারণতঃ হদ্দ ওয়াজিব হয় না. যেমন কেউ অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, হে খবীস! তাহলে তার উপর তা'যীর ওয়াজিব হবে। এবং এর পরিমাণ কত হবে তা বিচারকের রায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে (মুহীত)। বিচারক যদি ভাল মনে করেন তবে প্রহারের পর তাকে বন্দী করতে পারেন (আয়নী শরহুল কান্য)। তাকে কতদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে তা বিচারকের রায়ের উপর ন্যস্ত থাকবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

৮. মাসআলা ঃ যে সকল ক্ষেত্রে কশাঘাত করা হয়ে থাকে এসবের মধ্যে কঠিনতম কশাঘাত হবে তা'যীরের কশাঘাত, তারপর হদ্দে যিনার কশাঘাত, তারপর মদ্যপানের কশাঘাত, তারপর হদ্দে কয্ফের কশাঘাত। অর্থাৎ হদ্দে কয্ফের দোররা সবচেয়ে হালকা হবে। যদি কাউকে দোররা মারা হয় অথবা তা'যীর করা হয় এবং এই কারণে সে মারা যায় তবে তার রক্ত পণ ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে সাজ-সজ্জা বর্জন করার কারণে বা স্বামী তার সজ্জায় তাকে ডাকলে সে ডাকে তার সাড়া না দেওয়ার কারণে অথবা নামায তরক করার কারণে কিংবা স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তা'যীর করে এবং এতে সে মারা যায় তাহলে স্বামীকে এর জরিমানা দিতে হবে (আন্ নাহ্রুল ফায়িক)।

৯. মাসআলা ঃ তা'যীরের শাস্তি প্রয়োগ কালে অপরাধী ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করবে। তবে তুলা এবং চামড়ার পোশাক খোলা হবে না। তা'যীরের মধ্যে মাদ্দ করা যাবে না। অর্থাৎ অপরাধীকে টেনে ধরে তাকে প্রহার করা হবে না। শরীরের বিভিন্ন স্থানে তা'যীর প্রয়োগ করা হবে। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মাথা ও যৌনাঙ্গে প্রহার করা যাবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আসল গ্রন্থের হুদূদ অধ্যায়েও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু আসল গ্রন্থের মদ্যপান অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তা'যীরের শাস্তি একই স্থানে প্রয়োগ করা হবে। বাহ্যিকভাবে এখানে বিভিন্নতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এতে বর্ণনাগতভাবে কোন বিভিন্নতা নেই। কেননা আলোচ্য বিষয় এর বিভিন্নতার কারণেই মৌলিক ভাবে এখানে জবাবের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত বর্ণনা উচ্চ পর্যায়ের তা'যীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আর শেষোক্ত বর্ণনা নিম্ন পর্যায়ের তা'যীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে (তাবয়ীন)।

১০. মাসআলা ঃ তা'যীরের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যদি কোন ব্যক্তি গর্হিত কাজ করে অথবা নিজের কথা বা কাজের দ্বারা কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয় তবে তার উপর তা'যীর অপরিহার্য হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির যদি কথায় কথায় এরূপ মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকে এবং এটি সকলেরই জানা থাকে তবে তার উপর তা'যীর ওয়াজিব হবে না। যেমন কথায় কথায় সে বলে হে কুকুর! হে শূকর ইত্যাদি (শরহে তাহাবী)। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন যে, লোকটি যদি আশরাফ অর্থাৎ সর্বাধিক সম্মানিত ধরনের মানুষ হয়ে থাকে যেমন অপরাধী ব্যক্তি আলিম বা সায়্যিদ আলাবী খান্দানের মানুষ তাহলে এ কথার কারণে তাকে তা'যীর করা হবে। আর সে যদি সাধারণ মানুষ হয় তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে না। এটিই উত্তম কথা (হিদায়া)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন মুসলমানকে অপবাদ দিয়ে বলে যে, হে ফাসিক! অথচ সে ফাসিক নয়, অথবা বলে যে, হে ফাসিকের পুত্র!, হে কাফির, হে ইয়াহূদী, হে খৃষ্টান, হে খৃষ্টানের পুত্র, হে খবীস, হে চোর অথচ সে চোর নয়, অথবা বলে যে, হে পাপী, হে সমকামী, হে কওমে লূতের মত কুকর্মকারী, হে লুচ্চাবাজ (বাচ্চাদের সাথে ক্রীড়া কৌতুককারী), হে শরাব খোর, হে মদখোর, হে দায়ূস, হে হিজড়া, হে খিয়ানতকারী, হে যিনাকারীর পুত্র, হে যিন্দীক! হে যিনাকারীদের আশ্রয়দাতা, হে চোরের প্রশ্রয়দাতা, ইত্যাদি, তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে। অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করা হবে। কেউ যদি অপর কাউকে বলে হে উল্লুক, হে সাপ! হে ভেড়া! হে নাপিত! হে বেগানা, হে মুওয়াজির (যিনাকারী পুরুষ ও মহিলাদের আশ্রয়দাতা), হে হারামজাদা! হে আয়্যার! হে নাকিস! হে মানকূস! হে সানহারা! হে কাশহান! হে যাহকাহ! হে মওয়াস্বিস (ওয়াস ওয়ামা ওয়ালা ব্যক্তি), হে ওয়াসওয়ামা ওয়ালা ব্যক্তির পুত্র! অথচ তার পিতা এরূপ নয়, হে রাসনাতী হে (লেংড়া ইত্যাদি তাহলে তার উপর তা'যীর প্রয়োগ করা হবে না (কাফী)। যদি বলে, হে ফাজিরা (পাপী)-এর পুত্র, হে ফাসিকা (সত্য ত্যাগী)-এর পুত্র! তাহলে তার উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে। কেননা এ কথার দ্বারা সে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে (গায়াতুল বয়ান)। কেউ যদি কোন ফাসিক ব্যক্তিকে হে ফাসিক! বলে বা কোন মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে হে মদ্যপায়ী! বলে কিংবা কোন যালিমকে হে যালিম! বলে তবে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ইতাবিয়্যা)। কেউ যদি কোন নেক্কার ভদ্র মানুষকে বলে হে চোর! হে মুশরিক! বা হে কাফির! তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে (গায়াতুল বয়ান)। যদি বলে, হে বলদ! তবে তাকেও তা'যীর করা হবে (ওয়াকিআত)। কেউ যদি কাউকে বলে, হে অধম! নীচ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহলে তাকেও শাস্তি (তা'যীর) দেওয়া হবে (আল্‌জাওহারাতুন্ নায়্যারা)। কেউ যদি অপর কাউকে বলে, হে বে নামাযী! তাহলে তাকে তাযীর করা হবে (সিরাজিয়্যা)। কেউ যদি কোন সৎ লোককে বলে, হে আহমক! তবে তার উপর তাযীর প্রয়োগ করা হবে (তামার তাশী)। কোন সালিহ্ বা পুণ্যবান ব্যক্তিকে কেউ যদি বলে, হে গর্দভ হে দায়ূস তাহলে নাতিফী (র)-এর মতে তার উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে। যদি বলে, হে বানর! হে জল্লাদ! হে জুয়ারী! তাহলে এতে তা'যীর ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। সদরুশ শহীদ (র)-এর মতে হে জুয়ারী বললে এতে তা'যীর ওয়াজিব হবে (খুলাসা)। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হে গাড্ডু বললে তার উপর তাযীর হবে কিন্তু হদ্দ ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এতে সে অপবাদদাতা বলে গণ্য হবে না। তার উপর তা'যীর ওয়াজিব হবে। কেননা এতেও ব্যক্তির উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয় (যহীরিয়্যা)। কেউ যদি কাউকে বলে, হে অবলা! (বেউকূফ), হে অনর্থক! হে সাতূর! তাহলে তার উপর এতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে অপবিত্র! তবে তা'যীর অপরিহার্য হবে (আল্ ফাতাওয়াল কুব্‌রা)।

১২. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি বিপদে পড়ে কোন আলিমের নিকট হতে ফাতাওয়া নিয়ে তা প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করে। তারপর প্রতিপক্ষ বলে যে, আমি এর উপর আমল করব না অর্থাৎ তা মেনে নেব না অথবা বলে যে, সে যা ফাতাওয়া দিয়েছে তা ঠিক নয়, অথচ এই ব্যক্তি হচ্ছে একজন মূর্খ মহিলা ব্যক্তি। সে যদি তার কথার দ্বারা আলিম ব্যক্তিকে খাট করে বা তার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্লভাব প্রদর্শন করে তবে তার উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে। আর সে যদি ইংগিতে তার প্রতি অপবাদ আরোপ করে তবে এক্ষেত্রে তার উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে (হাবীঃ আল কুদসী)। মানুষের জন্য উত্তম হল, কেউ যদি তাকে তাযীর বা হদ্দ যোগ্য কথা বলে তবে তার কথার কোন জবাব না দেওয়া অর্থাৎ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করা। ফকীহ্‌গণ বলেন, কেউ যদি কাউকে হে খবীস! বলে তবে এক্ষেত্রে উত্তম হল, তার কথার কোন প্রতিবাদ না করা বা এ বিষয়কে হজম করে নেয়া। যদি তা না করে বিচারকের আদালতে এ ব্যাপারে মকদ্দমা করা হয় যাতে বিচারক তাকে আদাব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে কিছু সাজা প্রদান করেন তবে তা জাইয আছে। এতদসত্ত্বেও যদি সে উক্ত ব্যক্তির কথার প্রত্যুত্তরে বলে, না বরং তুমিই (খবীস) তবে তাতে কোন দোষ নেই (আল বাহ্‌রুর রায়িক)। আমাদের আলিমগণ বলেছেন যে, কেউ যদি বিভিন্ন ধরনের ফিতনা-ফাসাদের মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করে এবং এ কাজ যদি তার স্বভাবে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তার ঘর দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হবে (সিরাজিয়্যা)। ফখরুল ইসলাম (র) বলেন, যদি মসজিদের দরজা থেকে কিছু চুরি করা কারো অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তাহলে তাকে তা'যীর করা ওয়াজিব। তাকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা হবে, এমনকি তাকে বন্দী করা হবে যাতে সে তাওবা করতে বাধ্য হয় (আল্ বাহ্‌রুর রায়িক)।

১৩. মাসআলা ঃ জাল চিঠি বা জাল কবালা পত্র তৈরি করলে এতে তা'যীর ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে শরঈ বিষয়াদি নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করলে এতে তা'যীর ওয়াজিব হবে। ইব্‌ন রুস্তম (র) বলেন, কেউ যদি (তুর্কী) ঘোড়ার লেজ কেটে ফেলে অথবা দাসীর চুল মুণ্ডিয়ে ফেলে তাহলে তার উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে। কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য বাদশাহ যদি কাউকে বাধ্য করে এবং বলে যে, তুমি যদি তাকে হত্যা না কর তবে আমি তোমাকে হত্যা করব, এরপর সে তাকে হত্যা করল তাহলে বাদশাহর উপর কিয়াস এবং হত্যাকারীর উপর

তা'যীর ওয়াজিব হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। এমনিভাবে কেউ যদি অপর কাউকে যিনা করার জন্য বাধ্য করে এবং সে বাধ্য হয়ে যিনা করে তবে যে ব্যক্তি তাকে যিনা করতে বাধ্য করেছে তার উপর তা'যীর ওয়াজিব হবে। যুহদে বারিদ অর্থাৎ ঠাণ্ডা যুহদ (বুযর্গী) ও তা'যীরকে ওয়াজিব করে (তাতার খানিয়্যা)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করে অথবা সন্দেহজনিত কারণে কারো সাথে সঙ্গম করে অথবা কোন মুসলমানকে থাপ্পড় দেয় অথবা কেউ যদি মাথা থেকে রুমাল খুলে খালি মাথায় ঘুরে তবে তাকে তা'যীর করা হবে (সিরাজিয়্যা)। গোলাম বা কাফির সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যদি কারো প্রতি তা'যীর প্রয়োগ করা হয় এবং এতে সে মারা যায় অথবা যদি চাবুকের আঘাতে মাশহুদ আলায়হি (যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে)-এর শরীর জখম হয়ে যায় অথবা সাক্ষিগণ যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু সাহিবাইন এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন (মুহীতঃ সারাখ্‌সী)।

১৬. মাসআলা ঃ কিনয়া গ্রন্থে আছে, এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে ফাসিক! এরপর সে সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা তার ফিস্‌ক সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করল যাতে তার থেকে তা'যীরের শাস্তি অপসারিত হয়ে যায়, তাহলে তার সাক্ষ্য শোনা যাবে না। যদি সে আনুসঙ্গিকভাবে তার ফিস্‌ক সাব্যস্ত করতে চায় তাহলে এ ব্যাপারে তার মামলা-মকদ্দমা সহীহ্ হবে না। যেমন সাক্ষ্যদানকারী লোকদের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করা অবস্থায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ কেউ যদি কোন সাক্ষ্যের ব্যাপারে বলে যে, আমি তাকে এ পরিমাণ ঘুষ দিয়েছি তবে তা তাকে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রেও হুকুম ঠিক অদ্রূপই হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সাক্ষিগণ তার ফিস্‌কের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে কিন্তু এর কোন কারণ বর্ণনা করে। যদি তারা এর কারণ এমভাবে বর্ণনা করে যে, এর মধ্যে আনুষঙ্গিকভাবে হক্কুল্লাহ ও হক্কুল ইবাদ উভয়ই প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে তা কবূল হবে। যেমন কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে বলল, হে ফাসিক! এরপর বিষয়টি বিচারকের আদালতে উত্থাপিত হওয়ার পর এই ব্যক্তি বলল, আমি দেখেছি যে, সে অমুক বেগানা মহিলাকে চুম্বন করেছে অথবা তার সাথে আলিঙ্গন করেছে অথবা সে তার সাথে নির্জনবাস করেছে ইত্যাদি। এরপর উক্ত দাবীকারী লোকটি দু'জন সাক্ষী পেশ করল। তারা উভয়েই সাক্ষ্য দিল যে, তারা তাকে এ কাজ করতে দেখেছে। তাহলে নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং এই উক্তিকারী ব্যক্তির উপর থেকে তা'যীর রহিত হয়ে যাবে (আল্ বাহরুর রায়িক)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কেউ অপর কোন ব্যক্তির উপর এমন দাবী করে, যা কুফরীকে অপরিহার্য করে এ অবস্থায় বাদী যদি তার দাবী প্রমাণ করতে সক্ষম না হয় তবে দেখতে হবে যে, উক্তিকারী ব্যক্তি এই কথাটি কি হিসাবে বলেছে? যদি সে এ কথাটি শরীআতী বিচারকের নিকট শুধুমাত্র দাবী হিসাবে উত্থাপন করে থাকে তাহলে তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যদি গালি হিসাবে বা মর্যাদা হানির জন্য বলে থাকে তবে তাকে উচিত শাস্তি দেওয়া হবে। (আন নাহ্‌রুল ফায়িক সিরাজিয়্যার সূত্রে)। যদি হানাফী মাযহাবের অনুসারী কোন ব্যক্তি[১] শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী হয়ে যায় তবে তার উপর তা'যীর প্রয়োগ করা হবে। (জাওয়াহিরুল আখলাতী)। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে প্রহার করে এবং

১. কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়; বরং শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরূপ করে তবেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রহৃত ব্যক্তিও যদি প্রহারকারী ব্যক্তিকে প্রহার করে তাহলে তাদের উভয়ের উপরই তা'যীর প্রয়োগ করা হবে। যে সূচনা করেছে প্রথমে তার থেকে তা'যীর শুরু করা হবে (আল্ বাহ্রুর রায়িক)।

১৮. **মাসআলা ঃ** যে ব্যক্তি শরাব খোরদের বৈঠকে বসে বা শরাবখোরদের আড্ডায় যায়, শরাবপান না করলেও তাতে তা'যীর করা যাবে। যার নিকটে শরাবের পাত্র আছে তাকেও সাজা দেওয়া হবে ও বন্দী করা হবে। যে মুসলমান শরাব পান করে বা মূফখায় তাকেও তা'যীর করা হবে এবং বন্দী রাখা হবে। (তাওবা না করা পর্যন্ত) এমনিভাবে গায়ক, গায়িকা, হিজড়া ব্যক্তি এবং মানুষ মারা যাওয়ার পর যারা দল বেধে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কান্নাকাটি করে তাদেরকে ও সাজা দেওয়া হবে ও বন্দী করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এর থেকে তাওবা না করবে (আন্ নাহরুল ফায়িক)। খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন মুকীম মুসলমান রমাযানের দিবাভাগে আহার করে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তাকে সাজা দেওয়া হবে এবং বন্দী করে রাখা হবে যদি পুনরায় তার আহার করার আশংকা থাকে (তাতার খানিয়্যা)।

১৯. **মাসআলা ঃ** যদি কেউ কোন আযাদ বেগানা মহিলাকে অথবা কোন দাসীকে চুম্বন করে অথবা তাদের কারো সাথে আলিঙ্গন করে অথবা তাদের কাউকে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করে তাহলে তাকে সাজা দেওয়া হবে। যদি কেউ তাদের যোনিদ্বার ছাড়া সহবাস করে তবে তাকেও সাজা প্রদান করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। যদি কোন মহিলা বানরকে নিজের সাথে কুকর্ম করার সুযোগ দেয় তবে এক্ষেত্রে চুতষ্পদ জন্তুর সাথে পুরুষের কুকর্ম করার মতই হুকুম হবে (আল্ জাওহারাতুন নায়্যারা হদ্দে যিনা অধ্যায়)। যদি কোন ব্যক্তি হত্যা, চুরি বা কাউকে প্রহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয় তবে তাকে চিরস্থায়ীভাবে কয়েদ করে রাখা হবে যতক্ষণ না সে তাওবা করে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২০. **মাসআলা ঃ** এক ব্যক্তির কারো উপর কোন দাবী ছিল। কিন্তু সে পেল না। তাকে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সে তার পরিবার পরিজনকে অন্যায়ভাবে যালিম লোকদের হাওয়ালা করে দিল। এরপর তারা তাদেরকে বন্দী করে কয়েদ খানায় আবদ্ধ করে রাখল এবং তাদেরকে প্রহার করে তাদের বহু মালামাল অন্যায়ভাবে নিয়ে গেল। এরপর তারা যদি বিচারকের আদালতে গিয়ে এই বিষয়গুলো প্রমাণ করে তবে ঐ যালিমদের উপর তা'যীর প্রযোজ্য হবে কিনা এ সম্বন্ধে শায়খ আলী ইব্ন আহমদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, হ্যাঁ হবে (তাতার খানিয়্যা ইয়াতীমা গ্রন্থের সূত্রে)। এক ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি নাবালিগা স্ত্রী বা কন্যাকে প্রতারণা করে বাদী থেকে বের করে নিয়ে কোন ব্যক্তির নিকট বিয়ে দিয়ে দিল। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এইরূপ ব্যক্তির হুকুম হল, তাকে বন্দী করে রাখা হবে যতদিন না সে তাকে ফেরৎ দিবে অথবা তার মৃত্যু হবে (আল্ ফাতাওয়াল কুব্রা)। কেউ নিজের ছোট বাচ্চাকে শরাব পান করাল তাহলে তাকে তা'যীর করা হবে (তাতার খানিয়্যা)। হস্তমৈথুন করা হারাম। এরূপ করলে তাকে সাজা প্রদান করা হবে। কেউ যদি নিজের স্ত্রী বা দাসীকে তার জননেন্দ্রিয় নিয়ে এরূপ খেলা করার সুযোগ দেয় এবং এতে তার বীর্যপাত ঘটে তবে এটি অপসন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হবে। তবে এতে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আবূ নাস্র দাবূসী (র) বলেন, কেউ যদি কোন মুনীব তার গোলামের হাত কেটে দেয় বা তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার উপর তা'যীর অপরিহার্য হবে (হাবী)। কোন গোলাম তার মুনীবের নিকট আবেদন করল যে, আপনি আমাকে বিক্রি করে দিন। সে তার সাহচর্যে ভালভাবেই দিন কাটিয়ে ছিল, এ কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও মুনীব তার আবেদন মঞ্জুর করছে না, তাহলে তার উপর তা'যীর প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে তার প্রতি কঠোরতা করছে (আল্ ফাতাওয়াল কুব্রা)।

كِتَابُ السَّرِقَةِ

অধ্যায় ঃ চুরির অপরাধ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ চুরির অপরাধ

[এ অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

চুরির সংজ্ঞা এবং চুরি সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে

চুরির সংজ্ঞা ঃ অপরের নিশ্চিত মালিকানা হতে নিসাব বা তৎসমপরিমাণ মূল্যের সুরক্ষিত বস্তু[১] কোন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি[২] কর্তৃক গোপনে হস্তগত করাকে শরীআতের পরিভাষায় চুরি বলে (ইখ্‌তিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

১. মাসআলা ঃ চুরি দিনের বেলায় হলে গোপনীয়তার বিষয়টি (চুরি কার্যের) শুরু এবং শেষে উভয় প্রান্তে বিবেচ্য। পক্ষান্তরে রাত্রিবেলায় হলে তা শুধু শুরুতে বিবেচ্য (নাহরুল ফাইক)।

সুতরাং কেউ যদি রাত্রিতে গোপনে সিঁদ কেটে ঘরে প্রবেশ করার পর মালিক টের পেয়ে চোরকে বাধা প্রদান করে, আর সে অস্ত্র প্রদর্শন করে এবং হামলা করে মাল নিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কিন্তু এ ঘটনা দিনের বেলায় হলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

২. মাসআলা ঃ চুরির সর্বনিম্ন (হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) নিসাব হলো, উন্নতমানের সাত মিসকালের ওজনের হিসাবে টাকশালের তৈরি দশ দিরহাম (ইতাবিয়্যাহ)। সুতরাং কেউ যদি দশ দিরহাম সমমূল্যের একটি রৌপ্য খণ্ড কিংবা টাকশালের তৈরি নয় এরূপ দশ দিরহাম

১. চুরিকৃত বস্তুটি সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক কেননা এছাড়া গোপনে হস্তগত করা সাব্যস্ত হয় না। তবে সংরক্ষণ স্থান দ্বারাও হতে পারে যেমন ঘর বাড়ি বাক্স দোকান ইত্যাদি। আবার কখনো হিফাজতকারী দ্বারাও হতে পারে যেমন কেউ রাস্তায় বা মসজিদে মাল-সামান পাশে রেখে বসে আছে এভাবেও সামান সংরক্ষিত হয়। সংরক্ষণ সংক্রান্ত মাসাইল দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

২. সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কতার শর্ত এ কারণে যে, হদ্দ প্রয়োগের জন্য অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া জরুরী আর যুগপৎ এ দু'টি গুণ ছাড়া শরীআতে অপরাধ সাব্যস্ত হয় না। অর্থাৎ দিরহামের ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাত মিসকালের ওজনই বিবেচ্য। কেননা অধিকাংশ দেশে এই নিয়ম প্রচলিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমমূল্যের কোন সামান চুরি করে তাহলে বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী এক্ষেত্রে হস্ত কর্তন করা হবে না। তবে যদি নিসাবের সমমূল্যের আধা দিনার চুরি করলেও হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে নিসাবের কম মূল্যের পূর্ণ দিরহাম চুরি করলেও হস্তকর্তন করা হবে না (বাহরুর রাইক)।

৩. **মাসআলা ঃ** খাদ কম, রৌপ্য বেশী এর কম ভেজাল মিশ্রিত দশ দিরহাম চুরি করলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী হস্ত কর্তন করা হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত (ইতাবিয়্যাহ)।

৪. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি যুয়ুফ (زُيُوف) অথবা নাবাহরাজাহ (نَبَهْرَجَة) অথবা সাতূকা (سَتُّوقَة) [১]চুরি করে তাহলে তাতে হস্ত কর্তন নেই। তবে যদি তা পরিমাণে বেশী হয় এবং উৎকৃষ্ট দিরহামের নিসাব সমমূল্যমানের হয় তাহলে তাতে হস্ত কর্তন করা হবে (বাহরুর রাইক)।

৫. **মাসআলা ঃ** চুরিকৃত বস্তুর (শরীআতের বিধান অনুযায়ী) মূল্যমান দশ দিরহামের হিসাবে নিরূপণ করা আবশ্যক। তবে উক্ত দশ দিরহাম অধিক মূল্যের মুদ্রার দ্বারা নিরূপণ করা হবে না। অধিক প্রচলিত মুদ্রার দ্বারা নিরূপণ করা হবে, সে বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণনা করেন যে, অধিক প্রচলিত মুদ্রার মাধ্যমে মূল্য নিরূপণ করা হবে। পক্ষান্তরে হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে (এর বিপরীত) বর্ণনা করেন যে, চুরিকৃত বস্তুর মূল্য অধিক মূল্যের মুদ্রার হিসাবে নির্ধারণ করা হবে। এমনকি মূল্য নিরূপণে সন্দেহ সৃষ্টি হলে হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত)। অনেকেই এ মতটিকে গ্রহণ করেছেন (খিয়ানাতুল মুফতীন)।

৬. **মাসআলা ঃ** মূল্য নির্ধারণকারী একজন হলে কিংবা দু'জনে মতানৈক্য হলে হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত)। বরং মূল্য সাব্যস্ত হবে বিভিন্ন মূল্য সম্পর্কে অভিজ্ঞ দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির মতামত দ্বারা (তাব্‌য়ীন)।

৭. **মাসআলা ঃ** নিসাব পরিপূর্ণতার বিষয়টি চোরের ক্ষেত্রে বিবেচ্য।[২] অতএব কেউ যদি দশ ব্যক্তির প্রত্যেকের থেকে এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম একই ঘর থেকে চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে (মুহীত)। তবে শর্ত হলো সংরক্ষিত স্থান একটি হতে হবে। সুতরাং আলাদা দু'টি ঘর থেকে নিসাব সমপরিমাণ মাল চুরি করলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।

উল্লেখ্য যে, একই বাড়ির অনেকগুলো ঘর একটি ঘরের পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং কোন বাড়ি দশ ঘরে যদি একজন করে বসবাস করে। এরপর কোন ব্যক্তি ঐ দশজনের প্রত্যেক থেকে এক দিরহাম করে মোট দশ দিরহাম চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে তবে একাধিক কামরাওয়ালা বড় ঘর হলে বিষয়টি ভিন্ন (বাহরুর্ রাইক)।

আরেকটি শর্ত হলো, নিসাব পরিমাণ মাল একবারে বের করে আনা। সুতরাং কেউ যদি কিছু মাল বের করে আনারপর পুনরায় প্রবেশ করে অবশিষ্টাংশ বের করে আনে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (নাহরুল ফাইক)।

১. زُيُوف – نَبَهْرَجَة – سَتُّوقَة এগুলো বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল ও বিশিষ্ট মুদ্রার বিভিন্ন নাম বিশেষ শব্দাবলী।

২. অথাৎ লক্ষ্য করা হবে চোর নিসাব পরিমাণ মাল চুরি করেছে না তার থেকে কম– মালিকের প্রতি লক্ষ্য করা হবে না যে তার মাল নিসাব সমপরিমাণ ছিল কি না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাল প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যরূপে বের করে আনা শর্ত। সুতরাং যদি সংরক্ষিত স্থানে গিয়ে দীনারটি গিলে ফেলে বের হয়ে আসে তাহলে হাত কাটা হবে না এবং চোরের উদর নিষ্কাশনের অপেক্ষা করা হবে না। বরং তাকে চুরিকৃত মালের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে (বাহরুর রাইক)।

৮. **মাসআলা ঃ** যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী চোর ও তার সহযোগী উভয়ের হস্ত কর্তন করা হবে (যহীরিয়্যাহ)।

যদি বেশ কিছু লোক দলবদ্ধভাবে চুরি করতে যায় কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক লোক কার্য সম্পাদন করেছে তাহলে যদি তাদের প্রত্যেকের মাথা পিছু নিসাব পরিমাণ অংশ পড়ে তাহলে সকলের হাত কর্তন করা হবে। এটা ইসতিহ্‌সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। সংরক্ষিত স্থান থেকে চোর ও তার সহযোগীদের আগে-পরে বের হয়ে আসায় কোন পার্থক্য হবে না। দলের কেউ উন্মাদ বা নির্বোধ হলে বা মালের মালিকের মাহরাম আত্মীয় হলে কারো হস্ত কর্তন করা হবে না (নাহরুল ফাইক)।

৯. **মাসআলা ঃ** কোন ব্যক্তি অন্যের দশ দিরহাম চুরি করল। এরপর মালের মালিক মারা গেল এবং তার দশজন উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হলো। এখন তারা ইচ্ছা করলে উক্ত চুরির অপরাধে ঐ চোরের হস্ত কর্তনের দাবী করতে পারবে। তবে কেউ অনুপস্থিত হলে চোরের হস্ত কর্তন করা হবে না। সকলের উপস্থিত থাকা শর্ত হবে।

১০. **মাসআলা ঃ** কেউ যদি তার সমস্ত হক বা প্রাপ্য আদায় করার জন্য কাউকে উকীল নিযুক্ত করে এরপর উকিল কোন একটি চোরকে পাকড়াও করল, যে তার মক্কেল থেকে দশ দিরহাম চুরির স্বীকারোক্তি করেছে, এক্ষেত্রে সে ইচ্ছা করলে উক্ত চোর থেকে স্বীকারকৃত মাল আদায় করে নিতে পারবে। তবে আমার মতে তার উপর হস্ত কর্তনের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না। চোরকে উকীলের বরাবরে দশ দিরহাম প্রদানের সিদ্ধান্ত জারির পর যদি মক্কেল উপস্থিত হয় তবুও আমার মতে হাত কাটা হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

১১. **মাসআলা ঃ** হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে দাস ও স্বাধীন সমান (হিদায়া)। চুরির অপরাধে দু'টি সুরতের কোন একটি দ্বারা সাব্যস্ত হবে। হয় প্রমাণ, নয় স্বীকারোক্তি অতএব যদি স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চুরি সাব্যস্ত হয় তাহলে বিচারক চোরকে চুরির সংজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তা বর্ণনা করার পর বিচারক তাকে চুরিকৃত দ্রব্যের বিবরণ দিতে বলবে। কারণ তা 'মাল' না হলে উক্ত চুরির কারণে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। চোরা মালের প্রকার জানার পর মালের পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ বিধান হলে চুরিকৃত দ্রব্য বিচারের মজলিসে উপস্থিত না থাকা অবস্থায় পক্ষান্তরে বিচারের মজলিসে মাল উপস্থিত থাকা অবস্থায় যদি মালিক দাবী করে আর চোর স্বীকার করে তাহলে বিচারকের জন্য মালের প্রকার ও পরিমাণ জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই। অবশ্য তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে তা প্রকারে ও পরিমাণে হস্তকর্তন যোগ্য মাল কিনা। হলে তিনি হস্তকর্তন কার্যকর করবেন। আর না হলে কার্যকর করবেন না।

এরপর বিচারক চোরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, সে কিভাবে চুরি করেছে? এরপর চুরির স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তবে চুরির সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। যদিও চুরির বিষয়টি অনেক পূর্বে সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তারপর জিজ্ঞাসা

করবেন যে, কার মাল চুরি করেছে? চোর যদি ঐ মুহূর্তেই এ সকল বিষয়ের বিবরণ দিয়ে দেয় তাহলে বিচারক তার হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী চোরের একবার স্বীকারোক্তি করাই যথেষ্ট (মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ 'হদ্দ নিরোধ'-এর কৌশল হিসাবে ইমাম (বিচারক)-এর কর্তব্য হলো চোরকে স্বীকার না করার জন্য বা স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা (যহীরিয়্যাহ)।

অতএব যদি সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে তাহলে হস্ত কর্তন রহিত করণের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে (অর্থাৎ হাত কর্তন করা হবে না) কিন্তু মালের (জরিমানা আদায় না করার) ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে না। অর্থাৎ তার উপর উক্ত মালের জরিমানা আরোপিত হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকারোক্তি করে বলে যে আমি অমুকের একশ' দিরহাম চুরি করেছি, এরপর বলে যে আমি ভুল ধারণা করেছি, আমিতো অন্য এক ব্যক্তি থেকে চুরি করেছি তাহলে ঐ দু'জনের কারো পক্ষেই তার হস্ত কর্তন করা হবে না। অবশ্য মাল (১০০ দিরহাম) প্রথম ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তৎপরিমাণ মাল আদায়ের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি চুরির স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করার পর কিছু মালের কথা স্বীকার করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (গিয়াসিয়্যাহ)। কুদূরীতে উল্লেখ আছে, কেউ স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলে যে, আমি এ সকল দিরহাম চুরি করেছি কিন্তু আমি জানি না, এগুলো কার? কিংবা বলল এগুলোর মালিককে আমি চিনি না তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (যখীরাহ)।

১৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) জামি সগীরে বলেছেন, দু'ব্যক্তি একশ' দিরহাম চুরির স্বীকারোক্তি করার পর একজন বলল, এটা আমার মাল তাহলে তাদের কারো হাত কাটা হবে না। চাই একথা হস্তকর্তনের ফায়সালার আগে বলুক, কিংবা ফায়সালার পরে, তবে কার্যকর করার আগে বলুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'আদল' বা মাবসূত কিতাবে তার স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, কারণ এই যে, 'হদ্দ' এর ক্ষেত্রে রায় প্রদানের সঙ্গে রায় কার্যকর করার সাদৃশ্য রয়েছে (সুতরাং বলা যায় আংশিক পরে হলে রায় ঘোষণার পূর্বেই সে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে) করে বলে যে, আমি এবং অমুক অমুক ব্যক্তির কাপড় চুরি করেছি। কাপড়টি তাদের হাতেই বিদ্যমান। ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মাসআলাটি "আসল" গ্রন্থের মাধ্যমে উল্লেখ করে তার দু'টি দিক নির্ণয় করেছেন। হয়তো অপর ব্যক্তি স্বীকারোক্তিকারীকে সত্যায়ন করবে, এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে উভয়ের হস্ত কর্তন করা হবে। কিংবা অপর ব্যক্তি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। এর দু'টি সূরত— প্রথমতঃ অপর ব্যক্তি যদি বলে আমি চুরি করিনি তবে উক্ত কাপড়টি আমাদেরই কাপড়। এ সূরতে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের হাত কাটা হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, "আমি কাপড় চুরি করিনি এবং কাপড় সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না"। এ সূরতে ফুকাহায়ের কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, স্বীকারোক্তিকারীর হস্ত কর্তন করা হবে (কারো কারো মতে কর্তন করা হবে না। তবে) সর্বসম্মতিক্রমে অস্বীকারকারীর হাত কর্তন করা হবে না (মুহীত)।

অমুক ব্যক্তি তাকে সত্যায়ন করার পর যদি ফিরে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে (স্বীকারেক্তিকারী থেকে হস্ত কর্তনের বিষয়টি বাদ যাবে (ইতাবিয়্যাহ)। তাদের কেউ যদি এরূপ বলে যে, "আমরা অমুক থেকে এ কাপড়টি চুরি করেছি" তখন অপরজন বলল, তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, আমরা তা চুরি করিনি তবে এ কাপড়টি অমুক ব্যক্তির তাহলে স্বীকারোক্তিকারীর হস্ত কর্তন করা হবে। অস্বীকারকারীর নয়। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দাবী করল যে অমুক চুরি করেছে, কিন্তু সে তা অস্বীকার করল তাহলে তাকে কসম খাওয়ানো হবে যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তার হাত কর্তন করা হবে না। অবশ্য তাকে মাল আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। আর যদি সে স্বীকারোক্তি করে তা থেকে ফিরে যায় এবং অস্বীকার করে এক্ষেত্রেও তার হাত কর্তন হবে না তবে মাল আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৭. মাসআলা ঃ এক চুরির স্বীকারোক্তি করার পর আরেকজন বলে উঠল, না, বরং আমিই তা চুরি করেছি সে নয়। তাহলে এক্ষেত্রে মালের মালিক যাকে সত্যায়ন করবে তারই হাত কর্তন করা হবে। যদি সে প্রথম জনকে সত্যায়নকারী দ্বিতীয় জনকেও সত্যায়ন করে তাহলে এক্ষেত্রে হস্ত কর্তন এবং জরিমানা আরোপ কিছুই হবে না। কারণ দ্বিতীয়জনকে সত্যায়ন করার দ্বারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা লাযিম হয় (ইতাবিয়্যাহ)।

মালের মালিক যদি প্রথম ব্যক্তিকে সত্যায়ন করার পর বলে যে, প্রথমজন তা চুরি করেনি বরং দ্বিতীয়জন চুরি করেছে তবে তাদের কারো হস্ত কর্তন করা হবে না। তবে চুরির মাল আদায়ের জন্য প্রথম ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করা হবে না। বরং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করা হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

যদি প্রথমজনকে সত্যায়িত করে, এরপর দ্বিতীয়জন স্বীকারোক্তি করে আর মালিক তাকেও সত্যায়ন করে তাহলে এক্ষেত্রেও দ্বিতীয়জন মাল আদায়ে দায়বদ্ধ হবে।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি চুরির স্বীকারোক্তি করে কিন্তু মালিক তা গসবের (তথা জোর পূর্বক হরণ করার) দাবী করল কিংবা এর বিপরীত হলো (অর্থাৎ সে গসবের স্বীকারোক্তি করল আর মালিক চুরির দাবী করল) তাহলে এক্ষেত্রে হস্ত কর্তন নেই তবে মাল আদায়ে দায়বদ্ধ হবে (ইতাবিয়্যাহ)। যদি বলে "না" এবং চুপ থাকে এরপর বলল বরং তুমি তা আমার থেকে জোরপূর্বক নিয়েছ তাহলে তাকে মাল আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে না। যদি এ স্বীকারোক্তি করে যে আমি এ বালকসহ কিংবা বলল আমি এ বোবাসহ চুরি করেছি তবে তার হস্ত কর্তন হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৯. মাসআলা ঃ যদি চারজন স্বীকারোক্তি করার পর দু'জন প্রত্যাহার করে তাহলে তাদের হাত কর্তন করা হবে না। তদ্রূপ যদি দু'জন স্বীকারোক্তি করার পর একজন প্রত্যাহার করে তাহলেও হাত কর্তন হবে না) (ইতাবিয়্যাহ)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বীকারোক্তি করে যে, আমি অমুকের এ কাপড়টি চুরি করেছি, আর মালিক এ স্বীকারোক্তি করে যে, উক্ত কাপড়ের অর্ধাংশ চোরের এবং বলল অর্ধেক কাপড় তোমার। কিন্তু চোর তা অস্বীকার করল তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ চোর যদি বলে, তুমি এটি অমুক থেকে চুরি করেছ এবং তা ঐ ব্যক্তির নিকট আমানত রেখেছি যার হাতে তা বিদ্যমান। কিংবা বলল আমি তাকে তা হিবা করেছি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিংবা বলল সে আমার থেকে তা জোরপূর্বক নিয়ে নিয়েছ কিন্তু যার হাতে তা বিদ্যমান সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত চোরের হস্ত কর্তন হবে এবং মালওয়ালার বিরুদ্ধে তার কথা সত্যায়িত হবে না (ইতাবিয়্যাহ)।

২২. মাসআলা ঃ কেউ যদি এ স্বীকারোক্তি করে যে, সে এবং অমুক দু'জনে মিলে অমুক ব্যক্তি থেকে এক হাজার দিরহাম চুরি করেছে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিতীয় অভিমত অনুযায়ী স্বীকারোক্তিকারীর হস্ত কর্তন করা হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। এক্ষেত্রে অপর শরীকের উপস্থিতির অপেক্ষা করা হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

২৩. মাসআলা ঃ "নাওয়াদিরে বিশর" কিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি বলে, আমি নয়টি দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং দশটি। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বক্তব্যানুযায়ী উক্ত চোরের বিরুদ্ধে হস্ত কর্তন নেই (মুহীত)।

মুনতাকায় উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি যদি বলে আমি অমুকের মাল থেকে একশ' দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং দশ দিনার তাহলে এক্ষেত্রে দশ দিনারের কারণে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর তার উপর একশ' দিরহামের দায় আরোপ করা হবে। উল্লেখ্য যে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মুকারলাহ (مُقَرٌّ لَهُ -যার মাল চুরি করার স্বীকারোক্তি করা হয়েছে সে দিরহাম ও দিনার) উভয় প্রকার মালের দাবী করে থাকে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। যদি বলে আমি একশ' দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং দু'শ' দিরহাম তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। জরিমানা আরোপ করা হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি (مُقَرٌّ لَهُ) মুক্বারলাহ দু'শ'র দাবী করে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

পক্ষান্তরে যদি বলে, আমি দু'শ' দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং একশ' দিরহাম তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না অবশ্য দু'শ' দিরহামের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে। কারণ সে দু'শ' দিরহাম চুরি করার স্বীকারোক্তি করে তা প্রত্যাহার করেছে। কাজেই তার উপর জরিমানা আদায় করা ওয়াজিব হবে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না। একশ' দিরহামের স্বীকারোক্তি সহীহ্ গণ্য হবে না। যদি মাসরূক মিনহু (মালের মালিক) তার দাবী না করে। তবে যদি সে (দু'শ' থেকে) একশ'র দিকে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে তাকে সত্যায়ন করে তাহলে তার উপর জরিমানা আরোপিত হবে না (ফাতহুল ক্বাদীর)।

২৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি (পরপর দুই ব্যক্তিকে দেখিয়ে) বলে আমি এর থেকে দশ দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং এর থেকে দশ দিরহাম চুরি করেছি। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, আমার মতে সে প্রথম ব্যক্তির (দশ দিরহামের) জন্য দায়বদ্ধ হবে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির (দশ দিরহামের) পক্ষে তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, হস্ত কর্তন করা হবে না। যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুকূলে আরেকবার স্বীকারোক্তি করবে। পরবর্তীতে তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতকেই গ্রহণ করে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৫. মাসআলা ঃ "মুনতাকায়" উল্লেখ রয়েছে, কেউ যদি (পরপর দু'ব্যক্তিকে দেখিয়ে) বলে আমি এর থেকে দশ দিরহাম চুরি করেছি, না, বরং আমি তা এর থেকে চুরি করেছি,

এক্ষেত্রে তিনি বলেন, আমার মতে সে তাদের প্রত্যেককে দশ দিরহাম করে জরিমানা আদায় করবে এবং তার হাত কর্তন করা হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

যদি বলে আমি তার থেকে এ কাপড়টি চুরি করেছি। আর তার মূল্য একশ' দিরহাম। এরপর বলল না, বরং আমি এই অন্য কাপড়টি চুরি করেছি, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে প্রথম কাপড়ের ব্যাপারে তার হস্ত কর্তন হবে না। তবে দ্বিতীয়টির কারণে কর্তন করা হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৬. মাসআলা ঃ বালক-বালিকার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয় তবে যদি বালকের পক্ষ হতে স্বপ্ন দোষ বা গর্ভসঞ্চারণ সাব্যস্ত হয় আর বালিকা গর্ভবতী কিংবা ঋতুবতী হয় এরপর চুরির স্বীকারোক্তি করে তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে (মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করার পর বলে যে, সামানটি আমার কিংবা বলে আমি তা তার কাছে নিকট আমানত হিসাবে রেখেছি কিংবা বলল আমি তার নিকট আমার প্রাপ্য ঋণের বিনিময়ে তা বন্ধক স্বরূপ নিয়ে রেখেছি। তাহলে তার থেকে হদ্দ রোধ হয়ে যাবে। যেমন একই হুকুম হতো যদি প্রমাণের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে চুরি সাব্যস্ত হতো। যদি বিচারক প্রমাণ বা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে চোরের হস্ত কর্তনের ফায়সালা প্রদান করেন, এরপর মালের মালিক বলে যে, এ সামানটি তারই সে তা আমার থেকে চুরি করেনি। বরং তা আমার নিকট আমানত হিসাবে রাখা ছিল কিংবা বলল আমার সাক্ষ্য প্রদানকারীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে কিংবা সে মিথ্যা স্বীকারোক্তি করেছে বা এ জাতীয় আরো কিছু হলো এক্ষেত্রেও তার হস্ত কর্তন রহিত হবে (মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি চাপের মুখে চুরির স্বীকারোক্তি করে তাহলে তা বাতিল গণ্য হবে। মুতাআখ্খিরীনদের কেউ কেউ উক্ত স্বীকারোক্তির সহীহ্ হওয়ার পক্ষে ফাতাওয়া প্রদান করেছে (যহীরিয়্যাহ)। যদি চুরির আসামী অভিযোগ অস্বীকার করে তাহলে ফকীহ্ আবূ বকর হযরত আ'মশ থেকে বর্ণিত আছে যে, শাসক এ ক্ষেত্রে তার প্রবল ধারণা অনুপাতে পদক্ষেপ নিবেন। অতএব যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে সে চোর এবং মাল তার নিকটেই রয়েছে তাহলে তিনি তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মাশায়িখে কেরামের মতে শাসক তাকে শুধু বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে পারেন, তাকে চোরদের সঙ্গে চলাফিরা করতে দেখার ক্ষেত্রে যেমন (যখীরা)।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাকেও চোর বলে দাবী করে তাহলে বাদীর জন্য প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর জন্য কসম করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে প্রহার করা (যাবে না কেননা তা) শরীআত পরিপন্থী। তার ফাতাওয়া দেয়া যাবে না। কেননা মুফতীর ফাতাওয়া শরীআত সম্মত হওয়া আবশ্যক।

কেউ কাকেও চোর বলে দাবী করল এরপর তাকে বাদশাহর নিকট পেশ করল এবং তার নিকট এ আবেদন করল যেন চুরির স্বীকারোক্তি করা পর্যন্ত তাকে প্রহার করে এরপর তাকে একবার কিংবা দু'বার প্রহার করা হলো। এরপর কোন শাস্তি দেওয়া ব্যতিরেকে তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল এবং শাস্তির ভয়ে উপরে চড়লো সেখান থেকে পড়ে মারা গেল এবং এ কয়েদের কারণে তাকে জরিমানা আদায় করতে হয়েছে। অথচ চুরির বিষয়টি সে ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। তাহলে এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওয়ারিসদের এ অধিকার থাকবে যে, তাদের পিতার দিয়্যত এবং বাদশাহর নিকট আদায়কৃত জরিমানা প্রকৃত চোর থেকে আদায় করে নিবে। কেননা তারই কারণে সমস্ত কিছু ঘটেছে এবং উক্ত কারণ সৃষ্টিতে সে একজন জালিম বা সীমালংঘনকারী বলে বিবেচিত (ফাতাওয়া কুব্‌রা)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি চুরির স্বীকারোক্তি করেই পলায়ন করে তাহলে তার পশ্চাদ্ধাবন করা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি তার বিপক্ষে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের পর পলায়ন করে তবে সে মুহূর্তেই তার পশ্চাদ্ধাবন করে তার হাত কর্তন হবে (মুহীত)।

৩১. মাসআলা ঃ (আরবী ব্যাকরণের ভিত্তিতে) কোন ব্যক্তি যদি سارق এর ق কে তানবীন দিয়ে এবং ثوب এর ب কে যবর দিয়ে বলে اَنَا سَارِقٌ هٰذَا الثَّوْبَ (অর্থাৎ আমি এ কাপড়টি চুরি করব) তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে যদি يَارِق শব্দটিকে ثوب এর দিকে সম্পর্কিত করে বলে اَنَا سَارِقُ هٰذَا الثوبِ তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে (যহীরিয়্যাহ)।

৩২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, গোলাম যদি তার সঙ্গের দশ দিরহাম সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে যে, সে তা এই ব্যক্তি থেকে চুরি করেছে। তাহলে দেখতে হবে উক্ত গোলাম যদি ব্যবসার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয় কিংবা সে মুকাতাব গোলাম হয় যে এমন বস্তু চুরির স্বীকারোক্তি করে যা সে ব্যয় বা নষ্ট করে ফেলেছে কিংবা এরূপ বস্তু চুরির স্বীকারোক্তি করল যা তার হাতে বিদ্যমান থাকে তালে হস্ত কর্তন এবং মালের জরিমানা আদায়করণ উভয় ক্ষেত্রে তার কৃত স্বীকারোক্তি সহীহ্ গণ্য হবে অর্থাৎ (উক্ত স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে) গোলামের হস্ত কর্তন করা হবে এবং চুরির দ্রব্য তার কাছে বিদ্যমান থাকলে তা মালিককে দিয়ে দেওয়া হবে।

যদি গোলাম ব্যবসার নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় তাহলে দেখতে হবে, যদি সে ব্যয়কৃত বা নষ্ট হয়ে যাওয়া বস্তু চুরির স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে সহীহ্ হবে। আর যদি স্বীকারকৃত মাল হুবহু তার নিকট বিদ্যমান থাকে এবং মনিব তাকে সত্যায়ন করে তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে এবং মাল মাসরুক মিনহু (মালিক)-কে ফেরৎ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে মনিব যদি প্রত্যাখ্যান করে বলে যে, মাল মূলত আমার, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী গোলামের উক্ত স্বীকারোক্তি হস্ত কর্তন এবং মালের জরিমানা আদায় করণ উভয় ক্ষেত্রে সহীহ্ গণ্য হবে অর্থাৎ গোলামের হস্ত কর্তন করা হবে এবং মাল মাসরুক মিনহুকে ফেরৎ দেওয়া হবে (যখীরাহ)।

৩৩. মাসআলা ঃ সাক্ষ্যের দ্বারা চুরি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য হওয়া শর্ত। শুধু মহিলাদের সাক্ষী যথেষ্ট নয়। হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রেও নয়, মালের ক্ষেত্রেও নয়। অবশ্য স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সাথে সাক্ষ্য প্রদান করলে আমাদের হানাফী মাযহাবে তা মালের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে নয়।

৩৪. মাসআলা ঃ দু'জন ন্যায়বান পুরুষ যদি চুরির সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে বিচারক হস্ত কর্তন এবং মাল উভয় ব্যাপারে তা গ্রহণ করবেন। তিনি সাক্ষীদ্বয়কে চুরির সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করবেন এরপর চুরিকৃত দ্রব্যের প্রকার ও পরিমাণ এ হুকুম হলো চুরিকৃত দ্রব্য বিচার মজলিসে উপস্থিত না থাকলে। যদি উপস্থিত থাকে তাহলে চুরিকৃত দ্রব্যের প্রকার ও পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। অবশ্য তিনি চুরির বিষয়টি গভীরভাবে যাচাই করবেন। যেমন চোরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে আমরা বর্ণনা করেছি। এরপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কিভাবে চুরি করেছে? কোথা থেকে, কখন এবং কার থেকে করেছে? এসব জিজ্ঞাসা করবেন। এই সওয়াল-জওয়াব শেষে বিচারক সাক্ষীদের ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন, তারপর তিনি চোরের বিপক্ষে হস্ত কর্তনের ফায়সালা জারি করবেন। যদি তিনি সাক্ষীদেরকে ন্যায়-পরায়ণ হিসাবে না জানেন তাহলে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাক্ষীদের সততার সনদ প্রদানকারীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে না অবগত হবেন।

সাক্ষীদের সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত চোরকে বন্দী করে রাখবেন। مشهود عليه যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ চোর) তাকে বন্দী করার পর যদি সাক্ষীদের ন্যায়-পরায়ণতা ও সততা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে যদি মাসরুক মিনহু- (যার মাল চুরি করা হয়েছে-মালিক) উপস্থিত থাকে তাহলে বিচারক হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন। আর যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন না। যদি সে উপস্থিত থাকা অবস্থায় হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু হস্ত কর্তন কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে গাইব হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ (র) এ প্রসঙ্গটি কিতাবে উল্লেখ করেন নি।

তবে মাশায়িখে কিরাম এ বিষয়ে মত পার্থক্য করেছেন, তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে দু'টি (বিরোধপূর্ণ) মত বর্ণিত রয়েছে। প্রথম মতানুযায়ী (তার অনুপস্থিতিতে) হস্ত কর্তন কার্য সম্পন্ন করা হবে না দ্বিতীয় মতানুযায়ী সম্পন্ন করা হবে। আবার তাদের অনেকে বলেছেন ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় মতানুযায়ী মাসরুক মিনহুর অনুপস্থিতি হস্ত কর্তন কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

৩৫. মাসআলা ঃ দু'জন সাক্ষী কারো বিপক্ষে চুরির সাক্ষ্য প্রদান করল, এরপর তাদের সততা ও ন্যায়-পরায়ণতা প্রকাশ পাওয়ার পর তারা গাইব হয়ে গেল কিংবা বিচারের রায় কার্যকর করার পূর্বে মারা যায় তাহলে উভয় অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রথম মতানুযায়ী বিচারক ফায়সালা দিবেন না এবং তা কার্যকরও করবেন না। পক্ষান্তরে তার দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফায়সালা দেবেন এবং কার্যকরও করবেন। আর যদি ফায়সালা প্রদানের পূর্বে সাক্ষীদ্বয় ফাসিক বা অন্ধ কিংবা মুরতাদ হয়ে যায় কিংবা তাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাহলে দেখতে হবে তা তাহলে ফায়সালা প্রদান থেকে বিরত থাকবে।

আর যদি এসব অবস্থা বিচারের পর তা কার্যকর করার পূর্বে প্রকাশ পায় তাহলে কার্যকর করা থেকে বিরত থাকবে।

৩৬. মাসআলা ঃ দু'জন সাক্ষী যদি দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে তারা অমুক থেকে চুরি করেছে এবং উভয় সাক্ষী চুরির বিবরণ দিল অথচ যাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তাদের একজন অনুপস্থিত। তাকে পাওয়া যায়নি। কেউ তাকে পেতে সক্ষম নয়। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর দ্বিতীয় মতানুযায়ী উপস্থিত চোরের হস্ত কর্তন করা হবে। এটাই ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। পরবর্তীতে যদি গাইব ব্যক্তি এসে যায় এবং মালের মালিক তাকে বিচারকের দরবারে পেশ করে তাহলে তিনি তাকে প্রমাণ পুনঃউপস্থিত করার আদেশ দিবেন (মুহীত)।

৩৭. মাসআলা ঃ ইমাম হস্ত কর্তনের ফায়সালা দেয়ার পর মাসরুক মিনহু (মালিক) চোরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে এ ক্ষমা বাতিল হবে (ঈযাহ)।

৩৮. মাসআলা ঃ দু'জন কাফির ব্যক্তি যদি একজন মুসলমান এবং একজন কাফিরের বিপক্ষে চুরির সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে কাফির ও মুসলমান কারোই হাত কাটা হবে না।

৩৯. মাসআলা ঃ দু'জন সাক্ষী কারো বিরুদ্ধে একটি গাভী চুরি করার সাক্ষ্য দিল কিন্তু গাভীর রং সাদা না কালো তা নিয়ে উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিল। তাহলে ইমাম হানীফা (র)-এর মতে (মতপার্থক্য সত্ত্বেও) উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম কারখী (র) বলেন, ইমামদের এই মত ভিন্নতা ঐ সময় উভয় রং কাছাকাছি হবে যেমন লাল এবং হলুদ। পক্ষান্তরে যদি কাছাকাছি না হয় (বরং বিপরীত হয়) যেমন সাদা এবং কালো তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইমামদের মত পার্থক্য রয়েছে।

একজন যদি তার সাক্ষ্যে বলদ চুরির কথা বলে, আর অপরজন গাভী চুরির কথা বলে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যদি সাক্ষীদ্বয় এ সাক্ষ্য দেয় যে সে একটি কাপড় চুরি করেছে কিন্তু তাদের একজন বলল হারউই কাপড় অপরজন বলল মারউই কাপড় তো আবূ সুলায়মানের নুস্খায় উল্লেখ রয়েছে যে এতেও ইমামগণের মত পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আবূ হাফ্সের নুস্খায় উল্লেখ রয়েছে যে, এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। (যার বিপক্ষে চুরির সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে সে) যদি বলে যে, এটা আমারই সামান আমি তার নিকট তা আমানত রাখতে চাইলে সে অস্বীকার করেছে। কিংবা বলল আমি উক্ত মাল তার থেকে ক্রয় সূত্রে অর্জন করেছি কিংবা বলল, সে এ মাল আমাকে দেওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল তাহলে এ সকল অবস্থায় ঐ ব্যক্তি (বিবাদী-চোর) হতে হদ্দ (হস্ত কর্তনের) হদ্দ রোধ করা হবে (মুহীত)।

৪০. মাসআলা ঃ দু'ব্যক্তি যদি সাক্ষ্যদান করে যে এই ব্যক্তি এই মাল চুরি করেছে কিন্তু অন্য দু'জন সাক্ষ্য দিল যে অপর এক ব্যক্তি এ মাল চুরি করেছে এবং মাসরুক মিনহু (যার মাল চুরি করা হয়েছে সে) দাবী করল যে প্রথম ব্যক্তিই চুরি করেছে। তাহলে প্রথম ব্যক্তির হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৪১. মাসআলা ঃ সাক্ষীরা যদি কোন অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের বিপক্ষে এ সাক্ষ্য দেয় যে সে দশ দিরহাম কিংবা তার থেকে বেশী চুরি করেছে কিন্তু গোলাম তা অস্বীকার করে তাহলে দেখতে হবে যদি তার মনিব উপস্থিত থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে। গোলাম যদি চুরিকৃত বস্তু খরচ করে কিংবা হারিয়ে ফেলে তাহলে সে দায়বদ্ধ হবে না, আর যদি তার নিকট দিরহামসমূহ বিদ্যমান থাকে তাহলে তা মাসরুক মিন্হুকে (যার থেকে চুরি করেছে তাকে) ফেরত দিবে। পক্ষান্তরে মনিব যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) মতানুযায়ী গোলামের হস্ত কর্তন করা হবে না তবে সে চুরিকৃত মালের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। আর যাদ সাক্ষিগণ দশ দিরহাম থেকে কম চুরি করার সাক্ষ্যদান করে তবে বিচারক এক্ষেত্রে তাকে মাল আদায়ে দায়বদ্ধ করবেন, হস্ত কর্তনের ফায়সালা দিবেন না। মনিব উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

সাক্ষিগণ যদি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম দশ দিরহাম চুরি করার স্বীকারোক্তি করেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী বিচারক শুধু মাল আদায়ের ফায়সালা দিবেন হস্ত কর্তনের নয়।

সাক্ষিগণ যদি ব্যবসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন গোলামের বিপক্ষে দশ কিংবা ততোধিক দিরহাম চুরির সাক্ষ্যদান করে আর আসামী অনুপস্থিত থাকে তাহলে বিচারক তার বিপক্ষে হস্ত কর্তন বা দায় গ্রহণ কোন কিছুরই ফায়সালা দিবেন না। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। যদি সাক্ষীরা নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত গোলামের চুরির স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য প্রদান করে তবে বিচারক এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না। মনিব উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কাজেই গোলামের হস্ত কর্তন করা হবে না এবং মাল আদায়ের লক্ষ্যে উক্ত গোলাম বিক্রয়ের জন্য মনিবকে বাধ্যও করা হবে না তবে এ জন্য গোলামকে আযাদ হওয়ার পর পাকড়াও করা হবে (যখীরাহ)।

৪২. মাসআলা ঃ চোর যদি কারো ঘরে ঢুকে মাল বের করে আনে তাহলে মালিকের জন্য তাকে হত্যা করার অধিকার রয়েছে। নাওয়াদিরে ইব্ন সামা'আতে উল্লেখ রয়েছে চোর যদি ঘরের সিঁদ কাটে এবং মালিক তাকে দেখে চিৎকার করে এমতাবস্থায় সে যদি চলে যায় তাহলে ভাল, অন্যথায় মালিক ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে। "নাওয়াদিরে ইব্ন রুস্তমে" উল্লেখ রয়েছে মালিক যদি চোরকে তার ঘরে সিঁদ কাটতে দেখে তাকে হত্যা করে তাহলে তার উপর চোরের দিয়্যত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার জন্য তাকে হত্যা করার অবকাশ রয়েছে কাজেই সে তার দিয়্যত আদায়ে দায়বদ্ধ হবে না।মুজার্‌রাদ এবং নাওয়াদিরে ইব্ন সামাআতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, চোর যদি কারো ঘরে ঢোকে যায় গৃহকর্তা দেখে ফেলে, কিন্তু সে জানে যে, তাকে সে ধরতে সক্ষম নয় সেক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে সে তাকে হত্যা করতে পারবে। চাই সে জোর করে ঢুকুক কিংবা কৌশলে, তবে তার উদ্দেশ্য হলো ঐ গৃহকর্তার মাল চুরি করা এমতাবস্থায় সে তাকে হত্যা করলে তার উপর কিসাস-এবং দিয়্যত কিছুই ওয়াজিব হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৪৩. মাসআলা ঃ "ফাতাওয়া আহলে সামারকন্দে" উল্লেখ রয়েছে, চোর যদি কারো ঘরের সিঁধ কাটে কিন্তু এখনো সুড়ঙ্গ করতে পারেনি এমতাবস্থায় গৃহকর্তা তা জেনে ঘরের উপর থেকে তার উপর একটি পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলল তাহলে তার আকিলার (عاقلة) উপর দিয়্যত এবং তার উপর কাফ্ফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে (যখীরাহ)।

৪৪. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া আবুল লাইছ-এ উল্লেখ রয়েছে, কোন ব্যক্তি (চুরির উদ্দেশ্যে) কারো দেওয়ালে চড়ল। দেওয়ালের উপর একটি চাদর রয়েছে। দেওয়ালের মালিকের আশংকা হলো, যদি সে চিৎকার করে তাহলে চোর চাদরটি নিয়ে পালাবে এ ক্ষেত্রে সে কি চোরকে তীর নিক্ষেপ করতে পারবে?

তিনি বলেন যে, পারবে, যদি চাদরটি মূল্য দশ দিরহাম বা বেশী হয়। ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) বলেন আমাদের আসহাবগণ (অর্থাৎ হানাফী ফকীহ্গণ) এ পরিমাণের শর্ত আরোপ না করে নিঃশর্তভাবে তীর নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন। জামি সগীরের জিনায়াত অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, কোন ব্যক্তি রাত্রে কারো ঘরে ঢুকল এবং মাল ঘর থেকে বের করে ফেলল, তখন (গৃহকর্তা) ধাওয়া করে তাকে হত্যা করে ফেলল এক্ষেত্রে মালিকের উপর কোন দায় ওয়াজিব হবে না। ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, হত্য করার অনুমতি তখন হবে যখন এছাড়া চুরির মাল উদ্ধারের কোন উপায় না থাকে। এরূপ অবস্থায় তাকে হত্যা করা জাইয এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

হত্যাকারীর উপর কোন জরিমানাও আরোপিত হবে না। মুনতাকায় বর্ণিত মাসআলা কেউ যদি কারো কাছ থেকে খাদ্য বা পানি ছিনিয়ে নিতে চায় জবর অবস্থা এই যে, ক্ষুধা বা পিপাসায় আক্রান্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তলোয়ার ব্যবহার করতে পারবে। কারণ তার প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে এ অবস্থায় (মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ একজন কুখ্যাত চোরকে চুরিতে লিপ্ত অবস্থায় রাস্তা দিয়ে নিজের নয়, বরং স্বাভাবিকভাবে পথ চলা অবস্থায় তাকে হত্যা করা জাইয নেই তবে তাকে ধরে শাসকের হাওয়ালা করবে যেন তিনি তাকে বন্দী করেন এবং তওবা করান (যহীরিয়্যাহ)।

৪৬. মাসআলা ঃ মালওয়ালা যদি চোরকে দেখে চিৎকার করে, চোর পালিয়ে যায় তাহলে মালওয়ারার জন্য তাকে ধাওয়া করা এবং প্রহার করা বৈধ নয়। তবে মালসহ পলায়ন করলে ধাওয়া করা এবং মাল না ছাড়া পর্যন্ত তাকে অস্ত্রাঘত করা বৈধ (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৪৭. মাসআলা ঃ কারো বিপক্ষে দাবী উত্থাপন করার সময় বাদীর জন্য উত্তম হলো 'চুরি করেছে' না বলে নিয়ে গেছে বলা। সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে "চুরি" শব্দের পরিবর্তে 'নেয়া' শব্দ ব্যবহার করা উত্তম। কিংবা এরূপ বলবে যে, এই মাল বাদীর যেন হস্ত কর্তনের হদ্দ চোরের যিম্মা থেকে রোধ হয়ে যায় (অসার মালিক ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়)।

৪৮. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দাবী করল যে সে আমার থেকে এই মাল চুরি করেছে। এরপর চোর বলল, হ্যাঁ, আমি তো নিয়ে নিয়েছি। তাহলে এক্ষেত্রে সে শুধু চুরিকৃত মাল আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ হবে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। যদিও সে এরপরে চুরি করে নেওয়ার স্বীকারোক্তি করে থাকে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজিয়্যাহ)।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অপরের বিপক্ষে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করে, আর বিবাদী তা অস্বীকার করে তাহলে তাকে কসম করানো হবে যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে তাহলে তার বিরুদ্ধে মাল আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে হস্ত কর্তনের ফায়সালা দেওয়া হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

অনুরূপভাবে চোর যদি চুরির স্বীকারোক্তির পর তা প্রত্যাহার করে, কিংবা সাক্ষ্যদাতাও সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করে তাহলে একই হুকুম হবে। অর্থাৎ তাকে মাল আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। হস্ত কর্তন করা হবে না (ইতাবিয়্যাহ)।

৪৯. মাসআলা ঃ দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের ভিত্তিতে চোরের হস্ত কর্তন করা হলো। এরপর সাক্ষীদ্বয় বলল, না, বরং অন্য আরেকজন চুরি করেছে তাহলে অন্যজনের হাত কাটা হবে না। তবে সাক্ষীদ্বয় প্রথম ব্যক্তির (যার হাত কাটা হয়েছে তার) দিয়্যত আদায়ের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। যদি অপর দু'সাক্ষী এসে এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে আগের সাক্ষীদ্বয় তাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে তাহলে তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই (আগের সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে) চোরের হাত কর্তন করা যথোচিত হবে।

দু'জন সাক্ষী চোরের স্বীকারোক্তির উপর সাক্ষ্য প্রদান করল তবে চোর তখন খামোশ ছিল কিংবা অস্বীকার করল তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। চারজন সাক্ষী কারো বিরুদ্ধে চুরির সাক্ষ্য দিল এরপর তাদের মধ্যে দু'জন নিজেদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে অন্য কারো বিপক্ষে সাক্ষ্য দিল তাহলে তাদের দু'জনের কারোই হাত কাটা হবে না। অবশ্য প্রথম ব্যক্তির উপর মাল আদায়ের দায় আরোপ করা হবে (তাতারখানিয়া)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে বিষয়ে কর্তন হবে আর যে বিষয়ে কর্তন হবে না

[এতে রয়েছে তিনটি অনুচ্ছেদ]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ কর্তন প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ দারুল ইসলামে যে সকল নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু মুবাহ (বা সকলের জন্য বৈধ) রূপে পাওয়া যায় তাতে হস্ত কর্তন হবে না। যেমন লাকড়ি, ঘাঁস, বাঁশ, মাছ, হরিতকী, লালমাটি ও চুন ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, মাছের ক্ষেত্রে নোনা শুষ্ক ও তাজা সবই শামিল (হিদায়া, কাফী ও ইখতিয়ার)।

শাল কাঠ, বর্শাদণ্ড তৈরির কাঠ, আবলুস কাঠ, চন্দন কাঠ, সবুজ পাথর, কান্তমণি ও পান্না চুরিতে হস্ত কর্তন নেই (কাফী)। এছাড়া সকল প্রকারের জাওহার (মণিমুক্তা) চুরিতে হস্ত কর্তন হবে (গিয়াছিয়্যাহ)।

হযরত হিশাম (র) স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং ফিরোজ পাথর সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি এ সকল বস্তু (দারুল ইসলামে) চুরি করে যা বৈধরূপে (অর্থাৎ মালিকানাহীন অবস্থায়) পাওয়া যায়। তাহলে তার হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যাহিরি রিওয়ায়েত অনুযায়ী সর্বাবস্থায় হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে।

২. মাসআলা ঃ যে সমস্ত লাকড়ি চুরিতে হস্ত কর্তন নেই তা দ্বারা দরজা, চেয়ার, কিংবা খাট তৈরির পর কেউ যদি তা চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। ঘাঁস, বাঁশ এবং বুরী (নারিকেল বা খেজুরের পাতা বিশেষ) এগুলো চুরিতে যেরূপ কারুকার্যের পূর্বে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হয় না তেমনি কারুকার্যের পরেও ওয়াজিব নয়। কাজেই এসব জিনিস দ্বারা পাটি তৈরির পর কেউ তা চুরি করলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ দরজা চুরিতে হস্ত কর্তন তখন ওয়াজিব হবে যদি তা সংরক্ষিত স্থানে থাকে এবং তা ওযনে হালকা হয় এবং তা এক ব্যক্তির পক্ষে তুলে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর না হয়। কেননা ভারী দরজা চুরির প্রতি আগ্রহ করা হয় না। অবশ্য যদি দরজাটি চৌকাঠের সংগে সংযুক্ত থাকে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ যে সকল জিনিস শীঘ্র পচনশীল তাতে হস্ত কর্তন নেই। যেমন- দুধ, গোশত, ও কাঁচাফল ইত্যাদি (হিদায়া)। যে সমস্ত শুষ্ক ফল অনেক দিন থাকে যেমন বাদাম, আখরোট ইত্যাদি। এগুলো সুরক্ষিত অবস্থায় চুরি করা হলে হস্ত কর্তন করা হবে।

৫. মাসআলা ঃ গাছে বিদ্যমান ফল এবং ক্ষেতে অকর্তিত ফসল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। যদি পাকাপোক্ত ফল পেড়ে এবং পাকা গম কেটে গুদামে রাখা হয় এবং সেখান থেকে চুরি করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উল্লেখ্য যে, গোশত চুরির কারণে হস্ত কর্তন না করার বিষয়টি লবণ দ্বারা সংরক্ষিত ও অন্য সকল গোশতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুর্ভিক্ষের বছর কারো কারো থেকে খাদ্য চুরি করে তাহলে তাতে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না। চাই তা পচনশীল খাদ্য হোক কিংবা অপচনশীল এবং সুরক্ষিত হোক বা না হোক একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্ভিক্ষের বছর না হলে দ্রুত পচনশীল, খাদ্যের ক্ষেত্রে পূর্বানুরূপ হুকুম হবে আর অপচনশীল হলে এবং তা সুরক্ষিত হলে হস্ত কর্তন হবে। আমাদের মাশায়িখগণ বলেছেন, ফল-পাকড়া চুরির ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছর হলে ফল-পাকড়া চুরিতে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না। চাই দ্রুত পচনশীল হোক বা না হোক, এবং ফল বৃক্ষে বিদ্যমান থাকুক কিংবা কোন স্থানে সুরক্ষিত থাকুক। পক্ষান্তরে স্বচ্ছলতার বছর হলে দেখতে হবে, দ্রুত পচনশীল ফলের ক্ষেত্রে হস্ত কর্তন ওয়াজিব নয়। চাই তা সুরক্ষিত হোক কিংবা না হোক। আর যদি ফল দ্রুত পচনশীল না হয় এবং তা সুরক্ষিত অবস্থায় চুরি করা হয় তাহলে হস্ত কর্তন হবে (যখীরাহ)।

৭. মাসআলা ঃ সকল প্রকারের দানা, তৈল, সুগন্ধি, কাষ্ঠ এবং মিশক (কস্তরী) চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। অনুরূপ তুলা, কাতান সূতা, পশম চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। অনুরূপভাবে যদি গম, যব, আটা-ময়দা, ছাতু, ঘি, খেজুর, কিশ্‌মিশ্‌ এবং যায়তুনের তৈল চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে। অনুরূপ পরিধান এবং বিছানার সামান পত্র এবং লোহা, পিতল ও সীসার তৈরী সমস্ত বাসন পাত্র এবং লাকড়ি, চামড়া, কাগজ, ছুরি, কেঁচি, পাল্লা, বাটখারা এবং লাগাম ইত্যাদি চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। তবে পাথর চুরিতে হস্ত কর্তন নেই (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

মারবেল পাথর, পাথরের তৈরি হাঁড়িপাতিল এবং লবণ চুরিতে হস্ত কর্তন নেই (তাবয়ীন)।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন শিং চুরিতে হস্ত কর্তন নেই চাই তা (বিশেষ কাজের জন্য) প্রস্তুত করা হোক বা প্রস্তুত না করা হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি দশ দিরহাম মূল্যমানের খেজুর গাছ কিংবা অন্য কোন বৃক্ষ স্বমূলে বাগান থেকে তুলে নিয়ে যায়, তাতে এতে হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ সিরকা এবং মধু চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে (শরহে মাজমা'ইল বাহ্‌রাইন)। কোন বিদ্রোহকারী তাদের মাঝে অবস্থানকারী, কিন্তু ইমামের অনুগত এক ব্যবসায়ী থেকে চুরি করল, তাতে তার হস্ত কর্তন হবে না (তাতারখানিয়া)। চিনি চুরি করলে সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে (হিদায়া)।

১১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে,হাতির দন্ত চুরিতে হস্ত কর্তন হবে না, যদি তার দ্বারা কোন কিছু তৈরি না করা হয়। ফুকাহায়ে আহনাফ বলেন, হাতির দন্ত চুরি করলে চাই তার দ্বারা কোন বস্তু তৈরি করা হোক বা না হোক তাতে হস্ত কর্তন না হওয়া চাই। কারণ তা মাল হওয়ার ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। মাশায়িখগণ বলেছেন ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর থেকে যে হুকুম বর্ণিত তা ঐ হাতি দন্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত—যা সুন্দর মূল্যবান হাতিদ্বয় অন্তর্ভুক্ত হয় (যা মালিকানাহীন অবস্থায় পাওয়া যায় না) সুতরাং যে হাতির দন্ত দ্বারা কোন কিছু তৈরি করা হবে না সেটা চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। কেননা তা বৈধরূপে

পাওয়া যায় এবং যার দ্বারা কোন কিছু তৈরি করা হবে সেটা চুরিতে কর্তন হবে । কারণ, তাতে কারুকার্যতার দিকটি প্রাধান্য পাবে। অতএব.উক্ত দন্ত কারুকার্যমণ্ডিত একটি লাকড়ির সদৃশ হবে (ঈযাহ)।

যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাঁচ চুরিতে হস্ত কর্তন করা হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

১২. মাসআলা ঃ কারো শিকারকৃত প্রাণী চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। প্রাণীটি বন্য হোক কিংবা বন্য না হোক এমনিভাবে জলজ শিকার হোক কিংবা স্থল্য শিকার তাতে কোন পার্থক্য হবে না (তাতারখানিয়া)।

১৩. মাসআলা ঃ মেহদী, তরি-তরকারি, তাজা ফুল ইত্যাদি চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই। অনুরূপ ডুমুর বা আঞ্জির ফল, পানি এবং বীচি চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। যবাহ্‌কৃত হিংস্র প্রাণীর চামড়া চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই। তবে যদি উক্ত চামড়া দিয়ে বিছানা কিংবা জায়নামায তৈরী করা হয় তাহলে তা চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। অনুরূপ খানা দ্বারা ভর্তি বরতন বা হাঁড়ি চুরি করাতে হস্ত কর্তন হবে না (ইতাবিয়্যাহ)।

১৪. মাসআলা ঃ যিম্মী ব্যক্তি থেকে মদ কিংবা শূকর চুরি করলে তাতে হস্ত কর্তন নেই। অনুরূপ বাজপাখি ও চিলসহ সকল ধরনের পাখি চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। বন্য প্রাণী, কুকুর, চিতাবাঘ, হাঁস, মুরগী ও কবুতর ইত্যাদি চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই (তামারতাশী)।

১৫. মাসআলা ঃ পানীয় তিন প্রকার। (১) হালাল শরাব যেমন যব এবং তদজাতীয় জিনিসের শরাব। তা চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। (২) শুষ্ক খেজুর এবং কিশমিশের শরাব। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এতে হস্ত কর্তন হবে। (৩) মদ (নেশামূলক পানীয়) এতে হস্ত কর্তন ওয়াজিব নয়।

১৬. মাসআলা ঃ শিরা জাতীয় জিনিস চুরিতে হস্ত কর্তন হবে। তাম্বুরা, ঢাক-ঢোল, বাঁশী (ইত্যাদি যাবতীয় সংগীত যন্ত্র) এবং খেলা-ধূলার সমস্ত সামগ্রী চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। তবলা এবং সারিন্দা (বীণা) চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই। এ হুকুম বিনোদনের তবলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে যদি যুদ্ধ বিগ্রহের তবলা হয়ে তাকে এবং তা দশ দিরহাম সম পরিমাণ মূল্যের হয়। তাহলে তা চুরি করাতে মাশায়িখে কিরাম (র)-এর আপোষে মত পার্থক্য রয়েছে। সদরে শহীদ (র) হস্ত কর্তন ওয়াজিব না হওয়ার মতটিকেই গ্রহণ করেছেন (মুহীত)। এটাই বিশুদ্ধতম। ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাতে উল্লেখ রয়েছে, এটাই পসন্দনীয় মত (নাহরুল ফাইক)।

১৭. মাসআলা ঃ সরীদ (দুধে বা গোশতের ঝোলে ভিজিয়ে তৈরী খাবার বিশেষ) এবং রুটি চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই (সিরাজুলওয়াহহাজ)। নাওয়াদিরে আবূ ইউসুফে উল্লেখ আছে রুব (ফলের জুস বা খেজুর অথবা আংগুরে সিরা) এবং গোলাপজল চুরি করাতে হস্ত কর্তন নেই (আইনী ঃ শারহে কানয)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন যিম্মী যদি আরেক যিম্মী থেকে মদ চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (ঈযাহ)। দাবার সরঞ্জামাদি চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। যদিও তা স্বর্ণের তৈরি হয়। পাশা বা তাশ চুরির ক্ষেত্রেও একই হুকুম (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ কুরআন মজীদ চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। যদিও তা এক হাজার দিরহাম সমমূল্যের অলংকার দ্বারা সজ্জিত থাকে। অনুরূপ ফিক্‌হ আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ অভিধান ও কাব্যগ্রন্থ চুরি করাতে হস্তকর্তন নেই (সিরাজুলওয়াহ্‌হাজ)।

কেউ যদি লেখা ছাড়া সাদা কাগজ বা চামড়া চুরি করলে তাতে তার হস্ত কর্তন হবে (মুহীতঃ সারাখ্‌সী)। অনুরূপ হিসাব নিকাশের বহি-খাতা চুরিতে হস্ত কর্তন হবে (মুহীত)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ঐ সমস্ত বহি-খাতা যাতে হিসাব-নিকাশ লিপিবদ্ধ করা হয়ে গেছে। তবে যদি তাতে হিসাব-নিকাশ না লিখা হয়ে থাকে তাহলে তা চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। (কাগজপত্র বই খাতার) ব্যবসায়ীদের বহি-খাতা চুরি করাতে হস্ত কর্তন হবে। কারণ তাতে (চোরের) উদ্দেশ্য হলো কাগজ নেওয়া (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। তীর তৈরি করার (বাঁশ জাতীয়) যষ্টি চুরিতে হস্ত কর্তন নেই তবে যদি তা দ্বারা তীর বানানো অবস্থায় চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে (যখীরাহ)।

২০. মাসআলা ঃ স্বর্ণ-রূপা ক্রশচুরিতে অনুরূপ স্বর্ণরূপ স্বর্ণরূপা মূর্তি চুরিতে হস্ত কর্তন নেই। অবশ্য প্রতিমূর্তি বিশিষ্ট দিরহাম (বা দিনার) চুরি করলে তাতে হস্ত কর্তন হবে। কেননা তা উপাসনার উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি (বরং খরচ ও ব্যয় করার জন্য তৈরী করা হয়েছে)। (আল-জাওয়ারাতুন্ নায়্যারাহ)।

২১. মাসআলা ঃ জাফরান১ (زَعفَران), ওয়ারস২ (وَرْس), আম্বর৩ (عَنْبر), ওয়াস্‌মাহ৪ (وَسْمَة) এবং কাত্‌ম৫ (كَتْم) চুরিতে হস্ত কর্তন নেই (ইতাবিয়্যাহ)।

২২. মাসআলা ঃ এমন বড় গোলাম যে ভাল-মন্দ বোঝে এবং মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাকে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। যদিও সে ঘুমন্ত হয় কিংবা উন্মাদ হয় কিংবা অনাররী হয়। কেননা এটা জরি নয়, বরং বলপূর্বক কিংবা প্রতারণাপূর্বক অপহরণ, (নাহুরুল ফাইক)। পক্ষান্তরে যদি গোলাম এমন ছোট হয় ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না এবং নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে না তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না (ফাতহুল কাদীর)।

'মুনতাকায়' মাসআলা কোন ব্যক্তি যদি পাঁচ দিরহাম মূল্যের ছোট গোলাম চুরি করে আর তার কানে পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটি মুক্তা তাহলে আমার মতে তার হস্ত কর্তন হবে (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ দশ দিরহাম ঋণের পাওনাদার যদি ঋণগ্রস্তের ঘর থেকে সে পরিমাণ মূল্যে মাল চুরি করে, আর ঋণ তাৎক্ষণিক অপরিশোধ করার কথা ছিল তাহলে হস্ত কর্তন হবে

১. زعفران (জাফরান) এক প্রকারের উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ যার রং লাল তবে হলুদের দিকে ধাবিত শিরা মিষ্টান্ন জিনিস ও পানীয় দ্রব্য রঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, হলুদ সুগন্ধি রাজফুল বিশেষ।

২. وَرْس (ওয়ার্‌স) এক ধরনের ঘাস যা দেখতে তিলের মত। তা রঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩. عنبر (আম্বর) এক ধরনের সুগন্ধি। সমুদ্রের ঘাস বিশেষ, যা জ্বালালে খোশবু পয়দা হয়।

৪. এক জাতীয় উদ্ভিদ যার পাতা দ্বারা খেযাব করা হয়।

৫. كتم (কাত্‌ম) গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ যার পাতা খেযাবের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে– তার গোড়া ও শিকড় সিদ্ধ করে লিখার কালি তৈরী করা হয়।

না, আর যদি তা বিলম্বে আদায় করার কথা থাকে তাহলে কিয়াসের সিদ্ধান্ত মতে হস্ত কর্তন হবে। তবে ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে কর্তন হবে না। চাই সে পাওনা দিরহামের সমপরিমাণ মূল্যের মাল হস্তগত করুক কিংবা তার থেকে বেশী বা কম তাতে কোন পার্থক্য হবে না। পক্ষান্তরে সে যদি তার থেকে নিজের পাওনা দশ দিরহামের সমমূল্যের সামান হরণ করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। অবশ্য সে যদি বলে আমি তার থেকে এ মাল আমার প্রাপ্যের পরিবর্তে বন্ধক স্বরূপ নিয়েছি কিংবা বলল আমার পাওনা পরিশোধের লক্ষ্যে নিয়েছি। তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার থেকে হদ্দ রহিত হয়ে যাবে। আর যদি সে তার পাওনা দিরহামের চেয়ে উত্তম মানের দিরহাম কিংবা তার থেকে নিম্নমানের দিরহাম নিয়ে থাকে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। আর যদি তার পাওনা হকের বিপরীত কিছু নকদ (অর্থাৎ দিনার) নিয়ে থাকে তাহলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার হস্ত কর্তন হবে না যদি রূপার কোন অলংকার চুরি করে যাতে কিছু দিরহামও রয়েছে। কিংবা স্বর্ণের অলংকার চুরি করে যাতে কিছু দিনারও থাকে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে, চোর সামানা অথবা অলংকার চুরি করার পর ব্যয় বা হালাফ করে ফেলে যার কারণে তার উপর ঐ সামান বা অলংকারের মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হলো। সে মূল্য তার প্রাপ্য ঋণ সমপরিমাণ হয়ে থাকে তবুও তার হস্ত কর্তন হবে (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২৪. মাসআলা ঃ গোলাম বা মুকাতাব যদি তার মনিবের কোন দেনাদারের কাছ থেকে চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। অবশ্য মনিব যদি তাকে নিজ হক আদায়ের জন্য উকীল বানিয়ে রাখে তখন কর্তন হবে না।

কেউ যদি তার পিতা কিংবা বালিগ সন্তান কিংবা তার মুকাতাব গোলামের দেনাদারের মাল চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে, পক্ষান্তরে যদি নিজের ছোট সন্তানের দেনাদারের মাল চুরি করে তবে হস্ত কর্তন হবে না (গায়াতুল বয়ান)।

যদি সে তার অনুমতি প্রাপ্ত ঋণগ্রস্ত গোলামের ঋণী ব্যক্তি থেকে মাল চুরি করে তাহলে কর্তন হবে। আর যদি গোলাম ঋণগ্রস্ত না হয় তাহলে মনিবই ঐ প্রাপ্য বস্তুর মালিক হবে। কাজেই এ চুরিতে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। তবে শর্ত হলো চুরিকৃত বস্তু প্রাপ্য বস্তুর প্রকারের হতে হবে (ঈযাহ)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি এমন দু'টি জিনিস এক সঙ্গে চুরি করে, যার একটিতে হস্ত কর্তন হয়, অন্যটিতে হয় না। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো চুরির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা। চুরির উদ্দেশ্যে যদি ঐ জিনিস হয় যাতে হস্ত কর্তন ওয়াজিব এবং তা নিসাব সমপরিমাণ হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে চুরির উদ্দেশ্যে যদি ঐ জিনিস হয়ে থাকে যাতে হস্ত কর্তন নেই তবে কর্তন হবে না যদিও এই উদ্দেশ্য বাছাইয়ের সঙ্গে হস্ত কর্তনযোগ্য মালও ছিল এবং তা নিসাবের সমপরিমাণও ছিল তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি একশ' দিরহাম মূল্যের রূপার বরতনও চুরি করে যাতে নবীয (খেজুর ভোজানো পানি) কিংবা পচনশীল খাদ্য কিংবা দুধ আছে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। কেননা এখানে বর্তন উদ্দেশ্য নয়, বর্তনে বিদ্যমান দ্রব্য উদ্দেশ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৭. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী স্বাধীন বালককে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না, এমনকি তার সঙ্গে অলংকার থাকলেও না। পক্ষান্তরের ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, তার সঙ্গে নিসাব পরিমাণ অলংকার থাকলে হস্ত কর্তন হবে। তবে এ মত পার্থক্য ঐ বালক সম্পর্কে যে চলাফিরা করতে পারে না এবং নিজ থেকে যথোচিত কথা বলতে পারে এবং হাঁটা চলা করতে পারে তাহলে তাকে চুরি করলে সর্ব সম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে না। যদিও তার সঙ্গে অনেক অলংকার থাকুক (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৮. মাসআলা ঃ মুনতাকায় মাসআলা, কেউ যদি একটি কুকুর চুরি করে যার গলায় একশ' দিরহাম মূল্যের বেষ্টনী আছে, তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে যদি নয় দিরহাম মূল্যের একটি গাধা চুরি করে যার পিঠে দিরহামের একটি গদি রয়েছে তাতে হস্ত কর্তন হবে।

২৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি মধু ভর্তি জগ চুরি করে, আর জগের মূল্য নয় দিরহাম এবং মধুর মূল্য এক দিরহাম হয় তবে হস্ত কর্তন হবে। 'আদল' বা মাবসূত কিতাবে বলা হয়েছে কেউ যদি দশ দিরহাম মূল্যের মদের মটকা বা পাত্র চুরি করে তাতে হস্ত কর্তন হবে না। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) তার রচিত "শরহের" (মাবসূত) মধ্যে বর্ণনা করেন, কেউ যদি সংরক্ষিত স্থানে রাখা মদ পান করে পাত্রটি বের করে নিয়ে আসে আর পাত্রটি হস্ত কর্তনযোগ্য দ্রব্য হয় তাহলে হস্ত কর্তন হবে (যখীরাহ)।

৩০. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি কুমকুমাহ (লম্বা গলা বিশিষ্ট বোতল বা পাত্র) চুরি করে যাতে দশ দিরহাম পরিমাণ পানি বা পানীয় আছে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। তবে যদি ঘরে রাখা পাত্রের পানীয় পান করে খালি পাত্র বের করে আনে তাহলে হস্ত কর্তন হবে (গিয়াছিয়্যাহ)।

৩১. মাসআলা ঃ ইমাম কুদূরী (র) বলেন, কেউ যদি একটি রুমাল চুরি করে যাতে দিরহামের থলিও রয়েছে তাহলে তাতে হস্ত কর্তন হবে। ইমাম কুদূরী ঐ রুমাল বুঝিয়েছেন যাতে সাধারণত দিরহাম বেঁধে রাখা হয় (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ কেউ দশ দিরহামের কম মূল্যের পোশাক চুরি করে আর পোশাকের পকেটে টাকশালের তৈরী দশ দিরহাম পাওয়া যায় কিন্তু চোরের তা জানা ছিল না তাহলে আমার মতে তার হস্ত কর্তন হবে না। জানা থাকলে হস্ত কর্তন হবে।

৩৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি চামড়ার ব্যাগ বা তরবারির খাপ কিংবা বস্তা কিংবা ঝুলি চুরি করে যাতে (নিসাব পরিমাণ) মাল রয়েছে। তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে (মাবসূত)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি টানানো অবস্থায় শামিয়ানা (তাঁবু) চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে। কিন্তু পেচানো অবস্থায় চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৫. মাসআলা ঃ আমানতের মাল আত্মসাৎকারী নারী ও পুরুষের হস্ত কর্তন করা হবে না। তদ্রূপ ছিনতাইকারী ও চকিতে হরণকারীর হস্ত কর্তন হবে না (কেননা সে তো তার কাজ প্রকাশ্যে ও বলপূর্বক সম্পন্ন করেছে) অনুরূপ কাফন চোরেরও হস্ত কর্তন নেই। এটা ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (হিদায়া)।

৩৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কবর থেকে দিরহাম দিনার চুরি করে অথবা কাফনের কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু চুরি করে তাহলেও সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে কবর তালাবদ্ধ ঘরের ভিতরে হলে তাতে মাশায়েখগণের মত পার্থক্য রয়েছে। বিশুদ্ধতম মত হলো হস্ত কর্তন সাব্যস্ত না হওয়া, চাই সে কাফন চুরি করুক কিংবা অন্য কোন মাল, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। অনুরূপ যদি কাফেলার সঙ্গে বয়ে নেয়া শবাধার থেকে কাফন চুরি করে তবুও বিশুদ্ধতম মতে তার হস্ত কর্তন হবে না (কাফী)।

৩৭. মাসআলা ঃ ক্রেতা যদি ইচ্ছাধিকারের সময়সীমার মধ্যে বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয়কৃত জিনিস চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। কেউ যদি (তার জীবদ্দশায়) কারো নামে কোন কিছুর ওসীয়্যত করে, এরপর সে ওসীয়্যতকারীর মৃত্যুর পূর্বেই তা চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। অবশ্য যদি তার মৃত্যুর পর এবং ওসীয়্যত কবূল করার পূর্বে চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৮. মাসআলা ঃ গনীমতের মাল এবং মুসলমানদের বায়তুলমাল থেকে চুরি করলে হস্ত কর্তন নেই। চুরিকারী গোলাম হোক কিংবা স্বাধীন তাতে কোন পার্থক্য হবে না (নিহায়া)।

৩৯. মাসআলা ঃ ঐ মাল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই যাতে চোরেরও অংশ রয়েছে (তাব্য়ীন)।

৪০. মাসআলা ঃ চোরের হস্ত কর্তন সম্পন্ন করা এবং (চুরিকৃত) মাল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়ার পর উক্ত চোর পুনরায় যদি এ মাল চুরি করে তাহলে ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে আমাদের হানাফী ফকীহ্গণের মতে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (মাবসূত)। অনুরূপ যদি ঐ চোর থেকে দ্বিতীয় আরেক চোর ঐ মাল চুরি করে তাহলে মালের মালিক এবং প্রথম চোর তাদের কেউ দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তন করতে পারবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো ঃ কোন বস্তু চুরির পর যদি তার সত্তার মধ্যে পরিবর্তন না ঘটে বরং তা আপন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে (এমতাবস্থায় সে বস্তু পুনরায় চুরি করলে) আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয়বার হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি তার সত্তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটে তাহলে হস্ত কর্তন হবে যেমন প্রথমে তা তুলা ছিল পরবর্তীতে তা সূতায় পরিণত হলো কিংবা প্রথমে সূতা ছিল পরবর্তীতে তা কাপড়ে পরিণত হলো, এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে (দ্বিতীয়বার) হস্ত কর্তন হবে (শরহে তাহাবী)।

৪১. মাসআলা ঃ যদি একশ' দিরহাম চুরির অপরাধে কারো হস্ত কর্তন হয় এবং ঐ দিরহাম মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। তারপর ঐ চোর দ্বিতীয় বার তা চুরি করে, তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে যদি এর সাথে আরো একশ' দিরহাম চুরি করে তাহলে তার পা কর্তন করা হবে। উক্ত দুইশ' দিরহাম মিশ্রিত থাকুক কিংবা (একশ' একশ' করে) পৃথক থাকুক (যহীরিয়্যাহ)।

৪২. মাসআলা ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্য চুরি করার কারণে যদি কারো হস্ত কর্তন হয় এবং চুরির মাল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয় এরপর মালিক তা দ্বারা কোন পাত্র তৈরি করে কিংবা আগে পাত্রই ছিল, পরে তা দ্বারা দিরহাম বানালো। এরপর ঐ চোর পুনরায় তা চুরি করল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হির মতে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে কর্তন করা হবে (শরহে তাহাবী)।

৪৩. মাসআলা ঃ কিফায়াতুল বায়হাকীতে উল্লেখ রয়েছে, কাপড় চুরি করে সেলাই করার পর তা মালিকের নিকট ফেরত দিল কিন্তু (মালিকের নিকট) তা নষ্ট বা দোষমুক্ত হলো। এরপর সে (পুনরায়) ঐ নষ্ট কাপড়টি চুরি করলো তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (নাহরুল ফাইক)।

৪৪. মাসআলা ঃ গাভী চুরি করে হস্ত কর্তনের পর চোর গাভীটি মালিককে ফেরত দিলো তখন গাভীর বাছুর হলো, এরপর ঐ চোর বাছুরটি চুরি করল তাতে তার হস্ত কর্তন হবে। তবে যদি হস্ত কর্তনসহ মূল বাছুরটি মালিকের কাছে ফেরত যাওয়ার পর মালিক তা অন্য কারো কাজে বিক্রয় করে পুনরায় তা তার থেকে খরিদ করে এরপর চোর পুনরায় তা চুরি করে। তাহলে এ মাসআলার কি হুকুম? ইমাম মুহাম্মদ (র) তা, তার কিতাবসমূহে উল্লেখ করেননি। তবে মাশায়েখে কিরাম (র) এ সম্পর্কে মত পার্থক্য করেছেন। ইরাকের মাশায়েখগণ বলেন হস্ত কর্তন হবে না পক্ষান্তরে মাওরাইন্নাহ্ এর মাশায়িখগণ বলেন, হস্ত কর্তন হবে (যহীরিয়্যাহ)। অনুরূপ মালিক যদি তা চোরের নিকট বিক্রি করে এরপর তা তার থেকে খরিদ করে নেয় (এরপর চোর তা মালিক থেকে দ্বিতীয়বার চুরি করে) তাহলে একই হুকুম প্রযোজ্য (নাহরুল ফাইক)।

৪৫. মাসআলা ঃ মালের যাকাত আলাদা করে রাখার পর কোন ঋণগ্রস্ত বা গরীব ব্যক্তি তা চুরি করলে তার হস্ত কর্তন হবে। কারণ উক্ত মাল এখনো মালওয়ালার মালিকানায় বিদ্যমান। এটিই গৃহীত মত (গিয়াছিয়্যাহ)।

৪৬. মাসআলা ঃ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীর মাল চুরির অপরাধে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী হস্ত কর্তন হবে না।

৪৭. মাসআলা ঃ ইমামের অনুগত কোন ব্যক্তি বিদ্রোহীদের বাহিনীতে রাত্রি বেলায় হামলা করে তাদেরই কোন ব্যক্তির মাল চুরি করে মুসলমান শাসকের নিকট নিয়ে আসলো (ইমাম সারাখ্সী (র) বলেন) তাহলে আমার মতে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কারণ ইমামের অনুগত মুসলমানদের জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা যেভাবেই সক্ষম বিদ্রোহীদের মাল হরণ করে নিবে এবং তা বিদ্রোহীদের তাওবা করা কিংবা তাদের মৃত্যু পর্যন্ত আটক করে রাখবে, এরপর তাদের ওয়ারিসদেরকে ফেরত দিবে। এ পন্থায় মাল নেওয়ার কারণে তার চুরিতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেছে (আর সন্দেহ হদ্দকে রোধ করে। কাজেই হস্ত কর্তন হবে না)। অনুরূপ যদি বিদ্রোহীদের কোন ব্যক্তি ইমামের অনুগত বাহিনীতে হামলা করে (তাদের কারো মাল চুরি করে তাহলে তারও হাত কাটা হবে না। কারণ বিদ্রোহীরা ইমামের অনুগতদের মাল হালাল মনে করে আর তাদের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হলেও তার সঙ্গে যখন প্রতিরক্ষা শক্তি যুক্ত হয় তখন তা সঠিক ব্যাখ্যার সমতুল্য বলে গণ্য হয়।

ইমামের অনুগতদের কোন ব্যক্তি যদি নিজেদেরই কারো মাল চুরি করে, আর বলে আমি যার মাল চুরি করেছি সে কাফির। আর সে মনে করে যে তার মাল হরণ করা এবং তার রক্ত প্রবাহিত করা তার জন্য হালাল। ইমাম সারাখ্সী (র) বলেন, তাহলে আমার মতে তার হস্ত কর্তন করা হবে। কারণ তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা শক্তি অনুপস্থিত। অথচ প্রতিরক্ষা শক্তির অনুপস্থিতিতে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই এর দ্বারা দায়বদ্ধতা রহিত হয় না। অনুরূপ কর্তনের বিষয়টিও। এর কারণ এই যে, উক্ত ব্যক্তি ইমামের অনুগত হওয়ার কারণে ন্যায়

পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। কাজেই ন্যায় পরায়ণদের শাসকের ঐ লোকের পক্ষ থেকে হস্ত কর্তনের কার্য সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু ইমামের অনুগত যে ব্যক্তি বিদ্রোহীদের বাহিনীতে উপস্থিত থাকে তার বিষয়টি ভিন্ন কারণ আহলে আদলের শাসকের কর্তৃত্ব তার পর্যন্ত পৌছে না (মাবসূত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ সংরক্ষিত স্থান ও তা থেকে নিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে

সংরক্ষণ দু' প্রকার ঃ একটা হলো (অন্যের সহায়তা ছাড়া) নিজস্ব গুণগত সংরক্ষণ টাকে স্থানগত সংরক্ষণ বলা হয় যেমন বাড়ি, ঘর ইত্যাদি। অনুরূপ শামিয়ানা দোকানপাট তাঁবু ইত্যাদি। এগুলোও সংরক্ষণের মাধ্যমে বলে বিবেচিত হয় যদিও তাতে কোন হিফাজতকারী না থাকে এবং তার দরজা না থাকে বা খোলা থাকে। কেননা ঘর বানানোর উদ্দেশ্যেই হলো সংরক্ষণ করা। তবে ঐ সংরক্ষিত স্থান থেকে মাল বের না করা পর্যন্ত হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে হিফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বস্তু নেওয়া মাত্রই হস্ত কর্তন ওয়াজিব। সেখান থেকে বের করে আনা, না আনায় কোন পার্থক্য হবে না।

পাহারাদারের মাধ্যমে সংরক্ষণ যেমন কোন ব্যক্তি রাস্তায় অথবা ময়দানে কিংবা মসজিদে সামান তার পাশেই রেখে বসল। তাহলে উক্ত মাল সামানা তার মাধ্যমে সংরক্ষিত বলে বিবেচিত হবে। যদি পাহারাদার মালের নিকটে থাকলে এ হুকুম দূরে থাকলে সে পাহারাদার বলে গণ্য হবে না। নৈকট্যতার সীমা রেখা হলো, মাল দেখতে পাওয়া এবং তা সংরক্ষণ করতে পারা। পাহারাদার জাগ্রত থাকুক কিংবা ঘুমন্ত আর মাল সামানা তার নীচে রাখা থাকুক কিংবা তার অদূরে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি ময়দানে বা খোলা জায়গায় সামান করে রাখে কিন্তু সে সামানের উপর না ঘুমিয়ে সামানের সামনে ঘুমিয়েছে যাতে চোখ খুললে সামান দেখতে পাওয়া যায় এ অবস্থায় চুরি করলে তার হস্ত কর্তন হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২. মাসআলা ঃ আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিস রক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার যথাযোগ্য সংরক্ষণ স্থান বিবেচ্য অতএব কেউ যদি আস্তাবল থেকে প্রাণী (গরু, উট, মহিষ) এবং খোঁয়াড় থেকে বকরী চুরি করে নিয়ে যায় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে পক্ষান্তরে যদি এসব স্থান থেকে দিরহাম-দিনার কিংবা অলংকার চুরি করে তবে হস্ত কর্তন করা হবে না। এটাই বিশুদ্ধ (সিরাজুলওয়াহ্হাজ)।

"ফাতাওয়া কারখীতে" উল্লেখ রয়েছে, যা কোন এক প্রকার বস্তুর সংরক্ষণের উপকরণ তা প্রত্যেক প্রকার বস্তুর ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের উপকরণ বা মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত। তাইতো ফুকাহায়ে কিরাম (র) তরিতরকারি বিক্রয়কারীর ঝুড়ি এবং খেজুরের টুকরী বা খাঁচাকে দিরহাম দিনার এবং মুক্তা সংরক্ষণের মাধ্যম বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম কারখী (র) বলেন এটাই আমাদের এটাই বিশুদ্ধ (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ) শামসুল আইম্মা (র) বলেন এটাই আমাদের মাযহাব (যহীরিয়্যাহ)। উল্লেখ্য যে, স্থানের মাধ্যমে সংরক্ষিত বস্তুর ক্ষেত্রে হিফাজতকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচ্য নয় (অর্থাৎ বস্তু সংরক্ষিত বলে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থানই যথেষ্ট এর সাথে হিফাজতকারী বা পাহারাদার থাকা জরুরী নয়) (হিদায়া)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩. মাসআলা ঃ গোসলখানা থেকে (কোন বস্তু) রাত্রিতে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে। দিনের বেলায় করলে হবে না। অবশ্য যে সকল গোসলখানায় রাতের কিছু অংশে লোক সমাগম থাকে তা দিনের আওতাভুক্ত (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত কেউ যদি গোসলখানায় কারো নীচ থেকে কাপড় চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি কেউ মসজিদ থেকে কোন সামান চুরি করে অথচ তার কাছে মালিক রয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট হস্ত কর্তন করা হবে না। এটাই যাহিরী মাযহাব। ফাতাওয়া এরই উপর প্রদত্ত (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ কোন জিনিস যদি ঘর বা স্থান দ্বারা সংরক্ষিত থাকে। এমতাবস্থায় কাকেও তাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হলো আর অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা চুরি করল, তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। কেননা উক্ত বস্তু তার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত বলে বিবেচিত নয়। যদিও সেখানে হিফাযতকারী থাকে কিংবা গৃহকর্তা সামানের উপর ঘুমিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল ঘরে যাতায়াতের সাধারণ অনুমতি রয়েছে, সেগুলো এবং একই সমান অর্থাৎ হিফাযতকারীর মাধ্যমেই তা সংরক্ষিত হবে। যেমন মসজিদ, রাস্তা (বারান্দা) ইত্যাদি (ঈযাহ)।

৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি বোঝা কেড়ে তার থেকে চুরি করে কিংবা কোন বক্সে হাত ঢুকিয়ে মাল নিয়ে নেয় তবে তার হস্ত কর্তন করা হবে (তাব্‌য়ীন)। কেউ যদি রাস্তা থেকে বোঝাসহ উট চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। উটের মালিক তার উপর থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কারণ এ মালটি (গোপনীয় নয় বরং) প্রকাশ্য এবং অসংরক্ষিত তদ্রূপ যদি কেউ বড় ব্যাগ বা বস্তা চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। তবে বস্তা কেড়ে তার মধ্যস্থ মাল সামানা বের করে নেয় এবং মালিক সেখানে বিদ্যমান থাকে তাহলে হস্ত কর্তন হবে। নতুবা নয়। রাস্তার উপর রাখা সামানভরা বস্তা যদি সামানসহ চুরি করে আর মালিক সেখানে উপস্থিত থাকে তাহলে হস্ত কর্তন হবে, চাই মালিক ঘুমন্ত থাকুক কিংবা জাগ্রত (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৭. মাসআলা ঃ সারিবদ্ধ উট থেকে একটি উট চুরি করলে হস্ত কর্তন করা হবে না। চাই উটের সারিতে سائق (পশ্চাৎচালক) ও قائد (সম্মুখ চালক) থাকুক বা না থাকুক, অর্থাৎ উটের সারি পশ্চাৎচালক ও সম্মুখচালকের মাধ্যমে সংরক্ষিত বলে গণ্য হবে না। যদিও বাহ্যত তারাই হিফাযতকারী। কারণ হিফাযত করা তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, চালনা করাই হল মূল উদ্দেশ্য। আর সংরক্ষিত তখন হবে যখন মূল উদ্দেশ্য হবে হিফাযত করা। পক্ষান্তরে মূল উদ্দেশ্য যদি হয় অন্যকিছু, আর সংরক্ষণের বিষয়টি হয় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বা গৌণ উদ্দেশ্য। তাহলে তা সংরক্ষিত বলে বিবেচিত হবে না। কাজেই যদি সারিবদ্ধ উটগুলোর সঙ্গে কোন ব্যক্তি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে থাকে তাহলে চোরের হস্ত কর্তন করা হবে (যখীরাহ)।

৮. মাসআলা ঃ চোর যদি সংরক্ষিত স্থানে পৌছে কোন কিছু নিয়ে নেয় কিন্তু তা এখনো বের করে আনেনি অবশ্য তা বহন করে নিয়েছে কিংবা নাই বহন করুক তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। যদি সংরক্ষিত স্থানের বাহিরে অবস্থানরত অপেক্ষমান তার কোন সহযোগীর দিকে উক্ত মাল ছুঁড়ে মারে এরপর যার দিকে ছুড়ে মারা হলো অর্থাৎ অপেক্ষমান ব্যক্তি তা ধরে নিল তাহলে তাদের কারোই হস্ত কর্তন করা হবে না।

অনুরূপ সে যদি দেওয়ালের পিছনে দিয়ে মাল তার সাথীর হস্তান্তর করে কিন্তু সে তা নিয়ে বের হয়নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, এক্ষেত্রেও তাদের উভয়ের কারো হাত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, প্রবিষ্ট ব্যক্তির হস্ত কর্তন করা হবে। বাহিরে অবস্থিত ব্যক্তির হস্ত কর্তন হবে না। যদি সে সংরক্ষিত স্থানে নিজ হাতে না পৌছায়, অতএব যদি সে বাহির থেকে সংরক্ষিত স্থানে হাত পৌছিয়ে ভিতর থেকে মাল হস্তগত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তাদের কারো হাত কাটা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমার মতে তাদের উভয়ের হস্ত কর্তন হবে (ফাতাওয়ার কারখী)। প্রবেশকারী ব্যক্তি যদি মালকে সুড়ঙ্গে (সিঁদ কাটা বা দেওয়াল ছেঁদা করার স্থানে) রেখে বেরিয়ে পড়ে, এরপর তা সেখান থেকে নিয়ে নেয়। এ মাসআলার হুকুম ইমাম মুহাম্মদ (র) উল্লেখ করেননি তবে বিশুদ্ধ মত হলো হস্ত কর্তন না হওয়া।

৯. মাসআলা ঃ ঘরের মধ্যে যদি প্রবাহিত নালা থাকে এবং চোর ঘরে প্রবেশ করে মাল সামানা উক্ত নালাতে ফেলে দেয়, এরপর সে বেরিয়ে তা নিয়ে নেয় তাহলে দেখতে হবে উক্ত মাল সামানা যদি পানির নিজ শক্তি (স্রোতের) মাধ্যমে বেরিয়ে আসে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না আর যদি সে পানি নাড়া চাড়া দেওয়ার কারণে বেরিয়ে আসে তাহলে হস্ত কর্তন হবে।

উক্ত হুকুম ইমাম তামারতাশী (র) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাবসূতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, পানির প্রবাহ শক্তির মাধ্যমে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রেও বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী তার হস্ত কর্তন আবশ্যক হিসাবে বিবেচ্য (নিহায়া)।

যদি মাল রাস্তায় (নিক্ষেপ করে) ফেলে এরপর বেরিয়ে তা নিয়ে যায় তাহলে এর দু'টি সুরত হতে পারে। যদি সে রাস্তার এমন জায়গায় নিক্ষেপ করে যে সে তা দেখতে পায়, তারপর বেরিয়ে তা নিয়ে নেয় তাহলে হস্ত কর্তন হবে আর যদি দেখা না যায় তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। যদি মাল গাধার পিঠে বোঝাই করে তাকে হাঁকিয়ে বের করে আনে তাহলে হস্ত কর্তন হবে (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ কেউ যদি চুরি করার পর চুরির মাল বাড়ি থেকে বের না করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। এ হুকুম ঐ সময় যখন বাড়িটি এত ছোট হয় যে বাড়ির বাসিন্দাগণের জন্য বাড়ির আঙ্গিনা ব্যবহারেও বিশেষ প্রয়োজন থাকে। পক্ষান্তরে বাড়িটি যদি বেশ বড় হয় যাতে বিভিন্ন ঘর ও প্রকোষ্ঠ রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বাসিন্দা রয়েছে আর বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য বাড়ির আঙ্গিনা ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন নেই শুধু চলাচলের কাজে তা ব্যবহৃত হয় এ ক্ষেত্রে কেউ যদি একটি প্রকোষ্ঠ থেকে মালামাল চুরি করে বাড়ির আঙ্গিনায় নিয়ে আসে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। আর যদি ঐ বাড়ির কোন এক প্রকোষ্ঠের বাসিন্দা অন্য প্রকোষ্ঠে চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে (কাফী)।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি ঘরের সিঁদ কেটে ভিতরে প্রবেশ করে এরপর কিছু না নিয়েই বেরিয়ে আসে। তারপর সে অন্য এক রাতে আসল এবং ঘরে প্রবেশ করে কোন জিনিস নিয়ে নিল তাহলে দেখতে হবে গৃহকর্তা যদি ঘরের ঐ সিঁদ বা সুড়ঙ্গ সম্পর্কে অবগত থাকেন কিন্তু

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি তা বন্ধ করেননি কিংবা সুড়ঙ্গটি এরূপ স্পষ্ট ছিল যে রাত্রিতে আগমনকারী বা পথচারীরা তা অবলোকন করতে পায় এবং সুড়ঙ্গটি মেরামতহীন অবস্থাতেই পড়ে থাকে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। নতুবা কর্তন করা হবে (সিরাজূল ওয়াহ্হাজ)।

১২. মাসআলা ঃ একটি চোর একটি গাধাসহ কোন ঘরে প্রবেশ করে কাপড় চোপড় একত্রিত করে উক্ত গাধার পিঠে চাপিয়ে দিল। এরপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজ বাড়িতে চলে গেল এরপর গাধাটিও ঘরে থেকে বেরিয়ে তার বাড়িতে পৌছে গেল। তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।

অনুরূপ যদি পাখির সঙ্গে কোন কিছু সংযুক্ত করে তা ঘরে ছেড়ে দেয় এরপর পাখিটি তার বাড়িতে উড়ে আসলে সে ঐ মাল তার থেকে নিয়ে নিল। তবুও তার হস্ত কর্তন হবে না (ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি একটি সংরক্ষিত স্থান থেকে কিছু মাল চুরি করে এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করে মালসহ চোরকে বহন করে নিয়ে আসল তাহলে এক্ষেত্রে শুধু বহনকৃত চোরের হস্ত কর্তন করা হবে (বহনকারীর হস্ত নয়)।

১৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিসাব পরিমাণ মাল একাধিক বারে চুরি করে আনে। আর মালিক দু'দফা চুরির মাঝখানে তা জানতে পেরে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে (যেমন সিঁদ বন্ধ করল, দরজা মেরামত করল, বাক্সের তালা ঠিক করল ইত্যাদি) তাহলে ভিন্ন আরেকটি চুরি বলে গণ্য হবে। কাজেই প্রতি দফায় বের করা মাল নিসাব থেকে কম হলে হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে মালিক যদি মাঝে না জানতে পারেন তাহলে (উভয় দফায় মাল বের করা একই চুরি বলে গণ্য হবে কাজেই) হস্ত কর্তন করা হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি ঘরের ছাদ থেকে নিসাব পরিমাণ মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে।

১৬. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে ঘরের দেওয়ালের সিঁদ কেটে গাইব হয়ে যায়। এরপর কোন চোর ঘরে প্রবেশ করে কোন জিনিস নিয়ে গেল তাহলে এক্ষেত্রে গৃহীত হুকুম হলো, চোর যা কিছু চুরি করেছে সিঁদ কর্তনকারীকে তার জন্য দায়বদ্ধ করা হবে না (খুলাসা)।

১৭. মাসআলা ঃ কারো রাস্তায় বিছানো কাপড় চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। অনুরূপ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত কুঁড়ে ঘরের উপর বিছানো কাপড় চুরি করলেও হস্ত কর্তন হবে না। যদি ঘরের পাশে বিদ্যমান দেওয়ালে কিংবা ছাদের পাশে অবস্থিত কুঁড়ে ঘরের উপরে কাপড় বিছিয়ে দেয় তাহলে তা চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না (যহীরিয়্যাহ)।

১৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি ঘরের সিঁদ কেটে ভিতরে হাত প্রবেশ করে কোন কিছু হস্তগত করে তাহলে তার হাত কাটা হবে না। এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র) এর অভিমত।

আমাদের হানাফী ফুকাহাদের অনেকেই উক্ত মাসআলা সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, তা বড় ঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যার মধ্যে ছেঁদাকৃত সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব। অতএব যদি ঘর এত ছোট হয় যে সুড়ঙ্গ দিয়ে তাতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তবে সে ভিতরে হাত প্রবেশ

করিয়ে মাল নিয়ে নিয়েছে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে। যদি কোষাধ্যক্ষ কিংবা মুদ্রা ব্যবসায়ীর বক্সে কিংবা অন্যের আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে মাল নিয়ে নেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ এক দল লোক কোন সারাইখানা কিংবা ঘরে অবতরণ করল, এরপর তাদেরই কেউ কারো সামান চুরি করল অথচ মালিক তা সংরক্ষণ করছিল কিংবা তা তার মাথার নীচে রেখেছিল তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজিয়্যাহ)।

২০. মাসআলা ঃ কেউ যদি আস্তিনের (বা কোমরের) বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেটে নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। তবে যদি আস্তিনের বা কোমরের বা পকেটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে থলে কেটে দিরহামসমূহ নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে। যদি থলের বাঁধন খুলে দিরহাম নিয়ে যায় তাহলে প্রথম সূরতে হস্ত কর্তন হবে। দ্বিতীয় সূরতে কর্তন করা হবে না (কাফী)।

২১. মাসআলা ঃ মুনতাকায় উল্লেখ রয়েছে, হাসান (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণনা করে বলেন, দরজা ও তালা খোলায় অভিজ্ঞ (فشاش) ব্যক্তি যদি দিনের বেলায় দরজা খুলে সামান চুরি করে অথচ ঘরে এবং বাড়িতে কেউ নেই। তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না পক্ষান্তরে, যদি ঘরের মধ্যে তারই কোন বাসিন্দা থাকে, কিন্তু চুরির বিষয় টের না পায় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। অনুরূপ সে যদি বাজারে কোন দোকানের দরজা খুলে মাল নিয়ে যায় তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। কাফ্যাফ (قفّاف) এর হস্ত কর্তন হবে না। কাফ্যাফ বলা হয় ঐ (মুদ্রা ব্যবসায়ী) ব্যক্তিকে যার নিকট এক সঙ্গে অনেক দিরহাম (ভাল-মন্দ) যাচাই করার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু সে এ সুযোগে মালিকের অগোচরে কিছু দিরহাম চুরি করে।

২২. মাসআলা ঃ الحاوى। কিতাবে আছে তালাবদ্ধ নয়, শুধু ভেড়ানো দরজা খুলে চোর যদি ঢুকে চুপিসারে সামান নিয়ে নেয় তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে। আর যদি ঘরের দরজা খোলা থাকে এবং চোর দিনের বেলায় ঢুকে চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। আর যদি দরজা (তালাবদ্ধ নয়) শুধু ভেড়ানো থাকে, আর চোর রাত্রে এশার পরে ঢুঁকে চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে গোপনে করুক কিংবা প্রকাশ্যে বল প্রয়োগ করে সাথে হাতিয়ার থাকুক কিংবা না থাকুক, গৃহকর্তা তা জানুক চাই না জানুক।

২৩. মাসআলা ঃ চোর যদি কোন ব্যক্তির ঘরে সন্ধ্যা এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঢুকে আর তখনো মানুষের আসা যাওয়া জারী থাকে তাহলে ঐ সময়টি দিনের পর্যায়ভুক্ত হবে।

গৃহকর্তা যদি চোরের অনুপ্রবেশ টের পায় কিন্তু চোর জানে না যে গৃহকর্তা ঘরেই আছে। কিংবা চোর গৃহকর্তার উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত বটে কিন্তু গৃহকর্তা চোরের অনুপ্রবেশ সম্পর্কে জানে না তাহলে হস্ত কর্তন হবে। উভয়ে যদি পরস্পর সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। আর কেউ যদি কারো সম্পর্কে না জানে তাহলে হাত কর্তন হবে, শুধু একজনের জানার ক্ষেত্রে যেমন।

২৪. মাসআলা ঃ রাত্রিতে কোন মানুষের উপর বল প্রয়োগ পূর্বক তার মাল সামানা নিয়ে গেলে হস্ত কর্তন হবে পক্ষান্তরে যদি দিনে বলপ্রয়োগ করে (মাল নেয়) যেমন গোপনে ও সন্তর্পণে সিঁদকেটে ঘরে প্রবেশ করল এবং জোরপূর্বক তার মাল নিল তাহলে হস্ত কর্তন হবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। তবে কিয়াসের দাবী হলো উভয় সূরতেই হস্ত কর্তন না হওয়া কিন্তু আমরা ইসতিহ্সান তথা সুক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে বলেছি যে প্রথম সূরতে (অর্থাৎ রাত্রিতে জোরপূর্বক চুরি করাতে) হস্ত কর্তন ওয়াজিব (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি সংরক্ষিত স্থান থেকে একটি বকরী বের করে নিয়ে আসে। এর সাথে অন্য আরেকটি বকরী তার অনুগত হয়ে চলে আসে (এ ক্ষেত্রে অনুগত বকরী ধর্তব্য নয়)। কাজেই প্রথম বকরীটি যদি নিসাব সমপরিমাণ না হয় তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি চারণভূমি থেকে বকরী বা গরু কিংবা ছাগল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) "আসল" এর মধ্যে এরূপ হুকুমই বর্ণনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, তবে যদি তার কোন রাখাল থেকে থাকে যে তাকে হিফাযতও করে বটে। তাহলে কর্তন করা হবে পক্ষান্তরে "বাক্কালী"তে উল্লেখ রয়েছে যে, চারণভূমিতে বিচরণকারী চতুষ্পদ প্রাণী চুরিতে হস্ত কর্তন নেই, যদিও তার সাথে রাখাল থাকুক না কেন তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কারণ রাখালকে চরানোর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয় সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নয়। কাজেই রাখালের মাধ্যমে প্রাণীরা সংরক্ষিত বলে বিবেচিত হবে না। অবশ্য যদি তাদের সাথে রাখাল ছাড়াও হিফাযতকারী হিসাবে কেউ থাকে তাহলে হস্ত কর্তন ওয়াজিব হবে। এরই উপর ফাতাওয়া। বকরী যদি রাত্রিতে কোন ঘরে থাকে যেটা বক্রীর উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তার দরজা বন্ধ থাকে, এরপর চোর তা ভেঙ্গে প্রবেশ করে বকরী চুরি করে তাতে হস্ত কর্তন হবে। البقالى কিতাবে আছে কারো কারো মতে ঘরের দরজাটি ভিড়ানো বা চাপানো থাকলেই যথেষ্ট। তখন বন্ধ থাকার বিষয়টি ধর্তব্য নয় তবে যদি খালি ময়দানে এরূপ ঘর একটিই থাকে (তখন দরজা চাপিয়ে রাখা যথেষ্ট নয় বরং বন্ধও হতে হবে) (যখীরাহ)।

গবাধি পশুর উদ্দেশ্যে তৈরী ঘর, যাতে দরজা আছে এবং হিফাযতকারী নিযুক্ত রয়েছে, তা থেকে রাত্রে দরজা ভেঙ্গে একটি গাভী চুরি করল, এবং তাকে হাঁকিয়ে বা টেনে কিংবা তার উপর চড়ে বের করে আনল, তাহলে হস্ত কর্তন হবে।

২৭. মাসআলা ঃ কাঁটা তারের বা দেয়ালের ঘেরাও দেয়া খোয়াড়ে বকরী আছে এবং হিফাযতকারী সেখানে ঘুমন্ত আছে। এ অবস্থায় বকরী চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে এটা ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন জায়গায় জমা করে রাখা বকরী যদি কেউ চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে। চাই খোয়াড়ে রাখুক কিংবা অন্য কোন স্থানে, সেখানে হিফাযতকারী থাকুক বা না থাকুক (হাউই) অবশ্য অধিকাংশ মাশায়িখের মত এই যে, যদি বকরী রাখা উদ্দেশ্যে তৈরী স্থানে যদি বকরী রাখা হয়., আর সেখান থেকে চুরি করা হয় তাহলে হস্ত কর্তন হবে। তাদের সাথে হিফাজতকারী থাকুক বা না থাকুক (মুহীত)। এটিই বিশুদ্ধ (যখীরা)।

২৮. মাসআলা ঃ পিতা-মাতা (কিংবা আরো উর্ধ্বতন পুরুষ) বা সন্তান (কিংবা আরো অধঃস্তন পুরুষ) থেকে কিংবা তার মাহরাম আত্মীয় (যেমন চাচা-চাচি ও মামা খালা) থেকে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না।

২৯. মাসআলা ঃ মাহরাম আত্মীয়ার ঘর থেকে অন্য কারো সামান চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে মাহরাম আত্মীয়ের মাল সামানা অন্যের ঘর থেকে চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে (ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩০. মাসআলাঃ দুধ মা কিংবা দুধ বোনের মাল চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে (কাফী)।

৩১. মাসআলা ঃ স্বামী-স্ত্রীর এক অপরের মাল চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একে অপরের বিশেষ সংরক্ষিত স্থান থেকে যেখানে তারা বসবাস করে না-চুরি করলেও হস্ত কর্তন হবে না (গায়াতুল বয়ান)।

৩২. মাসআলা ঃ স্ত্রী তার স্বামীর কিংবা স্বামী তার মাল চুরি করল, তারপর স্বামী তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিল কিন্তু সহবাস না হওয়ায় ইদ্দত ছাড়াই তৎক্ষণাৎ বিচ্ছেদ হয়ে গেলো। এক্ষেত্রে তাদের কারো হস্ত কর্তন হবে না। বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী কিংবা খোলাকৃত স্ত্রীর ইদ্দতের অবস্থায় স্বামী বা স্ত্রী চুরি করলে হস্ত কর্তন হবে না। চাই সে এক তালাক হোক কিংবা দুই তালাক বা তিন তালাক (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। চুরির পর যদি তাকে তালাকে বাইন প্রদান করে এবং তার ইদ্দত পালন হয়ে যায়। এরপর বিচারকের নিকট চুরির বিষয়টি উথাপন করা হলে হস্ত কর্তন হবে না (তাব্য়ীন)।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি কোন অপরিচিত মহিলা থেকে কিংবা মহিলা কোন অপরিচিত পুরুষ থেকে মালা চুরি করে। এরপর বিচারকের নিকট এ বিষয়টি উথাপিত হওয়ার পূর্বেই তাদের আপোষে বিবাহ বন্ধন হয়ে গেল। এরপর চুরির বিষয়টি শাসক বা বিচারকের নিকট পেশ করা হলো এবং চোর চুরির স্বীকারোক্তি করল তাহলে বিচারক হস্ত কর্তন করবেন না (যখীরাহ)। হস্ত কর্তনের ফায়সালা দেওয়ার পর যদি বিবাহ বন্ধন হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে হস্ত কর্তন হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৩৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি এরূপ মহিলা থেকে চুরি করে যার মাতা কিংবা কন্যাকে (শাহওয়াত তথা প্রবৃত্তির কামনাপূর্বক) চুম্বন করার কারণে সে তার উপর হারাম হয়ে গেছে তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে (মুহীত)।

৩৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার শ্বশুরের ঘর থেকে কিংবা জামাতার ঘর থেকে চুরি করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে হস্ত কর্তন হবে।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মতপার্থক্য ঐ সূরতে যদি ঘর নিজ জামাতার মালিকানায় হয়ে থাকে। আর যদি নিজ কন্যার মালিকানাভুক্ত ঘর হয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে না (কারণ সন্তানের মাল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই) অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য শ্বশুরের ঘরের মাসআলায় অর্থাৎ ঘর যদি নিজ স্ত্রীর হয়ে থাকে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে হস্ত কর্তন হবে না (কারণ স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের মাল চুরিতে হস্ত কর্তন নেই) (আল-জাওহারাতুন্ নায়্যারাহ)।

আরো উল্লেখ্য যে, (পূর্বোক্ত মাসআলায়) "জামাতা" দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যক্তির মাহরাম আত্মীয়ের স্বামী যেমন নিজ কন্যার স্বামী বোনের স্বামী এবং নিজ জামাতার প্রত্যেক মাহরাম আত্মীয়। শ্বশুর দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে বৈবাহিক আত্মীয়তা সূত্রে হারাম হয়ে গেছে যেমন স্ত্রীর মা এবং তার কন্যা পিতার স্ত্রী এবং তার সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেক মাহরাম আত্মীয় (মুহীত)।

৩৬. মাসআলা ঃ গোলাম যদি তার মনিবের মাল চুরি করে তাহলে হস্ত কর্তন হবে না। অনুরূপ যদি মনিবের পিতা-মাতা কিংবা মাহরাম আত্মীয় কিংবা তার স্ত্রী থেকে মাল চুরি করে তবওু একই হুকুম। যে সকল মানুষের মাল চুরি করলে মনিবের হস্ত কর্তন হয় না মনিবের

গোলামের হস্তও তাদের মাল চুরি করার কারণে কর্তন হবে না (মুহীতঃ সারাখ্সী)। এক্ষেত্রে গোলাম মুদাব্বার হোক চাই মুকাতাব কিংবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম অথবা উম্মে ওয়ালাদ যে স্বীয় মনিবের মাল চুরি করেছে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। অনুরূপ মনিব যদি মুকাতাব অথবা অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম থেকে মাল চুরি করে, তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না। তবে তার গোলাম থেকে চুরি করলে হাত কাটা হবে। কারণ সে তার নিকটস্থ মালের ক্ষেত্রে একজন আমানতদারের পর্যায়ভুক্ত। (শরীআতের বিধান অনুযায়ী) আমানতদারের কাছ থেকে চুরি করে তার হস্ত কাটা হয় (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৩৭. মাসআলা ঃ মেহমান যদি মেযবানের কোন মাল চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না (হিদায়া)।

৩৮. মাসআলা ঃ একদল লোকের একটি খাদিম রয়েছে সে যদি তাদের মাল সামানা চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। অনুরূপ মজদুর যদি ঐ স্থান থেকে মালচুরি করে যেখানে তার প্রবেশের অনুমতি রয়েছে। তাহলে তার হস্ত কর্তন হবে না।

৩৯. মাসআলা ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে তার ঘর ভাড়ায় প্রদান করল। এরপর ইজারা প্রদানকারী ইজারাদারের মাল চুরি করল কিংবা ইজারাদার ইজারা প্রদানকারীর মাল চুরি করল। তাদের প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক মঞ্জিলে বাস করে। তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তাদের মধ্যে যেই চোর বলে বিবেচিত হবে তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ইজারা প্রদানকারী যদি ইজারাদার থেকে চুরি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। কিন্তু ইজারাদার যদি ইজারা প্রদানকারী থেকে চুরি করে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে। তবে শর্ত হলো ইজারা প্রদানকারীর ঘর পৃথক হতে হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হস্ত কর্তনের পদ্ধতি ও তা সাব্যস্ত করা প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ চোরের ডান হাত কবজি পর্যন্ত কাটা হবে। এরপর (রক্ত বন্ধ হওয়ার জন্য উত্তপ্ত লোহা বা তেল দ্বারা) দাগানো হবে।[১] আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তেলের মূল্য এবং দাগানোর ব্যয় বহন চোরের উপরই আরোপিত হবে (বাহরুর রাইক)। দ্বিতীয়বার চুরি করলে বাম পা কর্তন করা হবে। কিন্তু তৃতীয়বার চুরি করলে আর কর্তন করা হবে না।[২] বরং তওবা করা পর্যন্ত জেলখানায় আটক করে রাখা হবে। বার বার কর্তন না করার বিষয়টি ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। মাশায়িখগণ বলেছেন, সেই সাথে তাকে সাধারণ শাস্তিও দেওয়া হবে (হিদায়া)। শাসক ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবেন। কেননা সে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করেছে (সিরাজিয়্যা)।

১. কেননা রাসূল (সা) বলেছেন فَاقْطَعُوْهُ وَاحْسِمُوْهُ তার হাত কর্তন কর এবং দাগিয়ে দাও। তাছাড়া দাগিয়ে দেওয়া না হলে তা প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়াতে পারে। অথচ হদ্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসন, প্রাণ নাশ নয়।

২. হযরত আলী (র) বলেন, انى الاستحيى من الله ان لا ادع له يدًا ياحل بها ويستنجى بها ورجلا يمشى بها এ বিষয়ে আমি আল্লাহ্কে লজ্জা করি যে তার আহার ইস্তেঞ্জা করার জন্য একটি হাতও রেখে দেব না এবং হাঁটা চলা করার জন্য একটি পা-ও রেখে দেবো না। অন্যান্য সাহাবাগণ আলী (রা)-এর যুক্তি গ্রহণ করেন। এবং এরই উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাছাড়া হাত-পা জীবন চলার মাধ্যম। সবগুলো কেটে দেওয়া তার জীবন ধ্বংস করারই নামান্তর। কেননা এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হরা হয়। অথচ হদ্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসনে, ধ্বংস সাধন নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ চোরের বাম হাত যদি অবশ হয় কিংবা কর্তিত হয় কিংবা ডান পা যদি কর্তিত হয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। (কেননা এতে তার ধরা বা চলার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতাকে সমূলে বিনষ্ট করা হয়) তেমনি হস্ত কর্তন করা হবে না যদি বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্তিত হয় কিংবা অবশ হয় কিংবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ছাড়া অন্য দু'টি আঙ্গুল কর্তিত বা অবশ হয়।[১] তবে বৃদ্ধাঙ্গুলী ছাড়া যদি একটি মাত্র আঙ্গুল কর্তিত বা অবশ হয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে[২] (হিদায়া)। যদি ডান হস্ত অবশ কিংবা তার আঙ্গুলসমূহ ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে জাহিরি রিওয়ায়েত অনুযায়ী তার হাত কাটা হবে (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ যদি (কুদরতীভাবে) একই কবজিতে দু'টি হাত যুক্ত থাকে তাহলে কারো কারো মতে দু'টোই কর্তন করা হবে। অনেকে বলেছেন, যদি মূল হাতটি যদি আলাদাভাবে কাটা সম্ভব হয় তাহলে বাড়তি হাতটি কাটা হবে না। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহালে দু'টোই কাটা হবে। এটাই গৃহীত মত। যদি হাত দু'টোর একটি দ্বারা সে ধরার কাজ করে তাহলে 'ধারক' হাতটিই কাটা হবে (আল জাওহারাতুন্ নায়্যারাহ)।

৪. মাসআলা ঃ যদি তার ডান পা-র আঙ্গুলসমূহ কর্তিত হয় কিন্তু সে তার উপর ভর করে দাঁড়াতে এবং হাঁটা-চলা করতে সক্ষম তাহলে তার হাত কাটা হবে। তবে যদি তা দ্বারা হাঁটা-চলা করতে সক্ষম না হয় তাহলে কাটা হবে না (মাব্সূত)।

৫. মাসআলা ঃ চুরির অপরাধে হাত কাটা ওয়াজিব হওয়ার পর কেউ যদি তার ডান হাত কেটে ফেলে এবং তা আদালতে মামলা দায়ের করার পূর্বেই ঘটে থাকে তাহলে ইচ্ছাপূর্বক কর্তনের ক্ষেত্রে তার উপর কিসাস আসবে। ভুলবশত কর্তনের ক্ষেত্রে জরিমানা আসবে। যদি মামলা দায়েরের পর এবং ফায়সালা ঘোষণার পূর্বে ঘটে থাকে তাহলেও একই হুকুম হবে। অবশ্য ফায়সালা প্রদানেরও পরে হলে কর্তনকারীর উপর কোন কিসাস বা জরিমানা আসবে না, বরং তার কর্তনই চুরির হদ্দ বলে গণ্য হবে। এ কারণেই চোর চুরির মাল থেকে যা কিছু ব্যয় বা নষ্ট করেছে তার জারিমানা আদায় করা চোরের জন্য ওয়াজিব নয় (শরহে তাহাবী)। যদি তার ডান হাত না কেটে বাম হাত কাটা হয়ে থাকে তাহলে চুরির কারণে তার ডান হাত কাটা হবে না, যেন 'ধরা' এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার বিষয়টি বিনষ্ট না হয়। আর যদি বাম হাত না কাটা হয়ে থাকে বরং ডান পা কাটা হয় তাহলে চুরির অপরাধ সাব্যস্ত হস্ত কর্তন তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। যদি তার ডান পা না কাটা হয় বরং বাম পা কাটা হয় তাহলে তার ডান হাত কাটা হবে (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ শাসক যদি হদ্দ প্রয়োগকারী জল্লাদকে বলেন যে, একটি কৃতচুরির অপরাধে তুমি এর ডান হাত কেটে ফেলো কিন্তু সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার বাম হাত কেটে ফেললো, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার উপর কোন দায় আসবে না। তবে

১. কারণ ধারণ শক্তি বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর নির্ভরশীল। এমনিভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত দুই আঙ্গুল অবশ বা কর্তিত হলেও ধারণশক্তি বিঘ্নিত হয়।

২. কারণ এক আঙ্গুল নষ্ট হলে ধারণশক্তি বিলুপ্ত হয় না তবে দুই আঙ্গুলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ধারণ শক্তির ক্ষুন্নতার ক্ষেত্রে দুই আঙ্গুল বৃদ্ধাঙ্গুলীর সম-পর্যায়ের গণ্য হবে।

তাকে শাসন করা হবে (ফাতহুল কাদীর)। (পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) বলেন যে, সে ক্ষতিপূরণ দিবে)।

এই মতপার্থক্য হলো ইচ্ছাকৃত কর্তনের ক্ষেত্রে, পক্ষান্তরে ভুলক্রমে কর্তন হলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না। চাই সে হাত চিহ্নিত করতে ভুল করুক, বা ইজতিহাদগত ভুল করুক। যেমন সে ইজতিহাদ করলো যে, নাদ বা কুরআনের আয়াতে হস্ত কর্তনের বিষয়টি ডান বা বাম এর শর্ত থেকে নিঃশর্ত রাখা হয়েছে। এটাই বিশুদ্ধ (মুসাফ্ফা)।

তবে শাসক যদি শুধু হাত কাটার কথা বলে থাকে, আর সে তার বাম হাত কেটে ফেলে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না।

চোর যদি তার বাম হাত বের করে বলে যে, এটা হচ্ছে আমার ডান হাত। এরপর জল্লাদ হাতটি কেটে ফেললো, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না। যদিও সে জানে যে, আসলে এটি তার বাম হাত, এতে কোন পার্থক্য হবে না (ফাতহুল কাদীর)। জল্লাদ ব্যতীত অন্য কেউ যদি তার বাম হাত কেটে ফেলে তাহলে তার উপরও কোন ক্ষতিপূরণ আসবে না। এটাই বিশুদ্ধ (হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ চোরের হস্ত কর্তনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর কোন ব্যক্তি যদি শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার ডান হাত কেটে ফেলে তাহলে তার উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। তবে শাসক তাকে এজন্য শায়েস্তা করবেন। শাসনমূলক শাস্তি দেবেন (মাবসূত)।

জল্লাদ যদি তার ডান পা কাটে তাহলে সে ডান পায়ের দিয়্যত আদায় করবে এবং চোর চুরিকৃত মালের জন্য দায়বদ্ধ হবে। যদি বাম পা কাটে তাহলে জল্লাদ তার পায়ের দিয়্যতের জন্য যামীন হবে এবং চোরের ডান হাত কাটা হবে। জল্লাদ যদি চোরের দু'হাত কেটে ফেলে তাহলে তার ডান হাত চুরির শাস্তিস্বরূপ কাটা হয়েছে বলে গণ্য হবে। তবে সে বাম হাতের ক্ষতিপূরণ চোরকে আদায় করবে (মুহীত)।

যদি তার হস্তদ্বয় এবং পাদ্বয় কেটে ফেলে তাহলে সে চোরকে তার বাম হাত এবং দুই পায়ের দিয়্যত তথা ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। চোরের যদি ডান হাত না থাকে তবে তার বাম পা কর্তন করা হবে (ইতাবিয়া)।

৮. মাসআলা ঃ সাক্ষীদাতাদের কারো বিরুদ্ধে চুরি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার কারণে তার হাত কাটার ফায়সালা দেওয়ার পর কিংবা ফায়সালা না দেওয়ার পূর্বেই সে ছুটে পলায়ন করে, এর কিছুকাল পর তাকে ধরা হয় তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। তবে যদি পুলিশ তার পশ্চাদ্ধাবন করে সে মুহূর্তেই ধরে আনে তাহলে তার হাত কাটা হবে (মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তি থেকে চুরি করে তাহলে তাদের কেউ গাইব থাকলে তার হাত কাটা হবে না (ইতাবিয়্যাহ)।

১০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি 'জাওযে জানিয়াত' থেকে চুরি করল, এরপর 'বলখ' এর বিচারকের নিকট এর নালিশ করা হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে তার হাত কর্তন করতে পারবে।

কোন বিদ্রোহী ব্যক্তি যদি খুরাসানের গভর্নরের আদেশ বা ইচ্ছার অনুকরণ ছাড়াই জাওযে জানিয়াতের উপর বিজয় লাভ করে তাহলে বলখের বিচারক তার উপর হদ্দ জারী করতে পারবেন না। এটা এ মাসআলার সাদৃশ্য যদি কোন ব্যক্তি খাওয়ারিযমের মধ্যে চুরি করে, এরপর বুখারার বিচারকের নিকট তার নালিশ করা হয় (তাহলে তিনি তার উপর হদ্দ জারী করতে পারবেন না (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ প্রচণ্ড শীত কিংবা প্রখর গরমের মৌসুমে চুরি সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যদি হস্ত কর্তনে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে তাহলে মৌসুম স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত তাকে আটকা রাখা হবে। আর মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকলে বিলম্ব করা হবে না। যদি মৌসুম স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়। আর কারাগারেই তার মৃত্যু ঘটে তাহলে চুরিকৃত মালের জরিমানা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণস্বরূপ আদায় করা হবে (মাবসুত)।

১২. মাসআলা ঃ যার মাল চুরি হয়েছে তার উপস্থিতি এবং তার পক্ষ থেকে চুরির অভিযোগ দায়ের ছাড়া চোরের হস্ত কর্তন করা হবে না (কেননা চৌর্যাপরাধ প্রকাশিত হওয়ার জন্য অভিযোগ উত্থাপন শর্ত)। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, আমার মতে তার হস্ত কর্তন করা হবে। এক্ষেত্রে যাহিরী-রিওয়ায়াতেই বিশুদ্ধ (যাদুল ফুকাহা)।

উল্লেখ্য যে, আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী (উপস্থিতির শর্তারোপের ক্ষেত্রে) সাক্ষ্য প্রদান ও স্বীকারোক্তির মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তদ্রূপ কর্তনের সময় সে অনুপস্থিত থাকলেও আমাদের মতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হবে না (হিদায়া)।

১৩. মাসআলা ঃ আমানতের মাল হিফাযতকারী, অন্যের মাল হরণকারী, সূদ গ্রহণকারী, কোন মাল ধার হিসাবে গ্রহণকারী, কোন বস্তুর ইজারাদার, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী, কারো থেকে পুঁজি হিসাবে মাল গ্রহণকারী, ক্রয়মূল্য নিরূপণের ভিত্তিতে পণ্য কবজাকারী, বন্ধকগ্রহীতা এবং এমন সকল ব্যক্তি যাদের জন্য আসল মালিক না হওয়া সত্ত্বেও হিফাযত ক্ষমতা সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন পিতা এবং ওয়াসী উপরোল্লিখিত লোকদের থেকে চুরি করার মালিকের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে হস্ত কর্তন করা যাবে। তবে বন্ধক প্রদানকারীর অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে তখন হস্ত কর্তন করা হবে যদি ঋণ পরিশোধের পরও বন্ধকি মাল বিদ্যমান থাকে। (কেননা ঋণ পরিশোধের পূর্বে মূল বন্ধকী মাল তার বলে দাবী করার অধিকার তার নেই (কাফী)।

১৪. মাসআলা ঃ কোন চুরির অপরাধে যদি চোরের হস্ত কর্তন করা হয়। এরপর চোরের কাছে থেকে ঐ মাল চুরি হয়ে যায়, তাহলে তার কিংবা মূল মালিকের অধিকার নেই দ্বিতীয় চোরের হস্ত কর্তনের দাবী উত্থাপনের।[১] অবশ্য একটি বর্ণনা মতে প্রথম চোরের জন্য মাল ফেরত নেয়ার দাবী করার অধিকার থাকবে।[২] তবে প্রথম চোরের হস্ত কর্তনের পূর্বে কিংবা সন্দেহ সৃষ্টি হেতু হস্ত কর্তন রহিত হওয়ার পর যদি দ্বিতীয় চোর উক্ত মাল চুরি করে তাহলে প্রথম চোরের অভিযোগ উত্থাপনের ভিত্তিতে তার হস্ত কর্তন করা হবে (হিদায়া)।

১. কেননা দ্বিতীয় চোরের ক্ষেত্রে উক্ত মাল মূল্য সম্পন্ন নয়। এ কারণেই তা নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। সুতরাং দ্বিতীয় চুরিটি নিজস্বভাবে হস্ত কর্তন সাব্যস্তকারীরূপে সংঘটিত হয়নি।

২. কেননা যেহেতু তাকে এই মাল মালিকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা তার উপর আবশ্যক সেহেতু তার উক্ত মাল দাবী করার প্রয়োজন রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৫. মাসআলা ঃ 'নাওয়াদিরে হিশাম' এর লেখক বলেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক ব্যক্তি কারো থেকে এক হাজার দিরহাম চুরি করেছে। এরপর অন্য এক ব্যক্তি—সে এক হাজার দিরহাম পাবে ঐ ব্যক্তির নিকট যার মাল চুরি হয়েছে—উক্ত চোর থেকে তার চুরিকৃত এক হাজার দিরহাম হরণ করে নিল। তদুত্তরে তিনি বললেন, আমার মতে, প্রথম চোরের হস্ত কর্তন রহিত হবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ চোর যদি বিচারকের নিকট অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বেই মালিককে চুরির মাল ফেরত দেয় তাহলে তার হাত কাটা হবে না। অবশ্য যদি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কর্তনের ফায়সালা হওয়ার পরে ফেরত দেয় তাহলে কাটা হবে। তবে ফায়সালা দেওয়ার পূর্বে হলে ইসতিহসান অনুযায়ী কাটা হবে। চোর যদি উক্ত মাল মালিকের মাহরাম আত্মীয়ের কাছে ফেরত দেয়, যারা তার এমন সন্তান বা ভরণপোষণের দায়িত্বভুক্ত নয় তাহলে তার হাত কাটা হবে আর যদি সে তার ভরণপোষণের দায়িত্বভুক্ত হয় তাহলে হাত কাটা হবে না। অনুরূপ যদি মালিকের স্ত্রী কিংবা গোলাম অথবা তার মাসিক কিংবা বাৎসরিক মজুরের নিকট ফেরত দেয় তাহলে একই হুকুম হবে। যদি তার পিতা কিংবা দাদা অথবা মাতা বা দাদীর কাছে ফেরত দেয় অথচ এরা কেউই তার পরিবারভুক্ত নয় তবুও হস্ত কর্তন করা হবে না। আর যদি এদের পরিবারভুক্তদের নিকট ফেরত দেয় তবে হস্ত কর্তন করা হবে। যদি মালিকের মুকতাবের নিকট ফেরত দেয় তাহলে কাটা হবে না, কেননা সে প্রকৃতপক্ষে তারই গোলাম। অনুরূপ মুকতাব থেকে চুরি করে মাল তার মনীবের নিকট ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রেও হস্ত কর্তন করা হবে না।

যদি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে চুরি করে তা তাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট ফেরত দেয় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে না (কাফী)।

১৭. মাসআলা ঃ হস্ত কর্তনের ফায়সালা হওয়ার পর মালিক যদি চুরির মাল চোরকে হিবা করে এবং হস্তান্তর সম্পন্ন হয়, কিংবা সে উক্ত বস্তু তার নিকট বিক্রয় করে দেয় তাহলে তার হাত কাটা হবে না (ফাতহুল কাদীর)। যদি কোন ব্যক্তি চোর থেকে উক্ত মাল হরণ করে এবং মালিক হরণকারীর উপর জরিমানা আরোপ করে তাহলে হস্ত কর্তন রহিত হবে (ইতাবিয়াহ)।

উল্লেখ্য যে, চুরিকৃত বস্তুর মূল্য চুরির দিন এবং হস্ত কর্তনের দিনে দশ দিরহাম হওয়াই গ্রহণযোগ্য। কাজেই যদি চুরিকৃত বস্তুর মূল্য চুরির দিন দশ দিরহামই থাকে কিন্তু পরবর্তীতে তার মূল্য হ্রাস পায় তাহলে দেখতে হবে যদি বস্তুর মাঝে দোষ থাকার কারণে মূল্য হ্রাস পায় তাহলে হাত কাটা হবে। পক্ষান্তরে যদি দর পড়ে যাওয়ার কারণে মূল্য কমে থাকে তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী হস্ত কর্তন করা হবে না (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি দশ দিরহাম চুরি স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার স্বীকারোক্তি সহীহ্ বলে গণ্য হবে। কাজেই তার হস্ত কর্তন করা হবে এবং মাল বিদ্যমান থাকলে মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হবে, নষ্ট হয়ে গেলে তার উপর কোন জরিমানা আসবে না। মনিব তাকে সত্যায়িত করুক চাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। পক্ষান্তরে গোলাম যদি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং মাল বিদ্যমান থাকে তাহলে মনিব তাকে সত্যায়িত করলে হস্ত কর্তন করা হবে এবং মাল মালিককে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফেরত দেওয়া হবে। আর যদি মনিব তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ বলে যে, এসব দিরহাম আমার মাল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী হস্ত কর্তন করা হবে এবং মাল মালিককে ফেরত দেওয়া হবে। মাল যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নষ্ট হওয়া, ব্যয় করে ফেলা, হারিয়ে ফেলে তাহলে আমাদের সমস্ত হানাফী ফুকাহাগণের মতানুযায়ী উক্ত চোরের চুরির হদ্দ (সাব্যস্ত হওয়ার) স্বীকারোক্তি করা সহীহ্ বলে গণ্য হবে এবং তার উপর (চুরিকৃত মালের জন্য) কোন জরিমানা আরোপিত হবে না। তার মনিব তাকে সত্যয়িত করুক চাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক তাকে কোন পার্থক্য হবে না। তবে স্বীকারোক্তির সময় গোলামটি যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে তাহলেই এ হুকুম। ছোট বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে কোন অবস্থাতেই তার হাত কর্তন করা হবে না। তবে সে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম হলে চুরিকৃত মাল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হবে যদি তা বিদ্যমান থাকে। আর ধ্বংস হয়ে গেলে তার উপর জরিমানা আরোপ করা হবে। তবে সে যদি বাধাগ্রস্ত হয় এবং মনিব তাকে সত্যায়িত করে তাহলে মাল মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হবে যদি তা বিদ্যমান থাকে। অবশ্য যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার উপর (কোন অবস্থাতেই) জরিমানা আসবে না। তাৎক্ষণিক অবস্থাতেও নয় এবং আযাদীর পরেও নয় (গায়াতুল বয়ান)।

১৯. মাসআলা ঃ গোলাম যদি দশ দিরহাম থেকে কম মূল্যের কোন বস্তু চুরির স্বীকারোক্তি করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না, তবে সে 'অনুমতিপ্রাপ্ত' হলে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে এবং মালিককে ফেরত দেওয়া হবে। (যদি মাল বিদ্যমান থাকে) নষ্ট হয়ে গেলে তাকে উক্ত মালের জন্য দায়বদ্ধ করা হবে। সে ছোট (নাবালিগ) হোক চাই বড় (বালিগ) তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

পক্ষান্তরে সে যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে তার মনিব তাকে যদি সত্যায়িত করে তাহলে অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য তবে মনিব যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে মাল মনিবের হবে অবশ্য গোলাম যদি স্বীকারোক্তি করার সময় প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে আযাদীর পর তার উপর জরিমানা আসবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক হলে তার উপর কোন জরিমান আসবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২০. মাসআলা ঃ যদি চুরির মাল চোরের হাতে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তার হস্ত কর্তন করা হয়, তাহলে উক্ত মাল মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করা হবে। কেননা তা এখনো তার মালিকানায় বিদ্যমান রয়েছে (হিদায়া)। তবে যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে এর জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে না। অনুরূপ চোর যদি নিজে উক্ত মাল বিনষ্ট করে ফেলে তবুও প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী তার উপর জরিমানা আরোপিত হবে না। কেননা আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জারিমানা আরোপ এবং হস্ত কতন একই সাথে দুই শাস্তি প্রয়োগ করা হয় না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উল্লেখ্য যে, এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি নষ্ট হওয়ার বিষয়টি হস্ত কর্তনের পরে হয়ে থাকে। অতএব যদি হস্ত কর্তনের পরে নষ্ট হয় বা নষ্ট করা হয় তাহলে দেখতে হবে।

মালিক যদি বলে থাকে, আমি তার জামিন হলাম তাহলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী হস্ত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে থাকে, আমি তার হস্ত কর্তন চাই, তবে তার হস্ত কাটা হবে কিন্তু আমাদের নিকট তার উপর কোন জরিমানা আসবে না (মুহীত)।

২১. মাসআলা ঃ যদি চোরের ডান হাত কেটে দেয়া হয়, এরপর অন্য কেউ তার চুরিকৃত মাল বিনষ্ট করে ফেলে তাহলে যার মাল চুরি হয়েছে সে ইচ্ছা করলে বিনষ্টকারীকে তার মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবে। পক্ষান্তরে চোর যদি অন্যের কাছে তা আমানত রাখে, এরপর তা আমানতদারের হাতে বিনষ্ট হয়ে গেল তাহলে সে এর জন্য দায়বদ্ধ হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২২. মাসআলা ঃ চোর যদি কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় সূত্রে কিংবা হিবা সূত্রে কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন মাধ্যমে হাত কাটার পূর্বে পরে তার চুরিকৃত মালের মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে তার এ মালিক বানানো বাতিল গণ্য হবে। অতএব চুরিকৃত বস্তু মালিককে প্রত্যার্পণ করা হবে এবং ক্রেতা চোর থেকে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নিবে। উক্ত মাল যদি ক্রেতা কিংবা হিবাকৃত ব্যক্তির নিকট থাকাবস্থায় বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ক্রেতা হিবাকৃত ব্যক্তি এবং চোর কারো উপরই জরিমানা আসবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা অথবা হিবাকৃত ব্যক্তি যদি ঐ মালকে বিনষ্ট বা ব্যয় করে ফেলে তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে তাকে দায়বদ্ধ করবে। এরপর ক্রেতা চোর থেকে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিবে তবে চোর থেকে ঐ মালের মূল্য ফেরত নিতে পারবে না (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি চোর থেকে (তার চুরিকৃত মাল) ছিনতাই করে নিয়ে নেয় এরপর হস্ত কর্তনের পর ছিনতাইকারীর হাতে সে মাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে চোরের জন্য তার উপর কোন জরিমানা আসবে না। অনুরূপ মালিকের জন্যও নয় (ঈযাহ)।

২৪. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি একাধিক বার চুরি করার পর যদি তার উপর মাত্র একটি হদ্দই প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেটা সকল চুরির অপরাধের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে। কারণ যে সকল হদ্দ খালিসভাবে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সেগুলোর মধ্যে এক জাতীয় একাধিক হদ্দ যদি একত্রিত হয় তাহলে তাদের একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ হদ্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো, যে অপরাধের কারণে হদ্দ ওয়াজিব হবে তা করা থেকে সতর্কীকরণ।

তবে (অপরাধের ভিত্তিতে কারো উপর) একবার হদ্দ প্রয়োগ করার পর যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে এ বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে) কেননা আমরা তার ব্যাপারে নিশ্চিত যে, প্রথম হদ্দটি তার সতর্কীকরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফুকাহাগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যদি চুরিকৃত মালসমূহের মালিকগণ চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং এ কথা প্রমাণ করে যে, সে ঐ সমস্ত মাল চুরি করেছে তাহলে সে তাদের কারো জন্যই চুরিকৃত মালসমূহের দায়বদ্ধ হবে না যদি মালসমূহ তার নিকট থাকা অবস্থায় ধ্বংস (নষ্ট) হয়ে যায় কিংবা সে নিজেই ব্যয় করে ফেলে। তবে যদি তাদের মধ্যে একজন কিংবা দু'জন উপস্থিত হয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে আর বাকিরা অনুপস্থিত থাকে। এরপর বিচারক সাহেব উপস্থিত ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতেই তার হস্ত কর্তন করেন। এরপর

অন্যান্যরাও উপস্থিত হয়ে গেল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী উক্ত চোর তাদের কারো জন্যই জামিন হবে না। যদি মালসমূহ তার নিকট হালাক হয়ে যায় কিংবা সে তা ব্যয় করে ফেলে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, সে অনুপস্থিতদের চুরিকৃত মালের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে।

অবশ্য অভিযোগ উত্থাপনের সময় যারা উপস্থিত ছিল সর্বসম্মতিক্রমে তার চুরিকৃত মালের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। তবে যদি চুরিকৃত মালসমূহ বিদ্যমান থাকে তাহলে শাসক তা সকল মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করবেন। উল্লেখ্য যে হস্ত কর্তন চুরির মাল প্রত্যর্পণের জন্য প্রতিবন্ধক নয় (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি একই ব্যক্তি থেকে একাধিকবার নিসাব সমপরিমাণ মাল চুরি করে, এরপর তন্মধ্যে কোন একটি নিসাবের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হলে তার হস্ত কর্তন করা হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী অন্যান্য নিসাবের জন্য সে দায়বদ্ধ হবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন (গায়াতুল বয়ান)।

২৬. মাসআলা ঃ চোর যদি মালিকের অনুপস্থিতিতে চুরি অপরাধের স্বীকারোক্তি করে আর বিচারক ইজতিহাদ করে অপরাধের ভিত্তিতে আর হস্ত কর্তন করে ফেলে, তাহলে চোর মালিকের মালের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। যদিও মালিক পরবর্তীতে উপস্থিত হয়ে তাকে সত্যায়ন করে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (মাবসূত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চোরের চুরিকৃত বস্তুর মধ্যে পরিবর্তন সাধন প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাপড় চুরি করে ঘরের ভিতরই দু'টুকরো করে, তারপর তা বের করে আনে, ছিঁড়ার পর তার মূল্য দশ দিরহাম থেকে কমে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি বের করে আনার পর দু'টুকরা করে এবং তার মূল্য নিসাব থেকে কমে যায় তাহলে হস্ত কর্তন করা হবে। কাপড়টি যদি সংরক্ষিত স্থানে ফেড়ে এরপর তা বের করে নিয়ে আসে এবং সেটা দশ দিরহামের সমমূল্য পরিমাণ হয়, তাহলে দেখতে হবে, ফাড়ার কারণে কাপড়ের ক্ষতির পরিমাণ যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার হস্ত কর্তন করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বিরাট ধরনের ক্ষতি হয় তাহলে দেখতে হবে, কাপড়ের মালিক যদি চোর থেকে কাপড় ফেরত নেওয়া এবং তার উপর ক্ষতিপূরণের দায়ভার আরোপ করার দিক ইখতিয়ার করে তাহলে চোরকে হস্ত কর্তনের শাস্তি দেয়া হবে। আর যদি সে চোরকে কাপড়ের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ এবং চোরকে কাপড় দিয়ে দেয়ার দিকটি গ্রহণ করে তার হস্ত কর্তন হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন যে, উভয় সূরতেই তার হস্ত কর্তন করা হবে (মাবসূত)।

ফুকাহায়ে কিরাম বড় ক্ষতি এবং স্বাভাবিক ক্ষতির সংজ্ঞা নিয়ে মত পার্থক্য করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংজ্ঞা এই যে, যদি মূল বস্তুর কিছু অংশ এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কিছু দিক বিনষ্ট হয় তাহলে সেটা বড় ক্ষতি যদি ঐ বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার কোন দিক নষ্ট না হয়। বরং শুধু ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে সেটা স্বাভাবিক ক্ষতি (বাহরুর রাইক)।

২. মাসআলা ঃ ফেড়ে ফেলার কারণে যদি কাপড় বেকার (অব্যবহার যোগ্য) হয়ে যায় তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতীত তাকে শুধু কাপড়ের মূল্যের জন্য দায়বদ্ধ করবে। তার হস্ত কর্তন করা হবে না। উল্লেখ্য যে ক্ষতির সীমারেখা হলো কাপড়ের মূল্য অর্ধেকের চেয়ে বেশী কমে যাওয়া (তাবয়ীন)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি চুরি করা বকরী যবাহ্ করার পর তা বের করে আনে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে না।

৪. মাসআলা ঃ কেউ যদি এ পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য চুরি করে যাতে হস্ত কর্তন সাব্যস্ত হয়, এরপর সে তা দ্বারা দিরহাম কিংবা দিনার তৈরী করে তাহলে তার হস্ত কর্তন করা হবে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যর মালিককে উক্ত দিরহাম ও দিনার দিয়ে দেবে এ হলো ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। পক্ষান্তরে সাহিবাইন বলেন মালিকের উক্ত দিরহাম ও দিনার পাওয়ার কোন উপায় নেই (হিদায়া)। অলংকার কিংবা পাত্র তৈরী করার ক্ষেত্রেও একই মত পার্থক্য (তাবয়ীন)।

১. কেননা এখানে চৌর্যাপরাধ বকরীর ক্ষেত্রে নয় বরং গোশতের ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে। এ কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে গোশ্ত চুরির অপরাধে হস্ত কর্তন নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি লোহা, তামা, পিতল বা এ জাতীয় কোন কিছু চুরি করে সেটা দিয়ে বর্তন তৈরী করে ফেলে তাহলে দেখতে হবে উক্ত বস্তু যদি কারুকার্যতার পরেও মেপে বিক্রি করা হয় তাহলে তাতে উপরোক্ত মত পার্থক্য চলবে। আর যদি গণনা করে বিক্রি করা হয় তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে তার চোরের বলে বিবেচিত হবে।

৬. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাপড় চুরি করে তা কেটে কুটে সেলাই করে ফেলে তাহলে কাটা কাটির পর কাপড়টি চোরেরই হবে এবং সর্ব সম্মতিক্রমে তার উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না (গয়িাছিয়্যাহ)। কিন্তু এ কাপড় দ্বারা কোন অবস্থাতেই উপকৃত হওয়া তার জন্য বৈধ নয় তবে আল্লাহ্ এবং তার মধ্যস্থ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সে (উক্ত কাপড়ের জন্য) দায় বদ্ধ হবে (তামারতাশী)।

যদি চোরের হাত কেটে দেওয়া হয় অথচ সে কাপড়টি কোর্তার মাপে অনুযায়ী কেটেছে বটে কিন্তু তা সেলাই করেনি তাহলে তা মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হবে (মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি কাপড় চুরি করে তা লাল রঙ্গে রঞ্জিত করে ফেলে এরপর তার হস্ত কর্তন করা হলো তাহলে তার থেকে কাপড় ফেরত নেওয়া হবে না এবং কাপড়ের মূল্য পরিশোধের দায় ও চাপানো হবে না। এটা হলো ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইমাম ইউসুফ (র)-এর মত (কাফী)।

কাপড়টিকে যদি হস্ত কর্তনের পর রঞ্জিত করে তাহলে তা মালিককে ফেরত দিবে (বাহরুর রাইকঃ ইখতিয়ার শরহুল মুখতার) চোর যদি হস্তকর্তনের আগে বা পরে কাপড়টি কালো রঙ্গে রঞ্জিত করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তার থেকে কাপড় ফেরত নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর লাল রং এবং কালো রং উভয় অবস্থায় একই হুকুম হবে (কেননা তার মতে লাল রং এবং কালো রং একটি অতিরিক্ত সংযোজন (ফাতহুল কবীর)।

৮. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সামাআতে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। যদি চোরের হস্ত কর্তন করা হয় অথচ সে কাপড় রং দ্বারা রঞ্জিত করে ফেলেছে কিংবা তা দ্বারা কোর্তা বানিয়ে ফেলেছে যার কারণে কাপড়ের মালিকের উক্ত কাপড় নেওয়ার ইখতিয়ার নেই তাহলে এক্ষেত্রে আমার ফাতাওয়া এই যে, চোর কাপড়টি বিক্রি করে তার মূল্য থেকে রঙানোর কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত অংশ নিয়ে নিবে এবং বাকিটা সাদাকা করে দিবে। অনুরূপ কোর্তা বিক্রি করে দিবে এবং তার মূল্য থেকে সেলাইর দাম রেখে অবশিষ্টাংশ সাদাকা করে দিবে। চুরিকৃত গম পিশে ময়দা বা আটা বানানোর ক্ষেত্রে ও একই হুকুম অর্থাৎ সে তার বিক্রি করে তার মূল্য থেকে তার কৃত খরচ পরিমাণ নিয়ে বাকি মূল্য সাদাকা করে দিবে (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ চুরিকৃত দিরহাম যদি গলিয়ে ফেলে কিংবা তার দ্বারা পাত্র তৈরি করে তাহলে মালিকের জন্য তার থেকে তা নিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে। যদি পিতল চুরি করে তা দিয়ে কুম কুমাহ (লম্বা গলা বিশিষ্ট বোতল) তৈরি করে কিংবা লৌহ চুরি করে তা দিয়ে বর্ম তৈরি করে ফেলে তাহলে তা আর ফেরত নিবে না।

অনুরূপ আসবাব পত্র এবং পণ্য সামগ্রীর ইত্যাদির মধ্যে যে সমস্ত জিনিস আপন অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যদি তাতে ক্ষতি সাধনপূর্বক পরিবর্তন করা হয় তাহলে যার মাল চুরি হয়েছে সে ইচ্ছা করলে তার থেকে তা নিয়ে নিবে।

১০. মাসআলা ঃ চুরিকৃত বকরী যদি একটি বাচ্চা জন্ম দেয় তাহলে বকরীর মালিক বকরী এবং বাচ্চা দু'টোই নিয়ে নিবে।

১১. মাসআলা ঃ চুরির গম পিষে ফেলা হলে হস্ত কর্তনের পর তা চোরের বলে গণ্য হবে।

১২. মাসআলা ঃ চুরির ছাতু যদি ঘি অথবা মধুর সাথে মিশ্রিত করে ফেলে তাহলে এ ক্ষেত্রে রঞ্জিত করার মাসআলায় বর্ণিত মতপার্থক্য প্রযোজ্য হবে (শরহে তাহাবী)।

১৩. মাসআলা ঃ কোন চোরের হাত এর উপর চুরির হদ্দ ও কিসাসের হদ্দ একত্রিত হলে বান্দার হক হিসাবে কিসাস অগ্রাধিকার পাবে। আগে কিসাস নেওয়া হবে। এরপর চুরিকৃত মালের জন্য তাকে দায়বদ্ধ করা হবে।

বিচারকের কিসাস নেওয়ার ফায়সালা দেয়ার পর যদি কিসাসের হকদার তাকে ক্ষমা করে দেয় কিংবা সে তার সাথে সন্ধি চুক্তি করে তাহলে এখন শুধু চুরির অপরাধের ভিত্তিতে তার হস্ত কর্তন করা হবে। যদি সন্ধি না করা অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে যায়, তবে এ সময়কালে উভয় পক্ষ সন্ধিতে সম্মত ছিলো। এরপর সন্ধি হলো এ ক্ষেত্রে (কিসাস নেওয়া হবে না এমনকি) চুরির অপরাধের ভিত্তিতে হস্ত কর্তনের বিষয়টি রহিত হবে। কারণ বিষয়টি তামাদি হয়ে গেছে। (যাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে আর এটা সর্বস্বীকৃত যে সন্দেহ হদ্দকে রোধ করে) অনুরূপ যদি মাথায় যখম করা সম্পর্কে কিসাস হয়ে থাকে।[১] তাহলে একই হুকুম প্রযোজ্য।[২]

১. অর্থাৎ, সে কারো মাথায় যখম করার কারণে (কিসাস স্বরূপ তার মাথায় ও যখম করা ওয়াজিব হওয়ার পাশাপাশি চুরির অপরাধে তার হস্ত কর্তনও ওয়াজিব হয়েছে।

২. অর্থাৎ, আগে যখমের কিসাস নেওয়া হবে এরপর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দী করে রাখা হবে। এরপর তার হস্ত কর্তন করা হবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ডাকাতদের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ 'ডাকাত' হিসাবে যাদের সম্পর্কে শরীআতের কিছু বিধান রয়েছে সেই ডাকাতদের সংজ্ঞায় কিছু শর্ত রয়েছে।

প্রথমত ঃ তাদের এ পরিমাণ শক্তি ও অস্ত্রক্ষমতা থাকতে হবে যে পথচারীরা তাদের মুকাবিলায় টিকতে না পারে। এ অবস্থায় তারা তাদের উপর রাহাজানি করল চাই হাতিয়ারের মাধ্যমে কিংবা বড় লাঠি দ্বারা কিংবা পাথর ইত্যাদি দ্বারা।

দ্বিতীয় ঃ রাহাজানি শহরের বাহিরে কোন দূরবর্তী স্থানে হতে হবে। الينابيع কিতাবে আছে যে, রাহাজানি দুই গ্রাম দুই বস্তু বা দুই শহরের মধ্যবর্তী স্থানে না হতে হবে। যাহিরী রিওয়ায়াতের বর্ণনা অনুযায়ী তাদেরও শহরের মাঝে তিনদিন তিনরাত পথ চলার দূরত্ব থাকতে হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে, যদি তাদের এবং শহরের মধ্যস্থ সফরের দূরত্ব থেকে কম হয় (অর্থাৎ তিন দিন তিন রাত ভ্রমণ করে যে দূরত্ব অতিক্রম করা হয় তার থেকে কম হয়ে) কিংবা তারা শহরের ভিতরেই রাত্রিতে ডাকাতি করল তাহলে তাদের উপর ডাকাতদের বিধান প্রয়োগ করা হবে এরই উপর ফাতাওয়া।

তৃতীয় ঃ ডাকাতি দারুল ইসলামে হতে হবে।

চতুর্থ ঃ (সাধারণ) চুরির ক্ষেত্রে আরোপিত সকল শর্ত এতে পাওয়া যেতে পারে। আরেকটি শর্ত হলো, ডাকাতরা সকলেই ডাকাতিগস্তদের থেকে অপরিচিত হতে হবে এবং যাদের মাল চুরি করলে তাদের হস্ত কর্তন ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় এমন হতে হবে।

পঞ্চম ঃ তাদের তওবা করা এবং মালিকদেরকে মাল ফেরত দেয়ার আগেই শাসকের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করে নিতে হবে (তাতার খানিয়া)।

২. মাসআলাঃ কোন দল বা ব্যক্তি যদি অস্ত্র শক্তিসহ বের হয় এবং রাহাজানির উদ্যোগ নেয়; কিন্তু লুণ্ঠন ও হত্যার পূর্বেই ধরা পড়ে তাহলে শাসক তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার পর বন্দী করে রাখবেন, যতক্ষণ না তারা তওবা করে। আর যদি তারা 'নিরাপত্তাপ্রাপ্ত' মাল অর্থাৎ তারা মুসলমান বা যিম্মীর মাল লুণ্ঠন করে এবং তা এই পরিমাণ যে দলের সবার মাঝে বণ্টন করা হলে প্রত্যেক দশ দিরহাম কিংবা তার বেশী ভাগ পাবে।

কিংবা অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে যার মূল্য দশ দিরহাম সমপরিমাণ, হয় তাহলে শাসক তাদের হাত-পা বিপরীত ভাবে (অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা) কর্তন করবেন। তবে যদি তারা মাল লুণ্ঠন করে মানুষ হত্যা করে থাকে তাহলে শাসকরা তাদেরকে হদ্দ হিসাবে কতল করবেন। নিহতদের অভিভাবকদের 'ক্ষমা'এ ক্ষেত্রে শাসকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। দস্যুরা যদি যুগপৎ লুণ্ঠন ও হত্যা করে তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে বিপরীতভাবে হাত পা (ডান হাত বা পা) কর্তনের পর তাদেরকে হত্যা করতঃ শূলে চড়াবেন কিংবা হাত পা কর্তন না করে শুধু হত্যা করবেন। কিংবা শুধু শূলে চড়াবেন। যদি শূলে চড়াতে উদ্যোগ নেন তাহলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে বর্শাঘাত করে তার পেট ফেড়ে দেয়া হবে যেন সে (কাতরাতে কাতরাতে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মরে যায়। তবে ইমাম তাহাবী (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে তাকে জীবন্ত শূলে চড়ানো হবে না। বরং কতল করে শূলে চড়ানো হবে। তবে প্রথম মতটি বিশুদ্ধতম। ইমাম কারখী (র) এ অভিমতটি ব্যক্ত করেন–

এক্ষেত্রে সহীহ্ বক্তব্য হলো ঃ তাকে তিনদিন শূলীতে চড়ানো অবস্থায় ছেড়ে রাখা হবে। এরপর তার এবং তার স্বজনদের মাঝে রাস্তা উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে যেন তারা তাকে শূলে থেকে নামিয়ে দাফন করে ফেলে (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ ডাকাতকে কতল করা হলে কিংবা তার হস্ত কর্তন করা হলে তারউপর লুণ্ঠনকৃত মালের দায় আরোপ করা হবে না (মুহীত)। অনুরূপ যা সে কতল করেছে কিংবা যখম করেছে তার জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করা হবে না (তাবয়ীন)।

৪. মাসআলা ঃ যদি দস্যুদলের কোন একজন মূল হত্যাকাণ্ড ঘটায় তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

৫. মাসআলা ঃ ডাকাত যদি হত্যা ও লুণ্ঠন কোনটাই না করে থাকে বরং শুধু জখম করে থাকে তাহলে কিসাসের ক্ষেত্রে তার থেকে কিসাস নেয়া হবে এবং দিয়্যতের ক্ষেত্রে দিয়্যত নেওয়া হবে, তবে এ ব্যাপারে অভিভাবকদের ইখতিয়ার থাকবে।

যদি মাল লুণ্ঠন এবং জখম উভয়টা করে তাহলে বিপরীতভাবে তাদের হাত পা কাটা হবে তবে জখমের দায় বাতিল হয়ে যাবে। জখম চাই ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ভুলক্রমে হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৬. মাসআলা ঃ ডাকাতদের যদি তওবা করার পর পাকড়াও করা হয় আর তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করে থাকে তাহলে অভিভাবকরা ইচ্ছা করলে (কিসাসরূপে) তাদের হত্যার দাবী করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারে। তবে লুণ্ঠিত মাল তার হাতে নষ্ট হোক কিংবা সে নিজে নষ্ট করুক তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে (হিদায়া)। যদি তাদেরকে তওবার পূর্বে পাকড়াও করা হয় আর তারা ইচ্ছাকৃভাবে হত্যা বা জখম করে থাকে; কিন্তু লুণ্ঠিত মাল প্রত্যেকের ভাগে নিসাব পরিমাণ আসে না, তাহলে অভিভাবকদের ইচ্ছা তারা জান ও শরীরের । তারার কিসাস নিতে পারে আবার ক্ষমা প্রদর্শনও করতে পারে (নিহায়া)।

৭. মাসআলা ঃ ডাকাত যদি মাল লুণ্ঠন করে কিন্তু তা দ্বারা অন্য কিছু প্রস্তুত না করে তাহলে তাকে পাকড়াও করার পূর্বেই যদি সে তওবা করে থাকে তবে তার উপর লুণ্ঠিত বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্য উক্ত বস্তু হালকা হয়ে গেলে তার জরিমানা আদায় করবে (সিরাজিয়্যাহ)।

৮. মাসআলা ঃ কেউ যদি রাজাহানি করে মাল নিয়ে নেয় এরপর সে এক যমানা একাজ ছেড়ে তার পরিবার-পরিজনের নিকট অবস্থান করে তাহলে ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী শাসক তার উপর হদ্দ প্রয়োগ করবে না (মাবসূত)।

৯. মাসআলা ঃ ডাকাতদের মাঝে যদি কোন বালক কিংবা পাগল কিংবা যার উপর ডাকাতি করা হয়েছে তার কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে তাহলে অবশিষ্টদের থেকেও হদ্দ রহিত হয়ে যাবে (কাফী)। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি তাদের মধ্যে কেউ বোবা থাকে (মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ ডাকাতরা যদি একটি বড় কাফেলার উপর রাহাজানি করে যাতে মুসলমান এবং নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীও রয়েছে তাহলে তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করা হবে তবে যদি হত্যা

এবং মাল লুণ্ঠন শুধু (নিরাপত্তাপ্রাপ্ত) হারবীদের থেকে হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না। যেমনি হুকুম হতো যদি হারবীদের সাথে অন্যরা না থাকত। যদি কাফেলার কিছু সংখ্যক লোক অপর কিছু সংখ্যক লোকের উপর ডাকাতি করে তাহলে হদ্দ সাব্যস্ত হবে না (হিদায়া)।

১১. মাসআলা ঃ ইবরাহীম ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, একদল ডাকাত ডাকাতি করল এবং কাফেলার কাউকে হত্যা করে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে গেল,তাহলে এমতাবস্থায় কাফেলার লোকজন কি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কাফেলার মধ্যে যদি হত্যাকৃতের অভিভাবক থাকে এবং সে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাহলে অন্যান্যদের জন্যও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার সুযোগ থাকবে। নতুবা নয়। পক্ষান্তরে ডাকাতরা যদি তাদের কারো মাল লুণ্ঠন করে পলায়ন করে তাহলে, যদিও মালের মালিক তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে তথাপিও কাফেলার অন্যান্যদের জন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার অনুমতি রয়েছে। অবশ্য যদি মাল সামানা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা জাইয নেই। কেননা এ সূরতে উক্ত মাল ডাকাতদের জিম্মায় ঋণস্বরূপ বিবেচিত হবে (মুহীত)। উল্লেখ্য তাদের মধ্যে যদি কেউ গোলাম থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে ঐ হুকুমই হবে যা স্বাধীন পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাহিরি রিওয়ায়েত অনুযায়ী মহিলার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য (মাবসূত)।

১২. মাসআলা ঃ ডাকাত দলে স্ত্রীলোক থাকলে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুয়ায়ী তাদের উপর কর্তনের হদ্দ প্রয়োগ করা হবে না (খিযানাতুল মূফ্তীন)। ডাকাতদের মধ্যে যদি একজন মহিলাই হত্যা এবং মাল লুণ্ঠন করে পুরুষরা নয় তাহলে উক্ত মহিলাকে কতল করা হবে না বরং শুধু পুরুষদেরকে কতল করা হবে। এটাই গৃহীত মত। যদি দশজন মহিলা ডাকাতি করে এবং হত্যা করে মাল লুণ্ঠন করে নেয় তাহরে তাদের সকলকেই কতল করা হবে এবং সকলেই মালের জন্য দায় বদ্ধ থাকবে (সিরাজিয়্যাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ একবারের স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই ডাকাতি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং সাধারণ চুরির ন্যায় ডাকাতের স্বীকারোক্তির প্রত্যাহারও তা গ্রহণযোগ্য হবে। অতএব হদ্দ রহিত হবে এবং মাল সাথে আছে বলে স্বীকার করলে তা নিয়ে নেওয়া হবে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমেও ডাকাতি সাব্যস্ত হয়। যেমন–দুই (জন ন্যায়পরায়ণ) ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে তারা ডাকাতি প্রত্যক্ষ করেছে বা (ডাকাতদের) স্বীকারোক্তির শুনেছে কিন্তু যদি একজন অবলোকনের আর অন্যজন স্বীকারোক্তি শ্রবণের সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৪. মাসআলা ঃ পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের এবং পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার ডাকাতির সাক্ষ্য প্রদান গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও পিতা উপরের সিঁড়ির হয় এবং সন্তান নীচের সিঁড়ির হোক।

১৫. মাসআলা ঃ সাক্ষীদ্বয় যদি বলে তারা আমাদের উপর এবং আমাদের সাক্ষীবর্গের উপর রাহাজানি করেছে এবং আমাদের মাল লুণ্ঠন করে নিয়েছে তাহলে তাদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। সাক্ষীরা যদি এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে ডাকাতরা সাধারণ মানুষদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির উপর ডাকাতি করেছে তাহলে উক্ত ব্যক্তির অভিভাবক জানা থাকুক বা না থাকুক বিবাদীর উপস্থিতিতেই তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করা হবে।

১৬. মাসআলা ঃ ডাকাতরা যদি দারুল হারবের মধ্যে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের উপর রাহাজানি করে কিংবা দারুল ইসলামের বিদ্রোহীদের শাস্তির স্থানে রাহাজানি করে, এরপর তাদেরকে শাসকের সামনে হাযির করা হয় তাহলে শাসক তাদের উপর হদ্দ কার্যকর করবেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। যদি তাদেরকেএরূপ এক বিচারকের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় যার মত হলো তাদের উপর মালের দায় আরোপ করা এরপর তিনি তাদেরকে মালের জন্য দায়বদ্ধ করে তাদের হত্যাকৃতের অভিভাবকদের হস্তান্তর করলে তারা অভিভাবকদের সাথে দিয়্যত আদায়ের উপর সন্ধি স্থাপন করে নিল। এরপর এক যমানা অতিক্রম হয়ে গেলে উক্ত বিষয় অন্য আরেক বিচারকের নিকট উত্থাপন করা হলো তাহলে তিনি তাদের উপর হদ্দ প্রয়োগ করবেন না।

বিচারক যদি দস্যুদের কতল করার ফায়সালা দিয়ে দেন এবং এতোদ্দেশ্যে তাদেরকে বন্দী করা হলো এমতাবস্থায় কোন এক অপরিচিত ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করে ফেলল তাহলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি সে তাদের হাত কেটে ফেলে। (অর্থাৎ কোন কিছু ওয়াজিব হবে না) (ফাতহুল কাদীর)।

১৭. মাসআলা ঃ ডাকাতিপূর্ণ প্রমাণিত হওয়ার আগে শাসক ডাকাতকে কারাগারে বন্দী করে রাখে আর কোন ব্যক্তি ডাকাতকে হত্যা করে ফেলে এরপর ডাকাতি প্রমাণিত হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস আসবে। অবশ্য যদি সে ডাকাতিতে নিহত ব্যক্তির অভিভাবক হলে কিসাস বা অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না (মাবসূত)।

১৮. মাসআলা ঃ এক দল চোর কোন সম্প্রদায়ের মাল সামানা লুট করে নিয়ে গেল। তারা অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট ফরিয়াদ করলে তারা ঐ সকল চোরদের পশ্চাদ্ধাবন করল তাহলে তাদের সাথে যদি সামানের মালিকরাও থাকে তাহলে তাদের জন্য ঐ সমস্ত চোরদের সাথে লড়াই করা জাইয হবে। অনুরূপভাবে তারা যদি লুণ্ঠন করে গাইব হয়ে যায় এবং সাহায্যের জন্য পশ্চাদ্ধাবনকারী সম্প্রদায় চোরদের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত এবং তার সামান নিয়ে তাদেরকে ফেরত দিতে সক্ষম তাহলে এ ক্ষেত্রেও তাদের জন্য চোরদের সাথে লড়াই করা জাইয। পক্ষান্তরে যদি তারা চোরদের ঠিকানা সম্পর্কে অবগত না থাকে এমনকি তাদের থেকে সামান অর্জন করে মালিকের নিকট ফেরত দিতেও সক্ষম নয় তাহলে এমতাবস্থায় তাদের জন্য চোরদের সাথে লড়াই করা জাইয নেই।

১৯. মাসআলা ঃ মালের মালিকগণ যদি ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তাদের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কারণ তারাতো তাকে নিজেদের মাল রক্ষার্থে হত্যা করেছে। তবে উক্ত ডাকাতাদি তাদের থেকে ভেগে এমন এক স্থানে চলে যায়, এ সকল লোক যদি তাকে সেস্থানে ছেড়ে রাখে তাহলে সে তাদের উপর ডাকাতি করতে পারত না।

কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে ফেললো তাহলে তাদের উপর তার দিয়্যত আদায় করা ওয়াজিব হবে, কেননা তারা তাকে হত্যা করেছে বটে কিন্তু নিজেদের মালের জন্য নয়। ডাকাতদের মধ্যে কেউ যদি ভেগে চলে যায় এবং নিজেকে নিজে এমন এক জায়গায় ফেলে দিল (যেমন কূপে বা গুহায়) যেখানে থাকা অবস্থায় সে ডাকাতি করতে সক্ষম নয় তথাপিও তারা তাকে হত্যা করে ফেলল তা হলে তাদের উপর দিয়্যত ওয়াজিব হবে, কেননা তারা তাকে হত্যা করেছে বটে কিন্তু নিজেদের মালের আশংকায় নয়।

২০. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষার্থে লড়াই করা জাইয যদিও নিসাব পরিমাণ থেকে কম। যে তার থেকে মাল নেওয়ার জন্য তার সাথে লড়াই করবে তখন সে ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)।

২১. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দিয়্যত আসবে হত্যাকারীর "আফিলাহ্র" উপর। সে যদি শহরের মধ্যে একাধিক বার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে তাকে শাসনমূলকভাবে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে (কাফী)।

كِتَابُ السِّيَر

অধ্যায় ঃ জিহাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অধ্যায় ঃ জিহাদ

[এ অধ্যায়ে দশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম পরিচ্ছেদ

জিহাদের শরঈ সংজ্ঞা, শর্ত এবং হুকুম প্রসঙ্গে

জিহাদের সংজ্ঞা ঃ জিহাদ হলো, সত্য দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো এবং জান বা মাল দ্বারা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যে ইসলাম গ্রহণে বিরত থাকে এবং বিদ্রোহের আচরণ করে।

জিহাদ বৈধতার শর্তাবলী ঃ জিহাদ বৈধ হওয়ার শর্ত দু'টি। প্রথমত ঃ ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখান করা এবং আমাদের ও তাদের মাঝে নিরাপত্তা ও সন্ধিচুক্তি না থাকা। দ্বিতীয়তঃ নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী কিংবা যার ইজতিহাদের উপর তার অবস্থান আছে এমন কারো ইজতিহাদ অনুযায়ী মুসলমানদের শক্তি ও প্রতাপ বৃদ্ধির আশাবাদী হওয়া। এমন আশাবাদী না হলে জিহাদ বৈধ নয়। কেননা এটা হবে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর।

জিহাদের হুকুম ঃ দুনিয়ায় ওয়াজিব আদায়ের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং আখিরাতে সৌভাগ্য ও উত্তম প্রতিদানের অধিকারী হওয়া। অনুরূপ হুকুম সমস্ত ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (মুহীত ঃ সারাখ্সী)। কেউ কেউ বলেছেন, নফীর তথা জিহাদের জন্য ব্যাপক আহ্বান জানানোর আগ পর্যন্ত জিহাদ নফল, তবে ব্যাপক আহ্বানের পর তা ফরয়ে আইন (প্রত্যেকের পালনীয় ফরয) হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ মাশায়েখে কিরাম (র) বলেছেন, জিহাদ সর্বাবস্থাতেই ফরয তবে 'নফীরের' পূর্বে ফরযে কিফায়া এবং 'নফীরের' পরে ফরযে আইন।[১] এটাই বিশুদ্ধ।

১. ফরযে কিফায়া বলা হয় ঐ ফরযকে, যা কিছু সংখ্যক লোক আদায় করার দ্বারা সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কেউ যদি তা আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহের ভাগী হয়।

* ফরযে আইন বলা হয় ঐ ফরযকে যা পালন করা প্রত্যেকের উপর ফরজ। কিছু সংখ্যক আদায় করার দ্বারা অন্যান্যরা দায়িত্বমুক্ত হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নফীরের সংজ্ঞা ঃ নফীর বলা হয় শহরবাসীদের নিকট ব্যাপকভাবে এ সংবাদ জানিয়ে দেওয়া যে শত্রুবাহিনী তোমাদের জান, মাল এবং সন্তানদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এসে পড়েছে (অতএব তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হও) এরূপ সংবাদ পৌছার পর ঐ শহরের যে সকল ব্যক্তি জিহাদ করতে সক্ষম তাদের প্রত্যেকের উপর জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া ফরয হয়ে যায়। অবশ্য এরূপ সংবাদ পৌছার আগ পর্যন্ত তাদের জন্য জিহাদে অবতীর্ণ না হওয়ার অবকাশ ছিল।

উল্লেখ্য যে ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেওয়ার পর পূর্ব পশ্চিম তথা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয় না। যদিও তাদের নিকট নফীর পৌছে যায়। বরং জিহাদ ফরযে আইন ঐ সমস্ত ব্যক্তির উপর যারা শত্রুদের নিকটে অবস্থিত এবং তারা জিহাদ করতে সক্ষমও বটে। অতএব তাদের পাশে সে সমস্ত লোক শত্রুদের থেকে দূরে অবস্থিত তাদের উপর জিহাদ ফরযে আইন নয় বরং ফরযে কিফায়া। অতএব তাদের জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু যদি তাদেরই প্রয়োজন দেখা দেয়, যেমন দুশমনদের নিকটস্থ লোকরা শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অক্ষম হয়ে পড়ল কিংবা তারা অলসতার বশীভূত হয়ে জিহাদ কর্ম থেকে বিরত থাকল তাহলে তাদের পাশের লোকদের উপর জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যাবে। এরা ব্যর্থ হলে তাদের নিকটবর্তীদের উপর ফরযে আইন হবে। এরপর এদের নিকটবর্তীদের উপর এভাবে পূর্ব থেকে পশ্চিম তথা সারা বিশ্বের সকল মুসলমানের উপর ফরযে আইন-এর ধারা অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য যে সংবাদ দাতা ন্যায়পরায়ণ হোক চাই ফাসিক এ বিষয়ে তার খবর গ্রহণযোগ্য হবে। অনুরূপ যদি এরূপ সংবাদ হুকুমতের কোন ঘোষক জানায় তবুও গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে ইনসাফগার হোক চাই ফাসিক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

হযরত আবুল হাসান কারখী (র) তার রচিত গ্রন্থ 'মুখতাসারে' বলেন, মুসলমানদের কোন সীমান্ত এলাকা শত্রুর মোকাবিলাকারী বাহিনী থেকে খালি রাখা যাবে না। অতএব কোন সীমান্তের বাসিন্দারা যদি শত্রুদের মুকাবিলায় দুর্বল ও অক্ষম থাকে এবং তাদের পরাজিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে পাশ্ববর্তী মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা। এক্ষেত্রে যারা বেশী নিকটবর্তী প্রথম তাদের উপর, তারপর যারা নিকটবর্তী দ্বিতীয়বারে তাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব হবে। তাছাড়া তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র এবং বাহন জন্তু দ্বারা সাহায্য করাও কর্তব্য যাতে যুদ্ধ স্থায়ী রাখা যায় (মুহীত)।

১. মাসআলা ঃ আরবের যে সকল মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেনি কিংবা অনারবী মুশরিকদের যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং করও আদায় করে না তারা আমাদের সাথে লড়াইর সূচনা না করলেও প্রয়োজন হওয়ামাত্র তাদের সাথে লড়াই করা ফরয (ফাতহুল কাদীর)।

২. মাসআলা ঃ প্রত্যেক স্বাধীন, সুস্থ দেহ ও সুস্থ মস্তিষ্ক এবং যুদ্ধক্ষম পুরুষের উপর জিহাদ ফরয (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখ্তার)। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, দাস, নারী, অন্ধ, প্রতিবন্ধী ও কর্তিত অংগ ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয নয় (হিদায়া)।

৩. মাসআলা ঃ পিত-মাতার বর্তমানে তাদের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া অনুচিত হবে। তবে যদি ব্যাপক আহ্বানের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার ক্ষেত্রে) অনুমতি ছাড়াই যেতে পারবে।

যদি পিতা-মাতার একজন অনুমতি দেয়, অপরজন অনুমতি না দেয় তাহলে অপরজনের হকের কারণে তার জন্য যুদ্ধে যাওয়া জাইয হবে না। পিতা-মাতা দু'জন কিংবা তাদের একজন যদি যুদ্ধে যাওয়াকে অপসন্দ করলে তার জন্য যুদ্ধে যাওয়া মুবাহ নয়। তার অনুপস্থিতির কারণে তাদের জীবনাশংকায় থাকুক–যেমন তারা অভাবগ্রস্ত এবং তাদের খোরপোষ তারই যিম্মায় ন্যস্ত কিংবা আশংকা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এটা পিতামাতা উভয়ের মুসলমান অবস্থার হুকুম।

উভয়ে কিংবা একজন কাফির হলে এবং উভয়ে কিংবা যে কাফির শুধু সে যুদ্ধে যাওয়া অপসন্দ করলে সে নিজে চিন্তা করবে। যদি তার মনে হয় যে, পুত্র শোকের আশংকাই হল অপসন্দের কারণ তাহলে সে যুদ্ধে যাবে না। পক্ষান্তরে যদি মনে হয় যে, নিজ ধর্মের প্রতি দুর্বলতা এ অপসন্দের কারণ, তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে যেতে পারবে। তবে যদি তার অনুপস্থিতির কারণে তাদের জীবনাশংকা থাকে তাহলে যাবে না। আর যদি চিন্তাভাবনা দ্বারা কোন দিকে স্থির না করতে পারে বরং তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দুই দিকের কোন একটি দিক অপর দিক অপেক্ষা প্রাধান্য না পায় তাহলে এর কি হুকুম ? কিতাবে তা উল্লেখ নেই। তবে মাশায়িখগণ বলেছেন যে, এমতাবস্থায় তার যুদ্ধে না যাওয়াই উচিত। যদি তার পিতা-মাতা তাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করে থাকে কিন্তু তার দাদা-দাদী কিংবা নানা-নানী তার যুদ্ধ যাওয়া অপসন্দ করেন তাহলে সে যুদ্ধে চলে যাবে। দাদা-দাদী বা নানা-নানীর অপসন্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না। যদি তার পিতা-মাতা মৃত হয় তবে তার দাদা এবং নানী রয়েছে, তাহলে সে তাদের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে যাবে না। যদি দাদা, দাদী ও নানী থাকে তাহলে অনুমতি নিবে দাদা এবং নানী থেকে।

উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য, যদি সে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হতে চায়। যদি দুশমনদের দেশে নিরাপত্তা নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশে যাওয়ার ইরাদা করে তাহলে দেখতে হবে যদি শত্রু দেশের শাসক এমন হয় যে, তার পক্ষ থেকে তার উপর কোন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে এবং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রসিদ্ধ। এছাড়া এ ব্যবসায়ে তার লাভ নিহিত থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তাদের অনিচ্ছা ও অপসন্দকে উপেক্ষা করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে চলে যাওয়া দূষণীয় হবে না। যদি শত্রু রাজ্যের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদ্যমান কোন মুসলমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতে চায়, কিন্তু তারা মাতা-পিতা উভয়ে কিংবা তাদের একজন তার যাওয়া অপসন্দ করে তাহলে দেখতে হবে যদি উক্ত বাহিনী বড় এবং শক্তিশালী হয় যে, প্রবল ধারণা অনুযায়ী দুশমনদের পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে এমতাবস্থায় বের হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি প্রবল ধারণা অনুযায়ী দুশমনদের তরফ থেকে তাদের উপর কোন ভয় না থাকে তাহলে বের হতে পারবে না। অনুরূপ যদি ক্ষুদ্র সৈন্যদল হয় কিংবা পদাতিকবিহীন অশ্ব দল হয়–(অর্থাৎ ছোটখাট যুদ্ধ কিংবা কলহ কোন্দলের ক্ষেত্র হয়) তবুও তাদের অনুমতি ছাড়া তথায় যাবে না। কেননা এ সমস্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনাই বেশী থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ যাবৎ আমরা যে সমস্ত আহকাম বর্ণনা করেছি তা পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরা ছাড়া যে সকল মাহরাম আত্মীয় রয়েছে যেমন, তার পুত্র, কন্যা, ভাই-বোন, ফুফু, চাচা, মামা, খালা কিংবা তাদেরই মাহরাম আত্মীয়বর্গ। এরা যদি তার যুদ্ধে যাওয়া অপসন্দ করে এবং এটা তাদের জন্য কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হয়ে থাকে, তাহলে দেখতে হবে কষ্ট যদি এ পর্যায়ের হয় যে তাদের প্রাণ নাশের ভয় থাকে যেমন যদি তাদের কোন ঋণ সম্পদ না থাকে আর সেই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে কিংবা তারা ছোট ছোট হয় কিংবা কন্যা, খালা, ফুফুরা বড় হয় কিন্তু তাদের স্বামী নেই কিংবা পুত্র, চাচা, মামা বড় কিন্তু তারা প্রতিবন্দী বা বহুদিনের ব্যাধিগ্রস্ত, তাদের জীবিকা উপার্জনের কোন ব্যবস্থা নেই তাহলে এক্ষেত্রে সে তাদের অনুমতি ব্যতীত বের হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাদের প্রাণ নাশের আশঙ্কা না থাকে যেমন, যদি তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর না থাকে কিন্তু তারা সকলে মালদার কিংবা মালদার নয় তবে তারা সুস্থ ও ক্ষমতাপূর্ণ অথবা কন্যা ফুফু ও খালারা বড় তবে তাদের স্বামী রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে সে তাদের অনুমতি ব্যতীত যেতে পারবে। যদি তার স্ত্রী থাকে তাহলে তার প্রাণ নাশের ভয় থাকলে তার অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না। তবে যদি প্রাণ নাশের ভয় না থাকে তাহলে তার অনুমতি ছাড়াই যেতে পারবে। যদিও এটা তার জন্য কষ্টকর ও বেদনাদায়ক হোক না কেন (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ মা যদি পুত্রকে যুদ্ধে যেতে এজন্য নিষেধ করে যে, সে পুত্র শোক সহ্য না করতে পারে এবং বিচ্ছেদ বেদনায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহলে উক্ত মহিলার জন্য তার পুত্রকে জিহাদে যেতে বারণ করার অনুমতি রয়েছে। এজন্য সে গুনাহ্গার হবে না (যাতাওয়া কাযীখান)।

৫. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ রাহিমাহুল্লাহ্ তা'আলা বলেন, পুরুষদের সাথে মুসলিম নারীর যুদ্ধে গমন আমার নিকট ভাল মনে হয় না। তবে যদি মুসলমান পুরুষরা অপরাগ হয় এবং নারীদের সহযোগিতার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে যেমন ব্যাপক আহ্বান এলো, নারীদের ও যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিলো, সেক্ষেত্রে নারীরা যুদ্ধে শরীক হলে কোন দোষ নেই। এমতাবস্থায় তাদের জন্য নিজেদের পিতা-মাতা ও স্বামীদের অনুমতি ছাড়াই যাওয়ার সুযোগ থাকবে। পিতা-মাতা এবং স্বামীদের জন্য নিষেধ করা জাইয নেই। নিষেধ করলে তারা গুনাহ্গার হবে। তদ্রূপ মুসলমান পুরুষরা যদি তাদের অংশগ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী না থাকে তবে তারা দূর থেকে তীরন্দাজীর মাধ্যমে লড়াই করতে সক্ষম তাহলে যুদ্ধে অংশ নিতে কোন অসুবিধা নেই।

উল্লেখ্য আহতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং মুজাহিদদের রুটি ও খানা রান্না করা এবং তাদের পানি পান করানোর জন্য যুবতী মহিলারা যাবে না তবে বয়োঃবৃদ্ধ মহিলারা গেলে কোন দোষ নেই। তারা পশম বা তদজাতীয় মোটা পোশাক পরিধান করে সৈন্যদের সাথে যাবে। তারা রোগাক্রান্ত এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করবে, তাদের পানি পান করাবে, তাদের জন্য রুটি বানাবে, খানা রান্না করবে, তবে তারা লড়াই করবে না।

পিতা-মাতার অনুমতির ক্ষেত্রে ব্যাপক আহ্বানের পূর্বে প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক বালক ও প্রাপ্তবয়স্ক যুবকের একই হুকুম অর্থাৎ সে মাতাপিতার অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাবে না। পিতা যদি তাকে যুদ্ধে

যাওয়ার অনুমতি দেয় তাহলে সে গুনাহ্গার হবে না যেমন বয়প্রাপ্ত পুত্রকে অনুমতি দিলে গুনাহ্গার হয় না। যদিও সে জানে যে এক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত নিহত হয়ে থাকে (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ দেনাদারের কাছে যদি ঋণ আদায়ের মত মাল থাকে তাহলে পাওনাদারের অনুপস্থিতিতে জিহাদের গমন করলে কোন দোষ নেই। তবে তার জন্য উচিত হলো, জিহাদে গমনকালে কাকেও ওসীয়্যত করে যাবে যে, যদি আমার উপর কোন আপদ-বিপদ আসে তাহলে তুমি আমার এই পরিত্যক্ত সম্পদ দ্বারা অমুক ব্যক্তিকে আমার করজ পরিশোধ করে দিবে। তবে যদি তার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ না থাকে যার দ্বারা সম্পূর্ণ করজ আদায় করা সম্ভব নয় তাহলে তার জন্য যুদ্ধে গমন না করাই উত্তম। তা সত্ত্বেও সে যদি পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে গমন করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। আর যদি পাওনাদার তাকে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে কিন্তু কর্জ হতে মুক্ত না করে, তবুও করজদারের জন্য মুস্তাহাব হলো, নিজকে কর্জমুক্ত করা অবশ্য করজ থাকা অবস্থায় জিহাদে গমন করলে দোষের কিছু নেই। অনুরূপ কর্জ যদি মেয়াদী হয় এবং সে স্পষ্টভাবে জানে যে, সে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সে ফিরে আসবে, তবুও একই হুকুম হবে (যখীরাহ)।

করজদার ব্যক্তি যদি ঋণের ব্যাপারে পাওনাদারকে অপরের হাওয়ালা করে তাহলে দেখতে হবে যদি মুহীল (হাওয়ালকারী) মুহতাল আলায়হি (যার উপর হাওয়ালা করা হয়েছে তার) থেকে ঐ পরিমাণ মাল পাওনাদার হয় তাহলে যুদ্ধে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যদি মুহীল মুহতাল আলায়হির নিকট ঐ পরিমাণ মাল পাওনাদার না হয় তাহলে যুদ্ধে না যাওয়াই উত্তম। অবশ্য যদি মুহতাল আলায়হি নিজ দায়িত্বে তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে থাকে কিন্তু মুহতাল (পাওনাদার) তাকে অনুমতি প্রদান না করে তাহলে যুদ্ধে যাওয়াতে কোন দোষ নেই।

সে যদি পাওনাদারকে অন্যের হাওয়ালা না করে থাকে কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি তার অনুমতি ব্যতিরেকেই তার পাওনাদারের নিকট নিজকে যামিন বানিয়ে নেয়, এ মর্মে যে সে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দিবে (এবং পাওনাদার এতে রাযী থাকে) তাহলে এক্ষেত্রে সে তাদের কারো থেকে অনুমতি নেওয়া ব্যতীতই যুদ্ধে যেতে পারবে। তবে যদি তারই অনুমতিক্রমে কোন যামিন তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের জামানত গ্রহণ করে কিন্তু সে করজদারের উক্ত ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়ার শর্ত উল্লেখ করেনি তাহলে এ সূরতে যুদ্ধে যেতে হলে পাওনাদার এবং যামিন উভয়ের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। তবে যদি তার আদেশ ব্যতীত জামানত নিয়ে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে শুধু পাওনাদারের অনুমতি নিতে হবে জামিনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য জানের জামানত নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যদি তারই নির্দেশক্রমে কেউ তার প্রাণের জন্য যামিন হয় তাহলে যামিনের অনুমতি ব্যতিরেকে তার জন্য যুদ্ধ করা অনুচিত। পক্ষান্তরে যদি তার নির্দেশ ব্যতীত হয়ে থাকে তাহলে জামিনের অনুমতি না নিয়ে যুদ্ধ করলে কোন দোষ নেই।

করজদার ব্যক্তি যদি দরিদ্র হয় এবং করজ আদায় করার কোন উপায় না থাকে তবে যদি সে মুজাহিদদের সাথে দারুল হারবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যায় তাহলে কোন উপায় হতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারে।এমতাবস্থায় সে পাওনাদারের অনুমতি ছাড়াই যুদ্ধে যেতে পারবে। করজদার যদি পাওনাদারকে বলে, আমি যুদ্ধের উদ্দেশ্য যাচ্ছি হয়ত আমি গনীমত অথবা অন্য কোন বাবদ কিছু অংশ পাব। তা দ্বারা আমি করজ পরিশোধ করে দিব তাহলে পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত যুদ্ধে যাওয়া আমার মতে পসন্দনীয় নয়।

এ সমস্ত আহকাম হলো যুদ্ধের জন্য ব্যাপক আহ্বান আসার আগের অবস্থায়। যদি যুদ্ধের ব্যাপক ঘোষণা দেওয়া হয় তাহলে করজদারের জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ রয়েছে। তার নিকট করজ পরিশোধ করার মত সম্পদ থাকুক বা না থাকুক, পাওনাদার অনুমতি দিক বা না দিক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

মুসলিম বাহিনীর অবস্থান ক্ষেত্রে গিয়ে যদি অবস্থা এমন দেখে যে, মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তাহলে সে লড়াই করবে আর যদি আশংকাজনক কিছু না দেখে তাহলে তার জন্য পাওনাদারের অনুমতি ব্যতীত লড়াই করা অনুচিত হবে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ কোন শহরে যদি কোন বড় আলিম থাকে যার থেকে বড় ফকীহ্ তথায় কেউ নেই তাহলে উক্ত আলিমের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনুচিত হবে। কেননা তার একজনের প্রাণহানি ঘটলে ক্ষতি হবে (সিরাজিয়্যাহ)।

৮. মাসআলা ঃ কারো নিকট যদি অন্যের মাল আমানত থাকে কিন্তু মালিকরা সকলেই অনুপস্থিত তাহলে সে যদি কাউকে আমানতের মাল মালিকদের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার ওসীয়্যত করে থাকে তবে সে যুদ্ধে যেতে পারবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ ব্যাপক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত গোলামের জন্য মনিবের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধে যাওয়া অনুচিত (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১০. মাসআলা ঃ যদি রোম (বা রোমের মত কোন বৃহৎ শত্রু দেশের) এর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ব্যাপক ঘোষণা আসে তখন যুদ্ধক্ষম প্রত্যেকের উপর যুদ্ধে যাওয়া আবশ্যক, যদি তাদের নিকট আহার ও বাহনের ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ওযর ছাড়া যুদ্ধ থেকে সরে থাকা জাইয নয় (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ মুশরিক বাহিনী মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করে সম্পদ ও নারী শিশুদের লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। আর মুসলমানরা তা জানতে পারে এবং তাদের মুকাবিলা করার শক্তি থাকে তাহলে তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো মুশরিকবাহিনী দারুল ইসলামে থাকা পর্যন্ত এবং সম্পদ ও নারী-শিশুদের উদ্ধার না করা পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করতে থাকা। মুশরিকরা যদি দারুল হারবে চলে যায় তাহলেও নারী-শিশুদের উদ্ধারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের সংরক্ষিত স্থান ও দুর্গে পৌছা পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে যেতে হবে। তবে সম্পদ উদ্ধারের ক্ষেত্রে দারুল হারবে প্রবেশ করার পর পশ্চাদ্ধাবন না করার অবকাশ রয়েছে।

মুশরিকরা যদি তাদের সংরক্ষিত স্থান ও আশ্রয়স্থলে পৌছে যায়, এরপর মুসলমানগণ তাদের ধন-দৌলত নারী শিশুদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের নিকট পৌছে যায়, তাহলে এটা তার একটি উত্তম কাজ করেছে বলে গণ্য হবে। তবে মুসলমানগণ যদি তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এমনিতেই ছেড়ে দেয় তাহলে আমি আশা করি শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এর অবকাশ পাবে।

উল্লেখ্য যে, জিম্মীদের ধনদৌলত ও সন্তানসন্ততি এক্ষেত্রে মুসলমানদের ধনদৌলত ও তাদের সন্তানসন্ততির পর্যায়ভুক্ত। আরো উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ক্ষমতাবান মুসলমানদের উপর তাদের পশ্চাদ্ধাবান করা তখন ফরয যদি তারা এ মুশরিকদেরকে তাদের দুর্গে ও আশ্রয়স্থলে পৌছার পূর্বে ধরে ফেলার প্রবল আশা করে থাকে, অতএব যদি তাদের প্রবল ধারণা এটা হয় যে, তারা মুশরিকদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরতে পারবে না তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন না করে নিজ স্থানে স্থীর থাকার অবকাশ রয়েছে (মুহীত)।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেছেন, যুদ্ধ করার সামর্থ্য থাকা অবস্থায় নিজের স্থলে খরচ দিয়ে অন্যকে পাঠানো মাকরূহ। নিজের যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকলে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে কোন দোষ নেই।

যুদ্ধের আয়োজনের ক্ষেত্রে যদি বায়তুল মালের নিজস্ব সামর্থ্য থাকে তাহলে বিত্তশালীদের অসম্মতিতে তাদের উপর যুদ্ধ করার আয়োজন করা শাসকের অনুচিত হবে। তবে সন্তুষ্টচিত্তে যদি তারা অর্থ সাহায্য করতে চায় তাহলে তা মাকরূহ নয় বরং এটি একটি পসন্দনীয় কাজ। বায়তুল মালে মাল থাকুক বা না থাকুক একই হুকুম হবে। পক্ষান্তরে যদি বায়তুল মালে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে তাহলে এক্ষেত্রে শাসকের জন্য সম্পদ ওয়ালাদেরকে ঐ পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা করার আদেশ দেওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা যুদ্ধে গমনকারিগণ শক্তি অর্জন করতে সক্ষম।

এরপর জানা উচিত যে, যে ব্যক্তি নিজ জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করতে সক্ষম সে যেন তার জান ও মাল উভয় দ্বারা যুদ্ধে শরীক থাকে। আর যে ব্যক্তি শরীরে যুদ্ধে শরীক হতে অক্ষম তবে তার নিকট প্রচুর মাল রয়েছে। তাহলে তার কর্তব্য হলো তার পক্ষ থেকে অন্য কাকেও খরচ দিয়ে যুদ্ধে প্রেরণ করা, তাহলে এক্ষেত্রে তাদের উভয়ে মুজাহিদ বলে (একজন জানের মুজাহিদ আরেকজন মালের মুজাহিদ বলে) বিবেচিত হবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ করতে সক্ষম, কিন্তু আর্থিকভাবে অক্ষম তাকে বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা শাসকের কর্তব্য, যদি বায়তুল মালের সামর্থ্য থাকে শাসক আরো প্রয়োজন পরিমাণ মাল দিয়ে দিলে তার জন্য অন্য কারো সাহায্য নেওয়া তার জন্য অনুচিত হবে। যদি বায়তুল মালের সামর্থ্য না থাকে কিংবা শাসক তাকে সাহায্য না করে অন্য কারো থেকে আর্থিক সহযোগিতা নেওয়ার সুযোগ থাকে (যখীরাহ)।

১২. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার পক্ষ থেকে যুদ্ধ করার জন্য কাকেও আর্থিক সহযোগিতামূলক মাল দান করে তাহলে দেখতে হবে। সে যদি তাকে 'জিহাদে খরচ করার' কথা বলে মাল দেয়া হয় তাহলে উক্ত মাল জিহাদ ছাড়া অন্য কাজে ব্যয় করা অনুচিত হবে। এমনকি সে এ মাল দ্বারা তার ব্যক্তিগত মূল্যও পরিশোধ করতে পারবে না এবং তার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের জন্য জমা রাখতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি এ কথা বলে দেয়া হয় যে, এ মাল তোমার, এর দ্বারা তুমি জিহাদ কর তাহলে তা লড়াই ছাড়া অন্য কাজেও ব্যয় করতে পারবে, যেমনি তার জন্য উক্ত মাল লড়াইতে ব্যয় করার সুযোগ ছিল। এ হুকুমটি শায়খুল ইসলাম (র) শরহে সিয়ারে কবীরে এবং শামসুল আইম্মা (র) শরহে সিয়ারে সগীরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

উল্লেখ করেছেন। শায়খুল ইসলাম (র) শরহে সিয়ারে সগীরের উল্লেখ করেছেন যে, যাকে মাল প্রদান করা হলো, সে ইচ্ছা করলে সর্বাবস্থায়ই নিজের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু মাল রাখতে পারবে। কারণ এছাড়া তার জিহাদে যাওয়াই সম্ভব নয়। অতএব এটি গুণগতভাবে যুদ্ধ ব্যয় বলেই বিবেচিত হবে।

১৩. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি অন্যকে তার পক্ষ থেকে লড়াই করার জন্য কিছু মাল প্রদান করল, এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বৈধ ওযরবশত যুদ্ধে যেতে অক্ষম হলো আর সে তৃতীয় একজনকে আরো কম অর্থ দিয়ে যুদ্ধে পাঠালো এ ক্ষেত্রে যদি তার উদ্দেশ্যে বর্ধিত অংশ নিজের জন্য রাখা নয় বরং বায়তুল মালে ফেরত দেয়া তবে তাতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যদি নিজের জন্য রাখা উদ্দেশ্যে হয় আর মালওয়ালা যদি তাকে বলে থাকে যে 'এ মাল দ্বারা তুমি আমার পক্ষ থেকে লড়াইকর' তবে এ সূরতে সে বর্ধিত অংশ নিজের খরচের জন্য রাখতে পারবে না। কিন্তু যদি তাকে এরূপ বলে থাকে, এ মাল তোমার এর দ্বারা তুমি লড়াই কর তবে বর্ধিত অংশ নিজের খরচের জন্য রাখতে পারবে বরং এ সূরতে সে ইচ্ছা করলে উক্ত মাল লড়াই না করে তা সম্পূর্ণ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।

১৪. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি অপর মুসলমানের সহিত এ রূপ শর্ত করে যে যদি সে লড়াইতে কোন হারবী কাফিরকে কতল করতে পারে তাহলে তাকে এ পরিমাণ মাল প্রদান করবে, এরপর সে তাকে কতল করে ফেলল। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ রূপ শর্ত করতে কোন দোষ নেই। অতএব শর্তকারীর জন্য তার কৃত শর্ত পূরণ করা আবশ্যক। আমাদের মাশায়েখদের অনেকে বলেছেন কিতাবে যে হুমুকটি বর্ণিত আছে। এটি শুধু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এরই অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর নিকট এরূপ শর্ত করা জাইয নেই। আবার মাশায়িখদের অনেকে বলেছেন যে, এটি তাদের সর্বসম্মতিক্রমে জাইয (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ মুসলমান সেনাপ্রধান যদি নায্য পারিশ্রমিক অর্থাৎ যে পরিমাণ পারিশ্রমিক প্রদানে মানুষ সাধারণতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না তার চেয়ে অধিক পারিশ্রমিক দিয়ে যদি কাউকে মজুর হিসাবে নিযুক্ত করে, এরপর মজুর কাজ করল এবং কার্যসময় অতিবাহিত হয়ে গেল তাহলে (ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে) অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। সেনাপ্রধান কিংবা বিচারক যদি বলেন যে, আমিই তাকে মজুর হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম। আমি জানি যে আমার জন্য এটা অনুচিত, তাহলে সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক তার মাল থেকে আদায় করা হবে।

১৬. মাসআলা ঃ মুসলিম সেনাপ্রধান যদি কোন মুসলমান মুজাহিদ বা জিম্মী সেনাকে বলে, তুমি যদি ঐ অশ্বারোহীকে হত্যা করতে পার তবে তুমি একশ' দিরহাম পাবে, এরপর সে তাকে হত্যা করে ফেলল তাহলে সে কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা হত্যাকৃত হয়ে থাকে এমতাবস্থায় সেনাপ্রধান বলল, যে তাদের মাথা কর্তন করবে সে দশ দিরহাম পারিশ্রমিক পাবে তাহলে তা জাইয হবে। (অর্থাৎ সে পারিশ্রমিকের হকদার হবে) তবে কাফিরদের মাথা দারুল ইসলামে বয়ে নিয়ে আসা মাকরূহ (মুযমারাত)।

১৭. মাসআলা ঃ শাসকের জন্য ওয়াজিব হলো মুসলমানদের ঘাঁটিসমূহকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করা এবং সীমান্ত এলাকাসমূহের ফটকে সৈন্য নিযুক্ত করা যেন কাফিররা মুসলমানদের দেশে না আসতে পারে এবং তাদেরকে পরাভূত করে (খিযানাতুল মুফতীন)।

১৮. মাসআলা ঃ শাসক কোথাও কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে কাউকে বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে দেবেন তবে তাকে সমরকুশলী, ধার্মিক অধীনস্ত সৈন্যদের প্রতি সদয় ও কঠোর এবং উদার ও সাহসী হতে হবে। এমন ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করায় শাসক তাকে সৈন্যদের কল্যাণ অকল্যাণ যুদ্ধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবেন (মাবসূত)।

নেতৃত্বের শর্তবলী যারই মাঝে পাওয়া যাবে শাসক তাকেই নির্বাচন করবেন। হোক সে কুরায়শের বা অন্য কোন আরব গোত্রের, অথবা নিরতী গোলাম (অর্থাৎ, অনারবী বা সাধারণ মানুষ) (মুহীত)। ফাসিক ব্যক্তি সমর কুশলী হলে (প্রয়োজনে) তাকেও অধিনায়ক বানানো জাইয (ইতাবিয়্যাহ)।

১৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, অধিনায়কের আদেশে সৈন্যদের পালন করা কর্তব্য। তবে আদিষ্ট বিষয় সুনিশ্চিত গুনাহ্ হলে ভিন্ন কথা।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাসআলার তিনটি সূরত হতে পারে ঃ

প্রথম সূরত হলো ঃ সৈন্যগণ জানে যে অধিনায়ক যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে তাদের নিশ্চিত কল্যাণ রয়েছে, যেমন তিনি তাদের এখনই যুদ্ধ না করার আদেশ দিলেন আর তাদের সুনিশ্চিত জানা আছে যে, এই মুহূর্তে শত্রুদের মুকাবিলা করার সাধ্য তাদের নেই এবং তারা এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, পরবর্তীতে সাহায্যকারী দল আসছে। এক্ষেত্রে যেহেতু আদেশ মান্য করায় সুনিশ্চিত কল্যাণ রয়েছে। সেহেতু তারা অধিনায়কের আদেশ মান্য করবে।

দ্বিতীয় সূরত হলো ঃ সৈন্যগণ জানতে পারল যে, (সেনাপ্রধানের নির্দেশানুযায়ী) যুদ্ধ না করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেমন তারা জানতে পারলো যে, এ মুহূর্তে লড়াই করলে শত্রুরা তাদের মুকাবিলা করতে সক্ষম নয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই তাদের সাহায্যার্থে অন্যান্য সৈন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাদের সাথে যোগদান করবে তাহলে এ সূরতে তারা সেনাপ্রধানের নির্দেশ অমান্য করবে।

তৃতীয় সূরত হলো ঃ সৈন্যদের (সেনাপ্রধানের হুকুম অনুযায়ী আমলকরা না করা নিয়ে) সন্দিহান হওয়া। অর্থাৎ, তারা নিশ্চিতভাবে জানে না যে যুদ্ধ না করলে তারা উপকৃত হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে উভয় দিকই তাদের নিকট সমান মনে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাদের জন্য সেনাপ্রধানের কথা মান্য করা আবশ্যক। অনুরূপ সেনাপ্রধান যদি তাদেরকে দুশমনদের সাথে লড়াই করার আদেশ জারী করেন তাহলে (এতেও তিনটি সূরত হতে পারে তন্মধ্যে এক সূরতে সেনাপ্রধানের আদেশ পালন করবে না আর দুই সূরতে পালন করবে অর্থাৎ) যদি তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এতে তাদের উপকার বিদ্যমান কিংবা (উপকার কি অপকার হবে এ ব্যাপারে) তাদের মনে সন্দেহ জাগে এবং উভয় দিকসমান হয় তবে তারা এ বিষয়ে সেনাপ্রধানের আদেশ রক্ষা করবে (অর্থাৎ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে) পক্ষান্তরে যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে এতে তাদের উপকার নেই বরং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে তারা সেনাপ্রধানের এ আদেশ পালন করবে না।

সেনাবাহিনীদের মধ্যে পরস্পর যদি এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। যেমন কেউ কেউ বলে যে, এতে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। আর কেউ কেউ বলে যে, এতে আমাদের কল্যাণ ও মুক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুনিশ্চিত। মোটকথা এ বিষয়ে তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলো কিন্তু উভয় ধারণার কোন একটি অপরটির উপর প্রবল নয়। তাহলে এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেনাপ্রধানের আদেশ পালন করাই আবশ্যক।

২০. মাসআলা ঃ কোন সৈন্য অধিনায়কের আদেশ অমান্য করে তাহলে সেনাপ্রধান প্রথম ধাপেই তাকে শাস্তি না দিয়ে উপদেশ দিবেন যেন পুনরায় এ ধরনের কাজ না করে। আবার পুনরাবৃত্তি ঘটলে তিনি আরো শাস্তি দিবেন। তবে গ্রহণযোগ্য ওজর পেশ করলে অব্যাহতি দিবেন, এক্ষেত্রে তাকে কসম খাওয়ানো হবে যে, "আল্লাহর কসম, আমি বিষয়ে ওযরের ভিত্তিতে এরূপ করেছি।" কারণ সে শাস্তিরোধকারী একটি বিষয় দাবী করছে। আর এর সত্যতা তার বক্তব্য ছাড়া জানা সম্ভব নয়। অতএব তা কসম ছাড়া তার কথার সত্যতা গ্রহণ করা হবে না।

২১. মাসআলা ঃ সেনাবাহিনী যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রভাগে নির্দিষ্ট কিছু সৈন্য নিযুক্ত করেন এমনিভাবে ডান দিকে কিছু এবং বাম দিকে কিছু সৈন্য নিযুক্ত করেন, এমতাবস্থায় শত্রুরা অগ্রভাগের উপর তীব্র আক্রমণ চালাল, এমতাবস্থায় যদি তাদের পরাজিত ও পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে ডানে-বামে নিযুক্তকৃত সৈন্যরা তাদের সহযোগিতা করলে কোন অন্যায় হবে না। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি এতে তাদের অবস্থান ক্ষেত্র বিপদাপন্ন হওয়ার ভয় না থাকে। অতএব যদি (সহযোগিতা করার কারণে) তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে কোন বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে অগ্রভাগের সৈন্যদের সহযোগিতা করা অনুচিত হবে। সেনাপ্রধান যদি এ আদেশ দেয় যেন সকলেই নিজ স্থানে অটল থাকে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে নিষেধ করেন তাহলে এক্ষেত্রে যদি ডানবাম ওয়ালারা নিজেদের ক্ষেত্র সম্পর্কে নিরাপত্তাধীন থাকে এবং অগ্রভাগের সৈন্যদের বিপদাপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করে তথাপিও তাদের জন্য অগ্রভাগওয়ালাদের সহযোগিতা করা অনুচিত।

২২. মাসআলা ঃ শাসক যদি সৈন্যদের নিষেধ করে যে, তোমরা তোমাদের সওয়ারীর জন্য চারাদানা আনতে বাহিরে যেও না, তাহলে তাদের জন্য বের হওয়া অনুচিত। এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং অন্যান্য সকলের একই হুকুম।

তবে শাসক তাদেরকে বের হতে নিষেধ করার পর তার জন্য উচিত হলো, লসকর বাহিনী থেকে কিছু সংখ্যক লোককে তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নিযুক্ত করে চারাদানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবেন যেন তারা সৈন্যবাহিনীর জন্য খাবার চারাদানা নিয়ে আসে। তবে যদি শাসক সৈন্যবাহীর খাদ্য ও চারা দানার ব্যবস্থা না করেন। আর সৈন্য বাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় এমনকি তাদের এবং পশুদের প্রাণাশংকা দেখা দেয় এবং বিকল্প কোন উপায় খুঁজে না পায়। তাহলে তাদের বের হওয়া অন্যায় হবে না। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাতে শাসকের হুকুম অমান্য করা হচ্ছে।

২৩. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি এরূপ নির্দেশ দেয় যে, অমুক পতাকাধারী এর তত্তাবধান ছাড়া কেউই যেন বের না হয় তাহলে এর শর্ত রক্ষা করা সৈনিকদের কর্তব্য। কাজেই ঐ আমীরের তত্তাবধান গ্রহণ করা ছাড়া বের হবে না। অনুরূপ সেনাপ্রধান যদি বলে যে ব্যক্তি চারাদানার জন্য যেতে ইচ্ছুক সে যেন অমুকের তত্তাবধানে যায় তাহলে তাদের জন্য ঐ ব্যক্তির তত্তাবধান গ্রহণ ব্যতীত বের হওয়া অনুচিত (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ হারাম মাসসমূহে (অর্থাৎ রজব, যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম) লড়াই করা জাইয। তবে এ সকল মাসে যুদ্ধ করার নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে।

২৫. মাসআলা ঃ মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা যদি মুশরিকদের অর্ধেক হয় তাহলে তাদের জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা বৈধ নয়। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি তাদের সাথে অস্ত্র-শস্ত্র থাকে অতএব যার অস্ত্র নেই সে অস্ত্রধারী কাফিরের সামনে থেকে ভেগে চলে গেলে কোন দোষ নেই। অনুরূপ যদি তার নিকট তীর নিক্ষেপের যন্ত্র না থাকে তাহলে তীরন্দাজ কাফিরের সম্মুখ থেকে ভেগে চলে যাওয়াতেও কোন দোষ নেই। তদ্রূপভাবে একজন মুসলমানের মুকাবিলায়, কাফির তিনজন হলে সে তাদের থেকে ভেগে চলে গেলে কোন দোষ নেই (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৬. মাসআলা ঃ মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা যদি বার হাজার কিংবা ততোধিক হয় আর কাফিরদের সংখ্যা তাদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী হয় তাহলে তাদের জন্য পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা বৈধ নয়। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মুসলিম বাহিনীর সকলের কালিমা একই হয়। অতএব যদি তাদের কালিমা বিভিন্ন প্রকারের হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে তাহলে মুসলিম বাহিনীর একজন তাদের দু'জনের মুকাবিলায় ধরা হবে তবে আমাদের যুগে (ব্যক্তি নয়) শক্তি সামর্থের প্রতি বিবেচনা করা হবে।

২৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গা থেকে ভেগে যেতে চায় যেখানে দুর্গবাসীরা মিনজানিক (প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্র) বা এ জাতীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করে ক্ষতি সাধন করতে পারে, কিংবা এমন জায়গা থেকে ভেগে যায় যেখানে তীর অথবা পাথর নিক্ষেপ করে তার ক্ষতি করতে পারে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই (মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, শাসক এক, দুই বা তিন জনের ক্ষুদ্র দল ও (যুদ্ধের জন্য) প্রেরণ করতে পারেন শর্ত হলো শত্রুর মুকাবিলার সামর্থ্য থাকা (যখীরাহ)।

উল্লেখ্য, জিহাদের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির একটি হলো, রিবাত। রিবাত বলা হয় শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্য (মুসলিম বাহিনীর) এমন জায়গায় অবস্থান নেয়া যেদিক থেকে তাদের হামলার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু এতে মতভেদ রয়েছে যে, রিবাতের উপযুক্ত স্থান কোনটি? কেননা তা যে কোন স্থানে বাস্তবায়িত হতে পারে না। (বরং তার জন্য বিশেষ বিশেষ স্থান রয়েছে) তবে পসন্দনীয় মত হলো 'রিবাত' এমন স্থানে হওয়া উচিত যার পশ্চাতে ইসলাম নেই। তাজনীসে এ অভিমতটিকেই দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে (বাহরুর রাইক)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জিহাদ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি

১. **মাসআলা ঃ** ইমামুল মুসলিমীন (শাসক) যখন দারুল ইসলামে প্রবেশের উদ্যোগ নেবেন তখন তার কর্তব্য হবে বাহিনী পরিদর্শন করে আশ্বারোহী ও পদাতিকের সংখ্যা জেনে নেয়া। তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা (এবং প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া) (শরহে তাহাবী)।

২. **মাসআলা ঃ** মুসলিম বাহিনী দারুল হারবে প্রবেশ করে কোন শহর বা দুর্গ অবরোধ করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে[১] যদি তারা দাওয়াতে সাড়া দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা সাড়াদানে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে জিযয়া প্রদানের আহবান জানাবে (হিদায়া)। যদি তারা জিয্য়া দিতে সম্মত হয় তাহলে মুসলমানদের যাবতীয় সুবিধা ও দায় তাদের ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে (কান্য)।

উপরোক্ত হুকুম ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যাদের থেকে (ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে) জিযয়া কবুল করা যায়। অতএব যার থেকে জিযয়া গ্রহণ করা যায় না তাদেরকে জিয্য়া প্রদানের প্রতি আহবান জানানো হবে না (তাবয়ীন)।

উল্লেখ থাকে যে, কাফিররা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

প্রথম শ্রেণী ঃ ঐ সমস্ত লোক যাদের থেকে জিয্য়া নেওয়া (সর্বসম্মতিক্রমে) জাইয নেই। তারা হলো, আরবের ঐ সমস্ত মুশরিক যারা আসমানী কোন কিতাবেরই অনুসারী নয়। অতএব মুসলমানগণ যখন তাদের উপর বিজয়ী হবে, হয় তারা পুরুষদের ইসলাম কবুল করবে, নতুবা তাদের হত্যা করা হবে। অবশ্য তাদের নারী ও শিশুরা মালে গনীমত হিসাবে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ ঐ সকল লোক যাদের থেকে সর্বসম্মতিক্রমে জিয্য়া নেয়া জাইয। তারা হলো, আসমানী কিতাবের অনুসারী। আরব বা অনারব ইয়াহূদী খৃষ্টানরা এবং আরব বা অনারব অগ্নিপূজকরা।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ ঐ সমস্ত লোক যাদের থেকে জিযয়া আদায় করার ব্যাপারে ফকীহ্দের মতপার্থক্য রয়েছে। তারা হলো, উপরে বর্ণিত জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্যরা। তবে আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তাদের থেকে জিয্য়া আদায় করা ওয়াজিব (মুহীত)।

৩. **মাসআলা ঃ** যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া ছাড়া লড়াই শুরু করা জাইয নেই (হিদায়া)। মুসলমানগণ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ব্যতীত যদি তাদের সাথে লড়াই করে তারা গুনাহ্গার হবে। তবে তাদের জানমাল ক্ষতি করার দায় মুসলমানদের উপর আরোপিত হবে না। যেরূপ তাদের নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে তাদেরকে দায়বদ্ধ করা হয় না (মাবসূত)। যাদের কাছে ইতোপূর্বে দাওয়াত পৌঁছেছে অতিরিক্ত সতর্কীকরণ হিসাবে তাদেরকেও (পুনরায়) দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়[২] (হিদায়া)।

১. কেননা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) ইসলামের প্রতি দাওয়াত না দিয়ে কোন কাউমের বিরুদ্ধে লড়াই করেন নি।

২. কেননা বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত যে, নবী (সা) অসতর্ক অবস্থায় বনী মুসতালিকের উপর হামলা করেছিলেন এবং উসামা (রা)-কে দায়িত্ব দিয়েছিলেন উবনা বস্তিতে খুব জোরে হামলা চালানোর এবং বস্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আর অসতর্ক হানা কখনো দাওয়াত দিয়ে হয় না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে এটা মুস্তাহাব হওয়ারও দু'টি শর্ত। প্রথমত ঃ পুনঃদাওয়াতে মুসলমানদের কোন রূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকা। যেমন অতিরিক্ত সময়কে তারা সমরায়োজনের কাজে লাগাবে। কিংবা কোন কূট-কৌশল অবলম্বন করে তাহলে এক্ষেত্রে লড়াইর পূর্বে পুনরায় দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব নয়।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো ঃ পুনঃদাওয়াত দ্বারা তাদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকা। যদি সম্ভাবনা না থাকে তাহলে তাদেরকে দাওয়াত দিবে না (মুহীত)। কাজেই যে ভূখণ্ডের কাফিরদের নিকট একবার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তাদের উপর রাত্রে অথবা দিনে অতর্কিত হামলা চালালে অন্যায় হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

যদি তারা (ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখান করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখ্তার)। তাদের বিরুদ্ধে মিনজানিক (কামান) মোতায়েন করবে, জ্বালাও পোড়াও চালাবে, (বাঁধ ভেঙ্গে বা অন্য উপায়ে) তাদের উপর পানি ছেড়ে দিবে এবং তাদের বৃক্ষ নিধন করবে এবং তাদের শষ্য, ফসলাদি নষ্ট করবে (হিদায়া)। তাদের দুর্গসমূহ ভেঙ্গে বিরান করে দিবে ও পানি বহিয়ে তা ডুবিয়ে দিবে এবং তাদের দালান প্রাসাদ বিধ্বস্ত করে ফেলবে। হযরত হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, এ যদি জানতে পারে যে, উক্ত দুর্গে কোন মুসলমান কয়েদী নেই। অতএব যদি তা জানতে না পারে তবে জ্বালানো এবং পোড়ানো জাইয নেই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, আমরা যদি এ কাজ থেকে মুসলিম বাহিনীদেরকে বিরত রাখি তবে তাদের জন্য মুশরিকদের সাথে লড়াই করে জয়লাভ করা কঠিন হবে। তাছাড়া খুবই কম দুর্গ এমন আছে যাতে বিপক্ষীয় বন্দী থাকে না। তবে এসব কর্মকাণ্ড মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই করবে (মাবসূত)।

তাদের মাঝে মুসলিম বন্দী বা ব্যবসায়ী থাকলেও তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে বাঁধা নেই।[১] যদি তারা মুসলিম বালকদের কিংবা বন্দীদের ঢাল রূপে ব্যবহার করা হয় তাহলেও তাদের প্রতি তীর বর্ষণ থেকে বিরত থাকবে না। অবশ্য কাফিরদের প্রতি তীর বর্ষণের নিয়্যত করবে।[২] ঐ মুসলমানদের যে ক'জন তাদের তীর বর্ষণের শিকার হবে তাদের দিয়্যত মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব হবে না। আর কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে না।[৩]

৪. **মাসআলা ঃ** মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে নারী ও কুরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া দোষের না, যদি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু নিরাপদ নয় এমন ক্ষুদ্র বাহিনীর সাথে নিয়ে যাওয়া মাক্রূহ। কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তা নিয়ে তাদের দেশে প্রবেশ করে এবং তারা যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী হয়, তাহলে কুরআন শরীফ সঙ্গে নিতে বাধা নেই (হিদায়া)।

৫. **মাসআলা ঃ** বড় বাহিনীতে প্রয়োজনীয় সেবা কর্মের[৪] জন্য বয়স্কা নারীদের নেয়া যায়। পক্ষান্তরে যুবতী নারীর জন্য গৃহই অধিক নিরাপদ। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকার কারণে

১. কেননা ইসলামের কেন্দ্র থেকে তীর বর্ষণের মাধ্যমে বৃহৎ ক্ষতিরোধ করা যায় পক্ষান্তরে মুসলিম বন্দী ও ব্যবসায়ী নিহত হওয়ায় সীমিত ক্ষতি তাছাড়া খুব কম দুর্গই মুসলমান থেকে খালি হয়। সুতরাং তা বিবেচনা করে যদি বিরত থাকতে হয় তাহলে তো জিহাদের দরজাই বন্ধ হয়ে যাবে।

২. কেননা কার্যত ঃ পার্থক্য করা অসম্ভব হলেও উদ্দেশ্যগতভাবে তা সম্ভব। তাছাড়া আদেশ পালনের দায়িত্ব সাধ্য অনুযায়ী বিবেচিত।

৩. কেননা জিহাদ হলো ফরজ, আর ফরয পালনের সাথে "দণ্ড" যুক্ত হতে পারে না।

৪. যেমন রান্নাবাড়ি, পানি পান করানো, সেবা শুশ্রূষা করা ইত্যাদি।

নারীদের মোটেই বের না হওয়া উত্তম। সহবাস (ও খিদমতের) উদ্দেশ্যে যদি নারীদের নিতেই হয় তাহলে স্বাধীন নারীদের পরিবর্তে দাসীদের নেওয়াই ভালো (তাবয়ীন)।

৬. মাসআলা ঃ যুদ্ধে যাত্রা করা এক দল ধর্মপরায়ণ লোকের সঙ্গে কিছু ফাসাদ প্রিয় পাপাচারী লোকও বাদ্যযন্ত্রসহ যোগ দিল। এ অবস্থায় যদি ধর্মপরায়ণদের পক্ষে পৃথক যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে পৃথক যাবে। আর কোনক্রমে তা সম্ভব না হলে তবে তাদের সাথেই যাবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ মুসলমানদের উচিত যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না করে। গনীমতের মাল চুরি না করে এবং (কাটা ছিঁড়া করে) লাশ বিকৃত না করে (হিদায়া)। স্ত্রীলোক, বালক, উন্মাদ, অতিবৃদ্ধ, অন্ধ এবং প্রতিবন্ধীকে হত্য করা অনুচিত। তবে এদের কেউ যদি যুদ্ধে বুদ্ধি ও পরামর্শ দাতা হয় কিংবা স্ত্রীলোক যদি অধিপতি হয় তাহলে হত্য করা যাবে।

অনুরূপ যদি তাদের অধিপতি একটি ছোট বালক হয়ে থাকে যাকে তারা যুদ্ধ স্থলে নিয়ে আসল। আর এ বিষয় জ্ঞাত যে, বালককে হত্যা করলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলেও কোন দোষ নেই (আল জাওহারাতুন্ নায়্যারাহ)।

কোন স্ত্রী লোক যদি সম্পদশালিনী হয় যে তার সম্পদের প্রলোভন দিয়ে মানুষকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলে তাকেও হত্যা করা হবে (মুহীত)। তদ্রূপ এদের কেউ যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে (তাদের অনিষ্টরোধ করার জন্য) তাদেরকে হত্যা করা হবে। অবশ্য বালক এবং পাগল যতক্ষণ তারা লড়াইরত থাকে ততক্ষণ শুধু হত্যা করা যাবে। পক্ষান্তরে অন্যদের বন্দী করার পরেও হত্যা করতে বাঁধা নেই। যদি কখনো সুস্থ থাকে আবার কখনো মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে তাহলে সুস্থ অবস্থায় সে সুস্থ্য ব্যক্তির সমতুল্য (হিদায়া)।

৮. মাসআলা ঃ বিপরীতভাবে হাত পা (হাত ডান পা) কর্তিত ব্যক্তি কিংবা শুধু ডান হাত কর্তিত ব্যক্তি যদি তারা মাল বা বুদ্ধি পরামর্শের মাধ্যমে যুদ্ধে সহযোগিতা না করে থাকে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না (মুহীত)।

এক সাইড অবস এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে না তবে যদি সে লড়াই করে তাহলে হত্যা করলে অন্যায় হবে না। অনুরূপ অন্ধ, লেংড়া, লুলা এবং অতিশয় বৃদ্ধ, তারা যদি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হয়ে (বিভিন্ন কৌশল ও বুদ্ধি পরামর্শ দ্বারা) লড়াইর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা যাবে। কেউ এদের কাউকে হত্যা করলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)। যে ব্যক্তির শুধু বাম হাত কর্তিত কিংবা দু'পায়ের যে কোন একটি কর্তিত হয় তাহলে সে লড়াইকারীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব তবে তাকে হত্যা করা হবে, বোবা ও বধিরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য (মুহীত)। নির্বোধ এবং বালককে লড়াইরত অবস্থায় হত্যা করা দোষের নয় তবে বন্দী হওয়ার পর এমন কি যুদ্ধাপরাধী হলেও তাদের হত্যা করা অনুচিত (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ মুসলমানের পক্ষে আগে বেড়ে তার মাহরাম মুশরিক আত্মীয়কে হত্যা করা দোষের নয়। তবে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীকে আগে বেড়ে হত্যা করা মাকরূহ। এ হুকুম তখন যখন পিতা পুত্রকে অস্ত্র নিতে বাধ্য না করে। পিতা যদি পুত্রকে অস্ত্র ধারণে বাধ্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে আর তার থেকে সরে যাওয়ার উপায় না থাকে তাহলে তা দোষের নয়। যুদ্ধস্থলে পুত্র যদি পিতার উপর সুযোগ লাভ করে তাহলে সে তাকে নিজে ইচ্ছা করে হত্যা করবে না। কিন্তু তাকে তৎস্থল থেকে ফিরে যাওয়ার সুযোগও দিবে না। যেন (সে শক্তি সামর্থ বৃদ্ধি করে উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে) পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়। তবে তাকে (কৌশলে) একটি সংকীর্ণ জায়গায় নিয়ে আটকে ফেলবে যেন অন্য কেউ এসে তাকে হত্যা করে ফেলে (মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ (শত্রুপক্ষের) পুরোহিত ব্যক্তি যদি (মানুষের সাথে মিশ্রিত না হয়ে একাগ্রচিত্তে) দুর্গে পড়ে থাকে তবে তাকে হত্যা করা হবে না। আর যদি মানুষের সাথে মেলা-মেশা করে তবে তাকে হত্যা করা যাবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ যে সমস্ত লোকদের হত্যা করা নিষিদ্ধ যেমনঃ নারী, শিশু, নির্বোধ, অন্ধ, প্রতিবন্ধী ও বিপরীতভাবে হাত পা কর্তিত কিংবা শুধু ডান হস্ত কর্তিত ব্যক্তি; এদেরকে যদি দারুল ইসলামে নিয়ে আসার শক্তি-সামর্থ্য থাকে তাহলে (নিয়ে আসা হবে) তাদেরকে দারুল হারবে রেখে আসা অনুচিত হবে। কেননা (ভবিষ্যতে) এদের সন্তান-সন্ততি হবে। কাজেই তাদেরকে সেখানে ছেড়ে রাখা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহযোগিতারই নামান্তর। অবশ্য যদি অতিশয় বৃদ্ধ হয় যার থেকে সন্তান হওয়ার আশা করা যায় না তাহলে তাকে ইচ্ছা করলে নিয়ে আসবে আর চাইলে ছেড়ে আসবে।

অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের ক্ষেত্রে যদি তারা নারীদের সাথে সহবাস করতে সক্ষম থাকে। তদ্রূপ হুকুম হবে ঐ বৃদ্ধা মহিলার ক্ষেত্রে যার থেকে কোন সন্তানের আশা করা যায় না (বাহরুর্ রাইক ঃ বাদাঈ)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম কুদূরী (র) লিখেছেন কাফির দুই প্রকার আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী এবং আল্লাহ্র একত্ব অস্বীকারকারী। প্রথমোক্তরা আল্লাহ্কে স্বীকার করে নিলে মুসলমান বলে গণ্য হবে, আর দ্বিতীয় যোদ্ধারা আল্লাহ্কে স্বীকার করার সঙ্গে যদি তার একত্বকেও স্বীকার করে যেমন বলল, لا اله الا الله (আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাস্যের উপযুক্ত নয়) তাহলে তাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেওয়া হবে।

আরেকটি প্রকার হলো ঃ আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী কিন্তু মুহাম্মদী নবুওয়াতে অবিশ্বাসী (নবী ও রাসূল)। সে যদি তাঁর রিসালাত স্বীকার করে তবে তাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেওয়া হবে (মুহীত)।

১৩. মাসআলা ঃ মূর্তিপূজক বা আল্লাহ্র একত্বে অবিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শুধু বলে "আল্লাহ্" তাহলে এর দ্বারা সে মুসলমান গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, "আমি মুসলমান" তাহলে মুসলমান বলে গণ্য হবে। তবে সে যদি বলে, এ কথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, নিশ্চয়ই আমি হকের উপর আছি। তাহলে সে মুসলমান হবে না। ইয়াহূদী, খৃষ্টান শুধু لا اله الا الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলার দ্বারা মুসলমান হবে না যতক্ষণ না তার সাথে محمد الرسول الله (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্) বলবে। বর্তমান যুগে মুসলমানদের সামনে যে সকল ইয়াহূদী ও খৃষ্টান রয়েছে তাদের কেউ যদি বলে اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল)

তবে সে মুসলমান হবে না যতক্ষণ না সে তার ধর্ম ত্যাগ করবে যেমন খৃস্টান হলে বলবে, আমি খৃস্টান ধর্ম পরিত্যাগ করলাম আর ইয়াহূদী হলে বলবে আমি ইয়াহূদী ধর্ম পরিহার করলাম। এর সাথে সাথে বলবে আমি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলাম।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহূদী অথবা খৃস্টান যদি বলে, আমি মুসলমান, কিংবা বলে আমি ইসলাম কবূল করলাম তাহলে এতে করে তাকে মুসলমান বলা হবে না। কেননা তাদের মতে মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে হক্বের অনুসারী ও তা মান্যকারী।

অবশ্য সে যদি বলে, "আমি মুসলমান" তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে যদি বলে, আমার উদ্দেশ্য হলো খৃস্টান ধর্ম কিংবা ইয়াহূদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করা হলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। কাজেই সে যদি পরবর্তীতে এ কথাকে প্রত্যাহার করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। সে যদি বলে আমার উদ্দেশ্য হলো এই যে, "আমি হক্বের নিকট আত্মসমর্পণকারী এবং হকের উপর রয়েছি" তবে সে মুসলমান হবে না।

তাকে যদি তার বক্তব্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা না করা হয় কিন্তু সে জামাআতে সালাত আদায় করে তাহলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। যদি বক্তব্যের ব্যাখ্যা দানের বা জামাআতে সালাত আদায়ের আগে মারা যায় তাহলে মুসলমান বলে গণ্য হবে না।

ইয়াহূদী বা নাসরানী যদি বলে, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। আমি ইয়াহূদী ধর্ম কিংবা নাসরানী ধর্ম পরিত্যাগ করলাম" কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা বললো না যে, "আমি ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করলাম" তাহলে তাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দেওয়া হবে না এবং তার জানাযা পড়া হবে না অবশ্য সে যদি উক্ত কথার সাথে "আমি ইসলামে প্রবেশ করলাম" বলে থাকে তখন তাকে মুসলমান বলা হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেছেন, ইয়াহুদী অথবা নাসরানীর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়ার বিষয়টি যদি উত্তর প্রদান মূলক হয়ে থাকে[১] তাহলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে।

কিন্তু আমাদের কোন কোন মাশায়িখ রাহিমাহুমুল্লাহ বলেন, যদি কোন ইয়াহূদী বা নাসরানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সত্যিকারার্থেই কি মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল? তদুত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, এর দ্বারা সে মুসলমান হবে না। এটাই বিশুদ্ধ। অনুরূপ যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, মুহাম্মদ কি আরব আজমের নিকট প্রেরিত সত্য রাসূল? তদুত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, তাহলে সে মুসলমান হবে না।

আমাদের সময় এমন ঘটনা ঘটেছে যে, কোন নাসরানীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইসলাম ধর্ম সত্য কি? উত্তরে বলল, হ্যাঁ, এরপর তাকে প্রশ্ন করা হলো নাসারা ধর্ম কি বাতিল? উত্তরে বলল, হ্যাঁ, তখন মুফতীরা তার সম্পর্কে মুসলমান হওয়া না হওয়া দু'রকমের ফাতাওয়া দিয়েছেন। অনুরূপ নাসরানী অথবা ইয়াহূদী যদি বলে, "আমি দীনে হানীফের অন্তর্ভুক্ত" তবে এর দ্বারা সে মুসলমান হবে না (মুহীত)।

১. যেমন কেউ তাকে প্রশ্ন করল, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত মান কি না? তদুত্তরে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল।

কোন কোন মাশায়িখ (র) বলেছেন ইয়াহূদী যদি বলে আমি ইসলামে প্রবেশ করলাম তাহলে তাকে মুসলমান বলা হবে। যদিও সে "আমি ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করলাম" না বলে থাকে।

অগ্নিপূজক যদি বলে "আমি ইসলাম আনলাম" অথবা বলল, "আমি মুসলমান" তাহলে তাকে মুসলমান বলা হবে। কেননা তারা নিজেদের সম্পর্কে "ইসলাম" গুণটির দাবী করে না বরং এটাকে তারা ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের দৃষ্টিতে দেখে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৪. মাসআলা ঃ কিতাবী ব্যক্তি (ইয়াহূদী নাসারা) কিংবা কোন মুশরিক যদি মুসলমানদের সাথে জামাআতে নামায পড়ে তাহলে আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে মুসলমান বলা হবে। তবে একাকী পড়লে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মুসলমান বলা হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী তাকে মুসলমান বলা হবে। কোন কোন মাশায়েখ (র) বলেছেন যে, ইমামগণের মাঝে প্রকৃতপক্ষে মতবিরোধ নেই। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো আযান ইকামত ছাড়া একাকী নামায পড়া। এ সূরতে সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মুসলমান বলা হয় না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্যের অর্থ হলো, আযান ইকামতসহ একা নামায পড়া। এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমেই তাকে মুসলমান বলা হয়।

১৫. মাসআলা ঃ "আজনাসে" উল্লেখ রয়েছে, সাক্ষীরা যদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আমরা তাকে সুন্নতের নামায আদায় করতে দেখেছি কিন্তু তারা বলেনি, আদায় করতে দেখেছি কিন্তু তারা বলেনি, জামাআতের সাথে। এরপর সে বলল, আমি আমার নামায পড়েছি, এর দ্বারা সে মুসলমান হবে না যতক্ষণ না সাক্ষীরা এ কথা বলবে যে, সে আমাদের কিবলামুখী হয়ে আমাদের নামাযের ন্যায় নামায আদায় করেছে (মুহীত)।

তারা যদি এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে আযান ইকামত দিত, তাহলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। আযান আবাসে হোক, চাই প্রবাসে এতে কোন পার্থক্য হবে না। যদি বলে আমরা তাকে মসজিদে আযান দিতে শুনেছি তাহলে এর দ্বারা কিছু হবে না যতক্ষণ না বলবে সে মুআয্যিন, অতএব এরূপ বললে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। কেননা মু'আয্যিন বললে বুঝাবে যে, আযান দেওয়া তার পেশা। অতএব সে মুসলমান বলে গণ্য হবে (বাহরুররাইক ঃ বায্যাজিয়াহ)।

১৬. মাসআলা ঃ কিতাবী অথবা মুশরিক যদি রোযা রাখে কিংবা হজ্জ পালন করে কিংবা যাকাত আদায় করে তাহলে যাহিরি রিওয়ায়েত অনুযায়ী সে মুসলমান হবে না। কিন্তু দাউদ ইব্ন রশীদ ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, সে যদি মুসলমানদের ত্বরীকা অনুযায়ী হজ্জ করে থাকে। যেমন লোকেরা তাকে ইহ্রামের প্রস্তুতি নিতে এবং তালবিয়াহ পড়তে এবং হাজীদের সঙ্গে হজ্জের স্থানসমূহে দেখতে পেলো তাহলে সে মুসলমান বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সে যদি হজ্জের স্থানসমূহে উপস্থিত না হয় কিংবা হজ্জের উদ্দেশ্যে উপস্থিত না হয় তাহলে সে মুসলমান গণ্য হবে না।

১৭. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল, আমি তাকে বড় মসজিদে জামাআতের সাথে নামায কিন্তু আরেক জন সাক্ষ্য দিল "আমি তাকে অমুক মসজিদে নামায পড়তে দেখেছি তাহলে তাদের উভয়ের সাক্ষ্য কবূল করা হবে। অবশ্য তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে (ফাতাওয়া কাযী খান)। কিন্তু হত্যা করা হবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কেউ যদি কোন যিম্মীকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলে, আর সে বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তাহলে সে মুসলমান হয়ে যাবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) "সিয়ারে কবীরে" বলেছেন, কোন মুশরিক যদি কোন মুসলমানের হামলায় কাবু হয়ে বলে ওঠে اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (আশহাদু আল্লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ্) তাহলে দেখতে হবে যদি এমন সম্প্রদায়ের কাফির হয়ে থাকে যারা এ কালিমা পড়ে না তাহলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এরপর যদি তাকে ধরে ইমামুল মুসলিমীনের নিকট নিয়ে আসে তাহলে সে স্বাধীন মুসলমান বলে বিবেচিত হবে যদি মুসলমান ব্যক্তি তাকে পরাভূত করার পূর্বেই সে কালিমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করে ফেলে। পক্ষান্তরে যদি মুসলমান তাকে পরাভূত করার পর উচ্চারণ করে তবে সে (মুসলমান গণ্য হবে না বরং মুসলমানদের) "মালে ফাই" হিসাবে গণ্য হবে। তবে তাকে হত্যা করা হবে না।

সে যদি বলে আমি যা বলেছিলাম তার দ্বারা আমার ইসলাম গ্রহণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং আমার উদ্দেশ্য ছিল ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করা কিংবা প্রাণ রক্ষা করা। তাহলে তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। বিষয়টি যদি এমন হয় যে, কালিমা উচ্চারণের কারণে তাকে হত্যা করা হলো না, আর সুযোগ পেয়ে মুশরিকদের সাথে ভিড়ে গেল। পরবর্তীতে কোন মুসলমানের হামলার মুখে কাবু হয়ে কালিমা পড়লো এ অবস্থায় দেখতে হবে যদি তার আশ্রয় নেয়ার মত কোন দল থাকে তবে তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। আর যদি তার দলের লোকজন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে (ফলে তার আশ্রয়স্থল শূন্য হয়ে পড়ে) তাহলে এক্ষেত্রে তাকে হত্যা করা জাইয নেই। তবে তার এ কৃতকর্মের কারণে তাকে শায়েস্তা করবে।

পক্ষান্তরে উক্ত ব্যক্তি যদি এমন সম্প্রদায়ের হয়ে থাকে যারা লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ (কালিমায়ে তাওহীদ) পাঠ করে থাকে কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের (নবী রাসূল হওয়ার) স্বীকারোক্তি করে না। আর বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয় তবে তাকে হত্যা করাতে কোন দোষ নেই যদিও সে কালিমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করে থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কিন্তু সে যদি اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ و رَسُوْلُ اللّٰه আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও তার রাসূল তাহলে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এরপর তাকে বাধ্য করার পর যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার ইসলাম সহীহ্ বলে গণ্য হবে। নাওয়াদিরে ইব্ন রুস্তমে উল্লেখ রয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ করা হবে (মুহীত)।

১৯. মাসআলা ঃ মূর্তিপূজক যদি اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَّسُوْلُ اللّٰه বলে, (অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল) তাহলে সে মুসলমান বলে গণ্য হবে। অনুরূপ যদি বলে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ধর্মাবলম্বী কিংবা বলল, আমি দীনে হানীফের অনুসারী কিংবা বলল আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী তবে তাকে মুসলমান বলা হবে। সে মারা গেলে তার জানাযা আদায় করা হবে।

২০. মাসআলা ঃ কোন কাফির অন্য কোন কাফিরকে ইসলামের তাল্ক্বীন করলে (অর্থাৎ ইসলাম শিক্ষা দিলে) এর দ্বারা সে মুসলমান হবে না। অনুরূপ তাকে কুরআন শিক্ষা দিলে কিংবা নিজে কুরআন পাঠ করলে মুসলমান বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধি স্থাপন ও নিরাপত্তা প্রদান এবং যাকে নিরাপত্তা দেওয়া যায়

১. মাসআলা ঃ শাসক যদি যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায়ের সাথে কিংবা তাদেরই কোন দলের সাথে সন্ধি করা সংগত মনে করেন এবং এতে মুসলমানদের উপকার নিহিত থাকে তাহলে তা দোষের নয়। এমনকি অর্থের বিনিময়ে সন্ধি করা ভাল মনে করলে এতেও কোন অসুবিধা নেই।[১] এতে মুসলমানদের কল্যাণ ছাড়া সন্ধি স্থাপন বৈধ নয়। (তাদের থেকে) গৃহীত অর্থ জিয্য়া খাতে ব্যয় করা হবে। অবশ্য এটা ঐ সমনের হুকুম যখন তারা যুদ্ধের বাইরে দূত মারফত অর্থ প্রেরণ করে। (কেননা এটা জিয্য়ারই সাদৃশ্য) পক্ষান্তরে যদি যুদ্ধের সন্ধানে হয় তাহলে তা গনীমতের মাল হিসাবে বিবেচিত হবে। তার পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখে অবশিষ্ট মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা হবে (হিদায়া)।

মুসলমানদের কোন দল যদি শাসকের অনুমতি ছাড়াই তাদের সাথে সন্ধি করে তাহলে উক্ত সন্ধি জাইয গণ্য হবে। এবং তা সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে সন্ধি স্থাপন করা হয়েছে বলে গণ্য হবে (কাজেই এ সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার কারো নেই)। কারণ এটা হলো নিরাপত্তা প্রদান। আর এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, একজনের নিরাপত্তা প্রদান গোটা জামাআত ভিত্তিক নিরাপত্তা প্রদানেরই অনুরূপ (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি আহলে হারবের (যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায়) সাথে এক হাজার দিনারের উপর এক বছরের জন্য সন্ধি করে তাহলে তার এ সন্ধি জাইয হবে। শাসক যদি উক্ত সন্ধি সম্পর্কে অবগত না থাকে। এমতাবস্থায় সন্ধিকালের একবছর অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে তাদের থেকে উক্ত মাল নিয়ে নিবে এবং তা বায়তুল মালে জমা রাখবে। আর যদি একবছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই এ সন্ধি সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে শাসক বিষয়টি (গভীরভাবে) যাচাই করবেন। যদি উক্ত সন্ধি কার্যকর হলে মুসলমানদের কল্যাণ থাকে তাহলে তা বহাল রেখে তাদের থেকে মাল নিয়ে নেবেন। আর যদি তা রহিত করায় কল্যাণ থাকে তবে তাদের মাল ফেরত দিবেন এবং সন্ধি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তাদের সাথে লড়াই করবে। উল্লেখ্য, যদি সন্ধিকালের অধবর্ষ অতিবাহিত হওয়ার পর জানতে পান তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সম্পূর্ণ মালই তাদের ফেরত দিবেন (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

৩. মাসআলা ঃ মুসলমান যদি আহলে হার্বদের বলে, আমরা এক হাজার দিনারের বিনিময়ে এক বছরের জন্য তোমাদের সাথে সন্ধি করলাম। এরপর সন্ধি বছরের কিছু সময় অতিবাহিত হয় বাকি কিছু সময় বাকি থাকে এমতাবস্থায় শাসক উক্ত সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে দিল

১. কেননা সন্ধি যখন অর্থ ছাড়া জাইয তাহলে অর্থের বিনিময়েও জাইয হবে।

তাহলে শাসক অতিবাহিত সময় অনুযায়ী মাল নিয়ে নেবেন আর অবশিষ্ট সময় হিসাবে বাকি মাল ফেরত দিবে না[১] (মুহীত)। পক্ষান্তরে আহলে হারবদের সাথে প্রতি বছরের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম করে মোট তিন বছরের জন্য সন্ধি করে এবং সম্পূর্ণ মাল (তিন হাজার দিরহাম) নিয়ে নেয়। এরপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর শাসক উক্ত সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ মাল অর্থাৎ (দুই হাজার দিরহাম) তাদেরকে ফেরত দিবেন। কারণ বিভিন্ন বছর ভিত্তিক নাম করণের ফলে তা বিভিন্ন চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।[২] অবশ্য প্রথম সূরতটি[৩] এর ব্যতিক্রম (শাসক সে অবস্থায় সম্পূর্ণ মালই ফেরত দিবেন) কারণ সেখানে অর্থের বিনিময়ে একই চুক্তিতে এক বছরের জন্য সন্ধি স্থাপন হয়েছে। আর মালের কথাটা শর্তের জন্য ব্যবহৃত শব্দ على (উপর শর্তে) এর সঙ্গে যুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

উল্লেখ্য যে, দশ বছরেরও বেশী সময়ের সন্ধি করা জাইয। তবে শর্ত হলো শাসকের দৃষ্টিতে এতে মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণ পরিলক্ষিত থাকতে হবে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

৪. মাসআলা ঃ শত্রুবাহিনী যদি মুসলমানদের অবরোধ করে এবং মুসলমানগণ নিজ পক্ষ হতে তাদেরকে অর্থ পরিশোধ করার শর্তে সন্ধি দাবী করে তাহলে শাসক তা করবে না।[৪] তবে ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকলে সন্ধি করতে পারবে।[৫] (হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ হরবীবা যদি মুসলিম শাসকের নিকট এ মর্মে সাময়িক সন্ধির আবেদন করে যে, আমরা প্রতি বছর নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে থাকবো, তবে শর্ত এই যে, আমাদের উপর ইসলামী আহকাম জারী হবে না। এক্ষেত্রে কোন কল্যাণ থাকলে ইমাম তাদের আবেদন কবূল করতে পারেন নতুবা নয়। কাজেই যদি বিষয়টি মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হয় এবং এ শর্তের সাথে সন্ধি করা হয়ে থাকে যে, প্রতি বছর তারা মুসলমানদেরকে একশ' জন (মানুষ) দিবে তাহলে এর দু'টি দিক হতে পারে হয়ত তাদের উক্ত সন্ধি অনির্দিষ্ট একশ' জনের উপর হবে কিংবা নির্দিষ্ট একশ' জনের উপর হবে। অতএব যদি অনির্দিষ্ট একশত জনের একশ' জন স্বয়ং তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে হয় তাহলে এ সন্ধি জাইয হবে না। তবে শর্তকৃত একশ' জন যদি তাদের গোলামদের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে তা জাইয হবে।

পক্ষান্তরে যদি সন্ধিটি তারা নিজেদের এবং তাদের সন্তান সন্ততির মধ্যেই নির্দিষ্ট একশ' জনের উপর সন্ধি হয় যেমন বছরের শুরুতে বলল, তোমরা আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান কর এ

১. অর্থাৎ অর্ধেক বছর অতিক্রান্ত হলে অর্ধেক মাল পাঁচশ' দিনার রাখবে আর বাকি পাঁচশ' ফেরত দিবে। এমনিভাবে এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হলে এক-তৃতীয়াংশ রেখে বাকি দুই-তৃতীয়াংশ ফেরত দেবে।

২. অর্থাৎ প্রতি বছরের বিনিময়ে এক হাজার দিরহাম করে উল্লেখ করার কারণে তিন বছর কালীন সন্ধিটি পৃথক তিনটি চুক্তিতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এক বছর পূর্ণ হওয়ার মানে একটি চুক্তি সম্পন্ন হওয়া। অতএব বাকি দুই-তৃতীয়াংশের বিনিময়ে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দুই হাজার দিরহাম ফেরত দিবে।

৩. অর্থাৎ কোন মুসলমান যদি আহলে হারবদের সাথে এক হাজার দীনারের উপর এক বছরের জন্য সন্ধিকরে এরপর শাসক জানতে পেরে তা প্রত্যাখ্যান করে।

৪. কেননা এটা হলো মুক্তিপণ প্রদান এবং মুসলিম উম্মাহকে লাঞ্ছিত ও হেয় করণের নামান্তর।

৫. কারণ সাধ্যে যে কোন গতি ও উপায়ে ধ্বংস রোধ করে জীবন বাঁচানো অপরিহার্য।

ভিত্তিতে যে, এরা একশ' জন তোমাদের এবং আমরা তোমাদের সাথে আগামী তিন বছরের জন্য সন্ধি করছি এ শর্তে যে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের একশ' দাস প্রদান করব তাহলে তা জাইয হবে (মুহীত)।

আর যদি তারা সন্ধির মধ্যে এ শর্তারোপ করে যে, তাদের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে আসবে আমরা যেন তাকে তাদের নিকট ফেরত দেই। তাহলে উক্ত সন্ধি জাইয বটে তবে শর্তটি বাতিল হবে। কাজেই উক্ত শর্ত পূরণ করা ওয়াজিব নয় (কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ সন্ধির পর শাসক যদি দেখেন যে, সন্ধি প্রত্যাখ্যান উত্তম তাহলে সন্ধি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিয়ে লড়াই করবেন। উল্লেখ্য পদ্ধতিতে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে সে পদ্ধতিতেই তা প্রত্যাহার করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যদি ব্যাপক ঘোষণার মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং সকলকে তা অবহিত করা হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যাহারও সেভাবে (ব্যাপক প্রচার ও ঘোষণার মাধ্যমে) হতে হবে আর যদি ব্যাপক ও সমভাবে প্রচারের মাধ্যমে নিরাপত্তা প্রদান না করা হয়ে থাকে উদাহরণ স্বরূপ।

মুসলমানদের কেউ তাদেরকে গোপনে নিরাপত্তা প্রদান করল। এক্ষেত্রে সন্ধি চুক্তি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তাদের সাথে কিছু সময়ের জন্য লড়াই বন্ধ রাখবে, যে সময়ের মধ্যে তাদের বাদশাহ স্বদেশের সকল প্রান্তে প্রত্যাখ্যানের খবরটি পৌছিয়ে দিতে সক্ষম।[১]

নিরাপত্তা প্রদানের পর আহলে হারবরা যদি নিজেদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় এবং মুসলমান সৈন্যদের মাঝে বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে কিংবা নিরাপত্তা পাওয়া হেতু নিজেদের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে তাহলে এক্ষেত্রেও (সন্ধি চুক্তি প্রত্যাখ্যানের পর) তাদের ততটুকু সময় দিতে হবে যে সময়ের মধ্যে তারা নিজ নিজ আশ্রয়াস্থলে ফিরে যেতে পারে এবং নিজেদের দুর্গ পূর্বের ন্যায় নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। যেমন মুসলমানগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরার খারাপ অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে। অবশ্য উপরোক্ত হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মুসলমান শাসক তাদের সাথে একটি সময়ের জন্য সন্ধি স্থাপন করে থাকে এবং উক্ত সময় শেষ না হতেই তা প্রত্যাখ্যান করেন।

আর যদি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে সময় অতিবাহিত হওয়া মাত্রই উক্ত সন্ধি আপনিতেই ভঙ্গ হয়ে যাবে অতএব তা ভঙ্গ করে তাদেরকে এ সংবাদ জানানোর প্রয়োজন নেই (তাবয়ীন)।

৭. মাসআলা ঃ সন্ধির মেয়াদে মুসলমানদের জন্য তাদের উপর এবং তাদের শহরের আশে পাশে হামলা করা অনুচিত হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

যদি তারাই বিশ্বাস ভঙ্গ করে বসে এবং তা তাদের মূল নেতৃত্বের সম্মতিক্রমে হয়, তাহলে শাসক সন্ধি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা ছাড়াই লড়াই শুরু করবেন[২] (হিদায়া)।

১. অর্থাৎ তাদেরকে ততোটুকু সময় সুযোগ দিতে হবে যার মধ্যে তাদের দেশের সকল প্রান্তে সন্ধি বাতিলের সংবাদ পৌছান যেতে পারে। এরপর তাদের বাদশাহ উক্ত সময়ের মধ্যে সংবাদ পৌছাক বা না পৌছাক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কাজেই তৎপরিমাণ সময় অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র তাদের সাথে লড়াই করা যাবে।

২. কারণ তারাই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। মুসলমানদের যা ভঙ্গ করার প্রয়োজন নেই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পক্ষান্তরে যদি দারুল হারব থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন কোন দল দারুল ইসলামে এসে রাহাজানি করে এবং তাদের পর্যাপ্ত শক্তিবল না থাকে তাহলে এটাকে চুক্তিভঙ্গ বলে ধরা হবে না। আর যদি হানাদার দলটির পর্যাপ্ত শক্তিবল থাকে কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের এবং জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া হামলা করে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সাধারণ নাগরিকদের সাথে সন্ধি বহাল থাকবে। হানাদরদের সঙ্গে না, কাজেই এদেরকে কতল করা এবং গোলাম বানানোর মধ্যে কোন দোষ নেই। আর যদি দস্যুদল তাদের রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতিক্রমে বের হয়ে এসে থাকে তাহলে এটা তাদের সকলের পক্ষ থেকে সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করারই নামান্তর (ফাতাওয়া কারখী)।

৮. **মাসআলা ঃ** যদি মুসলমান এবং হারবীদের মাঝে সন্ধি বিদ্যমান থাকে এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে একজন হারবী অন্য হারবীদের দেশে প্রবেশ করে যাদের সাথে মুসলমানদের কোন সন্ধি নেই। এরপর মুসলমানগণ ঐ দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করল এবং ঐ হারবী ব্যক্তিকে পাকড়াও করে নিল তাহলে সে নিরাপত্তাধীন সাব্যস্ত হবে। অতএব তার উপর এবং তার ধন-সম্পদ, পরিবারবর্গ এবং গোলাম বাঁদী কারো উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

৯. **মাসআলা ঃ** যে সকল কাফিরদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি বিদ্যমান রয়েছে তারা যেখানেই অবস্থান নিক বা যে দেশেই প্রবেশ করুক সর্বাবস্থায় তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাধীন থাকবে।

মুসলমানরা যদি কোন দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেখানে হারবীরা বসবাস করে কিন্তু তাদের সাথে মুসল।মানদের সন্ধি চুক্তি নেই তারপর তারা ঐ দেশ থেকে এমন এক ব্যক্তিকে বন্দি করে আনল যে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদেরই একজন কিন্তু সে ঐ দেশেরই কোন হারবীর গোলাম যার বিরুদ্ধে মুসলমানগণ লড়াই করেছিল তাহলে এক্ষেত্রে সে নিরাপত্তাধীন হবে না বরং মুসলমানদের মালে গনীমতে পরিণত হবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১০. **মাসআলা ঃ** যিম্মীরা যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তাহলে তাদের হুকুম সন্ধি চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের অনুরূপ হবে। তাদের থেকে মাল নিয়ে নেওয়া জাইয কেননা জিয্য়া আদায়ের মাধ্যমে তাদেরকে স্থান দেওয়া জাইয রয়েছে (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

১১. **মাসআলা ঃ** যে সমস্ত মুরতাদদের যদি আধিপাত্য বিস্তার করে ফেলে এবং তাদের দেশটি দারুল হারবে পরিণত হয়ে যায় তাহলে অনিষ্টের আশঙ্কার ক্ষেত্রে তাদের থেকে অর্থ গ্রহণ ছাড়াই সন্ধি স্থাপন করা জাইয। তবে শর্ত হলো এতে মুসলমানদের পক্ষে কল্যাণ থাকতে হবে। অবশ্য যদি তাদের সাথে মালের বিনিময় সন্ধি স্থাপন করা হয় তাহলে পরবর্তীতে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর উক্ত মাল তাদের ফেরত দেয়া হবে না। কারণ তাদের মাল মুসলমানদের নিকট গনীমত হিসাবে গণ্য। পক্ষান্তরে যদি একদল বিদ্রোহী মুসলমান থেকে মাল নিয়ে থাকে তারপর (তারা যুদ্ধে পরাজিত হলো কিংবা) লড়াই শেষ হওয়ার পর আনুগত্য স্বীকার করলে তাদের মাল তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। কেননা (এরা মুসলমান, মুসলমানদের মাল গনীমতে রূপান্তরিত হয় না। তবে লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাল ফেরত দেয়া যাবে না কারণ তখন এটা ইসলামদ্রোহীতার পক্ষে মদদ যোগানোর আওতাভুক্ত হবে। ফলে মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে (নাহরুল ফাইক ও ফাতহুল কাদীর)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. **মাসআলা ঃ** আরবের মূর্তিপূজকদের সাথে সন্ধি স্থাপন করার ক্ষেত্রে মুরতাদদের অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য কেননা তাদের থেকে মুরতাদের মত ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য নয়, হয়তা তারা ইসলাম কবূল করবে নতুবা তলোয়ারই তাদের ফায়সালা করবে।

১৩. **মাসআলা ঃ** মুসলমান সেনাপ্রধান কিংবা মুসলমান কমান্ডারদের মধ্যে কোন কমান্ডারের জন্য যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে হাদিয়া গ্রহণ করে তা নিজের জন্য নির্দিষ্ট করা মাকরূহ। বরং উক্ত হাদিয়াকে মুসলমানদের মালে গনীমতের পর্যায়ভুক্ত করবে।

১৪. **মাসআলা ঃ** যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায়ের নিকট মুসলমানদের কোন রকমের যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া বিক্রি করা মাকরূহ। তাদের সাথে সন্ধি চুক্তি থাকুক বা না থাকুক তদ্রূপ যুদ্ধাস্ত্র তৈরির উপাদানও তাদের নিকট বিক্রয় বা সরবরাহ করা মাকরূহ। অবশ্য এসব জিনিস যিম্মীদের নিকট সরবরাহ বা বিক্রি করা মাকরূহ নয় (ইখতিয়ারঃ শরহুল মুখতার)।

১৫. **মাসআলা ঃ** কোন হারবী যদি দারুল ইসলামে তলোয়ার নিয়ে প্রবেশ করে এবং তার বিনিময়ে একটি কামান অথবা বল্লম কিংবা ঢাল ক্রয় করে তবে তাকে তা সহ দারুল ইসলাম থেকে যেতে দেয়া হবে না (মাবসূত)। আর যদি উক্ত তলোয়ারটি বিক্রি করে তা দিয়ে অন্য একটি তলোয়ার ক্রয় করে তাহলে তাকে (বাড়াবাড়ি প্রহরা দেওয়া হবে) দারুল ইসলাম থেকে মোটেই যেতে দেয়া হবে না (তাব্য়ীন)।

১৬. **মাসআলা ঃ** হারবী শাসক জিজিয়া আদায় ও যিম্মিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব পাঠায় আর শর্ত দেয় যে, শাসন চালানোর ক্ষেত্রে তার হত্যা, জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার থাকে তাহলে ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা জাইয নয়। সহীহ্ নয় (সুতরাং উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে) যদি উক্ত বাদশাহর একটি ভূখণ্ড থাকে যেখানে তারই রাজ্যের এক দল লোক বসবাস করে। তারা সকলেই তার দাস সে তাদের যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে থাকে আর ঐ ভূখণ্ডতে অবস্থানরত লোকেরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে তাদেরই যিম্মীতে পরিণত হলো তাহলে এরূপ অবস্থায়ও তারা সকলে সে বাদশাহর দাস হিসাবেই বহাল থাকবে। অতএব সে ইচ্ছা করলে (কৃত সন্ধি চুক্তির পরও) তাদেরকে বিক্রি করতে পারবে (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি সে সমস্ত দাসদের উপর তাদের শত্রুরা বিজয়ী হয়ে তাদেরকে বন্দী করে ফেলে, এরপর মুসলমান বাহিনী শত্রুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করল তাহলে এ সমস্ত দাসকে ঐ বাদশাহর নিকট বিনামূল্যে ফেরত দেওয়া হবে। তবে এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি গনীমতের মাল বণ্টন না করা হয়ে থাকে তবে যদি বণ্টন করা হয়ে থাকে তাহলে যিম্মীদের অন্যান্য মালের ন্যায় এদেরকেও বিনিময় হিসাবে গ্রহণ পূর্বক ফেরত দেওয়া হবে।

তবে যদি হারবী বাদশাহসহ তার মালিকানাভুক্ত ভূমির বাসিন্দারা মুসলমান হয়ে যায় কিংবা শুধু এ ভূমির নিবাসীরা মুসলমান হয় তাহলে তারা এ অবস্থাতেও পূর্বের ন্যায় তারই দাস হিসাবে গণ্য হবে (মাবসূত)।

অনুচ্ছেদ ঃ নিরাপত্তা প্রদান

১. **মাসআলা ঃ** কোন স্বাধীন মুসলিম নর বা নারী যদি কোন কাফিরকে কিংবা কোন দলকে কিংবা কোন দুর্গে অবস্থানকারীদের কিংবা কোন শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তাদের নিরাপত্তা দান বৈধ হবে। তখন মুসলমানদের কারো পক্ষেই তাদের বিরুদ্ধে

লড়াই করার অধিকার থাকবে না। তবে যদি তাতে মুসলমানের অনিষ্ট হলে (শাসকের পক্ষ হতে) তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। যেমন কল্যাণ বিবেচনা করলে স্বয়ং শাসক নিজের প্রদত্ত নিরাপত্তা ফরমান প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। আর শাসক যদি কোন দুর্গ অবরোধ করেন আর তার বাহিনীর কোন একজন নিরাপত্তা প্রদান করে অথচ তাতে অনিষ্ট রয়েছে তাহলে শাসক ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত নিরাপত্তা বাতিল করবেন এবং (সে নিজের মতে আগে বাড়ার কারণে) তাকে শাসন করবেন (হিদায়া)।

২. মাসআলা ঃ যিম্মী ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদান (বৈধ নয় বরং তা) বাতিল গণ্য হবে যদি সৈন্য দলের প্রধান কাফিরদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তাকে আদেশ করে তাহলে তার নিরাপত্তা বৈধ হবে (তাবয়ীন)।

মুকাতাব গোলামের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ। দারুল হারবে ব্যবসায়রত মুসলমান ও কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমান এবং যে ব্যক্তি দারুল হারবে মুসলমান হয়ে সেখানেই অবস্থান করছে তাদের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয় (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৩. মাসআলা ঃ গোলাম যদি নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে দেখতে হবে সে যদি তার মনিবের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হয় তবে কোন মত পার্থক্য ছাড়াই উক্ত গোলামের নিরাপত্তা প্রদান বৈধ গণ্য হবে। আর যদি সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার নিরাপত্তা প্রদান সহীহ্ হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী সহীহ্ হবে। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সঠিক অভিমতটি কি তা স্পষ্ট নয়। আমাদের মাশায়েখদের অনেকে বলেছেন লড়াইর জন্য বাধাপ্রাপ্ত গোলামের বেলায় উল্লিখিত মতভেদ তখন প্রযোজ্য যদি ব্যাপকভাবে যুদ্ধের জন্য আহবান না করা হয়। কাজেই যদি ব্যাপকভাবে[১] আহবান করা হয় তবে তার প্রদত্ত নিরাপত্তা সহীহ্ হবে। তাদের অনেকে বলেছেন না বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপরোক্ত মতভেদ বিদ্যমান (মুহীত)।

দাসীর ক্ষেত্রে ঐ ব্যাখ্যাই দেওয়া হবে যা দাসের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ দাসী যদি তার মনিবের অনুমতিক্রমে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে তাহলে তার নিরাপত্তা দান সহীহ্ হবে আর যদি লড়াইয়ে অংশগ্রহণ না করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী সহীহ্ হবে না (যখীরা)।

৪. মাসআলা ঃ বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী নয় এমন বালক যদি কাকেও নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তা বৈধ নয়। উন্মাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন। আর যদি সে ইসলাম ও তার গুণাবলী সম্পর্কে অবগত হয়, অথচ সে লড়াই থেকে নিষেধকৃত, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয় পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, বৈধ আর যুদ্ধে অনুমতিপ্রাপ্ত হলে বিশুদ্ধতম মত হলো, আমাদের সকল ইমামদের সম্মতিক্রমে তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে (ফাতহুল কাদীর)। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি যার ইসলাম সম্পর্কে ধারণা আছে এবং সে ইসলামের গুণাবলীর বিবরণ দিতে পারে সে বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন বালকের পর্যায়ভুক্ত (তাব্য়ীন)। বালক যদি প্রাপ্তবয়স্ক তথা বালিগ হয় কিন্তু সে ইসলাম বুঝে না এবং এ সম্পর্কে

১. কারণ ব্যাপক আহবানের ক্ষেত্রে যুদ্ধ ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তখন প্রত্যেকের উপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরয এমনকি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং দাস মনিবের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়বে। তখন নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার সাব্যস্ত হয়। দাস ও স্বাধীন।

কোন বিবরণও দিতে পারে না। তবে সে জীবিকা নির্বাহের বিষয়াদি বুঝে তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ নয়। কারণ সে মুরতাদ ব্যক্তির পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য বালিকার ক্ষেত্রে স্বাধীন হোক চাই দাসী তাতে কোন পার্থক্য হবে না (মুহীত)।

৫. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি এক দল মুশরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করে। এরপর মুসলমানদের কোন দল (নিরাপত্তা প্রদানের বিষয় না জেনে)। অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করে এবং নারী ও সম্পদ লুণ্ঠন ও বণ্টন করে নেয় এবং ঐ নারী গর্ভ থেকে তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়, এরপর তারা নিরাপত্তা প্রদানের বিষয় সম্পর্কে অবগত হয় তাহলে এক্ষেত্রে হত্যাকরীদের উপর হত্যাকৃত ব্যক্তিদের দিয়্যত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর নারীদের এবং অন্যান্য মালামাল মালিকের নিকট পৌছে দিতে হবে। যেহেতু তারা মহিলাদের সাথে সহবাস করেছে সেহেতু তারা তাদের মোহরের জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর সন্তানরা বিনামূল্যে আযাদ বিবেচিত হবে এবং তারা তাদের পিতাদের অনুবর্তী হয়ে মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণে তাদেরকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন পন্থা নেই। উল্লেখ্য যে, মহিলাদেরকে তিন ঋতুস্রাব অতিবাহিত হওয়ার পরে পাঠানো হবে। তবে ইদ্দত পালনকালে তাদেরকে একজন ন্যায়-পরায়ণের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে সে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বৃদ্ধ মহিলা হতে হবে পুরুষ নয় (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মুসলমানরা যদি হারবীদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা দেয় তাহলে তারা সকলেই নিরাপত্তাধীন হয়ে যাবে, তবে শর্ত হলো নিরাপত্তা প্রদানের ঘোষণা তাদের কানে পৌঁছতে হবে। চাই তারা নিরাপত্তা ঘোষণার ভাষা বুঝুক বা না বুঝুক। যেমন (রোমকদের উদ্দেশ্যে) আরবী ভাষায় ঘোষণা দেয়া হলো কিংবা যারা নিবতী নয় তাদের উদ্দেশ্যে নিবতী ভাষায় ঘোষণা দেয়া হল ইত্যাদি। আর যদি তারা নিরাপত্তার আওয়াজ শুনতে না পায় তবে তাদের জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং তাদেরকে হত্যা করা এবং বন্দী করা বৈধ হবে। আর যদি মুসলমানরা এমন জায়গা থেকে নিরাপত্তার ঘোষণা দেয় যে সাধারণত সেখান থেকে আওয়াজ শুনা যায়। কিন্তু বিভিন্ন আলামতের মাধ্যমে প্রত্যেক দিক থেকে জানা গেল যে, তারা নিরাপত্তার ঘোষণা শুনতে পায়নি উদাহরণ স্বরূপ ঃ তারা ঘুমন্ত ছিল অথবা যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত ছিল তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য যে, অবগত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য প্রবল ধারণামূলক জানা, সুনিশ্চিতভাবে জানা নয়। দলের সকলের নিরাপত্তা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রবণ করা অনাবশ্যক। বরং অধিকাংশের শ্রবণই যথেষ্ট। তা সকলের শ্রবণের পর্যায়ভুক্ত হবে।

৭. মাসআলা ঃ মুসলমান বা যদি কোন হারবীকে বলে ভয় পেয়োনা কিংবা তাকে বলল, তুমি নিরাপদ, কিংবা তাকে বলল, তোমার কোন ভয় নেই এসব বাক্য দ্বারা নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে। আর যদি বলে لَكَ أَمَانُ اللّٰه (অর্থাৎ তোমার জন্য আল্লাহ্র নিরাপত্তা) তাহলে তা নিরাপত্তা প্রদান বলে গণ্য হবে। অনুরূপ যদি বলে لَكَ عَهْدُ اللّٰه (তোমার জন্য আল্লাহ্র অঙ্গীকার) কিংবা বলল لَكَ ذِمَّةُ اللّٰه (তোমার জন্য আল্লাহ্র যিম্মা) কিংবা তাকে বলল এদিকে এসো এবং আল্লাহ্ তা'আলার কালামে পাক শ্রবণ কর অথবা তাকে বলল, আমরা তোমাকে মুক্তি দিলাম তবুও এসব ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা লাভ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. মাসআলা ঃ একটি দুর্গে অবরুদ্ধ হারবীদের একটি নির্দিষ্ট দলকে মুসলমান সেনাপ্রধান যদি এ কথা বলে যে, তোমরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসো। আমরা তোমাদের সাথে সন্ধি স্থাপন বিষয়ে পরামর্শ করব। আর তোমরা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কিংবা "তোমরা নিরাপত্তা প্রাপ্ত" কথাটা নাই বলল, তারপর তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো তাহলে তারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদেরকে বলে আমাদের নিকট এর থেকে বেশী কিছু না বলে এরপর তারা বেরিয়ে এলো তাহলে তারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বলে "আমাদের নিকট অবতরণ কর" তাহলে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে আমাদের দিকে বেরিয়ে এসো তারপর আমাদের সাথে বেচাকেনার লেনদেন করো তাহলে এটা নিরাপত্তা প্রদান বলে গণ্য হবে।

৯. মাসআলা ঃ যদি কাফিররা কোন দুর্গ কিংবা শক্তঘাঁটিতে থাকে এমতাবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি কাফিরদের একজনকে ইঙ্গিত করে বলল যে, তুমি আমাদের নিকট চলে আস কিংবা দুর্গবাসীকে ইঙ্গিত করে বলল যে তোমরা দুর্গের দরজা খুলে দাও এরপর তারা খুলে দিল কিংবা সে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল এর দ্বারা কাফিররা তাদের নিরাপত্তা প্রদান মনে করল। এরপর ঐ মুসলমান ব্যক্তি ইঙ্গিতপূর্বক যার আদেশ দিয়েছিল তারা তাই করল।

অবশ্য মুসলমান ব্যক্তি ঐ কাজটি মুসলমানদের এবং ঐ এলাকার কাফিরদের মাঝে 'নিরাপত্তা প্রদান' রূপেই পরিচিত, কিংবা এভাবে পরিচিত নয় সর্বাবস্থায় তা নিরাপত্তা বলে সাব্যস্ত হবে।

মুসলমান ব্যক্তি যদি দুশমনের দিকে এভাবে কোন ইশারা করে যাতে কাছে আসতে বলা বোঝা যায়, অথচ মুখে সে বলছে, নাগালে পেলে তোকে হত্যা করবো আর দুশমন কাছে চলে এলো, তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য, যদি কাফির ইঙ্গিত বুঝে এবং সে এটাকে নিরাপত্তা প্রদান বলে মনে করে, কিন্তু সে ইঙ্গিতকারীর কথা "যদি তুই আসিস তবে তোকে হত্যা করে ফেলব" না শুনে থাকে অথবা শুনেই ফেলল কিন্তু সে তা বুঝল না। সুতরাং যদি শুনতে পায় এবং তা বুঝে ফেলে তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে না।

এমনিভাবে মুসলমান যদি কাফিরকে বলে, তুই এদিকে আস যাতে আমি তোকে হত্যা করতে পারি, তো কাফির বাক্যের প্রথমাংশ শুনতে পেয়েছে এবং তা বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সে বাক্যের শেষাংশ শুনতে পায়নি কিংবা শুনেছে বটে কিন্তু তা বুঝতে পারেনি। এরপর সে চলে আসল এক্ষেত্রে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি বাক্যের শেষাংশ শুনে এবং তা বুঝে তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে না। এরূপভাবে মুসলমানরা যদি কাফিরকে বলে, চলে আস তুই যদি লড়াই করতে চাস, চলে আস তুই যদি পুরুষ হয়ে থাকিস, তখন কাফির উক্ত বাক্যের প্রথমাংশ শুনে তা বুঝে ফেলল কিন্তু বাক্যের শেষাংশ শুনতে পায়নি কিংবা শেষাংশ শুনেছে তবে তা বুঝেনি এরপর কাফির মুসলমানের নিকট চলে আসল তাহলে সে নিরাপত্তাধীন হবে। আর যদি বাক্যের শুরু অংশ ও শেষাংশ শুনে নিল ও তা বুঝল এরপর চলে আসে তাহলে সে নিরাপত্তাধীন হবে না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি কাফিরকে বলে, তুই আমার কাছে আয় এবং দেখ আমি তোর সাথে কি করি (যখীরাহ ও মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ একদল কাফির মুসলমানদের বলল আমাদেরকে আমাদের বংশসহ নিরাপত্তা দাও এবং সেভাবে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো তাহলে তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা এবং অব্যাহতভাবে পরবর্তী বংশধর সকলে প্রদত্ত নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এক্ষেত্রে শুধু পুত্র সন্তানদের বংশ অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যা সন্তানের বংশ শামিল হবে না (সিয়ারে কাবীর ঃ যহীরিয়্যাহ)।

আর যদি বলে আমাকে আমার সন্তান-সন্ততিসহ নিরাপত্তা দাও এবং সেভাবে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হলো তাহলে সে এবং তার ঔরসের সন্তান-সন্ততি এবং পুত্র সন্তানের সকলেই এই নিরাপত্তায় শামিল হবে। কিন্তু কন্যা সন্তানের সন্তানরা অন্তর্ভুক্ত হবেনা। তবে যদি বলে আমাকে এ শর্তের সাথে আমান দাও যে আমার সন্তানদের সন্তানরাও এতে শামিল হবে। শায়খুল ইসলাম এবং কাজি ইমাম রুকনুল ইসলাম আলী আস্ সাগ্দী বলেন যে উপরোক্ত মাসআলায় দুই ধরণের বর্ণনা রয়েছে। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন যে, এক বর্ণনা অনুযায়ী উল্লিখিত সূরতে কন্যাদের সন্তানরাও এতে শামিল হবে।

১১. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমাকে আমান দাও তবে শর্ত হলো আমার পিতারাও এতে শামিল হবে। আর তার পিতা-মাতা দু'জনেই রয়েছে তাহলে তারা উভয় উক্ত আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার পিতা-মাতা কেউই না থাকে, অবশ্য তার দাদা-দাদী রয়েছে তাহলে তারা আমান পাবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন যদি তাদের পরিভাষায় দাদাকেও পিতা বলা যেমন পুত্রের পুত্রকেও পুত্র বলা হয় তাহলে এক্ষেত্রে দাদা এবং পুত্রের পুত্র প্রদত্ত নিরাপত্তার শামিল হবে (মুহীত)।

১২. মাসআলা ঃ কোন কাফির যদি বলে তোমরা আমাদেরকে আমাদের পুত্রদেরসহ নিরাপত্তাদান কর। অথচ তাদের পুত্র এবং কন্যা রয়েছে তাহলে তাদের সকলেই আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তাদের পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু কন্যা সন্তান থাকে তাহলে তারা আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে না বরং সকলে গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি বলে আমাদেরকে আমাদের কন্যাদের ও বোনদেরসহ নিরাপত্তা দান কর তাহলে এক্ষেত্রে শুধু মহিলারা আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে পুরুষরা নয় (যহীরিয়্যাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি বলে আমাকে আমান দাও তবে শর্ত হলো আমার ভাইরা ও এতে শামিল থাকবে। অথচ তার ভাই ও বোন রয়েছে তবে এক্ষেত্রে সকলেই উক্ত আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার শুধু বোন থাকে কিন্তু তাদের সাথে কোন পুরুষ নেই তবে বোনেরা সকলেই উক্ত আমানের অন্তর্ভুক্ত হবে (মুহীত)। আর যদি বলে আমাদের নিরাপত্তা প্রদান কর তবে শর্ত হলো আমাদের ছেলেরাও এতে শামিল থাকবে। আর তাদের ছেলেরা ও ছেলেদের ছেলেরাও রয়েছে তবে উভয় গ্রুপ নিরাপত্তায় শামিল হবে। আর যদি তাদের ছেলেরা না থাকে তবে ছেলেদের ছেলেরা থাকে তাহলে তারাও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি বলে আমাদের নিরাপত্তা প্রদান কর এ শর্তের সাথে যে আমাদের পিতারাও এতে শামিল থাকবে অথচ তাদের পিতারা নেই বরং তাদের দাদারা রয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে দাদারা নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। অনুরূপ যদি বলে আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান কর তবে শর্ত হলো আমাদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাতারাও এতে শামিল থাকবে। অথচ তাদের মাতারা নেই তবে তাদের দাদীরা রয়েছে তাহলে দাদীরা প্রদত্ত নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কাফির যদি বলে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা প্রদান কর তবে শর্ত হলো আমার গোলামরাও এতে শামিল থাকবে অথচ তার শুধু কিছু সংখ্যক বাঁদী রয়েছে। তার কোন গোলামই নেই। তবে ঐ কাফিরসহ তার বাঁদীরা সকলেই সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে (যহীরিয়্যাহ)।

১৪. মাসআলা ঃ দুর্গবাসীদের কেউ বলল, তোমরা আমাকে আমান দাও তবে শর্ত হলো আমার সামানপত্রও এতে শামিল থাকবে। এরপর তারা তাকে আমান দিল তবে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হবে এবং তার সামানপত্র নিরাপদ থাকবে। উল্লেখ্য যে, দিরহাম দিনার (টাকা-পয়সা) স্বর্ণ, রূপা, অলংকার, মণিমুক্তা, ঘোড়া-গাধা, খচ্চর, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি সামানের অন্তর্ভূক্ত নয়। এছাড়া বাকি অন্যান্য জিনিস যেমন কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্রসহ ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র সামানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটাই সূক্ষ্ম কিয়াস (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কাফির যদি বলে আমাকে দশজনসহ নিরাপত্তা প্রদান কর তাহলে তাকে ছাড়া আরো দশজন হবে তবে দশজনকে নির্দিষ্ট করার ইখতিয়ার শাসকের হবে। আর যদি বলে আমার দশজন কিংবা আমার দুর্গের দশজন তাহলে এক্ষেত্রে সে এবং সে ছাড়া নয়জন নিরাপত্তা পাবে। আর যদি বলে তোমরা আমাকে আমার দশজন ভাইসহ কিংবা আমার দশজন সন্তানসহ তাহলে সে এবং দশভাই বা দশ সন্তান অন্তভুক্ত হবে। আর যদি বলে আমার দশ ভাইদের নিরাপত্তা দাও যাদের মধ্যে আমিও আছি। কিংবা বলল, আমার দশজন সন্তানদের যাদের মধ্যে আমিও আছি তাহলে এক্ষেত্রে সে ব্যতীত আরো দশজন নিরাপত্তাধীন হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে আমার পরিবারের দশজনকে যাদের মধ্যে আমিও আছি কিংবা বলল, আমার দুর্গবাসীদের দশজনকে যাদের মধ্যে আমিও আছি তাহলে এক্ষেত্রে সে সহ মোট দশজন নিরাপত্তা পাবে।

যদি বলে আমার মাওয়ালীদের[১] মধ্যে আমাকেও নিরাপত্তা দাও অথচ কিছু তার মাওয়ালী এমন রয়েছে যারা তাকে আযাদ করেছে আর কিছু মাওয়ালী এমন আছে যাদেরকে সে আযাদ করেছে তাহলে উভয় পক্ষ নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং যে কোন এক পক্ষ হবে। নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী যে পক্ষের নিয়্যত করবে সেই নিরাপত্তাধীন হবে। যদি বলে আমি নির্দিষ্ট করে কারো নিয়্যত করেনি তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তাদের সকলেই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

১৬. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ যদি কোন দুর্গ অবরোধ করে ফেলে। এরপর দুর্গপ্রধান দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলল, তোমরা দুগবাসীদের দশজনসহ আমাকে এ শর্তের উপর নিরাপত্তা প্রদান কর যে, আমি তোমাদের জন্য দুর্গ খুলে দিব। তখন মুসলমানরা বলল মেনে নিলাম। তোমার জন্য তাই করা হবে। তারপর সে দুর্গ খুলে দিল তাহলে সে এবং তার সাথে আরো দশজন নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে। তবে বাকি দশজন নির্বাচন

১. মাওয়ালী– মাওলার বহুবচন। এটা দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়– ১. আযাদকারী, ২. ঐ গোলাম বাঁদী যাকে আযাদ করা হয়েছে।

করার অধিকার দুর্গপ্রধানের হবে। আর যদি বলে আমার দুর্গবাসীরাসহ আমার জন্য নিরাপত্তার চুক্তি করে এ শর্তের সাথে যে তোমরা দুর্গতে প্রবেশ করবে এবং তাতে নামায আদায় করবে অতএব মুসলমানরা এ শর্তের উপর তার নিরাপত্তার চুক্তি করল তাহলে সে সহ দুর্গবাসীরা নিরাপত্তাধীন হয়ে যাবে। মুসলমানদের জন্য ঐ দুর্গ থেকে কম বেশী কোন সামানপত্র ও ধন-সম্পদ নেওয়ার অধিকার থাকবে না (খিয়ানাতুল মুফতীন)।

১৭. মাসআলা ঃ যদি আহলে হারবদের কেউ মুসলমানদের নিকট নিরাপত্তা চায় এবং তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। এরপর সে তার সাথে একজন মহিলাকে নিয়ে আসল এবং বলল এটি আমার স্ত্রী। আর নিজের সাথে কিছু সংখ্যক ছোট ছোট বালক নিয়ে এসেছে তাদের সম্পর্কে বলে যে, এসব আমার সন্তান অথচ নিরাপত্তা চাওয়ার সময় তাদের কথা উল্লেখ করেনি। বরং সে শুধু বলেছে, তোমরা আমাকে নিরাপত্তা প্রদান কর যাতে আমি তোমাদের নিকট আসতে পারি অথবা দারুল ইসলামে আসতে পারি অথবা দারুল হারবে অবস্থানরত তোমাদের সৈন্য দলে আসতে পারি তাহলে কিয়াসের আলোকে সে ছাড়া বাকি সকলেই গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে কিন্তু এটা দেখতে দৃষ্টিকটু সুতরাং সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার নিরাপত্তার সাথে তাদেরকেও নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এমনিভাবে যদি তার সাথে অনেক বন্দীকৃত নারী-পুরুষ থাকে সে তাদের সম্পর্কে বলে যে এরা আমার গোলাম বাঁদী আর তারা তাকে এ বিষয়ে সত্যায়িত করল কিংবা তারা ছোট হওয়ার কারণে নিজের সম্পর্কে কোন কিছু ব্যক্ত করতে পারে না বিধায় এ বিষয়ে তাদের সত্যায়নের কোন প্রযোজন পড়েনি। মোটকথা এখানেও উপরোক্ত কিয়াস ও ইসতিহ্সান অনুযায়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সত্যায়িত করা হবে আর কিয়াসের দাবী হলো যে সে ছাড়া বাকি সকলেই গণীমতের মালে পরিণত হবে। অনুরূপ যে সমস্ত বাহন জন্তু ও যে সকল শ্রমিকদেরকে সে তার সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তাদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে। আর যদি তার সাথে কিছু সংখ্যক পুরুষ থাকে যাদের সম্পর্কে সে বলে যে এরা আমার সন্তান এমনকি তারা তাকে এ বিষয়ে সত্যায়িত করল তবে তারা কিয়াস এবং ইসতিহ্সান উভয় দিক থেকে গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তার সাথে ছোট ছোট বালক থাকে যারা নিজেদের পরিচয় বলতে পারে, আর সে তাদেরকে সন্তান বলে পরিচয় দিল আর তারা তা সত্যায়ন করলো কিয়াসের আলোকে এরা গণীমতের মাল হবে, তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে গনীমতের মাল হবে না। পক্ষান্তরে বালকরা যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তারা মুসলমানদের গনীমতের মাল হিসাবেই গণ্য হবে। আর যদি তার সাথে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলারা থাকে তাদের সম্পর্কে সে বলল, এসব আমার কন্যা আর তারা তাকে এ বিষয়ে সত্যায়িত করল তাহলে কিয়াসের দাবী অনুযায়ী তারা গনীমতের মাল হবে আর সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তারা নিরাপত্তা প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

মোদ্দাকথা ঃ এ জাতীয় মাসাইলের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যে ব্যক্তি সাধারণত নিজের জন্য নিজেই নিরাপত্তা চেয়ে থাকে তাহলে সে নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের অনুগত হবে না। আর যে ব্যক্তি সাধারণতঃ নিজের জন্য নিজেই নিরাপত্তা চায় না তাহলে নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সে অন্যের অনুগত হতে পারবে। উক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোন কাফির যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিজের জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ করে তাহলে তার মা, দাদী, বোন, চাচী ও খালাসহ তার সকল নিকটতম (রাহ্‌ম সম্পর্কীয়) মহিলা আত্মীয়াবর্গ নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারই অনুবর্তী হবে। (এরা সাধারণত নিজেরা নিজেদের জন্য নিরাপত্তা চায় না) আর তার পিতা, দাদা এবং ভাই অন্যান্যরা (যারা সাধারণত নিজেরাই নিজেদের জন্য নিরাপত্তা নিয়ে থাকে) তারা ঐ কাফিরকে প্রদত্ত নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে নিরাপত্তা প্রার্থনাকারীর অনুগত হয়ে নিরাপত্তাধীন হয় তারই সাথে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, এরপর জানা গেল যে বিষয়টি ঠিক তেমন যেমন সে বলেছে (যে সে অনুগত সূত্রে নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের একজন) কিংবা নিরাপত্তা প্রার্থনাকারী তা দাবীর আকারে বলল, আর ঐ ব্যক্তি যে তার সাথে এসেছে সে তাকে সত্যায়িত করল (বলা ও দাবী) উভয় অবস্থায় একই হুকুম হবে অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তার অনুগত হয়ে নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে সে গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি প্রথমে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এরপর তাকে সত্যায়িত করে তবুও সে গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে আর যদি প্রথমে তাকে সত্যায়িত করে এরপর মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাতে ব্যাখ্যা রয়েছে, এক্ষেত্রে নিরাপত্তাকামী কাফিরের দাস-দাসী এবং তার ঐ সমস্ত ছোট ছোট সন্তান যারা নিজেদের ব্যক্তি পরিচয় দিতে সক্ষম তারা তার নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তার মজদুর এবং প্রাপ্তবয়স্কা সম্পন্ন মহিলা প্রথমে যেহেতু তাকে সত্যায়িত করেছে সেহেতু নিজ সত্তার দাস হওয়ার স্বীকারোক্তি করল না কেননা নিরাপত্তাকামী সে নিজেই তো তাদের দাস হওয়ার দাবী করেনি[১] সুতরাং তারা আযাদ বিবেচিত হবে।

এরপর তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অর্থ যেন নিজেদেরকে দাস বলে স্বীকার করা। আর কাফিরের স্বীকারোক্তি সহীহ্ বলে গণ্য হয়। অবরোধের মাসআলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি মুসলমানদের কাছে এ শর্তের উপর নিরাপত্তা চায় যে আমি মুসলমানদের নিকট এসে উপস্থিত হবো, তাহলে এক্ষেত্রে তার পরিহিত পোশাক, হাতিয়ার এবং তার সওয়ারী এবং তার সঙ্গের খরচের টাকা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী এসব কিছু নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া অন্য সবকিছু মালে গনীমত হবে।

উল্লেখ্য যে, তার হাতিয়ার এবং পোশাকের মধ্যে ঐ পরিমাণই নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে যা তার মত লোক সাধারণত ব্যবহার করতে পারে সুতরাং সে যদি কয়েকটা ধনুক বা কয়েকটা তলোয়ার বহন করে অথবা একাধিক জামা গায়ে দেয় বোমার মত করে পাগড়ী মাথায় বাঁধে তাহলে এগুলো তার হবে না (মুহীত)।

১৮. মাসআলা ঃ মুসলমান সেনাপ্রধান দুশমনদের দুর্গের সরদারের নিকট তার কোন প্রয়োজনে দূত পাঠাল। তার উক্ত দূত মুসলমান, যখন সে সংবাদ পৌছাল তখন বলল যে, মুসলমান সেনাপ্রধান আমার মাধ্যমে আপনার এবং আপনার রাষ্ট্রবাসীর জন্য নিরাপত্তার বার্তা প্রেরণ করেছেন। অতএব আপনি দরজা খুলুন কিংবা সে কারচুপির মাধ্যমে মুসলমান সেনাপ্রধানের নামে জাল করা একটি চিঠি দুর্গ প্রধানের হস্তান্তর করল। কিংবা সে মৌখিকভাবে জাল নিরাপত্তার বিবরণ দিল। অবশ্য বর্ণনার সময় কয়েকজন মুসলমানও উপস্থিত ছিল।

১. কারণ সে বলেছিল এরা আমার সন্তান। অথচ সন্তান কখনো দাস হতে পারে না।

এরপর দুর্গপ্রধান যখন দুর্গের দরজা খুলে দিল তখন মুসলমানরা তাতে প্রবেশ করে (তাদের মালামালে হস্তক্ষেপ করতে লাগল) এবং তাদেরকে বন্দী করতে শুরু করল। তখন দুর্গ প্রধান বলল যে, তোমাদের দূত আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌছেছে, যে সেনাপ্রধান আমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন এবং বর্ণনার সময় যে সকল মুসলমান উপস্থিত ছিল তারা একথার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করল তাহলে এ সকল দুর্গবাসী নিরাপত্তাধীন বিবেচিত হবে। কাজেই মুসলমানরা যা কিছু তাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে তা তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হবে। আর যদি ঘটনা এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি দুর্গ প্রধানের নিকট গিয়েছে সে বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান সেনাপ্রধানের দূত নয়, বরং সে নিজের পক্ষ থেকে একটি জাল চিঠি তৈরি করল যাতে তাদের নিরাপত্তা প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। সে নিজ উদ্যোগেই এ চিঠিটা দুর্গপ্রধানের কাছে নিয়ে গেল অথবা সে তাদেরকে তা মৌখিকভাবে বলল যে, আমি মুসলমান সেনাপ্রধানের বার্তাবাহক এবং মুসলমানদের দূত (এরপর তারা তাকে দরজা খুলে দিল) তাহলে এক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের মালে গনীমত হিসাবে গণ্য হবে[১] তবে ইমাম ইচ্ছা করলে তাদের কথা গ্রহণ করতে পারবে। (যহীরিয়্যাহ)।

১৯. মাসআলা ঃ মুসলিম অধিনায়কের দূত যদি অধিনায়কের প্রয়োজনীয় বার্তা পৌছে দেয়ার পর বলে যে, অমুক সেনানায়ক তোমাদের নিরাপত্তা প্রদান করেছে, আর এ সংবাদ দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন। আর মুসলমানগণ তোমাদেরকে সেনাপ্রধানের দরজা পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রদান করেছে। আর আমিও তোমাদের নিকট প্রবেশ করার পূর্বেই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম ও তার ঘোষণা দিয়েছিলাম। আর উপস্থিত মুসলমানগণ তার এ বক্তব্যের উপর সাক্ষী হলো, এক্ষেত্রে তার বক্তব্য যদি মিথ্যা হয় গনীমতের মালে হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি কোন মুসলমান ঐ দূতকে বিশেষ প্রয়োজনে পাঠায়, এরপর সে তার প্রয়োজন পুরো করে কাফিরদের বলল, আমার প্রেরক তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে তাহলে এ নিরাপত্তা প্রদান বাতিল হবে (মুহীত ঃ সারখ্‌সী)।

২০. মাসআলা ঃ শাসক অথবা মুসলমানদের উপর কেউ যদি যিম্মী ব্যক্তিকে কাফিরদের আমান দেওয়ার আদেশ দেয়, উদাহরণ স্বরূপঃ সে যিম্মীকে বলল যে, 'তুমি তাদেরকে আমান দাও' এরপর যিম্মী তাদেরকে বলল যে, আমি তোমাদের আমান দিলাম কিংবা বলল যে, অমুক ব্যক্তি তোমাদের আমান প্রদান করেছে উভয় সূরতে একই হুকুম হবে অর্থাৎ তারা নিরাপত্তা প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। আর যদি যিম্মীকে এরূপ বলে, তুমি বল যে, "অমুক ব্যক্তি তোমাদের আমান প্রদান করেছে," এরপর যিম্মী তাদেরকে বলল যে অমুক ব্যক্তি তোমাদেরকে আমান প্রদান করেছে তবে তারা সকলে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি সে বলে থাকে যে, আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলাম তাহলে তা বাতিল হবে। নিরাপত্তা সাব্যস্ত হবে না) (যহীরিয়্যাহ)।

২১. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ কাফিরদের কোন দুর্গ অবরোধ করে ফেলল তারপর মুসলমান সেনাপ্রধান দুর্গবাসীদের বলল, আমি যদি কখনো তোমাদের নিরাপত্তা দেই তাহলে

১. কারণ সে মুসলমান সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে দূত হিসাবে যায়নি; বরং সে সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে গিয়েছে। সুতরাং নিরাপত্তা প্রদান গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই শত্রুরা পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে পূর্বের সূরতে যেহেতু সে সেনাপ্রধানের কর্তৃক দূত ছিল তাই ঐ নিরাপত্তা প্রদান কার্যকর হবে। তখন তারা মালে গনীমত হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার নিরাপত্তা প্রদান বাতিল হবে কিংবা বলল, তাহলে তোমরা নিরাপত্তা পাবে না বা বলল, আমি সেই নিরাপত্তা তোমাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলব (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করব) তারপর সে দুর্গবাসীদেরকে নিরাপত্তা দিল তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান বাতিল গণ্য হবে।

সেনাপ্রধান যদি কোন ঘোষণাকারী ব্যক্তিকে এ আদেশ দেয় যে তুমি সৈন্য দলের মধ্যে এ ঘোষণা কর যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্গবাসীকে নিরাপত্তা দিবে তার নিরাপত্তা বাতিল হবে। এরপর কোন মুসলমান দুর্গবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করল তাহলে তার নিরাপত্তা প্রদান বৈধ হবে। আর যদি ঘোষককে দুর্গবাসীদের মাঝে ঘোষণা দেওয়ার অর্ডার দেয় কিংবা তাদের নিকট কোন চিঠি পাঠাল কিংবা তাদের নিকট কোন দূত প্রেরণ করল এ মর্মে অবগত করার জন্য যে, তোমাদেরকে যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে তোমরা তার নিরাপত্তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করো না বরং তার নিরাপত্তা প্রদান বাতিল হবে। এরপর তাদেরকে জনৈক মুসলমান নিরাপত্তা প্রদান করল এবং এ ভিত্তিতে তারা দুর্গ থেকে অবতরণ করল তাহলে তারা সকলে গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বলে থাকে যে, যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি তোমাদের নিরাপত্তা প্রদান করে তাহলে আমি নিরাপত্তা প্রদান না করা পর্যন্ত তোমরা নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে না।

এরপর একজন মুসলিম দুর্গবাসীদেরকে বললো যে, আমি অধিনায়কের প্রেরিত দূত। তিনি তোমাদের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এর ভিত্তিতে তারা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো তাহলে তারা নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে। যদিও তার বক্তব্য মিথ্যা হয়।

মুসলমান অধিনায়ক যদি দুর্গবাসীদেরেকে বলে যে, কোন মুসলমান যদি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে অথবা আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তার বার্তা নিয়ে আসে তাহলে তোমরা নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে না। যতক্ষণ না আমি স্বয়ং তোমাদের নিরাপত্তা দেই। আর বাকি মাসআলা যদি যথাপূর্ব হয় তাহলে দুর্গবাসীরা (গনীমতের মাল) হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি সেনাপ্রধান তাদের নিকট নিরাপত্তার সংবাদ পৌছানোর জন্য কোন দূত প্রেরণ করে আর দূত তা পৌছে দেয় তাহলে তারা সকলেই নিরাপত্তাধীন হবে। আর যদি তাদেরকে বলে আমি তোমাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলে তা বাতিল হবে। তারপর সে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করল তাহলে উক্ত নিরাপত্তা প্রদান সহীহ্ গণ্য হবে (মুহীতঃ সারাখ্সী)।

২২. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ কাফিরদের কোন দুর্গ অথবা শহর অবরোধ করে ফেলল, এরপর কাফিররা মুসলমানদের নিকট এ দরখাস্ত করল যে তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ্র হুকুমের উপর অবতরণ করে (অর্থাৎ আমরা তোমাদের নিকট আসছি আল্লাহ্ আমাদের সম্পর্কে যে হুকুম করেন তাই আমরা মেনে নেব এর ভিত্তিতে আমাদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দাও তবে) মুসলমানদের জন্য তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত হবে না (মুহীত)।

আর যদি মুসলমানগণ এ সত্ত্বেও আল্লাহ্র হুকুমের উপর তাদেরকে অবতরণ করার (তাদের কাছে আসার) সুযোগ প্রদান করে তাহলে শাসকের কর্তব্য হলো, সর্বপ্রথম তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তারা সকলেই আযাদ হয়ে যাবে এবং তাদের যাবতীয় মালামাল, নারী এবং তাদের সন্তান-সন্ততি তাদের ফেরত দেওয়া হবে এবং তাদের রাজ্য দারুল ইসলামে পরিণত হবে। তাদের যমীন থেকে শুধু

pdf By Syed Mostafa Sakib

উশর (উৎপাদিত ফসলাদীর এক-দশমাংশ) গ্রহণ করা হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তবে শাসক তাদেরকে যিম্মী বানিয়ে রাখবে এবং তাদের উপর জিয্য়া[১] আরোপ করবে এবং তাদের যমীনের উপর ট্যাক্স বসাবে। তবে তাদেরকে গোলামে পরিণত করা যাবে না এবং তাদের হত্যা করা যাবে না এবং তাদেরকে তাদের কোন মজবুত এবং সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলেও যেতে দেওয়া হবে না।

তারা যদি নির্দিষ্ট কোন মুসলমানকে বিচারক মেনে নেমে আসে তবে তা বৈধ হবে। যদি সে তাদেরকে কতল করা, বন্দী করা বা যিম্মী বানানোর আদেশ দেয়, তবে তা বৈধ বিবেচিত হবে। আর যদি তাদেরকে নিজস্ব আশ্রয়স্থলে ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ তাহলে তা জাইয হবে না। তবে যদি তাদের সম্পর্কে ফায়সালা দেয়ার পূর্বেই ঐ ব্যক্তি মারা যায় কিংবা তাকে হত্যা করা হয় তাহলে তাদের অবস্থা তেমনই হবে যেমন হতো আল্লাহ্র হুকুমে অবতরণ করার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা আল্লাহ্র হুকুমে অবতরণ করার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে) যদি ঐ মুসলমান ব্যক্তি নিজকে নিজেই হুকুম প্রদান করার দায়িত্ব থেকে বহিষ্কার করে দেয় তাহলে সে বহিস্কার (দায়িত্ব মুক্ত) হয়েছে বলে গণ্য হবে। সে যদি প্রথমে তাদেরকে তাদের নিজস্ব আশ্রয়স্থলে ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম করে এরপর সে তাদের হত্যা করা হুকুম দেয় তাহলে তা সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সহীহ্ হবে না (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ যদি ফায়সালা প্রদানকারী মুসলমান হয়, কিন্তু ফাসিক অথবা মাহদূদ ফিল কাযাফ (অপবাদ আরোপের দায়ে হদ্দপ্রাপ্ত) হওয়ার কারণে তার সাক্ষ্যদান অবৈধ হয়, আর সে যদি তাদের হত্যা করার অথবা বন্দী করার বা অন্য কিছুর ফায়সালা দেয় তবে তার ফায়সালা বৈধ বিবেচিত হবে (মুহীত)। নাওয়াযিলে উল্লেখ আছে কাফিররা যদি কোন মাহদূদ ফিলকাযাফ অথবা অন্ধ ব্যক্তির ফায়সালার শর্তে অবতরণ করে তবে তা জাইয নয় (তাতার খানিয়া)।

২৪. মাসআলা ঃ মুসলমানরা যদি কোন গোলামকে অথবা আযাদ বুঝমান বালককে ফায়সালাকারী নিযুক্ত করে এবং ফায়সালা প্রদান করে তাহলে তার ফায়সালা বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও যদি কাফিররা তার ফায়সালা শর্তে অবতরণ করে তাহলে শাসক তাদেরকে যিম্মী বানাবেন যেমন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমের শর্ত অবতরণের ক্ষেত্রে করা হয়। যিম্মীকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়, আর সে কাফিরদের কতল এবং তাদের শিশু সন্তান-সন্ততিদেরকে বন্দী করার বা এ জাতীয় ফায়সালা করে তবে তা জাইয হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) সিয়ারে কবীরে এরূপই উল্লেখ করেছেন।

মুসলামনগণ যিম্মী ব্যক্তিকে নিজেদের হাকাম হিসাবে নিযুক্ত করার আগেই যদি কাফিররা মুসলমান হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে তাদের সম্পর্কে যিম্মীর কোন হুকুমই প্রয়োগ করা যেমন কতল করা, বন্দী করা ইত্যাদি জাইয নয় বরং এ সূরতে শাসক তাদেরকে আযাদ বলে ঘোষণা দিবে। তাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২৫. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ যদি কোন মহিলাকে নিজেদের হাকাম হিসাবে নিযুক্ত করে তাহলে তার হুকুম কাফিরদের সম্পর্কে কতলের হুকুম ব্যতীত তার অন্যান্য সকল হুকুম জাইয গণ্য হবে (যিয়াদাত)।

১. মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের থেকে আদায়কৃত কর ও ট্যাক্স। অবশ্য নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের থেকে তা নেয়া হয় না।

২৬. মাসআলা ঃ কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমান, কাফিরদের দেশে ব্যবসা করা মুসলমান, এবং কাফিরদের দেশে বসবাসকারী নওমুসলিম বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়। অনুরূপ তাদের ঐ ব্যক্তিও বিচারক হতে পারবে না যে মুসলমানদের লশকরে শামিল রয়েছে।

২৭. মাসআলা ঃ সিয়ারে কবীরে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কাফিররা বলে আমরা অমুক ব্যক্তির হুকুমের ভিত্তিতে তোমাদের নিকট এ শর্তে অবতরণ করতে রাযী আছি যে, যদি সে আমাদের সম্পর্কে কোন কিছুর হুকুম করে তাহলে তা কার্যকর হবে। আর যদি আমাদের সম্পর্কে কোন কিছুর হুকুমই না দেয় তাহলে আমাদেরকে আমাদের সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দিতে হবে কিংবা এ শর্তারোপ করলো যে আমরা অমুকের হুকুমের ভিত্তিতে এ মর্মে অবতরণ করব যে, যদি সে আমাদের পক্ষে এ ফায়সালা দেয় যে তোমরা আমাদেরকে আমাদের সুরক্ষিত আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দিবে তবে তোমরা তা কার্যকর করবে তাহলে মুসলমানদের জন্য তাদেরকে উপরোক্ত শর্তের সাথে অবতরণ করার সুযোগ দেওয়া অনুচিত হবে। তা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে এ শর্তানুযায়ী অবতরণ করা হয় তাহলে হাকামের জন্য তাদেরকে তাদের আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দেয়ার ফায়সালা দেওয়া অনুচিত হবে। এটা সত্ত্বেও যদি তাদেরকে এ শর্তানুযায়ী অবতরণ করানো হয় এবং হাকিম তাদেরকে তাদের আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দেয়ার আদেশও জারী করেন, তাহলে আমরা তার হুকুম পালন করণার্থে তাদেরকে তাদের আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দিব।

২৮. মাসআলা ঃ নাওয়াদিরে ইব্ন সামাআ'তে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে সেনা প্রধান যদি দুর্গবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোককে নিরাপত্তা প্রদান করে এ শর্তের সাথে যে তারা অমুক ব্যক্তির গোলামে পরিণত হবে এবং তারা সম্মতি প্রকাশ করে সেনাপ্রধানের নিকট অবতরণ করল তাহলে মুসলমানদের মধ্যে যেই তাদেরকে লুটে নিবে তারা তারই মাল হিসাবে গণ্য হবে। তবে তারা সে ব্যক্তির গোলামে পরিণত হবে না।

২৯. মাসআলা ঃ কাফিররা যদি এ শর্তে নিরাপত্তা চায় যে আমাদের সামনে ঈমানের দাওয়াত পেশ করা হোক, হয় আমরা তা গ্রহণ করবো নতুবা আমাদেরকে আমাদের আশ্রয়স্থলে পৌছিয়ে দিতে হবে। তাহলে মুসলমান শাসকের তা কবূল করা আবশ্যক। আর যদি তারা এ ইসলামের দাওয়াত পেশ করার শর্তে অবতরণ করে তারপর তাদের সামনে দাওয়াত পেশ করা হলো কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করল না তাহলে তাদের দুর্গে ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। তাদেরকে কতল করার এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দী করার অধিকার থাকবে না। আর যদি তার ইসলাম গ্রহণ অস্বীকার করার পরে ট্যাক্স আদায় করে (দারুল ইসলামে থাকার) সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে তা পালন করা তাদের জন্য আবশ্যক।

এরপর তাদেরকে দেশান্তরিত করা যাবে না। যদি দুর্গবাসীদের মধ্যে কেউ এ শর্তের উপর বেরিয়ে আসে যে অমুক যা ফায়সালা দিবে তা আমরা মেনে নিব। তাদের দুর্গ থেকে পৃথক হওয়ার পর দুর্গ জয় করে নেওয়া হলো আর যে দুর্গের মধ্যে ছিল তাকে হত্যা করা হলো তাহলে এ সকল লোক যারা এ শর্তের ভিত্তিতে নেমে এসেছে তারা তাদের শর্তের উপরই বহাল থাকবে।

পক্ষান্তরে যদি তারা এ শর্ত করে যে, যদি আমরা রাযী না হই তাহলে আমাদেরকে আমাদের দুর্গে ফিরিয়ে দিতে হবে অথচ (তারা দুর্গ থেকে আলাদা হওয়ার পর) দুর্গ ভেঙ্গে

দেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে এমন নিকটবর্তী জায়গায় তাদেরকে পৌছিয়ে দেওয়া হবে যেখানে তারা নিরাপদ থাকতে পারে। আর যদি দুর্গবাসীরা সকলেই এ শর্তের উপর ঐকমত্য হয়ে বেরিয়ে আসে তবে মুসলমানদের জন্য দুর্গবাসীদেরকে কতল করার অধিকার থাকবে না। কতল করেই ফেলে তাহলে তাদের উপর কোন কাফ্ফারা বা দিয়্যত ওয়াজিব হবে না। তবে তাদের এ কাজটি খারাপ ও অসমীচীন বিবেচিত হবে। আর যদি তারা এ শর্তের সাথে নেমে আসতে চায় যে আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে গভর্নর স্বয়ং হুকুম জারি করবেন তাহলে জানতে হবে যে গভর্নর এক্ষেত্রে মুসলমান সেনাদলের একজন সিপাহীর পর্যায়ভুক্ত হবে।

তারা যদি আল্লাহ্র হুকুম এবং অমুক ব্যক্তির হুকুমের ভিত্তিতে অবতরণ করে তাহলে তা শুধু আল্লাহ্র হুকুমের উপর অবতরণ করার মতই হবে (অর্থাৎ উভয় সূরতে একই হুকুম হবে)। আর যদি তারা অমুক ও অমুকের হুকুমে নেমে আসে এরপর তাদের দু'জনের একজন মারা গেল তাহলে এরপর একাকি দ্বিতীয় জনের হুকুম জাইয হবে না। মুনতাকায় বলেছেন, তবে এ হুকুম তখন জাইয হবে যদি উভয় দল (অর্থাৎ মুসলমান এবং কাফিররা) তার প্রদত্ত হুকুম সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেখানে এ কথাও বলেছেন যে অনুরূপ তারা জীবিত থাকা অবস্থায় যদি প্রদত্ত হুকুম সম্পর্কে মত বিরোধ করে তাহলে তা জাইয হবে না তবে যদি উভয় দল তাদের যে কোন একজনের হুকুম সম্পর্কে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে ঐ হুকুম জাইয হবে।

বিচারকদ্বয়ের একজন যদি তাদের মধ্যে যোদ্ধাদের কতল এবং তাদের শিশু সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করার হুকুম দেয় এবং অপরজন তাদের সকলকেই বন্দী করার হুকুম দেয় তাহলে এক্ষেত্রে তাদের কাউকে কতল করা হবে না। নারী পুরুষ সকলেই মালে ফাই হিসাবে গণ্য হবে।

আর যদি তারা উভয়ে তাদের মধ্যে যোদ্ধাদেরকে কতল আর শিশুদেরকে বন্দী করার হুকুম দেয় তাহলে এক্ষেত্রে শাসক তাদের সম্পর্কে ইখতিয়ারাধীন থাকবে। ইচ্ছা করলে যোদ্ধাদের কতল করে দিবে আর তাদের শিশুদের বন্দী করবে। আর ইচ্ছা করলে সকলকেই মালে ফাইতে পরিণত করবে।

৩০. মাসআলা ঃ কাফিররা যদি কোন (মুসলমান) ব্যক্তির হুকুমে (দুর্গ থেকে) অবতরণ করে কিন্তু তারা তার নাম বলতে পারে না যে তাদেরকে হুকুম প্রদান করেছে) তাহলে এক্ষেত্রে হুকুমদাতাকে নির্দিষ্ট করে ইখতিয়ার শাসকের হবে। সে মুসলমনাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে এর জন্য বাছাই করবে।

৩১. মাসআলা ঃ মুসলমানদের পক্ষ থেকে কাকেও হাকিম নিযুক্ত করার পর যদি হাকিমের হুকুম জারি করার আগেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে তাহলে তারা আযাদ মুসলমান বলে বিবেচিত হবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণের আগেই তাদের যিম্মী হওয়ার ফায়সালা দিয়ে দেয় তাহলে তাদের মালিকানাভুক্ত যমীন খারাজী বলে গণ্য হবে। আর যদি হাকিম (বিচারক) এ ফায়সালা দেয় যে তাদের লিডারদের মধ্যে যার বিশ্বাস ঘাতকতার আশঙ্কা করা হয় তাকে কতল করা হোক আর বাকি সকল নারী ও পুরুষদের বন্দী করা হোক তবে তা জাইয হবে। পক্ষান্তরে যদি এ ফায়সালা দেয় যে পুরুষদের কতল করা হোক আর নারী ও শিশুদের বন্দী

pdf By Syed Mostafa Sakib

করা হোক এরপর পুরুষদের কতল করা হলো আর নারী ও শিশুদের বন্দী করা হলো তাহলে তাদের ভূমি মুসলমানদের মালে ফাই হিসাবে গণ্য হবে। শাসক চাইলে উক্ত ভূমিকে পাঁচভাগে ভাগ করে চার-পঞ্চামাংশ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে আপন অবস্থাতেই রেখে গভর্নরের দায়িত্বে অর্পণ করবেন আর এ ভূমিতে আসার জন্য এমন লোকদের আহবান করবেন যারা তাতে চাষাবাদ করার যোগ্য এবং ট্যাক্স আদায় করতে সক্ষম হবে। অনুরূপ হুকুম যিম্মীদের বেকার ও অনাবাদ ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যদি বিচারকের বিচার করার পূর্বেই কাফিররা নেমে আসে, এরপর হাকিম মারা যায় তাহলে তাদের সকলকে তাদের নিরাপত্তা স্থলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, তবে তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে গেছে তাদেরকে নয়। তাদের মধ্যে যারা স্বাধীন তাদেরকে বিনা মূল্যে আর যারা দাস তাদেরকে মূল্যের মাধ্যমে উক্ত কাফির দল থেকে পৃথক করে সঙ্গে নিয়ে নেওয়া হবে। অনুরূপ আমাদের যে সমস্ত যিম্মীরা তাদের কাছে রয়েছে এবং ঐ ব্যক্তি যে তাদের অধীনে থাকা অবস্থায় মুসলমান হয়েছে তারা যদি মুসলমানদের নিকট সাহায্য চায় তাহলে একই হুকুম হবে। উল্লেখ্য যে, আশ্রয়স্থলে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ ঐ স্থান যেখান থেকে তারা বেরিয়ে আমাদের নিকট এসেছে। অতএব তার চেয়ে মজবুত দুর্গে, বা আরো বড় বাহিনীর আশ্রয়ে যাওয়ার দাবী গ্রহণ করা হবে না (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন শত্রু দুর্গের কাউকে যদি বলা হয় যে, তুমি আমাদের পথ দেখালে নিরাপত্তা লাভ করবে। কিংবা বলল, তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম কিন্তু সে পথ দেখাল না। তাহলে মুসলমান শাসকের ইচ্ছা তিনি তাকে কতল বা কয়েদ করতে পারেন, আর যদি এরূপ বলে আমরা তোমাকে আমান দিলাম এ শর্তের সাথে যে তুমি আমাদের এদিক ওদিক পথ নির্দেশ দিবে এর থেকে বেশী কিছু বলল না, এরপর সে তাদেরকে পথ নির্দেশ করল না, ইমাম মুহাম্মদ (র) এ সূরত কিতাবে উল্লেখ করেন নি এক্ষেত্রে হুকুম হলো যে ঐ ব্যক্তি তার প্রাপ্ত আমানেই বহাল থাকবে। সুতরাং শাসকের জন্য তাকে কতল করা কিংবা কয়েদ করার সুযোগ থাকবে না।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি মুসলিম বাহিনী দারুল হারবে প্রবেশ করার পর কাফিরদের এমন কোন দুর্গ বা শহরের পাশ দিয়ে যায় যেখানে তারা কাফিরদের মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়, তাই তারা অন্যদিকে যাত্রা করলো। এমতাবস্থায় শহরবাসীরা তাদেরকে বলল যে, তোমরা যদি ওয়াদা কর যে, এই এলাকা ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমরা আমাদের এ শহরের পানি পান করবে না আর আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করব না এবং তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করব না। এ ধরনের চুক্তিতে মুসলমানদের কল্যাণ হলে তা করা যাবে, আর তখন মুসলমানদের জন্য ঐ নহর থেকে পানি পান করা কিংবা নিজেদের প্রাণীদের পান করানো অনুচিত হবে।

এ হুকুম তখন প্রযোজ্য হবে যদি মুসলমানরা নিশ্চিতভাবে জানে (পান করার দ্বারা) তাদের পানির সমস্যা হবে। কিংবা তাদের সমস্যা হওয়ার বিষয়টি না জানে। আর যদি মুসলমানদের পানির প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাদের উচিত হবে যেন উক্ত চুক্তি তাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলে (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করবে) এবং তাদেরকে প্রত্যাখ্যানের কথা জানিয়ে দিবে। তবে যদি

নিশ্চিতভাবে জানা যায় এর দ্বারা তাদের পানির কোন সমস্যা হবে না। যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি রয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত চুক্তি প্রত্যাখ্যান করা ছাড়াই তারা নিজেরাও নহরের পানি পান করবে এবং তাদের প্রাণীদেরও পান করাবে। তাদের যমীনের ঘাস সম্পর্কে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য হবে যা পানির ক্ষেত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৪. মাসআলা ঃ শহরের বাসিন্দারা যদি মুসলমানদের বলে যে তোমরা আমাদের সাথে এ অঙ্গীকার কর যে তোমরা আমাদের শষ্য-ফসলাদী ও বৃক্ষাদী এবং ফল-ফাকড়া কিছুই ধরবে না। মুসলমানরা তাদের সাথে এ অঙ্গীকার করল। এরপর এসব জিনিস মুসলমানদের প্রয়োজন পড়ল তাহলে তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে তা জানানো ব্যতীত মুসলমানদের জন্য ঐ সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা অনুচিত হবে। ব্যবহারের কারণে তাদের কোন ক্ষতি হোক চাই না হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

৩৫. মাসআলা ঃ কাফিররা যদি এই প্রতিশ্রুতি চায় যে, তাদের শষ্যফসলাদি জ্বালানো হবে না, আর আমরা প্রতিশ্রুতি দেই তাহলে তা পূরণ করা আবশ্যক। আমরা তাদের শষ্যদানা নিজেরা খেতে এবং পশুকে খাওয়াতে পারবো। পক্ষান্তরে যদি না জ্বালানো এবং না ভোগ করার ওয়াদা করি তাহলে জ্বালাতেও পারব না, ভোগও করতে পারব না। এ জাতীয় মাসাইল সম্পর্কে মূলনীতি হলো কোন বিষয়ের নিরাপত্তা দেওয়ার অর্থ হলো ঐ বিষয়ের সমতুল্য ক্ষতি এবং তার চেয়েও বেশী ক্ষতি না করার নিরাপত্তা দেয়া। তার চেয়ে কম ক্ষতির নিরাপত্তা প্রদান নয়।[১]

সুতরাং না জ্বালানোর প্রতিশ্রুতি দিলে পানিতে ভাসিয়ে দেয়াও জাইয হবে না[২] (যখীরাহ)।

৩৬. মাসআলা ঃ শহরবাসী কাফিররা যদি মুসলমানদেরকে বলে যে তোমরা আমাদের সাথে এ চুক্তি কর যে, তোমরা এ রাস্তা দিয়ে অতিবাহিত হবে না এ শর্তে যে আমরা তোমাদের কাউকে কতল করব না এবং কাউকে বন্দীও করব না যদি এ ধরনের সন্ধি স্থাপনে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে এ ধরনের সন্ধি করাতে কোন ক্ষতি নেই। কাজেই মুসলমানরা অন্য রাস্তা অবলম্বন করবে। যদিও অন্য রাস্তা অনেক দূর এবং তাতে চলা মুসলমানদের পক্ষে কষ্টকর বিষয় হোক। পরবর্তীতে মুসলমানরা যদি বিশেষ প্রয়োজনে ঐ রাস্তা দিয়েই যেতে চায়। অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে না চায় তাহলে তা করতে হলে আপোষের চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে তা অবগত করতে হবে। মুসলমানরাও যেন তাদের কাউকে কতল কিংবা কয়েদ না করে।

আর তারা মুসলমানদের অতিবাহিত হওয়ার জন্য যে রাস্তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সে রাস্তা দিয়ে চলার নিরাপত্তা প্রদানের দ্বারা তাদের কতল এবং বন্দীর নিরাপত্তা প্রদান সাব্যস্ত হয়ে যায়।

১. যেমন আমাদের সাথে শষ্য-ফসলাদি না খাওয়ার চুক্তি হলো। সুতরাং এর অর্থ হলো খাওয়ার সমতুল্য ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা যেমন শষ্য-ফসলাদি ছড়ানো ছিটানো পায়ে মাড়া ইত্যাদি। আর এর চেয়ে অধিক ক্ষতি হলো জ্বালানো বা পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া। কাজেই উক্ত নিরাপত্তা উভয় প্রকারকে শামিল করবে। আর জ্বালানো থেকে নিরাপত্তা দিলে তা ভক্ষণ করার নিরাপত্তা প্রদান বলে সাব্যস্ত হবে না। কারণ তা ক্ষতির দিক থেকে কম।

১. কারণ পানিতে ডুবানোর ক্ষতি আগুনে পুড়ানোর চেয়ে কম নয়। তবে ভক্ষণ করতে পারবে কেননা তার ক্ষতি তুলনামূলক কম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৭. মাসআলা ঃ কাফিররা যদি এ শর্ত লাগায় যেন আমরা তাদের গ্রাম অঞ্চলকে নষ্ট না করি তাহলে এক্ষেত্রে তাদের গ্রামের ঘরবাড়ি এবং তা নির্মাণের কাজে ব্যবহার্য সামানাদি ব্যতীত অন্যান্য সামান পেলে আমরা তা নিতে পারব। এতে কোন অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য যে, গ্রামকে বিনষ্ট করা থেকে নিরাপত্তা প্রদানের দ্বারা সামানপত্র, খাদ্য দ্রব্যের নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয় না।

কাফিররা যদি এ শর্ত আরোপ করে, আমরা তাদের কাউকে বন্দী করলে যেন তাকে কতল না করি। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বন্দী করলে কোন ক্ষতি নেই। আর যদি এ শর্তারোপ করে যেন তাদেরকে আমরা কয়েদ না করি তাহলে আমাদের জন্য তাদেরকে কতল করা এবং বন্দী করা অনুচিত হবে (মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ কাফিররা যদি (দুর্গ থেকে) বলে যে তোমরা আমাদের আমান দাও যাতে করে তোমাদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিতে পারি, এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে এ শর্তের সাথে যে তোমরা আমাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। এরপর তাই করা হলো কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো তবুও তারা আমানপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

এখন মুসলমানদের কর্তব্য হলো তাদের দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সাথে কৃতচুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া। এর সাথে যদি মুসলমানরা ও শর্ত লাগায় যে, তোমরা যদি মুসলমান হতে অস্বীকার কর তবে আমাদের এবং তোমাদের মাঝে কোন আমান থাকবে না কাফিররা এতে রাযী হয়ে গেল এবং বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয় (অর্থাৎ তারা মুসলমানদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দিল মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিল)। এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে (বন্দী করে) গোলাম বাঁদীতে পরিণত করা এবং তাদের মধ্যে যোদ্ধাদের কতল করাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করে আর কিছু সংখ্যক অস্বীকার করে তাহলে ইসলাম গ্রহণকারী আযাদ হবে আর অস্বীকারকারী মালে গনীমতে পরিণত হবে। এরপর সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কতল করা যাবে না বরং তাকে মালে ফাই হিসাবেই রাখা হবে। যদি ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সে অস্বীকার করে কিন্তু এখনো তাকে মালে গনীমত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়নি এরই মধ্যে সে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সে একজন আযাদ মুসলমান বলে বিবেচিত হবে।

৩৯. মাসআলা ঃ কাফির যদি (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে) নেমে আসার সময় বলে যে, তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দাও এ শর্তে যে, তোমরা আমাকে ইলামের দাওয়াত দিবে এরপর— আমি যদি তিন দিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে তো ভাল অন্যথায় নিরাপত্তা বহির্ভূত হব। এরপর মুসলমানরা তার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করল তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ইসলামের দাওয়াত পেশ করার পর থেকে তিনদিন তিন রাতের সুযোগ থাকবে অতএব যদি (তিন দিনি তিন রাতের) সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সে ইসলাম গ্রহণ না করে তবে সে বিচারকের ফায়সালা ছাড়াই সে মুসলমানদের মালে গনীমতে পরিণত হবে। আর যদি সে

এরূপ বলে থাকে যে, যদি আমি তিনদিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ না করি তাহলে আমি তোমাদের গোলাম হিসাবে বিবেচিত হব। কিংবা দুর্গবাসীদের সকলেই এ বক্তব্য দিল (এরপর তাদের সামনে ইসলাম পেশ করার পর থেকে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ করল না) তাহলে নিজেদের দেয়া শর্ত মতেই গ্রহণ করল না) তাহলে নিজেদের দেয়া শর্ত মতেই তারা মুসলমানদের যিম্মী হিসাবে বিবেচিত হবে।

৪০. মাসআলা ঃ মুসলমান যদি কোন কাফিরকে বলে যে, এই শর্তে তুমি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত যে, তুমি নেমে আসার পর মুসলমান হবে, তাহলে সে নেমে এসে মুলমান হওয়ার আগেই নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। কাজেই সে মুসলমান না হলে তাকে তার আশ্রয় স্থলে পৌঁছে দিতে হবে।

একই হুকুম হবে যদি তাকে বলা হয় যে, এই শর্তে তুমি নিরাপত্তাপ্রাপ্ত যে, তুমি নেমে এসে আমাদেরকে একশ' দীনার প্রদান করবে। সে তা কবূল করে নেমে এলো কিন্তু সে দীনার দিতে অস্বীকার করল। কেননা এ নিরাপত্তা লাভ ইসলাম গ্রহণের বা দিনার প্রদানের সাথে শর্তযুক্ত। অতএব সে যদি উক্ত শর্ত কবূল করে নেমে আসে তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। দীনার পরিশোধ করার জন্য তাকে কয়েদ করে রাখা হবে তবে সে মালে ফাইতে পরিণত হবে না কারণ, তার জন্য নিরাপত্তা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই সে যখনই দীনারসমূহ পরিশোধ করবে তখন তাকে ছেড়ে দিতে হবে।যাতে করে সে নিজ আশ্রয়স্থলে পৌঁছে যেতে পারে উল্লেখ্য যে ইসলাম গ্রহণ করা কিংবা যিম্মী হওয়া ব্যতীত ঐ ব্যক্তি দীনারের দায় থেকে মুক্ত হবে না।

অনুরূপ যদি সে তাদের সাথে এ মর্মে সন্ধি স্থাপন করে যে, সে তাদেরকে একটি দাস দিবে তাহলে এক্ষেত্রে তার জন্য মধ্যম শ্রেণীর দাস কিংবা তার মূল্য আদায় করতে হবে।

যদি মুসলমানদেরকে বলে তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দাও। এ শর্তের সাথে যে আমি তোমাদের নিকট আসব এবং তোমাদেরকে একশ' দীনার দিব। যদি আমি তোমাদেরকে একশ' দীনার না দেই তাহলে আমার জন্য নিরাপত্তা থাকবে না কিংবা এরূপ বলল, আমি যদি তোমাদের নিকট আসি এবং তোমাদের একশত দীনার প্রদান করি তাহলে আমি নিরাপত্তা প্রাপ্ত। এরপর সে আসলে মুসলমানরা তার কাছে ঐ একশ' দীনার চাইল কিন্তু সে তাদের দিতে অস্বীকার করল তাহলে কিয়াসের আলোকে সে মালে ফাইতে পরিণত হবে। আর সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী মালে ফাই হবে না। এমনকি তাকে শাসকের দরবারে নিয়ে যাওয়া হবে। শাসক তাকে ঐ দীনারসমূহ আদায় করার আদেশ দিবে। যদি সে আদায় করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে মালে ফাইতে পরিণত করবে।

৪১. মাসআলা ঃ অবরুদ্ধ কাফিরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বলল, যে আমি তোমাদেরকে একটি স্থানে অবস্থানরত একশ' বন্দীর[১] সন্ধান দিব। এরপর মুসলমানগণ তাকে এ শর্তানুযায়ী

১. বন্দী দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে তারা বাস্তবেই বন্দীকৃত বরং ব্যক্তি উদ্দেশ্য যারা মুসলমানদের হাতে আসলে বন্দী হবে। কারণ শর্ত পূরণ না করার কারণে তার নিরাপত্তা বাতিল হয়ে গেছে। আর নিরাপত্তা না থাকা অবস্থায় কতল কায়দ উভয় জায়িয রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিরাপত্তা প্রদান করল। এরপর যখন সে নেমে আসল এবং মুসলমানদের ঐ স্থানে নিয়ে গেল তখন দেখা গেল যে তৎস্থানে কেউই নেই। তখন সে বলে উঠল, তারা তো এখানেই ছিল তবে এখন চলে গেছে, তবে কোথায় গিয়েছে তা আমার জানা নেই। এক্ষেত্রে তাকে তার নিরাপদ স্থলে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

৪২. মাসআলা ঃ মুসলমানদের হাতে বন্দী এমন কোন কাফির যদি বলে যে, তোমরা আমাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান কর যে আমি তোমাদেরকে একশ' কয়দীর সন্ধান দিব আর বাকি মাসআলা যথা পূর্ব হয়। কিন্তু সে তাদেরকে ঐ কয়েদীদের সন্ধান দেয়নি তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে তাকে কতল করতে পারবে। আর যদি বলে যে তোমরা আমাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান কর যে, যদি আমি তোমাদেরকে সন্ধান না দেই তবে আমি তোমাদের গোলাম অথবা মালে গনীমতে পরিণত হব। এরপর সে শর্ত পূরণ করেনি তবে সে মুসলমানদের মালে গনীমত হিসাবে গণ্য হবে। মুসলমানদের জন্য তাকে কতল করা বৈধ হবে না। আর যদি বলে যে, নিরাপত্তার শর্তে আমি নেমে এসে এমন এক গ্রামের পথ দেখাবো যেখানে একশ' কয়েদী রয়েছে। অথচ সেগুলো আগেই মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে অথবা হস্তগত হয়নি কিন্তু তার পথ নির্দেশ করার আগেই মুসলমানরা তাদের সন্ধান পেয়েছে তাহলে এ পথ নির্দেশ সন্ধান দান বলে গণ্য হবে না। কজেই সে মুসলমানদের মালে ফাইতে পরিণত হবে। আর যদি সে মুসলমানদের যাওয়ার রাস্তা বাতলে দেয় সে অনুযায়ী তারা চলতে লাগল এক পর্যায় তারা ঐ স্থানে পৌছার আগেই কয়েদীদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় কিংবা যদি সে মুসলমানদের সাথে নিজে না গিয়ে শুধু ঠিকানা বলে দেয়। তারপর তারা তদনুযায়ী ওখানে গিয়ে পৌঁছল এবং কয়েদীদেরকে পেয়ে গেল তাহলে এটি পথ নির্দেশ বা সন্ধান প্রদান বলে বিবেচিত হবে।

অনুরূপ যদি বলে তোমরা আমাকে এ শর্তে নিরাপত্তা প্রদান কর যে আমি তোমাদেরকে পরিবার-পরিজনসহ একজন সেনাপতির সন্ধান দিব যদি না দেই তাহলে আমার নিরাপত্তা বাতিল হবে। কিন্তু সন্ধান দেয়ায় ঐ সেনাপতি মুসলমানদের কবযায় এসে গেলো, তখন সে বললো যে, আমি এরই সন্ধান দিতে চেয়েছিলাম। তাহলে তার এ কথার কোন মূল্য নেই (অর্থাৎ সে নিরাপত্তা পাবে না)।

পক্ষান্তরে যদি বলে "এ শর্তে যে আমি তোমাদেরকে এ দুর্গের সেনাপ্রধানের সন্ধান বা ঠিকানা দিব" আর সে দুর্গ থেকে সন্ধান দেওয়া অবস্থায় অবতরণ করল আর সে অবতরণ করেই দেখতে পেল যে মুসলমানরা তাকে পেয়ে ফেলেছে তাহলে সে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত বিবেচিত হবে। অনুরূপ সে যদি (নিরাপত্তা পাওয়ার লক্ষ্যে) এ শর্ত করে যে তাদেরকে কোন দুর্গ অথবা কোন শহর কিংবা এই দুর্গ এই শহরের সন্ধান দিবে তাহলে একই হুকুম হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গনীমত ও তা বণ্টন প্রসঙ্গে

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত প্রসঙ্গে

গণীমতের সংজ্ঞা ঃ যুদ্ধ চলা অবস্থায় অস্ত্রবলে যে সম্পদ হস্তগত করা হয়– কিন্তু এখনো তা দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষিত করা হয়নি সেই সম্পদকে গনীমত বলে। অতএব শক্তি প্রয়োগ ছাড়া দান, চুরি, ছিনতাই ইত্যাদি অন্য কোন উপায়ে হস্তগত সম্পদ শরীআতের পরিভাষায় গনীমত হবে না। বরং তা হস্তগতকারীর নিজস্ব মাল বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে শাসক যোদ্ধা বিশেষকে যে পুরস্কার দিয়ে থাকেন তাও গনীমত নয়। যেমন কোন সৈন্যদলকে বলল, তোমরা যা পাবে তা তোমাদের কিংবা বলল, তুমি যা পাবে তা তোমার (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

ফাই এর সংজ্ঞা ঃ যে মাল কাফিরদের থেকে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই অর্জন করা হয় শরীআতের পরিভাষায় তাকে ফাই বলা হয়। যেমন জিযয়া ও ট্যাক্স আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ।

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন দারুল হারবের শহরসমূহের মধ্যে কোন শহরের অধিবাসিগণ যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজয় বরণের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তবে তারা সকলেই স্বাধীন মুসলমান বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তাদের উপর তাদের সন্তান-সন্ততি তথা শিশু ও নারীদের উপর এবং তাদের ধন-সম্পদের উপর মুসলমানদের কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

এবং (মুসলমাদের ভূমির ন্যায়) তাদের ভূমির উপর عشر (উশর) ধার্য করা হবে। خراج (খারাজ) নয় অনুরূপ মুসলমানদের জয়ী হওয়ার পূর্বে যদি তারা যিম্মী হয়ে যায় তাহলে একই হুকুম হবে। তবে পার্থক্য হলো, এক্ষেত্রে তাদের ভূমিতে খারাজ ধার্য করা হবে এমনকি মাথা পিছু প্রত্যেকের উপর জিযয়াও ধার্য করা হবে। আর যদি তারা মুসলমানদের বিজয়ী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে এক্ষেত্রে শাসক ঐ সকলের ব্যাপারে পূর্ণ ইখতিয়ারাধীন থাকবে, ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং তাদের যাবতীয় মালামালকে মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করে দিবে। তবে তার থেকে প্রথমে এক-পঞ্চমাংশ বের করে তা ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফিরদের জন্য সংরক্ষিত রাখবে। আর বাকি চার-পঞ্চামাংশ গনীমতের মাল বণ্টন করার নিয়মানুযায়ী মুজাহিদগণের মাঝে বণ্টন করবে এবং তাদের ভূমিতে উশর ধার্য করবে। আর ইচ্ছা করলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের নারী, শিশু সন্তান-সন্ততি ও তাদের মালসমূহ তাদের ফেরত দিয়ে তাদের উপর ইহ্সান প্রদর্শন করবে। আর তাদের ভূমিতে উশর ধার্য করবে।

আবার চাইলে তাদের ভূমিতে খারাজ ধার্য করবে। পক্ষান্তরে যদি মুসলমানরা বিজয়ী হওয়ার পর তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে শাসক ইখতিয়ার তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে এবং তাদের সকল সম্পদকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন। তবে বণ্টনের সময় এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য আলাদা করে রাখ আর বাকি চার-পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করবে এবং তাদের ঐ সকল ভূমির উপর উশর ধার্য করবে। আবার ইচ্ছা করলে তিনি তাদের মধ্যে পুরুষদের হত্যা করে নারী ও শিশুদের এবং সমস্ত সম্পদকে পূর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মুজাদিদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। আবার চাইলে তাদের জান রক্ষা করে এবং তাদের মালসামানা ও সন্তান-সন্ততি তথা শিশু ও নারীদেরকে তাদের কাছে সোপর্দ করে এবং তাদের প্রত্যেকের উপর অনুগ্রহ ও করতে পারবে (মুহীত)।

ঐ ভূমির উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত পানি উশ্রী হোক চাই খারাজী তাতে কোন পার্থক্য হবে না। উশরী পানি যেমনঃ বৃষ্টির পানি, ঝর্ণার পানি এবং কূপ ও পুকুরের পানি। খারাজী পানি যেমন ঃ ঐ সকল নদী-নালার পানি যা আজমীরা[১] খনন করেছে (গায়াতুল বয়ান)।

শাসক যদি তাদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করণার্থে তাদের জীব রক্ষা করে এবং তাদের ভূমিসমূহ তাদের হস্তান্তর করে আর তাদের নারী ও বালবাচ্চা তথা শিশুদের এবং অন্যান্য মাল সামানা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেয় তাহলে তা জাইয তবে এরূপ করা মাকরূহ। অবশ্য যদি তাদের হাতে এ পরিমাণ মাল ছেড়ে রাখা হয় যার দ্বারা তারা চাষাবাদ করতে সক্ষম হয়ে উঠবে তবে মাকরূহ হবে না। অনুরূপ যদি তাদের উপর ইহসান করণার্থে তাদের জান রক্ষা করা হয় এবং তাদের নারী ও শিশুদের এবং ভূমিসমূহ তাদের হিফাযতে রেখে দেওয়া হয় আর এ ছাড়া অন্যান্য মালসামানা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হয় তবে তা জাইয কিন্তু এরূপ করা মাকরূহ।

তবে যদি তাদের হাতে এ পরিমাণ মাল ছেড়ে রাখা হয় যার দ্বারা তারা চাষাবাদ করতে সক্ষম হবে তাহলে সেটা জাইয, মাকরূহ নয়। আর যদি তাদের উপর অনুগ্রহ করার বিষয়টি শুধু প্রাণ রক্ষার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে আর বাকি অন্যান্য মালসামানাসহ সমস্ত ভূমি মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হয় তাহলে তা জাইয হবে না। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি তাদের নিকট ভূমি বা স্থাবর সম্পত্তি না থাকে এমতাবস্থায় শাসক যদি চায় যে শুধু প্রাণে বাঁচিয়ে অনুগ্রহ করা হোক তাহলে তা জাইয হবে না (মুহীত)।

শাসক ইচ্ছা করলে তাদের সব কিছু মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিবে শুধু ভূমিসমূহ বাকি রেখে তা মুজাহিদদের নামে ওয়াক্ফকৃতের পর্যায়ভুক্ত করবে। ইচ্ছা করলে ঐ ভূমিতে অন্যান্য যিম্মীদেরকে আবাদ করে তা খারাজ ভুক্ত করবে। চাই তা খারাজে মুকাসামা হোক কিংবা খারাজে মুকাতাআ তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর অর্জিত খারাজের হকদার মুজাহিদগণ হবে (তাতার খানিয়া ঃ শরহে তাহাবী)।

১. যারা অনারবী তাদেরকে আজমী বলা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ যিম্মী সম্প্রদায় যদি নিজেদের এলাকা কিংবা মুসলমানদের কোন এলাকা জয় করে আর তাদের সে দেশটি সর্বসম্মতিক্রমে দারুল হার্ব বলে বিবেচিত হয়। তারপর মুসলমানগণ তাদেরকে পরাস্ত করে এবং (ইসলামী আইন অনুযায়ী) তাদের সম্পর্কে মুসলমান শাসকের ইখতিয়ার সাব্যস্ত হয় তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে তাদেরকে প্রাণে রক্ষা করে তাদের ভূমিসমূহ সমস্ত মালসামানা, নারী ও শিশুদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে এবং তাদের সাথে ইহ্সানের মুআমালা করবে। তাদের ভূমিকে ইচ্ছা করলে খারাজভুক্ত করবে আর চাইলে উশরভুক্ত করবে তবে তা শুধু নামে উশরীভূমি হবে। কেননা বাস্তবে তাদের এ ভূমিসমূহ খারাজী ভূমি।

এ কারণেই এর থেকে অর্জিত উশর খারাজ ব্যয়ের খাতেই ব্যয় করা হয়। আবার শাসক ইচ্ছা করলে এ সকল ভূমির উপর দ্বিগুণ উশর ধার্য করতে পারবে। যেমনটি হযরত উমর (রা) বনী তাগলিব সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন।

যদি তাদের সকল পুরুষকে হত্যা করে এবং নারী, শিশু ও সম্পদকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয় আর সমুদয় ভূমি মালিক বিহীন থেকে যায় তারপর গনীমতের হকদার মুসলমানদের সাহায্য ও সহানুভূতি করার লক্ষ্যে অন্য একদল মুসলমানকে ঐ ভূমির মালিকানা প্রদান করা হয় যেন তারা চাষাবাদ করে ফসলের কিছু অংশ হুকুমতকে আদায় করে (তারপর তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে) তাহলে এরূপ করা জাইয হবে।

উল্লেখ্য, শাসক যাদেরকে সেখানে স্থানান্তরিত করতে চান তা তাদের সম্মতিক্রমে হতে হবে। মোটকথা শাসকের আদেশে যখন কিছু সংখ্যক মুসলমানদেরকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হলে তারপর ঐ সকল ভূমি তাদের মালিকানাভুক্ত হলো তখন শাসক উক্ত ভূমিতে উশর বা খারাজ ধার্য করতে পারেন।

৩. মাসআলা ঃ যদি একদল মুরতাদ নিজেদের এলাকা কিংবা মুসলমানদের কোন এলাকা অধিকার করে নেয় এবং ঐ এলাকা সর্বসম্মতিক্রমে দারুল হারব বিবেচিত হয়। এরপর মুসলমানরা তা পুনরুদ্ধার করে তাহলে এক্ষেত্রে তাদের পুরুষদের সম্পর্কে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ হয় ইসলাম গ্রহণ নয় কতল।

সুতরাং যদি তারা মুসলমান হতে অস্বীকার করে তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং তাদের নারী, শিশুদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে আর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে। তাদের সমস্ত মালসামানা এবং সমুদয় ভূমিও মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তবে ভূমিতে উশর ধার্য করা হবে।

মুসলমান শাসক যদি মুরতাদ পুরুষদের হত্যা করে তাদের জমিজমা নারী ও শিশুদেরকে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করতে চান এবং এতে মুসলমানদের মঙ্গল ও কল্যাণ দেখতে পান তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। এরপর তিনি যদি যিম্মী সম্প্রদায়ের কোন একদলকে সে সকল ভূমিতে স্থানান্তরিত করতে চান যেন তারা নিজেদের কর আদায়ের সাথে সাথে ঐ সমস্ত ভূমির করও আদায় করে তা হলে তিনি তা করতে পারবেন।

এরূপ স্থানান্তরিত করার পর ঐ সমস্ত ভূমি তাদের মালিকানাভুক্ত হয়ে যাবে। এমনকি তাতে পরপর একে অন্যের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আর তার খারাজ আদায় করবে। জানা

উচিত যে, এ মাসআলায় যিম্মীদের স্থানান্তরিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে (অথচ পূর্বে মাসআলায় মুসলমানদের স্থানান্তরিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে) কারণ মুতরাদদের হত্যার কারণে যিম্মীদের মধ্যে কোন প্রকার রাগ বা ক্রোধ সৃষ্টি হয় না (অতএব মুরতাদদের আবাস ভূমিতে তাদের পদার্পণেও কোন প্রকারের কুণ্ঠা ও ক্ষোভ জন্মাবে না) পক্ষান্তরে পূর্বের মাসআলাটি এমন নয়।[১]

মুসলমান শাসক বিজয়ী হওয়ার পর মুরতাদরা মুসলমান হয়ে গেলে তারা আযাদ বলে বিবেচিত হবে। তাদের উপর কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ চলবে না। অবশ্য তাদের নারী, সন্তান-সন্ততি তথা শিশু এবং সমস্ত মালসামানার ব্যাপারে শাসকের পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন এবং সমূদয় ভূমির উপর উশর ধার্য করবে না। আর ইচ্ছা করলে সমস্ত নারী, শিশু ও সম্পদ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আর তাদের ভূমিতে উশর বা খারাজ ধার্য করবে। উল্লেখ্য তাদের যে সকল জমিজমা পূর্বে উশরী বা খারাজী ছিল, শাসক চাইলে তা আপন অবস্থায় বাকি রাখতে পারবেন।

আহলে হার্‌ব তথা যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায় এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী যিম্মীদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর শাসক যদি তাদেরকে যিম্মী হিসাবে রাখতে চায় এ মর্মে যে তারা যথারীতি কর আদায় করবে অথচ যুদ্ধ চলা অবস্থায় যুদ্ধ চলা অবস্থায় তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার পূর্বে তাদের কাছে থেকে কিছু সম্পদ দখল করে নিয়েছে তাহলে (বিজয়ী হওয়ার পর) সে সম্পদ তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হবে না অবশ্য বিশেষ কোন কারণ থাকলে শাসক ফেরৎ দিতে পারবেন। যেমন যদি তারা ঐ সম্পদ ব্যতীত সে সমস্ত ভূমিতে চাষাবাদ করতে সক্ষম না হয়।

তবে অবশিষ্ট যে সম্পদ তাদের আয়ত্তে থাকবে তার হুকুম হলো, যদি সে সকল ভূমি চাষাবাদ করার ক্ষেত্রে তাদের ঐ সম্পদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে শাসক তা তাদের থেকে নিবেন না। যদি তারা সে সম্পদের মুখাপেক্ষী না হয় (অর্থাৎ প্রয়োজন না পড়ে) তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে উক্ত সম্পদ তাদের থেকে নিয়ে তা গনীমতের হকদার মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিবে। তবে তাদের মন রক্ষার্থে সে সম্পদ তাদের হাতে ছেড়ে রাখাটাই শ্রেয়, যেন তারা ইসলামের সুন্দর ও উত্তম আদর্শাবলী সম্পর্কে জানতে পেরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়। অনুরূপ বিজয়ের পূর্বে তাদের নারী ও শিশুদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তাও তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হবে না এবং তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর যা তাদের হাতে অবশিষ্ট থাকবে তা তাদের থেকে নেওয়াও হবে না।

৪. মাসআলা ঃ শাসক যদি হারবীদের কোন এলাকা জয় করে সেখানকার বাসিন্দাদেরকে গনীমতের হকদার মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেন। তারপর অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্তি প্রদান করে সমস্ত ভূমি তাদের হস্তান্তর করতে চান, তা তিনি অনুরূপ (হুকুম প্রযোজ্য এর বিপরীতে অর্থাৎ) যদি সমূদয় ভূমি তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অনুগ্রহ করে এরপর তা মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করতে চাইলে এ সুযোগ থাকবে না (মুহীত)।

১. অর্থাৎ যিম্মীদেকে পরাস্ত করে হত্যা করলে অন্য যিম্মীদের মনে ক্ষোভ ও ক্রোধ সৃষ্টি হয়। অতএব তাদের বসবাস ও চাষের ভূমিতে অন্য যিম্মীকে আনার অর্থ ক্ষুদ্র দলকে সেখানে স্থান দেওয়া যার দ্বারা মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ কারণেই সেই মাসআলায় মুসলমানদের স্থানান্তরিত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৫. মাসআলা ঃ যে সকল লোক বন্দী তাদের ব্যাপারে শাসকের ইখতিয়ারাধীন থাকবে, ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা করবে আবার চাইলে তাদেরকে দাস বানাবে। তবে আরবের মুশরিকদের এবং মুরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন[১] (হয়ত তারা ইসলাম গ্রহণ করবে নতুবা তলোয়ার দ্বারা গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে) তিনি চাইলে তাদেরকে মুসলমানদের যিম্মী বানিয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দিবেন। তবে আরবের মুশরিকদের এবং মুরতাদদের বিষয়টি ভিন্ন (তাদের স্বাধীনরূপে ছেড়ে দেওয়া যাবে না)। তবে বন্দীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে তাদেরকে দাস বানানো ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না (তাবয়ীন)। আর তাদেরকে দারুল হারবে ফেরত দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে হারবী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া (অর্থাৎ হারবীদের নিকট যে সকল মুসলমান বন্দী হয়ে আছে তাদের বিনিময়ে যে সকল হারবী মুসলমানদের নিকট বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী জাইয নেই[২] (কাফী)।

অনুরূপ বর্ণনা মুতূনে[৩] রয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতটিই বিশুদ্ধ (যাদ)। ইমাম মুহাম্মদ (র) সিয়ারে কবীরে বলেন, কাফিরদের যে সকল নর-নারী মুসলমানদের

১. কারণ তাদের কুফরী ও শিরকী ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ আরবের মুশরিকদের ক্ষেত্রে, কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝেই আবির্ভূত হয়েছেন। পবিত্র কুরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। কাজেই ইসলামের বার্তা ও শরীআতের বিধানাবলী তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও সহজতম। আর অলৌকিক ঘটনাবলী ও আল্লাহ্‌র নির্দেশনাবলী তাদের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রকাশিত ও অবলোকনযোগ্য।

আর মুরতাদদের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, তারা ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন পেয়ে ইসলামের যাবতীয় সৌন্দর্য ও কল্যাণকর বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইসলাম প্রত্যাখান করতঃ তাদের প্রতিপালকের সাথে কুফুরী ও রাসূলের শানে গোস্তাখী ও চরম বে-আদবী করেছে। এ সমস্ত কারণে এ উভয় শ্রেণীর লোকেরা (আরবের মুশরিক এবং মুরতাদরা) অধিকতর শাস্তির উপযুক্ত বিধায় হয়ত তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে নতুবা তাদেরকে হত্যা করা হবে। তাদের ব্যাপারে এছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই।

২. কারণ কাফির বন্দীদের ফেরৎ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের দুশমনদের সাহায্য করা। কারণ পরবর্তীতে এরাই জাগ্রত ও সোচ্চার হয়ে উঠবে এবং যোদ্ধা হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে। আর যুদ্ধ এমন একটি বিষয় যাতে গোটা মুসলিম জাতির ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে যা মুসলমান বন্দীকে দুশমনদের হাতে যিম্মী হিসাবে ছেড়ে রাখতে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। কাজেই ইসলাম ও মুসলমানের সার্বিক অনিষ্টতা এবং লড়াইয়ের সম্ভাব্য ক্ষতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কয়েকজন মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করার চেয়ে অধিক শ্রেয়।

তাছাড়া সে যদি তাদের হাতে বন্দী থেকে যায় তাহলে এটা হবে স্বাভাবিকভাবে তার দিক থেকে একটি পরীক্ষা যার দায়-দায়িত্ব শুধু তারই। তা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হবে না। পক্ষান্তরে তাদের বন্দীদের তাদের হাতে অর্পণ করে সাহায্য করার দায়-দায়িত্ব আমাদের সাথেই সম্পৃক্ত হবে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম আমাদেরই ভুগতে হবে।

৩. মুতূন শব্দটি মত্‌ন এর বহুবচন অর্থাৎ পিঠ, পৃষ্ঠ মূল অংশ মূল পাঠ টেক্সট। হানাফী ফিকহের পরিভাষায় মুতূন বলতে ঐ সমস্ত কিতাবকে বুঝায় যাতে যাহিরি রিওয়ায়েতের অনুকরণে হানাফী মাযহাবের মাসাইল সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন বিদায়া, মুখতাসারুল কুদূরী, মুখতার, বেকায়া, কান্‌যুদ্দাকায়িক, মুলতাকাল আবহুর।

আর যাহিরি রিওয়ায়েত ঐ সকল রিওয়ায়েত বা মাসাইলকে বলা হয় যা মাযহাব রচনাকারী ব্যক্তিবর্গ ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত এবং তা ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক প্রণীত ছয়টি কিতাবে জামি' সাগীর, জামি'কবীর, সিয়ারে সাগীর, সিয়ারে কবীর, মাবসূত ও যিয়াদাত উল্লেখ হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাতে বন্দী রয়েছে তাদের বিনিময়ে মুসলমানদের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাবে। এতে কোন দোষ নেই। এটা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রা)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়েতদ্বয়ের মধ্যে এটিই হলো আযহার তথা স্পষ্টতম বর্ণনা (মুহীত)। অধিকাংশ ফুকাহাগণ এ মতই ব্যক্ত করেছেন (নাহরুল ফাইক)।

উল্লেখ্য যে, মুফাদাত[১] করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সম্মতি থাকা শর্ত। কেননা বন্দীদের মুক্তিদান অর্থ সেনাবাহিনীর উপকৃত হওয়ার অধিকারকে বাতিল করা হয়। সেনাবাহিনী যদি পুরুষ বন্দীরা ব্যতীত অন্যদের ব্যাপারে উক্ত মুকাদাতের অস্বীকৃতি জানায় তাহলে সেনাপ্রধান তাদের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মুফাদাত করতে পারবে না। আর পুরুষ বন্দীদের ক্ষেত্রে হুকুম এই যে যদি এ অস্বীকৃতি (তাদেরকে মুজাহিদদের মাঝে) বণ্টন করার পূর্বে হয়ে থাকে তবে সেনাপ্রধান তাদের ব্যাপারে মুফাদাত করতে পারবেন। আর বণ্টনের পরে সেনা বন্দীদের অনুমতি ব্যতিরেকে পারবেন না।

কাফির বাদশাহর দূত যদি কোন স্থানে এসে তাদের বন্দীদের ব্যাপারে মুফাদাত করতে চায় এবং এ প্রতিশ্রুতি চেয়ে নিল যে আমরা তোমাদের বন্দীদেরকে আমাদের সাথে এনে মুফাদাত সংক্রান্ত বিষয় ও কার্যক্রম থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত তোমরা আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। যদি মুফাদাতের বিষয়ে ঐকমত্য না হয় তাহলে আমরা তোমাদের বন্দীদেরকে ফিরে যাব তাহলে এক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য উক্ত অঙ্গীকার রক্ষা করা উচিৎ। আর আরোপকৃত শর্তানুযায়ী তাদের সাথে মুফাদাত করবে। মুফাদাতের ক্ষেত্রে মালের শর্ত করুক বা অন্য কিছু তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তবে উভয় দল যদি মুফাদাতের বিষয়ে সম্মত না হয় আর এমতাবস্থায় তারা মুসলমানদের বন্দীদেরকে নিয়ে রওনা দিতে প্রস্তুত হলো অথচ সে মুহূর্তে মুসলমানরা ইচ্ছা করলে তাদের উপর হামলা বা বল প্রয়োগ করতে সক্ষম তাহলে এ পরিস্থিতিতে তাদের এ ব্যবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যে তারা মুসলমান বন্দীদেরকে নিজেদের দেশে (দারুল হারবে) নিয়ে যাবে তা মুসলমানদের জন্য মোটেই উচিৎ নয়। বরং শর্ত বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে মুসলমান বন্দীদেরকে তাদের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই তাদের কর্তব্য। এছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করা যাবে না (মুহীত)।

উল্লেখ্য, কাফিরদের সাথে মালের বিনিময়ে মুফাদাত করা (অর্থাৎ তাদের থেকে মাল নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়া) হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী জাইয নেই।

৬. মাসআলা ঃ মুসলমানদের হাতে বন্দী 'নওমুসলিমকে' কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমানের বিনিময়ে মুক্তিপণ হিসাবে দেয়া যাবে না। তবে সে সম্মত হলে এবং নিজের ঈমান রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাকে মুক্তিপণ হিসাবে দেয়া যাবে।

১. মুফাদাত (مفاداة) শব্দটি ফিদা (فدا) থেকে রূপান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ উৎসর্গ, বিনিময়, মুক্তিপণ। মুফাদাতের অর্থ হলো একে অপরকে বিনিময় দেওয়া মুক্তিপণ আদায় করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো কাফিরদের যে সকল লোক মুসলমানদের হাতে বন্দী রয়েছে তাদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদের কাফিরদের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭. মাসআলা ঃ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা (অর্থাৎ তাদেরকে দাস কিংবা যিম্মী না বানিয়ে কিংবা হত্যা না করে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া জাইয নেই[১] (কাফী)।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি মুশরিক শিশুদের সঙ্গে তাদের মাতাপিতারাও বন্দী হয় তাহলে ঐ শিশুদেরকে মুক্তিপণ[২] হিসাবে দেয়া যাবে। আর যদি শুধু শিশুরা বন্দী হয় (তাদের মাতা-পিতারা বন্দী না হয়) এবং তাদেরকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় তাহলে তাদেরকে মুক্তিপণ হিসাবে দেওয়া যাবে না।

অনুরূপ যদি দারুল হরবেই গনীমত বণ্টন করা হয় এবং একটি শিশু কোন ব্যক্তির অংশে পড়ল কিংবা তথায় গনীমতের মাল বিক্রি করা হলে ঐ ব্যক্তি ক্রয় সূত্রে সে শিশুটির মালিক হলো তাহলে উক্ত শিশু ঐ ব্যক্তিরই অনুবর্তীরূপে মুসলমান বলে বিবেচিত হবে (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মুসলমানরা যদি কাফিরদের থেকে ঘোড়া এবং হাতিয়ার নিয়ে নেয়। এরপর তারা তা মালের বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিতে চায় তাহলে তাদেরকে এ সুযোগ প্রদান জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা এ দরখাস্ত করে যে তোমরা আমাদের বন্দী লোকদের আমাদেরকে দিয়ে দাও আর এর পরিবর্তে একজন কিংবা বলল দু'জন মুশরিক নিয়ে নাও তাহলে মুসলমানদের জন্য এরূপ করা জাইয নেই। দারুল হারবে বন্দী মুসলমানদের বিনিময়ে দিরহাম-দিনার এবং যুদ্ধের দ্বারা উপকরণ বা উপাদান নয় এমন জিনিস দেয়া যায়। যেমন বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি। যুদ্ধের উপকরণ দেয়া জাইয নেই। যেমন অস্ত্র, ঘোড়া, লোহা। (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) সিয়ারে কবীরে উল্লেখ করেছেন, কোন আযাদ মুসলমান বা যিম্মী যদি দারুল হারবে বন্দী থাকে। এমতাবস্থায় সে তাদের ওখানেই নিরাপত্তাধীন কোন মুসলমান বা যিম্মীকে বলল, তুমি আমাকে (মুক্তি দিয়ে) মুক্ত কর বা ক্রয় কর, এরপর সে তাই করল এবং তাকে দারুল ইসলামে নিয়ে এলো। তাহলে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। আর মুক্তিপণ বা ক্রয় মূল্য ঐ ব্যক্তির উপর ঋণ হিসাবে বিবেচিত হবে। সুতরাং আদিষ্ট ব্যক্তি যে পরিমাণ মাল মুক্তিপণ দিয়েছিল তা তার থেকে আদায় করে নিবে। তবে আদায়কৃত মুক্তি দিয়্যত সমপরিমাণ হতে হবে। অতএব যদি দিয়্যতের নিসাব থেকেও বেশী মুক্তিপণ আদায় করে তাহলে এক্ষেত্রে সে দিয়্যতের নিসাব পরিমাণ মালই আদায় করতে পারবে এর চেয়ে বেশী নয়।

অনেকে বলেছেন যে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর বক্তব্য অনুযায়ী এ হুকুমই কার্যকর হওয়া উচিৎ যে আদিষ্ট ব্যক্তি মুক্তি হিসাবে যে পরিমাণই আদায় করুক তা আদেশ দাতা (বন্দী) থেকে আদায় করে নিবে অর্থাৎ দিয়্যতের নিসাব থেকে কম হোক বা বেশী হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। তবে বিশুদ্ধতম কথা হলো (ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) তাঁদের সকলের নিকট এ ক্ষেত্রে ঐ হুকুমই প্রযোজ্য (যা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

১. কেননা ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো (সূরা বাকারা) তাছাড়া তাদেরকে বন্দী করে হাতের মুঠোয় আনার কারণে তারা দাস হওয়ার উপযুক্ত এবং তাতে রয়েছে মুসলমানদের হক। সুতরাং কোন লাভ ও বিনিময় ছাড়া উক্ত হক রহিত করা জাইয হবে না। এতদ্ব্যতীত এদের দ্বারা পরবর্তীতে মুসলমানদের ক্ষতি ও অনিষ্টতার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

২. কারণ এগুলোর যুদ্ধের সামান এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুশমনকে পরাস্ত করার অন্যতম মাধ্যম।

বন্দী ব্যক্তি যদি তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুক্ত করার আদেশ করে কিন্তু তাকে মুক্ত করতে আদিষ্ট ব্যক্তির আরো বেশী খরচ হয়ে যায় তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ দাতার কাছ থেকে শুধু এক হাজার দিরহামই আদায় করতে পারবে। বেশী নয় (যখীরাহ)।

বন্দী যদি আদিষ্ট ব্যক্তিকে বলে তুমি আমাকে তাদের থেকে ছাড়িয়ে নাও ঐ জিনিসের বিনিময়ে যা তুমি ভাল মনে কর অথবা বলল, ঐ জিনিসের বিনিময় যা তুমি চাও কিংবা বলল, যে জিনিসের বিনিময় তুমি আমাকে মুক্ত করবে তা সঠিক গণ্য হবে। এসব সূরতে আদিষ্ট ব্যক্তি যে পরিমাণ তার মুক্তিপণে আদায় করেছে কম হোক বা বেশী হোক তা তার থেকে আদায় করে নিবে।

বন্দী ব্যক্তি যদি দাস বা দাসী হয়ে থাকে এবং সে কোন নিরাপত্তাধীন যিম্মীকে আদেশ করল যেন তাকে তাদের থেকে ক্রয় করে নেয় কিংবা তার জন্য তাদেরকে মুক্তিপণ আদায় করে। এরপর সে তাই করল। চাই তাকে তার সম মূল্য অর্থ দিয়ে ক্রয় করুক কিংবা তার থেকে কম বা বেশী দিয়ে সর্বাবস্থায় তা জাইয হবে তবে সে ঐ ক্রয়কারীর (আদিষ্ট ব্যক্তি) গোলাম রূপে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যদি দাসটি এরূপ বলে থাকে যে আপনি আমাকে আমার স্বার্থেই ক্রয় করুন। এরপর সে তাকে তার সমমূল্য কিংবা কিছু কমে ক্রয় করে তাদেরকে জানিয়ে দিল যে আমি একে তার নিজের স্বার্থেই ক্রয় করলাম। তাহলে উক্ত দাস আযাদ বলে গণ্য হবে। তার উপর কোন হস্তক্ষেপ চলবে না। আদিষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছা করলে ঐ দাস থেকে তার আদায়কৃত মূল্য বা মুক্তিপণ উসূল করে নিবে (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ বন্দী ব্যক্তি যদি মুকাতাব হয় এবং সে তার মুক্তি দানের জন্য কাউকে আদেশ করে। এরপর আদিষ্ট ব্যক্তি তার মুক্তিপণ আদায় করল তাহলে সে ঐ মুক্তিপণ তার থেকে উসূল করে নিবে। আর যদি উক্ত মুকাতাব (বন্দী) তা আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তা তার যিম্মায় ঋণ থাকবে। মুকাতাব বন্দীটি যদি তাকে পাঁচ হাজার টাকায় ছাড়াতে বলে অথচ তার মূল্যই হলো মাত্র এক হাজার টাকা তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী তা জাইয হবে। আর সাহিবাইনের (অর্থাৎ আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) মতানুযায়ী সে আযাদ না হওয়া পর্যন্ত তাকে এক হাজারের বেশী দ্বারা মুক্ত করা জাইয হবে না।

আর যদি বন্দী ব্যক্তি লড়াইর জন্য অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম হয়ে থাকে এবং সে কাকেও তার মুক্তি আদায় করতে বলে (এরপর সে তার মুক্তিপণ আদায় করে) তাহলে সে আদায়কৃত মুক্তিপণ তার মনিব থেকে আদায় করতে পারবে না (এমনকি অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম থেকেও নিতে পারবেনা যতক্ষণ সে মালিকানাভুক্ত থাকবে)। তবে সে আযাদ হয়ে গেলে তার জন্য উক্ত বিনিময় আদায় করা আবশ্যক।

১২. মাসআলা ঃ কোন আজনবী (অপরিচিত ব্যক্তি) যদি কাউকে দারুল হারবে অবস্থিত কোন বন্দীকে এই বলে ক্রয় করার আদেশ দেয় যে তুমি তাকে আমার জন্য খরিদ কর কিংবা বলল আমার মাল দ্বারা খরিদ কর তাহলে এক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ দাতা থেকে ক্রয় মূল্য উসুল করে নিবে। তবে যদি সে "আমার জন্য কিংবা আমার মাল দ্বারা" না বলে থাকে তাহলে উসুল করার সুযোগ থাকবেনা। তবে যদি সেও তার সঙ্গে বন্দী তাকে তাহলে উসুল করতে পারবে (যহীরিয়্যাহ)।

১৩. মাসআলা ঃ "ফাতাওয়া" নামক গ্রন্থে আছে বন্দী যদি নিজকে মুক্ত করানোর জন্য কাউকে উকীল বানায় আর সে অন্য একজন·কে (উকীল বানিয়ে) বলল, তুমি একে আমার জন্য খরিদ কর, কিংবা বললো, তুমি একে আমার মাল দ্বারা ক্রয় কর তাহলে তা জাইয হবে এবং দ্বিতীয় উকীল আদেশ দাতা (প্রথম উকীল) থেকে ক্রয়মূল্য উসুল করতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি প্রথম উকীল দ্বিতীয় উকীলকে বলে যে, তুমি তাকে ক্রয় কর কিন্তু "আমার জন্য বা আমার মাল দ্বারা" বলল না তাহলে দ্বিতীয় উকীল ক্রয় দ্বারা বন্দীর উপর শুধু অনুগ্রহকারী বলে বিবেচিত হবে। অতএব সে কারো থেকে ক্রয়মূল্য উসুল করতে পারবে না এমনিভাবে প্রথম উকিল ও আদেশ দাতা (বন্দী ব্যক্তি) থেকে কোন কিছু আদায় করতে পারবে না (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ কতিপয় মুসলমান তাদের চাঁদার অর্থ এক ব্যক্তিকে দিয়ে দারুল হারব থেকে মুসলিম বন্দীদের ক্রয় করে আনতে পাঠালো। তাহলে তার কর্তব্য হবে, বন্দীদেরকে দাস এবং কে স্বাধীন তা জেনে নেয়া। তারপর আযাদ ব্যক্তিকে ক্রয় করা। তবে আযাদ ব্যক্তি গোলাম হলে তার যে মূল্য হতো তা যেন অতিক্রম না করা হয়। সুতরাং সে তাকে তার সমমূল্য কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশী মূল্য দ্বারা ক্রয় করবে।

আদিষ্ট ব্যক্তি যদি (ব্যক্তিগত উদ্যোগে) কোন কয়েদীকে মুক্ত করতে চায় এমতাবস্থায় কয়দী তাকে বলল, তুমি আমাকে আমার স্বার্থেই ক্রয় কর। এরপর সে তাকে ঐ মাল দ্বারা খরিদ করল যা তাকে দেওয়া হয়েছিল তাহলে এক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ মালের জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর সে তা উক্ত কয়দী থেকে আদায় করে নিবে।

উক্ত কয়েদীর আদিষ্ট ব্যক্তিকে এ কথা বলার পর "যে তুমি আমাকে আমার জন্য এত মূল্যে ক্রয় কর" যদি সে তাকে বলে, আমাকে (সকলের পক্ষ থেকে) যে মাল দেওয়া হয়েছে আমি তোমাকে সওয়াব অর্জনের লক্ষ্যে তা দ্বারা ক্রয় করব। এরপর সে তাকে ক্রয় করল। তাহলে সে আদেশ দাতাদের জন্যই ক্রয় করেছে বলে বিবেচিত হবে (তাতার খানিয়া)।

১৫. মাসআলা ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে দারুল হার্‌ব থেকে নির্দিষ্ট আযাদ বন্দীকে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করার আদেশ দেয় এরপর সে তাকে খরিদ করল তাহলে আদিষ্ট ব্যক্তি ঐ আযাদ কয়েদী থেকে কোন কিছু উসুল করতে পারবে না। তবে আদেশ দাতা থেকে আদায় করার সুযোগ থাকবে যদি সে কয়দীর মূল্যের দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকে কিংবা যদি এরূপ বলে থাকে যে, তুমি তাকে আমার জন্য ক্রয় কর। আর যদি এরূপ বলে, যে তুমি তাকে সওয়াব পাওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের জন্যই কর তাহলে এক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তি আদেশ দাতা থেকে কোন কিছু আদায় করতে পারবে না (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি একজন বন্দীকে ক্রয় করার পরিমাণ অর্থ নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করল তাহলে আলিম কয়েদী অপেক্ষা জাহিল কয়েদীকে খরিদ করা উত্তম (সিরাজিয়াহ)।

১৭. মাসআলা ঃ দারুল হরবের অভিযান থেকে ফেরার সময় শাসক যদি সঙ্গের পশুগুলো দারুল ইসলামে নিয়ে আসতে সক্ষম না হন তাহলে সেগুলো হাত পা কাটবে না কিংবা এমনিতেই ছেড়ে দিবেন না বরং যবাহ করে পুড়িয়ে ফেলবেন। আর তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও জ্বালিয়ে ফেলবেন। তবে যে সমস্ত হাতিয়ার আগুনে না পুড়ে, যেমন লোহা, স্টীল ইত্যাদি। সেগুলো এমন এক স্থানে পুতে দিবেন যার সন্ধান কাফিররা না জানে (কাফী)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর তাদের বাসন পত্র এবং আসবাবপত্রসহ ঘরের যাবতীয় আসবাব পত্র এমনভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে যেন পরবতীর্তে এসব দ্বারা উপকৃত না হতে পারে। আর সকল ধরনের তরল জাতীয় পদার্থ প্রবাহিত করে দিবে, যেন তারা পরবর্তীতে এসব দ্বারা উপকৃত না হতে পারে। এসব কর্মকাণ্ড এজন্য করা হবে যাতে তারা ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে।

১৮. মাসআলা ঃ দারুল হারবের অভিযান থেকে ফেরার সময় যদি বন্দীদের সঙ্গে আনা তাদের সম্ভব না হয় তাহলে পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধাদেরকে খাদ্য ও পানীয় বিহীন নির্জন স্থানে ফেলে আসবে, যেন তারা ক্ষুধা-পিপাসায় মারা যায়। কেননা হাদীসে নিষেধাজ্ঞা আসার কারণে হত্যা করা সম্ভব নয়, আবার বাঁচিয়ে রাখাও বিশেষ কোন যুক্তি নেই।[১]

একারণেই মুসলমানরা যদি দারুল হারবে কোথাও সাপ বা বিচ্ছু পায় তবে তারা বিচ্ছুর লেজ কেটে দিবে আর সাপ হলে তার দাঁত ভেঙ্গে দিবে যেন মুসলমানদের ওখানে থাকা অবস্থায় কোন ক্ষতি না হয়। আর তাদের একেবারেই মেরে ফেলবে না যেন তাদের বংশ পরম্পরা বাকি থাকে পরবর্তীতে তাদের বংশধররা কাফিরদেরকে দংশন করে ও কষ্ট দেয় (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৯. মাসআলা ঃ গনীমতের মাল যতক্ষণ পর্যন্ত দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মালিক হওয়া যায় না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

উপরোক্ত মূলনীতির উপর অনেক মাসাইল ভিত্তি করে (১) গনীমতের হকদারদের কেউ যদি (দারুল হারবের মধ্যেই) বন্দীকৃত দাসীর সাথে সংগম কর্ম করে এরপর উক্ত দাসী একটি সন্তান প্রসব করল আর ঐ ব্যক্তি সে সন্তানের দাবী করল তাহলে এক্ষেত্রে তার সাথে উক্ত সন্তানের বংশ সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। তবে (সংগম করার কারণে) ঐ ব্যক্তির উপর উফর ওয়াজিব হবে।

কাজেই উক্ত দাসী, তার সন্তান এবং (আদায়কৃত) উফর গনীমতের হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে। (২) দারুল হারবে গনীমতের মাল বণ্টন করার পর যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ পেয়ে গেল এমতাবস্থায় কেউ যদি নিজ অংশ দারুল ইসলামে আনার পূর্বেই মারা যায় তাহলে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে তার অংশের হকদার হবে না। (৩) মুজাহিদদের কেউ যদি গনীমতের কোন জিনিস নষ্ট বা ধ্বংস করে ফেলে তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সে তার জন্য দায়বদ্ধ হবে না। (৪) শাসক যদি ইজতিহাদ করা ব্যতীত কিংবা গাযীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না করে গনীমত বণ্টন করে তাহলে তা আমাদের (হানাফী) মাযহাব অনুযায়ী সহীহ হবে না[২] (তাবয়ীন)।

১. হত্যার নিষেধাজ্ঞার علت বা হেতু হচ্ছে দুর্বলের প্রতি করুণা, সুতরাং একই হেতুতে উপরোক্ত আরেন বৈধ হতে পারে না। (সম্পাদক)

২. অর্থাৎ ইমাম যদি আলিম হয় এবং তার মধ্যে ইজতিহাদ করে সঠিক ও মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা থাকে তাহলে এরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বণ্টন করা কিংবা মুজাহিদদের ফায়দা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য না করে বণ্টন করা সহীহ্ হবে না। অতএব ইমাম যদি এ বিবেচনা করে বণ্টন করে যে দারুল ইসলামে গনীমত নিয়ে যাওয়ার আগে তা ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তবে তা সহীহ্ হবে অনুরূপ যদি তাতে মুজাহিদদের উপকার নিহিত থাকে তবুও সহীহ্ হবে।

এ হুকুম উভয় দেশের মাঝে সংলগ্ন সীমান্ত না থাকা অবস্থা। সুতরাং যদি দারুল ইসলামের সাথে সংলগ্ন সীমান্ত থাকে এবং তা জয় করে শাসক তাতে ইসলামী আহকাম জারী করে তাহলে সেখানে গনীমত বণ্টন করলে কোন দোষ নেই (শরহে তাহাবী)।

আর যদি শাসক ইজতিহাদ করে দারুল হারবে গনীমত বণ্টন করে কিংবা মুজাহিদদের প্রয়োজন সাপেক্ষে ও তাদের উপকারার্থে বণ্টন করে তবে তা সহীহ্ গণ্য হবে।

২০. মাসআলা ঃ দারুল ইসলামে গনীমতের মাল নিয়ে আসার পর যে ব্যক্তি মারা যাবে তার অংশ তার উত্তরাধিকারীবর্গ পাবে (হিদায়া)।

২১. মাসআলা ঃ যুদ্ধে সাহায্যকারী ও শক্তি সঞ্চারক হিসাবে যারা মুসলমানদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে তারাও গনীমতের মধ্যে তাদের সাথে শরীক থাকবে তবে যদি গনীমত দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় কিংবা দারুল হারবেই তা বণ্টন করা হয় কিংবা যদি ইমাম তথায় গনীমতের মাল বিক্রি করেন তাহলে সাহায্যকারীদের অংশীদারিত্ব হয়ে যায়।

২২. মাসআলা ঃ মুসলমান সেনাবাহিনী যদি দারুল হারবের কোন একটি শহর জয় করে নেন, এরপর একদল লোক সাহায্যকারী হিসাবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত হলো তাহলে তারা গনীমতের মালে তাদের সাথে শরীক হবে না। কারণ শহরটি বিজিত হওয়ার কারণে ইসলামী শহর বলে গণ্য হবে (কাজেই এখানে সাহায্য করার ততটা গুরুত্ব নেই)। গনীমতে বাজারী ব্যক্তিদের কোন অংশ নেই তবে যদি তারা লড়াইয়ে শরীক হলে অংশ পাবে। উল্লেখ্য যে, লড়াইকারী অশ্বারোহী যোদ্ধা না পদাতিক যোদ্ধা তা যুদ্ধ চলা অবস্থা অনুযায়ী বিবেচিত হবে[১] (ইখতিয়ার ঃ শরহুল মুখতার)।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দারুল হারবের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং যে মুরতাদ তওবা করেছে এবং যে ব্যবসায়ী নিরাপত্তা লাভ করে দারুল হারবে প্রবেশ করেছে এরা যদি সেনাদলের শামিল হয়ে যুদ্ধে অংশ নিলে গনীমতের হকদার হবে। নতুবা নয় (ফাত্হুল কাদীর)। উল্লেখ্য সেনাবাহিনীর সাহায্যকারী এবং মূল লড়াইকারী উভয়ে গনীমতের ব্যাপারে সমান হকদার (হিদায়া)।

২৩. মাসআলা ঃ মুসলিম সেনাবাহিনীর সাথে যদি মজদুর থাকে (অর্থাৎ কোন মুসলমান নিজ খিদমতের জন্য কাউকে মজদুর হিসাবে সঙ্গে নিল) ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন এক্ষেত্রে দেখতে হবে। উক্ত মজদুর যদি নিজ সাহেবের খিদমত বাদ দিয়ে কাফিরদের সাথে লড়াই করে তাহলে সে গনীমতের অংশীদার হবে। আর যদি সাহেবের খিদমতে ব্যস্ত থাকে তাহলে কিছুই পাবে না এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো এই যে, যে ব্যক্তি লড়াইর উদ্দেশ্যে দারুল হারবে প্রবেশ করবে সে গনীমতের অংশ পাবে লড়াই করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। আর যে লড়াই ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রবেশ করবে, সে গনীমতের হকদার হবে না। তবে যদি সে লড়াইতে অংশগ্রহণ করে থাকে তাহলে হকদার হবে।

১. অর্থাৎ যুদ্ধ চলাবস্থায় সে যদি অশ্বারোহী হয়ে লড়াই করে তাহলে সে অশ্বারোহী যোদ্ধার অংশ পাবে। আর পায়ে হেঁটে লড়াই করলে পদাতিক যোদ্ধার অংশ পাবে। অশ্বারোহী যোদ্ধা পদাতিক যোদ্ধার একগুণ বেশী গনীমতের হকদার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে সেনাদলের সাথে দারুল হারবে গেল (কাফিরদের সাথে) কিন্তু সঙ্গত ওযরের কারণে যুদ্ধ করতে পারল না সে গনীমতের হিস্সা পাবে। অশ্বারোহী হলে অশ্বারোহীর অংশ আর পদাতিক হলে পদাতিকের অংশ পাবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি লড়াইর উদ্দেশ্যে দারুল হারবে প্রবেশ করার পর বন্দী হয়ে গেল এরপর গনীমতের মাল (দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামে) নিয়ে আসার পূর্বেই সে মুক্তি পেল তাহলে সে তার প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

২৫. মাসাআলা ঃ শাসক যদি গনীমতের মাল দারুল ইসলাম নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন। আর অবশ্য গনীমতের মধ্যে বাহন জন্তুও থাকে তাহলে তিনি সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। যদি গনীমতের মধ্যে বাহন জন্তু না থাকে তবে বায়তুল মালের বাড়তি বাহন থাকে তাহলে সেগুলোর ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু যদি বাড়তি কোন বাহনও না থাকে তবে গনীমতের হকদারদের কাছে ব্যক্তিগত বাড়তি বাহন থাকে তাহলে শাসক তাদের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত ভাড়া দিয়ে সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তারা সম্মত না হলে ভাড়ার বিনিময়েও তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না (সিয়ারে সগীর) তবে সিয়ারে কবীরে এরূপ উল্লেখ রয়েছে যে শাসক ইচ্ছা করলে তাদেরকে উপযুক্ত ভাড়া প্রদানের সহিত এ বিষয়ে (অর্থাৎ তাদের বাহনে করে গনীমত পৌঁছানের জন্য) তাদেরকে বাধ্য করতে পারবেন।

আর যদি তাদের সাথে বাড়তি বাহন জন্তু না থাকে তবে তাদের মধ্যে কারো কারো সাথে রয়েছে তাহলে শাসক যদি মালিকের সম্মতিক্রমে উপযুক্ত ভাড়ার মাধ্যমে বাহনে করে তা দারুল ইসলাম পৌঁছায় তবে তা জাইয গণ্য হবে। তবে যদি এতে মালিকের সম্মতি না থাকে তাহলে সিয়ারে সগীরের বর্ণনানুযায়ী তাকে বাধ্য করা যাবে না পক্ষান্তরে সিয়ারে কবীরের বর্ণনানুযায়ী তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে (মুহীত)।

২৬. মাসআলা ঃ সৈন্যবাহিনী দারুল হরবে পশুকে চারা দানা খাওয়াতে পারবে এবং খাদ্যদ্রব্য পেলে তা থেকে নিজেরাও খেতে পারবে, যেমন রুটি, গোস্ত, এবং ঐ সকল জিনিস যা খাদ্যে ব্যবহার করা হয় যেমন ঘি, মধু, যায়তুন[১] সিরকা[২] ইত্যাদি। আর যে সমস্ত তেল সাধারণত খাওয়ার কাজে ব্যবহার্য ঘি, যায়তুন ও সিরকার ন্যায় তা মালিশের কাজে ব্যবহার করা যাবে (যেমনঃ সরিষার তেল, নারিকেল তেল, তিলের তেল ইত্যাদি)। আর যে সমস্ত তেল খাওয়া হয় না তা দ্বারা মালিশ করতে পারবে না। যেমন, রৌগনে বানাপসা ও খায়রী অর্থাৎ গোলাপ তেল ইত্যাদি ও এ জাতীয় অন্যান্য তেল। বস্তুতঃ যে সমস্ত খাওয়া ও পান করার কাজে ব্যবহার নয় সেনাদলের কারো জন্য তা দ্বারা উপকৃত হওয়া অনুচিত হবে। উপকার কম হোক চাই বেশী হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

২৭. মাসআলা ঃ বণিকদল যদি লড়াইর উদ্দেশ্যে সেনাদলের সাথে দারুল হারবে প্রবেশ করে তাহলে বণিকদের জন্য খাদ্যদ্রব্য থেকে বিনা মূল্যে কোন কিছু খাওয়া কিংবা তাদের বাহন জন্তুকে চারাদানা খাওয়ানো জাইয নয়। অবশ্য যদি কিছু খেয়ে ফেলে কিংবা নিজ বাহনকে

১. এক জাতীয় ফল তা দ্বারা প্রস্তুত তেলকে যায়তুন বলা হয়।
২. টক মদ বা চাটনী ও শুরবা জাতীয় উপখাদ্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

খাওয়ায় তাহলে তার উপর এর জন্য জরিমানা আরোপ করা হবে না। আর যদি খাওয়ার পর তার কাছে কিছু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে তবে তা তার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।

সৈন্যবাহিনী যদি তাদের ঐ সকল গোলামকে কিছু খাওয়ায় যারা সহযোগী হিসাবে তাদের সাথে দারুল হারবে প্রবেশ করেছে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য তাদের নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে তবে যে মজদুর হিসাবে তাদের সাথে নিয়েছে সে খেতে পারবে না।

নারীরা যদি রুগী ও আহতদের সেবা শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে (বাহিনীর সাথে দারুল হারবে) প্রবেশ করে তাহলে তারা নিজেরাও খেতে পারবে এবং তাদের ক্রীতদাস ও বাহনকে ও খাওয়াতে পারবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। উল্লেখ্য উক্ত খাদ্যবস্তু সম্পূর্ণভাবে খাওয়ার উপযুক্ত থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কাজেই উট, গরু এবং বকরী ইত্যাদি প্রাণী (যা এখনো খাওয়ার উপযুক্ত নয় তথাপিও খাদ্য হিসাবে বিবেচিত)। অতএব তা যবাহ করে খাওয়া জাইয হবে। আর ঐ সব প্রাণীর চামড়া গনীমতের মধ্যে দাখিল করবে এমনিভাবে সকল প্রকারের দানা (যেমন গম, ছোলা ও ভুট্টা) এবং ইক্ষু ও তরতাজা ও শুষ্ক তথা পাকা ফল ফলাদি। যেমন- আঙ্গুর, কিসমিস, মুনাক্কা, খেজুর, কমলা, আপেল পেয়ারা কুল আনার ইত্যাদি)। আর প্রত্যেক ঐ জিনিস যা সাধারণত ভক্ষণ করা হয় এসব কিছু (খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত কাজেই) তা খাওয়া যাবে। তবে এ সুযোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যার গনীমতের মালের মধ্যে অংশ রয়েছে কিংবা ঐ ব্যক্তির জন্য থাকে গণীমত থেকে কিছু অংশ হাদিয়া হিসাবে দেওয়া হয়।[১] সে ধনী হোক বা গরীব হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

মজদুর এবং ব্যবসায়ীকে খাওয়াবে না তবে যদি গমের রুটি কিংবা রান্নাকৃত গোস্ত হয়ে থাকে তাহলে খাওয়াতে পারবে (তাব্য়ীন)।

২৮. মাসআলা ঃ সৈন্যরা যদি (যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে) তাদের বাহন জন্তুর জন্য চারা দানা, নিজেদের জন্য খাদ্য, জ্বালানির কাজে ব্যবহারের জন্য কাষ্ঠ, মালিশের জন্য তেল এবং লড়াইয়ের জন্য হাতিয়ার আনে তাহলে প্রয়োজন মিটে যাওয়ার পর এসব কিছু বিক্রি করা বা নিজের মালিকানায় নেয়া জাইয নেই। যদি বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য গনীমতের মধ্যে শামিল করতে হবে (গায়তুল বয়ান)।

যদি তিল, পেয়াজ এবং তরি-তরকারী ইত্যাদি ঐ সমস্ত জিনিস পেয়ে থাকে যা সাধারণত জীবিকা নির্বাহের কাজ দেয় তবে তা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সুগন্ধি ও ঔষধ জাতীয় জিনিসের কিছুই ব্যবহার করতে পারবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য। যদি ইমাম তাদেরকে খাদ্য জাতীয় দ্রব্য এবং পানি জাতীয় দ্রব্য থেকে উপকৃত হতে নিষেধ না করে থাকেন। আর যদি নিষেধ করে থাকেন তাহলে তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জাইয হবে না।

সৈন্যদের যদি আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন পড়ে যেমন রান্না করার জন্য কিংবা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য আগুন পোহাবার উদ্দেশ্যে তাহলে আহলে হারবদের বাঁশ ও অন্যান্য লাকড়ীর মধ্যে যা জ্বালানির জন্য তা জ্বালাতে পারবে, আর যদি তা জ্বালানির কাজের জন্য না হয় বরং

১. যেমন মহিলাদের জন্য গনীমতের মধ্যে নির্ধারিত কোন অংশ নেই। তবে হাদিয়া হিসাবে তাদেরকে গনীমত থেকে কিছু অংশ দেয়া জায়িয।

পিয়ালা বাসন-পত্র বানানোর উদ্দেশ্যে রাখা থাকে এবং তা মূল্যবানও বটে তবে তা ব্যবহার করা জাইয নেই।

২৯. মাসআলা ঃ পশুর চারাদানার জন্য ঘাস পাতা না পাওয়া গেলে গম খাওয়াতে পারবে। যদি দারুল হারবে সাবান অথবা হুরদ[১] জাতীয় পদার্থ পায় তাহলে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

আর যদি ঐ হুরদ পদার্থটি দুশমনদের ভূমিতে (দারুল হারবে) উৎপাদিত হয় আর তার থেকে কিছু অংশ কেউ নেয় তাহলে দেখতে হবে যদি প্রাপ্ত হুরদ মূল্যবান হয়ে থাকে তাহলে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তার দ্বারা উপকৃত হওয়া জাইয হবে না। আর যদি মূল্যহীন হয় তবে কোন প্রয়োজন না দেখা দিলেও উপকৃত হওয়া জাইয হবে।

৩০. মাসআলা ঃ সৈন্যদের মধ্যে কেউ যদি তার নিজের জন্য চারাদানা আনতে কাউকে মজদুর নিযুক্ত করে, আর এরপর সে কোন এলাকা থেকে চারাদানা নিয়ে এসে বলে যে, এগুলো তোমাকে দিব না, আমিই নেবো তবে, তোমাকে বিনিময় দিয়ে দিব কিন্তু নিয়োগদাতা তা মানলো না অবশ্য মজদুর স্বীকার করে যে, এগুলো ইজারারই ভিত্তিতে এনেছে তাহলে মজদুরকে তা প্রদান করার জন্য বাধ্য করা হবে।

এ হুকুম হলো যদি মজদুর এবং নিয়োগকারী উৎসের প্রয়োজনের অবস্থায় কিংবা প্রয়োজন না থাকায় অবস্থায়। যদি শুধু মজদুরের প্রয়োজন থাকে তাহলে তার সুযোগ আসে নিজের জন্য রেখে দেয়ার। তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না। পক্ষান্তরে মুসতাযির যদি তাকে এজন্য মজদুর হিসাবে নিযুক্ত করে যেন সে তার জন্য শুষ্ক ঘাস কেটে নিয়ে আসে এবং বাকি মাসআলা যথাপূর্ব হয়[২] তাহলে এক্ষেত্রে সে তার থেকে ঐ সব ঘাস নিয়ে নিতে পারবে যদিও তার প্রয়োজন না পড়ে আর মজদুরের প্রয়োজন থাকে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি মজদুর এ স্বীকারোক্তি করে যে আমি তা মুসতাযিরের জন্যই কেটে এনেছি (যহীরয়্যিাহ)।

৩১. মাসআলা ঃ মুসলমানরা যদি দুশমনদের ভূমিতে কোন বৃক্ষ পেয়ে তা দ্বারা লাকড়ী তৈরী করে তাহলে দেখতে হবে যদি তৎস্থানে এর কোন মূল্য না থাকে তবে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য আগুন পোহানো এবং রান্নার কাজে জ্বালানো ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। আর যদি অবস্থা এমন হয় যে তৎস্থলে এর কোন মূল্য নেই তবে তাতে তারা এমন কিছু কারুকার্য করেছে যার কারণে ঐ লাকড়ী মূল্যবান হয়ে গেছে তাহলে এক্ষেত্রে তার দ্বারা উপকৃত হওয়ায় কোন দোষ নেই।

আর যদি তারা সে সমস্ত লাকড়ী (দারুল হারব থেকে) দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। এরপর শাসক গনীমত বণ্টনের ইরাদা করেন। তাহলে দেখতে হবে যদি গনীমত বণ্টনের স্থানে (কারুকার্যকৃত লাকড়ী যেরূপ মূল্যবান অনুরূপ) কারুকার্যবিহীন লাকড়ীও মূল্যবান হয় তাহলে

১. পটাশ, হতে ধোঁয়ার ক্ষার জাতীয় বিশেষ এক প্রকার পদার্থ যা সাবান তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, বা কাপড় ধৌতকারী ডিটারজেন পাউডার।

২. অর্থাৎ বলল আমি এ সব ঘাস নিয়ে তোমাকে দিবনা আর মুসতাযির তা অস্বীকার করে। এরপর দেখা গেল যে এগুলো মজদুরের প্রয়োজন রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(তা গনীমতে শামিল করা হবে তবে) শাসক ইখতিয়ারাধীন থাকবেন। ইচ্ছা করলে তাদের থেকে (সাধারণ লাকড়ীসহ) কারুকার্য বিশিষ্ট লাকড়ীগুলো নিয়ে গনীমতে শামিল করবেন। আর কারুকার্যতার ফলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত মূল্য তাদের হস্তান্তর করবেন। আর ইচ্ছা করলে সমস্ত লাকড়ী বিক্রি করে তার মূল্য সাধারণ লাকড়ী এবং কারুকার্যবিশিষ্ট লাকড়ী উভয়ের মূল্যানুপাতে ভাগ করবেন এরপর কারুকার্যের অংশ কারুকার্যকারীদের দিয়ে লাকড়ীর মূল্য গনীমতে শামিল করবেন।[১] (যেহেতু এসব লাকড়ীতে গনীমতের সকল অংশীদারের হক রয়েছে) কাজেই এ কারুকার্যতার কারণে তাদের উক্ত হক নষ্ট হবে না। আর যদি উক্ত লাকড়ী দারুল হারব এবং দারুল ইসলাম সর্বত্রই মূল্যহীন হয় তাহলে শাসক তা তাদেরকেই দিয়ে দিবে না। (কেননা এতে কারো হক এখন আর সম্পৃক্ত নেই) (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ সৈন্যদের কেউ কোন ঘরে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পেল তন্মধ্যে কিছু তার প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত, সে তা অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল এমতাবস্থায় সৈন্যদের মধ্যে কোন প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে উক্ত খাদ্য চাইল, আর অবস্থা এই যে সেখানে গিয়ে খাদ্য সংকটে পড়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে এক্ষেত্রে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজের সাথে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারবে আর যদি ঐ স্থানে যাওয়ার পর তার প্রয়োজন না পড়ে তাহলে এক্ষেত্রে তাকে নিষেধ করা (অর্থাৎ খাদ্য না দেওয়া) জাইয হবে না। আর যদি প্রথম ব্যক্তির এ খাদ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও তালিব (যে খাদ্য চেয়েছে) তার থেকে কেড়ে নেয় তবে এখনো সে তার থেকে কিছু মুখে দেয়নি এমতাবস্থায় ঐ প্রথম ব্যক্তি শাসকের নিকট নালিশ করল এরপর শাসক জানতে পারল যে প্রথম ব্যক্তির খাদ্য বেশী প্রয়োজন তাহলে তিনি খাদ্য তারই কাছে পৌছিয়ে দিবেন আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন পড়ে তাহলে তা তার থেকে ফেরত নেবেন না।

আর যদি তাদের উভয়ের প্রয়োজন পড়ে তাহলে এক্ষেত্রে শাসক তা দ্বিতীয় ব্যক্তি (তালিব) থেকে নিয়ে নিবে তবে প্রথম ব্যক্তিকে দিবে না। তারা ব্যতীত তৃতীয় একজনকে দিয়ে দিবেন।

উল্লেখ্য উক্ত হুকুম ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মুসলমানের সমান অধিকার থাকে যেমন সাধারণ ত্রাণ কেন্দ্রে, চিকিৎসালয় বা মুসাফিরখানায় খাওয়া, নামাযের অপেক্ষায় মসজিদে বসা এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে মিনা ও আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। কাজেই কেউ যদি মসজিদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে তাহলে অপেক্ষাকৃত সেই তার বেশী হকদার। অনুরূপ কেউ যদি পাটি বিছিয়ে রাখে তাহলে দেখতে হবে যদি অন্যের আদেশক্রমে বিছিয়ে থাকে তাহলে তার বিছানো আর আদেশদাতার স্বয়ং নিজে বিছানো একই সমান[২] তবে যদি সে তার আদেশ ব্যতিরেকে বিছিয়ে থাকে তাহলে সে উক্ত জায়গা যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে। অনুরূপ কেউ যদি মিনা এবং আরাফার কোন স্থানে তাঁবু

১. উক্ত আলোচনার সার বক্তব্য হলো, লাকড়ী মূল্যবান হলে যেহেতু তাতে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকলেরই হক জড়িত থাকে। কাজেই শাসক সকলের হক যথাযথ আদায়ের লক্ষ্যে হয়ত লাকড়ীগুলো গনীমতে শামিল করবেন। কিংবা তার মূল্য হস্তক্ষেপকারীদের দিয়ে দিবেন। পক্ষান্তরে লাকড়ী মূল্যহীন হলে তা গনীমতের শামিল করার প্রয়োজন নেই। বিধায় তা তাদেরকে দিয়ে দিবেন।

২. আদেশ দাতার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে ঐ জায়গা দিতে পারবে না।

বানায় অথচ সে স্থানে তার পূর্বে অন্য এক ব্যক্তি তাঁবু স্থাপন করত এর সে এতে প্রসিদ্ধ ছিল (অর্থাৎ সকলেই জানে যে সে এখানে এসে অবস্থান করে থাকে) তাহলে চলতি বছর সে সর্ব প্রথম ঐ স্থানে অবতরণ করেছে সেই তার বেশী হকদার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (যার অবতরণের বিষয়টি পূর্ব পরিচিত ছিল) এসে তাকে ঐ জায়গা থেকে সরাতে পারবে না। তবে যদি সে ঐ স্থানে তার প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি প্রস্থময় জায়গা দখল করে নেয় তাহলে অন্য ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার পাশ দিয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত জায়গা দখল করে সেখানে তারই সাথে অবস্থান করবে। আর যদি তার পাশে দু'জন অবস্থান করতে চায় আর তাদের উভয়ের সেখানে থাকার প্রয়োজন থাকে অথচ পূর্বের দখলদার একজনকে জায়গা দিতে চায় অন্যজনকে দিতে চায় না তাহলে তার এ সুযোগ থাকবে।

পরবর্তীতে আগমনকারী ব্যক্তিদ্বয়ের একজন যদি অপরের আগে এসে সেখানে অবতরণ করে। এমতাবস্থায় সর্ব প্রথম দখলদার ব্যক্তি যদি তাকে হটিয়ে অন্য কোন প্রয়োজনশীল ব্যক্তিকে তৎস্থলে অবতরণ করাতে চায় তাহলে তার এ সুযোগ নেই তবে যদি সে এ কথা বলে যে, আমি এ অপর ব্যক্তির জন্য উক্ত জায়গা তারই নির্দেশক্রমে রেখেছি আমার জন্য নয় তাহলে তাকে কসম খাওয়ানো হবে কসম খাওয়ার পর সে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। একই হুকুম প্রযোজ্য খাদ্য চারাদানার ক্ষেত্রে যদি বলে থাকে যে আমি অমুকের জন্য এ চারা দানা তারই নির্দেশক্রমে সংগ্রহ করেছি।

৩৩. মাসআলা ঃ যদি সৈন্যদের মধ্যে দু'জনের একজন সব আর অপরজন ইক্ষু পেল এরপর তারা বদল করল আর তাদের প্রত্যেকেই মুবাদাসহ সূত্রে বস্তুর মুখাপেক্ষী তাহলে প্রত্যেকেই সে বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

তবে উক্ত মুবাদালাহকে প্রকৃত পক্ষে ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন নয়। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই ঐ চারাদানা থেকে আইনত প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ করা বা তার থেকে উপকৃত হওয়া জাইয রয়েছে তবে তাতে অপর সাথীর প্রয়োজন বিদ্যমান থাকার দরুন সে তার সন্তুষ্টি বা অনুমতি ব্যতীত তা থেকে উপকৃত হতে বাধাপ্রাপ্ত তবে উক্ত মুবাদালার মাধ্যমে শুধু একের অপরের জন্য সন্তুষ্ট থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে থাকে কাজেই ঐ মৌলিক বৈধতার সূত্রেই পরবর্তীতে একে অপরের যব বা ইক্ষু দ্বারা উপকৃত হবে।

যেমন একটি দস্তরখানে অনেক মেহমান রয়েছে। মেযবানের তরফ থেকে প্রত্যেকের সামনে খানা পেশ করা হলো। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মেহমানের অপরের সামনে রাখা খানা থেকে খাওয়ার অধিকার রয়েছে। তা সত্ত্বেও অপরের সামনে থেকে তার সন্তুষ্টি ও অনুমতি ব্যতীত খাওয়া অনুচিত। অতএব সে যদি অনুমতি প্রদান করে এবং তার খানায় হাতে দেওয়ায় সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার সামনে থেকে খেতে পারবে। কিন্তু এটা (মূলত তার অনুমতি সূত্রে নয় বরং) খানার মালিক মেযবানের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে কিন্তু যদি তারা (মুবাদালা না করে) মুবাআয়াহ (আপোষে ক্রয়-বিক্রয়) করে অথচ সে জিনিস তাদের দু'জনেরই প্রয়োজন কিংবা দু'জনেরই নিষ্প্রোয়োজন থাকে কিংবা একজনের প্রয়োজন রয়েছে আর অপর জনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখনো আপোষে একে অপরের পণ্য অধিগ্রহণ করেনি এমতাবস্থায় তাদের একজনের উক্ত চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার মত হলে সে তা করতে পারবে।

কেউ যদি কাউকে এই শর্তে জিনিস ঋণ দেয় যে সে তাকে অবিকল সে ঐ জিনিস ফেরত দিবে। তাহলে দেখতে হবে যদি ঋণদাতা এবং ঋণ গ্রহণকারী উভয়ই তার মুখাপেক্ষী না হয় কিংবা উভয়ই মুখাপেক্ষী তাহলে উক্ত বস্ত ধ্বংস হয়ে গেলে ঋণ গ্রহীতার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। যদি ধ্বংস না হয়ে থাকে আর সে তা ফেরৎ দিতে চায় তাহলে ঋণদাতাই সেটা পাওয়ার বেশী হকদার।

তবে যদি ঋণগ্রহীতা বেশী মুখাপেক্ষী হয় আর ঋণদাতা মুখাপেক্ষী না থাকে তাহলে দাতার জন্য উক্ত বস্তু গ্রহীতা থেকে ফেরৎ নেওয়ার সুযোগ থাকবে না। পক্ষান্তরে বিষয়টি যদি এমন হয় যে ঋণ আদান প্রদানকালে তাদের উভয়েই অমুখাপেক্ষী থাকে কিন্তু পরবর্তীতে হালাক হওয়ার আগে দু'জনই তার মুখাপেক্ষী হয় তাহলে ঋণদাতা ঐ জিনিসের বেশী হকদার আর যদি প্রথমে গ্রহীতার প্রয়োজন পড়ে এরপর দাতার প্রয়োজন পড়ে কিংবা তার প্রয়োজনই হয়নি তাহলে এক্ষেত্রে দাতার গ্রহীতার উপর কোন অধিকার থাকবে না (অর্থাৎ ঐ জিনিস তার থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না)।

তাদের দু'জনের একজন যদি অপর থেকে গনীমতের কিছু গম ক্রয় করে ক্রেতা তা নিজের দিরহামের বিনিময়েই ক্রয় করল তাহলে যদি তার প্রয়োজন থাকে তাহলে সেই উক্ত গমের বেশী হকদার তবে তাদের কেউ যদি উক্ত লেনদেন ভেঙ্গে দিতে চায় আর গম সঠিক অবস্থায় থাকে তাহলে সে তা করতে পারবে (অর্থাৎ গম ফেরৎ দিয়ে নিজের দিরহাম নিয়ে নিতে পারবে)।

এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি তাদের কারোই এ গমের প্রয়োজন না থাকে কিংবা শুধু বিক্রেতার প্রয়োজন থাকে আর ক্রেতার প্রয়োজন না থাকে কিন্তু যদি শুধু ক্রেতার প্রয়োজন পড়ে থাকে তাহলে বিক্রেতার উচিৎ যেন ক্রেতাকে তার দিরহামগুলো ফেরৎ দেয় আর (প্রয়োজনের নিমিত্তে) গম সেই ভোগ করবে। আর যদি ক্রেতা গম হালাক করে ফেলে তাহলে বিক্রেতার জন্য ক্রেতার মূল্য ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্য ক্রেতা যা কিছু হালাক করেছে সেটা তার পক্ষ থেকে শুমার করা হবে।

আর যদি ক্রেতা কোথাও চলে যায় ফলে বিক্রেতা তাকে দিরহাম ফেরৎ দিতে অক্ষম থাকে তাহলে এক্ষেত্রে এসব দিরহাম তার হাতে লুকতার (বা কুড়ানো বস্তুর) পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে পার্থক্য হলো, দিরহামগুলো তার হাতে জামানত স্বরূপ থাকবে (অর্থাৎ তা খোয়ালে ঐ পরিমাণ দিরহাম ক্রেতাকে দিতে হবে)। বিক্রেতা যদি গম বিক্রি করার বিষয়টি গনীমতের মাল নিরীক্ষণ ও বণ্টনকারীর নিকট উত্থাপিত করে এরপর তিনি বললেন আমি তোমার বিক্রয়কে অনুমোদন করলাম (যেহেতু এগুলো গনীমতেরই গম)। অতএব তুমি এর মূল্য আমার হাতে দাও। তাহলে বিক্রেতাকে উক্ত মূল্য গনীমত নিরীক্ষক ও বণ্টকের নিকট দিয়ে দেওয়া উচিৎ এরপর যদি দিরহামওয়ালা (ক্রেতা) ফিরে আসে তাহলে দেখতে হবে যদি সে নিরীক্ষকের বেচাকেনার অনুমোদন প্রদানের আগে গম খেয়ে ফেলে তাহলে দিরহামসমূহ তাকে ফেরৎ দেওয়া হবে আর যদি অনুমোদন প্রদানের পরে খেয়ে থাকে তাহলে দিরহামসমূহ গনীমতের মধ্যে শামিল করা হবে। ক্রেতা যদি বলে যে আমি তোমার অনুমোদনের আগেই এ গম খেয়ে ফেলেছি অতএব

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমার দিরহামসমূহ ফেরত দাও আর সে এ ব্যাপারে কসমও করল। তাহলে তাকে সত্যায়িত করা হবে না এবং নিজের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত দিরহামসমূহ তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

৩৪. মাসআলা ঃ যদি দুই ব্যক্তির গম আর কাপড় পায় এবং তারা তা আপোষে ক্রয়-বিক্রয় করতে চায় তাহলে তাদের এ সুযোগ থাকবে না। তবে যদি উভয়েই অপর জনের কাছে থেকে ক্রয় বস্তু তা দারুল হারবেই খরচ ও ব্যবহার করে তা ফুরিয়ে ফেলে তাহলে দু'জনের কারো উপরই জরিমানা আরোপিত হবে না তবে কাপড় বিক্রেতা এরূপ বিক্রয়ের কারণে গুনাহ্গার হবে। অনুরূপ ক্রেতাও। (ক্রয়ের কারণে গুনাহের ভাগী হবে)। আর যদি খরচ না করা অবস্থায় উভয়েই দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তাহলে উভয়ের কর্তব্য হলো তার নিকটস্থ বস্তু গনীমতের মালে ফেরত দেওয়া। পক্ষান্তরে যদি দারুল ইসলামে আনার পর খরচও ব্যবহার করে তা শেষ করে ফেলে তাহলে তার জন্য দায়বদ্ধ হবে। আর যদি তারা দারুল হারবেই থাকে কিন্তু তা শেষ না করে তাহলে মুবায়াআর সূত্রে যে ব্যক্তি কাপড় নিয়েছে তার জন্য উক্ত কাপড় গনীমতে ফেরত দেওয়া আবশ্যক। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে যদি সেই (দারুল হারবে) সর্ব প্রথম কাপড় পেত।

অর্থাৎ তাদের উভয়ের প্রয়োজনীয়তা , কিংবা ও নিষ্প্রয়োজনীয়তা কিংবা গ্রহীতার প্রয়োজনীয়তা দাতার নয়, অথবা গ্রহীতার নয় দাতার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে হুকুম প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু যদি ক্রেতা গমসহ উধাও হয়ে যায়, তার কোন খোঁজ খবর না পাওয়া যায় তাহলে গনীমতের নিরীক্ষক যার নিকট কাপড় বিদ্যমান তার থেকে কাপড় নিয়ে যাবে। যেমনি যদি সেই সর্বপ্রথম এ কাপড় পেত তাহলে একই হুকুম হতো (অর্থাৎ তার থেকে কাপড় নিয়ে নিত) আর যদি কাপড় গ্রহীতাই উধাও হয়ে যায় এবং তার কোন খোঁজ-খবর না মেলে তাহলে গনীমত নিরীক্ষক তাদের দারুল হারব অবস্থান করা পর্যন্ত গম ক্রেতার উপর কোন চাপ সৃষ্টি করবে না (অর্থাৎ দায়বদ্ধ করার সুযোগ নেই) যেরূপ হুকুম প্রযোজ্য ঐ ক্ষেত্রে যদি সেই (দারুল হারবের মধ্যে) প্রথম গম পেতে অবশ্য যদি ক্রেতা গম ভক্ষণ না করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে গনীমতের প্রধান ঐ সমস্ত গম তার থেকে নিয়ে মালে গনীমতে শামিল করবে (মুহীত)।

যদি তাদের প্রত্যেকের নিজ জিনিসের প্রয়োজন থাকার পাশাপাশি ঐ জিনিসেরও প্রয়োজন থাকে যা সে মুবাদালা সূত্রে অপর সাথী থেকে অর্জন করেছে (অর্থাৎ তাদের প্রতেকেরই উভয় জিনিসের প্রয়োজন রয়েছে) এমতাবস্থায় যদি তাদের কেউ উক্ত মুবাদালাহ চুক্তিকে ভঙ্গ করতে চায় তাহলে তার এ সুযোগ থাকবে না।

তবে যদি বিষয়টি এমন হয় যে তাদের কারোর নিজ হস্তগত জিনিসটিরই প্রয়োজন থাকে যেটা সে অপর সাথীকে দিয়েছিল অথচ তার সে জিনিসের প্রয়োজন নেই। তাহলে সে নিজ জিনিস অপর সাথী থেকে নিয়ে তাকে তার জিনিস ফেরত দিবে। তবে যদি অপর সাথী অন্য কোন প্রয়োজনশীল ব্যক্তিকে ঐ জিনিস দিয়ে থাকে তাহলে সে (নিজ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও) তার থেকে তা ফেরত নিতে পারবে না (যহীরিয়্যাহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৫. মাসআলা ঃ গনীমতের বণ্টনের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে ঘোড়ায় আরোহণ করে অথবা কাপড় পরিধান করে কিংবা হাতিয়ার চালায় তবে তাতে কোন দোষ নেই তবে লড়াইর কাজ থেকে ফারিগ হওয়ার পূর্বে যদি তা নষ্ট বা বিনাশ করে ফেলে তাহলে তার উপর কোন জরিমানা আরোপিত হবে না কিন্তু যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া গনীমতের মাল ব্যবহার করে তাহলে তা মাকরূহ হবে। যেমন গনীমতের ঘোড়ায় চড়েছে নিজ ঘোড়ার হিফাযতের জন্য কিংবা কাপড় পরিধান করেছে নিজ কাপড় বাঁচানোর জন্য। অবশ্য হালাক হয়ে গেলে তার উপর জরিমানা আরোপিত হবে না (শরহে তাহাবী)।

৩৬. মাসআলা ঃ বণ্টনের পূর্বে কোন প্রয়োজন ছাড়া গনীমতের কোন সামান দ্বারা উপকৃত হওয়া মাকরূহ। কারণ এতে অন্যদেরও অংশ রয়েছে। তবে যদি মুজাহিদদের কাপড়-চোপড় বাহন প্রাণী এবং অন্যান্য আসবাবপত্র প্রয়োজন পড়ে তাহলে শাসক ইচ্ছা করলে তা তাদের মাঝে দারুল হারবেই বণ্টন করে দিবেন। মোট কথা যদি এক দু'জন মুজাহিদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে বণ্টনের পূর্বেই তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। (এক্ষেত্রে গনীমত বণ্টনের প্রয়োজন পড়ে তাহলে গনীমত সকলের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে (যেন সকলের হক রক্ষা পায়) তবে তাদের যদি বন্দীদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তার বিষয়টি ভিন্ন অর্থাৎ তাদেরকে বণ্টন করা হবে না। কারণ বন্দীদের প্রয়োজনীয়তার দু'টি দিক রয়েছে তাদের সাথে যৌন সংগম করা। আর তাদের থেকে খিদমত গ্রহণ করা। তা হলো বাড়তি প্রয়োজন (মৌলিক প্রয়োজন নয়, কাজেই দারুল হারবে তাদের বণ্টন করা হবে না (কাফী)।

৩৭. মাসআলা ঃ যদি মুজাহিদগণ সর্ব সম্মতিক্রমে ইমামের নিকট দারুল হারবেই গনীমত বণ্টনের দরখাস্ত করে তাহলে তিনি (সান্ত্বনা স্বরূপ) কিছু উপঢৌকন দিবেন আর যদি তারা শাসকের প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ না করে তাহলে ফেতনার আশঙ্কা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে তিনি গনীমত তাদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন। অনুরূপ যদি শাসকের সাথে দারুল ইসলামে গনীমত নিয়ে যাওয়ার কোন বাহন জন্তু না থাকে তবুও একই হুকুম হবে অর্থাৎ গনীমত তাদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন, যেন প্রত্যেকেই নিজ অংশ দারুল ইসলামে নেওয়ার ব্যয় বহন করে (মুহীত)।

৩৮. মাসআলা ঃ মুসলমানরা যদি দারুল হারব থেকে বের হয়ে যায় তাহলে তাদের জন্য গণীমত থেকে প্রাণীদের যারা দানা খাওয়ানো কিংবা নিজেদের খাওয়া জাইয নয়।

কারো নিকট খাদ্য বা চারাদানা অবশিষ্ট থাকলে তা গনীমতের মধ্যে শামিল করবে। এ হুকুম তখন যদি গনীমত বণ্টন না করা হয়ে থাকে আর যদি গনীমত বণ্টন হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সে যদি ঋণী হয় তাহলে তা সাদাকা করে দিবে আর যদি গরীব হয় তাহলে তা দ্বারা উপকৃত হবে। আর যদি দারুল ইসলামে আনার পর তা দ্বারা উপকৃত হয় তাহলে তার মূল্য গনীমতের মধ্যে শামিল করবে। এ হুকুম তখন যদি গনীমত বণ্টন না করা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি বণ্টন হয়ে যায় তাহলে সে ধনী হলে তার মূল্য সাদাকা করে দিবে আর গরীব হলে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না (কাফী)।

৩৯. মাসআলা ঃ যুদ্ধ লিপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যক্তি দারুল হারবেই ইসলাম গ্রহণ করবে সে এ ইসলাম দ্বারা নিজেকে এবং তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের রক্ষা করতে পারবে, যদি বন্দী

হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ হয়। পরে হলে সে গোলাম হবে। অনুরূপ যদি তার শিশু সন্তান-সন্ততির গ্রেফতার করা হয় এবং তার মালসম্পদ নিয়ে নেওয়া হয় তবে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি এমতাবস্থায় সে মুসলমান হয়ে গেল, তাহলে সে এ ইসলাম গ্রহণ দ্বারা শুধু নিজকেই বাঁচিয়ে নিল (সন্তান-সন্ততির নয়)।

অনুরূপ তার নিকটস্থ মাল সামানা এবং কোন মুসলমান বা যিম্মীর নিকট তার গচ্ছিত অর্থ সম্পদ ও এ ইসলামের ভিত্তিতে সংরক্ষিত হবে। তবে তার বালিগ সন্তান, স্ত্রী ও তার গর্ভস্থ সন্তান, স্থাবর সম্পত্তি এবং তার ঐ গোলাম যে কাফিরদের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছে এবং তার ঐ সম্পদ যা কোন হারবী কাফির থেকে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে কিংবা তার কাছে আমানত রাখা হয়েছে এসব কিছু সংরক্ষিতের আওতাভুক্ত হবে না। বরং তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপ তার যে সমস্ত সম্পদ কোন যিম্মী বা মুসলমান জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তাও গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪০. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান অথবা যিম্মী দারুল হারবে নিরাপত্তার সহিত প্রবেশ করল এরপর সেখানে কিছু মাল পেল। এরপর মুসলমানরা ঐ দেশের উপর বিজয় লাভ করল তাহলে উক্ত মালের হুকুম ঐ কাফির ব্যক্তির ন্যায় যে দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করেছে এ হুকুম আমাদের উপরে বর্ণিত সকল সূরতেই প্রযোজ্য তবে আবূ সুলায়মান (র)-এর বর্ণনানুযায়ী উক্ত হুকুম ঐ মালের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যা কোন হারবীর হাতে রয়েছে। আর ইমাম আবূ হাফ্স (র)-এর বর্ণনানুযায়ী তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। মাশায়িখগণ বলেন, এক্ষেত্রে আবূ সুলায়মান (র)-এর বর্ণনা বিশুদ্ধতম, এ সমস্ত বক্তব্য তখন প্রযোজ্য যদি মুসলমানরা তাদের দেশে বিজয় লাভ করে আর যদি শুধু হামলা করে থাকে বিজয়ী না হয় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এক্ষেত্রে পূর্বানুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী সে এবং তার শিশু সন্তান-সন্ততি ছাড়া তার বাকি সব মাল সামান গনীমতে রূপান্তরিত হবে। আর যে ব্যক্তি দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে তার হুকুম ও উপরোক্ত বর্ণনানুপাতে প্রয়োগ করা হবে (মুহীত ঃ তাবয়ীন)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল বণ্টন পদ্ধতি প্রসঙ্গে

১. মাসআলা ঃ শাসক গনীমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে তার পঞ্চমাংশ বের করে নেবেন। এরপর পাঁচ ভাগের অবশিষ্ট চার ভাগ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করবেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য দু' হিস্সা আর পদাতিক যোদ্ধার জন্য এক হিস্যা, আর সাহিবাইন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) বলেন, অশ্বারোহী যোদ্ধা তিনি হিস্যা পাবে (হিদায়া)। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে সেনাপ্রধান এবং একজন সাধারণ সৈন্য সমান অধিকার রাখে (অর্থাৎ অশ্বারোহী হলে দু' অংশ আর পদাতিক হলে এক অংশ পাবে) (সিরাজিয়্যাহ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম ইস্‌বিজাবী (র) শরহে তাহাবীতে বলেন, (আরোহী যোদ্ধার নিকট একাধিক ঘোড়া থাকাবস্থায়) যাহিরুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী তাকে শুধু একটি ঘোড়ার অংশ দেওয়া হবে।[১] উৎকৃষ্ট মানের ঘোড়া, আরবী ঘোড়া, আজমী (অনারবী) ঘোড়া তুর্কী ঘোড়া এছাড়া যাকে (পরিভাষায়) ঘোড়া বলা চলে এক্ষেত্রে সব একই সমান।[২]

আর যে ব্যক্তির নিকট উট, খচ্চর কিংবা গাধা থাকবে সে এবং পদাতিক যোদ্ধা একই সমান[৩] (গায়াতুল বায়ান)।

২. মাসআলা ঃ কেউ যদি অশ্বারোহী অবস্থায় দারুল হারবে প্রবেশ করে, এরপর তার ঘোড়া হালাক হয়ে যায়, তাহলে সে অশ্বারোহী যোদ্ধার হিস্যার হকদার হবে। চাই সে উক্ত ঘোড়া লড়াইর জন্য ধার হিসাবে নিক কিংবা ভাড়া করে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। (কাজেই গনীমত বণ্টন প্রাক্কালে) উক্ত ঘোড়া নিয়ে উপস্থিত হলে তার জন্য তাকে হিস্‌সা প্রদান করা হবে। তবে যদি উক্ত ঘোড়া কারো থেকে বল প্রয়োগপূর্বক (বা ছিনতাই করে) নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে সে ঘোড়ার হিস্‌সা পাবে বটে তবে তা অবৈধ হওয়ার কারণে পরবর্তীতে তা সাদাকা করে দিবে।

গনীমতের মাল অর্জন করা পর্যন্ত ঘোড়া তার সাথে বহাল থাকুক কিংবা ঘোড়া নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশের প্রাক্কালে মারা যাক কিংবা দুশমন তা নিয়ে যাক অথবা তার পা ভেঙ্গে দিক অথবা লেংড়া হয়ে যাক গনীমত অর্জনের আগে অথবা পরে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এক্ষেত্রে সে অশ্বারোহীর অংশ পাবে। অনুরূপ তার নাম রেজিষ্ট্রার খাতায় অশ্বারোহী হিসাবে লিখা থাকুক কিংবা পদাতিক হিসাবে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। পক্ষান্তরে যদি দারুল হারবে পদাতিক হয়ে প্রবেশ করে, এরপর একটি ঘোড়া খরিদ করল কিংবা ধার নিল বা তাকে দান করা হলো এবং সে অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধ করল তাহলে সে পদাতিকের অংশই পাবে (ফাতাওয়া কাযীখান)। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী লড়াইকারীর অবস্থা যে সে অশ্বারোহী যোদ্ধা, না পদাতিক যোদ্ধা তা সীমানা অতিক্রম অনুযায়ী বিবেচ্য।[৪]

৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অশ্বারোহী অবস্থায় প্রবেশ করে, এরপর সে তার ঘোড়া বিক্রি করে দিল কিংবা কাকেও ভাড়া স্বরূপ দিল কিংবা কাকেও দান করে বা ধার দেয় তাহলে

১. কারণ একদা হযরত বারা ইবন আউস (র) রাসূল (সা)-এর দরবারে যুদ্ধাবশেষে তার দু'টি ঘোড়া নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু নবী কারীম (সা) তাকে শুধু একটি ঘোড়ার হিস্‌সা দিয়েছিলেন। তাছাড়া একই সঙ্গে দু'টি ঘোড়া দ্বারা লড়াই কার্য সম্পাদিত হয় না। আর ঘোড়ার হিস্‌সা পাওয়ার কারণটি সাধারণত দু' বা ততোধিক ঘোড়ার দ্বারা লড়াই পর্যন্ত দাঁড়ায় না সুতরাং এক ঘোড়ার জন্যই হিস্‌সা দেওয়া হবে।

২. অর্থাৎ যে কোন ধরনের ঘোড়া চড়ে লড়াই করলে তাকে অশ্বারোহী বলে আখ্যায়িত করা হবে।

৩. অর্থাৎ উট, খচ্চর, গাধা ইত্যাদি বাহন জন্তুতে চড়ে লড়াই করার দ্বারা বিশেষ কোন অংশের হকদার হবে না। পদাতিকের ন্যায় এক অংশই পাবে।

৪. অর্থাৎ যদি সে ঘোড়া নিয়ে দারুল ইসলামের সীমানা অতিক্রম করে দারুল হারবে প্রবেশ করে তাহলে সে অশ্বারোহী বলে গণ্য হবে আর যদি পদাতিক অবস্থায় প্রবেশ করে তাহলে সে পদাতিক বলে গণ্য হবে। প্রবেশের পর ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করলেও সে পদাতিকেরই অংশ পাবে।

যাহিরী রিওয়ায়েত অনুযায়ী তার ঘোড়ার অংশ বাতিল গণ্য হবে। সে শুধু পদাতিকের অংশ পাবে (সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)। আর যদি লড়াইর কাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর বিক্রি করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে অশ্বারোহীর অংশ বাতিল হবে না (ফাতহুল কাদীর)। আর যদি লড়াই চলা অবস্থায় বিক্রি করে তাহলে বিশুদ্ধতম বর্ণনানুযায়ী অশ্বের অংশ বাতিল হয়ে যাবে (কাফী)। কিন্তু কেউ যদি তার থেকে ঘোড়াটি জোরপূর্বক নিয়ে যায় আর সে দখলদারকে তার মূল্য আদায়ে দায়বদ্ধ করে তাহলে সে পদাতিক বলে গণ্য হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

৪. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি অশ্বারোহী অবস্থায় (দারুল হারবে) প্রবেশ করে কিন্তু অতিরিক্ত গাছপালা (ঝড়ঝাপটা) এবং জায়গার সংকীর্ণতার কারণে (অশ্বারোহণ করে লড়াই করতে সক্ষম নয় বিধায়) পদাতিক অবস্থায় লড়াই করে তাহলে এক্ষেত্রে সে অশ্বারোহীর অংশই পাবে। আর যদি ঘোড়ায় সওয়ার হয়েই দারুল হারবে প্রবেশ করল কিন্তু ঘোড়াটি বুড়ো কিংবা আরোহণযোগ্য নয় এমন ছোট হওয়ার কারণে তাতে চড়ে সে লড়াই করতে সক্ষম নয়। তাহলে এক্ষেত্রে সে ঘোড়ার অংশের হকদার হবে না। তবে যদি ঘোড়াটি এমন রুগ্ন হয়ে থাকে যে তাতে আরোহণ করে লড়াই করা অসম্ভব—যেমন পাথর ইত্যাদির আঘাতে তার ক্ষুর যখম হয়ে গেছে কিংবা صلع (সলা')[১] এর আক্রান্ত-সে তাতে চড়ে দরাবত[২] অতিক্রম করার পর ঘোড়াটি রোগমুক্ত ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল, কিংবা এমন অবস্থায় উপনীত হলো যে তার উপর আরোহণ করে লড়াই করা সম্ভব। এরূপ অবস্থা গনীমত বণ্টনের পূর্বেই হয়ে থাকে। তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তাকে তার ঘোড়ার হিস্সা প্রদান করা হবে (মুহীত)।

পক্ষান্তরে যদি সে জবরদখলকৃত ঘোড়া অথবা ধারকৃত ঘোড়া অথবা ভাড়াকৃত ঘোড়ায় চড়ে দারাব অতিক্রম করে এরপর মালিক তার থেকে ঘোড়া নিয়ে নেয়। পরিশেষে সে যুদ্ধে পদব্রজে অংশগ্রহণ করল তাহলে (সে কিরূপ অংশ পাবে) এ ব্যাপারে দু'ধরনের বর্ণনা পাওয় যায়[৩] (ফতহুল কাদীর)।

৫. মাসআলা ঃ অশ্বারোহী ব্যক্তি যদি সমুদ্রে নৌকায় চড়ে লড়াই করে তাহলে সে দু' হিস্সার হকদার হবে যদিও নৌকার মধ্যে ঘোড়ায় আরোহণ করে লড়াই করা অসম্ভব হোক না কোন তাতে কোন পার্থক্য হবে না (বাহরুর রাইক)।

কেউ যদি নিজ ঘোড়া কাকেও হিবা করে তা তার হাতে সোপর্দ করল এরপর হিবাকৃত ব্যক্তি উক্ত ঘোড়ার উপর চড়ে লড়াই করার উদ্দেশ্যে তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করল। তার সাথে ঘোড়ার মালিক (হিবাকারী)ও প্রবেশ করল। এরপর সে তার হিবা প্রত্যাহার করে ঘোড়া নিয়ে নিল, তাহলে হিবা প্রত্যাহারের পূর্বে যে পরিমাণ গনীমত অর্জন হয়েছিল তার থেকে হিবাকৃত ব্যক্তিকে অশ্বারোহীর অংশ দেওয়া হবে এবং প্রত্যাহারের পরে যে পরিমাণ অর্জন

১. صلع (সলা') একটি জটিল রোগ। এতে শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে, চলাফেরা ও দৌড়ান মুশকিল হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় মাথার অগ্রভাগের চুল পড়ে যায়।

২. দারাব (درب) অর্থ হলো ঃ বড় দরজা, ফটক, রাস্তার প্রশস্ত দ্বার, অন্য দেশে প্রবেশের যে কোন পথ, পর্বত-গিরিপথ ইত্যাদি; এখানে উদ্দেশ্য হলো দারুল ইসলামে সীমানা অতিক্রম করে দারুল হারবে প্রবেশের বিশেষ পথ।

৩. এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী অশ্বারোহীর অংশ পাবে।
অপর এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী পদাতিকের অংশ পাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে তার থেকে তাকে পদাতিকের অংশ দেওয়া হবে। আর ঘোড়াওয়ালা (আগে পরে) সমস্ত গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক বলে গণ্য হবে।

৬. মাসআলা ঃ যদি নিজ ঘোড়াকে দারুল ইসলামে ফাসিদ তরীকায় বিক্রি করে তা ক্রেতার হস্তান্তর করে আর ক্রেতা সৈন্যদের সাথে উক্ত ঘোড়াসহ দারুল হারবে প্রবেশ করল এবং তাদের সাথে ঘোড়া বিক্রেতাও প্রবেশ করল। এরপর বিক্রি ফাসিদ হওয়ার সূত্রে সে ঘোড়া ক্রেতা থেকে তা ফেরত নিয়ে নিল তাহলে এক্ষেত্রে বিক্রেতা ঘোড়া ফেরত নেওয়ার আগে ও পরে অর্জিত গনীমতের মধ্যে পদাতিকের অংশ পাবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা ফেরত নেওয়ার পূর্বে অর্জিত গনীমত থেকে অশ্বারোহীর অংশ পাবে আর তার পরে অর্জিত গনীমত থেকে পদাতিকের অংশ পাবে।

৭. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজ ঘোড়াকে তার উপর চড়ে লড়াই করার উদ্দেশ্যে দারুল হারবে নিয়ে গেল। এরপর কোন ব্যক্তি সাক্ষী প্রদানের মাধ্যমে উক্ত ঘোড়ার হকদার সাব্যস্ত করে তার থেকে ঘোড়া নিয়ে নিল তাহলে সমস্ত গনীমতের ক্ষেত্রে ঐ হকদার পদাতিক বলে গণ্য হবে। তবে যে ব্যক্তির উপর হক দাবী করা হয়েছে তার থেকে ঘোড়া ফেরত নেওয়ার পূর্বে অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে অশ্বারোহী বলে গণ্য হবে, আর ঘোড়া ফেরত নেওয়ার পর অর্জিত গনীমতের বেলায় পদাতিক বলে গণ্য হবে।

৮. মাসআলা ঃ দুই ব্যক্তির একজনের নিকট ঘোড়া আর অপর জনের নিকট খচ্চর রয়েছে। তারা পরস্পর ঘোড়া ও খচ্চর একটাকে অপরটির বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় করল আর সেগুলো নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করল। এরপর তাদের মধ্যে একজন দেখতে পেল যে তার ক্রয়কৃত প্রাণীটির মধ্যে দোষ রয়েছে। এ কারণে সে বিক্রেতাকে তা ফেরত দিয়ে নিজের প্রাণীটি পূর্বে সে যার মালিক ছিল তার থেকে নিয়ে নিল। তাহলে খচ্চর ক্রেতা সমস্ত গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক বলে গণ্য হবে আর ঘোড়া ক্রেতা বেচাকেনা ফেরত পাওয়ার পূর্বে অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে অশ্বারোহী আর পরে লব্ধ গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক বলে গণ্য হবে।

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি তার উপর অন্য ব্যক্তির ঋণ থাকার কারণে দারুল ইসলামেই তার কাছে তার ঘোড়াটি ঐ ঋণের পরিবর্তে বন্ধক রাখে এরপর বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করল আর বন্ধকগ্রহীতা লড়াই করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার উপর আরোহণ করে তার সাথে নিয়ে নিল।

তারপর বন্ধকদাতা দারুল হারবের মধ্যেই বন্ধক গ্রহণকারীকে তার পাওনা মাল আদায় করে তার থেকে নিজ ঘোড়া নিয়ে নিল তাহলে বন্ধকদাতা বন্ধক ছাড়ানোর আগে ও পরে লব্ধ গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক যোদ্ধা বলে গণ্য হবে। অনুরূপ বন্ধক গ্রহণকারী ও সমস্ত গনীমতের ক্ষেত্রে পদাতিক বলে সাব্যস্ত হবে।

সে যদি দারুল হারবে ঘোড়া বিক্রি করে সেখানে অন্য আরেকটি ঘোড়া ক্রয় করে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সে আপন অবস্থাতেই অশ্বারোহী বলে গণ্য হবে। অথবা বিক্রি পূর্বে যেমন সে অশ্বারোহী বলে গণ্য ছিল বিক্রি করে পুনরায় ক্রয় করলে সে অশ্বারোহী বলেই বিবেচিত হবে।

১০. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান যদি অন্য মুসলমানের ঘোড়া হত্যা করে ঘোড়ার মালিককে তার মূল্য জরিমানা দেয় এবং মালিক তা গ্রহণ করল কিন্তু সে এর দ্বারা অন্য কোন ঘোড়া ক্রয় করল না তাহলে এক্ষেত্রে অর্জিত গনীমতের মাল থেকে তাকে অশ্বারোহীর হিস্সাই দেওয়া হবে।

১১. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি জবরদস্তির শিকার হয়ে নিজ ঘোড়াকে বিক্রি করে তাহলে তার ঘোড়ার অংশ বাতিল হবে না।

১২. মাসআলা ঃ গাযী ব্যক্তি যদি গনীমতের মাল অর্জিত হওয়ার পর দারুল হারবের মধ্যে কিছু দিরহামের বিনিময়ে নিজ ঘোড়াকে বিক্রি করে এরপর অন্য একটি ঘোড়া ভাড়া হিসাবে কিংবা ধার হিসাবে নিল। এরপর আরো কিছু গনীমতের মাল পাওয়া গেল, তাহলে উক্ত ঘোড়া বিক্রয় করার পর অর্জিত গনীমতের ক্ষেত্রে সে পদাতিক বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সে যদি অন্য ঘোড়া (ধার বা ভাড়া না নিয়ে) খরিদ করে তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সে অশ্বারোহী বলে বিবেচিত হবে। কাজেই ধারকৃত ও কৃত ঘোড়া ক্রয়কৃত ঘোড়ার সমমানের হবে না। আর যদি সে নিজ ঘোড়া বিক্রি করে দেয়ার পর কেউ তাকে অন্য একটি ঘোড়া, হিবামূলক প্রদান করে তাহলে এক্ষেত্রে সে অশ্বারোহী বলেই গণ্য হবে।

কেননা হিবাকৃত জিনিসের মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা তথা স্বত্ত্বাধিকার সাব্যস্ত হয় (যেমন ক্রয়সূত্রে ক্রয়কৃত জিনিসে ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা অর্জন হয়ে থাকে) কাজেই 'হিবা' মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে ক্রয়ের সাদৃশ্য হলো। অবশ্য যদি তার কাছে প্রথম ঘোড়াটি ভাড়া হিসাবে কিংবা ধার হিসাবে থাকে আর তার কাছে থেকে সেটা নিয়ে নেয়া হয়। এরপর সে আরেকটি ঘোড়া ক্রয় করল তাহলে দ্বিতীয়টি ঐ প্রথম ঘোড়াটির কায়েম মাকাম হবে। আর যদি প্রথমটির অনুরূপ দ্বিতীয়টিও ভাড়া হয় কিংবা প্রথমটির অনুরূপ দ্বিতীয়টিও ধার স্বরূপ হয় তাহলে এক্ষেত্রেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির কায়েম মাকাম হবে পক্ষান্তরে যদি প্রথমটি ভাড়া স্বরূপ আর দ্বিতীয়টি ধারস্বরূপ হয় তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির কায়েম মাকাম হবে না। অবশ্য যদি প্রথমটি ধার স্বরূপ হয় আর দ্বিতীয়টি ভাড়া স্বরূপ হয় তাহলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির কায়েম মাকাম হবে।

দারুল হরবে ধারগ্রহীতা ব্যক্তি থেকে তার ধারকৃত প্রথম ঘোড়াটি নিয়ে যাওয়ার পর যদি সে (এ ছাড়া) দ্বিতীয় এক ব্যক্তি থেকে আরেকটি ঘোড়া ধার নেয় তাহলে এমতাবস্থায় সে অশ্বারোহী যোদ্ধা বলে গণ্য হওয়া তথা ঘোড়ার অংশের হকদার হওয়ার ব্যাপারে (অন্য ব্যক্তি থেকে ধার কৃত) দ্বিতীয় ঘোড়াটি প্রথমটির কায়েম মাকাম তখন হবে যদি (দ্বিতীয়) ধার প্রদানকারীর কাছে তার দেয়া ধার ঘোড়াটি ব্যতীত আরেকটি ঘোড়া থাকে। সুতরাং যদি তার কাছে এছাড়া আর কোন ঘোড়া না থাকে তাহলে ধারগ্রহীতা উক্ত ঘোড়া ধার নেওয়ার পর অর্জিত গনীমতে ঘোড়ার অংশ পাবে না বরং এ ধার দেয়া ঘোড়াটি দ্বারা শুধু (দ্বিতীয়) ধার প্রদানকারী ব্যক্তিই ঘোড়ার অংশ পাবে। (আর সেই অংশ পাওয়ার উপযুক্ত কারণ সে ঘোড়ার প্রকৃত মালিক আর সেই তা নিয়ে দারুল হারবে এসেছে। পরবর্তীতে ধার দেওয়ায় তাতে কোন পার্থক্য হবে না।) অতএব যদি ধারগ্রহীতাও উক্ত ঘোড়ার দ্বারা অংশের হকদার হয়ে থাকে

তাহলে একই ঘোড়া দ্বারা দুই ব্যক্তির পৃথক পৃথকভাবে ঘোড়ার অংশের হকদার হওয়া পরিলক্ষিত হয় অথচ এটা নিয়মের বহির্ভূত।

১৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি দারুল ইসলামে ঘোড়া ক্রয় করল কিন্তু এখনো (ক্রেতা ও বিক্রেতা আপোষে ঘোড়া ও তার মূল্য কবজা করেনি এমতাবস্থায় তারা উভয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করল। এরপর ক্রেতা ঘোড়া কবজা করে তার মূল্য আদায় করে দিল তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই পদাতিক যোদ্ধা বলে গণ্য হবে মূল্য পরিশোধের চুক্তি বাকি হোক চাই নগদ, অবশ্য ক্রেতা যদি দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বেই তা আদায় করে ঘোড়া কবজা করে নেয়। এরপর উভয় দারুল হারবে প্রবেশ করে, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী ক্রেতা অশ্বারোহী বলে বিবেচিত হবে।

১৪. মাসআলা ঃ যদি দু' ব্যক্তি যৌথভাবে একটি ঘোড়া নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করে এ মর্মে যে তার উপর চড়ে একবার সে আর আরেকবার তার অপর শরীক লড়াই করবে, তাহলে তারা দু'জনই পদাতিক বলে সাব্যস্ত হবে।

অনুরূপ যদি তারা দু'টি ঘোড়া এ মর্মে সঙ্গে নিয়ে (দারুল হারবে) প্রবেশ করে যে তারা যৌথভাবে প্রতিটি ঘোড়ার অর্ধেক অর্ধেক করে অংশীদার, তবুও তারা পদাতিক বলে গণ্য হবে। তবে যদি তাদের কেউ নিজের অংশ অপর শরীককে দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বে ভাড়া হিসাবে প্রদান করে তাহলে ইজারাদার ব্যক্তি অশ্বারোহী বলে গণ্য হবে।

তবে যদি তাদের প্রত্যেকেই একে অপরকে ঘোড়াদ্বয়ের মধ্যে নিজ চাহিদা অনুযায়ী যে কোনটির উপর আরোহণ করার সম্মতি ব্যক্ত করে তাহলে দেখতে হবে, যদি উক্ত সম্মতি দারুল হারবে প্রবেশের পূর্বে হয় তাহলে তারা উভয়েই অশ্বারোহী গণ্য হবে। আর যদি দারুল হারবে প্রবেশের পরে এরূপ সম্মতি জানায়, তবে তারা উভয়ে পদাতিক বলে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য যে, লড়াইর উদ্দেশ্যে তাদেরকে পালাক্রমে আরোহণের জন্য বাধ্য করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি পালাক্রমে আরোহণের বিষয়টি লড়াইর জন্য না হয় (বরং অন্য কোন কাজের জন্য হয়) তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী যেটা ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এরও মত তাদেরকে বারি বারি করে আরোহণের জন্য বাধ্য করা হবে আর ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী বাধ্য করা হবে না। তবে যদি তারা নিজেদের সম্মতিক্রমে এ নিয়ম বানিয়ে নেয় তাহলে বিচারপতি তা কার্যকর করবেন (মুহীত)।

১৫. মাসআলা ঃ কোন দাস, নারী, বালক, পাগল আর যিম্মীকে গনীমতের হিস্সা করা হবে না। তবে শাসক নিজের বিবেচনা অনুযায়ী তাদেরকে কিছু 'থেকে' (সামান্য মাল) দিয়ে দেবেন।

১৬. মাসআলা ঃ মুকাতাব সাধারণ-দাসের পর্যায়ভুক্ত। (কারণ দাসত্ব বন্ধন এবং অক্ষমতার বিষয়টি উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান)

উল্লেখ্য, গোলাম যদি লড়াই করে তাহলে শুধু তার জন্য 'থোক' নির্ধারণ করা হবে।[১] অদ্রূপ নারীকে ও থোক প্রদান করা হবে যদি সে আহতদের শুশ্রূষা করে এবং অসুস্থদের দেখাশুনা

১. কারণ সে মনিবের সেবার লক্ষ্যে সৈন্যদের সাথে দারুল হারবে এসেছে। সুতরাং যেভাবে ব্যবসায়ী ব্যক্তি সৈন্যদলের সাথে এসে লড়াই করলে তাকে কিছু মাল দেয়া হয়ে থাকে অদ্রূপ দাসকেও দেয়া হবে যদি সে লড়াই করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে।[১] অনুরূপ যিম্মীকেও থোক দেয়া হবে যদি সে লড়াইতে অংশগ্রহণ করে কিংবা লড়াই করল না, তবে লড়াইর দিক-নির্দেশনা দেয় (কেননা এতে মুসলমানদের উপকার রয়েছে)–অবশ্য উক্ত যিম্মীর দিক-নির্দেশনার মধ্যে যদি মুসলমানদের বড় ধরনের ফায়দা থাকে। তাহলে মুজাহিদদের সাধারণ হিস্‌সার চেয়ে তাকে পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে যদি সে লড়াই করে থাকে তাহলে তাকে এ পরিমাণ 'থোক' দেওয়া যাবে না যা মুজাহিদদের হিস্‌সার সমান হয় (হিদায়া)।

মুরাহিক (প্রাপ্তবয়স্কের দ্বার প্রান্তের বালক) এবং নির্বোধ ব্যক্তি যদি লড়াই[২] করে তাহলে তাদেরকে কিছু থোক দেওয়া যাবে (গায়াতুল বয়ান)।

উল্লেখ্য যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী উক্ত 'থোক' গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চামাংশ বের করার আগেই দেওয়া হবে (ফাতহুল কাদীর)।

১৭. মাসআলা ঃ (গনীমতের মাল থেকে বহিষ্কৃত) পঞ্চমাংশকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। তন্মধ্যে একভাগ ইয়াতীমদের জন্য। একভাগ দরিদ্রদের জন্য এবং একভাগ মুসাফিরদের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়বর্গের যারা দরিদ্র তারা এই তিন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। কিন্তু তাদের ধনীদের প্রদান করা হবে না। উল্লেখ্য যে, পঞ্চমাংশ সম্পর্কে আল্লাহ্ যে নিজের নাম উল্লেখ করেছেন সেটা শুধু তার নামের বরকত দিয়ে বক্তব্য শুরু করার জন্য। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিস্‌সা তার ওয়াফাতের মাধ্যমেই রহিত হয়ে গেছে।[৩]

যেমন তার জন্য صَفِى (বাছাইকৃত অংশ) রহিত হয়ে গেছে। صَفِى বলা হয় ঐ জিনিসকে যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) গনীমত থেকে নিজের জন্য পসন্দ করে নিতেন। যেমন বর্ম বা তরবারি বা দাসী (হিদায়া)।

এই পঞ্চমাংশ যদি উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীকে পূর্ণভাবে দেয়া হয় তবে তা জাইয হবে (ফাতাওয়া কাযীখান)।

১৮. মাসআলা ঃ যদি গনীমতে বিভিন্ন ধরনের মাল থাকে, এমতাবস্থায় ইমাম যদি মুজাহিদদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করতে গিয়ে অশ্বারোহী এবং পদাতিকের প্রাপ্য অংশ হিসাবে তাদের কাউকে দাস-দাসী, আর কাউকে পশু, আবার কাকেও দিরহাম বা দীনার, কাকেও বা ঘোড়া কিংবা অস্ত্র দেয় তাহলে তা জাইয হবে। চাই তা মুজাহিদদের সন্তুষ্টি করুক বা তাদের অসম্মতিক্রমে, দারুল হারবে করুক চাই ইসলামে তাতে কোন পার্থক্য হবে না (অর্থাৎ এ ধরনের বণ্টন সর্ববস্থায় জাইয গণ্য হবে)।

১. কেননা নারীরা মূলত লড়াইতে অক্ষম। কাজেই তাদের এ ধরনের সহযোগিতামূলক কাজগুলো লড়াইয়ের স্থলবর্তী গণ্য করা হবে এবং তা লড়াইতে কামিয়াব হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে গণ্য হবে।

২. কারণ লড়াই হলো জিহাদ আর পথ প্রদর্শন জিহাদ কার্যের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। কাজেই সে অন্যান্য কাজের ন্যায় পথ প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত বিনিময় পাবে যদিও তা মুজাহিদদের হিস্‌সা থেকে বেশী হোক না কেন।

পক্ষান্তরে লড়াইতে অংশগ্রহণ করলে সে মুজাহিদের হিস্‌সা থেকে বেশী পাবে না, কারণ জিহাদ সংশ্লিষ্ট হুকুমে সে এবং একজন মুসলমান এক সমান হতে পারে না। কাজেই সে পদাতিক হলে একজন মুসলিম পদাতিকের হিস্‌সা থেকে কম পাবে আর অশ্বারোহী হলে মুসলিম অশ্বারোহীর হিস্‌সা থেকে কম পাবে।

৩. কেননা নবী কারীম (সা) তার রিসালাতের সুবাদে এর হকদার হতেন। আর একথা চিরন্তন সত্য যে তার পরে আর কোন নবী রাসূল নেই। কাজেই তার হিস্‌সা রহিত হবে।

১৯. মাসআলা ঃ শাসক গনীমত বণ্টন করে দিলেন। গনীমতের হকদারদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ (সঠিকভাবে) বুঝে পেল এবং সৈন্যরা সকলেই বিক্ষিপ্তাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা হলো এই যে, (তাদের মধ্যে) একজনের ভাগে একটি দাসী পড়েছে। দাসীটি দাবী করল যে, আমি একজন স্বাধীন যিম্মী মহিলা, আমাকে মুশরিকরা বন্দী করেছে (বিধায় এক পর্যায়ে মুসলমানদের যিম্মীতে পরিণত হয়েছি) সে এ ব্যাপারে দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সাক্ষীও পেশ করল। তাহলে শাসক তার স্বাধীনতার ফায়সালা দিয়ে দিবেন। (যেহেতু এতে হকদার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই) শাসক উক্ত দাসীর স্বাধীনতার ফায়সালা দেয়ার পর পূর্বের বণ্টন বাতিল করবেন কি না? (এ ব্যাপারে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়) কিয়াসের আলোকে তা বাতিল করা উচিত তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী বাতিল করা হবে না। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি সৈন্যরা চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রাপ্ত হকের পরিমাণ সল্প হয়ে থাকে যেমন একটি বা দু'টি সর্বোচ্চ তিনটি দাসী পেয়ে থাকে। সুতরাং সৈন্যরা যদি চারিদিকে বিক্ষিপ্তাকারে না ছড়ায় বা চারিদিকে নাই ছড়াল কিন্তু তার প্রাপ্ত হকের পরিমাণ বেশী অর্থাৎ সে তিনটি বা ততোধিক দাসী ভাগে পেল তাহলে এক্ষেত্রে কিয়াস এবং সূক্ষ্ম কিয়াস উভয় দিকের দাবী হলো উক্ত বণ্টন বাতিল করে দেওয়া।

অনুরূপভাবে শাসক যদি সৈন্যদের মাঝে গনীমত বণ্টন করে দেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ কবজা করে নেয়। এরপর তারা বিক্ষিপ্তাকারে ঘরের দিকে চলে গেল। এরপর এক ব্যক্তি (শাসকের নিকট এসে) দাবী করল যে, আমিও তাদের সাথে লড়াইতে শরীক ছিলাম। এ ব্যাপারে সে দু'জন সাক্ষীও পেশ করল। এমনকি শাসক তার পক্ষে ফায়সালাও দিয়ে দিলেন তাহলে কিয়াসের দাবী অনুযায়ী উক্ত বণ্টন রহিত হবে। ইসতিহসান তথা সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে রহিত হবে না। তবে ঐ ব্যক্তিকে বায়তুল মাল থেকে তার প্রাপ্য হিস্‌সার সমপরিমাণ বিনিময় দিয়ে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য যে (পূর্বের নিয়মানুসারে) ঐ ব্যক্তির প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বেশী হওয়ার নিমিত্তে যদি উক্ত বণ্টন ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে পরবর্তীতে শাসকের কি করণীয় ? (এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে) কোন কোন বর্ণনায় আছে, শাসক হকদার ব্যক্তিকে বলবেন, সৈন্যদের মধ্যে তুমি যাকে পার আমার নিকট নিয়ে এসো। আবার কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, শাসক নিজেই সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মোটকথা তিনি যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না কেন তা জাইয গণ্য হবে। এরপর তিনি দেখবেন যে, গনীমতের মালগুলো কি ধরনের ? গনীমত যদি আরদী[১] (عَرْضِى), মাকীলী[২] (مكيلى) এবং ওযনী[৩]

১. আরদ (عَرْض) অর্থাৎ মাল সামানা আসবাবপত্র। বহুবচন عُرُوْض (উরুয)। উরুয সাধারণত ঐ সমস্ত জিনিসকে বলা হয় যা মাপা ও ওজন করা হয় না। যেমন চেয়ার, টেবিল, বক্স, আলমারী ইত্যাদি।

২. মাকীলী বলতে সাধারণত ঐ সকল বস্তুকে বুঝায় যা মাপার পাত্র বিশেষ, যা দ্বারা মেপে বিক্রি করা হয়ে থাকে। যেমন ধান, চাল, গম, জব, ভুট্টা ইত্যাদি।

৩. ওজনী দ্বারা সাধারণত ঃ বাটখারা দ্বারা মেপে বিক্রি করা হয় যেমন স্বর্ণ, রূপা, পিতল, স্টীল, এলমোনিয়াম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কোন জিনিসে মাকীলী, ওজনী, মাছালী এবং আরযী হওয়া সমাজের প্রচলনের উপর নির্ভর করে এবং তা স্থান-কাল বিশেষ পার্থক্য হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় যে, একই জিনিস কোন স্থানে বা কোন যুগে মাকীলী কিন্তু অন্য যুগে বা অন্য স্থানে তা ওজনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(وزنی) প্রায় সব ধরনের হয়ে থাকে তাহলে শাসক হকদার ব্যক্তিকে নির্দেশ দিবেন যেন সে যে ব্যক্তিকে পেতে সক্ষম তার থেকে নিজের উপযুক্ত অংশ আদায় করে নেয়।[১] (কিন্তু নাগালপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে কি পরিমাণ নিবে ?) এটা নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো এই যে, ঐ ব্যক্তির নিকটস্থ গনীমতের প্রাপ্ত হিস্সা তার এবং সকল সৈন্যদের মাঝে সমভাবে বণ্টন করে দেয় হলে যতটুকু তার ভাগে পড়ত (বুঝে নিতে হবে যে) সে পরিমাণ মালই তার হক।[২] যা ঐ ব্যক্তির অংশে মিশে ছিল। এ পরিমাণ মালই সৈন্যদের যাকে যাকে পাবে তার থেকে নিয়ে নিবে। এ হিসাবে বলা যেতে পারে যে ঐ ব্যক্তির নিকটস্থ অংশ (যার থেকে সে নিজ অংশ নিয়ে নিল) অন্য কারো গনীমতের অংশ নেই। আর যদি সমস্ত গনীমত শুধু মাকীলী বা শুধু ওজনী অর্থাৎ এক প্রকারের হয় তাহলে সে যার নাগাল পেতে সক্ষম তার থেকে তার প্রাপ্ত হিসসার অর্ধেক পরিমাণ নিয়ে নিবে।

২০. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মুসলমান সৈন্যরা যদি প্রচুর গনীমত অর্জন করে এবং তাদের প্রাপ্তগনীমতে এমন একটি গ্রন্থ রয়েছে, তাতে ইয়াহুদ নাসারাদের কিতাবাদির কিছু আলোচনা, বাণীও রয়েছে তবে এটা তাওরাত না যাবূর না ইনজীল (বাইবেল) আর এতে কুফুরী কালাম রয়েছে কি নেই তা সঠিকভাবে জানা যায়নি, এমতাবস্থায় শাসকের জন্য উক্ত গ্রন্থ গনীমত হিসাবে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করা কিংবা বণ্টন না করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা অনুচিত হবে। যেহেতু তা পোড়ানো মাকরূহ, তাই দেখতে হবে যদি উক্ত গ্রন্থের পাতাগুলো মূল্যবান হয়। তার মধ্যস্থ লিখাগুলো ধুয়ে (বা অন্য কোন উপায়ে) মিটিয়ে দেয়ার পর তা দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। যেমন দাবাগত কৃত (পাকা) চামড়া কিংবা এ জাতীয় কোন জিনিসে লিখা থাকলে তা মিটিয়ে দিয়ে গনীমতে শামিল করা হবে। কিন্তু পাতাটি যদি মূল্যবান না হয় এবং লিখা মেটানোর পর তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্য না থাকে যেমন যদি কাগজের উপর লিখিত থাকে তাহলে তা ধুয়ে ফেলা হবে। তবে সেটা লিখিত অবস্থায় দাফন করা (মাটির নীচে গাড়া) যাবে কি ? যদি এমন জায়গা হয় যেখানে কাফিরদের হাত পৌছার আশঙ্কা থাকে সেখানে দাফন করা যাবে না।

শাসক যদি উক্ত গ্রন্থ কোন মুসলমানের নিকট বিক্রি করতে চায় তাহলে দেখতে হবে, যদি ক্রয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি এমন হয় যার সম্পর্কে এ ভয় সৃষ্টি হয় যে সে অর্থ-লোভের বশীভূত হয়ে কাফিরদের নিকট বিক্রি করে দিতে পারে তাহলে তার নিকট বিক্রি করা মাকরূহ হবে। আর যদি সে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয় আর তার সম্পর্কে জানা থাকে যে সে তা কাফিরদের কাছে বিক্রি করবে না তবে তার নিকট বিক্রি করতে কোন দোষ নেই।

১. কারণ সৈন্যদের প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশে কিছু কিছু করে তার অংশও মিশে আছে।

২. যেমন ১০০০ টাকা সমপরিমাণ গনীমত ২০০ জন সৈন্যের মাঝে বণ্টন করা হলো। প্রতি জনের ভাগে ১০ টাকা করে পড়ল—এমতাবস্থায় সে যার নাগাল পাবে তার হিসসা ১০ টাকাকে তার এবং সকল সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করলে প্রত্যেকের ভাগে ১০ পয়সা করে পড়ে। এ দশ পয়সাই তার হক যা ঐ ব্যক্তির প্রাপ্ত অংশে মিশে ছিল। অতএব সে ঐ ব্যক্তি থেকে ১০ পয়সা নিয়ে নিবে এ অনুপাতে যাকেই পাবে তার থেকে ১০ পয়সা করে নিয়ে নিবে। এভাবে অংশ প্রাপক সৈন্যরা অন্যের অংশের দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

আমাদের মাশাইখগণ (র) বলেছেন, ইলমে কালামের কিতাবাদি বিক্রির উপরোক্ত তফসিল অনুযায়ী হুকুম প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ যদি তা ক্রয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি এমন হয় যার সম্পর্কে এ ভয় থাকে যে সে (তা দ্বারা মানুষকে) পথভ্রষ্ট করবে এবং ফিতনা সৃষ্টি করবে তাহলে ইমামের জন্য এ সকল কিতাব তার নিকট বিক্রি করা মাকরূহ হবে। আর যদি সে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয় যার সম্পর্কে পথভ্রষ্ট করার এবং ফিতনা ছড়াবার আশঙ্কা না থাকে তাহলে তা তার নিকট বিক্রি করা মাকরূহ নয়।

২১. মাসআলা ঃ মুসলমানরা যদি গনীমতের মালে স্বর্ণ অথবা রূপার হার পায় যাতে ক্রস[১] এবং মূর্তি[২] রয়েছে তাহলে গনীমত বণ্টনের পূর্বে তা ভেঙ্গে চুরমার করা মুস্তাহাব। আর যদি এগুলো কারো কাছে বিক্রি করতে চায় তাহলে দেখতে হবে যদি তা ক্রয়ের ইচ্ছুক ব্যক্তি এমন নির্ভরযোগ্য হয় যার সম্পর্কে এ আশঙ্কা না থাকে যে সে তা মুশরিকদের নিকট বিক্রি করে দিবে তাহলে তার নিকট বিক্রি করলে কোন দোষ নেই। তবে যদি সে অনির্ভরযোগ্য হয় আর সে মুশরিকদের নিকট তা বিক্রি করে দিতে পারে এ ভয় থাকে তাহলে তার নিকট বিক্রি করা মাকরূহ হবে। আর যদি মোহরযুক্ত দিরহাম ও দীনারসমূহ পেয়ে থাকে যার মধ্যে ক্রশ চিহ্ন এবং মূর্তি আঁকা থাকে, এরপর ইমাম তা ভেঙ্গে ফেলার পূর্বেই কোন ব্যক্তির কাছে বিক্রি করতে চাইলে কিংবা ভাঙ্গার পূর্বে তা বণ্টন করতে চায় তবে তা করলে কোন দোষ নেই।

২২. মাসআলা ঃ গনীমতে যদি এমন কিছু জিনিস আসে যার মূল্য রয়েছে যেমন, শিকারী কুকুর এবং অন্যান্য সকল শিকারী পশু-পাখি যেমন বাঘ, চিল ইত্যাদি এসব জিনিস গনীমতের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই অন্যান্য মালে গনীমতের ন্যায় তাও মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

অনুরূপ স্থলের শিকার লব্ধ প্রাণী[৩] এবং معدن (মা'দান)[৪] ও كنزاو (কান্য)[৫] অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি ধাতব পদার্থের খনি) এবং মুসলমান ডুবুরিগণ তাদের সমুদ্রসমূহ থেকে (মণি-মুক্তা ইত্যাদি) যা কিছু বের করে আনবে তা সব মালে গনীমত বলে গণ্য হবে। তার থেকে পঞ্চমাংশ বের করে বাকিটা (চার অংশ) মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।

মাছ এবং ঐ সকল শিকারী প্রাণী সাধারণত গোশত শিকার করে খাওয়া হয়। এক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রয়োগ করা হবে যা অন্যান্য সকল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

১. ক্রস যা সূলীর আকৃতিতে বানানো হয়। খৃষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণা যে হযরত ঈসা (আ)-কে সূলীতে চড়ায়ে মারা হয়েছে। তারই স্মৃতি বহন করে এ ক্রস চিহ্ন যাকে তার সম্মান ও পূজা করে থাকে এবং তা গলায় ঝুলায়।

২. মূর্তি তা যে কোন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি হতে পারে। যেমন হিন্দুরা বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিচ্ছবি বানিয়ে তার উপাসনা করে এবং তা বরকতের জন্য ঘরে রাখে এবং ছোট আকারে বানিয়ে হারের সাথে গলে ঝুলায়।

৩. অর্থাৎ যে সকল প্রাণী কাফিরদের ভূমি থেকে শিকার করে আনা হয়েছে।

৪. معدن এর বহুবচন معادن অর্থাৎ গুপ্ত সম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যের খনি যা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতে তা ভূগর্ভে সৃষ্টি করেছেন।

৫. كَنْزٌ এর বহুবচন كُنُوْزٌ অর্থাৎ খাযানা, ধন-সম্পদের ভাণ্ডার গুপ্তধন, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যের খনি যা মানব সন্তান যমীনের মধ্যে গচ্ছিত রেখেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৩. মাসআলা ঃ গনীমতের চিল বাজপাখি, গনীমতের কুকুর দ্বারা শিকার করা মাকরূহ। (গনীমতের মালের সাথে) বিড়ালও বণ্টন করা জাইয।

২৪. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ যদি এমন একটি ঘোড়া পায় যাতে লিখা রয়েছে "حبس فى سبيل الله" (অর্থাৎ এটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্‌ফকৃত) তাহলে এটি এবং ঐ ঘোড়া যাতে কোন কিছু লিখা নেই একই বরাবর। তবে উক্ত ঘোড়াটি মুসলমানদের বলে নির্ধারণ করা হবে না কাফিরদের ?

ঐ জায়গাকে প্রমাণ হিসাবে ধরা হবে যেখানে উক্ত ঘোড়া পাওয়া গিয়েছে। অতএব যদি এমন জায়গায় পাওয়া যায় যেখানের নিবাসীরা অধিকাংশ মুসলমান কিংবা মুসলমানদের নিকট পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে সেটা মুসলমানদের বলেই গণ্য হবে এবং সেটা লোকতা (কুড়ানো) বস্তু বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এর সম্পর্কে ঐ ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হবে যা অন্যান্য লোকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আর যদি এমন স্থানে পাওয়া যায় যেখানে নিবাসীরা অধিকাংশ কাফির কিংবা সরাসরি তাদের নিকটই পাওয়া যায় তাহলে ঘোড়াটি কাফিরদের বলেই গণ্য হবে। আর তা গনীমতের মাল বলে বিবেচিত হবে। কাজেই উক্ত ঘোড়া সম্পর্কে ঐ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যা অন্যান্য গনীমতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যদি বিষয়টি এমন হয় যে একদল মুসলমান কাফিরদের কাছ থেকে উক্ত ঘোড়া দখল করার পর অন্য এক দল মুসলমান (দাবী জানিয়ে) এ সাক্ষ্য দিল যে, এটি মুসলমান বাহিনীরই ঘোড়া, অথচ শাসক এটাকে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করে তা বণ্টন করে দিয়েছেন, কিংবা বিক্রি করে দিয়েছেন কিংবা বিক্রি বা বণ্টন কিছুই করেন নি। এমতাবস্থায় উক্ত ঘোড়া যার কবজায় ছিল সে উপস্থিত হয়ে গেল তাহলে সে কোন বিনিময় ছাড়া ঘোড়াটি নিয়ে নিবে। ঘোড়াওয়ালা তা বণ্টনের আগে পেয়ে থাকুক বা পরে তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

আর এক্ষেত্রে ঐ হুকুম প্রয়োগ করা হবে যা মুদাবিব্বর গোলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (মুহীত)।

২৫. মাসআলা ঃ মুসলমান সৈন্যরা যদি গনীমত অর্জন করে নিল কিন্তু তা সংরক্ষণ করল না, এমতাবস্থায় শত্রুবাহিনী তাদের উপর চড়াও হয়ে বিজয়ী হয়ে মুসলমানদের থেকে সমস্ত গনীমত কেড়ে নিল। এরপর মুসলমানদের আরেক বাহিনী এসে শত্রুদের থেকে পুনরায় তা নিয়ে নিল তাহলে উক্ত গনীমতের হকদার পরবর্তী বাহিনী হবে প্রথম বাহিনী নয়।

পূর্বোল্লেখিত ঘটনা যদি দারুল ইসলামে গনীমত এনে সংরক্ষণ করার পর হয় তবে এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাহিনীর জন্য তা প্রথম বাহিনীকে ফেরত দেয়া ওয়াজিব।

২৬. মাসআলা ঃ ইমাম যদি গনীমত বণ্টন করতে যেয়ে চার-পঞ্চমাংশ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন আর তার হাতে অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ তার কাছে থেকেই ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে (এজন্য সৈন্যদের হস্তগত গনীমতে কেনা প্রতিক্রিয়া হবে না বরং) তাদের প্রাপ্ত গনীমত তাদের নিকট বহাল থাকবে। অনুরূপ যদি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ তার হকদারদের মাঝে

আর তার হাতে অবশিষ্ট চার-পঞ্চমাংশ তার নিকট থাকা অবস্থাতেই হালাক হয়ে যায় তাহলে এর কারণে ঐ প্রদত্ত পঞ্চমাংশের কোন ক্ষতি হবে না বরং তা হকদারদের নিকট বহাল থাকবে।

২৭. মাসআলা ঃ শাসক যদি বণ্টনের পূর্বে গনীমতের কিছু অংশ কোন সৈন্যের নিকট আমানত রাখেন কিন্তু এ বিষয়টি কাকেও জানায়নি এ অবস্থায় তিনি মারা গেলেন তাহলে তিনি কোন কিছুর যামীন হবেন না (ফাতাওয়া কাযীখান)।

২৮. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) সিয়ায়ে কবীরে বলেছেন, একজন যিম্মী বা মুসলমান কিংবা দু'জন যিম্মী বা মুসলমান, কিংবা তিনজন যিম্মী বা মুসলমান যাদের শত্রু বাহিনীর মুকাবিলা করার শক্তি নেই, তারা যদি শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং সেখানে অনেক গনীমত অর্জন করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে তা সম্পূর্ণভাবে তাদেরই হবে।

এর থেকে খুমুস (পঞ্চমাংশ) নেয়া হবে না। আর যদি শাসকের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তাদের অর্জিত গনীমত থেকে এক-পঞ্চামাংশ বের করে তা বায়তুল মালে রাখা হবে। অবশিষ্ট অংশ গনীমতের হিস্‌সা অনুযায়ী তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে (গায়াতুল বায়ান)।

পক্ষান্তরে যদি এমন একদল দারুল হারব (শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে) প্রবেশ করে থাকে যাদের শত্রুদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে আর তারা সেখানে কিছু মাল দখল করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হবে। শাসক প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে থাকুক বা না থাকুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না (হিদায়া)।

২৯. মাসআলা ঃ ইমাম আবুল হাসান কারখী (র) বলেন, দারুল হারবে যদি দু'টি দল পৃথকভাবে প্রবেশ করে একসাথে হয়। তন্মধ্যে একদল শাসকের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করেছে আর আরেকদল তাঁর অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করেছে। কিন্তু উভয় দলের সম্মিলিত অবস্থায় শত্রুদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা নেই তাহলে অনুমতিপ্রাপ্তরা যা অর্জন করবে তার থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে। আর বাকিটা তাদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে। অন্যরা এর থেকে কোন অংশ পাবে না। আর অনুমতিপ্রাপ্তহীনরা যা অর্জন করবে (তার থেকে পঞ্চমাংশ বের করা হবে না)। তার মালিক পূর্ণভাবে তারাই তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্জিত বস্তুর মালিক হবে। তাতে অপর সাথী শরীক হবে না।

যদি অনুমতিপ্রাপ্ত ও অননুমতিপ্রাপ্ত উভয়ে যৌথভাবে কোন একটি জিনিস অর্জন করে তাহলে তা অর্জনকারীদের সংখ্যা হিসাবে তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। এরপর যে পরিমাণ অনুমতিপ্রাপ্তদের হিস্‌সায় পড়েছে তার থেকে তার এক-পঞ্চমাংশ বের করে বায়তুল মালে রাখা হবে। অবশিষ্টাংশ গনীমতের হিস্‌সা অনুপাতে তাদের সকলের মাঝে বণ্টন করা হবে। অতএব এক্ষেত্রে যে অর্জন করেছে আর যে অর্জন করেনি সকলেই এতে শরীক থাকবে।

যে পরিমাণ অংশ অর্জনকারীদের ভাগে পড়বে অর্জনকারীর সংখ্যা হিসাবে তারাই তার মালিক হবে। আর অবশিষ্ট যারা অর্জন করায় শরীক ছিল না তারা তার থেকে কোন অংশ পাবে না এবং তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বেরও করা হবে না। তবে যদি অনুমতিপ্রাপ্ত আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুমতিপ্রাপ্ত উভয় গ্রুপ একসাথে মিলিত হয় এবং সম্মিলিতভাবে তাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা থাকে তাহলে (এ সম্পূর্ণ) জামাআতের কোন একজন যা অর্জন করবে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকিটা গনীমতের হিস্‌সা অনুসারে তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে।

অনুরূপ দু' গ্রুপের কোন এক গ্রুপ যা অর্জন করবে চাই সম্মিলিত হওয়ার আগে বা পরে তার একই হুকুম। কাজেই তার থেকে পঞ্চামাংশ বের করে বাকিটা গনীমতের অংশ হিসাবে তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে যারা ইমামের অনুমতিক্রমে প্রবেশ করেছে (একাই) তাদের মুকাবিলার ক্ষমতা থাকে এবং সেখানে তারা গনীমত অর্জন করল এরপর একজন কিংবা দু'জন চোর যাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা নেই ইমামের অনুমতি ছাড়া দারুল হারবে প্রবেশ করল এবং সৈন্যদের গনীমত অর্জনের পর তাদের সাথে মিলিত হলো। এরপর আরো কিছু গনীমত অর্জন করল। অবশ্য ঐ চোরও তাদের সাথে মিলিত হওয়ার আগে গনীমত অর্জন করেছিল। তাহলে এক্ষেত্রে তারা সকলেই (পরবর্তীতে) অর্জিত গনীমতের মধ্যে শরীক থাকবে এবং তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকিটা গনীমতের হিস্‌সা অনুযায়ী তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে। তবে সৈন্যদল— তাদের সাথে একজন কিংবা দু'জন চোর সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে যা অর্জন করেছিল তাতে এ চোর বা চোরদ্বয় অংশীদার হবে না। তবে চোর যা অর্জন করেছিল (সম্পৃক্ত হওয়া পূর্বে) তাতে সৈন্যরা অংশীদার হবে (সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩০. মাসআলা ঃ ইমাম গনীমত বণ্টন করল এবং প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিল। কিন্তু তার থেকে সামান্য কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেল। সে জিনিসটির সল্পতা এবং সৈন্যদের আধিক্যতার দরুন তা সঠিকভাবে বণ্টন করা যায় না। তাহলে এক্ষেত্রে ইমাম তা গরীব মিসকীনদের সাদাকা করে দিবেন। আর যদি (সাদাকা না করে) মুসলমানদের বিপদের মুহূর্তে কাজে লাগানো উদ্দেশ্যে তা বায়তুল মালে জমা রাখতে চান তবে তিনি তাও করতে পারেন।

৩১. মাসআলা ঃ একদল সৈন্য সেনাপ্রধানের নিকট এসে বলল, আমাদের ঘরবাড়ি অনেক দূরে অবস্থিত। আমরা এখানে বেশীক্ষণ থাকেত পারব না। অতএব আপনি অনুমান ও ধারণাপূর্বক গনীমত থেকে আমাদের জন্য প্রাপ্য হিস্‌সা আমাদেরকে দিয়ে দিন। আপনার জন্য এরূপ করা বৈধ। এরপর সেনাপ্রধান তাদেরকে আন্দাজ করে গনীমতের অংশ দিলে তার তা নিয়ে চলে গেল। এরপর এ অনুপাতেই বাকীদেরকে নিজ নিজ অংশ দিয়ে দিল কিন্তু দেখা গেল যে বাকিদের অংশের পরিমাণ গমনকারীদের প্রাপ্ত অংশের তুলনায় বেশী। তাহলে সেনাপ্রধান বর্ধিত অংশ সাদাকা করবেন না এক বছর যাবৎ তা সংরক্ষণ করে রাখবেন এবং এর সংবাদ সকল মুসলমানদের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন। তবে 'আপনার জন্য এরূপ করা বৈধ কথাটির কারণে সেনাপ্রধান এর মালিক হবেন না। তবে যদি সেনাপ্রধান ঐ অংশ সাদাকা করে দেন এরপর তার হকদাররা উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে তারা ইচ্ছা করলে সেনাপ্রধানকে ঐ অংশ তারই মাল থেকে পরিশোধ করার জন্য দায়বদ্ধ করতে পারবে।

অনুরূপ ইমামুল মুসলিমীন যদি বর্ধিত অংশ সাদাকা করে দেন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ তিনি যদি নিজেই লড়াই করেন (এবং গনীমত বণ্টন করেন। আর বর্ধিত

অংশ সাদাকা করে দেন) এরপর হকদারগণ এসে উপস্থিত হলো তাহলে তাদের জন্য ইমামকে উক্ত অংশের জন্য দায়বদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। জরিমানা ইমামের নিজ মালের মধ্যেই আরোপিত হবে। অতএব তিনি তা পরিশোধের জন্য অন্য কারো থেকে আদায় করতে পারবেন না। সেনাপ্রধান সাদাকা করলেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য। তবে সেনাপ্রধান যদি গরীব মিসকীনদের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে উক্ত বর্ধিত অংশ ঋণস্বরূপ ধার্য করে তাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এরপর তার হকদাররা উপস্থিত হয়ে গেল কিন্তু তারা উক্ত অংশের সাদাকার অনুমতি দিল না তাহলে ইমাম ফকীর-মিসকীনদের মাল থেকে ঐ অংশ সমপরিমাণ মাল তাদেরকে দিয়ে দিবেন।

মাশাইখে কিরাম বলেছেন, এখানে তিন প্রকারের সর্দার পরিলক্ষিত। প্রথম ঃ ইমামে আকবার (অর্থাৎ শাসক), দ্বিতীয় ঃ আমীরুল জুন্‌দ (অর্থাৎ সেনাবাহিনীর প্রধান), তৃতীয় ঃ সাহেবে মাকসিম ঃ (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যাকে গনীমতের মাল বণ্টনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে)।

সাহেবে মাকাসিম বর্ধিত অংশ সাদাকা করার অধিকার রাখে না। আর আমীরুল জুন্‌দ বর্ধিত অংশ সাদাকা করতে পারবেন বটে, তবে তিনি বায়তুল মালের জন্য ঋণস্বরূপ ধার্য করে তা গরীব মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করার অধিকার রাখেন না। আর ইমামে আকবর সাদাকাও কারতে পারবেন আর মুসলমানদের বায়তুল মালের জন্য ঋণস্বরূপ ধার্য করে গরীব মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করতে পারবেন।

৩২. মাসআলা ঃ একটি বড় বাহিনী যদি প্রচুর গনীমত অর্জন করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, কিন্তু তা বণ্টন করা হয়নি। এমতাবস্থায় গনীমতের হকদারগণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং স্ব-স্ব বাড়িতে চলে গেল অথচ তাদের ঘরবাড়ির ঠিকানা জানা নেই অবশ্য কিছু সৈন্য রয়ে গেছে (তারা এখনো যায়নি) তাহলে ইমাম তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দিবেন আর অনুপস্থিত সৈন্যদের অংশ (এক বছর পর্যন্ত) সংরক্ষণ করে রাখবেন।

এক বছর অতিক্রমের পরেও যদি কোন হক অন্বেষণকারী না আসে তাহলে তিনি তা সাদাকা করে দিবেন।

৩৩. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি গনীমতের কিছু মাল আত্মসাৎ করে এবং গনীমতে বণ্টনের পর হকদাররা চারিদিকে বিক্ষিপ্তাকারে ছড়িয়ে পড়ার পর সে ব্যক্তি তা নিয়ে উপস্থিত হলো তাহলে ইমাম ইচ্ছা করলে তার বক্তব্যকে সত্যায়িত করে তার থেকে সে বস্তু নিয়ে নিবেন এবং তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে তা গরীব মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করে দিবেন। আর বাকি অংশ হকদারদের আসা পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখবেন। হকদারদের আমার সম্ভাবনা না থাকলে তা সাদাকা করে দিবেন। আবার ইচ্ছা করলে ইমাম তার বক্তব্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন এবং সে যা নিয়ে উপাস্থিত হয়েছে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ নিয়ে নিবেন আর বাকি চার-পঞ্চমাংশ তার কাছে ছেড়ে রাখবেন। আর যদি আত্মসাৎকারী ইমামের নিকট ঐ বস্তু না নিয়ে আসে অবশ্য সে এরূপ কর্ম থেকে তওবা করে নিল তাহলে হকদারদের আসা পর্যন্ত ইমাম তা সংরক্ষণ করে রাখবেন। আর যদি তিনি এ ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান (অর্থাৎ হকদারদের আসার সম্ভাবনা না থাকে) তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে তা শর্ত সাপেক্ষ অনুযায়ী সাদাকা করে দিবেন। অর্থাৎ এ মর্মে সাদাকা করবেন যে, হকদার উপস্থিত হয়ে যদি তার সাদাকার অনুমতি না দেয় তাহলে সাদাকাগ্রহীতা তার জন্য দায়বদ্ধ হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ নফল বা হিসসার অতিরিক্ত প্রদান প্রসঙ্গে

শাসক এবং সেনানায়কের জন্য কারো নামে নফল (বা হিসসার অতিরিক্ত পুরস্কার) ঘোষণা করা মুস্তাহাব।[১]

কিন্তু নফল ঘোষণার আগে যে মাল মুজাহিদদের হস্তগত তা থেকে নফল প্রদান জাইয হবে না। কেননা নফল (বা পুরস্কার) ঘোষণা এ মাল সম্পর্কে জাইয যা এখনো হস্তগত হয়নি।[২]

ইমাম যদি নফল ঘোষণা করে বলে, যে ব্যক্তি কোন হস্তগত করবে তা তারই গণ্য হবে। এরপর তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি দারুল হারবে কোন কিছু হস্তগত করল তাহলে বিশেষভাবে সে ঐ বস্তুর মালিক হবে। এর থেকে পঞ্চামাংশ দেওয়া ওয়াজিব নয় এবং অন্য কেউ তাতে শরীক হবে না। আর সে দারুল হারবেই মারা গেলে লব্ধ বস্তু তার মীরাস হিসাবে বিবেচিত হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১. মাসআলা ঃ ইমামের জন্য সম্ভাব্য গনীমতের সবটুকু নফল (পুরস্কার) ঘোষণা দেয়া অনুচিত। যেমন সৈন্যদের বলল, যা কিছু তোমরা হস্তগত করবে তা তোমাদেরই হবে।

ইমাম যদি বাহিনীর সাথে দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং (সেখানেই) কোন ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে প্রেরণ করে তাদের নফলের ঘোষণা দিয়ে বলল তোমরা যা অর্জন করবে তা তোমাদেরই হবে। তাহলে এটা জাইয হবে। আর যদি দারুল ইসলাম থেকেই কোন ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠায় এবং তারা যা অর্জন করবে তা তাদের জন্য নফল হিসাবে ঘোষণা দেয় তাহলে এটা অনুচিত হবে। গনীমত দারুল ইসলামে আনার পর ইমাম তা থেকে নফল হিসাবে পঞ্চমাংশ থেকে দিতে পারবে (কাফী)।

২. মাসআলা ঃ গনীমত হস্তগত হওয়ার পর এবং বণ্টনের পূর্বে ইমাম যদি নিজের ইজতিহাদ (ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনা বা গবেষণা) অনুযায়ী (নানান) কষ্ট-যন্ত্রণা এবং আপদ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এমন মুজাহিদকে হিস্সার অতিরিক্ত প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি তা নিজের রায় অনুসারে করেন এরপর এ বিষয়টি এমন এক ইমামের নিকট পেশ করা হলো যিনি গনীমত হস্তগত হওয়ার পর (তার থেকে) অতিরিক্ত হিস্সা প্রদানকে নাজাইয মনে করেন তাহলে তাঁর এই এখতিয়ার নেই যে প্রথম ইমাম যা করেছিলেন তা ভেঙ্গে দিবে।

১. কারণ পুরস্কার ঘোষণার দ্বারা লড়াইর স্পৃহা ও প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আর লড়াইর জন্য উদ্বুদ্ধ করা শরীআতের পসন্দনীয় কাজ। পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال হে নবী আপনি মু'মিনগণকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করুন। শাসক যে কোন জিনিসের পুরস্কার ঘোষণা করতে পারেন। তবে তা গনীমতের কিছু অংশ হতে হবে। অতএব লব্ধ গনীমতের সবটুকুই পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা না করা উচিত কেননা এতে সকলের হক রয়েছে। তবে যেহেতু শাসকের পূর্ণ হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে তাই তিনি যদি কল্যাণ ও বৃহৎ স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে কোন যোদ্ধা দলের জন্য পূর্ণ লব্ধ গনীমতের ঘোষণা দেন তাহলে তা জাইয হবে।

২. অর্থাৎ যে মাল হস্তগত হয়ে গেছে তার থেকে হিস্সার অতিরিক্ত পুরস্কার হিসাবে দেওয়া যাবে না। পরবর্তীতে যা অর্জিত হবে তার সম্পর্কে পুরস্কার ঘোষণা জাইয হবে।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, হত্যাকারী মাকতুল (হত্যাকৃত ব্যক্তি) থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম হত্যার পূর্বে নফল (বা পুরস্কারের) ঘোষণা না দেন। যেমন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে, তার থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্র তারই হবে। এটা আমাদের (হানাফী) মাযহাবের ফকীহগণ (র)-এর অভিমত।

যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর ইমাম সারিয়্যাহ (কিছু সৈন্য বা সৈন্যদের ক্ষুদ্র একটি গ্রুপ) পাঠায় এবং তাদেরকে বলে দিল যা কিছু অর্জন করবে তার থেকে পঞ্চমাংশ বের করার পর তোমাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ কিংবা বলল এক-চতুর্থাংশ থাকবে এর পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাতে তোমরা সৈন্যদের শরীক থাকবে তাহলে তা জাইয হবে।

সারিয়্যাহ প্রেরণ করে তাদেরকে বলল তোমরা যা কিছু হস্তগত করবে তার এক-তৃতীয়াংশ কিংবা বলল এক-চতুর্থাংশ তোমাদের এরপর অবশিষ্ট অংশে তোমরা সৈন্যদের শরীক থাকবে। তাহলে তা জাইয হবে। যদিও এ সূরতে পঞ্চমাংশের নিহিত গরীব মিসকীনদের হক রহিত করা হচ্ছে তাতে কোন পার্থক্য হবে না। এরপর দেখতে হবে যদি তাদেরকে তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ নফল হিসাবে প্রদান সাধারণভাবে ঘোষণা করে তাহলে প্রথমত ঃ সম্পূর্ণ গনীমত থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ প্রদান করবেন, এরপর যা বাকি থাকবে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকিটা গনীমতের অংশ অনুযায়ী সারিয়্যাহসহ সমস্ত সৈন্যের মাঝে বণ্টন করবেন।

আর যদি পঞ্চমাংশ বের করার পর তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ নফল হিসাবে প্রদানের ঘোষণা দিয়ে থাকেন তাহলে সম্পূর্ণ গনীমত থেকে আগে পঞ্চমাংশ বের করবেন এরপর যা বাকি থাকবে তার থেকে সারিয়্যাহকে নফল হিসাবে দিবেন। এরপর যা বাকি থাকবে তা (সারিয়্যাসহ) সমস্ত সৈন্যদের মাঝে গনীমতের হিস্সা অনুযায়ী বণ্টন করবেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, ইমাম যদি সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলে, যা কিছু তোমাদের হস্তগত হবে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর যা বাকি থাকবে তা নফল (পুরস্কার) হিসাবে তোমরা সমানভাবে পাবে তাহলে তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে (মুহীত)।

৪. মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির সামান যদি হত্যাকারীর জন্য ঘোষণা দেওয়া হয় তাহলে তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এতে হত্যাকারী এবং অন্যরা সকলেই সমান (অধিকার রাখে)।

সালাব (প্রাপ্ত সম্পদ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিহত ব্যক্তির বাহন এবং তার সংগের বিদ্যমান পোশাক, অস্ত্র, তদ্রূপ বাহনে যুক্ত জিন ও এতদসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম এবং বাহনের উপর তার সাথের থলিতে কিংবা কোমরের থলিতে রাখা মাল। এছাড়া অন্যান্য বস্তু যেমন তার দাস ও দাসের সংগে বিদ্যমান জিনিসপত্র এবং তার বাহন, তার সাথে যুক্ত আসবাবপত্র ও যে সমস্ত জিনিস নিহতের ঘরে রয়েছে ইত্যাদি সালাব (বা প্রাপ্ত সম্পদ) বলে গণ্য হবে না (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি ঘোষণা দেয় যে, যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার ঘোড়া সেই পাবে। এমন এক পদাতিক শত্রুকে হত্যা করা হলো গোলাম তার ঘোড়া নিয়ে দুই কাতারের মাঝে তারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো তাহলে এক্ষেত্রে তার ঘোড়াটি হত্যাকারীরই হবে। কারণ সেনানায়কের উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যে ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সক্ষম। আর উক্ত নিহত শত্রু এ বিষয়ে সক্ষম ছিল। পক্ষান্তরে গোলাম যদি ঘোড়া নিয়ে তার পাশে দাঁড়ানো না থাকত তাহলে উক্ত ঘোড়া তার হতো না (তাব্‌য়ীন)।

জানা উচিত, তানফীল (নফল বা হিস্‌সার অতিরিক্ত অংশ প্রদানের ঘোষণা)-এর হুকুম হলো, এর দ্বারা অন্যান্য মুজাহিদদের হক (সে মাল থেকে) রহিত হয়ে যাবে। (হকদার দারুল হারবে এর মালিক হবে না) তবে অন্যান্য গনীমতের ন্যায় সেটাকে দারুল ইসলামে আনার পর তার মধ্যে মালিকানা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং শাসক যদি বলে "যে ব্যক্তি কোন বাঁদী অর্জন করবে তাহলে সে বাঁদী তারই" হবে। এরপর কোন একটি বাঁদী কোন মুসলমানের হস্তগত হওয়ার পর সে তার গর্ভাশয় পরিষ্কার করল কিন্তু উক্ত বাঁদী এখনো দারুল হারবে বিদ্যমান তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য উক্ত বাঁদীর সাথে সহবাস করা কিংবা তাকে বিক্রি করা জাইয নেই। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমত (কাফী)।

৬. মাসআলা ঃ ইমামের জন্য জয় পরাজয়ের দিন নফল ঘোষণা করা ঠিক নয়। অনুরূপ জয় পরাজয়ের দিনের কথা উল্লেখ না করে জয় পরাজয়ের পূর্বে সাধারণভাবে নফলের ঘোষণা দেয়া ঠিক নয়। অর্থাৎ এরূপ বলা যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তারই হবে বা বলল যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে গ্রেফতার করবে সেই তার মালিক হবে"। এরূপ বলা ঠিক নয় বরং এরূপ বলবে "যে কোন শত্রুকে জয়-পরাজয়ের আগে-ভাগে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তারই হবে"। এতদসত্ত্বেও যদি জয় পরাজয়ের দিনের কথা উল্লেখ না করে জয় পরাজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সাধারণভাবে নফল প্রদানের ঘোষণা দিয়ে থাকে তাহলে জয়-পরাজয়ের দিনে নফল প্রদানের পূর্ব ঘোষণা বহাল থাকবে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি জয়-পরাজয়ের দিন কোন শত্রুকে হত্যা করে তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তারই হবে (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, শাসক যদি বলে, "যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার سلب (সঙ্গের সামান) তারই হবে"। তারপর একজন এক কাফিরকে আহত আর অন্য একজন এসে তাকে হত্যা করল, এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির আঘাত যদি এমন হয় যে এ ধরনের আঘাতে সাধারণত মানুষ বাঁচে না কিংবা সে লড়াই করা কিংবা হস্ত দ্বারা সহযোগিতা করার কিংবা কথা দ্বারা পরামর্শ দেয়ার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে তার سلب (সঙ্গের সামান) প্রথম ব্যক্তিরই হবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তি আঘাত 'ঘাতক' ধরনের না হয় কিংবা (এ আঘাতে বাঁচার সম্ভাবনা না থাকলেও) নিজ হাত অথবা কোন পরামর্শের মাধ্যমে সহযোগিতা করতে সক্ষম, তাহলে এক্ষেত্রে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বিতীয় ব্যক্তির হবে।

৮. মাসআলা ঃ ইমাম যদি পঞ্চমাংশ নিয়ে নেওয়ার শর্তে سلب (সঙ্গের সামান) প্রদানের ঘোষণা দেন যেমন বলল, যে ব্যক্তি কোন দুশমনকে হত্যা করবে তার سلب (সঙ্গের সামান) তারই হবে। তাহলে এক্ষেত্রে সালাব থেকে পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। আর যদি সাধারণভাবে সালাব প্রদানের ঘোষণা দিয়ে বলেন "যে ব্যক্তি কোন দুশমনকে হত্যা করবে তার সালাব তারই হবে"। তাহলে এক্ষেত্রে সালাব থেকে পঞ্চমাংশ নেয়া হবে না। এটাই আমাদের হানাফী উলামাদের মাযহাব (মুহীত)।

৯. মাসআলা ঃ দারুল হারবে যুদ্ধ চলা অবস্থায় সেনানায়ক ঘোষণা দিলো যে, যে ব্যক্তি কোন দুশমনকে হত্যা করবে তার সালাব.(সঙ্গের সামান) তারই হবে। এরপর সেনানায়ক নিজেই একটি দুশমন হত্যা করল তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তারই হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে যে "আমি যাকে হত্যা করব তার সালাব আমারই হবে"। তাহলে পাবে না। আর যদি বলে, "তোমাদের মধ্যে যে কোন দুশমনকে হত্যা করবে তার সালাব তারই হবে" তাহলেও পাবে না। আর যদি বলে, "আমি যদি কোন শত্রুকে হত্যা করি তাহলে তার سلب আমারই হবে। তারপর তিনি কোন দুশমনকে কতল করার আগেই আবার ঘোষণা দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কোন শত্রুকে কতল করবে সেই তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) পাবে। এরপর সেনাপ্রধান কোন শত্রুকে কতল করলেন তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ তিনিই পাবেন।

১০. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান সৈন্যদলকে বলল, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে সেই তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে"। এরপর দুই ব্যক্তি যৌথভাবে একজন দুশমনকে হত্যা করল তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে তারা দু'জনই তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে।

অনুরূপ যদি বলে, "যে কোন দুশমনকে হত্যা করবে সেই তার সঙ্গের সামান (সালাব) পাবে"। এরপর তিন ব্যক্তি মিলে একটি দুশমনকে হত্যা করল তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তারা কেউই (সালাবের) কিছু পাবে না।

আর যদি বলে, "যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে সেই তার সালাব পাবে, এরপর কোন মুসলমান কোন কাফিরকে প্রহার করে ঘোড়া থেকে ফেলে দিল। তারপর প্রহারকারী তাকে টেনে হেঁচড়ে মুসলিম বাহিনীর দ্বার প্রান্তে নিয়ে তার থেকে তার সালাব নিয়ে নিল কিন্তু উক্ত কাফির সেখানে কিছুদিন বাঁচার পর গনীমত বণ্টনের পূর্বেই মারা গেল। তাহলে এক্ষেত্রে সালাব প্রহারকারীরই বলে বিবেচিত হবে, আর যদি সে গনীমত বণ্টনের পর দারুল ইসলামে মারা যায় তবে প্রহারকারী (তার সালাবের) কিছুই পাবে না।

মুসলমান ব্যক্তি ঐ কাফিরকে প্রহার করে তার থেকে সালাব নিয়ে নেওয়ার পর যদি কাফিররা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এরপর প্রহারকারী এবং অন্যান্য গনীমতের হকদার মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। প্রহারকারীর বক্তব্য হলো, সে (প্রহৃত কাফির) বণ্টনের পূর্বে মারা গেছে, আর গনীমতের হকদারদের বক্তব্য হলো, সে বণ্টনের পরে (দারুল ইসলামে) মারা গেছে, তাহলে এক্ষেত্রে গনীমতের অন্যান্য হকদারদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর তাদের বিপক্ষে প্রহারকারীর সাক্ষী কবূল করা হবে না তবে অন্য কোন মুসলমানের সাক্ষী কবূল করা হবে।

১১. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান মুজাহিদ যদি কাফির ব্যক্তিকে তার ঘোড়া থেকে তুলে নিয়ে আসে এবং তাকে লড়াইর কাতার কিংবা বাহিনীর নিকট এনে যবাহ্ করে (হত্যা করে) তাহলে সে (তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের) কিছুই পাবে না। কিন্ত তার জন্য এরূপ করা মাকরূহ্ (অর্থাৎ অপসন্দনীয়)। তবে যদি উক্ত কাফির কাতারে এসে তার সাথে লড়াই করে তাহলে এরপর সে এমনটি করলে মাকরূহ হবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১২. মাসআলা ঃ সেনাবাহিনীর প্রধান যদি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে এককভাবে কোন দুশমনকে হত্যা করবে সেই তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে" এরপর দুই ব্যক্তি কোন দুশমনকে যৌথভাবে হত্যা করল। তবে তারা কেউই তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী হবে না।

নাওয়াদিরে ইব্ন সামাআতে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, সেনাপ্রধান যদি কোন মুসলমান সৈন্যকে বলে, "তুমি যদি এই কাফিরকে হত্যা করতে পার তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তোমারই হবে"। এরপর সে অন্য একজন মুসলমানসহ ঐ কাফিরকে হত্যা করল তাহলে সেই সম্পূর্ণ সালাবে হকদার হবে দ্বিতীয়জন তার থেকে কিছুই পাবে না।

১৩. মাসআলা ঃ মুনতাকায় উল্লেখ আছে, ইমাম যদি দশজন মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলে, "তোমরা যদি শুধু এই দশজনকে (দুশমন) হত্যা কর" কিংবা তাদেরকে বলল, তোমরা যদি অমুক গ্রামবাসীদেরকে বন্দী কিংবা কতল করতে পার তাহলে তোমাদের জন্য এই এই পুরস্কার।[১] অর্থাৎ অনির্দিষ্টভাবে নফল প্রদানের ঘোষণা করল। এরপর তাদের সাথে অন্য আরো কিছু লোক ইমামের অনুমতি ছাড়া শরীক হলো। তাহলে তারা সকলেই গনীমতের মধ্যে শরীক (হকদার) হবেন। তিনি আরো বলেন, উক্ত সূরতটি নির্দিষ্টভাবে নফল প্রদানের ঘোষণার মত নয় (মুহীত)।

১৪. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলেন যে, "তুমি যদি কোন একজন শত্রুকে হত্যা কর তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তোমারই হবে" আর সে দু'জন শত্রুকে হত্যা করল তবে সে শুধু প্রথমজনের সালাব পাবে, আর যদি সমস্ত সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে বলে "তোমাদের কেউ যদি কোন শত্রুকে হত্যা করে তাহলে তার সালাব তারই হবে। এরপর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দশজন শত্রুকে হত্যা করল তাহলে এক্ষেত্রে সে তাদের সকলের আসলাবের (প্রাপ্তসমূহের) হকদার হবে। এটাই সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। আর যদি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বলে, "তুমি যদি কোন শত্রুকে হত্যা কর তাহলে তুমিই তার সালাবের হকদার হবে"। এরপর সে একই সাথে দু'জন শত্রুকে হত্যা করল তাহলে সে তাদের যে কোন একজনের সালবের হকদার হবে। এ বিষয়ে ইখতিয়ারাধীন হত্যাকারীই হবে (সে যার সালাব ইচ্ছা করে তারটা নিবে) ইমাম নয় (যহীরিয়্যাহ)।

অনুরূপ যদি বলে, "তুমি যদি কোন শত্রুকে গ্রেফতার করতে পার তাহলে সে তোমারই হবে"। এরপর সে একের পর এক দু'জন শত্রুকে গ্রেফতার করল তাহলে সে প্রথম কয়েদীর মালিক হবে। আর যদি উভয়জনকে একই সাথে গ্রেফতার করে তাহলে এক্ষেত্রে সে ইচ্ছাধীন থাকবে (যাকে চায় তাকেই নিবে)।

১৫. মাসআলা ঃ লড়াইয়ের জন্য মুসলমানদের দিকে ছুটে আসা দশজন কাফিরকে দেখিয়ে সেনানায়ক দশ মুসলমানকে বললেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার তাহলে তাদের যদি লড়াই করে তোমাদেরই হবে। এরপর তারা প্রত্যেকে একজন করে দশজনকে হত্যা করল।

১. এই এই বলে কোন বস্তুর নাম বলেনি বা বস্তুর দিকে ইশারা করেনি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুসারে ব্যক্তি তার হত্যাকৃতের سلب পাবে। আর যদি তাদের নয়জনকে হত্যা করে থাকে আর দশমজন পালিয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রেও সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তারা তাদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদসমূহের হকদার হবে (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১৬. মাসআলা ঃ সোনবাহিনীর প্রধান যদি বলে, "যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তারই হবে"। এরপর কোন যিম্মী ব্যক্তি যে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে এসেছে একজন শত্রুকে হত্যা করল তাহলে সেই তার সালাবে হকদার হবে। অনুরূপ (মুসলমানদের সহযোগী) কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি যদি কোন শত্রুকে হত্যা করে তাহলে সেই তার সালাবের হকদার হবে। চাই সে এর আগে লড়াই করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলিম নারী অথবা যিম্মী মহিলা যদি কোন শত্রুকে হত্যা করে তাহলে একই হুকুম হবে। অনুরূপ গোলাম যদি কোন শত্রুকে হত্যা করে তাহলে সেই তার সালাবের হকদার হবে। চাই সে এ পর্যন্ত মুসলমানদের সংগে হয়ে লড়াই করুক বা না করুক তাতে কোন পার্থক্য হবে না। মোটকথা (যারা গনীমতের হকদার নয়) তারা সকলেই এক্ষেত্রে সালাবের হকদার হবে।

১৭. মাসআলা ঃ সেনাবাহিনীর ইমাম বলল, "যে ব্যক্তি কোন শত্রুকে হত্যা করবে সেই তার সালাবের হকদার হবে"। কিন্তু উক্ত ঘোষণা কেউ শুনতে পেয়েছে আর কেউ শুনতে পায়নি। এরপর এ কোন এক ব্যক্তি একটি শত্রুকে হত্যা করল তাহলে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ সালাব সেই পাবে। যদিও সে সেনাপ্রধানের উক্ত ঘোষণা না শুনে থাকে তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

১৮. মাসআলা ঃ শাসক যদি কোথাও একটি সারিয়্যাহ (সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ) প্রেরণ করে সেনাবাহিনী সামনে বলে যে, আমি এই সারিয়্যাহকে গনীমতের এক-চতুর্থাংশ নফল (পুরস্কার) হিসাবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু সারিয়্যার কেউই উক্ত সিদ্ধান্ত জানতে পায়নি। তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তারা নফলের হকদার হবে।

১৯. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, "যে ব্যক্তি কোন দুশমনকে গ্রেফতার করবে তাহলে সেই তার মালিক হবে" এরপর কোন এক ব্যক্তি দু'জন কিংবা তিনজন শত্রুকে কয়েদ করল তাহলে তারা সকলেই তার হবে।

২০. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কোন বস্তু (অর্জন করে) নিয়ে আসবে তাহলে তার থেকে তাকে কিছু অংশ দেওয়া হবে"। এরপর এক ব্যক্তি কাপড় অথবা কম্বল নিয়ে আসল তাহলে এতে সেনাপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে সে তার থেকে যে পরিমাণ ইচ্ছা করে তাকে দিবে।

২১. মাসআলা ঃ সেনাবাহিনীর প্রধান যদি বলেন, "যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তারই হবে"। এরপর কোন ব্যক্তি কাফিরদের একজন শ্রমিককে যে তাদের সংগ হয়ে লড়াই করছিল না হত্যা করল কিংবা যদি তাদের সহযোগিতাকারী কোন ব্যবসায়ীকে কিংবা এমন গোলামকে যে তার মনিবের খিদমতের উদ্দেশ্যে তার সাথে ছিল কিংবা এমন ব্যক্তিকে যে নাউযুবিল্লাহ মুরতাদ হয়ে দারুল হারবে চলে এসেছে কিংবা এমন যিম্মীকে যে

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে (তাদের দোসর) কাফিরদের সাথে মিলিত হয়েছে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারী তাদের সালাব পাবে।

আর যদি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে এবং স্ত্রী লোকটি যুদ্ধে শরীক থেকে থাকে তাহলে হত্যাকারী তার সালাবের হকদার হবে। আর যুদ্ধে শরীক না থাকলে তার সালাব পাবে না। আর যদি তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন বালককে হত্যা করা হয় তাহলে তার সালাব পাবে না। আর যদি তাদের কোন রোগাক্রান্ত কিংবা আহত ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তার সালাব পাবে চাই সে লড়াই করতে সক্ষম হোক বা না হোক তাতে কোন পার্থক্য হবে না।

আর যদি কোন বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করে যার সম্পর্কে নিশ্চিত বলা যায় যে সে স্বশরীরে লড়াই করতে কিংবা কোন বুদ্ধি ও সুপরামর্শ দিতে অক্ষম এমনকি তার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়ার আশাও করা যায় না তাহলে হত্যাকারী তার সালাব পাবে না (যহীরিয়্যাহ)।

২২. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলেন, যে ব্যক্তি কোন بِطَرِيْق বিত্‌রীক[১] (যুদ্ধ পারদর্শী) বা হত্যা করবে তাহলে সেই সালাব পাবে। এ অবস্থায় অন্য কাউকে হত্যা করলে سلب পাবে না।

২৩. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে কোন প্রৌঢ়কে হত্যা করবে সেই তার সালাবের হকদার হবে, এ অবস্থায় কোন যুবককে হত্যা করলে তার সালাব পাবে। পক্ষান্তরে যুবককে হত্যার ঘোষণার দায় পৌঢ়কে হত্যা করল সে তার সালাবের হকদার হবে না।

২৪. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলেন, যে ব্যক্তি একটি আসীর (اسير)-কে নিয়ে আসবে তাহলে সে এই এই পাবে। এরপর কেউ ওয়াসীফ (وَصِيْف) কে নিয়ে আসল। তাহলে সে কিছুই পাবে না। কেননা তাকে যে শ্রেণীর লোক আনতে বলা হয়েছিল সে তার বিপরীত এনেছে। কারণ আসীর (اسير) বলা হয় বয়সপ্রাপ্ত পুরুষকে আর ওয়াসীফ (وصيف) বলা হয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে (মুহীতঃ সারাখ্‌সী)।

২৫. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুশরিকদের একজন (صعلوك) সা'লূককে[২] হত্যা করবে তাহলে সেই তার সালাবের হকদার হবে। এরপর কেউ তাদের একজন বিতরীক (যুদ্ধ পারদর্শী বা লিডার)-কে হত্যা করল তাহলে সে তার সালাবের হকদার সাব্যস্ত হবে না। কারণ বিতরীকের সালাব সা'লূকের সালাবের তুলনায় অধিক মূল্যবান।

১. بِطَرِيْق (বিত্‌রীক) অর্থ হলো অহংকারী ও দর্পিত ব্যক্তি হৃষ্ট-পুষ্ট পাখি, পিঠে কালো ও পেটে সাদা পালক বিশিষ্ট পাখি বিশেষ পেঙ্গুইন। এ শব্দটি বিশেষতঃ খৃষ্টানদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং এরপর এ শব্দটি দ্বারা কোন গোষ্ঠী বা দলের অধিনায়ক বা সর্দারকে বুঝানো হয়ে থাকে। এটি যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। এখানে দলের অধিনায়ক বা বীর সাহসী ও যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তি বুঝানো উদ্দেশ্য।

২. صعلوك সা'লূক অর্থ-গরীব, ফকীর, মুখাপেক্ষী, দুর্বল বলা হয়। صَعَالِيْكُ الْعَرَب অর্থ হলো আরবের চোর চাট্টা এবং গরীব প্রকৃতির মানুষ সা'লূক শব্দটি দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য ঐ যোদ্ধা যে গরীব দুর্বল কিন্তু যুদ্ধের কাজে পটু।

আর যদি বলে যে ব্যক্তি এক হাজার দিরহাম[১] আনতে পারবে (তাহলে সেই তার মালিক হবে) এরপর কেউ এক হাজার দিনার নিয়ে আসল তাহলে সে কিছুই পাবে না। কারণ সে বিপরীত শ্রেণীর জিনিস এনেছে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

২৬. মাসআলা ঃ দারুল হারবে প্রবেশের পর যুদ্ধ শুরুর আগে সেনানায়ক বলল, "যে ব্যক্তি কোন কাফিরকে হত্যা করবে তার سلب সেই পাবে" তাহলে উক্ত ঘোষণা এমন প্রত্যেক নিহতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যাকে দারুল ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে দারুল হারবে সংঘটিত লড়াইতে হত্যা করা হবে।

সে দিন যদি মুসলমান এবং কাফিরদের মাঝে লড়াই হয়ে থাকে কিন্তু তাদের কেউ কারো নিকট পরাজয় বরণ করেনি এমনকি তারপর দিনও লড়াই জারি ছিল। কোন একজন মুসলমান একটি কাফিরকে হত্যা করল তাহলে সেই তার সালাবের হকদার হবে। কেননা উক্ত লড়াই পরদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কাজেই নফল প্রদানের উক্ত ঘোষণাও অব্যাহত থাকবে। আর যদি কাফিররা পরাজয় বরণ করে (ভাগতে থাকে) আর মুসলমানরা (পাকড়াও করার জন্য) তাদের পিছনে ছুটে যায় তখনও উক্ত নফল প্রদানের ঘোষণা বহাল থাকবে। অনুরূপ পরাজয় বরণকারীর যদি ভেগে দুর্গে প্রবেশ করে। সাথে সাথে মুসলমানগণও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন করতে যেয়ে তারা আর ফিরে আসেনি। এক পর্যায়ে কাফিররা দুর্গে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়ে নিল। এদিক থেকে মুসলমানরা তাদের অবরোধ করে ফেলল। এমতাবস্থায় তাদের সাথে বরাবর লড়াই চলছে তাহলে এ অবস্থায় ঘোষণা বহাল থাকবে। আর যদি তারা পরাজিত হয়ে চলে যায় কিন্তু মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে এবং তাদের তালাশে লিপ্ত না হয়। এক পর্যায়ে কাফিররা নিজ নিজ শহর এবং দুর্গে পৌছে গেল। এরপর মুসলমানরা তাদের শহর এবং দুর্গসমূহের মধ্যে কোন শহর বা দুর্গের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে তাদের অবরোধ করল, এরপর কোন মুসলমান একটি কাফিরকে হত্যা করল যে পরাজিত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাহলে সে উক্ত কাফিরের সালাব পাবে না।[২]

অনুরূপভাবে মুসলমানগণ যদি পরাজিত কাফির গোষ্ঠীর পশ্চাদ্ধাবন না করে অন্য আরেক প্রতিদ্বন্দ্বীশীল শক্তিশালী বাহিনীদের দুর্গে আক্রমণ করে। সেখানে ঐ পরাজিত বাহিনীর কেউ নেই। এরপর অবরুদ্ধ দুর্গে বা শহরে কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করল তাহলে সে তার সালাব পাবে না (মুহীত)।

২৭. মাসআলা ঃ কোন বিত্‌রীককে (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা যুদ্ধে পারদর্শী লিডার) হত্যা করা হলো। এরপর সেনাবাহিনী প্রধান বলল, "যে ব্যক্তি ঐ বিত্‌রীকের মাথা নিয়ে আসবে তাকে এই এই জিনিস পুরস্কৃত করা হবে"। তাহলে দেখতে হবে যদি উক্ত বিত্‌রীক তার মাথাসহ এমন

১. কারণ দিরহাম এবং দিনারের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য রয়েছে কেননা দিরহাম রৌপ্য জাতীয় পদার্থ আর দিনার স্বর্ণজাতীয় পদার্থ।

২. কারণ দুশমনরা পরাজিত হয়ে তাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব.আশ্রয়স্থলে পৌছে গেছে। আর তাদের পশ্চাদ্ধাবন ও করা হয়নি যার ফলে সংঘটিত লড়াই এক পর্যায়ে সমাপ্ত বলে বিবেচিত হয়। আর নফল ঘোষণা লড়াই শেষ হওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই লড়াই শেষ হয়ে গেলে তা কার্যকর হবে না। সুতরাং পরবর্তীতে দুর্গে বা শহরে আক্রমণাত্মক কোন কাফিরকে হত্যা করলে তার সালাব পাওয়ার অধিকার থাকে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক দুর্গমস্থানে অবস্থিত হয় যে লড়াই ও ভীতি প্রদর্শন করা ব্যতীত সেখান থেকে তার মাথা আনা অসম্ভব। তাহলে মাথা আনয়নকারী নফল (পুরস্কার) পাওয়ার যোগ্য আর যদি এমন এক স্থানে থাকে সেখান থেকে কোন লড়াই বিগ্রহ কিংবা ভীতি প্রদর্শন ছাড়াই আনা সম্ভব হয় তাহলে সে কোন জিনিস পাওয়ার যোগ্য নয়।

আর যদি কোন নির্দিষ্ট কিছু লোককে লক্ষ্য করে বলে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার মাথা আনবে তার এই জিনিস পাবে। তাহলে এটা (নফল প্রদানের ঘোষণা নয় বরং) ফাসিদ ইজারা[১] (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

২৮. মাসআলা ঃ উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হওয়ার পর সেনানায়ক বলল, যে ব্যক্তি কোন কাফিরের মাথা আনতে পারবে তাকে গনীমত থেকে পাঁচশ' দিরহাম দেওয়া হবে। তাহলে উক্ত ঘোষণা তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা শুধু তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বন্দীদের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধরত পুরুষের মাথা আনে তাহলে সে পাঁচশ' দিরহামের হকদার হবে। নতুবা নয়। পক্ষান্তরে যদি যুদ্ধ থেমে যায় এবং কাফিররা পরাজয় বরণ করে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এমতাবস্থায় সেনাপ্রধান বলল, "যে ব্যক্তি কারো মাথা আনতে পারবে সে এই জিনিস পাবে" তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত ঘোষণা শুধু বন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা যোদ্ধা পুরুষ তাদের ক্ষেত্রে নয়।

২৯. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি কাফিরের মাথা নিয়ে এলো এবং বলল, আমিই তাকে হত্যা করে তার মাথা নিয়েছি আরেকজন বলল, আমিই তাকে হত্যা করে তার মাথা নিয়েছি। আরেকজন বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি আর সে তার মাথা নিয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে যে মাথা নিয়ে এসেছে সেই পাঁচশ' দিরহামের হকদার হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে হত্যা করার ক্ষেত্রে কসম সহকারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে আর দ্বিতীয়জনকে প্রমাণ পেশ করতে বলা হবে। সুতরাং দ্বিতীয়জন যদি কোন মুসলমানকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে, যে সেই তাকে হত্যা করেছে তাহলে তার পক্ষেই পাঁচশ' দিরহামের ফায়সালা দেওয়া হবে।

৩০. মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি মাথা হাযির করে আর কোন মুসলমান বলে যে, তুমি দুশমনদের এক মৃতব্যক্তির মাথা কেটে নিয়ে এসেছো, আর মাথা আনয়নকারীর বক্তব্য হলো, আমি নিজেই তাকে হত্যা করেছি তাহলে এক্ষেত্রে মাথা আনয়নকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে এই মুসলমান ব্যক্তিকে কসম খাওয়ানো হবে। এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে এ মাথাটি একজন কাফিরের আর যদি তাতে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় অর্থাৎ জানা যায়নি যে এটা কোন মুসলমানের মাথা না কাফিরের তাহলে এক্ষেত্রে চিহ্ন বা নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করা হবে। অতএব যদি তার মধ্যে কাফিরদের চিহ্ন থাকে যেমন তার চুল দাঁড়ি কাটা থাকা তাহলে সে (আনয়নকারী) পুরস্কার পাবে। আর যদি তার মধ্যে মুসলমানদের নির্দশন পাওয়া যায় যেমন খেযাবকৃত দাঁড়িওয়ালা হওয়া তাহলে এক্ষেত্রে কোন পুরস্কার পাবে না। আর যদি পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, অর্থাৎ মুসলমানের মাথা না কাফিরের তা জানা যায়না তাহলে যে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নয়।

১. অর্থাৎ ফাসিদ তরীকায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করার নামান্তর।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩১. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধানের ঘোষণার পর কোন ব্যক্তি একটি মাথা এনে দাবী করল যে আমিই তাকে হত্যা করেছি। আর একজন একই দাবী করল এ অবস্থায় সেনানায়ক মাথা আনয়নকারীকে কসম করতে বললেন, কিন্তু সে অস্বীকার করল তাহলে কিয়াসের আলোকে তাদের কেউই নফল পাবে না।

আর যদি দুই ব্যক্তি মাথা এনে দাবী করে যে, আমরা দু'জনই তাকে হত্যা করেছি। আর মাথাটি তাদের উভয়ের কব্জায় থাকে তাহলে নফল তাদের উভয়ের মাঝে সমানভাবে বন্টন করা হবে। এরূপ দাবীদারের সংখ্যা তিন বা ততোধিক হলে একই হুকুম প্রযোজ্য (মুহীত)।

৩২. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলে যে ব্যক্তি এই শহর কিংবা এই দুর্গ অথবা এই মাত্মূরার[১] ফটক (مطمورة) (দরজা-গেট) দিয়ে প্রবেশ করবে সে এক হাজার দিরহাম পাবে। এরপর মুসলমানদের একটি বাহিনী কোন একটি দরজা দিয়ে সকলে একই সাথে বলপূর্বক তাতে (দুর্গে বা শহরে বা মাতমূরায়) ঢুকে পড়ল অথচ তাতে উক্ত দরজা ছাড়া আরেকটি দরজা রয়েছে, যেটা বন্ধ। তাহলে এক্ষেত্রে প্রবেশকারিগণ নফলের হকদার হবে। তাদের প্রত্যেকেই এক হাজার দিরহাম করে পাবে। পক্ষান্তরে যদি এরূপ বলে যে, "যে প্রবেশ করবে সে গনীমতের এক-চতুর্থাংশ পাবে"। এরপর দশজন একই সাথে প্রবেশ করল। এক্ষেত্রে তারা সকলে মিলে গনীমতের এক-চতুর্থাংশেরই হকদার হবে। অনুরূপ যদি তারা একের পর এক প্রবেশ করে তবুও সকলে উক্ত নফলের মধ্যে শরীক থাকবে।

৩৩. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলেন, "যে ব্যক্তি এ দুর্গের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে দুর্গের বিত্বরীকের হকদার হবে" এরপর মুসলমানদের একটি বাহিনী তাতে প্রবেশ করল তাহলে তারা শুধু দুর্গের অবস্থানরত বিতরীককেই পাবে অন্য বিতরীককে নয়। পক্ষান্তরে যদি বলে থাকে "(যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে)" সে একজন বিতরীককে পাবে"। এরপর মুসলমানদের একটি দল উল্লেখিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করল তাহলে প্রবেশকারীদের প্রত্যেকেই একজন করে বিতরীকের হকদার হবে।

আর যদি উক্ত দুর্গে মাত্র তিনজন বিতরীক থাকে অথচ প্রবেশকারীদের সংখ্যা অনেক, তবে তারা ঐ তিনজনেরই হকদার হবে। তারা ছাড়া অন্য কিছুর হকদার হবে না।

পক্ষান্তরে যদি বলে যে ব্যক্তি (মাতমূরায়) প্রবেশ করবে সে একটি দাসীর অর্থাৎ তার মূল্যের হকদার হবে। এক্ষেত্রে প্রবেশকারীদের প্রত্যেককেই পৃথকভাবে একটি মধ্যম শ্রেণীর বাঁদীর মূল্য দেওয়া হবে। অনুরূপ যদি বলে, যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সে তাদের দাসীদের মধ্যে একটি দাসীর হকদার হবে অথচ তথায় মাত্র দু'টি দাসী রয়েছে। তাহলে এক্ষেত্রে প্রবেশকারীরা তাই পাবে যা সেখানে পাওয়া গেছে (অর্থাৎ তারা দু'টি দাসীরই হকদার হবে)।

আর যদি বলে, "যে প্রবেশ করবে সে এক হাজার দিরহাম পাবে"। এরপর কেউ দরজা দিয়ে, আর কেউ ছাদ টপকে ভিতরে প্রবেশ করল অর্থাৎ তাদেরই অনুমতিক্রমে অন্যরা তাদেরকে রশির সাহায্যে নামিয়েছে। মোটকথা তারা প্রবেশ করে দুর্গ জয় করে নিল তাহলে তারা পূর্ব ঘোষিত নফলের হকদার হবে।

১. مطمورة (মাত্মূরাহ) অর্থ হলো মাটির নীচে তৈরী গোপন কুঠুরী, শষ্য গুদাম, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, ভূগর্ভস্থ দুর্গম পথ। এখানে উদ্দেশ হলো ভূগর্ভস্থ দুর্গ যাতে সৈন্যরা আত্মরক্ষার জন্য অবস্থান নিয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এ হুকুম তখন প্রযোজ্য যদি তার রশি দ্বারা লটকে এমন স্থানে অবতরণ করে যেখান থেকে তারা দুর্গবাসীদের সাথে লড়াই করতে সক্ষম। সুতরাং যদি এমন সীমানায় পৌঁছে থাকে যেখান থেকে লড়াই করা অসম্ভব যেমন তারা দেওয়ালের উপর দিক থেকে এক গজ বা দুই গজ নীচে ঝুলে ছিল (অথচ এত উপর থেকে লড়াই করা সম্ভব নয়)। তাহলে এক্ষেত্রে তারা নফল পাবে না। আর যদি লটকানেওয়ালা ব্যক্তি তাদেরকে ঝুলাবে দুর্গের মধ্যম সীমানায় পৌঁছাবার প্রাক্কালে রশি ছিড়ে তারা দুর্গের মধ্যে পতিত হয় তবে তারা নফলের হকদার হবে আর যদি বলে তোমাদের মধ্যে যে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে সে তিনটি رَأْسٌ[১] (রা'স) পাবে আর যে দ্বিতীয় নম্বরে প্রবেশ করবে সে দু'টি রা'স পাবে আর যে তৃতীয়বারে প্রবেশ করবে সে একটি "রা'স" পাবে। এরপর তাদের প্রথমে একজন প্রবেশ করল, এরপর আরেকজন এরপর আরেকজন। তাহলে ঘোষণা অনুপাতে তারা রা'স পেয়ে যাবে। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য যদি বলে যে প্রথমে প্রবেশ করবে সে তিনটি রা'স পাবে আর দ্বিতীয়জন দু'টি এবং তৃতীয়জন তিনটি পাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই ঘোষণা অনুপাতে রা'স পাবে।

আর যদি তিন জন একই সাথে প্রবেশ করে তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয়জনের জন্য ঘোষিত নফল রহিত হবে। অবশ্য তারা সকলেই তৃতীয় জনের ঘোষিত নফলের মধ্যে শরীক থাকবে। আর যদি প্রথমবারে একই সাথে দু'জন প্রবেশ করে তাহলে এক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তির জন্য ঘোষিত নফল বাতিল হবে আর দ্বিতীয় বারে প্রবেশকারীর জন্য ঘোষিত নফলের মধ্যে তারা উভয়েই শরীক থাকবে।

আর যদি কোন ব্যক্তিকে বলে, তুমি যদি প্রথমে প্রবেশ কর তাহলে আমি তোমাকে খানা খাওয়াব না (অর্থাৎ তোমাকে নফল দিব না) আর যদি দ্বিতীয় বারে প্রবেশ কর তবে তুমি দুটি রা'স (راس) পাবে, এরপর সে প্রথম বারেই প্রবেশ করে নিল তাহলে কিয়াস অনুযায়ী সে কিছুই পাওয়ার যোগ্য নয়। তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সে ঘোষিত নফলের অর্থাৎ দুই রা'সরে হকদার হবে। আর যদি এর পূর্বে এরূপ বক্তব্য না দেয় (যে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করলে দু'টি (রা'স) (راس) পাবে তাহলে এক্ষেত্রে সে কিছুই পাবে না।

৩৪. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি তিন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বলে, তোমাদের মধ্যে যে সর্ব প্রথম এ দুর্গের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে তিনটি 'মাথা' পাবে আর দ্বিতীয় নম্বরে প্রবেশকারী দু'টি আর তৃতীয় নম্বরে প্রবেশকারী মাত্র একটি মাথা পাবে। এরপর তিনজনের আরো কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে প্রবেশ করল। তাহলে শুধু সেই তিনটি মাথার হকদার হবে (অন্যরা নয়)। কারণ সেনাপ্রধান কথাটি শুধু তাদের তিনজনের দিকে সম্পর্কিত করে বলেছেন।

কেননা তিনি مِنْكُمْ (অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে) বলেছেন। এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হলো তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ব্যক্তি (চাই সে একাকি প্রবেশ করুক চাই আরো কিছু লোকের সাথে তাতে কোন পার্থক্য হবে না)। এ কথা তোমার কাছে স্পষ্ট যে, সেনাপ্রধান যদি এরূপ বলে "মানুষদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে" এরপর কিছু পশুপালসহ এক ব্যক্তি

১. رَأْسٌ (রা'সুন) অর্থ মাথা, সরুপ্রান্ত, আগা, ডগা শীর্ষদেশ, চড়া, নেতা, প্রারম্ভ, শুরু, গুরুত্বপূর্ণ অংশ অন্তরীপ ইত্যাদি। এখানে উদ্দেশ্য দাস।

প্রবেশ করল। কিংবা বলল যে, "পুরুষদের মধ্যে যে সর্ব প্রথম প্রবেশ করবে" এরপর একজন পুরুষ কিছু মহিলাসহ এক সাথে প্রবেশ করল। এ সকল ক্ষেত্রেই ঐ প্রথম প্রবেশকারীই নফলের হকদার হয়ে থাকে। তদ্রূপভাবে পূর্বোল্লোখিত সূরতটিতেও এ হুকুমই প্রয়োগ করা হবে।

৩৫. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, হে তিনজন মানুষ! তোমাদের মধ্যে যেই অন্যান্যদের পূর্বে এ দুর্গে প্রবেশ করবে সে এই পুরস্কার পাবে, এরপর সেনাপ্রধান নিজেই তাতে প্রবেশ করলেন এবং তার সাথে সাথে ঐ তিনজনের কোন একজন অথবা অন্য কোন মুসলমান বা কাফির প্রবেশ করেছে তাহলে তিনি কিছুই পাবে না।

৩৬. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম এ দুর্গে প্রবেশ করবে সে তিনটি মাথার হকদার হবে। এরপর প্রথমে একজন যিম্মী ব্যক্তি প্রবেশ করল এরপর একজন মুসলমান তাহলে এক্ষেত্রে মুসলমান ব্যক্তি এরূপ নফলের হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি এরূপ বলে থাকে "মানুষের মধ্যে যে সর্ব প্রথম এ দুর্গে প্রবেশ করবে" এরপর প্রথমে একজন যিম্মী প্রবেশ করল এরপর মুসলমান ব্যক্তি প্রবেশ করল তাহলে এক্ষেত্রে মুসলমান কিছুই পাবে না।

৩৭. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, كُلُّ مَنْ دَخَلَ مِنْكُمْ هٰذَا الْحِصْنَ اَوَّلاً فَلَهُ راس অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম এ দুর্গে প্রবেশ করবে সে একটি رأس (রা'স) পাবে, এরপর পাঁচজন একই সাথে প্রবেশ করল তাহলে তাদের প্রত্যেকেই একটি করে راس এর হকদার হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে مَنْ دَخَلَ অথবা اَىُّ رَجُلٍ دَخَلَ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে একটি راس পাবে তাহলে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়)।[১] কারণ (كُلّ শব্দটি পৃথকাকারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝায় আর) مَنْ ও اَىُّ এ শব্দদ্বয় শুধু একক সংখ্যা যে কোন একজনকে বুঝায়। আর যদি বলে তোমাদের মধ্যে যে পঞ্চম নম্বরে প্রবেশ করবে তাহলে সে একটি رَأْس পাবে এরপর পাঁচজন একই সাথে প্রবেশ করল তাহলে এক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকেই পঞ্চম নম্বরে প্রবেশকারীর জন্য ঘোষিত নফল (অর্থাৎ একটি راس) এর হকদার হবে। (এতে সকলেই শরীক থাকবে) (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

৩৮. মাসআলা ঃ সেনাবাহিনীর প্রধান যদি বলে যে ব্যক্তি স্বর্ণ অর্জন করবে তবে সেই তার হকদার হবে কিংবা বলল, যে ব্যক্তি রৌপ্য পাবে তবে সেই তার হকদার হবে এরপর কোন ব্যক্তি স্বর্ণ-রূপার অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত একটি তলোয়ার অর্জন করল তাহলে সে শুধু অলংকারেরই হকদার হবে। তবে দেখতে হবে যদি অলংকার তলেয়ার থেকে পৃথক করা বিরাট

১. অর্থাৎ এক্ষেত্রে পাঁচজন একসাথে প্রবেশ করলে তাদের সকলে একটি راس এর মধ্যে শরীক থাকবে। পৃথকভাবে প্রত্যেকেই একটি করে راس এর হকদার হবে না।

২. অর্থাৎ যদি অলংকার স্বর্ণের হয়ে থাকে তাহলে রূপা দ্বারা প্রস্তুত দিরহাম দ্বারা তার মূল্য আদায় করবে আর যদি রূপার অলংকার হয়ে থাকে তাহলে স্বর্ণদ্বারা প্রস্তুত দীনার দ্বারা তার মূল্য পরিশোধ করা হবে।

* কারণ স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণদ্বারা এবং রূপার বিনিময় রূপা দ্বারা করলে নগদ এবং সমান সমান হওয়া জরুরী। কমবেশী করে লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত। সুদ শরীআতে হারাম। এখানে সমান সমান করে লেনদেন মুশকিল কাজেই অলংকারের বিপরীত ধাতব দ্বারা প্রস্তুত মূল্য দ্বারা বিনিময় করতে হবে। যাতে সুদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধরনের ক্ষতি না হয় তাহলে তলোয়ার থেকে অলংকার পৃথক করে নফলের হকদারকে দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি তা পৃথক করায় বড় ধরনের ক্ষতি হয় তাহলে তলোয়ার এবং অলংকারের মূল্য নির্ণয় করা হবে। যদি (তলোয়ার অপেক্ষা) অলংকারের মূল্য বেশী হয় তাহলে নফলের হকদারদেরকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। সে ইচ্ছা করলে তলোয়ারের মূল্য আদায় কর তলোয়ারসহ অলংকার নিয়ে নিবে।

আর যদি তলোয়ার মূল্য অলংকার অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে এক্ষেত্রে শাসকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে অলংকারের মূল্য তার বিপরীত ধাতু দ্বারা প্রস্তুত পয়সা দ্বারা (নগদ) আদায় করবে এবং অলংকারসহ তলোয়ারকে গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। আবার ইচ্ছা করলে অলংকার তাকে দিয়ে দিবেন। আর যদি এ দুই পন্থার কোনটিই গ্রহণ না করেন তাহলে উক্ত তলোয়ার বিক্রি করে তার মূল্য ফলক এবং অলংকারের মাঝে ভাগ করে দিবেন। এরপর অলংকারের অংশে যে পরিমাণ মূল্য আসবে তা নফলের হকদারকে দিয়ে বাকিটা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। তবে কিতাবে এ কথা উল্লেখ নেই যে, যদি তলোয়ার এবং অলংকারের মূল্য এক সমান হয় (তাহলে তার কি হুকুম?) অবশ্য ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন যে, এক্ষেত্রেও ইখতিয়ার শাসকের হওয়াই বাঞ্ছনীয় (মুহীত)।

আর যদি কোন ব্যক্তি নকশীদার জিন অথবা রূপার নকশী বিশিষ্ট লাগাম কিংবা রূপা দ্বারা সজ্জিত মলাট বিশিষ্ট গ্রন্থ অর্জন করে যাতে তাদের ধর্মীয় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে সে শুধু রূপার হকদারই হবে। মূল জিনিসের নয়। অনুরূপভাবে যদি একাধিক পাথর বিশিষ্ট স্বর্ণ বা রূপার অলংকার অর্জন করে যেমন পাথর বিশিষ্ট রূপার বা স্বর্ণের আংটি পেল তাহলে সে শুধু অলংকারেরই হকদার হবে (পাথরের নয়) কাজেই অলংকার থেকে পাথরসমূহ পৃথক করে তা গনীমতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর যদি সে ব্যক্তি এমন কিছু দরজা অর্জন করে যাতে চান্দী কিংবা লোহার অনেক পেরেক ঢুকানো থাকে যদি সে সমস্ত পেরেক তুলে ফেলা হয় তাহলে দরজাটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এমনকি সেগুলোকে দরজার নামে অভিহিত করা যাবে না বলে ধারণা করা হয়। তাহলে সে কোন কিছুই পাবে না। অনুরূপ যদি চান্দীর অনেক পেরেক যুক্ত জিন কিংবা একটি বা দু'টি খিল বিশিষ্ট জিন হস্তগত করে। উক্ত জিন থেকে যদি ঐ সমস্ত পেরেক অথবা খিল পৃথক করা হয় তাহলে তা বেকার হয়ে যাবে তাহলে এক্ষেত্রে সে কোন কিছুর হকদার হবে না।

আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে যার দাঁত, স্বর্ণ দ্বারা বাঁধাইকৃত তবে সে এ স্বর্ণবিশিষ্ট দাঁতের হকদার হবে না। পক্ষান্তরে যদি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির স্বর্ণের নাক হয়ে থাকে তাহলে সে তার হকদার হবে।

৩৯. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলে যে ব্যক্তি অলংকার পাবে তা তারই হবে এরপর কোন ব্যক্তি একটি রাজমুকুট পেল তাহলে সে তার হকদার হবে না। পক্ষান্তরে যদি নারীদের মুকুট পেয়ে থাকে তাহলে সে তার হকদার হবে। আর যদি লু'লু[১] (لُؤْلُؤ) অথবা ইয়াকূত ইয়াকূত[২] (يَاقوت) অথবা যামার্যদ[৩] (زُمُرُّد) পেয়ে থাকে যাতে স্বর্ণের কোন অংশ নেই।

১. لُؤْلُؤ (লু'লু) মণিমুক্তা।

২. يَاقُوت এক প্রকারের মূল্যবান পাথর বিশেষ, পদ্মরাগ মণি, নীলকান্ত মণি, চুনি ।

৩. زُمُرُّد এটাকে যামার্র্যদ ও পড়া যায় অর্থ হলো এক প্রকার মূল্যবান পাথর বিশেষ, পান্না, মরকত মণি

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪০. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি ঘোষণা দেয় যে, তোমাদের মধ্যে যে স্বর্ণ হস্তগত করবে সে তার থেকে এ পরিমাণ পাবে। তাহলে স্বর্ণের পাত, স্বর্ণের অলংকার এবং ছাপ বিশিষ্ট দিনার উক্ত নফল প্রদান ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হবে। রৌপ্যের ক্ষেত্রেও একই হুকুম (মুহীত)।

৪১. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলে, যে ব্যক্তি কয[১] (এক প্রকার রেশম) পাবে তা তারই হবে এরপর কোন ব্যক্তি একটি আলখিল্লা কিংবা জুব্বা পেল যার ভিতরে কয্ ভরা ছিল তাহলে সে কিছুই পাবে না। আর যদি বলে যে কযের কাপড় পাবে তাহলে তা তারই হবে এরপর কোন ব্যক্তি একটি জুব্বা পেল যার আস্তর কযের (রেশমের) কাপড়ের এবং আবার অন্য কোন কাপড়ের তাহলে এ ক্ষেত্রে সে শুধু কাপড়টি পাবে আর অন্য কাপড়টি গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিক্রি করে তার মূল্য বণ্টন করে দেয়া হবে।

আর যদি বলে যে রেশমের কাপড় পাবে তা তারই হবে এরপর কেউ এমন একটি জুব্বা পেল যার আস্তর কিংবা আবর হারীরের। যদি হারীরের আবর হয় তাহলে সম্পূর্ণ জুব্বা সে পাবে আর যদি আস্তর হারীরে হয় তবে সে জুব্বার কোন অংশ পাবে না।

যদি বলে, যে ব্যক্তি খাঁটি রেশমের জুব্বা পাবে তা তারই হবে এরপর কেউ এমন একটি জুব্বা পেল যার আবর খাঁটি রেশমের আস্তর পশমের অথবা তাহলে সে তার কোন অংশ পাবে না, কেননা (পোশাকের মূল হলো তার আস্তর কাজেই এক্ষেত্রে) জুব্বাকে পশমের কাঁচা রেশমের দিকে সম্পর্কিত করা হবে। খাঁটি রেশমের দিকে নয় আর যদি বলে, যে খাঁটি রেশমের কাপড় পাবে তা তারই হবে এরপর কেউ কাঁচা রেশমের জুব্বা পেল যার আস্তর পশমের অথবা উন্নত পশমের (আর আবর খাঁটি রেশমের) তাহলে সে আবরই পাবে। আর যদি বলে, যে উন্নত পশমের কাপড় পাবে তা তারই হবে, এরপর কেউ একটি খাঁটি রেশমের জুব্বা পেল যার আস্তর উন্নত পশমের তাহলে আস্তর তারই হবে কেননা আস্তরকে কাপড় বলা হয়ে থাকে। যদি বলে, যে এই খাঁটি রেশমের জুব্বাটি পাবে তাহলে তা সেই পাবে এরপর কেউ একটি জুব্বা পেল। এরপর দেখা গেল তার আস্তর পশমের খাঁটি রেশমের নয় তাহলে সম্পূর্ণ জুব্বা সেই পাবে। আর যদি বলে, যে খাঁটি রেশমের আলখিল্লা অথবা মারবী কাপড়ের আলখিল্লা পাবে, এরপর একজন ঐ প্রকারের একটি আলখিল্লা পেল তবে তার আস্তর খয বা মারবী নয় তাহলে সে শুধু আবর পাবে।

৪২. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, যে একটি جَزُوْر (জাযূর)[২] আনবে তাহলে সেটা তারই হবে। এরপর কেউ একটি একটি গাভী বা ষাঁড় নিয়ে আসল তাহলে সে কিছুই পাবে না। আর যদি বলে, যে একটি জাযূর আনতে সেটা তারই হবে এরপর কেউ একটি উট বা উষ্ট্রী নিয়ে এল তাহলে সেটা সেই পাবে। আর যদি বলে যে একটি গাভী আনবে সেটা তারই হবে। এরপর কেউ একটি মহিষ আনল তবে সে কিছুই পাবে না। আর যদি বলে যে একটি ভেড়া আনতে পারবে সেটা তারই হবে এরপর একজন একটি দুম্বা অথবা ছাগল নিয়ে আসল তাহলে তার কিছুই হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

১. রেশমের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে যেমন قز ক্য্ অর্থাৎ মোটা রেশম খয্ خَزّ অর্থাৎ সিল্ক حَرِيْر হারীর খাঁটি রেশম

২. جَزُوْر (জাযূর) অর্থ হলো যবাহ্কৃত পশু, কিন্তু আরবগণ جَزُوْر শব্দ দ্বারা কখনো কখনো উট বা উষ্ট্রীকে বুঝিয়ে থাকে। এখানেই এটাই উদ্দেশ্য।

৪৩. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলে, যে ব্যক্তি بَزٌ (বয)[১] পাবে তাহলে তা কাতান বা তুলার কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) সিয়ারে কবীরে এরূপই উল্লেখ করেছেন, ফুকাহাগণ বলেন এটা কূফাবাসীদের পরিভাষার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে। কেননা কূফাবাসীদের পরিভাষায় بَزٌ (বয) শব্দটি কাতান এবং সুতার কাপড়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় আর তার বিক্রেতাকে بَزَّاز (বায্যায) বলে আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের পরিভাষায় بَزٌ শব্দটি কাতান ও তুলার এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না আর তার বিক্রেতাকে بَزَّاز বলে আখ্যায়িত করা হয় না বরং তাকে كرباسى[২] (কিরবাসী) বলা হয়। অবশ্য এ নামটা রেশমের কাপড় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় আর তার বিক্রেতাকেই (আমাদের পরিভাষায়) بَزَّاز[৩] বলে আখ্যায়িত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ثوب (সাউব অর্থাৎ কাপড়) শব্দটি দীবাজ[৪] বায়য়ূন অর্থাৎ সুন্দুস[৫] ক্বয[৬] ও কিসা[৭] এবং এ জাতীয় কাপড়ের শামিল করে। বিছানা, কার্পেট[৮] ও পর্দাকে শামিল করেন টুপি এবং পাগড়ি ও এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর متاع (মাতা') শব্দটি সকল প্রকারের কাপড়, পোশাক-পরিচ্ছদ বিছানা-পত্র এবং পর্দা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অতএব সাউব এবং মাতা'র নফল প্রদান ঘোষণার পর সে এগুলোর মধ্যে যা পারে সেটা তারই হবে। আর যদি সে পিতল কিংবা তামার বাসন পাত্র, লোটা, কলস ও হাড়ি-পাতিল পায় তাহলে সে তার থেকে কিছুই পাবে না।

৪৪. মাসআলা ঃ মুসলমান সেনাপ্রধান দারুল হারবে অভিযান করার উদ্যোগ নিয়ে দেখতে পেলেন যে মুসলমানদের সামরিক পোশাকের সংকট খুব প্রকট। তাই তিনি ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি যুদ্ধের পোশাকসহ প্রবেশ করবে সে গনীমতের মাল থেকে এ পরিমাণ নফল (পুরস্কার) পাবে কিংবা বললেন, সে গনীমতের এক অংশ সমপরিমাণ একটি অংশ পাবে। তাহলে উক্ত নফল ঘোষণার কোন দোষ নেই। অনুরূপ যদি বলে, যে দু'টি যুদ্ধের পোশাকে নিয়ে প্রবেশ করবে তালে সে এই এই পাবে তবুও তাতে কোন দোষ নেই। আর যদি বলে, যে তিনটি যুদ্ধের পোশাক নিয়ে প্রবেশ করবে তাহলে সে তিনশ পাবে আর যে চারটি নিয়ে প্রবেশ করবে সে চারশ' পাবে তাহলে শুধু দু'টি বর্মের ক্ষেত্রে নফল প্রদান জাইয হবে এর চেয়ে বেশীর জন্য জাইয হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি তিনটি বর্ম পরিধান করে যুদ্ধ কাজ চালানো সম্ভব হয় আর এ ঘোষণায় মুসলমানদের অধিক লাভ থাকে তাহলে তিনটির নফল প্রদান ও জাইয হবে। আর

১. কিংবা কাতান কাপড়কে بَزٌ (বয) বলা হয় (আলমুনজিদ-৩৬)

২. কিরবাস অর্থ শক্ত কাপড় তার বিক্রেতাকে কিরবাসী বলা হয়। এটি ফার্সী শব্দ (আল মুনজিদ -৬৭৯)

৩. পরিভাষার দিক থেকে بَزَّاز এর পার্থক্য থাকলেও পরবর্তীতে তা যে কোন কাপড় বিক্রেতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে থাকে। তাতে রেশম, রুই এবং কাতানের কোন পার্থক্য নেই।

৪. যে কাপড়ের টানা এবং বানা রেশমের (ফারসী) আল মুনজিদ-২০৫

৫. রেশমের বিশেষ বুনন সম্পূর্ণ কাপড় (ফারসী) (আলমুনজিদ-২৫৫)

৬. রেশমের একটি বিশেষ প্রকারের কাপড়

৭. সাধারণত পরিধেয় কাপড়কে কিসা বলা হয়

৮. পাটের সূতা দিয়ে তৈরী মোটা বস্ত্র বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি সেনাপ্রধান বলে, যে ব্যক্তি ঘোড়াসহ প্রবেশ করবে সে এই পুরস্কার পাবে তাহলে এ তানফীল (নফল প্রদান ঘোষণা) জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যদি বলে, যে ব্যক্তি নিয়ে প্রবেশ করবে সে এই পুরস্কার পাবে তাহলে তা জাইয হবে। নাওয়াদিরের মধ্যে বল্লম ঢালের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এর সম্পর্কে তানফীল জাইয। অনুরূপ সেনাপ্রধান যদি অশ্ববাহিনীকে বলে তোমাদের মধ্যে যে তার ঘোড়ায় করে একটি تَجفاف[১] (ত্যাজকাফ) নিয়ে প্রবেশ করবে সে এই পুরস্কার পাবে। তাহলে তা জাইয গণ্য হবে না। আর যদি বলে যে দুই ত্যাজকাফ নিয়ে প্রবেশ করবে সে এই পুরস্কার পাবে। জেনে রাখো এ মাসআলাটি কোন কোন নুসখায় এতদসম্পর্কে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। এরপর কোন ব্যক্তি দু'টি ত্যাজকাফ নিয়ে প্রবেশ করল এবং তার সাথে দু'টি ঘোড়াও ছিল তাহলে ঐ দুই ত্যাজকাফের জন্য তানফীল জাইয হবে।

আবার কোন কোন নুসখায় এরূপ উল্লেখ রয়েছে যে, এরপর দু'টি ত্যাজকাফ নিয়ে প্রবেশ করল কিন্তু দুই ঘোড়া সাথে থাকার কথা উল্লেখ নেই সেখানেও দুই ত্যাজকাফের ক্ষেত্রে তানফীল জাইয হওয়ার কথা বলা হয়েছে। উভয় সূরতে হুকুম সহীহ্ বলে গণ্য হবে। সেনা প্রধান যদি বলে তোমাদের মধ্যে যে তিনটি ত্যাজকাফ নিয়ে প্রবেশ করবে তবে সে এই পাবে তাহলে এক্ষেত্রে শুধু দুই ত্যাজকাফের নফল প্রদান জাইয হবে এর থেকে বেশীর জন্য জাইয হবে না। শায়খুল ইসলাম বলেন, তবে যদি তিনটি ত্যাজকাফের তানফীলের ক্ষেত্রে নফল পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিসহ অন্যান্য মুসলমানদের উপকার লাভ থাকে তখন এর তানফীল জাইয হবে। যেমন তিনটি বর্ণের ক্ষেত্রে জাইয রয়েছে (মুহীত)।

৪৫. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান দুর্গের দেওয়ালে কোন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল যে, সে মুসলমানদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ছাদে চড়ে তাকে ধরে নিয়ে আসবে তাহলে সে তারই হবে এর সাথে আরো পাঁচশ' দিরহাম পাবে, এরপর এক ব্যক্তি ছাদে চড়ে তাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো তাহলে ধৃত ব্যক্তি এবং পাঁচশ' দিরহাম তারই হবে।

সেনাপ্রধান যখন দুর্গের বাহিরে উক্ত ঘোষণা দেন তখন যদি ঐ ব্যক্তিটি দেওয়াল থেকে যমীনে পড়ে যায় এবং কোন মুসলমান তাকে পাকড়াও করে হত্যা করে ফেলে তাহলে এক্ষত্রে সে নফলের কোন অংশ পাবে না। আর যদি কোন মুসলমান তাকে তীর নিক্ষেপ করে দেওয়াল থেকে ফেলে দেয় তবে সেই নফলের হকদার হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি তাকে ধরার উদ্দেশ্যে দেওয়ালে ওঠে আর সে দেয়াল থেকে দুর্গের ভিতরে পড়ে গেল এরপর সে তাকে হত্যা করল তাহলে সেই নফলের হকদার হবে।

যদি সেনাপ্রধান দেওয়ালের উপর কোন ব্যক্তিকে দেখল এরপর বলল, যে তাকে ধরে আনবে তাহলে সে তারই হবে। এরপর ঐ ব্যক্তি দেওয়ালের উপর থেকে দুর্গের বাহিরে পড়ে গেল এবং সে তাকে ধরে ফেলল তাহলে দেখতে হবে যদি সে এমন জায়গায় পড়ে থাকে যেখানে মুসলমানদেরকে ধরপাকড় করা থেকে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে সে (ধৃত

১. تَجفَاف (ত্যাজকাফ) যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র বিশেষ বর্ম বিশেষ।

ব্যক্তি) তারই হবে। আর যদি এমন জায়গায় পড়ে যেখানে মুসলমানদেরকে ধরপাকড় করতে বাধা প্রদান করা হয় না তাহলে সে তার হবে না।

৪৬. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, যে দুর্গে চড়ে দুশমনদের নিকট অবতরণ করবে তাহলে সে এই পুরস্কার পাবে। এরপর এক ব্যক্তি দুর্গের দেওয়ালে চড়ে গেল কিন্তু সে দুশমনদের নিকট অবতরণ করতে পারছে না তাহলে সে কিছুই পাবে না। সেনাপ্রধান দুর্গের একটি ফাঁক দেখে বলল যে, এই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করবে তাহলে তার জন্য এই পরিমাণ হবে। এরপর কোন ব্যক্তি অন্য একটি ফাঁক দিয়ে (দুর্গে) প্রবেশ করল তাহলে দেখতে হবে যদি এই ফাঁকটি মুসলমানদের জন্য কষ্ট ও জটিলতার দিক থেকে ঐ ফাঁকটির ন্যায় হয়ে থাকে তাহলে প্রবেশকারী নফলে হকদার হবে। আর যদি কষ্ট কাঠিন্য ও জটিলতার দিক থেকে তার তুলনায় কম হয় তাহলে সে কিছুই পাবে না।

৪৭. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে যে আমাদেরকে দশটি দাসের সন্ধান দিবে সে একটি দাস পাবে এরপর কোন ব্যক্তি সন্ধান দিল এবং সন্ধানমত তাদের পাওয়া গেলো কিন্তু সন্ধানদাতা তাদের সঙ্গে গেলো না। তাহলে সে কিছুই পাবে না। পক্ষান্তরে যদি সেনাপ্রধান হারবী বন্দীদেরকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদের মধ্যে যে দশজনের সন্ধান দিবে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। এরপর তাদের মধ্যে একজন সঙ্গে না গিয়ে দশজনের ঠিকানা বলে দিল, ঠিকানা অনুযায়ী দশজনকে পেয়ে বন্দী করল তাহলে ঠিকানা দাতা আযাদ বলে গণ্য হবে তবে তাকে এভাবেই ছেড়ে দেওয়া যাবে না যে, দারুল হারবে চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। তবে ঠিকানা দাতা যদি দারুল হারবে যেতে দেয়ার শর্ত আরোপ করে থাকে তাহলে শর্ত পূরণ করতে হবে। আর যদি বন্দী ব্যক্তি বলে আমি তোমাদেরকে দশজন যোদ্ধার সন্ধান দিব এ শর্তে যে আমি আযাদ গণ্য হবো। তখন সেনাপ্রধান বলল, হ্যাঁ, তাই হবে, এরপর সে গেল এবং তাদেরকে দশজনের সন্ধান দিয়ে দিল তাহলে এক্ষেত্রে সে আযাদ হবে না।

ইমাম যদি হারবীদরেকে বলে তোমরা আমাদেরকে একশ' জন দিয়ে দাও এ শর্তে যে তোমরা তোমাদের দুর্গে নিরাপত্তাধীন থাকবে তারপর তারা নব্বই জন দিল তাহলে ইমাম ইচ্ছা করলে তাদের সাথে লড়াই করতে পারবে। তবে যে পরিমাণ তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল তা তাদেরকে ফেরৎ দিবে। যদি ঐ নব্বই জন দাস কিংবা তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তাদের মূল্য ফিরিয়ে দিবে। ইমাম যদি হারবীদের বলে তোমাদের নিকট যে সকল মুসলমান বন্দী রয়েছে তার থেকে আমাকে একশ' জন দাও এরপর তারা তাঁকে নব্বই জন দিল। তাহলে ইমাম এক্ষেত্রে তাদের সাথে লড়াই করবে এবং তাদেরকে কিছুই ফেরৎ দিবে না।

সেনাপ্রধান যদি হারবী বন্দীদের বলে, যে আমাদেরকে দশজন যোদ্ধার সন্ধান দিবে সে আযাদ। এরপর একজন বন্দী তাদেরকে নিয়ে গেল এবং এরূপ দশজন যোদ্ধার সন্ধান দিয়ে দিল যার একটি দুর্গের মধ্যে সংরক্ষিত তাহলে সে আযাদা হবে না। আর যদি সে এমন এক দলের সন্ধান দিয়ে থাকে যাদেরকে ধরা জটিল নয় তবে তার মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে গেছে

তাহলে দেখতে হবে যদি মুসলমানদের তাদের নিকট আসার পূর্বেই তারা ভেগে যায় তাহলে বুঝা যাবে যে পরাস্ত করা ও জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে কোন ঠিকানা বা সন্ধান প্রদান পাওয়া যায়নি কাজেই এক্ষেত্রে সে আযাদ হবে না। আর যদি তাদের নিকট আসার পর ভেগে যায় তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে।

আর যদি বন্দীদেরকে বলে, যে আমাদেরকে অমুক দুর্গ অথবা অমুক গহ্বর (সৈন্যদের ঘাঁটি) কিংবা শাহী সেনানিবাসের সন্ধান দিবে সে আযাদ, এরপর তাদের মধ্যে কেউ তার সন্ধান ও ঠিকানা প্রদান করল কিন্তু মুসলমানরা তাতে সফল হলো না তাহলে উক্ত বন্দী আযাদ বলে গণ্য হবে।

সেনানায়ক যদি গনীমতের মালসহ দারুল ইসলামের উদ্দেশ্যে রওনা করার সময় বলে, আমাদেরকে রাস্তা বলে দিবে তার জন্য একটি মাথা (অর্থাৎ গোলাম) যে ব্যক্তি হবে। এরপর একজন মুসলমান তাদের সঙ্গে না গিয়ে দারুল ইসলামের বিবরণ দ্বারা বুঝিয়ে দিল, তাহলে সে কিছুই পাবে না। আর যদি তাদের সাথে গিয়ে থাকে এবং তাদেরকে রাস্তা বাতলে দেয় তাহলে সে তৎসমপরিমাণ বিনিময় পাবে। নির্দিষ্ট বিনিময় থেকে বেশী পাবে না। আর যদি বলে যে ব্যক্তি আমাদেরকে রাস্তা বলে দিবে তাহলে তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি তারই হবে। এরপর কেউ তাদেরকে রাস্তা বলে দিল তাহলে এ কয়েদীও তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির আপন অবস্থায় বন্দী হিসাবে বাকি থাকবে। আর যদি এ কথা বলে থাকে "তাহলে তার নফস তার পরিবারবর্গ তার সন্তান-সন্ততিসহ গনীমতের একশ' দিরহাম তারই হবে" এরপর কেউ তাদেরকে রাস্তা বলে দিল তাহলে এসব কিছু তারই হবে।

আর যদি বলে যে আমাদেরকে অমুক দুর্গের রাস্তা বলে দিবে সে আযাদ অথচ ঐ দুর্গে পৌছার অনেক রাস্তা রয়েছে। এরপর কোন কয়েদী তন্মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী রাস্তা বাতলে দিল। তাহলে সে আযাদ হয়ে যাবে, তবে শর্ত এই যে, পথটি দূরতম হলেও চলাচলপূর্ণ হতে হবে। নতুবা সে আযাদ হবে না। আর যদি বলে, যে আমাদেরকে অমুক দুর্গের অমুক রাস্তা বলে দিবে সে আযাদ, এরপর কোন বন্দী সেটা ছাড়া অন্য একটি রাস্তার সন্ধান দিল, সে ক্ষেত্রে বাতানো রাস্তাটি উপযোগিতার ক্ষেত্রে সেনানায়কের প্রার্থিত রাস্তার সমমানের হলে সে আযাদ হয়ে যাবে। আর প্রার্থিত পথের চেয়ে খারাপ হলে আযাদ হবে না (মুহীত ঃ সারাখ্সী)।

সেনাপ্রধান দারুল হারবে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে নফল ঘোষণা করে বলল যে كُرَاعٌ، مَتَاعٌ، سِلَاحٌ (কুরা', মাতা' ও সিলাহ)[১] অথবা এ জাতীয় কিছু পাবে তাহলে সে তার চতুর্থাংশ পাবে। তাহলে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি উক্ত তানফীলের (নফল প্রদান ঘোষণার) অন্তর্ভুক্ত হবে যার গনীমতের মধ্যে পূর্ণ অংশ কিংবা সামান্য অংশ রয়েছে। আর যার গনীমতের মধ্যে কোন ভাগ সে উক্ত তানফীলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। উল্লেখ্য যে মহিলা, শিশু দাস ও যিম্মীদের গনীমতের

১. كُرَاعٌ (কুরা') ঘোড়া, খচ্চর, গাধাকে বুঝায়। متاع স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়া অন্যান্য সামানাদি, প্রত্যেক ঐ জিনিস যা মানুষ পরিধানও বিছানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে। سلاح (সিলাহ) সকল প্রকারে অস্ত্রকে বুঝায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যে ভাগ রয়েছে। কাজেই তারাও নফলের হকদার হবে (মুহীত)। সেনাপ্রধান যদি শুধু আযাদ প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তানফীল করে তাহলে তখন এদের জন্য কোন নফল হবেনা (মুহীতঃ সারাখ্সী)। ব্যবসায়ীরা ও গনীমতের হকদারদের অন্তর্ভুক্ত, অতএব তারা নফলও পাবে। নিরাপত্তাধীন হারবী যদি ইমামের অনুমতি ব্যতীত লড়াই করে তাহলে সে গনীমতের হকদার হবে না, অতএব সে নফলের হকদার হবে না। আর যদি ইমামের অনুমতিক্রমে লড়াই করে তাহলে সে গনীমতের হকদার হবে অর্থাৎ তাকে কিয়দাংশ দেওয়া হবে অতএব সে নফলের ও হকদার হবে (মুহীত)।

৪৮. মাসআলা ঃ সেনাপ্রধান যদি বলে, তোমাদের মধ্যে যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তার سلب (সঙ্গের সামান) সেই পাবে। এরপর কোন হারবী মুসলমান হয়ে কোন কাফিরকে হত্যা করল কিংবা সৈন্যদলের বাজারীদের কেউ কোন কাফিরকে হত্যা করল তাহলে কিয়াস অনুযায়ী সে কোন কিছুই পাবে না তবে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী তার থেকে প্রাপ্ত সম্পদ (সালাব) তারই হবে।

যদি বলা হয় "যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে সেই তার سلب এর হকদার হবে" এরপর যুদ্ধরত সৈন্যদের মদদ করার জন্য দারুল ইসলাম থেকে আগমনকারী সৈন্যদের একজন কোন শত্রুকে হত্যা করল, তাহলে সেই তার সালাব পাবে, যদি ঘোষণাকারী ব্যক্তিই উভয় বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যাকে হত্যা করা জাইয রয়েছে তানফীলের ভিত্তিতে তাকে হত্যা করলে তার সালাবের হকদার হবে। আর প্রত্যেক ঐ সালাব যার ব্যাপারে তানফীল (নফল প্রদান ঘোষণা) না হলেও গনীমতের সূত্রে ব্যক্তি তার হকদার হয় তাতে তানফীল সহীহ্ আছে। আর গনীমতের সূত্রে যার হকদার হয় না তাতে তানফীল সহীহ্ নেই। অতএব সেনাপ্রধান যদি বলে তোমাদের মধ্যে যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তাহলে সেই তার সালাব পাবে। এরপর কেউ হারবীদের কোন মজদুরকে হত্যা করল যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি অথবা কোন হারবী ব্যবসায়ীকে হত্যা করল যে তাদের লশকরের মধ্যে ছিল কিংবা এমন যিম্মীকে যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে দারুল হারবে চলে গেছে কিংবা কোন রোগক্রান্ত হারবীকে যে লড়াই করতে পারে না। হত্যা করে তাহলে সেই তার সালাব পাবে। কারণ এই সকল লোকদের হত্যা করা জাইয। আর যদি কোন মহিলা অথবা শিশুকে হত্যা করে তাহলে সে কিছুই পাবে না।

(কারণ তাদের হত্যা করা জাইয নয়) তবে যদি তারা যুদ্ধকারী হয়ে থাকে তাহলে তাদের সালাব পাবে (কারণ এ অবস্থায় তাদের হত্যা করা জাইয) আর যদি বয়োঃবৃদ্ধকে হত্যা করে তালে সে কিছুই পাবে না। (কারণ তাকে হত্যা করা জাইয নেই)।

কোন কাফির পক্ষে যুদ্ধকারী কোন মুসলমানকে যদি মুসলিম বাহিনীর কোন মুসলমান হত্যা করে তাহলে সে তার سلب পাবে না। কারণ মুসলমান ও তার মাল গনীমত বলে বিবেচিত হয় না। তবে যদি তার سلب বা সঙ্গের সামান কাফিররা তাকে ধার দিয়ে থাকে তাহলে হত্যাকারী উক্ত সালাবের হকদার হবে। আর যদি হারবী মহিলা অথবা শিশু কোন কাফিরকে সালাব (সম্পদ আসবাবপত্র) ধার দেয় (এরপর তাকে কোন মুসলমান হত্যা করে ফেলল) তাহলে তা

বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ধার হিসাবে প্রদত্ত সালাবের পর্যায়ভুক্ত হবে (অর্থাৎ তা নফল ও গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে) মুসলমান অথবা যিম্মী ব্যক্তি যদি নিজ হাতিয়ার কোন হারবীকে ধার স্বরূপ প্রদান করে. এরপর সে মুসলমানদের সাথে লড়াই করলে একজন মুসলিম এসে তাকে হত্যা করে ফেলল তাহলে দেখতে হবে যদি ঐ মুসলমান (হত্যাকারী) দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে এখনো দারুল ইসলামে না এসে থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী সেই তার সালাবের হকদার হবে। পক্ষান্তরে আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুযায়ী হকদার হবে না। মত পার্থক্যের ভিত্তি হলো এই যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুযায়ী এরূপ সম্পদ গনীমত বলে বিবেচিত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকটে তা মালে গনীমত বলে গণ্য হবে না। আর যদি উক্ত (ধার প্রদানকারী) মুসলমান দারুল ইসলামে এসে যায় তাহলে তার মাল সম্পদ গনীমত বলে গণ্য হবে না। আর যদি সে দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে দারুল ইসলামে না আসে এমতাবস্থায় কোন কাফির জোরপূর্বক তার থেকে হাতিয়ার নিয়ে তার দ্বারা লড়াই করতে থাকে আর কোন মুসলমান এসে তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে সে তার সালাব পাবে না। কোন মুসলমান যদি নিরাপত্তার সহিত দারুল হারবে প্রবেশ করে এরপর কোন কাফির অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যুদ্ধে শরীক হলো এবং কোন মুসলমানের হাতে নিহত হল তাহলে সেই তার সালাব পাবে।

৪৯. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান দুশমনদের কাতারে একজন কাফিরকে তীর নিক্ষেপ করলে সে মারা যায় এরপর কাফিররা তার সালাব নিয়ে নিল, এরপর তারা পরাজয় বরণ করল এবং উক্ত সালাব গনীমতে পাওয়া গেল তাহলে এক্ষেত্রে উক্ত সালাব গনীমতের অন্তর্ভুক্ত হবে হত্যাকারীর জন্য কিছুই হবে না। আর যদি বিষয়টি এমন হয় যে কাফিররা পরাজয় বরণ করল কিন্তু এটা জানা যায়নি যে তারা তার সালাব খুলে নিয়েছে কি নেয়নি তাহলে দেখতে হবে যদি সালাব তাদের খুলে ফেলার পর পাওয়া যায় তাহলে তা গনীমত হিসাবে গণ্য আর যদি তারা হত্যাকৃতের থেকে কোন কিছু না খুলে থাকে তাহলে তা হত্যাকারী পাবে।

আর যদি সে প্রাণহীন হওয়ার পর কাফিররা তাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায় আর তার সালাব এখনো তার সাথেই আছে তার থেকে কিছু খোলা হয়নি আর কাফিররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে তাহলে কিয়াস অনুযায়ী তার সালাব হত্যাকারীই পাবে কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী সে তার সালাব পাবে না। আর সৈন্যদল যদি এক মারহালা অথবা দুই মারহালা অতিক্রম করার পর উক্ত সালাব কোন সওয়ারির উপর বহন করা অবস্থায় পায়, আর এটা অজানা থাকে যে, তা কোন ব্যক্তির হাতে ছিল কি ছিল না তাহলে কিয়াস অনুযায়ী তা হত্যাকারীর হবে কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী হবে না। আর যদি কাফিররা তাদের নিহত সহযোদ্ধাকে তার বাহনে করে নিয়ে যায় আর ঐ বাহনে তার হাতিয়ার ও থাকে তাহলে তা হত্যাকারীর হবে। যদি নিহত সহযোদ্ধার বাহনে তাদেরও অস্ত্র ও সামানা থাকে তাহলে তা গনীমতের মাল হবে তবে যদি অন্যান্য সামানাদি হালকা এবং সাধারণ হয়ে থাকে তাহলে তা হত্যাকারীর হবে। হত্যাকৃতের ওয়ারিসগণ যদি তার প্রাণীকে নিয়ে নেয় এবং তাতে হত্যাকৃতের লাশ ও তার হাতিয়ার বহন করে তাহলে তা গনীমতের মাল বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপ ওয়াসী হলে সে ওয়ারিসের পর্যায়ভুক্ত হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫০. মাসআলা ঃ সেনানায়ক যদি বলে, যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে সেই তার ঘোড়া পাবে। এরপর কোন মুসলমান কোন কাফিরকে একটি টাট্টু ঘোড়া আরোহণের অবস্থায় হত্যা করে তার সালাবের হকদার হবে আর যদি গাধা, খচ্চর অথবা উটের উপর আরোহী থাকে হত্যাকারী তার সালাবের হকদার হবে না। আর যদি বলে যে কোন শত্রুকে হত্যা করবে তাহলে তার টাট্টু তারই হবে, এরপর কোন মুসলমান একজন কাফিরকে ঘোড়ার উপর আরোহণ অবস্থায় হত্যা করল তাহলে সে তার ঘোড়া পাবে না। কেননা নিম্নমানের জিনিসের তানফীল দ্বারা সে উঁচুমানের জিনিসের হকদার হবে না। আর যদি বলে যে কোন শত্রুকে হত্যা করা তার বাহন জন্তু সেই পাবে, এরপর কেউ কোন কাফিরকে গাধা অথবা খচ্চর অথবা ঘোড়ার উপর আরোহণ অবস্থায় হত্যা করল তাহলে সে ঐ জানোয়ারের হকদার হবে আর যদি উটের উপর আরোহিত থাকে তাহলে সে উটের হকদার হবে না। আর যদি বলে, যে কোন কাফিরকে (حِمَار) গাধায় আরোহিত অবস্থায় হত্যা করবে তাহলে সেটা তারই হবে এরপর কেউ কোন কাফিরকে أَتَان (আতান) অর্থাৎ মাদী গাধার উপর আরোহিত অবস্থায় হত্যা করল তাহলে আতানটি (অর্থাৎ গাধী) তারই হবে (কেননা নরের জন্য যে নাম রাখা হয় সেটা মাদীকে ও শামিল করে) অনুরূপ হুকুম হবে بعير (বা'ঈর) অর্থাৎ উটের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে যদি বলে, যে কোন কাফিরকে আতান অর্থাৎ মাদী গাধার উপর আরোহিত অবস্থায় হত্যা করবে (তাহলে সেটা তারই হবে)। এরপর কেউ কোন কাফিরকে (حمار) হিমার অর্থাৎ নর গাধার উপর আরেহিত অবস্থায় হত্যা করল তাহলে তার জন্য কিছুই হবে না। কেননা যে শব্দ মাদীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা নরকে শামিল করেনা। অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য نَاقَة ও بَعِيْر (নাকা ও বা'ঈর) এর ক্ষেত্রে।[১] তবে بَغْلُ ও بَغْلَةُ (বাগ্‌ল ও বাগলাহ) এর বিষয়টি ভিন্ন।[২] কারণ এ দু'টির প্রত্যেকটি ইসমে জিন্‌স যা নর ও মাদী উভয়কে একই সাথে শামিল করে (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

১. অর্থাৎ بعير -উটের ঘোষণা দেওয়ার পর ناقة অর্থাৎ উষ্ট্রীর উপর হত্যা করলে সে উষ্ট্রী পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ناقة এর ঘোষণা দেওয়ার পর بعير অর্থাৎ উটের উপর হত্যা করলে সে উট পাবে না।

২. بَغل খচ্চর بَغْلَةُ খচ্চরণী তবে بَغل দ্বারা খচ্চরণীকে ও বুঝানো হয় অনুরূপ بَغْلَة দ্বারা খচ্চরকে ও বুঝানো হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাফিরদের জয়লাভ করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি তুরস্কের কাফিরগণ রোমের কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হয়ে তাদেরকে বন্দী করে তাদের সমুদয় মালামাল ছিনিয়ে নেয় তবে তারাই এর মালিক বলে গণ্য হবে। তারপর যদি মুসলমানগণ তুরস্কের উপর জয় লাভ করে তাদের ছিনিয়ে আনা মালামাল থেকে তারাও কিছু প্রাপ্ত হয় তবে মুসলমানদের জন্য এগুলো হালাল বলে গণ্য হবে। যদিও মুসলমানদের সাথে রোমীদের সন্ধি-চুক্তি থাকে। বিবাদমান দুই দলের সাথে মুসলমানদের সন্ধি-চুক্তি আছে; এমতাবস্থায় যদি উভয় দল পরস্পর লড়াই করে এবং একদল জয়লাভ করে তবে বিজয়ী দল থেকে তাদের লুট করা মাল ক্রয় করা মুসলমানদের জন্য জাইয হবে। খুলাসা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এসব মালামাল খরিদ করা জাইয হওয়ার জন্য শর্ত হল, দারুল হারবেই এগুলো নিজেদের সংরক্ষণে নিয়ে আসা। নিজ দেশে এনে সংরক্ষণ করা শর্ত নয়। বিবাদমান দুই দলের সাথে মুসলমানদের সন্ধি-চুক্তি আছে, এমতাবস্থায় লড়াই করে (এবং এক দল অন্য দলের উপর জয়যুক্ত হয়) তবে মুসলমানদের জন্য জাইয নেই বিজয়ী দলের নিকট থেকে তাদের লুটে আনা মালামাল খরিদ করা। যদি বিবাদমান দু'দল নিজেদের দেশে অবস্থান করে পরস্পর লড়াই করে (এবং একদল অপর দলের উপর জয়যুক্ত হয়) এ অবস্থায় যদি কোন মুসলমান আমান তথা নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে সে দেশে গমন করে তবে বিজয়ী পক্ষের নিকট থেকে তাদের লুটে আনা মালামাল এবং দাস-দাসী খরিদ করা ঐ মুসলমানের জন্য জাইয আছে (ফাতহুল কাদীর)।

২ মাসআলা ঃ দারুল হারবের অধিবাসী কাফিররা যদি মুসলমানদের[১] মালামাল নিজেদের করায়াত্ত করে এবং এগুলোকে নিজ দেশে নিয়ে সংরক্ষণ করে তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তারাই এ মালের মালিক হবে। কিন্তু পরবর্তীতে যদি মুসলমানগণ তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে যায় এবং প্রাপ্ত গনীমতের মাল বণ্টনের আগেই পূর্ববর্তী মালিকগণ যদি তাদের মালামাল পেয়ে যায় তবে এমনিতেই তারা তাদের মালের মালিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে এ মাল কোন মুসলমানের হিস্যায় বন্টিত হয়ে যাওয়ার পর যদি এর মালিক তা তার হাতে দেখতে পায় এবং তা যদি ذوات القيم (মূল্যমান) বস্তু হয় তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে মূল্য পরিশোধ করে তা নিয়ে নিতে পারবে। আর তা যদি ذوات الامثال (যে জিনিসের সাদৃশ্য আছে এমন বস্তু) হয় তবে বন্টনের পর মালিক আর তা নিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। ইব্‌ন মালিক (র) ইমাম ইউসুফ (র) থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যদি গণীমতের মালের মধ্যে এমন দাস-দাসী থাকে যাদেরকে কাফির লোকেরা মুসলামনদের নিকট থেকে

১. কিন্তু মুসলমানরা যদি এ জাতীয় মালামাল বিক্রি করতে চায় তবে দারুল ইসলামে এসে সংরক্ষণের পর বিক্রি করতে পারবে।

ছিনিয়ে এনেছে এবং তা বন্টনের পর কোন একজনের হিস্যায় পড়েছে; এমতাবস্থায় যদি এর প্রকৃত মালিক আসে তবে লুণ্ঠনের দিনের মূল্য দিয়ে সে তা নিয়ে নিতে পারবে। প্রকৃত মালিক যেদিন সেটি গ্রহণ করবে সে দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে না (মুহীত)। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি কাফিরগণ মুসলমানদের মালামাল ছিনিয়ে তা নিজ দেশে নিয়ে সংরক্ষণ করে। পক্ষান্তরে তারা যদি মালামাল ছিনিয়ে নেওয়ার পর তা নিজ দেশে সংরক্ষণ করতে সক্ষম না হয়, এমতাবস্থায় যদি মুসলমানগণ তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে ঐ মালামাল পুনরায় উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং তারপর এর প্রকৃত মালিক আসে তাহলে সে তার মালামাল (টাকা পয়সা দেওয়া ব্যতিরেকে) এমনিই নিয়ে নিবে। কেননা মালামাল সংরক্ষণ না করায় তারা এর মালিক হিসাবে গণ্য হয়নি। এমনিভাবে যদি কাফির লোকেরা ঐ সব মালামাল দারুল ইসলামেই বণ্টন করে তবে তাদের এ বণ্টন জাইয হবে না। সুতরাং এ অবস্থায় যদি মুসলমানগণ তাদের উপর আবার বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে কাফির লোকেরা যাদের মাল ছিনিয়ে নিয়েছে তারা কোন বিনিময় দেওয়া ব্যতিরেকেই নিজ নিজ মালামালের মালিক হয়ে যাবে। যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি দারুল হার্‌ব থেকে এমন কোন গোলাম খরিদ করে যাকে শত্রুপক্ষীয় লোকেরা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর প্রকৃত মালিক এসে যদি এর দাবী করে তাহলে সে হয়তো মূল্য পরিশোধ করে তা গ্রহণ করবে অথবা গোলামের দাবী প্রত্যাহার করে নিবে। উল্লেখ্য যে, স্বীয় গোলাম হস্তগত করার আগেই যদি প্রকৃত মালিক মারা যায় এবং পরবর্তীতে তার ওয়ারিসগণ এ গোলামের ব্যাপারে দাবী উত্থাপন করে তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়ারিশদের জন্য এ অধিকার থাকবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে ওয়ারিসগণ এ দাবী করতে পারবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৩. মাসআলা ঃ ইব্‌ন সিমাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন মুসলমান একটি গোলাম বিক্রি করেছে; কিন্তু এখনো সে তাতে হস্তান্তর করেনি, এমতাবস্থায় যদি তাকে কোন দুশমন কয়েদ করে নেয় তারপর বিক্রেতা মারা যায়, তারপর কোন মুসলমান তাকে খরিদ করে নেয় তবে মৃত বিক্রেতার ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করলে ক্রেতার নিকট (এর মূল্য) পরিশোধ করে তার থেকে ঐ গোলামটি নিয়ে নিবে এবং প্রথম খরিদ্দার ব্যক্তি দু' ধরনের মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে তা নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু যদি প্রথম খরিদ্দার এতে কোন হক না থাকত তবে বিক্রেতার ওয়ারিসদের এতে কোন অধিকার থাকত না (মুহীত)। যদি কোন গোলামকে দুশমন গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং কোন ব্যবসায়ী তার নিকট হতে তাকে খরিদ করে দারুল হার্‌ব হতে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে তার পুরানা মালিক তাকে ঐ ব্যবসায়ীর নিকট হতে মূল্য দিয়ে খরিদ করে নিতে পারবে। যদি ব্যবসায়ী লোকটি তাকে কোন সামানের বিনিময়ে ঐ সামানের মূল্যের বিনিময়ে তাকে নিয়ে নিতে পারবে। যদি ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাকে হার্‌বী লোকের নিকট থেকে ফাসিদ তরীকায় ক্রয় করে থাকে তাহলে ঐ গোলামের মূল্যের বিনিময়ে মালিক তাকে তার নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবে। এমনিভাবে যদি হার্‌বী ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ঐ গোলাম হিবা করে দেয় তাহলেও মালিক তাকে মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিতে পারবে (তাবয়ীন)। ذوات الامثال (বা সদৃশ) বস্তুর ক্ষেত্রে হুকম হল, দুশমন যদি ذوات الامثال কোন বস্তু কোন মুসলমানকে হিবা করে এবং

সে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে পুরাতন মালিক তা আর নিতে পারবে না। কেননা এতে কোন ফায়দা নেই। তদ্রূপ যদি কোন মুসলিম কোন হার্‌বী থেকে কোন বস্তু এমন কিছুর বিনিময়ে খরিদ করে যা فرر (পরিমাণ) ও وصف (গুণাগুণ)-এর ক্ষেত্রে ঐ (খরিদকৃত) বস্তুর অনুরূপ তাহলেও পুরাতন মালিক একে আর নিতে পারবে না। কেননা এ ক্ষেত্রেও কোন ফায়দা নেই। কিন্তু ক্রেতা যদি খরিদকৃত বস্তুর তুলানায় কম পরিমাণ বা নিম্ন মানের বস্তু দ্বারা তা খরিদ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে পুরাতন মালিক ইচ্ছা করলে ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য দ্বারা তা খরিদ করেছে এর বিনিময়ে সে ঐ বস্তু নিয়ে নিতে পারবে। কেননা এতে ফায়দা রয়েছে (গায়াতুল বয়ান)।

৪. মাসআলা ঃ এক মুসলমান তার দুই গোলামকে বলল, তোমাদের কোন একজন আযাদ। কিন্তু কে, 'আযাদ' পরিস্কার বলল না। এমতাবস্থায় তাদের উভয়কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তারপর মুসলিম বাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হল এবং ঐ দুই গোলামকে দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণ করল, তাহলে তাদেরকে মুনীবের নিকট ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে গোলাম দু'জন বন্দী হয়ে দারুল হারবে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পর মুনীব যদি তাদের কোন একজনের আযাদ হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করে তবে তার বর্ণনা সহীহ্ হবে এবং কাফির লোকেরা অপর গোলামটির মালিক হিসাবে গণ্য হবে। যদি শত্রু লোকেরা ঐ গোলাম দু'জনের কোন একজনকে নিজ দেশে নিয়ে সংরক্ষিত করে ফেলে তাহলে অপরজনের আযাদ হওয়ার বিষয়টি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে (কাফী)। যদি হার্‌বী লোকেরা কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায় তারপর এক ব্যক্তি তাকে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। তারপর তার চোখ ফোড়া করে দেওয়া হয় এবং এর ক্ষতিপূরণও উসুল করা হয় তাহলে পুরানো মালিক ঐ মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিয়ে নিতে পারবে যে মূল্য দিয়ে ক্রেতা ব্যক্তি শত্রু লোক থেকে তাকে খরিদ করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষতিপূরণের কোন অংশ সে পাবে না এবং মূল্যও হ্রাস করা হবে না। হারবী লোকেরা কোন গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার পর যদি তাকে কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়, তারপর আবার তাকে দ্বিতীয়বার হার্‌বী লোকেরা বন্দী করে দারুল হারবে নিয়ে যায়, তারপর আবার তাকে অপর কোন ব্যক্তি এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে তাহলে পুরানো মুনীব দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হতে তাকে নিয়ে নিতে পারবে না। বরং প্রথম ক্রেতা ইচ্ছা করলে তাকে দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিতে পারবে। তারপর মুনীব ইচ্ছা করলে দুই হাজার দিরহাম পরিশোধ করে তাকে তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। এমনিভাবে যদি সে ব্যক্তি যার নিকট হতে গোলামকে দ্বিতীয়বার কয়েদ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, অনুপস্থিত থাকে তাহলে প্রথম মালিক তাকে নিয়ে নিতে পারবে না-যেমন তার উপস্থিত থাকা অবস্থায় পারে না (হিদায়া)। যদি প্রথম ক্রেতা তাকে নিতে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে তবে প্রকৃত মালিক তাকে আর নিতে পারবে না (কাফি)। যদি প্রথম ক্রেতা তাকে দ্বিতীয় ব্যবসায়ীর নিকট থেকে খরিদ করে থাকে তাহলে পুরানা মালিক তাকে (গোলামকে) আর নিতে পারবে না। কেননা প্রথম খরিদ্দারের মালিকানা (অধিকার) প্রত্যাবর্তন জনিত কারণে পুরানা মালিকের হক সাব্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম খরিদ্দারের অধিকার তথা মালিকানা প্রত্যাবর্তন করেনি। বরং খরিদ করার কারণে তার নতুন অধিকার হাসিল হয়েছে (তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫. মাসআলা ঃ যদি কেউ দুশমন হতে গোলাম খরিদ করে তাকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, এ অবস্থায় যদি তার সাবেক মালিক না আসে ইত্যবসরে প্রথম খরিদ্দার ব্যক্তি যদি তাকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেয় তারপর তার সাবেক মালিক হাযির হয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে পরিমাণ মূল্য দিয়ে তাকে খরিদ করেছে অনুরূপ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে সে তাকে তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। প্রথম খরিদ্দারের নিকট দাবী করার তার কোন সুযোগ নেই। উল্লেখ্য যে, প্রথম খরিদ্দারের নিকট থেকে সে তখনই গোলামটিকে নিতে পারবে যদি গোলাম তার অধিকারে থাকে এবং এমন কোন ঘটনা না ঘটে যার ফলে তাকে পুরানা মালিকের অধিকারে দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যদি পুরানা মালিক চায় যে, সে দ্বিতীয় বিক্রয়কে বাতিল করে দিবে এবং প্রথম ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য দিয়ে ঐ গোলাম খরিদ করেছে ঐ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে সে গোলামটিকে নিয়ে নিবে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে তার এরূপ ইখতিয়ার থাকবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। "সিয়ারে সগীর" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি হার্‌বী থেকে গোলাম খরিদ করে তাকে কারো নিকট ইজারা দিয়েছে বা কারো নিকট বন্ধক রেখেছে। এমতাবস্থায় যদি পুরানা মালিক এসে তাকে নিয়ে নিতে চায় তাহলে সে ইজারার 'আকদ ভঙ্গ করে দিতে পারবে। কিন্তু বন্ধক ভঙ্গ করতে পারবে না (মুহীত)।

৬. মাসআলা ঃ যদি প্রথম খরিদ্দার ঐ গোলাম কাউকে হিবা করে দেয় তবে পুরানা মালিক ঐ হিবা ভঙ্গ করতে পারবে না। তবে মাওহুব লাহুকে (যাকে হিবা করা হয়েছে) ঐ গোলামের মূল্য দিয়ে সে তার থেকে ঐ গোলাম নিয়ে নিতে পারবে। এমনিভাবে যদি গোলাম কোন জিনায়াত (অপরাধ) করে এবং সে জিনায়াতের কারণে প্রথম ক্রেতা তাকে ওলীয়ে জিনায়াতের নিকট হস্তান্তর করে দেয় তাহলেও পুরানা মালিক ওলীয়ে জিনায়েতকে তার মূল্য পরিশোধ করে তাকে তার থেকে নিতে পারবে। এইভাবে যদি প্রথম খরিদ্দার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জিনায়াত (অপরাধ) করে এবং তারপর ওলীয়ে জিনায়াতের সাথে এই গোলাম প্রদান করার শর্তে সেখানেই (সন্ধি) করে তাহলেও পুরানা মালিক এই সন্ধিকে ভঙ্গ করতে পারবে না। বরং গোলামের মূল্য পরিশোধ করে তাকে ওলীয়ে জিনায়াত থেকে নিয়ে নিতে পারবে। যদি সে ভুলক্রমে জিনায়াত করে থাকে তাহলে পুরানা মালিক ক্ষতিপূরণ আদায় করে তাকে নিয়ে নিতে পারবে। যদি হারবী ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এরূপ গোলাম হিবা করে, তারপর কেউ উক্ত গোলামের এক চোখ কানা করে দেয়; তারপর মাওহুব লাহু (موهوب له) মুসলামান উক্ত গোলাম হিবাকারী ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে তার থেকে গোলামের মূল্য নিয়ে নেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে পুরানা মালিক ঐ কানাকারী ব্যক্তিকে কানা গোলামের মূল্য নিয়ে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইন বলেন, নিতে হলে চক্ষুওয়ালা গোলামের মূল্য পরিশোধ করে নিতে হবে। তা হল, ঐ মূল্য যা হিবাকারী ব্যক্তি হিবাকৃত ব্যক্তিকে দিয়েছে। যদি গোলামের স্থলে দাসী হয় এবং দাসীর বাচ্চা পয়দা হয় আর সেই বাচ্চাকে কেউ হত্যা করে ফেলে, (তারপর হিবাকৃত ব্যক্তি (موهوب له) হত্যাকারীর নিকট থেকে তার মূল্যও ইসূল করে নেয়), এমতাবস্থায় পুরানা মালিক এসে বাচ্চার মূল্য নেওয়ার জন্য চেষ্টা করলে সে আর বাচ্চার মূল্য পাবে না। কিন্তু দাসীকে ইচ্ছা করলে নিতে পারবে। নিতে হলে হিবাকৃত ব্যক্তি যে দিন

দাসীকে কবজা করেছে সেদিন তার যে মূল্য ছিল সে মূল্য দিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় তার দাবী প্রত্যাহার করতে হবে। যদি বাচ্চার মা মারা যায় বা কতল হয়ে যায় এবং বাচ্চা জীবিত থাকে তবে পুরানা তার পাওনা হিস্যার বিনিময়ে বাচ্চাকে নিয়ে নিতে পারবে। অর্থাৎ আসল মূল্যকে বাচ্চা ও তার মায়ের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করা হবে যে, হিবা ও কবজার দিন যে মূল্য ছিল মায়ের ক্ষেত্রে সে মূল্য ধর্তব্য হবে, আর বাচ্চার ক্ষেত্রে সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে যেদিন মালিক তাকে নিতে চাইবে। এভাবে হারাহারি বন্টনের পর বাচ্চার যে মূল্য সাব্যস্ত হবে সে মূল্য পরিশোধ করে মালিক তাকে নিতে পারবে।

৭. মাসআলা ঃ যদি দারুল ইসলামে কোন ব্যক্তি অপর কারো নিকট হতে নগদ এক হাজার দিরহাম মূল্য ধার্য করে গোলাম খরিদ করে, কিন্তু বিক্রেতা এখনো এর মূল্য হস্তগত করেনি, এ অবস্থায় যদি দুশমন তাকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর অপর কোন ব্যক্তি পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নেয় তবে বিক্রেতা ইচ্ছা করলে তাকে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। তার নিয়ে নেওয়ার পর ক্রেতা ইচ্ছা করলে তার থেকে উভয় মূল্য অর্থাৎ এক হাজার ও পাঁচশ' দিরহাম পরিশোধ করে তাকে তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। তারপর বিক্রেতা যদি নিতে অস্বীকার করে তাহলে ক্রেতা ইচ্ছা করলে একে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। যদি বিক্রেতা একে এক হাজার দিরহাম বাকী মূল্যে বিক্রয় করে তবে খরিদ্দার একে ফেরৎ নেওয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। সে যদি তা ফেরৎ নিতে অস্বীকার করে তবে বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি একে পাঁচশ' দিরহামের বিনিময়ে নিয়ে নাও। তোমাকেই এটি দেওয়া হবে। যদি দুশমন কোন গোলামকে বন্দী করে (দারুল হারবে) নিয়ে যায় এবং তারপর কেউ তাকে হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর আবার তাকে দুশমন কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর অপর এক ব্যক্তি তাকে তার নিকট থেকে পাঁচশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়, তারপর পুরানা মালিক ও প্রথম খরিদ্দার উভয়ে বিচারকের আদালতে এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করে, এমতাবস্থায় প্রথম বেচা-কেনা সম্পর্কে বিচারকের জানা থাকুক বা না থাকুক সে যদি পুরানা মালিকের অনুকূলে দ্বিতীয় খরিদ্দার থেকে গোলামটি নিয়ে নেওয়ার ফয়সালা দেয় তবে তার এ ফয়সালা কার্যকরী হবে না। বরং এ গোলাম দ্বিতীয় খরিদ্দারের নিকট থাকবে– তার থেকে প্রথম খরিদ্দদার একে নিয়ে নিবে। তারপর পুরানা মালিক ইচ্ছা করলে উভয় মূল্য পরিশোধ করে একে নিয়ে নিবে। পুরানা মালিক বিচারকের রায় ছাড়াই দ্বিতীয় খরিদ্দার হতে একে নিয়ে নেওয়া বা ক্রয় করে নেওয়ার পর যদি প্রথম খরিদ্দার ব্যক্তি হাযির হয় তাহলে সে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ গোলামকে পুরানা মালিক থেকে নিয়ে নিবে। তারপর পুরানা মালিক আবার ঐ গোলামকে তার থেকে উভয় মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিবে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খরিদ্দার ব্যক্তি যদি ঐ গোলামকে তার মালিকের নিকট হিবা করে দেয় তাহলে প্রথম খরিদ্দার ব্যক্তি তাকে তার নিকট হতে মূল্য পরিশোধ করে নিতে পারবে। কারণ সে এ অবস্থায় বেগানা মানুষের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। তারপর পুরানা মালিক যদি এই গোলামকে নিতে চায় তাহলে সে প্রথম খরিদ্দার থেকে ثمن (ক্রেতা ও বিক্রেতা কর্তৃক সাব্যস্তকৃত মূল্য) ও قيمت (প্রকৃত বাজার মূল্য) অর্থাৎ উভয় মূল্য পরিশোধ করে নিতে পারবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৮. **মাসআলা ঃ** যদি বন্ধকী গোলাম বন্ধকগ্রহীতার নিকট থেকে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর কোন ব্যক্তি তা এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে নেয়, তারপর বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয় এসে হাযির হয় তবে এ গোলাম গ্রহণ করার হক মুরতাহিন তথা বন্ধকগ্রহীতার থাকবে। যদি সে মূল্য দিয়ে ঐ গোলাম নিয়ে নেয় তবে সে ইহ্সানকারী বলে গণ্য হবে। এ টাকা সে আর বন্ধকদাতার নিকট থেকে ফেরত গ্রহণ করতে পারবে না। যেমন গোলাম যদি বন্ধকগ্রহীতার নিকট থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ করে এবং বন্ধকগ্রহীতা মুক্তিপণ বা ফিদয়া দিয়ে তাকে রক্ষা করে তাহলে সে এতে ইহসানকারী বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি বন্ধক গ্রহীতা তাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিয়ে নিবে। তার নিয়ে নেওয়ার পর বন্ধকগ্রহীতার প্রদত্ত ঋণ রহিত হয়ে যাবে এবং মুক্তিপণ উভয়ের উপর আধা আধি করে অপরিহার্য হবে। যদি বন্ধকী গোলামের মূল্য দুই হাজার হয় এবং ঋণের পরিমাণ হয় এক হাজার। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় বন্ধকী গোলাম পূর্ববৎ বন্ধকী গোলাম হিসাবেই বাকী থাকবে। বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি মুক্তিপণ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করাতে বন্ধকদাতা ব্যক্তি এর মুক্তিপণ আদায় করে দিলে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি গোলামকে নিয়ে নিতে পারবে এবং তা অর্ধেক ঋণের বিনিময়ে রাহন হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে বন্ধকদাতা ব্যক্তি ফিদ্য়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করাতে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি ফিদ্য়া দিলে এ অবস্থায় ঐ গোলাম পূর্ববৎ রাহন হিসাবে বাকী থাকবে এবং বন্ধকদাতা ব্যক্তির অংশের ব্যাপারে সে ইহসানকারী বলে গণ্য হবে। বন্ধকদাতা ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকার কারণে যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি ফিদ্য়া পরিশোধ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে সে বন্ধক দাতার নিকট থেকে অর্ধেক মুক্তিপণ (ফিদ্য়া) উসুল করে নিবে। তাঁর মতে এ ব্যক্তি ইহসানকারী বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সাহিবাইনের মতে এই ব্যক্তি নফল ইহ্সানকারী বলে গণ্য হবে। বন্ধকী মাল যদি কোন مثلی (যার সদৃশ্য জিনিস আছে এমন) বস্তু হয় এবং বন্ধকগ্রহীতা যদি ফিদ্য়া প্রদান না করে তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি কর্তৃক এ মাল ছাড় করানোর পর বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি আর তার নিকট থেকে এ মাল কোনভাবেই নিতে পারবে না (কাফী)।

৯. **মাসআলা ঃ** কোন গোলাম জিনায়াত করেছে। তারপর কাফির বাহিনী মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে ঐ গোলামকে কয়েদ করে দারুল হার্বে নিয়ে গেছে এবং সেখানে নিয়ে তাকে সংরক্ষণ করেছে। তারপর মুসলিম বাহিনী তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে ঐ গোলামকে আবার দারুল ইসলামে নিয়ে এসেছে। এমতাবস্থায় যদি পুরানা মালিক তাকে না নেয় বরং প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু ওলীয়ে জিনায়াত তাকে নিয়ে নিতে চায়, আর এ অবস্থা যদি বণ্টনের পরে হয়ে থাকে তাহলে সে একে নিতে পারবে না। কেননা এক্ষেত্রে ওলীয়ে জিনায়াতের একটি অধিকারের ব্যাপার মাত্র। এর দ্বারা কারো মালিকানা বাতিল করা জাইয হবে না (মুহীত)। কোন গোলামকে কাফির সৈন্যরা কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার পর যদি মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর জয়যুক্ত হয় এবং বণ্টনের পর ঐ গোলাম কোন মুসলমানের ভাগে পড়ে, এ অবস্থায় যদি পুরানা মালিক হাযির না থাকে এবং এই ব্যক্তি যদি উক্ত গোলমাকে আযাদ করে দেয় বা মুদাব্বার গোলাম বানিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে। আর যদি সে গোলাম না হয়ে দাসী হয় এবং ঐ ব্যক্তি তাকে কারো নিকট বিবাহ দিয়ে দেয় এবং ঐ স্বামী হতে সন্তানও জন্ম লাভ করে

তবে পুরানা মালিকের ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে তাকে ও তার সন্তানকে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু সে এ বিবাহ ফস্খ (ভঙ্গ) করতে পারবে না। উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি ভাগে ঐ দাসী পড়েছে সে যদি ঐ দাসীর উকর (যিনার বদলা) নিজে গ্রহণ করে অথবা ঐ দাসীর সাথে যিনায়াত করার পর যদি এর জরিমানা সে উসুল করে নেয় তবে পুরানা মালিক এসবের ব্যাপারে কোন দাবী করতে পারবে না (মাবসুত)। এক ব্যক্তির নিকট এক টুকরী উন্নত মানের খেজুর ছিল। তারপর কাফির সৈন্যরা মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে মুসলমানদের থেকে তা ছিনিয়ে দারুল হার্বে নিয়ে যায়। তারপর কোন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হার্বে গিয়ে তার থেকে ঐ এক টুকরী খেজুর দুই টুকরী নিম্ন মানের খেজুরের বিনিময়ে করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে। তারপর পুরানা মালিক এসে তা নিয়ে নিতে চাইলে সে তা নিতে পারবে না। যিয়াদাত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু আস্সিরাজুল কবীর গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সে ঐ খেজুর নিম্নমানের দুই টুকরী খেজুরের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। কেননা যে ব্যক্তি দুশমনের নিকট থেকে এই এক টুকরী খেজুর খরিদ করেছে সে সহীহ্ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিক হয়েছে। কারণ দারুল হারবে মুসলমান এবং কাফিরের লেনদেনে (সুদী হলেও) সুদ হয় না। সুতরাং খরিদ্দার যে বস্তুর বিনিময়ে এ খেজুর খরিদ করেছে সে বস্তুর বিনিময়ে পুরানা মালিকও এই খেজুর নিয়ে নিতে পারবে। যেমন দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করলে নিয়ে নিতে পারে। যিয়াদাত গ্রন্থে যে মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে এর যুক্তি হচ্ছে, যে ব্যক্তি দুশমন থেকে এ খেজুর খরিদ করেছে সে ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে এর মালিক হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাবস্থায় সুদকে হারাম করেছেন। আর ফাসিদ তরীকায় যে ব্যক্তি কোন কিছু খরিদ করে তার উপর قيمت ওয়াজিব হয়। এবং এ ক্ষেত্রে قيمت হল, مثل তথা অনুরূপ বস্তু প্রদান করা। আর অনুরূপ খেজুর প্রদান করে খেজুর খরিদ করাতে কোন ফায়দা নেই। যেহেতু এ লেনদেনে কোন ফায়দা নেই তাই এ লেনদেন বৈধ হতে পারে না। আমাদের মাযহাবের মুহাক্কিক মাশায়িখে কিরামের মতে সিয়ারে কাবীরে যে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে তা ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। কেননা তাঁর মতে দারুল হারবে অবস্থানকালে মুসলমান এবং হারবী যদি কোন সুদী লেনদেন করে তবে তাতেও সুদ সাব্যস্ত হবে।

উপরোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে যদি কোন মুসলমান নিম্নমানের এক টুকরী খেজুরের বিনিময়ে অনুরূপ পরিমাণ খেজুর খরিদ করে এবং এতদুভয়ের বিনিময়ে হাত-বহাত হয়, তারপর খরিদ্দার ব্যক্তি যদি ঐ খেজুর দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে সকল বর্ণনা অনুসারেই পুরানা মালিকের জন্য এ খেজুর নিয়ে নেওয়া জাইয হবে। যদি খরিদ্দার ব্যক্তি দুশমন থেকে এই এক টুকরী খেজুর মদ বা শূকরের বিনিময়ে খরিদ করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে বর্ণনা মতেই পুরানা মালিকের এই খেজুর গ্রহণ করা জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুশমন থেকে এ খেজুর খরিদ করছে সে যদি যিম্মী হয় তাহলে মদ বা শুকরের মূল্য পরিশোধ করে পুরানা মালিক এই খেজুর তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। যে ব্যক্তি দুশমন থেকে খেজুর খরিদ করেছে সে যদি অনুরূপ এক টুকরী খেজুরের বিনিময়ে এক টুকরী খেজুর খরিদ করে থাকে এবং তারপর সে যদি তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে কোন রিওয়ায়েত মতেই পুরানা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মালিকের জন্য এই খেজুর গ্রহণ করা জাইয হবে না। যদি এক টুকরী খেজুর অনুরূপ এক টুকরী খেজুরের বিনিময়ে বাকীতে ক্রয় করে থাকে এবং তারপর খরিদ্দার ব্যক্তি তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলেও পুরানা মালিকের জন্য এই খেজুর গ্রহণ করা জাইয হবে না।

১০. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান বায়তুল মালে এক হাজার দিরহাম নগদ জমা করেছে, এ দিরহামসমূহ যদি মুশরিক লোকেরা নিজ দেশে তথা দারুল হারবে নিয়ে যায়। তারপর যদি কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে সে দেশে গিয়ে ঐ দিরহামসমূহ গল্লা তথা শষ্যের বিনিময়ে খরিদ করতঃ দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে সকল বর্ণনা মতে পুরানা মালিক অনুরূপ পরিমাণ গল্লা তথা শষ্যের বিনিময়ে এ দিরহাম সমূহ নিয়ে নিতে পারবে। তবে এ গল্লা নগদ দিতে হবে। যদি মুসলিম ব্যক্তি এগুলোকে দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে পুরানা মালিক এগুলোকে অনুরূপ পরিমাণ দীনারের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। যদি মুসলিম ব্যক্তি কোন হারবীর কাছে এক হাজার টাকা মূল্যের শষ্য বিক্রি করে তারপর তারা তাকে মূল্য হিসাবে লুটে নেওয়া ঐ এক হাজার টাকা প্রদান করে, তারপর বিক্রেতা ঐ টাকা নিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে পুরানা মালিক ঐ পরিমাণ শষ্য পরিশোধ করে এই দিরহামসমূহ নিয়ে নিতে পারবে। কাফির শত্রুরা জোর করে কোন মুসলমানের এক টুকরী শষ্য নিয়ে গেল। তারপর কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হারবে গিয়ে একশ' টাকার বিনিময়ে এক টুকরী গম প্রদান করার উপর বাইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয় চুক্তি) করল এবং টাকাও দিয়ে দিল। তারপর নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাকে ঐ এক টুকরী গমই প্রদান করল যা তারা দারুল ইসলাম থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি ঐ গম হস্তগত করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে পুরানা মালিক একশ' টাকা পরিশোধ করে এ গম নিয়ে নিতে পারবে। হারবী লোকেরা মুসলমানদের এক টুকরী শষ্য (গম) নিয়ে গেছে। তারপর কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হার্‌ব গিয়ে তাদের কারো কাছে এক টুকরী গমের বিনিময়ে কোন একটি বস্তু বিক্রি করেছে। তারপর তারা তাকে বিনিময়ে ঐ এক টুকরী গমই প্রদান করেছে যে তারা মুসলামানদের থেকে লুট করে নিয়েছিল। এ অবস্থায় পণ্য বিক্রেতা মুসলমান যদি ঐ গম নিয়ে দারুল ইসলাম চলে আসে তাহলে পুরানা মালিক এ গম আর ফেরৎ নিতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি হার্‌বী লোকেরা দারুল ইসলাম থেকে মুসলমানদের এক টুকরী শষ্য লুটে নিয়ে যায়। তারপর কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হার্‌ব গমন করে এবং এক টুকরী গম তাদেরকে ধার হিসাবে প্রদান করে। তারপর ধার পরিশোধ করার সময় তারা তাকে ঐ গমই প্রদান করে যা তারা দারুল ইসলাম থেকে লুটে নিয়েছিল। এমতাবস্থায় ঋণদাতা ব্যক্তি যদি ঐ গম নিয়ে দারুল ইসলাম চলে আসে তাহলে পুরানা মালিকের জন্য এ মালামাল গ্রহণ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। চাই ধার দেওয়া গম লুটে নেওয়া গমের অনুরূপ হোক বা নিম্নমানের হোক বা এর থেকে উন্নত হোক (মুহীত)।

১১. মাসআলা ঃ শত্রুপক্ষীয় লোকেরা মুসলমানদের নিকট থেকে দশখানা কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর কোন মুসলমান নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হার্‌ব গেল এবং দশখানা কাপড়ের বিনিময়ে শত্রুদের কাছে কোন সামান নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তে বিক্রি করল। তারপর

মেয়াদান্তে তারা তাকে ঐ দশখানা কাপড়ই প্রদান করল যা তারা মুসলমানদের থেকে লুটে নিয়ে ছিল তাহলে প্রকৃত মালিক সামানের মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে এই কাপড় নিয়ে নিতে পারবে। যদি হার্‌বী কর্তৃক লুটে নেওয়া এক টুকরী গম দুই মুসলিম ব্যক্তি শত্রু থেকে খরিদ করে নেয় এবং তারা তা বণ্টনও করে নেয়, তারপর তাদের একজনে যদি তার অংশ নষ্ট করে ফেলে, তাহলে প্রকৃত মালিক এই অবশিষ্ট অর্ধাংশের সমপরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে তা নিয়ে নিতে পারবে। যদি উপরোক্ত মাসআলা প্রদত্ত বস্তু গম না হয়ে কাপড় হয় এবং প্রকৃত মালিক যদি এই অবশিষ্ট অর্ধেক কাপড় নিতে চায় তাহলে এক কাপড়ের চারভাগের এক ভাগ মূল্য এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া কাপড়ের অর্ধেক মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে সে এ কাপড় নিতে পারবে। হার্‌বী লোকেরা মুসলমানদের রৌপ্য নির্মিত কোন পান-পাত্র ছিনিয়ে নিয়ে গেল যার মূল্য এক হাজার দিরহাম এবং ওজন পাঁচশ' দিরহাম। তারপর কোন মুসলিম ব্যক্তি শত্রুদের থেকে ঐ পান-পাত্রটি এর ওজনের চেয়ে অধিক বা কম মূল্য দিয়ে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসল। এমতাবস্থায় পুরানা মালিক যদি এটি নিতে চায় তাহলে যথাসম্ভব বেশী বেশী মূল্য পরিশোধ করে সে তা নিয়ে নিতে পারবে। তবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা। অর্থাৎ পান-পাত্রটি রৌপ্যের হলে স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা এবং স্বর্ণের হলে রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে (কাফী)। যদি পান-পাত্রটি ঐ ব্যক্তি এর ওজনের সমপরিমাণ নগদ দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করে এবং তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে সকল বর্ণনা মতে পুরানা মালিক এই পরিমাণ দিরহাম প্রদান করে তা নিয়ে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ ব্যক্তি উক্ত পান-পাত্রটি এর ওজনের সমপরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে বাকীতে খরিদ করে এবং তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে এ মাসআলার হুকুম এবং পাত্রটির ওজনের চেয়ে অধিক বা কম মূল্য দিয়ে তা খরিদ করা মাসআলার হুকুম একই। যদি মুসলিম ব্যক্তি উক্ত পান-পাত্রটি হারবীদের থেকে শরাব বা শূকরের বিনিময়ে খরিদ করে তাহলে সকল বর্ণনা মতে পুরানা মালিক মূল্য পারিশোধ করে তা নিয়ে নিতে পারবে। তবে এ মূল্য হবে প্রদত্ত মূল্য হতে ভিন্ন জাতীয় (خلاف جنس)। আর যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি উক্ত পান-পাত্রটি শরাব বা শূকরের বিনিময়ে খরিদ করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে পুরানা মালিক শরাব বা শূকরের মূল্য পরিশোধ করে ঐ পান-পাত্রটি তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে।

১২. মাসআলা ঃ সিয়ারে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন গোলামকে মুশ্‌রিক লোকেরা বন্দী করে দারুল হার্‌বে নিয়ে যায়, তারপর কোন মুসলমান একহাজার দিরহাম ও এক বতল মদের বিনিময়ে তাকে খরিদ করতঃ দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে দেখতে হবে যে, যদি তার মূল্য এক হাজার দিরহাম বা এক হাজার দিরহাম থেকে কম হয় তাহলে পুরানা মালিক তাকে এক হাজার দিয়ে নিতে পারবে। আর যদি এক হাজার দিরহাম অপেক্ষা বেশী হয় তাহলে পুরা বাজার মূল্য। (قيمت) পরিশোধ করে তাকে নিতে পারবে। কিন্তু যে শরাব দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর কারণে হাজার দিরহামের মধ্যে কোনরূপ বেশ-কম করা যাবে না। যদি কোন মুসলামান ঐ ব্যক্তির নিকট হতে উক্ত গোলাম এক হাজার দিরহাম এবং মৃত জানোয়ার অথবা রক্তের বদলে খরিদ করে তবে পুরানা মালিক একে এক হাজার দিরহাম দিয়ে নিয়ে নিতে পারবে। রক্ত বা মৃত জানোয়ারের কারণে এক হাজারের উপর কিছুই বৃদ্ধি করা যাবে না। যদিও গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহামের অধিক হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৩. মাসআলা ঃ যদি যায়েদ আমরের কোন গোলাম গসব করে (জোর পূর্বক নিয়ে যায়); তারপর মুশ্‌রিক লোকেরা তাকে গাসিব (গসবকারী)-এর হাত থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে দারুল হারবে নিয়ে যায়। তারপর মুসলমানগণ দারুল হার্‌ব বিজয় করে (আরো বিভিন্ন জিনিসের সাথে) তাকেও গনীমতের মাল হিসাবে লাভ করে। এমতাবস্থায় গোলামের প্রকৃত মালিক আমর তাকে গনীমতের মধ্যে দেখতে পেল এবং তখনো পর্যন্ত গনীমতের মাল যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টিত হয়নি তাহলে গোলামের প্রকৃত মালিক আমর গোলামটিকে কোন মূল্য পরিশোধ করা ব্যতিরেকে এমনিই নিয়ে নিতে পারবে। এ অবস্থায় গসবকারী ব্যক্তির উপর কোন জরিমানা ওয়াজিব হবে না। আর যদি সে গোলামটিকে গনীমতের মাল বণ্টনের পর যোদ্ধাদের নিকটে দেখতে পায় তাহলে গোলামের মালিক আমরের ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে, যে যোদ্ধার ভাগেও এ গোলামটি পড়েছে তার থেকে যেদিন সে একে নিবে সেদিন এর যা বাজার মূল্য হবে সে মূল্য পরিশোধ করে একে সে নিয়ে নিবে। আর ইচ্ছা করলে তার থেকে গোলাম না নিয়ে গসবকারী ব্যক্তি যেদিন তার থেকে এ গোলাম গসব করেছে সেদিন এর যা মূল্য ছিল ঐ মূল্য গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে নিবে। বস্তুতঃ মালিক যদি গোলামের বাজার মূল্য পরিশোধ করে গণীমত প্রাপ্ত যোদ্ধার নিকট থেকে গোলাম সংগ্রহ করে তাহলে গোলাম গসব করা এবং গোলাম গ্রহণ (اخذ) করা এই দুই দিনে গোলামের যে মূল্য ছিল এই মূল্যের মধ্যে যেটা কম হবে এ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবে। যেমন গসবের দিন উক্ত গোলামের মূল্য (قيمت) ছিল এক হাজার দিরহাম এবং يوم الاخذ অর্থাৎ যোদ্ধার নিকট থেকে ঐ গোলাম গ্রহণ করার দিন এর মূল্য ছিল দুই হাজার দিরহাম। এ অবস্থায় পুরানা মালিক যদি দুই হাজার দিরহাম পরিশোধ করে যোদ্ধার নিকট হতে এই গোলাম নিয়ে নেয় তাহলে গসবের দিন এর যে মূল্য ছিল এ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে উসুল করে নিতে পারবে। আর তা হচ্ছে এক হাজার দিরহাম। আর যদি এমন হয় যে, গসব করার দিনে এর মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম, তারপর এর মূল্য কমে পাঁচশ' দিরহাম হয়ে গেল। এ অবস্থায় পুরানা মালিক যদি পাঁচশ' দিয়ে গোলামটিকে নিয়ে থাকে তাহলে সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে পাঁচশ' দিরহাম উসুল করতে পারবে। যদি مغصوب منه অর্থাৎ প্রকৃত মালিক মূল্য পরিশোধ করে এ গোলামকে নিয়ে নিতে চায় ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে যার ভাগে এ গোলাম পড়েছে তবেই কেবল উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর ইচ্ছা করলে সে গোলামটি কেনা নিয়ে গসবের দিন এর যা মূল্য ছিল সে মূল্য গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিয়ে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, গসবকারী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার পর তার হুকুম পুরানা মালিকের হুকুমের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ তখন গসবকারী ব্যক্তিই এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে। যদি গসবকারী ব্যক্তি গনীমতের মাল বণ্টনের আগেই গোলামটিকে যোদ্ধাদের হাতে পেয়ে যায় তাহলে সে এ গোলামটিকে কোনরূপ বিনিময় দেওয়া ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। আর যদি বণ্টনের পর পর তাহলে মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে সে একে নিয়ে নিতে পারবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪. মাসআলা ঃ যদি মুসলমান সৈন্যরা তাদের (হারবীদের) উপর বিজয়ী না হয় এবং একে গনীমত হিসাবে না পায়, বরং কোন মুসলমান দারুল হারবে আমান তথা নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে প্রবেশ করে তথা হতে তাকে ক্রয় করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে যদি পুরানা মালিক তখনও গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে এর ক্ষতিপূরণ (মূল্য) উসুল না করে থাকে। তখন مغصوب منه অর্থাৎ প্রকৃত মালিকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে গোলামটিকে ঐ মূল্যের (ثمن) বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে যে মূল্য দিয়ে খরিদ্দার তা ক্রয় করেছে সে চাইলে গোলামটি না নিয়ে গসবের দিন এর যে মূল্য ছিল ঐ মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ গসবকারী ব্যক্তির থেকে উসুল করে নিবে। দুশমন থেকে যে ব্যক্তি গোলাম খরিদ করেছে সে যে মূল্য দিয়ে তাকে খরিদ করেছে সে পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে যদি পুরানা মালিক এ গোলাম নিয়ে নেয় তাহলে সে গসবের দিনের মূল্য (قيمت) এবং يوم الاخذ অর্থাৎ মালিক কর্তৃক গোলামকে পুনঃগ্রহণের দিনের মূল্যে (ثمن) মধ্যে যেটি কম হবে এ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে উসূল করে নিতে পারবে। আর পুরানা মালিক যদি খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট থেকে গোলামকে গ্রহণ না করে বরং গসবকারী ব্যক্তির নিকট থেকে গোলামের মূল্য (قيمت) ক্ষতিপূরণ হিসাবে উসুল করে নেয় তাহলে এ গোলামের ব্যাপারে পুরানা মালিকের অপর কোন অধিকার থাকবে না। এ অবস্থায় গসবকারী ব্যক্তিই গোলামের মূল মালিকের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে খরিদ্দার ব্যক্তিকে মূল্য (ثمن) পরিশোধ করে গোলামকে তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তা বর্জনও করতে পারবে। যদি গসবকারী ব্যক্তি খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে গোলামকে নিয়ে নেয় অথবা সে যদি ঐ ব্যক্তির নিকট এর মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে যার ভাগে এ গোলাম পড়েছে, তারপর সে তার থেকে এ গোলামকে নিয়ে নেয়, এরপর গোলামের মালিক যদি গোলামের মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে এ গোলামকে নিয়ে নিতে চায় তাহলে সে তা করতে পারবে কিনা? এ সম্বন্ধে ফকীহ্‌গণ বলেন যে, এর দুই অবস্থা হতে পারে (১) যদি গোলামের মালিক গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে তার বক্তব্য অনুসারে قيمت উসুল করে যেমন পুরানা মালিক এবং গসবকারী ব্যক্তির মধ্যে গোলামের মূল্যের (قيمت) পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। গসবকারী ব্যক্তি বলল, গসবের দিন গোলামের মূল্য এক হাজার দিরহাম ছিল। আর গোলামের মালিক বলল, সেদিন এর মূল্য ছিল দুই হাজার দিরহাম। তারপর গোলামের মালিক তার দাবীর সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে দুই হাজার দিরহাম উসুল করে নিল। (অথবা কোন সাক্ষী ছিল না।) তাই গসবকারী ব্যক্তিকে বলা হল, সে যেন কসম করে বলে যে, তার দাবীর সপক্ষে কোন সাক্ষী নেই। তারপর গসবকারী ব্যক্তি এভাবে কসম করতে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করল। এ কারণে পুরানা মালিক তার থেকে দু' হাজার দিরহাম নিয়ে নিল অথবা তারা উভয়ে যদি এ ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা করে নেয় যে, এর মূল্য দু' হাজার দিরামই যেমন مغصب منه দাবী করছে তাহলে এই তিন অবস্থার কোন অবস্থায়ই مغصب منه তথা মালিকের এই ইখতিয়ার থাকবে না যে, সে ইচ্ছা করলে এর মূল্য পরিশোধ

করে গসবকারী থেকে একে নিয়ে নিবে বা তাকে তার কাছে রেখে দিবে। (২) যদি পুরানা মালিক গসবকারী ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে তার নিকট থেকে قيمت উসুল করে যেমন পুরানা মালিকের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, তাই সে গসবকারী ব্যক্তিকে কসম করার জন্য বলল, তারপর সে কসম করল। এরপর পুরানা মালিক তার নিকট থেকে এক হাজার দিরহাম নিয়ে নিল যেমন গসবকারী ব্যক্তি বলছে। এতে উক্ত গোলাম গসবকারী ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে এল। এহেন অবস্থায় পুরানা মালিকের ইখতিয়ার থাকবে ইচ্ছা করলে সে গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে যে মূল্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উসুল করেছে তা তাকে ফেরত দিয়ে তার থেকে ঐ গোলাম নিয়ে নিবে, আর ইচ্ছা করলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

১৫. মাসআলা ঃ আল কিতাব গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, গসবকারী ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে গোলামের মালিক যদি গোলামের মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে এরপর এ গোলাম যদি খরিদ্দার ব্যক্তির হাতে পাওয়া যায় অথবা ঐ ব্যক্তির হাতে পাওয়া যায় যার ভাগে সে পড়েছে, এ অবস্থায় গোলামের মূল্য যদি ঠিক তদ্রূপ দুই হাজার দিরহাম হয় যেমন গোলামের মালিক বলেছে, তাহলে পুরানা মালিকের ইখতিয়ার থাকবে। যদি গোলামরে মূল্য গসবকারী ব্যক্তির বক্তব্যের অনুরূপ হয় বা এর থেকে কম হয় তাহলে পুরানা মালিকের ইখতিয়ার থাকবে কি না, এ বিষয়টি ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, এক বর্ণনা মতে তার ইখতিয়ার থাকবে আর ভিন্ন বর্ণনা মতে তার ইখতিয়ার থাকবে না। উল্লেখ্য যে, যে যে অবস্থায় পুরানা মালিকের ইচ্ছা করলে গোলামের মূল্য (قيمت) উসুল করতে পারে, ইচ্ছা করলে গোলামকেও নিয়ে নিতে পারে বা ইচ্ছা করলে তা বর্জনও করতে পারে, এ জাতীয় ইখতিয়ারের ক্ষেত্রে গোলামের মালিক যদি বলে, আমি এখন যে মূল্য প্রাপ্ত হয়েছি তা তো রেখে দিচ্ছি, আর গোলাম যেদিন পাওয়া গেছে সেদিনের মূল্য পর্যন্ত পৌঁছতে আমার আরো যা বাকী আছে তা আমি গসবকারী ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ে নিব, তাহলে এরূপ করার ইখতিয়ার তার থাকবে না। তার জন্য বিধান হল, হয়তো সে মূল্য ফেরৎ দিয়ে গোলাম নিয়ে নিবে অথবা মূল্য রেখে গোলামের দাবী ছেড়ে দিবে (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ কোন মাল ইজারাগ্রহীতা, আরিয়ত গ্রহীতা বা আমানত গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট ছিল। তারপর হার্‌বী কাফির লোকেরা মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে এসব মালামাল দারুল হারবে নিয়ে গেল। তারপর আবার এ মালামাল দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হল। এ অবস্থায় ইজারাগ্রহীতা আরিয়ত গ্রহীতা বা আমানত গ্রহীতা ব্যক্তি এ মালের ব্যাপারে দাবী করে তা ফেরৎ নিতে পারবে কি না। এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণ বলেন, ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির জন্য মালের ব্যাপারে দাবী করা জাইয আছে। যদি সে গনীমতের মাল বণ্টনের আগেই স্বীয় প্রাপ্যের ব্যাপারে দাবী উত্থাপন করে তাহলে কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই সে এ মাল নিয়ে নিতে পারবে। আরিয়ত গ্রহীতা এবং আমানত গ্রহীতার হুকুমও ঠিক তাই। সুতরাং ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তি যখন ঐ গোলাম নিয়ে নিবে তখন এই গোলাম পুনরায় ইজারার গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। আর যতদিন পর্যন্ত যে বন্দী অবস্থায় ছিল ঐ সময়ের ইজারা (ভাড়া) ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে (আল বাহরুর রায়িক)।

১৭. মাসআলা ঃ "হারবী লোকেরা যে গোলামটিকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তা ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির নিকট ইজারা হিসাবে ছিল" এ বক্তব্যকে যদি মুসলিম মুজাহিদগণ অস্বীকার করে (প্রত্যাখ্যান করে) তাহলে ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা যে, এটি তার নিকটে ইজারা হিসাবে ছিল। তারপর ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক পেশকৃত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচারক কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় বিচারক ঐ মাল তার নিকট ফেরত দেওয়ার পর যদি ইজারাদাতা ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং ইজারা প্রদানের কথা অস্বীকার করে বলে যে, এ মাল তার নিকট আরিয়ত বা আমানত হিসাবে ছিল তাহলে গোলামের মালিকের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি গনীমতের মাল বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তি আসে এবং গোলামটিকে কারো কাছে দেখতে পায় তবে যার নিকটে এ গোলাম আছে তার সাথে বিবাদ (মকদ্দমা) করে এ গোলাম হস্তগত করা তার জন্য জাইয আছে। পক্ষান্তরে যে মুজাহিদ এ গোলাম প্রাপ্ত হয়েছে সে যদি এ কথা বলে যে, এই গোলাম তার নিকট ইজারা হিসাবে ছিল না এবং এ কথার প্রেক্ষিতে ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তি ইজারার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে তাহলে ইজারা সাব্যস্ত করণের ব্যাপারে তার সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইজারা সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে সে এক পক্ষ হতে পারবে, (এতে কোন অসুবিধা নেই।) তারপর ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে মূল্য (قيمت) পরিশোধ সে এ গোলাম নিয়ে নিতে পারবে। আর ইচ্ছা সে একে বর্জনও করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, যদি ইজারাগ্রহীতা ব্যক্তির স্থলে আরিয়ত গ্রহীতা বা আমানতগ্রহীতা ব্যক্তি হয় এবং সে গোলামটিকে বণ্টনের পর দেখতে পায় তাহলে সে ঐ ব্যক্তির প্রতিপক্ষ পারবে না যে গনীমতের অংশীদার হিসাবে এ গোলাম প্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই সে যদি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে হারবী কর্তৃক বন্দী লোকটি (যে এখন দারুল ইসলামে মুসলমান মুজাহিদদের কাছে আছে) তার কাছে আমানত বা আরিয়ত হিসাবে ছিল তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না এবং গনীমতের মাল বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর যে মুজাহিদ এ গোলাম প্রাপ্ত হয়েছে তার থেকে এ গোলামকে সে নিতেও পারবে না। বরং গনীমত বণ্টনের পর সে একজন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় হয়ে যাবে (মুহীত)। অবশ্য ওয়াসী (ওসীয়্যত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)-এর হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যদি কোন ইয়াতীম বালকের গোলামকে হার্‌বী লোকেরা কয়েদ করে নিয়ে যায় এবং তাকে কোন খরিদ্দার মূল্য দিয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসে, এদিকে গোলামের পুরানা মালিক কতেক ইয়াতীম বাচ্চা দুনিয়াতে রেখে মারা যায় এবং কাউকে তার ওসীয়্যত বাস্তবায়িত করার জন্য ওয়াসী নির্ধারণ করে যায় তাহলে ওয়াসীর ইখতিয়ার আছে, সে ইচ্ছা করলে ইয়াতীমের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ করে খরিদ্দার থেকে ঐ গোলামকে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু নিজের জন্য নিতে পারবে না। ফকীহ্‌গণ বলেন, এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি হার্‌বী থেকে খরিদ করার মূল্য (ثمن) এবং গোলামের বাজার মূল্য (قيمت) উভয়ই সমান হয় (মুহীত ঃ সারাখ্‌সী)।

১৮. মাসআলা ঃ মুনতাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন মুসলিম ব্যক্তির গোলামকে শত্রু (হারবী) লোকেরা কয়েদ করে দারুল হারবে নিয়ে গেছে। তারপর কোন মুসলমান (নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে) দারুল হারব গিয়ে তাদের থেকে তাকে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারপর সে স্বীয় رقبة (স্বত্ব)-এর বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে। এমতাবস্থায় যদি তার প্রথম মুনীব এসে উপস্থিত হয় তাহলে সে ইচ্ছা করলে খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট তার মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে তাকে তার থেকে নিয়ে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে সে যদি মোহর ছাড়াই কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তারপর ঐ মহিলার সাথে এ মর্মে আপোষ মীমাংসা হয় যে, মহিলার অবধারিত পাওনা মোহরের বিনিময়ে এই গোলামকেই তার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় মুনীবকে বলা হবে, হয়তো মহিলার মোহরে মিছিল পরিশোধ করে এ গোলামকে নিয়ে যাও অথবা গোলামের দাবী ছেড়ে দাও। কেউ খরিদ্দার ব্যক্তির উপর কোন কিছুর দাবী করল, কিন্তু দাবীটি কি তা বর্ণনা করল না। তারপর খরিদ্দার ব্যক্তি এই গোলামের বিনিময়ে ঐ দাবীকারী ব্যক্তির সাথে আপোষ মীমাংসা করল তাহলে পুরানা মুনীব গোলামের মূল্য পরিশোধ করে তার থেকে তাকে নিতে পারবে। যদি উভয়ের মধ্যে দাবীর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় তাহলে আপোষ মীমাংসাকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

১৯. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান গোলামকে শত্রু সৈন্যরা কয়েদ করে দারুল হারবে নিয়ে গেল এবং তাকে আবদ্ধ করে রাখল। তারপর সে তাদের থেকে ছুটে তাদের কিছু মালামালসহ পালিয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে। দারুল ইসলামে আসার পর তাকে কোন মুসলমান পাকড়াও করে; তারপর তার মুনীব আসে। এহেন অবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সে তাকে মূল্য (قيمت) পরিশোধ করে নিতে পারবে। আর গোলামের হাতে যে মাল আছে এ মালে পুরানা মালিকের কোন অধিকার থাকবে না। বরং এ মালের মালিক হবে ঐ ব্যক্তি যে তাকে পাকড়াও করেছে বা ধরে এনেছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর কিয়াস অনুসারে মুনীব তার গোলামকে মূল্য পরিশোধ করা ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। কেননা সে দারুল ইসলামে প্রবেশ করতেই مال فئ (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হয়ে গেছে। مال فئ এর ক্ষেত্রে বিনা হল, রাষ্ট্রপ্রধান তা গ্রহণ করে এর থেকে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করে বাকী চার-পঞ্চমাংশ মুসলমানদের বণ্টন করে দিবেন। উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) তাঁর অভিমত প্রত্যাহার করে বলেছেন, উক্ত গোলাম দারুল ইসলামে আসার পর যে ব্যক্তি তাকে ধরবে সে তারই গনীমত হিসাবে গণ্য হবে। যদি তার পুরানা মুনীব এ সময় উপস্থিত না হয় তবে তার থেকে এক-পঞ্চমাংশ এবং গোলামের লুটে আনা মাল এ সবের মালিক ঐ ব্যক্তি হবে যে তাকে প্রথমে পাকড়াও করেছে বা ধরেছে। এরপর যদি তার মুনীব আসে তাহলে সে বাজার মূল্যের বিনিময়ে তাকে নিতে পারবে। আর যদি এক-পঞ্চমাংশ বের করার আগেই মুনীব চলে আসে তাহলে বিনিময় ছাড়াই সে তাকে নিয়ে নিতে পারবে। মুসলমানের কোন গোলামকে হারবী লোকেরা কয়েদ করে নিয়ে গেছে। ইত্যবসরে তার মুনীব তাকে আযাদ করে দিয়েছে। তারপর মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে বহু মালামালের সাথে ঐ গোলামকেও নিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় কোন বিনিময় দেওয়া ছাড়াই মুনীব তাকে নিয়ে নিতে পারবে। আর ঐ আযাদকরণ বাতিল বলে পরিগণিত হবে। উল্লেখ্য যে, মুসলিম সৈন্যগণ তাকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার পর বণ্টনের আগে যদি তাকে তার মুনীব আযাদ করে তবে তা জাইয হবে।

২০. মাসআলা ঃ কোন হারবী ব্যক্তি আমান তথা নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করল। তারপর সে জনৈক মুসলমানের কিছু মালামাল চুরি করে তা সহ দারুল হারবে

চলে গেল। এরপর কোন মুসলমান দারুল হারব গিয়ে তার থেকে ঐ মাল ক্রয় করে তা দারুল ইসলামে নিয়ে আসলে মালিক তার থেকে সে মাল কোন বিনিময় ব্যতিরেকেই নিয়ে নিতে পারবে। কেননা দারুল ইসলাম থেকে মাল নিয়ে যাওয়ার পূর্বে এ মাল উক্ত হারবী ব্যক্তির নিকট জামানত হিসাবে ছিল। তাই এ মাল দারুল হারবে নিয়ে যাওয়ার পর তা সংরক্ষিত মাল হিসাবে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি ঐ হারবী ব্যক্তির নিকট নিজের মাল আমানত রাখে তারপর সে ঐ মাল দারুল হারবে নিয়ে যায় তাহলে সে এই মালের সংরক্ষণকারী বলে গণ্য হবে। এরপর যদি দারুল হারবের সব অধিবাসী মুসলমান বা যিম্মী হয়ে যায় অথবা শুধু ঐ ব্যক্তি মুসলমান বা যিম্মী হয়ে যায় তাহলে এই ব্যক্তিই উপরোক্ত মালের মালিক বলে গণ্য হবে। কেননা দারুল ইসলামে থাকা অবস্থায় সে এই মালের যামীন ছিল না। জনৈক হারবী আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসল। অথচ তখন তার সাথে এমন এক গোলামও ছিল যাকে সে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে বা চুরি করে) নিয়ে দারুল হারবে সংরক্ষণ করে নিয়েছিল। তারপর মুসলমানদের কোন একজনে তার থেকে ঐ গোলামটিকে ক্রয় করে নিল, তাহলে প্রকৃত মালিকের জন্য জাইয নেই খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট থেকে মূল্য (ثمن)-এর বিনিময়ে এই গোলামকে খরিদ করে নেওয়া।

২১. মাসআলা ঃ বিশর ইবনুল ওয়ালীদ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর ইমলা (املاء) গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন বন্দী দাসীকে কোন হারবী লোকের নিকট থেকে খরিদ করে অথবা কোন দাসী যদি গনীমতের মাল হিসাবে কোন মুসলিম ব্যক্তির বাগে পড়ে, এরপর ঐ দাসীকে তার পুরানা মালিক যদি আদালতের ফায়সালা অনুসারে নিয়ে নেয় তাহলে বন্দী হওয়ার আগে ঐ দাসী যদি কোন জিনায়াত (অপরাধ) করে থাকে বা কারো থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তবে তা তার উপরই বর্তাবে। উল্লেখ্য যে, পুরানা মালিক যদি ঐ দাসীর মধ্যে এমন কোন ত্রুটি (عيب)-এর সন্ধান পায় যা বিক্রেতার নিকটে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে তবে সে তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। আর যদি ঐ দাসীর মধ্যে এমন কোন খুঁত পাওয়া যায় ফলে তাকে ফেরত দেওয়া যায় না। তাহলে পুরানা মালিক এর ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিবে। কিন্তু দাসীকে ফেরত দিতে পারবে না। হারবী ব্যক্তির নিকট থেকে যে লোক এ দাসী খরিদ করে তার নিকট অথবা গনীমতের মাল হিসাবে এ দাসী যার ভাগে পড়েছে তার নিকট এক কথায় কারো নিকটই পুরানা মালিক অবস্থায় কোন কিছুরই দাবী করতে পারবে না। কিন্তু এই ত্রুটি এবং খুঁত যদি হারবী ব্যক্তির আয়ত্তে থাকা অবস্থায় অথবা ক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় অথবা গণীমত প্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে থাকা অবস্থায় সৃষ্টি হয় তাহলে এই ত্রুটির কারণে পুরানা মালিক তাকে ফেরত দিয়ে দিতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি পুরানা মালিকের হাতে যাওয়ার পর দাসী মারা যায় বা তার মধ্যে কোন খুঁত সৃষ্টি হয় তবে এ অবস্থায় সে (পুরানা মালিক) কোন প্রকার ক্ষতিপূরণই প্রাপ্ত হবে না। যদি পুরানা মালিক আদালতের ফায়সালা ছাড়া একে গ্রহণ করে থাকে তবে জিনায়াত এবং অপরাধের দায় দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে না। কিন্তু ঋণের দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। এমনিভাবে পূর্ববর্তী কোন ত্রুটির কারণে তাকে প্রথম বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যাবে না। অবশ্য পুরান ও নতুন ত্রুটির কারণে তাকে ঐ ব্যক্তির নিকট ফেরত দেওয়া যাবে যার নিকট থেকে পুরানা মালিক তাকে গ্রহণ করেছে। আর এ দাসী যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুরানা মালিকের হাতে আসার পর মারা যায় তবে মালিক ত্রুটিজনিত কারণে এর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবে যে ব্যক্তি মূল্যের বিনিময়ে এ দাসীপ্রাপ্ত হয়েছে তার নিকট থেকে যদি কেউ দাসীকে মালিকানার দাবী করে নিয়ে নিতে চায় তাহলে দেখতে হবে যে, সে বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এ দাসীকে নিয়েছিল কিনা? যদি বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে সে এ দাসীকে গ্রহণ করে থাকে তবে যার থেকে সে এই দাসীকে গ্রহণ করেছিল তার নিকটই সে একে ফেরৎ দিয়ে দিবে। তারপর মালিকানা দাবী কারী ব্যক্তি তাকে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে বাজার মূল্য (قيمت) মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিবে। আর যদি বিচারকের ফয়সালা ছাড়াই সে একে গ্রহণ করে থাকে তাহলে মালিকানার দাবীদার ব্যক্তি তাকে ঐ পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিবে যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করে এই লোক উক্ত দাসীকে গ্রহণ করেছিল। মালিকানার দাবীদার ব্যক্তি যদি ঐ দাসীর মধ্যে পুরান কোন ত্রুটি দেখতে পায় তাহলে উপরে বর্ণিত দুই অবস্থাতেই সে তাকে ঐ বিক্রেতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে যার থেকে সে একে খরিদ করেছে। উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি এ দাসীকে প্রথমে মূল্য দিয়ে গ্রহণ করেছিল সে ব্যক্তি যদি একে আযাদ করে দেয় অথবা ঐ দাসী যদি কোন সন্তান প্রসব করে, আর গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি তাকে বিচারকের ফয়সালা অনুসারে গ্রহণ করে থাকে তবে মালিক বের হয়ে আসার পর বিচারক তার আযাদ করার বিষয়টিকে বাতিল করে দিবে এবং কিয়াস অনুসারে শিশুটিকেও তার মায়ের ন্যায় গোলাম হিসাবে মূল মালিকের নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস মতে বাচ্চাটির মূল্য পরিশোধ করে প্রথম গ্রহণকারী ব্যক্তি একে নিজের কাছে রেখে দিবে।

২২. মাসআলা ঃ যদি হারবী লোকেরা দারুল ইসলাম থেকে দুই গোলামকে বন্দী করে দারুল হারবে নিয়ে যায় তারপর কোন ব্যক্তি তাদের উভয়কে একই মূল্য দ্বারা খরিদ করে তাহলে গোলামের মুনীব ইচ্ছা করলে তাদের কোন একজনকে হারাহারি মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিতে পারবে। ইব্‌ন সিমাআ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন এক ব্যক্তির গোলামকে হারবী মুশরিক লোকেরা ধরে নিয়ে গেল। তারপর মুনীব অপর কোন ব্যক্তিকে হুকুম করল, তুমি তাকে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে আমার জন্য খরিদ করে নাও। তারপর সে (আদিষ্ট ব্যক্তি) তাকে নিজের জন্য খরিদ করে নিল। তাহলে উক্ত গোলাম আদেশদাতা ব্যক্তির অর্থাৎ পুরানা মুনীবের বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে মুনীব যদি কোন ব্যক্তিকে হুকুম করে যে, তাকে আমার অনুকূলে হিবা করে দেওয়ার জন্য বল। এরপর সে ব্যক্তি তাকে তার অনুকূলে হিবা করার জন্য বলল, তাহলেও এ গোলাম পুরান মুনীবের বলেই গণ্য হবে। অনুরূপভাবে মুনীব যদি তাকে হুকুম করে যে, তুমি তাকে আমার জন্য হিবা করে দিতে বল। তারপর আদিষ্ট মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে তাদের থেকে শরাবের বিনিময়ে খরিদ করে নেয় তাহলেও এ গোলাম পুরান মুনীবের বলেই গণ্য হবে এবং হারবীদের পক্ষ হতে এটি তার জন্য হিবা বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

২৩. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির গোলামকে (হারবী লোকেরা) বন্দী করে দারুল ইসলাম থেকে দারুল হার্‌বে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে (উদ্ধার করে বা ক্রয় করে) পুনরায় দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসার সংবাদ মুনীব জানা সত্ত্বেও যদি এক মাস পর্যন্ত তার ব্যাপারে কোন দাবী উত্থাপন না করে তাহলেও তার হক বাতিল হবে না। পক্ষান্তরে

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এ বিলম্বের কারণে তার হক বাতিল হয়ে যাবে। খরিদকারী ব্যক্তি উক্ত গোলামকে দারুল হার্‌ব থেকে বের করে আনার পর যদি মুনীব ব্যক্তি মারা যায় তাহলে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে প্রকৃত মুনীবের ওয়ারিসদের জন্য অধিকার থাকবে যে, তারা তাকে খরিদ্দার ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কতেক ওয়ারিসের জন্য এ ইখতিয়ার থাকবে না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে ওয়ারিসদের জন্য এ ইখতিয়ার আদৌ থাকবে না। যদি হারবী ব্যক্তি কোন মুসলমানের মুসলমান গোলামকে কয়েদ করে দারুল হার্‌বে নিয়ে যায়, তারপর তাকে আযাদ করে দেওয়া হয় অথবা মুদাব্বার কিংবা মুকাতাব বানিয়ে দেওয়া হয় অথবা বন্দী যদি দাসের পরিবর্তে দাসী হয় এবং সেখানে যাওয়ার পর সে কোন সন্তান প্রসব করে, এরপর মুসলিম বাহিনী যদি তাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তারা সকলেই আযাদ বলে গণ্য হবে (ফাতওয়ায়ে কাযীখান)। ইব্‌ন সিমাআ (র) ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানের কোন গোলামকে শত্রুরা ধরে নেওয়ার পর যদি অপর কোন ব্যক্তি তাকে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে, তারপর যদি তারা আবারো তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং খরিদ্দার ব্যক্তির অনুকূলে তাকে হিবা করে দেয় তাহলে মুনীব তাকে হিবাকৃত ব্যক্তির নিকট থেকে বাজার মূল্য বা তাদের সাব্যস্তকৃত মূল্যের বিনিময়ে নিয়ে নিতে পারবে। বিশ্‌র (র) তৎপ্রণীত নাওয়াদির গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কোন গোলামকে গসব করে নেওয়ার পর শত্রু লোকেরা ঐ গোলামটিকে তার নিকট থেকে কয়েদ করে নিয়ে গেল। এহেন অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি ঐ গোলামকে তাদের থেকে খরিদ করে নেয় এবং গসবকারী যদি তাকে তার হাতে দেখতে পায় তাহলে মুনীব উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত সে এই গোলামের ব্যাপারে কোনরূপ দাবী করতে পারবে না। ইমলা গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি মুশরিক লোকেরা কোন নাবালিগের গোলামকে কয়েদ করে নিয়ে যায়, তারপর যদি মুসলিম বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে জয়যুক্ত হয় এবং ঐ গোলাম কোন গাযী (যে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছে) ব্যক্তির ভাগে পড়ে, এ অবস্থায় নাবালিগের পিতা যদি মূল্য দিয়ে তাকে গ্রহণ না করে এবং নাবালিগ বালিগ হয় তবে সে বালিগ হওয়ার পর তাকে নিয়ে নিতে পারবে (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যদি হারবী লোকেরা আমাদের আযাদ নর-নারী, মুদাব্বার, মুকাতাব গোলাম এবং উম্মে ওয়ালাদ দাসীদেরকে কয়েদ করে নিয়ে যায় তবে এসবের মধ্যে আমাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে তারা এর মালিক হবে না। পক্ষান্তরে আমরা যদি তাদের উপর জয়যুক্ত হয়ে এ সবের মালিক হই তাহলে আমরা এগুলোর মালিক হিসাবে গণ্য হবো (কাফী)। হার্‌বী ব্যক্তি কোন মুসলমানের মুদাব্বাব ও মুকাতাব গোলাম এবং উম্মে ওয়ালাদ দাসীকে কয়েদ করে নেওয়ার পর যদি মুসলিম বাহিনী তাদের সাথে যুদ্ধ করে জয়যুক্ত হয় এবং ঐ সব দাস-দাসীদেরকে গনীমতের মাল হিসাবে ছিনিয়ে আনে এবং এসব দাস-দাসী বণ্টনের পর কোন এক যোদ্ধার ভাগে পড়ে তাহলে পুরানা মুনীব বণ্টনের পরও তাদেরকে বিনা পয়সায় নিয়ে নিতে পারবে। এ অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য অপরিহার্য হবে বায়তুল মাল থেকে এই দাস-দাসীর সমপরিমাণ মূল্য ঐ গাযী যোদ্ধাকে দিয়ে দেওয়া (মাবসূত)। যদি হার্‌বীদের কয়েদ করে নেওয়া কোন দাস-দাসীকে অপর কোন ব্যক্তি খরিদ করে নেয় তাহলেও কোনরূপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিনিময় ছাড়াই মুনীব তাকে নিয়ে নিতে পারবে। যদি হার্‌বীদের কয়েদ করে নেওয়া লোকটি আযাদ মানুষ হয় তারপর কোন ব্যক্তি তাকে তাদের থেকে খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তবে সে ব্যক্তি আযাদ হিসাবেই বাকী থাকবে। তার উপর খরিদ্দার ব্যক্তির কোন আধিপত্য চলবে না। কিন্তু উক্ত আযাদ ব্যক্তি যদি নিজেই খরিদ্দার ব্যক্তিকে হারবীর সাথে এভাবে লেনদেন করার জন্য বলে তাহলে এ টাকা তার উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

২৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তির গোলাম পালিয়ে দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে চলে যায় এবং তারা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তারা এ গোলামের মালিক হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি গোলামের পরিবর্তে মুকাতাব বা মুদাব্বার অথবা উম্মে ওয়ালাদ কিংবা এমন গোলাম পালিয়ে যায় যে তার মূল্য আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা রত তাহলে কোন ইমামের মতেই হারবিগণ তাদের মালিক হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে পলায়নকারী গোলামের মধ্যে যেহেতু হারবীদের মালিকানা সাব্যস্ত হয় না তাই পুরানা মালিক তাদেরকে বিনিময় ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। চাই তাকে হিবা করা হোক বা খরিদ করে আনা হোক কিংবা গনীমতের মাল হিসাবে হাতে আসুক। এমনিভাবে চাই তা বণ্টনের আগে হোক বা পরে হোক। সব অবস্থায়ই মালিক তাকে বিনিময় ছাড়া নিয়ে নিতে পারবে। তবে বণ্টনের পরে হলে এ গোলাম যার ভাগে পড়েছিল বায়তুল মাল থেকে তাকে এর মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। আর পলায়নকারী এই গোলামের কোনরূপ ফিস প্রদান করাও মুনীবের উপর অপরিহার্য নয়। কোন গোলাম যদি পালিয়ে যায় এবং তার হাতে মুনীবের মালামাল থাকে তাহলে ফকীহ্‌গণ বলেন. এ অবস্থায় হারবী লোকেরা তার সত্ত্বার মালিক তো হবে না বটে কিন্তু তার হাতে যে মালামাল রয়েছে তারা এর মালিক হয়ে যাবে। যদি কোন উট পালিয়ে দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে চলে যায় এবং হারবী লোকেরা একে পাকড়াও করে রাখে তবে তারা এর মালিক হয়ে যাবে। যদি অপর কোন ব্যক্তি এই উটটি খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে উটের মালিক ইচ্ছা করলে একে মূল্য (ثمن) পরিশোধ করে নিয়ে নিতে পারবে। যদি কোন গোলাম পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘোড়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সামানসহ দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারব চলে যায় এবং হার্‌বী লোকেরা এই সবগুলোকে ধরে আটকিয়ে রাখে, তারপর অপর কোন ব্যক্তি এগুলো খরিদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে মুনীব গোলামটিকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ঘোড়া ও তৎসংশ্লিষ্ট সামান নিতে হলে মূল্য পরিশোধ করে নিতে হবে। এটি ইমাম আবূ হানীফা (র)–এর অভিমত (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২৬. মাসআলা ঃ যদি হারবী ব্যক্তির কোন গোলাম মুসলমান হয়ে দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসে অথবা যদি দারুল হারবের উপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সে আযাদ হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে হারবীদের কতিপয় গোলাম যদি মুসলিম বাহিনীর কাছে চলে আসে তাহলে তারাও আযাদ বলে গণ্য হবে (হিদায়া)। কোন হারবী লোক আমানসহ দারুল-ইসলামে এসেছে তারপর সে এখান থেকে একজন মুসলমান গোলামকে খরিদ করে দারুল হারব নিয়ে গেছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে আযাদ বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে সাহিবাইনের মতে সে আযাদ হিসাবে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। যদি উক্ত গোলাম যিম্মী হয় তাহলে এক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। যদি হারবী ব্যক্তির কোন গোলাম দারুল হারবে থাকা

অবস্থায় মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সকল ইমামের মতেই সে পূর্ববৎ গোলাম হিসাবেই বাকী থাকবে। যদি হারবী মালিক তাকে কোন মুসলমান বা অপর কোন হারবীর নিকট বিক্রি করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু সাহিবাইনের মতে আযাদ হবে না। যদি কোন হারবী ব্যক্তি দারুল হারবে থাকা অবস্থায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং সেখানে তার কিছু দাস-দাসীও থাকে, তারপর সে যদি সেখান থেকে দারুল ইসলামে চলে আসে এবং তার সাথে যদি তার এক দাসও মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে তাহলে সে তার গোলাম হিসাবেই বাকী থাকবে। এমনিভাবে গোলাম যদি কুফরী অবস্থায়ও তার সাথে চলে আসে তবুও সে তার গোলাম হিসাবেই বাকী থাকবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। হারবী লোকেরা মুসলমানদের থেকে যে মাল নিয়ে গেছে যদি সে মালের উপর তারা মুসলমান বা যিম্মী হয়ে থাকা বরণ করে নেয় তাহলে এ মাল তাদের বলেই গণ্য হবে। এতে মুসলমানদের কোন আধিপত্য চলবে না। এমনিভাবে কোন হারবী যদি দারুল হার্‌ব থেকে বের হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসে এবং তার সাথে ঐ মাল থেকে কিছু মাল থাকে তবে মুসলমানগণ এ মালের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না (মাবসূত)।

২৭. মাসআলা ঃ যদি মুসলিম বাহিনী হারবীদের কতেক লোককে তাদের ছাউনিতে বন্দী করে রাখে, কিন্তু এখনো বণ্টন করেনি এবং দারুল ইসলামে আনেনি, এমতাবস্থায় যদি তারা পালিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যায় অথবা যদি মুশরিক লোকেরা পুনরায় মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে তাদেরকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায় তারপর মুসলমানদের অপর কোন বাহিনী যদি এসব বন্দীদের উপর আবারো জয়যুক্ত হয় এবং তাদেরকে কয়েদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে যায়। এরপর তারা তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয় কিংবা এখনো বণ্টন করেনি, এমতাবস্থায় যদি (মুসলমানদের) উভয় দল তাদের ব্যাপারে বিচারকের নিকট ফায়সালা দাবী করে তাহলে শেষোক্ত দল বন্দীদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রথম দল তাদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেয় কিন্তু এখনো তাদেরকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসেনি, এমতাবস্থায় যদি বাকী মাসআলা পূর্বের ন্যায় হয়ে থাকে তাহলে প্রথম দল তাদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। যদি প্রথম দলের লোকেরা বন্দীদেরকে দ্বিতীয় দলের হাতে পায় এবং বণ্টনের আগেই পায় তাহলে তারা তাদেরকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। যদি বণ্টনের পর তারা তাদেরকে তাদের হাতে দেখতে পায় তাহলে প্রথম দলের লোকেরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে মূল্য পরিশোধ করে নিয়ে নিতে পারবে, যেমন অপরাপর মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যদি প্রথম দলের লোকেরা তাদেরকে দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে এবং নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেয়, এরপর তারা পালিয়ে যায় বা অন্য কোন উপায়ে তাদেরকে দারুল হারবে ফিরিয়ে আনা হয়, আর বাকী মাসআলা পূর্ববৎ থাকে তাহলেও প্রথম দলের লোকেরা তাদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তারা তাদেরকে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে কিন্তু এখনো তারা তাদেরকে নিজেদের মাঝে বণ্টন করেনি, এ অবস্থায় বন্দী লোকেরা যদি পালিয়ে দারুল হার্‌ব চলে যায় অথবা অন্য কোন উপায়ে তাদেরকে দারুল হার্‌ব নিয়ে আসা হয়, এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ থাকে আর দ্বিতীয় দল কর্তৃক বন্দীদেরকে বণ্টন করে নেওয়ার পর যদি প্রথম দলের লোকেরা হাযির হয় তাহলে দ্বিতীয় দলের লোকেরাই তাদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। মাসআলাটি যিয়াদাত গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয়েছে। দ্বিতীয় দল কর্তৃক বন্টনের আগেই যদি প্রথম দলের লোকেরা এসে হাযির হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দু' ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে প্রথম দল তাদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। আর অপর বর্ণনা মতে দ্বিতীয় দল অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। যদি প্রথম দলের লোকেরা তাদেরকে দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণ করে নেয়, কিন্তু এখনো বন্টন করেনি, এ অবস্থায় যদি মুশ্‌রিক লোকেরা মুসলমানদের উপর জয়যুক্ত হয়ে তাদেরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় কিন্তু এখনো দারুল হরবে নিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেনি, ইত্যবসরে মুসলমানদের অপর একটি বাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হয়ে বন্দীদেরকে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে দারুল ইসলামে নিয়ে আসে তাহলে তারা প্রথম দলের লোকদের নিকট বন্দীদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে। চাই তারা তাদেরকে বন্টন করে নিয়ে থাকুক বা বণ্টন না করে থাকুক। কিন্তু "আল কিতাব" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি দ্বিতীয় দলের মাঝে বন্টনকারী লোকটি এমন ইমাম হোন যার নিকটে মুশরিক লোকদের এভাবে করাটি تملك এবং احرار জন্যই হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় দলের লোকেরাই বন্দীদের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে (মুহীত)।

২৮. মাসআলা ঃ উল্লেখ্য যে, এক শর্ত সাপেক্ষে দারুল হার্‌ব দারুল ইসলামে পরিণত হয়ে থাকে। তা হল, ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন তথায় জারী হওয়া। ইমাম মুহাম্মদ (র) যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তিন শর্ত সাপেক্ষে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়ে থাকে। (১) তথায় প্রকাশ্যে কুফ্‌রী অনুশাসন জারী হওয়া এবং ইসলামী অনুশাসন জারী না থাকা। (২) সে দেশটি অপর কোন দারুল হারবের সাথে এমনভাবে মিলিত থাকা যে, এতদুভয়ের মাঝখানে কোন ইসলামী রাষ্ট্র নেই (৩) সে দেশে এমন কোন মুসলমান এবং যিম্মী না থাকা যারা কাফিরদের বিজয়ী হওয়ার পূর্বে আমান (নিরাপত্তা) প্রাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ মুসলমান আমানপ্রাপ্ত হয়েছিল ইসলামের কারণে এবং যিম্মী আমানপ্রাপ্ত হয়েছিল যিম্মী চুক্তির কারণে। উপরোক্ত মূলনীতির সূরতে মাসআলা তিনভাবে হতে পারে। (১) হারবী লোকদের কোন ইসলামী দেশের উপর বিজয়ী হয়ে যাওয়া (২) কোন শহরের লোকদের এ পরিমাণ মুরতাদ হয়ে যাওয়া যে, শহরবাসীর উপর তাদের বিজয়ী হয়ে সেখানে কুফরী অনুশাসন জারী করতে সক্ষম (৩) অথবা যিম্মী লোকদের চুক্তি ভঙ্গ করে ঐ দেশীয় লোকদের উপর জয়ী হয়ে যাওয়া। উপরোক্ত অবস্থাসমূহের কোন অবস্থাতেই কোন দেশ দারুল হারবে পরিণত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ তিন শর্তের বাস্তবায়ন হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, শুধুমাত্র এক শর্তের ভিত্তিতেই কোন দেশ দারুল হারবে পরিণত হয়ে থাকে। আর তা হল, তথায় কুফরী অনুশাসন জারী হওয়া। এটিই কিয়াসের দাবী তিন শর্ত পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে কোন দেশ দারুল হারবে পরিণত হওয়ার পর যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান সে দেশ জয় করে এবং পরে সেখানকার অধিবাসীরা সেখানে আসে এবং গনীমতের মাল বন্টনের আগে আসে তাহলে তারা তাদের মালামাল বিনিময় ছাড়াই নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু বন্টনের পর আসলে মূল্য পরিশোধ করে নিতে হবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কোন দেশ বিজিত হওয়ার পর সেখানকার উশরী জমি উশরী জমি হিসাবেই থাকবে এবং খারাজী ভূমি খারাজী ভূমি হিসাবেই বাকী থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্র প্রধান যদি পূর্বাহ্নেই সে দেশের উপর খারাজ আরোপ করে তাহলে ঐ দেশের ভূমি আর উশরী ভূমিতে পরিণত হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমানপ্রাপ্ত অবস্থায় অন্য দেশে গমন করার বিবরণ

[এ পরিচ্ছেদে তিনটি অনুচ্ছেদ রয়েছে]

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান আমানপ্রাপ্ত হয়ে দারুল হারবে গমন করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলমান ব্যবসায়ী আমান তথা নিরাপত্তা ভিসা নিয়ে দারুল হারব গমন করে তাহলে হারবীদের জান মালের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা তার উপর হারাম। কিন্তু হারবীদের বাদশাহ্ যদি তার মালে কোন গাদ্দারী করে যেমন তার মালামাল আত্মসাৎ করে নিয়ে গেল বা তাকে কয়েদ করে রাখল অথবা তার উপর অন্য কোন যুলুম করল কিন্তু বাদশাহ্ জেনে শুনেও বারণ করল না এবং এর কোন প্রতিকার করল না এমতাবস্থায় ঐ ব্যবসায়ীদের জন্য জাইয হবে তাদের জান-মালের ক্ষতিসাধন করা। যেমন বন্দী ব্যক্তি বা চোরের ন্যায় অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তির জন্য এ জাতীয় কাজ করা জাইয হয়ে থাকে। কাজেই এ অবস্থায় তার জন্য জাইয আছে। তাদের মালমাল নিয়ে আসা এবং তাদেরকে হত্যা করা। কিন্তু সেখানকার কোন মহিলার সাথে যৌনচারে লিপ্ত হওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কেননা বৈবাহিক মালিকানা (ملك نكاح) অর্জন করা ব্যতিরেকে কারো যৌনাঙ্গ ব্যবহার করা কারো জন্য বৈধ হয় না। আর দারুল ইসলামে এনে সংরক্ষণ না করা পর্যন্ত মালিকানা অর্জন হয় না। কাজেই হারবী মহিলাদের সাথে এ জাতীয় কুকর্মে লিপ্ত হওয়া জাইয হবে না। অবশ্য সে যদি নিজের স্ত্রী, উম্মে ওয়ালাদ বা মুদাব্বারা দাসীকে সেখানে পায় যাদেরকে হারবী লোকেরা কয়েদ করে নিয়ে গেছে এবং তাদের সাথে তারা সহবাসও করেনি। তাহলে তারা তার মালিকানায় বাকী থাকবে এবং সে তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে। কিন্তু যদি তারা তাদের সাথে সহবাস করে থাকে তবে তাদের ক্ষেত্রে সন্দেহ এসে গেল। কাজেই তাদের উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে এবং ইদ্দত অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সহবাস করা তার জন্য জাইয হবে না। উল্লেখ্য যে, যদি শুধু মামলূকা দাসীকে হারবীরা কয়েদ করে নিয়ে যায় এবং সে তাকে সেখানে পায় তাহলে তার সাথে সহবাস করা জাইয হবে না। যদিও হারবী লোকেরা তার সাথে সহবাস না করে থাকে। কেননা কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার পর হারবীরা তার মালিক হয়ে গেছে। এ কারণেই এ জাতীয় দাসীর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা এবং তার সাথে সহবাস করা জাইয হবে না। তবে এর জন্য শর্ত হল, যদি সে তাদের দেশে আমান নিয়ে গিয়ে থাকে এবং তারা সে আমান প্রত্যাহার না করে থাকে। অবশ্য নিজ স্ত্রী, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুদাব্বারা দাসীর সাথে সঙ্গম করা জাইয আছে (তাবয়ীন)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ আমান (নিরাপত্তা ভিসা) নিয়ে দারুল হার্‌ব গমনকারী মুসলিম ব্যবসায়ী নিজেই যদি বিশ্বাস ঘাতকতা করে এবং হারবীদের কোন মালামাল দারুল ইসলাম নিয়ে আসে তবে সে এর মালিক হবে বটে। কিন্তু হারাম পন্থায় মালিক হল। কাজেই এসব মালামাল সাদাকা করে দেওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেওয়া হবে। যদি এই মুসলমান ব্যবসায়ীর কাছে কোন হারবী বাকীতে মাল বিক্রি করে অথবা উক্ত ব্যবসায়ী যদি কোন হারবীর নিকট বাকীতে মাল বিক্রি করে অথবা ঐ ব্যবসায়ী এবং হারবী যদি পরস্পর একে অপরের মাল গসব বা আত্মসাৎ করে নেয়; তারপর উক্ত ব্যবসায়ী দারুল ইসলামে চলে আসে এবং উক্ত হারবীও আমান নিয়ে দারুল ইসলামে আসে অথবা এক হারবী অপর হারবীর নিকট বাকীতে মাল বিক্রি করে কিংবা তারা পরস্পর একে অপরের মাল গসব হবে না। যদি তারা উভয়ে বন্দী হয়; তারপর তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে অথবা একজন মুসলমান ব্যবসায়ী একজন মুসলমান বন্দীকে হত্যা করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য ভুলবশতঃ হত্যা করার অবস্থায় হত্যাকারীর উপর কাফ্‌ফরা আদায় করা ওয়াজিব হবে (কাফী)।

৩. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, মুসলিম ব্যবসায়ী কোরা (كراع) সিলাহ (سلاح) এবং বন্দী ছাড়া সবধরনের মালামাল (বিক্রয়ের জন্য) দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারবে নিয়ে যেতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, আমার মতে কোন কিছু না নেওয়াই উত্তম। ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী (র) সিয়ারে কবীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, কোরা (كراع) থেকে মুরাদ হল, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, উট এবং ভারবাহী গরু। আর সিলাহ (سلاح) থেকে মুরাদ হল, যুদ্ধের জন্য তৈরী এবং যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সববস্তু। চাই তা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহৃত হোক বা না হোক। হাতিয়ার জাতীয় সব কিছুই এর মধ্যে শামিল। চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক। অতএব, সুঁই এবং ছুতারের বেধন যন্ত্রও সেদেশে বহন করে নিয়ে যাওয়া সমানভাবে মাকরূহ। এমনিভাবে যে লোহা থেকে হাতিয়ার তৈরী হয় তা বহন করে তাদের দেশে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। এমনিভাবে রেশম ও রেশমের তুলা (যা থেকে এখনো কাপড় তৈরী করা হয়নি) বিক্রির জন্য দারুল হারবে নিয়ে যাওয়াও মাকরূহ। কিন্তু রেশমের মিহিন কাপড় নিয়ে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে পিতল কাঁসা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্য নিয়ে যাওয়াতেও কোন দোষ নেই। সীসাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এসব ধাতব দ্রব্য দ্বারা সচরাচর কোন অস্ত্র তৈরি করা হয় না। যদি এসব ধাতব দ্রব্য দ্বারা সচরাচর অস্ত্র তৈরি করা হয় তাহলে এগুলো বিক্রয়ের জন্য দারুল হারবে নিয়ে যাওয়া জাইয হবে না। শকুনী জীবিত বা যাবহ্‌কৃত অবস্থায় পাখ-পাখালীসহ দারুল হারব নিয়ে যাওয়া জাইয নেই। কেননা এর পাখার দ্বারা সাধারণতঃ তীরের ডাণ্ডা (যষ্টি) লাগানো হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি উকাব (عقاب)[১]-এর পাখাকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয় তবে একেও নিয়ে যাওয়া জাইয হবে না। অবশ্য শিকারের উদ্দেশ্যে সাথে নিয়ে যাওয়া জাইয আছে। বাজ ও সফ্‌র (صقر)[২] পাখির হুকুমও ঠিক তদ্রূপই।

১. উকাব (عقاب) এক প্রকার শিকারী পাখি।

২. সকর (صقر) শকুনী ও উকাব ছাড়া ভিন্ন ধরনের শিকারী পাখি।

৪. মাসআলা ঃ কোন মুসলমান আমান নিয়ে দারুল হারব ব্যবসা করার জন্য যেতে ইচ্ছা করে এবং তার সাথে ঘোড়া ও হাতিয়ার থাকে কিন্তু এগুলো তথায় বিক্রি করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে তাকে এগুলো সঙ্গে নিতে নিষেধ করা হবে না। তবে এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সে নিশ্চিত জানে যে, তারা এ সব মালামাল আত্মাসাৎ করার চেষ্টা করবে না। অন্যান্য জীব-জানোয়ারের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যবসায়ীর ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে, হয়তো সে এগুলো বিক্রয়ের জন্যই সেখানে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তাকে আল্লাহ্‌র নামে এ মর্মে কসম করাব যে, সে এগুলো বিক্রয়ের জন্য নিচ্ছে না এবং বিক্রয়ও করবে না। এগুলোকে যেভাবে নিচ্ছে ঠিক তদ্রূপভাবেই তা দারুল হার্‌ব থেকে নিয়ে আসবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যদি বিক্রি করতে হয় তা ভিন্ন কথা। যদি সে এভাবে কসম করে তবে তার উপর থেকে যাবতীয় অপবাদ ও সংশয় দূরীভূত হয়ে যাবে। অতএব, তাকে এসব মালামাল নিয়ে দারুল হারব যেতে দেওয়া হবে। যদি কসম করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে তাহলে এসব কিছু সাথে নিয়ে তাকে দারুল হার্‌ব যেতে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে কেউ যদি সমুদ্র পথে নৌযানে করে তাদের দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে যেতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।

৫. মাসআলা ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যবসায়ী একজন বা দু'জন গোলাম নিজের সাথে নিয়ে যেতে চায়- যারা তার খিদমত করবে তবে তাকে এ থেকে বারণ করা হবে না। কেননা বিদেশে প্রবাসে এর প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ের নিয়্যতে কেউ গোলাম নিতে চাইলে তাকে নিষেধ করা হবে। যদি কারো ব্যাপারে এরূপ যে, সে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে এ গোলাম নিচ্ছে না। যদি কোন যিম্মী আমান নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে দারুল হার্‌ব যেতে চায় তবে তার সঙ্গে অস্ত্র ও হাতিয়ার নিতে দিবে না। কিন্তু সে যদি সন্দেহমুক্ত থাকে এবং হারবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করার ব্যাপারেও প্রসিদ্ধ হয় তবে তার অবস্থা মুসলমানের অবস্থার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কাজেই সে যদি খচ্চর, গাধা, ভারবাহী গাড়ি এবং উটের উপর সওয়ার হয়ে ব্যবসা করার জন্য যেতে চায় তবে তাকে নিষেধ করা হবে না। কিন্তু এ অবস্থায়ও তাদের থেকে শপথ নেওয়া হবে যে, খচ্চর, নৌযান এবং গোলাম সাথে নিয়ে এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা তার উদ্দেশ্য নয়। অতএব এগুলো সে দারুল হার্‌ব থেকে দারুল ইসলামে অবশ্যই নিয়ে আসবে। অবশ্য কোন প্রয়োজনে যদি এগুলো বিক্রি করা হয় তবে সেটি স্বতন্ত্র কথা।

৬. মাসআলা ঃ আমানপ্রাপ্ত কোন হারবী যদি দারুল ইসলাম থেকে উপরোক্ত জিনিসসমূহ অর্থাৎ ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ দারুল হারবে যেতে চায় তবে তাকে এর থেকে বারণ করা হবে। কিন্তু উক্ত হারবী যদি কোন মুসলমান অথবা কোন যিম্মীকে নৌকা কিংবা সাওয়ারীর পশু সাওয়ারে জন্য ভাড়া দিয়ে থাকে এবং তা এখান থেকে নিয়ে যেতে চায় তাহলে এগুলো নিয়ে যেতে তাকে নিষেধ করা হবে না। যদি হারবী লোকদের অবস্থা এমন হয় যে, যখনই কোন ব্যবসায়ী তাদের নিকট এসব মালামাল নিয়ে যায় তখন তারা তাকে এসব নিয়ে দারুল ইসলামে আসতে দেয় না, বরং মূল্য দিয়ে তাকে বিদায় করে দেয়, এ অবস্থায় মুসলমান ও যিম্মী ব্যক্তিকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘোড়া, হাতিয়ার এবং গোলাম নিয়ে তাদের দেশে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু খচ্চর, গাধা,গরু এবং উট নিয়ে যেতে দেওয়া হবে। এমনিভাবে একটি নৌকা নিয়েও তাকে যেতে নিষেধ করা হবে না। যাতে সে আরোহণ করবে এবং নিজের সামান রাখবে। কিন্তু এর সাথে আরেকটি নৌকা তাকে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। উপরোক্ত মালামালসমূহ সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে প্রযোজ্য হবে। উক্ত অবস্থায় সে নিজের সাথে কোন মুসলমান বা কাফির খাদিমকে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি কোন হারবী আমান নিয়ে আমাদের দেশে কোরা(ঘোড়া, খচ্চর, গাধা) হাতিয়ার এবং গোলামসহ প্রবেশ করে তবে তাকে এগুলো নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে নিষেধ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি উক্ত হারবী ব্যক্তি তার আনীত মালামাল আমাদের দেশে দিরহাম তথা টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে এর দ্বারা নতুন করে কোরা, সিলাহ ও গোলাম খরিদ করে যা মানের দিক থেকে পূর্ববর্তীগুলোর অনুরূপ কিংবা সেগুলো থেকে উন্নত বা সেগুলো নিম্ন মানের তাহলে এসব মালামাল নিয়ে তাকে দারুল হারবে যেতে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে সে যা বিক্রি করেছে যদি হুবহু ঐ জিনিসই সে আবার ক্রয় করে অথবা ক্রেতাকে বলে যে, তুমি আমার সাথে اقالة بيع (পূর্বের ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাহার) কর; অতএব সে তা করে, চাই তা বিক্রিতমাল হস্তগত করার আগে হোক বা পরে হোক অথবা ক্রেতা যদি খিয়ারে রূয়াত কিংবা খিয়ারে শর্তের কারণে খরিদকৃত মাল ফেরত দিয়ে দেয় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় সে এসব মালামাল দারুল ইসলাম থেকে দারুল হারব নিয়ে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে হারবী ব্যক্তি যদি নিজের জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করে এবং সে ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল বরে দেওয়া হয় তবে-হারবী ব্যক্তি এসব মালামল নিজ দেশে নিয়ে যেতে পারবে (মুহীত)। যদি হারবী ব্যক্তি তরবারি নিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশ করে, তারপর এটি বিক্রি করে সে পয়সা দ্বারা ধনুক; বর্শা বা ঢাল খরিদ করে তবে তাকে এসব কিছু নিয়ে দারুল হারব যেতে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে যদি অন্য একটি উত্তম তরবারির সাথে এটিকে বদল করে তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি পরিবর্তিত তরবারিটি নিকৃষ্ট হয় তাহলে তা নিয়ে দারুল হারব যেতে তাকে নিষেধ করা হবে না (মাবসূত)।

৭. মাসআলা ঃ এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, কেউ যদি ভিন্ন জাতীয় হাতিয়ারের সাথে নিজের হাতিয়ার পরিবর্তন করে তবে এ জাতীয় হাতিয়ারসহ তাকে দারুল হরবে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হবে না। বরং তাকে এগুলো বিক্রি করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। চাই এ হাতিয়ার পূর্বেকার হাতিয়ারের তুলনায় উন্নত হোক বা নিম্ন মানের হোক। হারবী ব্যক্তি যে হাতিয়ার নিয়ে প্রবেশ করেছে সে জাতীয় হাতিয়ারের সাথেই যদি সে নিজের হাতিয়ার এওজ-বদল করে তাহলে উভয় হাতিয়ারের মান যদি এক রকমের হয় অথবা পরিবর্তিত হাতিয়ার যদি নিম্ন মানের হয় তাহলে এর হাতিয়ার দারুল হারবে নিয়ে যেতে তাকে নিষেধ করা হবে না। অবশ্য পরিবর্তিত মাল যদি তার পূর্বের মালের চেয়ে উন্নত মানের হয় তাহলে তাকে এজাতীয় জিনিস নিয়ে দারুল হারব যেতে দেওয়া হবে না।

যদি সে অনুরূপ বস্তুর সাথে এওজ-বদল করে তারপর اقالة بيع করে তবে সে এ মালামাল নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। আর যদি নিজের পূর্ববর্তী বস্তুর থেকে নিম্ন মানের বা উন্নতমানের বস্তুর সাথে এওজ-বদল করা, এরপর ক্রেতা বিক্রেতা নিজেদের বেচাকেনা প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে এই দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই তাকে এসব মালামাল নিয়ে দারুল ইসলাম তাকে দারুল হারব যেতে দেওয়া হবে না। উল্লেখ্য যে, কোরা (ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর) পরিবর্তনের বিষয়টি উপরোক্ত সমূদয় অবস্থাতে হাতিয়ার পরিবর্তনের মাসআলার অনুরূপ বলেই গণ্য হবে।

৮. মাসআলা ঃ যদি হারবী ব্যক্তি মাদী গাধাকে নর গাধার দ্বারা পরিবর্তন করে অথবা মাদী ঘোড়াকে নর ঘোড়ার দ্বারা পরিবর্তন করে তাহলে এসব নিয়ে দারুল হার্‌ব যাওয়া থেকে তাকে বারণ করা হবে। যদিও এর দাম পূর্বেরটির তুলনায় কম হয়। যদি হারবী ব্যক্তি মাদী খচ্চরকে নর খচ্চর দ্বারা পরিবর্তন করে এবং এই পরিবর্তিত খচ্চরটি চাই পূর্বেরটির অনুরূপ হোক বা নিম্ন মানের হোক কোন অবস্থাতেই তাকে এটি নিয়ে দারুল হার্‌ব যেতে নিষেধ করা হবে না। যদি সে ষাড়কে মাদী পশুর দ্বারা পরিবর্তন করে তবে তাকে তা নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। যদি তুর্কী ঘোড়াকে সাধারণ ঘোড়ার সাথে এওজ-বদল করা হয় অথবা সাধারণ ঘোড়াকে তুর্কী ঘোড়ার সাথে এওজ-বদলী করা হয় তাহলেও তাকে এ জাতীয় ঘোড়া নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। যদি হারবী ব্যক্তি নিজের মাদী ঘোড়াকে অপর মাদী ঘোড়ার সাথে পরিবর্তন করে- যা তার ঘোড়ার থেকেও দৌড়ে কম গতি সম্পন্ন, কিন্তু পরিবর্তিত ঘোড়াটি তার ঘোড়া থেকে অধিক শক্তিশালী এবং বংশ বিস্তারের দিক থেকেও অগ্রগামী। তাহলে তাকে এ জাতীয় ঘোড়াও নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। বরং তাকে বাধ্য করা হবে; এটি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে এ কথা জানা থাকে যে, সে যে ঘোড়াটি নিয়ে যাচ্ছে তা রেখে যাওয়া ঘোড়ার তুলনায় ফায়দা হাসিল করার দিক থেকে সমমানের বা নিম্ন মানের, তাহলে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু গোলাম এওজ-বদল করা হলে চাই তা ভিন্নজাতীয় গোলামের পরিবর্তে হোক বা সমজাতীয় গোলামের পরিবর্তে হোক বা নিম্ন মানের হোক বা উন্নত মানের হোক কোন অবস্থাতেই গোলাম নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। বরং তা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে।

৯. মাসআলা ঃ রোম দেশীয় দুই হারবী ব্যক্তি আমান নিয়ে আমাদের দেশে এসেছে। তাদের একজনের কাছে আছে গোলাম এবং অপর জনের কাছে যদি তাদের গোলাম ও হাতিয়ার পরস্পর এওজ-বদল করে অথবা তারা উভয়ে যদি একজনের সামান অপর জনের কাছে দিরহামের (টাকার) বিনিময়ে বিক্রি করে তাহলে তাদেরকে অর্জিত মালামাল নিয়ে দারুল হারব যেতে নিষেধ করা হবে না। যদি রূমীয় কোন হারবী ব্যক্তি আমান নিয়ে কোরা (ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর); সিলাহ (হাতিয়ার) বা গোলামসহ আমাদের দেশে আসে, তারপর সে এখন থেকে তাতার বা দায়লাম তথা মুসলমানদের শত্রু দেশে যদি ঐ সব মালামাল বিক্রি করতে চায় তবে তা করতে দেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে সে যদি এসব মালামাল নিয়ে এমন দারুল হারব যেতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

চায় যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তাহলেও তাকে সে দেশে যেতে দেওয়া হবে না। যদি এসব মালামাল এমন দেশে নিয়ে বিক্রি করতে চায় যারা মুসলমানদের নিকট যিম্মী তাহলে তাদেরকে এর থেকে বারণ করা হবে না। দু'জন হারবী আমান নিয়ে আমাদের দেশে এসেছে তাদের একজন রোমী এবং অপরজন হল তুর্কী। একজনের কাছে আছে গোলাম এবং অপরজনের কাছে আছে কোরা বা হাতিয়ার। তারপর তারা নিজেদের মালামাল পরস্পর এওজ-বদলী করল অথবা দিরহামের বিনিময়ে তাদের উভয়েই অপরের মাল খরিদ করে নিল তাহলে তাদের একজনকেও এসব মালামাল নিয়ে স্বদেশে যেতে দেওয়া হবে না। যদি তারা একই ধরনের বস্ত্র বা অস্ত্র পরস্পর পরিবর্তন করে তাহলে তারা তাদের অর্জিত হাতিয়ারসহ স্বদেশে ফিরে যেতে পারবে। যদি একটি অপরটি থেকে উত্তম হয় তাহলে যে ব্যক্তি নিম্ন মানের হাতিয়ারপ্রাপ্ত হয়েছে তাকে এ হাতিয়ারসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে দেওয়া হবে। কিন্তু যে উৎকৃষ্টটি পেয়েছে তাকে এটি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। বরং তাকে বাধ্য করা হবে এটি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। যেমন মুসলমান ও হারবী নিজেদের মালামাল এওজ-বদলী করলে এ জাতীয় হুকুম দেওয়া হয়ে থাকে। এমনিভাবে যদি উত্তম হাতিয়ার বিক্রিকারী ব্যক্তির নিকট ক্রেতা খিয়ারের রূয়ত, খিয়ারে শর্ত বা খিয়ারে আয়নের কারণে হাতিয়ার ফেরত দেয়, তবে এ অবস্থায়ও সে এ হাতিয়ার দারুল হার্‌ব নিয়ে যেতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি দুই ব্যক্তি দুই গোলামের মধ্যে এজও-বদল করে এবং গোলাম দু'টি যদি সমপর্যায়ের হয় অথবা যদি তাদের একজন অপর জনের তুলনায় উত্তম হয় তাহলে তাদের এ বিনিময় হিসাবে গণ্য হবে না। যে অবস্থায় গোলাম দু'জনের মধ্যে সমতা বিদ্যমান থাকবে সে অবস্থায় তাদের প্রাপ্ত গোলামকে নিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে বাধা দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাদের একজন অপরজনের তুলনায় উত্তম হয় তবে যে ব্যক্তি নিকৃষ্টজন প্রাপ্ত হয়েছে তাকে বাধা দেওয়া হবে না একে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু যে উত্তম জন পেয়েছে তাকে বাধা দেওয়া হবে। যদি দাসের সাথে দাসীর বিনিময় হয় তাহলে প্রাপ্ত দাস-দাসীকে নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার জন্য হারবীকে সুযোগ দেওয়া হবে না। কেননা লিঙ্গের ভিন্নতার বিষয়টি জাতের ভিন্নতার মতই (মুহীত)।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হারবী ব্যক্তির দারুল ইসলামে প্রবেশ করার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ যদি কোন হারবী ব্যক্তি আমান নিয়ে দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তবে তাকে এখানে বছরভর থাকতে দেওয়া যাবে না। যদি কেউ এরূপ থাকিতে চায় তাহলে তাকে ইমামুল মুসলিমীন তথা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান (বা তার নিয়োজিত প্রতিনিধি) তাকে জানিয়ে দিবেন যে, তুমি যদি পূর্ণ এক বছর থাক তবে আমি কিন্তু তোমার উপর কর আরোপ করে দিব। রাষ্ট্র প্রধানের এরূপ বলার পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে যদি স্বদেশে ফিরে যায় তবে তার উপর আর কিছু করার থাকবে না। যদি না যায় বরং এক বছর এখানেই অবস্থান করে তাহলে সে যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে এবং তার উপর জিয্‌য়া ধার্য হবে। আর যখন রাষ্ট্র প্রধান তার

ব্যাপারে এ ঘোষণা দিয়েছেন তখন থেকেই তার উপর জিয্‌য়া প্রদানের এ হুকুম আরোপিত হবে। ঐ সময় থেকে নয় যখন সে দারুল ইসলাম আগমন করেছে। রাষ্ট্রপ্রধান ভাল মনে করলে তার ক্ষেত্রে সময় কমিয়েও দিতে পারেন। যেমন একমাস বা দুই মাস। এর বেশী অবস্থান করলেই সে যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে যেহেতু যিম্মী হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে তাই এরপর থেকে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার উপর থেকে জিয্‌য়া উসুল করা হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি এরূপ এরূপ শর্ত ঘোষণা করেন যে, তুমি এক বছর অবস্থান করলে তোমার থেকে জিয্‌য়া উসুল করা হবে তাহলে একবছর পূর্ণ হওয়ার পরই তার থেকে জিয্‌য়া উসুল করা হবে (তাবয়ীন)। এরপর আর তাকে দারুল হার্‌ব ফিরে যেতে দেওয়া হবে না (কিফায়া)।

২. মাসআলা ঃ যদি কোন হারবী আমান নিয়ে দারুল ইসলাম আসে এবং এখানে এসে কোন খারাজী ভূমি খরিদ করে; তারপর যখনই তার উপর খারাজ আরোপিত হবে তখনই সে যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে। আর এখানে এসে সে যদি উশরী ভূমি খরিদ করে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতানুসারে এ ভূমি উশরীই থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার খরিদকৃত ভূমি খারাজী ভূমি হয়ে যাবে। কাজেই খারাজ ধার্য করার সময় হতে আগামী এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর তার থেকে খারাজ উসুল করা হবে এবং তার ক্ষেত্রে যিম্মীদের বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন তাকে দারুল হারব যেতে নিষেধ করা হবে এবং তার ও মুসলমানের মাঝে কিসাসের বিধান প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান তার শরাব ও শূকর নষ্ট করে দেয় তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যদি কেউ ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে তাহলে হত্যাকারীর উপর দিয়্যত (রক্তপণ) ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। যিম্মী ব্যক্তির গীবত করা হারাম যেমনিভাবে মুসলমানের গীবত করা হারাম। এখানে وضع الخراج (খারাজ আরোপ করার) দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার উপর খারাজ প্রদানের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া এবং যখনই এর সময় হবে তখনই তার থেকে তা উসুল করে নেওয়া। খারাজ উসুল করে নেওয়া। আর খারাজের কারণ (سبب) হল, জমি চাষাবাদ করা বা চাষাবাদের ক্ষমতা রাখা। যদিও সে চাষাবাদ না করে ভূমি এভাবে ফেলে রাখে তবুও খারাজের হুকুম বলবৎ থাকবে। তবে শর্ত হল, এ ভূমি তার মালিকানাধীন হতে হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৩. মাসআলা ঃ যাহিরী রিওয়ায়েতের বিধান অনুযায়ী কেবল জমি খরিদ করলেই কেউ যিম্মী হয় না। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, খারাজ ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই কেউ যদি খারাজী জমি বিক্রি করে ফেলে তাহলে শুধুমাত্র ঐ ভূমি খরিদ করার কারণেই কোন ব্যক্তি যিম্মী হিসাবে গণ্য হয় না। কেউ যদি খারাজী ভূমি ইজারায় নিয়ে তাতে তা চাষাবাদ করে ফসল ফলায় তাহলে এতে এস যিম্মী হবে না। জমি যদি এরূপ হয় যে, খারাজ নির্দিষ্ট নেই বরং ফসলের অংশ বণ্টনের উপর তা নির্ধারিত হয়[১] এবং কৃষক (مزارع) ব্যক্তি হারবীর বীজ দ্বারা তাতে

১. খারাজ দুই প্রকার (১) خراج موظف (নির্দিষ্ট খারাজ) (২) خراج مقاسمة (ঐ খারাজ যা নির্দিষ্ট নয় বরং ফসলের অংশ বণ্টনের উপর যা নির্ধারিত হয়) এখানে خراج مقاسمة এর কথা বলা হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কৃষিকাজ করে বা চাষাবাদ করে তারপর এ জমি থেকে যে ফসল উৎপাদিত হয় রাষ্ট্রপ্রধান যদি এর খারাজ উসূল করে নেয় এবং তার উপর খারাজের হুকুমজারী করে জমির মালিকের উপর নয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাকে যিম্মী ঘোষণা করবেন এবং মাথা পিছু হার অনুসারে তার উপর খারাজধার্য করবেন। আমানপ্রাপ্ত কোন হারবী যদি এমন জমি খরিদ করে যার খারাজ ফসলের অংশ বণ্টনের উপর নির্ধারিত হয় (خراج مقاسمة) তারপর সে যদি এই জমি কোন মুসলমানের কাছে ইজারা দেয় এবং রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি) ঐ জমির খারাজ ইজারা গ্রহণকারী উক্ত মুসলমানের নিকট হতে নিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, এ খারাজ ফসলের উপর সাব্যস্ত তাহলে ঐ আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে না। যদি আমানপ্রাপ্ত হারবী ব্যক্তি নিজ খরিদকৃত জমিতে নিজেই চাষাবাদ করে এবং জমিও খারাজী জমি হয়; তারপর জমিতে ফসল উদগত হয় কিন্তু পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ঐ বছর আর এ জামির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না। এবং উক্ত হারবী ব্যক্তিও যিম্মী হবে না। যদি আমানপ্রাপ্ত কোন হারবী জমির মালিক হয় এবং মালিক হওয়ার সময় হতে ছয় মাসের পূর্বেই ঐ জমির উপর খারাজ ওয়াজিব হয় তাহলে এ সময় হতেই সে যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে। এবং তার উপর خراج رأس (মাথা পিছু হার হিসাবে খারাজ) ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যে দিন হতে তার জমির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে, তারপর হতে এক বছর অতীত হওয়ার পর তার নিকট হতে ঐ খারাজ উসুল করা হবে। যদি কোন হারবী মহিলা আমান নিয়ে দারুল ইসলাম বা মুসলমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে যিম্মী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন কোন হারবী যদি আমান নিয়ে দারুল ইসলাম আসে, তারপর কোন যিম্মী মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে এ বিবাহের কারণে সে যিম্মী হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. **মাসআলা ঃ** যদি কোন আমানপ্রাপ্ত হারবী দারুল হারব ফিরে যায় এবং দারুল ইসলামে কোন মুসলমান বা যিম্মীর নিকট আমানত রেখে যায় কিংবা তাদের কাছে কোন পাওনা রেখে যায় তাহলে দারুল হার্‌ব ফিরার পর ঐ হারবী ব্যক্তির খুন হালাল হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে। কিন্তু তার যে মাল দারুল ইসলাম কোন মুসলমান বা যিম্মীর নিকট রয়ে গেছে তা পূর্ব অবস্থায়ই বাকী থাকবে। তা খরচ কর বা নিজের কাজে ব্যবহার করা হারাম বলে গণ্য হবে। তারপর ঐ হারবী যদি দারুল ইসলামে গ্রেফতার হয়ে আসে বা মুসলমানগণ যদি ঐ দারুল হারবের উপর বিজয় লাভ করে এবং যুদ্ধে ঐ হারবী যদি নিহত হয় তবে তার পাওনা ঋণ বাতিল হয়ে যাবে এবং তার রেখে আসা আমানত ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে গণ্য হবে। দারুল ইসলামে তার কোন বন্ধকী মাল থাকলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনার বিনিময়ে এ বন্ধকী মাল নিয়ে নিতে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ মাল বিক্রি করে দিয়ে এর মূল্য দ্বারা বন্ধকগ্রহীতার পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কিছু টাকা-পয়সা অতিরিক্ত থেকে যায় তাহলে তা বায়তুল মালে জমা করে দেওয়া হবে (তাবয়ীন)। যদি মুসলমানগণ ঐ দারুল হারবের উপর বিজয়ী না হয়; কিন্তু উক্ত হারবী নিহত হয়ে যায় তাহলে পাওনা মাল এবং আমানত তার ওয়ারিসগণ যাবে। যদি সে কতল (নিহত) না হয়ে স্বাভাবিকভাবে মারা যায় তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর আহলে হারবের যে

সকল মাল মুসলমানগণ বিনা যুদ্ধে অর্জন করে তা মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা যাবে। যেমন খারাজের মাল ব্যয় করা হয়ে থাকে। ফকীহ্‌গণ বলেন, এসব মালামাল ঐসব ভূমির অনুরূপ বলে গণ্য হবে যে ভূমি থেকে সেখানকার কাফির অধিবাসীদেরকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ সব মালামাল যিয্‌য়ার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, এসব মালামাল থেকে এক-পঞ্চমমাংশ বের করা হয় না (হিদায়া)।

৫. **মাসআলা ঃ** যদি কোন আমানপ্রাপ্ত ব্যক্তি দারুল ইসলাম এসে মাল রেখে মারা যায় এবং তার ওলী ওয়ারিসগণ থাকে দারুল হারবে তাহলে তার মাল ঐ ওয়ারিসদের জন্য রেখে দেওয়া হবে। তারপর যখন তারা দারুল ইসলামে আসবে তখন তারা তাদের নিজেদের ওয়ারিশ হওয়ার উপর সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার পর তারা তাদের মাল নিয়ে যাবে। যদি তারা যিম্মীদের কাউকে সাক্ষী বানায় তবে ইসতিহসানের দৃষ্টিতে তাও গ্রহণ যোগ্য হবে। সাক্ষিগণ যদি এরূপ বলে যে, উক্ত হার্‌বী ব্যক্তির তাদের ছাড়া কোন ওয়ারিস আছে বলে আমাদের জানা নেই তবে উক্ত হারবীর মাল তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। তবে তাদের থেকে কোন একজনকে কফীল নিয়োগ করা হবে- যাতে এই মালের নতুন কোন দাবীদার বের হয়ে আসলে সে (কাফীল) এ ব্যাপারে যামিন হতে পারে। যদি হারবীদের বাদশাহ উক্ত হারবীর ওয়ারিসদের ব্যাপারে কোন চিঠি লিখে পাঠায় তবে তা কবূল করা হবে না। যদিও এ কথা সুসাব্যস্ত হয় যে, এটি বাদশাহরই লেখা পত্র (ফাতহুল কাদীর)। কোন হারবী তার ব্যবসায়ী গোলামকে আমান নিয়ে দারুল ইসলাম পাঠিয়েছে। তারপর সে এখানে এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাহলে তাকে বিক্রি করে তার মূল্য ঐ হারবীকে দিয়ে দেওয়া হবে (মাবসূত)। কোন হারবী আমান নিয়ে দারুল ইসলাম এসেছে। অথচ দারুল হারবে তার স্ত্রী বালিগ-নাবালিগ সন্তানাদি এবং বহু মালামাল রয়েছে। এসব মালামালের কিছু মাল হারবীর কাছে, কিছু মাল যিম্মীর কাছে এবং কিছু মাল কোন মুসলমানের কাছে গচ্ছিত আছে। তারপর উক্ত হারবী দারুল হার্‌ব এসে মুসলমান হল এবং এখানে মুসলমান হিসাবেই রয়ে গেল। এরপর ঐ দারুল হার্‌বের উপর মুসলমানগণ জয় যুক্ত হল, এমতাবস্থায় তার সমস্ত কিছুই ফাই হিসাবে গণ্য হবে। এইভাবে যদি তার স্ত্রী গর্ভবতী হয় তবে তার পেটের বাচ্চাও ফাই হিসাবে গণ্য হবে (হিদায়া)। আর যদি উক্ত মাসআলায় ঐ ব্যক্তির কোন সন্তান কয়েদ হয়ে দারুল ইসলাম আসে এবং পিতার অনুকরণে সেও মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সেও ফাই বলেই ধর্তব্য হবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমান হওয়া গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নয় (তাবয়ীন)।

৬. **মাসআলা ঃ** যদি হারবী ব্যক্তি দারুল হার্‌ব থাকা কালেই মুসলমান হয়ে যায়, তারপর দারুল ইসলাম আসে, এরপর মুসলমান সৈন্যগণ ঐ দারুল হারবের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তার নাবালিগ সন্তানগণ যারা দারুল হার্‌ব আছে তারা পিতার অনুরকরণে সকলেই আযাদ মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। আর যেসব মালামাল সে কোন যিম্মী বা মুসলিম ব্যক্তির নিকট আমানত রেখেছে সেসব মালামাল তার মাল হিসাবেই গণ্য হবে। আর এ ছাড়া তার যত মালামাল আছে সমস্ত মালামাল ফাই হিসাবে গণ্য হবে (কাফী)। যদি কোন হার্‌বী দারুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হারবে মুসলমান হয়; তারপর কোন মুসলমান তাকে স্বেচ্ছায় বা ভুলে হত্যা করে ফেলে, অথচ সে দেশে তার মুসলমান ওয়ারিসও আছে তাহলে ভুলক্রমে হত্যা করার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর কেবলমাত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে (হিদায়া)।

৭. মাসআলা ঃ কেউ যদি ভুলে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে যার কোন ওলী নেই অথবা এমন কোন হারবীকে হত্যা করে যে আমান নিয়ে দারুল ইসলাম এসেছে; তারপর সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাহলে নিহত ব্যক্তির দিয়্যত (রক্তপণ) হত্যাকারী ব্যক্তির আকিলা (নিকটাত্মীয়র) উপর ওয়াজিব হবে– রাষ্ট্রপ্রধান তা উসুল করবেন। আর হত্যাকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেউ যদি এমন কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে যার কোন ওয়ারিস নেই অথবা এমন আমানপ্রাপ্ত হারবীকে হত্যা করে– যে ইসলাম গ্রহণ করেছে; কিন্তু তার সাথে তার কোন ওয়ারিস স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং تبعا তথা অনুকরণের পন্থায়ও মুসলমান হয়নি; যেমন সে স্বেচ্ছায় তার কোন নাবালিগ সন্তানকে নিয়েও দারুল ইসলাম আগমন করেনি। এ অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে–তিনি ইচ্ছা করলে হত্যাকারীকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারবেন। ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর নিকট থেকে নিহত ব্যক্তির জন্য সুলেহ সূত্রে দিয়্যত উসুল করতে পারবেন; কিন্তু জোরপূর্বক নয়। কিন্তু হত্যাকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দিতে চাইলে মাফ করতে পারবেন না। যদি নিহত ব্যক্তি لقيط (হারানোপ্রাপ্ত ব্যক্তি) হয় এবং তাকে ملتقط (যে প্রাপ্ত হয়েছে সে ব্যক্তি) বা অন্য কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে এ ক্ষেত্রে তার আকিলার উপর দিয়্যত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন নেই। আর এ দিয়্যত বায়তুল মালে জমা হবে। আর হত্যা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে; তিনি ইচ্ছা করলে তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে দিয়্যত প্রদানের উপর আপোষ মীমাংসাও করতে পারেন। এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত (ফাতহুল কাদীর)।

৮. মাসআলা ঃ কারো পরিচয় জানার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যে লোক যে দেশে বাস করছে সে ঐ দেশেরই অধিবাসী। এটাই স্পষ্ট কথা। তবে ভিন্ন কোন আলামত থাকলে তা বাসস্থানের চেয়েও মযবূত দলীল হিসাবে গণ্য হবে। আর এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলে তা বাসস্থান এবং আলামত অপেক্ষা মযবূত দলীলরূপে গণ্য হবে। মুসলমানদের কোন ক্ষুদ্র বাহিনী (سرية) যদি একদল লোককে বন্দী করে দারুল ইসলাম নিয়ে আসে, তারপর তারা বলে, তারা মুসলমান বা যিম্মী সম্প্রদায়ের লোক, তারা আমাদেরকে দারুল ইসলাম থেকেই ধরে এনেছে, অপরদিকে ঐ মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা এ কথা বলে যে, এর হারবী লোক। তাদেরকে আমরা দারুল হারব থেকেই ধরে এনেছি তাহলে বন্দীদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর বন্দীরা যদি বলে, তারা আমাদেরকে দারুল হারব থেকে ধরে এনেছে বটে, তবে আমরা মুসলিম সম্প্রদায় বা যিম্মী সম্প্রদায়। আমরা আমান নিয়ে ব্যবসা করার জন্য অথবা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম অথবা এ কথা বলে যে, আমরা হারবীদের হাতে বন্দী ছিলাম তবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং তারা বন্দীরূপে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে ইসলামের

কোন আলামত পাওয়া যায় যেমন তারা খতনাকৃত তাদের দাড়িতে খিযাব আছে, তাদের মোচ ছোট, তারা কুরআন পড়তে পারে ফিক্হের জ্ঞানও তাদের আছে, আর তারা মুসলমান বলেও নিজেদেরকে দাবী করে তবে তাদেরকে দাসত্ব ও বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে কোন দারুল হারবের উপর বিজয় লাভের পর যদি তথাকার বন্দীদের মধ্যে এ জাতীয় আলামত পাওয়া যায় তবে তাদের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি মুসলিম সৈন্যদের মধ্য হতে কেউ (সকলে নয়) তাদের ব্যাপারে এ জাতীয় সাক্ষ্য দেয় তাহলে এই কতিপয় সৈন্যের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের স্বার্থ জড়িত আছে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ী লোকেরা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে তারা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নয়। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কতিপয় সৈন্যের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। মূলতঃ মাসআলা বর্ণনার বিভিন্নতার কারণেই জবাবের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সিয়ারে কবীরের মাসআলা হল, বড় সেনাদলের ক্ষেত্রে। আর এ ক্ষেত্রে শিরকত হল ব্যাপক। কাজেই এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থ-সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন দুই ফকীরের সাক্ষ্য বায়তুল মালের অনুকূলে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। আর এখানে সূরতে মাসআলা হল, ছোট সেনাদলের ক্ষেত্রে। এখানে লোকদের শিরকত হচ্ছে খাস। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি যিম্মী লোকেরা ঐ বন্দীদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং বলে যে, তারা মুসলমান বা তারা যিম্মী তবে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটি হচ্ছে মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূলে প্রদত্ত সাক্ষ্য। আর মুসলমানদের প্রতিকূলে কাফিরদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না (কাফী)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ ঃ হারবী রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে মুসলিম সেনাপতির নিকট হাদিয়া প্রেরণের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, দুশমন রাজা কর্তৃক যদি মুসলিম সেনাপতি বা মুসলিম সৈন্যদের সাথে উপস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের নিকট কোন হাদিয়া প্রেরণ করা হয় তবে তা কবূল করাতে দোষের কিছু নেই। বরং হাদিয়ার এ মাল মুসলামানদের জন্য দায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) রূপে গণ্য হবে। এমনিভাবে দুশমন রাজা যদি কোন প্রভাবশালী মুসলিম নেতার নিকট হাদিয়া পাঠায় তবে এর হুকুমও অনুরূপ হবে। তবে দুশমন রাজা যদি এই হাদিয়া কোন এমন বড় ধরনের সৈন্যের নিকট পাঠায় যার বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই তবে তা ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিগত মাল হিসাবে গণ্য হবে। মুন্তাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন সেনাদল দারুল হারব প্রবেশ করে এবং হারবীদের কেউ সৈন্যদের কোন একজনের কাছে বা তাদের কোন কমান্ডারের কাছে হাদিয়া পাঠায় তবে এ হাদিয়া গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি এরূপ কোন ঘোষণা প্রদান করা হয়ে থাকে যে, যাকে যা হাদিয়া প্রদান করা হবে তা সেই পাবে তাহলে ঘোষণা মুতাবিকই হুকুম হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, খলীফা যদি তার কর্মকর্তাকে কোন কার্যোপলক্ষে কোথাও প্রেরণ করেন এবং তাকে তথায় কোন হাদিয়া প্রদান করা হয় তবে খলীফার জন্য উচিত, কর্মকর্তা থেকে ঐ মাল নিয়ে তা বায়তুল মালে জমা করে দেওয়া। যদি হাদিয়া দাতা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও নিজ খুশীতে তাকে হাদিয়া দিয়ে থাকে। আর যদি হাদিয়াদাতা ব্যক্তি মনের অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে হাদিয়া প্রদান করে তবে সম্ভব হলে খলীফার জন্য উচিত হবে উক্ত হাদিয়া হাদিয়াদাতার নিকট ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া। যদি সম্ভব না হয় তাহলে হাদিয়ার ঐ মাল বায়তুল মালে জমা করে দেওয়া হবে এবং ঐ মালের উপর এ মর্মে নোট লিখে দেওয়া হবে। আর এ মালের হুকুম হারানো প্রাপ্ত মালের অনুরূপ হবে। যদি কোন মুসলিম সৈন্য দারুল হার্‌ব প্রবেশ করে, তারপর মুসলিম সেনাপতি দুশমন রাজাকে কোন হাদিয়া দেয় তবে এতে দোষের কিছু নেই। তারপর যদি দুশমন বাদশাহও কিছু হাদিয়া পাঠায় তবে দেখতে হবে যে, দুশমন বাদশাহ যা পাঠিয়েছে এর মূল্য মুসলিম সেনাপতির পাঠানো হাদিয়ার মূল্যের সমান বা বেশী? যদি সমান হয় বা এমন বেশী হয় যা সচরাচর হয়ে থাকে তবে এ হাদিয়া সেনাপাতির ব্যক্তিগত হাদিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি দুশমন রাজার পাঠানো হাদিয়ার মূল্য মুসলিম সেনাপতির প্রেরিত হাদিয়া মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী হয় তাহলে সেনাপতির হাদিয়ার মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত অংশটুকু গনীমতের মাল হিসাবে গণ্য হবে। (সুতরাং এ অতিরিক্ত পরিমাণ পৃথক করে বাকী অংশ মুসলিম সেনাপতিকে দিয়ে দেওয়া হবে)। এমনিভাবে সীমান্তের দায়িত্বে নিয়োজিত সেনাকমান্ডার যদি দুশমন রাজাকে কিছু হাদিয়া দেয় এবং দুশমন রাজাও তাকে তার হাদিয়ার তুলনায় কয়েকগুন বেশী হাদিয়া প্রদান করে তবে মুসলিম কমান্ডারের দেওয়া হাদিয়া পরিমাণ মাল তাকে প্রদান করে বাকী মাল বায়তুল মালে জমা করে দেওয়া হবে। মুসলিম বাহিনী হারবীদের কোন দুর্গ বা শহর অবরোধ করে আছে এমতাবস্থায় তাদের সেনাপতি যদি হারবীদের নিকট কোন কিছু বিক্রি করে তবে দেখতে হবে যে যদি তাদের দেওয়া মূল্য এ মালে সাধারণ মূল্য হতে সামান্য বেশী হয় তবে সেনাপতিকে এ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি অনেক বেশী হয় তবে অতিরিক্ত অংশ বায়তুল মালে জমা হয়ে যাবে। আর বাকী অংশ সেনাপতি পাবে। এ অবস্থায় হারবীদের কাছে কোন কিছু বিক্রি করা কেমন, এ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, এ জাতীয় বেচাকেনা মাকরূহ। চাই তা যে কোন বস্তুই হোক না কেন? (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উশর ও খারাজের বিবরণ

১. মাসআলা ঃ জমি দুই প্রকার। (১) উশরী (২) খারাজী।[১] আরবের সব জমিই উশরী। আর তা হচ্ছে তিহামা, হিজায, মক্কা, ইয়ামান, তাইফ, আম্মান ও বাহরায়নের ভূমি। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, ও বাহরায়নের ভূমি। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, আরবের ভূমি উযাইব (عزيب) থেকে মক্কা, ইডেন থেকে ইয়ামানের সীমান্ত পিলার এবং সওয়াফে ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃত বিশাল এলাকার যে সব ভূমি অনারব নহরের পানি থেকে সিঞ্চন করা হবে তা খারাজী হিসাবে গণ্য হবে। লম্বালম্বিভাবে সাওয়াফে ইরাকের সীমানা হল, মুসেল থেকে আবাদান পর্যন্ত। আর আড়াআড়িভাবে এর সীমানা হল, হুলওয়ান প্রদেশের পাহাড়ের শেষ সীমা থেকে কাদিসিয়া প্রদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত যা আরবের উযায়ব এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া যত দেশ রয়েছে এ সবের মধ্যে যেসব দেশ জোরপূর্বক অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হবে এবং তথাকার অধিবাসীরা ইসলামও গ্রহণ করেনি, এহেন অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহলে ঐ দেশের ভূমি খারাজী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। যদি এসব ভূমি খারাজী পানিতে সিঞ্চন করা হয়। যে সব দেশ সুলেহ তথা পরস্পর আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিজিত হয় এবং সেখানকার অধিবাসীরা জিয্‌য়া প্রদানের বিষয়টি মেনে নেয় তবে ঐ দেশের ভূমিও খারাজী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কোন দেশ জিহাদের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ঐ দেশের ভূমিসমূহ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দেন তবে ঐ দেশের ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। কোন দেশ জিহাদের মাধ্যমে বিজীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান তাদের সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেওয়ার আগেই যদি তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তবে রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে এখানকার ভূমিসমূহ যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারবেন। তখন এ সব ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। আর ইচ্ছা করলে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহও করতে পারবেন না। অনুগ্রহ করার পর রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে, বিধান আরোপ করতে পারবেন, আবার ইচ্ছা করলে তাদের উপর খারাজও আরোপ করতে পারবেন যদি খারাজী পানি দ্বারা এ ভূমি সিঞ্চন করা হয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২. মাসআলা ঃ যে দেশের লোকেরা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে সে দেশের ভূমি উশরী ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে আরব দেশের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলমানগণ জিহাদ করে, শক্তি ব্যয় করে জয় করে, তখন তথাকার লোকজন মূর্তিপূজক ছিল। কিন্তু মুসলমানগণ ঐ দেশে জয় করার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। তারপর রাষ্ট্রপ্রধান যদি ঐ দেশের ভূমিসমূহ তাদের হাতেই রেখে দেন তবে এই ভূমিও উশরী বলে গণ্য হবে। এইভাবে অনারব দেশসমূহের কোন ভূখণ্ড যদি মুসলিম রাষ্টপ্রধান বল প্রয়োগ করে জিহাদের মাধ্যমে জয়

১. ভূমি হতে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল অর্থাৎ খারাজ উসুল করা হয় তবে একে খারাজী ভূমি বলে। আর কোন জমি থেকে জমির উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ উসুল করা হলে একে উশরী জমি বলা হয়।

করেন এবং তাদের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েন যে, তিনি তাদের জান-মালের প্রতি ইহ্সান করে তাদের ভূখণ্ড এবং জমা-জমি তাদের কাছে ছেড়ে দিয়ে তাদের উপর খারাজ ধার্য করবেন, নাকি এসব জমা-জমি যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে এর উপর উশর ধার্য করবেন, এহেন অবস্থায় তিনি বললেন, এসব জমা-জমিকে আমি উশরী ঘোষণা করলাম। তারপর তাঁর মতের পরিবর্তন ঘটল এবং তিনি তাদের জান-মালের প্রতি ইহ্সান করলেন তাহলে এসব ভূমি উশরী ভূমি হিসাবেই বাকী থাকবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) নাওয়াদির গ্রন্থে এবং ইমাম কারখী তদীয় গ্রন্থে অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। অনুরূপভাবে খারাজী জমি হতে খারাজী পানি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে যদি সে জমিতে উশরী পানি সিঞ্চন করা হয় তাহলে ঐ জমি উশরী ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে (মুহীত)।

৩. মাসআলা ঃ কেউ যদি অনাবাদী ভূমিকে আবাদ ও চাষের যোগ্য করে তবে ঐ জমি খারাজী জমির আওতাভুক্ত হলে তা খারাজী জমি হিসাবে গণ্য হবে। আর তা যদি উশরী জমির আওতাভুক্ত থাকে তাহলে ঐ জমি উশরী জমি হিসাবে গণ্য হবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি আবাদকারী ব্যক্তি মুসলমান হয়। পক্ষান্তরে যদি আবাদকারী ব্যক্তি যিম্মী হয় তাহলে উশরী জমির আওতাভুক্ত হলেও তা খারাজী জমি হিসাবেই গণ্য হবে। সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (اجماع) অনুসারে আমাদের মাযহাবে বসরার সমস্ত ভূমি উশরী (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

৪. মাসআলা ঃ খারাজ দুই প্রকার। (১) খারাজে মুকাসামা (خراج مقاسمة) (২) খারাজে ওয়াযীফা (خراج وظيفه)। খারাজে মুকাসাম বলা হয়, জমি হতে উৎপাদিত ফসলের এক অংশ বিশেষকে খারাজ হিসাবে ধার্য করে দেওয়া। যেমন পঞ্চমাংশ বা ষষ্টাংশ ইত্যাদি। আর খারাজে ওয়াযীফা বলা হয়, জমির মালিকের নির্দিষ্ট হারে কিছু কর অবধারিত করে দেওয়া। জমির ফসল যাই হোক না কেন। এই করের সম্পর্ক হবে জমি থেকে উপকৃত হওয়ার উপর সক্ষম হওয়া এবং বিষয়টি সম্ভাবনাময় হওয়া (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উল্লেখ্য যে, খারাজে মুকাসামার সম্পর্ক হল উৎপাদিত ফসলের সাথে, চাষাবাদ করতে সক্ষম হওয়ার উপর নয়। কাজেই চাষাবাদ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভূমি চাষাবাদ না করে তাহলে উশরী ভূমির ন্যায় এক্ষেত্রে জমির মালিকের উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না যহীরিয়্যা)। খারাজে ওয়াযীফা সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, যে সব খারাজী জমি চাষাবাদরে উপযুক্ত এর প্রতি এক جريب (৬০X৬০ হাত) ভূমিতে এক কাফীয (قفيز) ও এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। جريب الرطبة (তাজা খেজুরের বাগান ৬০+৬০ হাত) হলে তাতে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর جريب الكرم (আঙ্গুরের বাগান ৬০+৬ হাত) হলে তাতে দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে (মুহীত)। এছাড়া অপরাপর বস্তু যেমন জাফরান, তুলা বোস্তান ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামর্থ অনুসারে খারাজ ধার্য হবে। আর সামর্থের চূড়ান্ত পর্যায় হল, খারাজের পরিমাণ উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের সমপরিমাণ হওয়া। উল্লেখ্য যে, প্রাচীর ঘেরা এমন ভূমিকে বোস্তান বলা হয় যাতে খেজুর, আঙ্গুর এবং অন্যান্য বৃক্ষাদি এমনভাবে আছে যে, মধ্যবর্তী ভূমিতে চাষাবাদও করা

যায়। যদি বৃক্ষাদি এমন ঘন সন্নিবিষ্ট হয় যে, এর মধ্যবর্তী ভূমিতে চাষাবাদ করা যায় না, তবে একে প্রাচীর ঘেরা আঙ্গুর বাগান বলা যাবে (কাফী)।

৫. মাসআলা ঃ "জারীব (جريب) মুলকী হাতের মাপ অনুসারে ৬০×৬০ হাত। আমরা এখানে মুলকী হাত বলতে বুঝিয়েছি, এমন হাতের কথা যা সাত মুষ্টির দ্বারা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এ হাত সাধারণ হাতের তুলনায় অনেক বেশী।" উপরোক্ত বাক্যগুলো হচ্ছে, ইমাম খাসসাফ (র) প্রণীত কিতাবুল উশর ও খারাজের বক্তব্য। শায়খুল ইসলাম খাহার যাদা (র) বলেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, প্রকৃত পক্ষে জারীব(جريب) হচ্ছে ৬০×৬০ হাত। (এখানে তিনি মুলকী হাতের কথা বলেননি)। বস্তুতঃ এ কথা তিনি তাঁর দেশের জারীবের পরিমাপ অনুসারেই বলেছেন। এ পরিমাপ সমস্ত ভূমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া জরুরী নয়। বরং দেশের বিভিন্নতার কারণে পরিমাপের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা হয়ে থাকে। কাজেই যে দেশে যে মাপ প্রচলিত আছে সে দেশে সেটিই ধর্তব্য হবে। উপরে যে কাফীয (قفيز)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা সা (صاع) বুঝানো হল উদ্দেশ্য। এক সা' = ইরাকী রিতল অনুসারে ৮ রিতল। আর ৮ রিতল = ৪ সের। এটি ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) প্রথম কথা এটিই ছিল। উল্লেখ্য যে, এ কাফীয গম থেকে ধর্তব্য হবে। কিতাবুল উশর ও খারাজের এক জায়গায় এ কথাই বর্ণিত রয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত কিতাবের অপর স্থানে বর্ণিত রয়েছে যে, জমিতে যে ধরনের ফসল বপন করা হবে সে ফসলের ক্ষেত্রেই কাফীযের এ হিসাব ধর্তব্য হবে। আসলে এটিই সহীহ্ অভিমত। স্মর্তব্য যে, এই কাফীয মেপে দেওয়ার সময় আরো দুই মুষ্টি বেশী করে দিয়ে দিবে। এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে ফকীহদের একাধিক অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এর মর্ম হল, খাদ্যের স্তুপ থেকে কাফীয দ্বারা খাদ্য মেপে দেওয়ার সময় কয়াল কাফীযের দুই প্রান্তে হাত ছড়িয়ে ধরবে। তারপর যে পরিমাণ খাদ্যসহ উশর উসুলকারীর থলিতে রেখে দিবে। কোন কোন ফকীহ্ বলেছেন, কায়াল প্রথমে কাফীয দ্বারা খাদ্য মাপবে তারপর কাফীযের উপরিভাগে যে শষ্য রয়েছে এর উপর মৃদু হালকাভাবে হাত বুলাবে। তারপর এই এক কাফীয খাদ্য উশর উসুলকারীর থলিতে ঢেলে দিবে। এরপর খাদ্যের স্তুপ থেকে দুই মুঠ খাদ্য নিয়ে তাও পুনরায় উশর উসুলকারীর থলিতে ঢেলে দিবে।

৬. মাসআলা ঃ খারাজে ওয়াযীফার ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, এ জাতীয় খারাজ বছরে কেবল মাত্র একবারই ওয়াজিব হয়ে থাকে। চাই ঐ জমিতে চাষাবাদ একবার করা হোক বা বেশী করা হোক। খারাজে মুকাসামাও উশরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ বছরে যতবার চাষাবাদ করবে ততবারই উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ প্রদান করতে হবে। কেননা খারাজে মুকাসামা ও উশর উৎপন্ন ফসলের অংশ বিশেষের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই ফসল যতবার উৎপন্ন হবে খারাজে মুকাসামা এবং উশরও ততবারই ওয়াজিব হবে। উপরে আমরা যে পরিমাণের কথা উল্লেখ করেছি তা তখনই প্রযোজ্য হবে যদি ভূমি তা বহন করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ভূমি যদি তা বহন করতে সক্ষম না হয়, যেমন কোন বছর এর ফলন খুব কম হল, তাহলে বহন করতে পারে পরিমাণ এর খারাজ কমিয়ে দেওয়া হবে। হযরত উমর (রা) খারাজের যে ওয়াযীফা (وظيفة) নির্ধারণ করেছিলেন, ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা থেকে খারাজের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস করা জাইয আছে। এমনিভাবে জমিতে যদি আরো অতিরিক্ত পরিমাণ খারাজ বহন করার ক্ষমতা থাকে তবে হযরত উমর যে পরিমাণ খারাজ নির্ধারণ করেছেন তা থেকেও এর পরিমাণ বর্ধিত করা যাবে। যেমন কোন বছর এর ফলন বেশী হল। তবে যে সব ভূমিতে হযরত উমর (রা) কতৃক খারাজ নির্ধারণের বিষয়টি সাব্যস্ত আছে সে সব ভূমির ক্ষেত্রে ফলন বেশী হলেও খারাজ বাড়ানো যাবে না। এটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত (اجماع)। অনুরূপভাবে যে সব ভূমিতে উমর (রা) ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ হতে তাঁর অনুরূপ খারাজ নির্ধারণ করার বিষয়টি সাব্যস্ত আছে সে ক্ষেত্রেও খারাজ বাড়ানো যাবে না। এটিই সর্ববাদী সিদ্ধান্ত যদিও জমিতে অতিরিক্ত খারাজ বহন করার যোগ্যতা থাকে। এইভাবে যে রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উমরের অনুরূপ খারাজ ধার্য করেছেন তিনি নিজেও যদি পরবর্তীতে এর পরিমাণ বাড়াতে চান তাহলে তারও এই অধিকার থাকবে না। যদিও জমিতে এই অতিরিক্ত পরিমাণ খারাজ বহন করার যোগ্যতা থাকে। এমনিভাবে কোন রাষ্ট্রপ্রধান যদি নির্ধারিত ওয়াযীফাতে রদ বদল আনতে চান, যেমন প্রথমে খারাজে ওয়াযীফা হিসাবে দিরহাম সাব্যস্ত হয়েছিল, এখন তিনি এটিকে পরিবর্তন করে খারাজে মুকাসামা সাব্যস্ত করতে চাচ্ছেন, অথবা প্রথমে খারাজে মুকাসামা ছিল, পরে এটিকে দিরহামের দিকে পরিবর্তন করতে চাইলেন তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান এটি করতে পারবেন না। যদি নির্ধারিত ওয়াযীফা থেকে ওয়াযীফার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় বা ওয়াযীফার ধরন পরিবর্তন করে দেওয়া হয় এবং এ ব্যাপারে হুকুমও জারী করে দেওয়া হয় আর এ কাজ রাষ্ট্রপ্রধান নিজস্ব মতানুসারে করে থাকে, তারপর যদি অপর কোন ব্যক্তি তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনি যদি এর থেকে ভিন্নতর চিন্তা করেন তাহলে এক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমোক্ত কর্মকর্তা (রাষ্ট্রপ্রধান/গভর্নর) যদি তাদের সম্মতিতে এরূপ করে থাকেন তবে দ্বিতীয় জনও উক্ত হুকুম বহাল রাখবেন। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয়জন এ কাজ জন সাধারণের অসম্মতিতে করে থাকেন এবং ঐ দেশটিকে যদি জিহাদ করে জয় যুক্ত করা হয়, তারপর রাষ্ট্রপ্রধান যদি তাদের উপর ইহসান করে তাদের নিকটই ঐ দেশকে ছেড়ে দেন তবে দ্বিতীয় জনও প্রথমজনের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখবেন। মুসলমানরা তাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার পূর্বেই যদি আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে কোন দেশ জয়যুক্ত হয় এবং বাকী মাসআলা পূর্ববৎ হয় তাহলে দ্বিতীয় জন প্রথমজনের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দিবে। রাষ্ট্রপ্রধান ابتداء (প্রথম বারের মত) কোন ভূমির উপর খারাজ নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন এবং উমর (রা)-এর পরিমাণ থেকে পরিমাণ বাড়িয়ে নির্ধারণ করতে চাচ্ছেন তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর দুই রিওয়ায়েতের এক রিওয়ায়েত এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত অনুসারে তা জাইয আছে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ(র)-এর অপর রিওয়ায়েত এবং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত অনুসারে তা জাইয হবে না। এটিই সহীহ্ মতামত। খারাজে মুকাসামা নির্ধারণের বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধানের উপর ন্যস্ত থাকবে। তা সত্ত্বেও তিনি একে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের বেশী করতে পারবেন না। কেউ যদি খারাজী জমির মালিক হয় তবে তার থেকেও খারাজই গ্রহণ করা হবে। সে মুসলমান, কাফির, নাবালিগ, আযাদ, মুকাতাব, ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া গোলাম পুরুষ বা মহিলা যাই হোক না কেন তাতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না (মুহীত)।

৭. মাসআলা ঃ ওয়াক্‌ফকৃত ভূমিতেও উশর খারাজ ওয়জিব হয়ে থাকে। (ওয়াজীয ঃ আল কুরদুরী)। যে জমির উপর খারাজে ওয়াযীফা নির্ধারতি এ জাতীয় ভূমি কেউ যদি গসব করে নিয়ে যায় এবং গসবকারী ব্যক্তি যদি বিষয়টিকে অস্বীকার করে এবং ভূমি মালিকেরও স্বীয় মালিকানার ব্যাপারে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে, আর গসবকারী ব্যক্তিও এতে কোনরূপ চাষাবাদ কর্মসম্পাদন না করে তাহলে কারো উপরই খারাজ ওয়াজিব হবে না। যদি গসবকারী ব্যক্তি এতে চাষাবাদের কাজ করে থাকে এবং এ চাষাবাদে জমির কোন ক্ষতি না হয় তাহলে গসবকারী ব্যক্তির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। যদি গসবকারী ব্যক্তি গসবের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে অথবা ভূমি মালিকের নিকট যদি সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে এবং চাষাবাদের কারণে যদি জমির কোন ক্ষতি না হয় তাহলে খারাজ ভূমি মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। চাষাবাদ যদি ভূমির জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে খারাজ ভূমি মালিকের উপর ওয়াজিব হবে। চাই ক্ষতির পরিমাণ কম হোক বা বেশী হোক। এক্ষেত্রে যেন ভূমি মালিক লোকসানের ক্ষতি পূরণের বিনিময়ে গসবকারী ব্যক্তির নিকট এ ভূমিটি ইজারা প্রদান করেছে।

৮. মাসআলা ঃ বায়'উল ওয়াফা[১] (بيع الوفاء)-এর ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা ব্যক্তি মাল হস্তগত করে নেয় তাহলে সে গসবকারী ব্যক্তির পর্যায়ের বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় সে যদি তার খারাজী জমি (কারো নিকট) ইজারা দেয় বা আরিয়ত (হাওলাত) দেয় তাহলে খারাজ ওয়াজিব হবে ভূমি মালিকের উপর। যেমনিভাবে জমি যদি কাউকে বর্গাচাষের জন্য প্রদান করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হয়ে থাকে। কিন্তু ভূমি যদি প্রাচীর ঘেরা আঙ্গুর বাগান হয়, অথবা তাজা খেজুরের বাগান হয় বা ঘন সন্নিবিষ্ট খেজুরের বাগান হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। যদি উশরী জমি ইজারা দেওয়া হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে উশর ওয়াজিব হবে ভূমি মালিকের উপর। পক্ষান্তরে সাহিবাইন (র) বলেন, উশর ওয়াজিব হবে ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তির উপর। উশরী ভূমি আরিয়ত দেওয়ার পর আরিয়ত গ্রহীতা ব্যক্তি যদি তাতে চাষাবাদ করে তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। চাষাবাদের উপযুক্ত কোন ভূমি ইজারা বা আরিয়ত দেওয়ার পর ইজারা বা আরিয়ত গ্রহীতা ব্যক্তি যদি তাতে আঙ্গুরের চারাগাছ লাগায় বা তাজা খেজুরের গাছ লাগায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে খারাজ ওয়াজিব হবে ইজারা বা আরিয়ত গ্রহীতা ব্যক্তির উপর। উশরী ভূমি গসব করে নেওয়ার পর যদি তাতে চাষাবাদ করা হয় এবং এতে যদি জমির কোন ক্ষতি না হয় তাহলে ভূমি মালিকের উপর কোন উশর ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে যদি চাষাবাদের কারণে ভূমির ক্ষতি হয় তাহলে উশর ওয়াজিব হবে ভূমি মালিকের উপর। যেন সে ক্ষতিপূরণ উসুলের বিনিময়ে ঐ ভূমি তার নিকট ইজারা প্রদান করেছে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১. বায়উল ওয়াফা বলা হয়' বিক্রেতা-ক্রেতাকে এ কথা বলা যে, তুমি আমার নিকট যে ঋণ পাবে এর বিনিময়ে আমি এই মালটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, এই শর্তে যে, যখন আমি আমর পাওনা হস্তগত করব তখন তা আমার হয়ে যাবে (ফাতওয়ায়িদুল ফিক্‌হ)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯. মাসআলা ঃ কেউ যদি নিজের খারাজী ভূমি কারো নিকট বিক্রি করে এবং জমিতে কোন ফসলও না থাকে আর যদি বছরের এ পরিমাণ সময় বাকী থাকে যে সময়ের মধ্যে খরিদ্দার ব্যক্তি জমিতে ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম তাহলে সে জমিতে ফসল বপন করুক বা না করুক তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি বছরের মধ্যে সে পরিমাণ সময় বাকী না থাকে তাহলে বিক্রেতার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে শুধু গম ও যব চাষ করা বিষয়টি ধর্তব্য হবে, না কি যে কোন ধরনের ফসল ফলানোর বিষয়টি ধর্তব্য হবে, এমনিভাবে এক্ষেত্রে এ পরিমাণ সময় ধর্তব্য হবে, যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে ফসল ফলিয়ে তা কেটে বাড়ীতে তোলা যায়, নাকি এ পরিমাণ সময় ধর্তব্য হবে যে সময়ের মধ্যে ঐ জমিতে খারাজের দ্বিগুণ ফসল ফলানো সম্ভব হয়, এ সব বিষয়ে ফকীহ্দের মতভেদ রয়েছে এবং ফাতাওয়া হচ্ছে এই কথার উপর যে, যদি সে বছরের তিন মাস বাকী থাকে তবে ক্রেতার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি এ পরিমাণ সময় না থাকে তাহলে বিক্রেতার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে (আল ফাতাওয়াল কুবরা)। খারাজী ভূমি খরিদ করার পর যদি ক্রেতার হাতে এ পরিমাণ সময় না থাকে যে সময়ের মধ্যে সে ঐ ভূমি চাষাবাদ করে ফসল ফলাতে পারে, এমতাবস্থায় যদি রাষ্ট্রপ্রধান তার থেকে খারাজ উসুল করে নিয়ে যায় তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট থেকে তা উসুল করে নিতে পারবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ভূমি কোন এক কৃষকের হাতে ছিল, তারপর মালিক সে ভূমি তার থেকে নিয়ে নিল এবং সে মালিককে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান যদি ঐ কৃষক থেকে পূর্ণ বছরের খারাজ নিয়ে যায় তাহলে কৃষক প্রদত্ত খারাজের সমপরিমাণ অর্থ মালিকের নিকট থেকে ফেরত নিয়ে নিতে পারবে। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে ফেরত নিতে পারবে না। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত (ওয়াজীয-আল কুরদূরী)। কোন জমি যদি দুই ফসলী হয় এবং এর ফসল একবার হেমন্তকালে আরেক বসন্তকালে আসে, এক মৌসুমের ফসল বিক্রেতা নেয় এবং অপর মৌসুমের ফসল ক্রেতা নেয় অথবা দুই মৌসূমের মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা দুইজনের প্রত্যেকেই যদি ফসল ফলাতে সক্ষম হয় তাহলে খারাজ তাদের উভয়ের উপরই ওয়াজিব হবে। সদরুল ইসলাম "শরহু কিতাবিল 'উশররি ওয়াল খারাজ" গন্থে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (মুহীত)।

১০. মাসআলা ঃ এক ব্যক্তি খারাজী ভূমি কারো কাছে বিক্রয় করল। ক্রেতা আবার তা একমাস পর আরেক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিল। তারপর সেই ক্রেতা আবার তা অন্য জনের কাছে বিক্রি করে দিল। এভাবে পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল কিন্তু ঐ জমি কারো নিকটই তিন মাস থাকল না, তাহলে তাদের কারো উপরই খারাজ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু ফকীহ্গণ বলেন, এ ক্ষেত্রে সহীহ্ অভিমত হল, যদি শেষ ক্রেতার নিকট এই জমি তিন মাস থাকে তাহলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। খেতের ফসল এখনও পাকেনি এমন ফসল বিশিষ্ট খারাজী জমি কেউ যদি বিক্রি করে এবং ফসলসহ বিক্রি করে তাহলে সর্বাবস্থায় খরিদ্দার ব্যক্তির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি ফসলের বীজ শক্ত হয়ে থাকার কাছাকাছি সময়ে পৌঁছার পর তা বিক্রি করা হয় তবে ফকীহ্ আবুল লাইছ (র) বলেন, এই জমির হুকুম ঐ জমির অনুরূপ বলে গণ্য করা হবে যা ফসল শূন্য অবস্থায় বিক্রি করা হয়েছে, তবে কাটা ফসল ঐ

pdf By Syed Mostafa Sakib

জমির উপর রক্ষিত আছে। উক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি আদায়কারিগণ বছরের শেষে খারাজ উসুল করে নেয়। পক্ষান্তরে তারা যদি তড়া করে বছরের শুরুতেই খারাজ উসুল করে নেয় তবে তা যুল্ম বৈ কি? এ অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা কারো উপরই খারাজ ওয়াজিব হবে না। যদি কারো খারাজী জমিতে কোন জনপদ থাকে যাতে শুধু কিছু বাড়ি ঘর আছে, মালিক তা ভাড়ায় খাটায় বা এমনিই ফেলে রাখে, তাহলে ঐ জনপদ বাবদ তার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি মুসলিম অধ্যুষিত শহরে হুকুমত কর্তৃক চিহ্নিত কারো কোন বাড়ী থাকে এবং বাড়ির কিছু অংশকে সে বাগান বানিয়ে নেয় অথবা তাতে খেজুর গাছ রোপন করে আর এ অংশটিকে সে তার বাড়ি থেকে পৃথক করে দেয় তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা এই জমিও তার বাড়ির আওতাধীন এবং বাড়ির অংশ বিশেষ। যদি সে ব্যক্তি পুরা বাড়িটাকেই বাগান বানিয়ে নেয়; আর ঐ ভূমি যদি উশরী হয় তাহলে এর উপর উশর ওয়াজিব হবে। আর খারাজী হলে এর খারাজ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১১. মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি খারাজী ভূমি খরিদ করে তাতে বাড়ি ঘর তৈরি করে তবে এর উপর খারজ ওয়াজিব থাকবে। যদিও বর্তমানে ঐ জমিতে ফসল ফলানোর কোন অবস্থা আর বাকী নেই (মুহীত)। খারাজ ওয়াজিব ব্যক্তির নিকট থেকে খারাজ উসুল না করে রাষ্ট্রপ্রধান যদি খারাজের অর্থ তার নিকটই রেখে দেয় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে এরূপ করা তার জন্য জাইয আছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর অভিমতের উপরেই দেওয়া। তবে এর জন্য শর্ত হল, যদি জমির মালিক খারাজের অর্থ ভোগ করার উপযুক্ত হয়। বিচারক এবং ফকীহ্দের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বৈধতা প্রযোজ্য হবে। যে ব্যক্তির উপর খারাজ ওয়াজিব, এ জাতীয় ব্যক্তির নিকট রাষ্ট্রপ্রধান যদি খারাজ দাবী না করে তবে তার উপর ওয়াজিব হবে খারাজের অর্থ সাদাকা করে দেওয়া। কিন্তু যদি চাওয়ার পর সাদাকা করে তবে সে দায়িত্ব মুক্ত বলে গণ্য হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। খারাজ উসুলকারী ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রপ্রধানকে অবহিত করা ব্যতিরেকে নিজে নিজেই কৃষকের উপর থেকে খারাজকে বাদ দিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে যদি সে (কৃষক)লোক খারাজের مصرف (খাত) হয় (ওয়াজীয-আল কুরদূরী)।

১২. মাসআলা ঃ ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান যদি ভূমি মালিককে উশরের মালমাল দিয়ে দেয় তবে তা জায়েয হবে না। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান যদি ভূমি মালিকের নিকট থেকে উশর উসুল না করে তার কাছেই তা রেখে দেয় তবে দুই অবস্থা হতে পারে। (১) গাফলত তথা অলসতা ও অজ্ঞতাবশতঃ তা তরক করা, যেমন সে এই বিষয়টির কথা ভুলে গেছে। এ অবস্থায় উশর ওয়াজিব ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হবে এ পরিমাণ মাল ফকীর লোকদেরকে সাদাকা করে দেওয়া। (২) জানা সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করা। এরও আবার দুই অবস্থা হতে পারে। (ক) যার উপর উশর ওয়াজিব হয়তো সে ব্যক্তি বিত্তশালী হবে। (খ) অথবা গরীব মানুষ হবে। যদি সে বিত্তশালী ব্যক্তি হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এরূপ করা জাইয আছে। তবে রাষ্ট্রপ্রধান বায়তুলমালের খারাজের খাত থেকে এ পরিমাণ মাল নিয়ে তা বায়তুল মালের সাদাকার খাতে রেখে দিবে। আর সে লোক

যদি গরীব মানুষ হয় এবং উশর গ্রহণের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে তাহলে তার থেকে উশর গ্রহণ না করা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাইয আছে এবং এটি তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যেমন জাইয আছে এ জাতীয় ব্যক্তির থেকে 'উশর গ্রহণ করে পুনরায় তা তাকেই দিয়ে দেওয়া (যখীরা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) "জামে সগীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কারো নিকট যদি খারাজী জমি থাকে এবং সে যদি তা এমনিই (বেকার) ফেলে রাখে তাহলেও তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে (মুহীত)। উল্লেখ্য যে, খারাজে মুওয়ায্যাফের (خراج موظف) ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর খারাজে মুকাসামার (خراج مقاسمة)-এর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না (আস্ সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)।

১৩. মাসআলা ঃ ফকীহগণ বলেছেন, যে জমিতে উন্নতমান ও নিম্নমান দুই ধরনের ফসল ফলানো যায়, এ জাতীয় ভূমিতে কৃষক যদি বিনা ওজরে উন্নমানের ফসল না ফলিয়ে নিম্নমানের ফসলের চাষাবাদ করে তাহলে তাকে উন্নতমানের ফসলের খারাজ পরিশোধ করতে হবে। যেমন কারো যাফরান চাষের জমি ছিল, কিন্তু সে তাতে যাফরানের চাষ না করে অন্য কোন শষ্যের চাষ করল তাহলে তার উপর যাফরানের খারাজই ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কারো আঙ্গুরের বাগান ছিল সে ঐ বাগানে আঙ্গুরের চাষ বন্ধ করে সেখানে অন্য কোন শষ্যের চাষ করল তাহলে তার উপর আঙ্গুরের খারাজই ওয়াজিব হবে। এটি সকলেরই জানা কথা। তবে এ মর্মে ফাতাওয়া প্রদান করা যাবে না-যাতে যালিম লোকেরা মানুষের মালামাল গ্রাস করার ব্যাপারে লোভাতুর হয়ে না পড়ে (কাফী)। যাদের উপর খারাজ ওয়াজিব এ জাতীয় কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার থেকে পূর্ববৎ খারাজই আদায় করা হবে। মুসলিম ব্যক্তির জন্য জাইয আছে কোন যিম্মীর নিকট থেকে খারাজী ভূমি খরিদ করা। এমতাবস্থায় তার থেকে খারাজ গ্রহণ করা হবে (হিদায়া)।

১৪. মাসআলা ঃ জমি চাই 'উশরী হোক বা খারাজী হোক একই সাথে তাতে উশর এবং খারাজ উভয়টি একত্রে কখনো ওয়াজিব হবে না। কেউ যদি ব্যবসার জন্য উশরী বা খারাজী ভূমি খরিদ করে তবে উশরী ভূমির ক্ষেত্রে উশর এবং খারাজী ভূমির ক্ষেত্রে খারাজ ওয়াজিব হবে। ব্যবসায়ের পন্যের উপর যেরূপ যাকাত ওয়াজিব হয় এতে সেরূপ যাকাত ওয়াজিব হবে না (মুহীত)। যদি যিম্মী ব্যক্তি উশরী ভূমি খরিদ করে তবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম যুফার (র)-এর মতে তার থেকে খারাজই উসুল করা হবে (যাদ)। যে সম্প্রদায়ের লোকদের উপর খারাজ ওয়াজিব তারা যদি খারাজী ভূমি আবাদ করতে এবং ভাড়ায় খাটাতে অক্ষম হয়ে যায় এবং খারাজ আদায় করার মত কোন অর্থ সম্পদও তাদের কাছে না থাকে, এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য জাইয নেই, এই ভূমি তার থেকে নিয়ে তা অন্য কাউকে মালিকানা সূত্রে দিয়ে দেওয়া (যখীরা)। 'কিতাবুল উশর ওয়াল খারাজ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, যদি খারাজী ভূমির মালিক খারাজী জমি আবাদ করা থেকে অক্ষম হয়ে যায় এবং একে এমনিই ফেলে রাখে তাহলে 'রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে এই জমি তার থেকে নিয়ে এমন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করবে যে এর সার্বিক তত্ত্বধান করতে' সক্ষম এবং এর খারাজ আদায় করতেও সক্ষম। ইমাম শামসুল আইম্মা

হালওয়ায়ী (র) বলেন, এ মাসআলার সহীহ্ সমাধান হল, রাষ্ট্রপ্রধান এ জাতীয় ভূমি ইজারা দিয়ে এর বিনিময়ে যা হাসিল হবে এর থেকে খারাজ পরিমাণ অর্থ নিয়ে বাকী অর্থ সম্পদ-ভূমি মালিকের জন্য রেখে দিবে। যিয়াদাত গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইজারা দেওয়ার মত কোন লোক না পেলে এ জাতীয় ভূমি সচরাচর যে নিয়মে বর্গা দেওয়া হয় সে নিয়মে যথা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের ভিত্তিতে জমি বর্গা দিবে। তারপর ভূমি মালিকের অংশ থেকে খারাজ উসুল করে বাকী অংশ তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি বর্গা নেওয়ার মতও কোন মানুষ না পাওয়া যায় তাহলে এই ভূমি ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে যে এর তত্ত্বাবধান করবে এবং এর খারাজ আদায় করবে। এ পদ্ধতিটি দুই প্রক্রিয়ার কোন এক প্রক্রিয়ায় সহীহ্ ও বৈধ হতে পারে। যাকে জমিটি দেওয়া হবে (১) হয়তো সে চাষাবাদ করা ও খারাজ প্রদান করার ব্যাপারে মূল মালিকের স্থলাভিষিক্ত হবে। (২) অথবা দেয় খারাজের বিনিময়ে এটি তার নিকট ইজারা হবে। অর্থাৎ তার থেকে যা উসূল করা হবে তা রাষ্ট্র প্রধানের ক্ষেত্রে খারাজ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার ক্ষেত্রে ইহা জমির ভাড়া হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) আরো বলেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান যদি এমন মানুষও খুঁজে না পান তাহলে এই জমি বিক্রি করে এর মূল্য থেকে খারাজ পরিমাণ অর্থ নিয়ে বাকী টাকা পয়সা ভূমি মালিকের জন্য রেখে দিবেন। ফকীহ্দের কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে খারাজী ভূমি বিক্রি করে দেওয়া সম্পর্কে যে মাসআলা উদ্বৃত করা হয়েছে তা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এ জাতীয় ভূমি বিক্রি না করা বাঞ্ছনীয়। কেননা জমি বিক্রি করা প্রকৃতপক্ষে তার উপর নিষেধাজ্ঞা (حجر) আরোপ করার শামিল। অথচ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আযাদ কোন ব্যক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জাইয নেই। কেউ কেউ বলেন, এটি সমস্ত ইমামেরই অভিমত এবং এটিই বিশুদ্ধতম কথা। কেননা ইমাম আবূ হানীফা (র) আযাদ ব্যক্তির উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাকে বৈধ জানেন যদি এর কল্যাণ ও লাভালাভ সকলের জন্য আবর্তিত হয়।

১৫. মাসআলা ঃ কোন কোন কিতাবে এ মাসআলার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, উপরোক্ত অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান গরু এবং কৃষি যন্ত্রপাতি খরিদ করে চাষাবাদ করার জন্য এগুলো কোন মানুষকে প্রদান করবে। তারপর ফসল কাটার পর খারাজের মাল এবং যে পরিমাণ টাকা-পয়সা এতে ব্যয় হয়েছে তা উসুল করে নিয়ে বাকী মালামাল ভূমি মালিকের জন্য রেখে দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, রাষ্ট্রপ্রধান ভূমি মালিককে এই পরিমাণ অর্থ বায়তুল মাল থেকে ঋণ দিবে যাতে সে এর দ্বারা গরু ও কৃষি যন্ত্রপাতি খরিদ করতে পারে। তারপর কোন নির্ভরযোগ্য আমানতদার ব্যক্তিকে ডেকে এনে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে নিবে যে, অমুক ব্যক্তি এটি চাষাবাদ করে আবাদ করবে। তারপর যখন ফসল কাটবে তখন খারাজের পরিমাণ মালামাল উসুল করে নিবে এবং যে পরিমাণ তাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তা ভূমি মালিকের উপর ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। যদি বায়তুল মালে কোন টাকা-পয়সা না থাকে তাহলে এই জমি এমন ব্যক্তিকে প্রদান করবে যে এর তত্ত্বাবধান করবে, চাষাবাদ করবে এবং ফসল আসার পর

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারাজও প্রদান করবে। ভূমি মালিকের অক্ষমতার কারণে রাষ্ট্রপ্রধান এই ভূমি কোন ব্যক্তিকে চাষাবাদের জন্য প্রদান করার পর সে ব্যক্তি যদি ঐ জমি চাষাবাদ করার ব্যাপারে সক্ষম হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান এই ভূমি কৃষকের নিকট থেকে ফের নিয়ে তা মূল মালিকের নিকট হাস্তান্তর করে দিবে। কিন্তু ভূমি বিক্রি করে দেয়া হলে তা আর ফেরত আনা যাবে না (মুহীত)।

১৬. মাসআলা ঃ যে সব মানুষের উপর খারাজ ওয়াজিব তারা যদি খারাজী ভূমি ফেলে রেখে পালিয়ে চলে যায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সূত্রে ইমাম হাসান (র) বর্ণনা করেন যে, এ অবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে বায়তুল মালের টাকা-পয়সা দ্বারা তা আবাদ করবেন এবং এর থেকে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হবে এর হকদার হবে সর্বস্তরের মুসলিম জন-সাধারণ। আর তিনি ইচ্ছা করলে এই ভূমি অন্য লোকদেরকে (مقاطعة) দিয়ে দিতে পারবেন এবং তাদেরকে থেকে যা উসুল করা হবে তা বায়তুল মালে জমা হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি খারাজী ভূমির মালিক মারা যায় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের এই জায়গা-জমি বর্গাচাষের নিমিত্তে লোকদেরকে দিয়ে দিবে। তারা তা চাষাবাদ করে ফসল ফলাবে। আবার ইচ্ছা করলে তিনি ঐ জমি ইজারাও দিতে পারবেন এবং ইজারা বাবদ যা পাবেন তা বায়তুল মালে জমা করে দিবেন। যাদের উপর খারাজ ওয়াজিব তারা যদি নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায় তবে রাষ্ট্রপ্রধান এই জমি ইজারা দিয়ে দিবে এবং ইজারা বাবদ যে অর্থ আসবে তা থেকে খারাজ উসুল করে নিয়ে বাকী টাকা-পয়সা ভূমি মালিকদের জন্য হিফাযত করে রেখে দিবে। যখন তারা ফিরে আসবে তখন সংরক্ষিত টাকা-পয়সা তাদের হাওয়ালা করে দিবে। উল্লেখ্য যে, যে বছর ভূমি মালিকগণ পালিয়ে যাবে সে বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ভূমি ইজারা দেওয়া যাবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

১৭. মাসআলা ঃ যিম্মী লোকদেরকে ওযরের কারণে স্বদেশ থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া জাইয আছে। কিন্তু ওযর ব্যতীত দেশ ছাড়া করা জাইয নেই ওযর মানে হল, সে দেশে তাদের কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকা এবং হারবীদের পক্ষ হতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা হওয়া অথবা যিম্মী কর্তৃক মুসলমানদের এই আশংকা হয় যে, হয়তো তারা মুসলমানদের গোপন রহস্যের কথা হারবীদেরকে জানিয়ে দিতে পারে। এসব ওযরের কারণে যিম্মী ব্যক্তিকে দেশ ছাড়া করে অন্যত্র সরিয়ে দিলে তারা নিজেদের ভূমির মূল্য পাবে অথবা অনুরূপ পরিমাণ ভূমি তাদেরকে দিতে হবে। এহেন অবস্থায় তারা যে স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে ঐ স্থানের খারাজ পরিশোধ করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু কোন কোন বর্ণনায় একথাও উল্লেখ আছে যে, যে স্থান থেকে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে সে স্থানের খারাজ তাদেরকে পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতটি হচ্ছে বিশুদ্ধতম। উল্লেখ্য যে, তাদের পূর্বোক্ত ভূমিসমূহ খারাজী ভূমি হিসাবেই বাকী থাকবে। যদি কোন মুসলমান সেখানে বাড়ী বানায় তাহলে তার উপরও খারাজই ওয়াজিব হবে (কাফী)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন জনপদে বহু খারাজী ভূমি আছে। কিন্তু ভূমি মালিকদের সকলেই মারা গেছে বা সকলেই কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে অথবা খারাজ আদায় করার ব্যাপারে গ্রামবাসীরা অক্ষম হয়ে গেছে। এ কারণে তারা রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি)-এর নিকট ঐ ভূমি হস্তান্তর করতে ইরাদা করেছে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ঐ ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি রাষ্ট্রপ্রধান নিজেই এই ভূমি খরিদ করতে চান তবে তিনি এই ভূমি প্রথমে অন্য কারো নিকট বিক্রি করে দিবেন এবং পরে তার থেকে আবার নিজে খরিদ করে নিবেন। একদল মানুষ একখণ্ড ভূমি খরিদ করেছে, এর মধ্যে আঙ্গুরের বাগান ছিল এবং খালি জমিও ছিল। কেউ তো আঙ্গুর বাগান খরিদ করেছে, আবার কেউ খরিদ করেছে খালি ভূমি। তারপর তারা খারাজ প্রদানের বিয়ষটি ভাগাভাগি করে নিতে চাইল, এ অবস্থায় ফকীহদের অভিমত হল, যদি আঙ্গুর বাগানের খারাজের পরিমাণ জানা থাকে এবং খালি জমির খারাজের পরিমাণ ও জানা থাকে তাহলে খরিদ করার পূর্বে এর খারাজের পরিমাণ যা ছিল, এখনো এর খারাজের পরিমাণ তাই থাকবে। আর যদি আঙ্গুর বাগানের খারাজের পরিমাণ জানা না থাকে এবং ঐ ভূমি খণ্ডটির খারাজ একত্রে আদায় করা হয়ে থাকে, এহেন অবস্থায় আঙ্গুর বাগানটি আসলে আঙ্গুর বাগান ছিল বলেই জানা যায়, এবং খালি ভূমিটিও খালি ভূমি ছিল বলেই জানা যায় তাহলে আঙ্গুর বাগান এবং খালি ভূমির খারাজ আদায়ের ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাই প্রযোজ্য হবে। অতএব বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর আঙ্গুরের বাগান এবং খালি জমি এতদুভয়ের প্রত্যেকটির উপর যথা নিয়মে ভিন্ন ভিন্নভাবে খারাজ ওয়াজিব হবে। কোন জনপদের অধিবাসীদের উপর অসমহারে খারাজ ধার্য করার পর যার উপর বেশী ধার্য করা হয়েছে সে যদি তার খারাজের পরিমাণ হ্রাস করে তা অন্যান্যদের সমান করে দেওয়ার জন্য আবেদন করে তাহলে ফকীহ্‌গণ বলেন, এহেন অবস্থায় যদি এ কথা জানা না থাকে যে, শুরু অবস্থায় খারাজ সমান হারে ছিল না অসমহারে ছিল তাহলে তা পূর্বের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

১৯. মাসআলা ঃ ফাতাওয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তার খারাজী ভূমিকে কবরস্থান সরাইখানা বা ফকীর-মিসকীনদের জন্যে বাসস্থান বানিয়ে দেয় তবে ঐ ভূমি থেকে খারাজ রহিত হয়ে যাবে। যদি কোন মুসলমানের উপর কয়েক বছরের খারাজ বাকী পড়ে যায় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে তার থেকে অতীতের সব কটি বছরের খারাজই উসুল করা হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে শুধু চলতি বছরের খারাজ তার থেকে উসুল করা হবে। শরহে সিয়ারে সগীর গ্রন্থে শায়খুল ইসলাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল উশর ওয়াল খারাজ গ্রন্থে সদরুল ইসলাম (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের অভিমত বর্ণনা করেছেন। সদরুল ইসলাম (র) বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে তার থেকে অতীত বছরসমূহের খারাজ গ্রহণ করা হবে (মুহীত)। যদি ফসল পানিতে ডুবে যায় বা পানির অভাবে যদি জমিতে ফসল ফলানো না যায় তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না (আন্‌নাহরুল ফায়িক)। ইমাম মুহাম্মদ (র) নাওয়াদির গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, যদি খারাজী ভূমি পানিতে ডুবে যায় তারপর পরবর্তী বছর আগমনের এমন সময় পূর্বে ঐ পানি শুকিয়ে যায় যে সময়ের ভেতর জমির মালিক ঐ জমিতে পুনরায় ফসল বপন বা রোপন করতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সক্ষম, এতদসত্ত্বেও সে যদি জমিতে ফসল না লাগায় তথাপি তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। আর পানি যদি এমন সময় শুকায় যে সময় হতে পরবর্তী বছর আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঐ জমিতে দ্বিতীয়বার ফসল লাগানো যায় না তবে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না (মুহীত)।

২০. মাসআলা ঃ আসমানী কোন বিপর্যয় যা থেকে বাঁচা সম্ভব নয়, এ জাতীয় কোন বিপর্যয়ের কারণে যদি জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ জমির উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না। যেমন পানিতে ফসল ডুবে যাওয়া বা আগুন লেগে ফসল জ্বলে যাওয়া বা শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। দুর্যোগ যদি আসমানী না হয় এর থেকে যদি বেঁচে থাকা সম্ভব হয় যেমন বানর, হিংস্রপ্রাণী বা গবাদী পশু কর্তৃক ফসল নষ্ট করে ফেলা, এহেন অবস্থায় খারাজ রহিত হবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, ফসল কাটার আগেই যদি খারাজী জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় তবে খারাজ রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কাটার পর নষ্ট হয় তাহলে রহিত হবে না (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)। এমনিভাবে উশরী জমির ফসল কাটার আগে নষ্ট হয়ে গেলে উশর রহিত হয়ে যাবে। আর কাটার পর নষ্ট হলে, যা ভূমি মালিকের অংশে ছিল তা রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু কৃষকের অংশে যা ছিল তা ভূমি মালিকের যিম্মায় বাকী থেকে যাবে। খারাজে মুকাসামার বিয়ষটিও উশরের মতই। কেননা এ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসলের এক নির্দিষ্ট অংশ খারাজ হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে। তবে 'উশর ও খারাজের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, উভয়টির খাত হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি অধিকাংশ ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং সামান্য কিছু বাকী থাকে তবে যা বাকী আছে তা দেখতে হবে। যদি দুই কাফীয এবং দুই দিরহাম পরিমাণ মালামাল বাকী থাকে তবে এক কাফীয ও এক দিরহাম খারাজ হিসাবে ওয়াজিব হবে। এ অবস্থায় খারাজ রহিত হবে না। আর যদি এর থেকে কম পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে তবে উৎপাদিত ফসলের অধিকাংশ ওয়াজিব হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আমাদের ফকীহ্‌গণ বলেছেন, এ ক্ষেত্রে সহীহ্ সমাধান হল, প্রথমে দেখতে হবে যে, এই লোক এই জমিতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তারপর দেখতে হবে যে, কি পরিমাণ ফসল এই জমি হতে উৎপন্ন হয়েছে? তারপর উৎপন্ন ফসলের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ কত তা হিসাব করে সাব্যস্ত করতে হবে। হিসাবের পর যদি দেখা যায় যে, ব্যয়ের পরও কিছু অবশিষ্ট আছে তাহলে যে পরিমাণের কথা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি সে অনুপাতে তার থেকে খারাজ উসুল করা হবে (আস্‌সিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ)।

২১. মাসআলা ঃ উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তখনই খারাজ রহিত হয়ে যাবে যদি চলতি বছরের মধ্যে এমন সময়ও আর বাকী না থাকে সে সময়ের মধ্যে পুনরায় ফসল ফলানো সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি এ পরিমাণ সময় বাকী থাকে তাহলে খারাজ রহিত হবে না। বরং প্রথমে যা ঘটেছে এটিকে কোন কিছু ঘটেনি বলেই ধরে নেওয়া হবে। এমনিভাবে যদি দুর্যোগের কারণে আঙ্গুর বাগানের ফল-ফলাদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। যদি কিছু ফল নষ্ট হয় আর কিছু বাকী থাকে এবং বাকীর পরিমাণ বিশ দিরহাম বা এর চেয়ে বেশী

pdf By Syed Mostafa Sakib

হয় তাহলে দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর যদি বাকীর পরিমাণ বিশ দিরহামের সমপরিমাণ না হয় তাহলে অবশিষ্ট ফসলের অর্ধাংশ খারাজ হিসাবে প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তাজা খেজুরের হুকুমও অনুরূপই (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। পারস্য সম্রাট যারা ধর্মীয় দিক থেকে অগ্নিপূজক ছিল তাদের ভাল কাজসমূহের মধ্য থেকে একটি বিষয় ছিল, তাদের রাজত্বকালে দুর্যোগের কারণে যদি কৃষকদের ফসলহানি ঘটত, তাহলে তারা তাদের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বীজ এবং ব্যয়িত অর্থ কৃষককে দিয়ে দিত এবং তারা বলত, মুনাফার ক্ষেত্রে কৃষকরা আমাদের অংশীদার। এমতাবস্থায় লোকসানের ক্ষেত্রে কেন আমরা তাদের অংশীদার হবে না? (এ তো হল অমুসলিমদের অবস্থা) কাজেই মুসলমান রাজা-বাদশাহদের এ জাতীয় গুণাগুণ অর্জন করা তো অতীব জরুরী। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই (ওয়াজীয আল-কুরদূরী)।

২২. মাসআলা ঃ যদি খারাজী ভূমিতে কোন ব্যক্তি আঙ্গুর গাছ লাগায় তাহলে গাছে ফল না ধরা পর্যন্ত ঐ ভূমির উপর চাষাবাদের খারাজ ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি খারাজী ভূমিতে ফলবান গাছ লাগান হয় তাহলেও ফল না ধরা পর্যন্ত চাষাবাদের খারাজ ঐ ভূমির উপর ওয়াজিব হবে না। আঙ্গুর গাছ বড় হওয়ার পর যদি তা ফলবান হয় এবং ফলের মূল্য যদি বিশ দিরহাম বা এর চেয় বেশী হয় তাহলে ভূমি মালিকের উপর দশ দিরহাম খারাজ ওয়াজিব হবে। আর যদি ফলের মূল্য বিশ দিরহামের কম হয় তাহলে উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ খারাজ হিসাবে প্রদান করতে হবে। যদি উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ এক কাফীয এবং এক দিরহাম পরিমাণ না হয় তাহলে এক কাফীয এবং এক দিরহাম থেকে কম দেওয়া যাবে না। কেননা এই পরিমাণ শষ্য দ্বারাও জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব। যদি কারো মালিকানায় এমন জমি থাকে যে জমিতে তালাব বা পুকুর আছে এবং ঐ পুকুরে বহু মাছ আছে তাহলে উক্ত ভূমি মালিকের উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না। কোন জমিতে যদি বাঁশ, ঝাউগাছ, দেবদারু গাছ বা এমন গাছ থাকে যে গাছে কোন ফল ধরে না এবং অবস্থা এমন হয় যে, ভূমি মালিক ইচ্ছা করলে এসব গাছ কেটে তাতে চাষাবাদ করতে পারত, অথচ সে তাতে চাষাবাদ করেনি তাহলে এ অবস্থায়ও ভূমি মালিকের উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে সে যদি এই জমি ঠিকঠাক করে একে চাষাবাদ উপযোগী করতে সক্ষম না হয় তাহলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না। যদি খারাজী ভূমিতে লবণের খনি থাকে চাই লবণ কম হোক বা বেশী হোক তাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ যদি ভূমি মালিক একে ঠিকঠাক করে তাতে চাষাবাদ করতে এবং তাতে খারাজী পানি সিঞ্চন করতে সক্ষম হয় তাহলে তার উপর খারাজ ওয়াজিব হবে। কিন্তু সে যদি তাতে খারাজী পানি সিঞ্চন করতে সক্ষম না হয় অথবা জমি পাহাড়ের উঁচুপ্রান্তে অবস্থিত যার ফলে সেখানে পানি পৌঁছেনা তাহলে ভূমি মালিকের উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না। যদি খারাজী ভূমির মধ্যে উশর ও অনুর্বর জমিও থাকে যা চাষাবাদের উপযুক্ত নয় অথবা সেখান পর্যন্ত পানি পৌঁছে না, এ জাতীয় ভূমিকে সংস্কার করে চাষাবাদ উপযোগী বানানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভূমি মালিক যদি একে ঠিকঠাক না করে তাহলে ভূমি মালিকের উপর এর খারাজ ওয়াজিব হবে। আর ভূমিতে এরূপ সংস্কার করার সম্ভাবনা না থাকলে ভূমি মালিকের উপর খারাজ ওয়াজিব হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

২৩. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে খারাজ ওয়াজিব হয় বছরের সূচনা লগ্নে। তবে এর জন্য শর্ত হল, ঐ ভূমি পূর্ণ বছর ভূমি মালিকের মালিকানায় থাকতে হবে। চাই তা حقيقة (বাস্তবভাবে) হোক বা اعتبارى (ধরে নেওয়া) ভাবে হোক (যখীরা খারাজ ও 'উশর অধ্যায়)। গভর্নর (বা তার প্রতিনিধি)-এর জন্য সমীচীন হল, খারাজ উসুল করার জন্য কোন ভদ্র মানুষকে নিয়োগ দান করা যে খারাজ উসুল করার সময় মানুষের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে এবং ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে লোকদের থেকে খারাজ উসুল করবে। বাড়ীতে ফসল আসা মাত্রই সে তাদের থেকে খারাজ উসুল করে নিবে। যখন যে পরিমাণ আসবে তখন সে পরিমাণের খারাজ উসুল করে নিবে। এভাবে সমস্ত মালের খারাজ আদায় করে নিবে। উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এ কথা বুঝানো যে, ফসল হারে খারাজ ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন জমিতে দুই ফসল করা হয় অর্থাৎ বসন্তকালে একবার এবং হেমন্তকালে একবার তাহলে বসন্তকালের ফসল আসার পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমান করবেন যে, হেমন্তকালে এ ভূমি থেকে কি পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হতে পারে। যদি সে মনে করে যে, হেমন্তকালেও এ পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে দুই কিস্তিতে খারাজ উসুল করা হবে। অর্থাৎ অর্ধেক উসুল করা হবে বসন্তকালে আর বাকী অর্ধেক উসুল করা হবে হেমন্তকালে। শাক-শবজির ক্ষেত্রেও এ নিয়মের অনুসরণ করা হবে। যদি জমিতে চারবার বা পাঁচবার শবজি ফলানো যায় তাহলে পূর্ণ খারাজকে চার বা পাঁচ কিস্তিতে ভাগ করে একেকবার একেক কিস্তি উসুল করা হবে (মুহীত)।

২৪. মাসআলা ঃ যে ব্যক্তির উপর উশর বা খারাজ ওয়াজিব সে যদি তা আদায় না করে বা আদায় করার পূর্বে মারা যায় তাহলে তার পরিত্যাক্ত মাল হতে ঐ 'উশর বা খারাজ উসুল করে নেওয়া হবে। দেশের বিভিন্নতার কারণে ফসলাদির পাকার সময়ের মধ্যেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কাজেই যখন ফসল পাকবে তখনই এর খারাজ উসুল করা হবে। যাদের উপর খারাজ তাদের জন্য জাইয নেই খারাজ আদায় না করে উৎপাদিত ফসল ভোগ করা (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। অনুরূপভাবে উশর আদায় না করে উশরী জমির ফসল ভোগ করাও সমীচীন নয়। যদি ভোগ করে তবে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেউ যদি খারাজী জমির খারাজ প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে ঐ জমির উৎপাদিত ফসল ক্রোক করে আটকিয়ে রাখতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এর খারাজ আদায় করবে (যখীরা)। ইমাম মুহাম্মদ (র) তৎপ্রণীত নাওয়াদির গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি এক দুই বছরের খারাজ অগ্রিম দিয়ে দেয় তবে তা জাইয আছে। মুন্তাকা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, অগ্রিম খারাজ আদায় করে দেওয়ার পর যদি ঐ বছরের সমস্ত ফসল পানিতে ডুবে যায় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি) ঐ ব্যক্তির আদায়কৃত খারাজ তাকে ফেরত দিয়ে দিবে। পক্ষান্তরে যদি এ মালামাল তাকে ফেরত না দেওয়া হয় এবং সে পরবর্তী বছর ঐ জমিতে চাষাবাদ করে এবং ফসল ফলায় তাহলে খারাজের অংশ থেকে এ পরিমাণ ফসল কেটে রাখবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি দুই বছরের খারাজ অগ্রিম প্রদান করার পর যদি তার জমি পানিতে ডুবে যায় তাহলে তার আদায়কৃত খারাজ তাকে ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। তবে শর্ত হল, যদি সে মাল হুবহু মওজুদ থাকে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপ্রধান যদি খারাজের এ অর্থ যুদ্ধ ইত্যাদি কাজে খরচ করে ফেলে তাহলে ঐ মালামাল ফেরত দেওয়া তার উপর আর অপরিহার্য থাকবে না (মুহীত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জিয্য়ার বিবরণ

১. মাসআলা ঃ জিয্য়া এমন (কর জাতীয়) মালের নাম যা যিম্মী লোকদের থেকে আদায় করা হয় (নিহায়া)। যুদ্ধ করতে সক্ষম এ জাতীয় আযাদ বালিগ, আকিল (জ্ঞানবান) এবং পেশাওয়ালা যিম্মী ব্যক্তির উপরই কেবল জিয্য়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। যদিও সে পেশায় দক্ষ নয় (সিরাজিয়্যা)। জিয্য়া দুই প্রকার। (১) প্রথম প্রকার হল, এমন জিয্য়া যা সুলেহ এবং পরস্পর সম্মতি সাপেক্ষে ধার্য করা হয়ে থাকে। উভয়পক্ষ পরস্পর একমত হয়ে যে পরিমাণ নির্ধারণ করে এ জাতীয় জিয্য়ার ক্ষেত্রে পরিমাণটাই ধর্তব্য হবে (কাফী)। এর মধ্যে কোনরূপ বাড়ান যাবে না এবং কামানোও যাবে না (আন্নাহরুল ফায়িক)। (২) আর দ্বিতীয় প্রকার জিয্য়া হল, মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান কাফিরদের উপর বিজয়ী হয়ে (তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করত) তাদেরকে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে বহাল রেখে তাদের উপর যে কর ধার্য করেন তা (কাফী)। এ জাতীয় জিয্য়ার পরিমাণ সুনির্ধারিত। চাই তারা তা কামনা করুক বা প্রত্যাখ্যান করুক, এর উপর রাযী থাকুক বা নারায থাকুক (সর্বাবস্থায় উক্ত হুকুম প্রযোজ্য) হবে। ধনীদের উপর বছরে আটচল্লিশ দিরহাম (يوزت سبعة) ওয়াজিব হবে। এবং প্রতি মাসে তাদের থেকে চার দিরহাম করে উসুল করা হবে। মধ্যবিত্ত লোকদের উপর বছরে চব্বিশ দিরহাম ওয়াজিব হবে এবং প্রতিমাসে তাদের থেকে দুই দিরহাম করে উসুল করা হবে। আর কাজ করতে সক্ষম এমন গরীব ব্যক্তির উপর বছরে বার দিরহাম ওয়াজিব হবে এবং প্রতি মাসে তাদের থেকে এক দিরহাম করে উসুল করা হবে (ফাতহুল কাদীর, হিদায়া ও কাফী)। معتمل শব্দের ব্যাখ্যায় ফকীহ্গণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তবে এর মধ্যে সহীহ্ অভিমত হল, এমন ব্যক্তি যে কাজ করতে সক্ষম। যদিও কর্মে সে দক্ষ নয়। ধনী, মধ্যবিত্ত ও ফকীর কাকে বলে, এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের একাধিক মতামত রয়েছে। ইমাম আবূ জা'ফর (র) বলেন, এ বিষয়গুলো প্রত্যেক দেশের ওরফ এবং প্রচলন হিসাবে সাব্যস্ত হবে। যে দেশে যাকে ধনী, মধ্যবিত্ত ও ফকীর মনে করা হবে সে দেশে সে এই হিসাবেই গণ্য হবে। আর এটিই হচ্ছে বিশুদ্ধতম অভিমত (মুহীত)।

২. মাসআলা ঃ ইমাম কারখী (র) বলেন, ফকীর (গরীব) সেই ব্যক্তি যে দু'শত বা এর চেয়ে কম দিরহামের মালিক। মধ্যবিত্ত হল, ঐ সমস্ত মানুষ যারা দু'শত দিরহামের উপর হতে দশ হাজার দিরহাম পর্যন্তের মালিক। আর ধনী হল, সে ব্যক্তি যে দশ হাজারের চেয়ে অধিক

দিরহামের মালিক কাযী হাসান ইব্ন মানসূর (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে ইমাম কারখী (র)-এর কথাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। معتمل (কর্মক্ষম) হওয়ার জন্য সুস্থ হওয়া জরুরী এবং বছরের অধিক সময় সুস্থ থাকলেই তাকে সুস্থ বলে গণ্য করা হবে (হিদায়া)। ঈযাহ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে যিম্মী ব্যক্তি সারা বছরই অসুস্থ থাকে, কাজকর্ম করতে পারে না সে যদি ধনীও হয় তথাপিও তার উপর জিয্য়া ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি অর্ধেক বছর বা এর চেয়েও অধিক সময় রোগাক্রান্ত থাকে তাহলেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি কোন ব্যক্তি সুস্থ এবং কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজ-কর্ম ছেড়ে দেয় তবে তার হুকুম কর্মক্ষম ব্যক্তির হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ তার উপর জিয্য়া ওয়াজিব হবে (নিহায়া)।

৩. মাসআলা ঃ আমাদের মাযহাবে বছরের শুরু থেকেই জিয্য়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর জিয্য়া ওয়াজিব হয় আহলে কিতাব তথা কিতাবী সম্প্রদায়ের উপর। চাই তারা আরবের আহলে কিতাব হোক বা অনারব আহলে কিতাব হোক; এমনিভাবে চাই তারা অনারব অগ্নিপূজক হোক বা মূর্তিপূজারী হোক (কাফী)। চলতি বছরের শেষ সময় নুতন বছর শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়টি হল, জিয্য়া উসুল করার সময়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রতি দু'মাস অন্তর অন্তর কিস্তিতে জিয্য়া উসুল করা যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক মাস অন্তর অন্তর কিস্তিতে জিয্য়া উসুল করা হবে। এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত অভিমতটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ (মাবসূত)। সামিরী সম্প্রদায় ইয়াহূদীদের মধ্যে শামিল এবং ফিরিঙ্গী ও আরমেনী সম্প্রদায় খৃস্টানদের মধ্যে গণ্য। অনারব আহলে কিতাব, অগ্নিপূজক এবং মূর্তিপূজারীদের উপর জিয্য়া ধার্য করার আগেই যদি মুসলিম সৈন্যগণ তাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তারা এবং তাদের নারী ও বালক-বালিকা সকলেই فئی (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে গণ্য হবে (ফাতহুল কাদীর)।

৪. মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সা'বী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে জিয্য়া উসুল করা যাবে। কিন্তু সাহিবাইন (র) বলেন, তাদের থেকে জিয্য়া লওয়া যাবে না। مبيضة সম্প্রদায় থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে কিনা এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ বলেন, যদি তারা নতুনবাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে তাহলে তারা মুরতাদ হিসাবে গণ্য হবে। তাদের থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে না। বরং তাদেরকে হত্যা করে দেওয়া হবে। আর যদি তারা পুরাতন সম্প্রদায় হয় তবে তাদের থেকে জিয্য়া নেওয়া হবে। যিন্দীক সম্প্রদায় থেকেও জিয্য়া গ্রহণ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। আরবের মূর্তিপূজারীদের উপর জিয্য়া ধার্য করা হবে না। এবং মুরতাদদের নিকট হতেও জিয্য়া লওয়া যাবে না। (তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হবে)। যদি মুসলিম সৈন্যরা তাদের উপর জয়যুক্ত হয় তাহলে তাদের নারী ও সন্তানগণ সবই مبيضة হিসাবে গণ্য হবে। তাদের পুরুষ লোকদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করা হবে। উল্লেখ্য যে, মহিলা, বাচ্চা, লেংড়া এবং অন্ধের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর জিয্য়া ধার্য করা যাবে না। এমনিভাবে অর্ধাঙ্গ রোগী, অতিশয় বৃদ্ধ এবং কাজ করতে সক্ষম নয় এমন গরীব ব্যক্তির উপরও জিয্য়া ধার্য করা যাবে না (হিদায়া)। পাগল এবং পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তির উপর জিয্য়া আরোপ করা যাবে না (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। দিকদিশা শূন্য ব্যক্তির উপরও জিয্য়া ধার্য করা যাবে না (মুহীত)। হাত-পা কর্তিত ব্যক্তির উপর জিয্য়া ওয়াজিব হবে না (তাতার খানিয়া)। সাধারণ গোলাম, বাঁদী, মুকাতাব, মুদাব্বার এবং উম্মে ওয়ালাদের উপর জিয্য়া ওয়াজিব হবে না। কাজেই তাদের মুনীবগণ তাদের পক্ষ থেকে জিয্য়া আদায় করে না। অনুরূপভাবে রাহিব অর্থাৎ খৃস্টান ধর্মযাজক-যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে না তাদের উপরও জিয্য়া ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)।

৫. মাসআলা ঃ আল ওয়াল ওয়াজী (র) তৎপ্রণতি ফাতাওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খৃস্টানদের উপর মাথা পিছু ও ভূমির উপর বছরে দুই হাজার হুল্লা (এক জোড়া কাপড়) ওয়াজিব হবে। প্রতি হুল্লার দাম পঞ্চাশ দিরহাম। এক হাজার হুল্লা সফর মাসে এবং অপর এক হাজার হুল্লা রজব মাসে আদায় করা হবে। ব্যক্তি ও জমির উপর হারাহারিভাবে তা ভাগ করা হবে। ব্যক্তির উপর বা জমির উপর যা ওয়াজিব হবে একে খারাজ বলা হবে। ফকীহ্ আল ওয়াল ওয়াজী (র) যা বর্ণনা করেছেন, এটিই সহীহ্ অভিমত। কেননা এ বক্তব্য হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। "কিন্তু" প্রত্যেক হুল্লার দাম পঞ্চাশ দিরহাম। এই কথাটি হাদীসের বক্তব্য থেকে ব্যতিক্রম। কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হুল্লার কথা বর্ণনা করেছেন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এক হুল্লার মূল্য হচ্ছে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহাম)। এই বক্তব্যের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ফকীহ আল ওয়াল ওয়াজী (র)-এর বক্তব্য "প্রতি হুল্লার মূল্য পঞ্চাশ দিরহাম" সহীহ্ নয়। কেননা এক উকিয়া হয় চল্লিশ দিরহামে। (আন নাহরুল ফাকিয়া-ফাতহুল কাদীর এর সূত্রে) আমাদের ফকীহ্গণ বলেন, যদি ঐ সব খৃস্টানদের সকল পুরুষ মারা যায় কিংবা সকলে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ঐ দুই হাজার হুল্লার একটিও রহিত হবে না। তাদের জমা-জমি থেকে এগুলো উসুল করে নেওয়া হবে (আল হাবী আল কুদসী)। খৃস্টানদের থেকে যারা মুসলমান হয়ে যাবে তাদের উপর হতে জিয্য়ার বিধান রহিত হয়ে যাবে। এবং দুই জিয্য়া আরোপিত হবে ঐ লোকদের উপর যারা মুসলমান হয়নি। নাজরানী লোকদের আযাদকৃত গোলাম যিম্মী লোকদের আযাদকৃত গোলামের অনুরূপই। কাজেই তাদের উপরও জিয্য়া আরোপিত হবে। (তাতার খানিয়্যা- আল ওয়াল ওয়াজী (র)-এর সুত্রে) হুল্লা হচ্ছে লুঙ্গি ও চাদর এই দুই কাপড়ের নাম। দুই কাপড় না হওয়া পর্যন্ত তা হুল্লা হবে না (কিফায়া)।

৬. মাসআলা ঃ হুজুত গ্রন্থে আছে যে, কোন খৃস্টান ব্যক্তি উপার্জন তো করে কিন্তু জরুরী ব্যয়ের পর তার কিছুই বাচে না তাহলে তার থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে না। (তাতার খানিয়্যা) মুসরমানদের আযাদকৃত খৃস্টান গোলামের উপর জিয্য়া আরোপ করা হবে (হিদায়া)। কুরায়শী ব্যক্তি যদি কোন কাফির গোলামকে আযাদ করে তাহলে তার উপরও জিয্য়া ধার্য করা

১. আরব মুশরিকদের এমন এক সম্প্রদায় যাদের উপর সুলেহ এবং আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে দ্বিগুণ জিয্য়া ধার্য করা হয়েছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হবে (কাফী)। কোন যিম্মী লোকদের উপর জিয্য়া ধার্য করার পূর্বে বছরের শুরুতেই নাবালিগ যদি বালিগ হয়ে যায় এবং সে যদি বিত্তশালী হয় তাহলে তার উপর জিয্য়া ধার্য করা হবে। এবং এই চলতি বছরের জিয্য়াও তার থেকে উসুল ধার্য করা। আর যদি কেউ বালিগ হয় তাহলে এই বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর জিয্য়া ওয়াজিব হবে না। যদি মালদার কোন গোলামকে আযাদ করা হয় এবং জিয্য়া ধার্য করার পূর্বে তাকে আযাদ করা হয় তাহলে তার উপর এই বছরের জিয্য়া ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যদি পুরুষদের উপর জিয্য়া ধার্য করার পর তাকে আযাদ করা হয় তাহলে চলতি বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর জিয্য়া ধার্য করা যাবে না। পুরুষ লোকদের উপর জিয্য়া ধার্য করার পূর্বে কোন হারবী যদি যিম্মী হয়ে যায় তাহলে তার উপর এ বছরের জিয্য়া আরোপিত হবে। পক্ষান্তরে যদি পুরুষদের উপর জিয্য়া ধার্য করার পর সে যিম্মী হয় তাহলে এই চলতি বছর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তার উপর জিয্য়া আরোপিত হবে না। বিপদগ্রস্ত কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি সুস্থতা লাভ করে তবে তার উপর জিয্য়া আরোপিত হবে না যতক্ষণ না ঐ চলতি বছর অতিক্রান্ত হবে। চাই সে জিয্য়া আরোপ করার আগে সুস্থ হোক বা পরে সুস্থ হোক। ফকীর যার কিছু নেই সে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন মানুষ যদি ধনী হয়ে যায় তাহলে ধনীদের থেকে যে পরিমাণ জিয্য়া গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার থেকেও সে পরিমাণ জিয্য়া বাকী রয়ে গেছে, তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে এ বকেয়া জিয্য়া তার থেকে লওয়া হবে না। এমনিভাবে এ জাতীয় ব্যক্তি যদি অন্ধ বা লেংড়া হয়ে যায় কিংবা এমন অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে যায় যে, তার আর কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না অথবা সে যদি এমন গরীব হয়ে যায় যে, তার পক্ষে আর কোন কিছু করার সম্ভবনা নেই; অথচ অতীত বছরের জিয্য়াও তার অনাদায় রয়ে গেছে, তাহলে এ বকেয়া জিয্য়া তার থেকে রহিত হয়ে যাবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৭. মাসআলা ঃ খানিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি যিম্মী ব্যক্তি বছরের কিছু সময় ধনী থাকে এবং কিছু সময় গরীব অবস্থায় থাকে তাহলে যদি বছরের অধিকাংশ সময় ধনী থাকে তবে তার থেকে ধনীর ন্যায় জিয্য়া উসূল করা হবে। আর যদি অধিকাংশ সময় গরীব অবস্থায় থাকে তবে গরীব লোকদের থেকে যে পরিমাণ জিয্য়া উসুল হয় তার থেকেও সে পরিমাণ জিয্য়া উসুল করা হবে। আর সে যদি অর্ধ বছর ধনী এবং অর্ধ বছর গরীব থাকে তাহলে মধ্যবিত্ত লোকদের অনুরূপ তার থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে। (তাতার খানিয়্যা) রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক জিয্য়া ধার্য করার আগেই যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার উপর জিয্য়া ধার্য করা যাবে। আর যদি জিয্য়া ধার্য করার পরে সে সুস্থ হয় তবে তার উপর ঐ বছরের জিয্য়া ধার্য করা যাবে না।

৮. মাসআলা ঃ দুই বা ততোধিক বছরের জিয্য়া আগাম দিয়ে দেওয়া জাইয আছে। যদি কোন ব্যক্তি দুই বছরের জিয্য়া আগাম দিয়ে দেয় তারপর ইসলাম গ্রহণ করে তবে এক বছরের জিয্য়া তাকে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু প্রথম বছরের জিয্য়া ফেরত দেওয়া হবে না। যদি সে

এ বছর শুরু হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করে বা মারা যায় (ইখতিয়ারু শরহিল মুখতার)। এই বিধান ঐ ইমামের অভিমত অনুসারে প্রযোজ্য) হবে যিনি বলেন, বছর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সে বছরের জিয্য়া ওয়াজিব হয়ে যায়। জামে সগীর গ্রন্থে বিষয়টি অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। এর উপরই ফাতাওয়া (আল্ ফাতাওয়াল কুবরা)।

কেউ যদি কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে যিম্মী হিসাবে থাকে এবং তার থেকে জিয্য়া উসুল না করা হয় এমতাবস্থায় সে যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে আমাদের মাযহাব অনুসারে তার থেকে আর জিয্য়া লওয়া যাবে না। যিম্মী যদি মুসলমান না হয় বরং কুফ্রের উপরই বহাল থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, তার থেকে অতীত বছরসমূহের জিয্য়াও তলব করা যাবে না যতক্ষণ না ঐ বছর পূর্ণ হয়ে যায় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)।

৯. মাসআলা ঃ নাজরানী ও নাবাতী[১] দুই যিম্মী ব্যক্তি কোন দাসীর মালিক ছিল। এ জাতীয় দাসীর থেকে কোন বাচ্চা প্রসবিত হওয়ার পর যদি তারা উভয়েই এই সন্তানের দাবী করে; তারপর যদি ঐ সন্তান বালিগ হয় তাহলে তার উপর অর্ধেক খারাজ নাজরানীদের অনুরূপ এবং অর্ধেক খারাজ নাবাতীদের অনুরূপ হবে (সিরাজিয়্যা)। এক নাজরানী এক তাগলীগী ব্যক্তি কোন দাসীর মালিক ছিল। এ জাতীয় দাসীর থেকে কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণের পর উভয় মালিক যদি এ সন্তানদের দাবী করে তারপর তারা উভয়ে মারা যায়, এরপর ঐ বাচ্চা বালিগ হয় তাহলে তার থেকে কি হিসাবে জিয্য়া উসুল করা হবে; এ সম্পর্কে সিয়ার গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি তাগলীবী ব্যক্তি প্রথমে মারা যায় তবে তার থেকে নাজরানীদের অনুরূপ জিয্য়া গ্রহণ করা যায় তাহলে তার থেকে বনী তাগলীবের অনুরূপ জিয্য়া গ্রহণ করা হবেক। আর তারা যদি উভয়ে একত্রে মারা যায় তাহলে তার থেকে অর্ধেক নাজরানীদের অনুরূপ জিয্য়া গ্রহণ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। যদি কোন যিম্মী জিয্য়ার মাল তার গোলাম বা কোন প্রতিনিধি মারফত পাঠিয়ে দেয় তবে বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে এরূপ করা তার জন্য সমীচীন নয়। বরং তাকে বাধ্য করা হবে, যেন সে নিজে হাযির হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় তা প্রদান করে এবং গ্রহণকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট অবস্থায় তা গ্রহণ করবে। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, "জিয্য়া গ্রহণের সময় যিম্মী ব্যক্তির গলার কাপড় চেপে ধরে তা মৃদু নাড়া দিবে, তারপর বলবে হে যিম্মী! জিয্য়া দে" (তাবয়ীন)। জিয্য়া লেনদেনের সময় আদায়কারীর হাত উপরে এবং দাতার হাত নীচে থাকবে (তাতার খানিয়্যা)।

১০. মাসআলা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করলে ব্যক্তি ও জমা-জমির বিষয়কে একত্রিভাবে হিসাব করে উভয়ের উপর একই জাতীয় খারাজ সাব্যস্ত করতে পারবেন। চাই তা দিরহাম হোক দীনার হোক, কায়লী বস্তু হোক বা ওযনী বস্তু হোক বা কাপড় জাতীয় বস্তু হোক। আর ইচ্ছা করলে তিনি ব্যক্তি ও জমা-জমির খারাজ পৃথকভাবে ধার্য করতে পারবেন। যদি

১. এক অনারব সম্প্রদায় যারা ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে যাদের বসবাস।

একত্রিতভাবে ধার্য করা হয় তাহলে ব্যক্তির সংখ্যা ও জমির পরিমাণ হিসাবে ইনসাফের সাথে ধার্য করবে। ব্যাক্তির উপর যা ধার্য করা হবে একে জিয্য়া বলা হবে। আর জমির উপর যা ধার্য করা হবে একে খারাজ বলা হবে। যদি ইসলাম গ্রহণ করা বা মৃত্যুর কারণে ব্যক্তির সংখ্যা কমে যায় তবে ব্যক্তিদের উপর থেকে আনুপাতিক হারে জিয্য়া হ্রাস করে তা জমির উপর ধারর্য করা হবে। যদি জমির মধ্যে এ বর্ধিত কর বহন করার যোগ্যতা থাকে। এমনিভাবে যদি ব্যক্তিদের সবাই মারা যায় তাহলে তাদের জিয্য়ার অংশ গুলো জমির উপর বর্তাবে। যদি অতিরিক্ত করের ভার বহন করার মত জমির মধ্যে ক্ষমতা থাকে। জমি যদি তা বহন করতে সক্ষম না হয় তাহলে এই পরিমাণ খারাজ সমষ্টি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। মানুষের সংখ্যা যদি পূর্বের তুলনায় বেড়ে যায় তাহল ব্যক্তির উপর যে জিয্য়া ছিল তা হারাহারিভাবে তাদের উপরও বর্তাবে। যদি জমির উৎপাদন হ্রাস পায় তবে জমির খারাজ কমিয়ে ব্যক্তির উপর জিয্য়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, যদি তাদের মধ্যে জিয্য়ার এই বর্ধিত পরিমাণ বহন করার ক্ষমতা থাকে। তারপর পুনরায় যদি জমির উৎপাদন পূর্ণতায় পৌঁছে যায় তাহলে খারাজের পূর্ববৎ পরিমাণ এর উপর পুনরায় প্রযোজ্য হবে। আর যদি তাদের মধ্যে এই বর্ধিত পরিমাণের কর বহন করার ক্ষমতা না থাকে তবে তা রহিত হয়ে যাবে। এরপর জমির ফসল পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে পূর্ববৎ খারাজও এর উপর ওয়াজিব হবে। ভূমি যদি নষ্ট হয়ে যায় যেমন জমি পানিতে ডুবে গেল বা লবণাক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেল (যার ফলে জমি চাষাবাদ উপযোগী আর থাকেনি) এরপর শুধুমাত্র ব্যক্তিই বাকী রয়ে গেল এ অবস্থায় ভূমির খারাজের অংশ ব্যক্তির উপর আরোপিত হবে না। রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি ব্যক্তি যদি ভূমির কর পৃথক করে দেন অর্থাৎ ব্যক্তির উপর নির্দিষ্ট কর ধার্য করেন এবং ভূমির উপর নির্দিষ্ট কর ধার্য করেন তাহলে এতদুভয়ের কোন একটিতে ঘাটতি দেখা দিলে দ্বিতীয়টির দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করা যাবে না। বরং ঐ পরিমাণ কর রহিত হয়ে যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি যিম্মীদের সাথে এ মর্মে সুলেহ করেন যে, তাদের জমা-জমিতে যা উৎপাদিত হবে, সবই নিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু ব্যক্তির নিকট থেকে কোন জিয্য়া গ্রহণ করা হবে না অথবা এ মর্মে সুলেহ করেন যে, তাদের ব্যক্তিদের থেকে জিয্য়া গ্রহণ করা হবে, কিন্তু জমা-জমি থেকে কোনরূপ খারাজ উসুল করা হবে না তাহলে এ জাতীয় সুলেহ সহীহ্ হবে না। বরং সমূদয় কর ব্যক্তি ও জমা-জমির উপর পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুসারে ভাগ করে দেওয়া হবে (কাফী)। নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের বিনিময়ে রাষ্ট্রপ্রধান যাদের সাথে সুলেহ করেছেন তারা যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে জিয্য়া রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু খারাজ রহিত হবে না (তাতার খানিয়্যা)।

অনুচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

১. মাসআলা ঃ যদি যিম্মী লোকেরা নতুনভাবে উপাসনালয় ও গীর্জা বানাতে চায়, এমনিভাবে যদি অগ্নিপূজকরা অগ্নিকুণ্ড বানাতে চায় এবং তারা যদি এগুলো কোন মুসলমান শহরে বা মুসলমান শহরের সীমান্তে বানাতে চায় তবে সমস্ত ফুকাহায়ে কিরামের মতে তাদেরকে এর থেকে বারণ করা হবে। আর যদি তারা শহরের নিকটবর্তী স্থানে বা কোন গ্রামে এসব বানাতে চায় তবে এতে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। এই একাধিক বর্ণনার কারণেই ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। বলখের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন, এ স্থানেও তাদেরকে এর থেকে বারণ করা হবে। তবে যে গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী যিম্মী সে গ্রামের হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। আর বুখারার মাশায়িখে কিরাম যাদের মধ্যে ইমাম আবূ বক্র মুহাম্মদ ইব্ন ফযল (র) রয়েছেন, তারা বলেন, তাদেরকে এ কাজে বাধা দেওয়া যাবে না। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, আমার মতে বিশুদ্ধতম অভিমত হল, তাদেরকে শহরের নিকটবর্তী স্থানেও এসব বানাতে নিষেধ করা হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। আরব দেশে শহরে ও গ্রামে সর্বস্থানেই তাদেরকে এসব বানাতে নিষেধ করা হবে (হিদায়া)। যেমনিভাবে তাদেরকে নতুনভাবে উপাসনালয় ও গীর্জা বানাতে দেওয়া জাইয নেই এমনিভাবে صومعة (ইবাদত খানা) বানাতে দেওয়াও জাইয নেই। صومعة (ইবাদত খানা) বানানোর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হল, নির্জনে তাদের কোন একজন সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকা। পক্ষান্তরে তাদের কেউ যদি ঘরের কোন একটি স্থান নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয় এবং তাতে নামায আদায় করে তবে তাকে নিষেধ করা যাবে না (গায়াতুল বয়ান)। আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন, শহরের নিকটবর্তী স্থানে বা গ্রামে যদি কোন পুরাতন গীর্জা ও উপাসনার স্থান থাকে তবে একে ধ্বংস করা যাবে না। আর পুরান গীর্জা যদি শহরের মধ্যে থাকে তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) ইজারা অধ্যায়ে বলেছেন যে, এ জাতীয় গীর্জাও ভাঙ্গা যাবে না। কিন্তু তিনি উশর ও খারাজ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, গীর্জা যদি মুসলমানদের শহরের মধ্যে থাকে তবে তা ভেঙ্গে দেওয়া হবে। শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) বলেন, আমার মতে ইজারা অধ্যায়ের বর্ণনাটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। ইমাম নাতিফী (র) ওয়াকিআত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন, আরব ভূখণ্ডে ইয়াহূদীদের উপাসনালয়, গীর্জা এবং অগ্নিকুণ্ড বাকী রাখা সমীচীন নয়। (গায়াতুল বয়ান)

২. মাসআলা ঃ যদি যিম্মীদের কোন পুরানো উপাসনালয় বা গীর্জা ভেঙ্গে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যথাস্থানে তা পুনঃনির্মাণ করার অধিকার তাদের থাকবে। কিন্তু তারা যদি বলে, এটি আমরা অন্যত্র স্থানান্তরিত করে নিব, তাহলে তাদের এ অধিকার থাকবে না। বরং তাদের জন্য অপরিহার্য হবে, পূর্বের মাপ অনুসারে পূর্বের স্থানেই এটিকে তারা পুনঃনির্মাণ করা। তারা যদি এটিকে পূর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকারে নির্মাণ করতে চায় তাহলে তাদেরকে তা করতে দেওয়া হবে না (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উল্লেখ্য যে, এখানে পুরান গীর্জা বলতে ঐ গীর্জাকে বুঝানো উদ্দেশ্য যে গীর্জা নির্মাণ করা হয়েছে, মুসলমান রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক তাদের দেশ জয়যুক্ত করা এবং তাদেরকে তাদের আবাসভূমি ও ধর্মাদর্শের বহাল থাকার ব্যাপারে সন্ধি করার পূর্বে। এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, তা সাহাবা ও তাবিঈনে কিরামের যমানায় থাকতে হবে (গায়াতুল বয়ান)। কোন গ্রামে যিম্মীদের কোন উপাসনালয় ছিল। এরপর ঐ গ্রামের লোকেরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেখানে অট্টালিকা নির্মাণ করল। ফলে গ্রামটি শহরের অনুরূপ হয়ে গেল। এহেন অবস্থায় কিতাবুল উশরের বর্ণনা মতে তাদেরকে এ উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দেওয়া হবে। কিন্তু অপরাপর বর্ণনা মতে তাদেরকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হবে না। অনুরূপভাবে যদি শহরের পার্শ্ববর্তী স্থানে যিম্মীদের কোন উপাসনালয় থাকে, এ অবস্থায় তারা যদি এর চারি পাশে ইমারত বানাতে শুরু করে এবং তা বাড়াতে বাড়াতে শহরের সাথে মিলিয়ে ফেলে অবশেষে তা শহরেরই একটি মহল্লা বলে মনে হতে থাকে তাহলে ঐ উপাসনালয় বা গীর্জা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হবে। তবে সহীহ্ সেই অভিমতটিই যা আম রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে (তাতার খানিয়্যা)।

৩. মাসআলা ঃ যদি হারবী লোকেরা মুসলমানদের নিকটে সন্ধি করার আবেদন করে বলে যে, আমরা এই শর্তে আপনাদের নিকট যিম্মী যে, আপনারা যদি আমাদের দেশে কোন শহর পত্তন করেন তবে আপনারা আমাদেরকে তথায় উপসানালয় ও গীর্জা বানাতে নিষেধ করতে পারবেন না এবং আপনারা আমাদেরকে প্রকাশ্যে শূকর খেতে ও মদ্য পান করতে নিষেধ করতে পারবেন না, তাহলে মুসলমানদের জন্য এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের সাথে সন্ধি করা সমীচীন হবে না। এতদসত্ত্বেও তারা যদি এ জাতীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতে তাদের সাথে সন্ধি করে তাহলে তারা এ সন্ধি ভঙ্গ করতে পারবে (যখীরা)। যদি হারবীদের কোন সম্প্রদায় মুসলমানদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব করে বলে যে, আমরা আমাদের জান মালের হিফাযত ও নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের যিম্মা স্বীকার করে নিলাম এই শর্তে যে, মুসলমানগণ তাদের দেশে, শহরে ও গ্রামে ভাগাভাগি রীতি অনুসরণ করে চলবে। অথচ সে দেশ, শহর ও গ্রামে গীর্জা, উপাসনালয় এবং অগ্নি পূজারীদের পূজার ঘর রয়েছে, সেখানে মদ ও শুকর প্রকাশ্যে বেচা-কেনা করা হয়, প্রকাশ্যে মা, বোন এবং কন্যাকে বিয়ে করা হয়, সর্বোপরি সেখানে প্রকাশ্যে মরা জন্তু এবং অগ্নিপূজকদের যবাহ্কৃত পশু অহরহ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। এ জাতীয় সন্ধির পর ছোট, বড় শহরগুলো মুসলমানদের শহর হিসাবে গণ্য হবে। এ জাতীয় শহরে জুমুআর নামায জাইয হবে এবং শরঈ দণ্ডবিধির প্রয়োগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় শহরে যিম্মীদেরকে প্রকাশ্যে এসব কাজ করতে দেওয়া যাবে না এবং তাদেরকে নতুনভাবে গীর্জা, উপাসনালয় এবং অগ্নি উপাসনার ঘর তৈরী করতেও দেওয়া হবে না। এমনিভাবে এ শহরের তারা মদ, শূকর, মরা পশু এবং অগ্নি পূজকদের যবাহ্কৃত জন্তু প্রকাশ্যে বেচাকেনা করতে পারবে না। এমনিভাবে তারা এখানে মা, বোন ইত্যাদি কোন মাহরাম মহিলাকে প্রকাশ্যে বিয়ে করতে পারবে না। তাদেরকে এখানে একই নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হবে। ঐ দেশ মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পূর্বে সেখানে যে সমস্ত উপাসনালয়, গীর্জা এবং অগ্নিপূজারীদের পূজামণ্ডপ ছিল সেগুলো সে অবস্থায়ই থাকবে। তবে তারা "ক্রশ" নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। আর তাদের গীর্জা অগ্নিপূজার ঘর যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তাহলে পূর্বে তা সেখানে যেরূপ ছিল ঠিক সেখানে সেভাবে নির্মাণ করতে পারবে। যদি তারা বলে, আমরা স্থান পরিবর্তন করে শহরের অন্য কোন স্থানে গীর্জা ও উপাসনালয় নির্মাণ করব তবে তাদেরকে সে অধিকার দেওয়া যাবে না।

৪. মাসআলা ঃ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হারবীদের কোন কওমের উপর জয়যুক্ত হওয়ার পর তিনি যদি তাদের উপরও তাদের জমির উপর খারাজ ধার্য করে দেওয়া সমীচীন মনে করেন

এবং তাদেরকে সম্পত্তি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করেন, যেমন উমর (রা) কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের মাঝে করেছিলেন তবে তা জাইয আছে। এরূপ করার পর তারা যিম্মী হিসাবে গণ্য হবে এবং তখন তাদেরকে উপাসনালয়, গীর্জা ও অগ্নিপূজার গৃহ বানাতে নিষেধ করা যাবে না। এমনিভাবে তাদেরকে প্রকাশ্যে শরাব ও শূকর বিক্রি করতে নিষেধ করা যাবে না। আরো নিষেধ করা যাবে না তাদেরকে উপরোক্ত গর্হিত কাজসমূহ থেকে। (আস্সিরাজুল ওয়াহ্হাজ)

৫. মাসআলা ঃ মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান মুশরিকদের কোন দেশ শক্তি প্রয়োগ করে জয় করার পর তিনি যদি তাদের সাথে এ মর্মে সন্ধি করেন যে, তিনি তাদেরকে যিম্মী বানাবেন, অথচ ঐ দেশে যিম্মীদের পুরাতন উপাসনালয় গীর্জা বা অগ্নিপূজার ঘর আছে অথবা সেখানে তাদের অনুরূপ কোন গ্রাম আছে। এরপর তাদের সে শহর বা গ্রাম যদি মুসলমানদের শহরে পরিণত হয়ে যায় সেখানে জুমুআ আদায় করা হয় এবং দণ্ড-বিধি প্রয়োগ করা হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে সে সব গীর্জা এবং উপাসনালয়ে তাদের রীতি-নীতি অনুসারে সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিবেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা ঐ গৃহগুলোকে তোমাদের বাসগৃহে রূপান্তরিত করে নাও। তবে ঐ গৃহগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা রাষ্ট্র প্রধানের জন্য সমীচীন হবে না।

৬. মাসআলা ঃ যদি হারবীদের কোন সম্প্রদায় যিম্মী হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে যে, যিম্মী হওয়ার পর তারা শহরের বা গ্রামে উপাসনালয়, গীর্জা এবং অগ্নিপূজার ঘর নির্মাণ করবে। এরপর এ জায়গা যদি মুসলমানদের শহর হয়ে যায় তাহলে মুসলমানদের জন্য জাইয হবে না এসব উপাসনালয় এবং গীর্জা ভেঙ্গে দেওয়া। এই হুকুম হল,. আম বর্ণনা অনুসারে। কিন্তু খারাজ ও উশর অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে মুসলামানদের এ সব ভেঙ্গে ফেলার ইখতিয়ার থাকবে। এমনিভাবে যদি যিম্মীদের কোন শহর মুসলমানদের শহরে পরিণত হয়ে যায় যেখানে জুমুআর নামায আদায় করা হয় এব শরীআতের দণ্ডবিধিও জারী হতে থাকে, এরপর মুসলমানরা সে শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যায় এবং এ শহরকে বেকার ফেলে রাখে শুধুমাত্র চার পাঁচজন মুসলমান এখানে থেকে যায়। এরপর যিম্মী লোকেরা এখানে নুতন করে এখানে উপাসনালয় এবং গীর্জা নির্মাণ করে। তারপর মুসলমানরা বিশেষ কোন কারণ বশতঃ আবার এই শহরে ফিরে আসে এবং এখানে জুমুআ আদায় করতে থাকে এবং দণ্ডবিধি জারী করতে থাকে তাহলে যিম্মিগণ যে নতুন গীর্জা ইত্যাদি তৈরি করেছে, তা আর ভাঙ্গা যাবে না। শায়খ রুকনুল ইসলাম আলী আস সাগদী (র) বলেন, এইভাবে কোন শহর মুসলমানদের শহরে পরিণত হওয়ার পর যিম্মিগণ যদি সেখানে কোন উপাসনালয় বা গীর্জা বানায় এবং মুসলমানগণ তা না ভাঙ্গে, এরপর মুসলমানগণ সে শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং ঐ শহর বেকার পড়ে থাকে, তারপর কোন কারণ বশতঃ তারা আবার ঐ শহরে ফিরে আসে, এরপর তা আবার মুসলমানদের শহরে পরিণত হয়, তাহলে এ অবস্থায়ও তারা আর ঐ সব গীর্জা ও উপাসনালয় ভাংতে পারবে না।

৭. মাসআলা ঃ মুসলমানগণ কোন শহরের গোড়াপত্তন করেছে। অথচ একে শহর বানানোর পূর্বে তথায় যিম্মীদের উপাসনালয় এবং গীর্জা ছিল। এরপর মুসলমানরা তাদেরকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

তথায় তাদের রীতি অনুসারে সালাত আদায়ে বাধা দিতে মনস্থ করল। তখন তারা বলল, আমরা যিম্মী সম্প্রদায়। এ দেশে বসবাস করার ব্যাপারে আমরা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের সাথে সন্ধি করেছি। কাজে এ গীর্জায় আমাদের রীতি-নীতি অনুসারে সালাত আদায় করার ব্যাপারে তোমরা আমাদেরকে নিষেধ করতে পারবে না। এ কথা শুনে মুসলমানরা বলল, না আমরা তোমাদের কথা মানি না। বরং তোমাদের এ দেশ আমরা জোর পূর্বক অর্থাৎ জিহাদ করে দখল করেছি। এরপর আমরা তোমাদেরকে যিম্মীরূপে মেনে নিয়েছি। কাজেই তোমাদেরকে সালাত আদায়ে বাধা দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। এরপর বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের আদালতে উপস্থাপিত হয়। মূলতঃ এ দেশটি বহু আগে বিজিত হয়েছিল। এ কারণে বিষয়টি খলীফারও জানা নেই যে, প্রথমে কি কথার ভিত্তিতে, কেমন করে এদেশটি জয়যুক্ত হয়েছিল। এহেন অবস্থায় খলীফাতুল মুসলিমীন ফুকাহায়ে কিরাম এবং ঐতিহাসিকদের শরণাপন্ন হবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, এ বিষয়ে তাদের নিকট প্রমাণ ও তথ্য আছে কিনা? যদি ফকীহগণ এ সম্বন্ধে কোন তথ্য দিতে পারেন তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন এবং সে মতে আমল করবেন। পক্ষান্তরে যদি ফকীহদের নিকট এ সম্পর্কিত কোন তথ্য না থাকে অথবা এমন তথ্য থাকে যা পরস্পর সাংঘর্ষিক তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান এ কথা ধরে নিবেন যে, এ দেশটি সন্ধির ভিত্তিতে বিজিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যিম্মীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে কসমের সাথে। অর্থাৎ এ পর্যায়ে তাদের থেকে কসম নেওয়া হবে। যদি কোন তথ্যে পাওয়া যায় যে, সন্ধির ভিত্তিতে এ দেশটি বিজিত হয়েছে, আবার কোন তথ্যে পাওয়া যায় যে, জিহাদ করে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটিকে জয় করা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রেও যিম্মীদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। যদি কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য (شهادة على الشهادة) প্রদান করে বলে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধি হয়েছে এবং সন্ধির ভিত্তিতেই দেশটি বিজিত হয়েছে। অপরদিকে অন্য এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দান করে বলে যে, এদেশটি তাদের থেকে জোরপূর্বক জিহাদ করে নেওয়া হয়েছে তাহলে "জোর পূর্বক জিহাদ করে নেওয়া হয়েছে" কথার উপর যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে তা গ্রহণ করাই উত্তম। যদি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সূত্রে এ সংবাদ পাওয়া যায় যে, দেশটি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে অপরদিকে কিছু লোক সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে, এ দেশটি সন্ধির ভিত্তিতে বিজিত হয়েছে তাহলে সাক্ষ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যটি গ্রহণ করাই যথাযথ বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হল, মূল সাক্ষ্য এবং সমর্থনমূলক সাক্ষ্য উভয়টি মুসলমানদের থেকে হতে হবে। যদি এ মর্মে তথ্য পাওয়া যায় যে, দেশটি সন্ধির ভিত্তিতে বিজিত হয়েছে কিন্তু সাক্ষ্যের উপর সাক্ষ্য দিয়ে এ কথা বলা হয়েছে যে, এ দেশটি জোর পূর্বক দখল করা হয়েছে, তাহলে সাক্ষ্য সমৃদ্ধ বক্তব্যটি গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে সাক্ষিগণ চাই মুসলমান হোক বা যিম্মী হোক সবই সমান। (যখীরা)

৮. মাসআলা ঃ কোন যিম্মীকে মুসলমানদের সদৃশ অবলম্বনের সুযোগ দেওয়া যাবে না। লেবাস, পোশাক, আকার-আকৃতি এবং সওয়ারী ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা মুসলমান সদৃশ অবলম্বন করতে পারবে না। এমনকি যিম্মীদেরকে নেহায়েত প্রয়োজন ব্যতিরেকে অশ্বারোহণ করতে দেওয়া যাবে না (মুহীত)। যুদ্ধের ময়দানে ইমামুল মুসলিমীনকে সাহায্য করা বা মুসলমানদের

থেকে কোন বিপদ বা বিপর্যয়কে দূরীভূত করা এ জাতীয় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তারা যদি ঘোড়ার উপর সওয়ার হয় তাহলে সেখানে মুসলমানদের সমাবেশ সেখানে তারা সওয়ারী থেকে নেমে যাবে। এ জাতীয় প্রয়োজনীয়তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বস্তা বোঝাই করার গদির মত কোন গদি বানিয়ে তাতে বসার জন্য তাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে (কাফী)। খচ্চর এবং গাধার উপর সওয়ার হতে তাদেরকে নিষেধ করা হবে না। তবে মুসলমানদের গদির মত গদি বানিয়ে তারা ব্যবহার করতে পারবে না। বরং তাদের জন্য সমীচীন হল, কারবূসের গদি তৈরি করে নেওয়া যা দেখতে কিছুটা আনারের মত। ফকীহ্ আবূ জা'ফর (র) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এ কথা বুঝানো যে, তাদের গদি হবে কারবূসের যা দেখতে বস্তা বোঝাই করার গদির অগ্রভাগের মত হবে যা কিছু আনারের মত। তবে আমাদের কোন কোন ফকীহ্ বলেন, তাদের গদি তো মুসলমানদের গদির মতই হবে কিন্তু এর সামনের অংশটা কিছুটা আনারের মত উচা হবে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

৯. মাসআলা ঃ যিম্মী লোকদের চাদর ও পাগড়ী ব্যবহার করতে নিষেধ করা হবে। জুব্বাও তাদেরকে পরতে দেওয়া হবে না যা সাধারণতঃ উলামায়ে কিরাম ব্যবহার করে থাকেন। তাদের জন্য সমীচীন হল সীল করা টুপী ব্যবহার করা। মুসলমানদের জুতায় যেরূপ ফিতা ব্যবহার করা হয় সেরূপ ফিতা বিশিষ্ট জুতা ব্যবহার করতে তাদরেকে নিষেধ করা হবে। আমাদের দেশে তারা نعل (জুতা) ব্যবহার করতে পারবে না। বরং مكاعب (জুতা) ব্যবহার করবে। তবে তাদের مكاعب জুতা আমাদের مكاعب জুতার অনুরূপ হতে পারবে না। বরং তাদের জুতা কিছুটা শক্ত হবে। নরম ও মিহিন হবে না। সুন্দরও হবে না। রং ও হবে নিম্নমানের তাদের জুতা হবে একান্তই চিপাচাপা যাতে তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি একে মোটা দড়ির মত করে কোমরে বেঁধে রাখতে পারে। আর জুতার মধ্যে যে দড়ি থাকবে তা হবে পশমের। রেশমর হবে না। মোটা হবে, এমন চিকন হবে না যে গভীর নযর করা ব্যতিরেকে চোখ দ্বারা তা মালূমই করা যায় না। শায়খুল ইসলাম (র) বলেন, তারা তাদের জুতা কোমরে গিরা দিয়ে বাঁধবে। জুতা বেঁধে রাখার জন্য তারা কোমরে কোমর বন্ধনী ব্যবহার করবে না যেমন মুসলিম মহিলাগণ করে থাকে। বরং তারা তাদের কোমরের ডানে বা বায়ে নিজ নিজ জুতা লটকিয়ে রাখবে।

১০. মাসআলা ঃ যিম্মী লোকদেরকে সুন্দর মোজা পরিধান করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। বরং তাদের মোজা হবে মোটা এবং রং হবে এর নিম্ন মানের। তাদের সুন্দর কাবা পরিধান করার সুযোগ দেওয়া হবে না। বরং তারা মোটা কিরবাস কাপড়ের কাবা ব্যবহার করবে। এর ঘুন্টি হবে লম্বা লম্বা এবং আঁচল হবে খুব ছোট। এমনিভাবে তারা মোটা কিরবাস কাপড়ের জামা ব্যবহার করবে। জামার গিরিবান হবে বুকের উপর মহিলাদের ন্যায়। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি মুসলমানরা তাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করে বিজয় অর্জন করে। আর যদি উপরোক্ত বিষয়াদির কোন কোন বিষয়ের উপর তাদের সাথে সন্ধি হয় এবং সন্ধি সূত্রে সে দেশ বিজিত হয় তাহলে সন্ধিতে বর্ণিত শর্ত মুতাবিকই তাদের সাথে আচরণ করা হবে। তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে যে পার্থক্য থাকার কথা বলা হয়েছে সে পার্থক্য সে পার্থক্য এক আলামতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভিত্তিতে হবে, না দুই বা তিন আলামতের[১] ভিত্তিতে হবে এ বিষয়ে মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হাকিম আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, যদি খলীফাতুল মুসলিমীন তাদের সাথে সন্ধি করেন এবং এক আলামতের ভিত্তিতে তাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করেন তাহলে এক্ষেত্রে আলামত একটিই থাকবে। বাড়ানো যাবে না। আর কোন দেশে বা শহর যদি জোর পূর্বক জয়যুক্ত হয় তাহলে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার থাকবে তিনি যত ইচ্ছা পার্থক্য সূচক আলামত তাদের উপর অবধারিত করে দিতে পারবেন, এটিই সহীহ্ অভিমত। (মুহীত)

১১. মাসআলা ঃ রাস্তায় চলাফেরা করা এবং গোসল খানায় প্রবেশ করার অবস্থার মধ্যে মুসলমান ও যিম্মী মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। সুতরাং যিম্মী মহিলাদের গর্দানে লোহার শৃংখল লাগিয়ে দেওয়া হবে। মুসলমান মহিলাদের ইযার থেকে তাদের ইযার ভিন্নতর হতে হবে। তাদের বাড়ী ঘরে এমন কিছু আলামত থাকবে যার দ্বারা মুসলিম বাড়ী ও যিম্মী বাড়ীর মধ্যে পার্থক্য বুঝা যাবে। যাতে কোন যাঞ্চাকারী যিম্মী বাড়ীতে দাড়িয়ে তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ না করে বসে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, তাদের মধ্যে এমন কিছু আলামত বিদ্যমান থাকা চাই যাদ্বারা তাদের হেয়তা ও তুচ্ছতা প্রতীয়মান হয় যা প্রতিযুগ ও প্রতি শহরের লোকেরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে (ইখতিয়া শরহিল মুখতার)। যদি যিম্মী ব্যক্তি কোন মুসলমানের নিকট তাদের উপাসনালয়ের দিকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বলে তবে মুসলমানের জন্য তাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। কেননা এটি গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার শামিল। যদি কোন মুসলমানের পিতা-মাতা যিম্মী হয় তবে তাদেরকে গীর্জায় নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে গীর্জা থেকে বাড়ীতে নিয়ে জাইয হবে (ফাতাওয়ায়ে কাযী খান)। যিম্মী লোকেরা প্রকাশ্যে হাতিয়ার বহন করে চলতে পারবে না। তারা রাস্তায় বের হলে মুসলমানগণ এমনভাবে একত্রিত হয়ে চলবে যেন তারা চলার জন্য রাস্তা না পায়। মুসলমানগণ তাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না। তবে তারা যদি মুসলমানদেরকে সালাম দেয় তাহলে তারা সালামের জবাব দিবে কিন্তু শুধুমাত্র "ওয়া-আলায়কুম" (وعليكم) বলবে (ফাতহুল কাদীর)। যিম্মীদের গোলামদের প্রতি পৈতা বাধার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হবে না। এটিই পসন্দনীয় অভিমত। (আল ফাতাওয়াল কুবরা)

১২. মাসআলা ঃ খৃস্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের শহরে নিজ বাড়ীতে শঙ্খ (ناقوس) বাজাতে দেওয়া যাবে না। এমনিভাবে তাদের রীতি অনুসারে নামায আদায় করার জন্য লোকদেরকে সমবেত করার তাদের জন্য জাইয নেই। অবশ্য নিজে একা নামায আদায় করতে পারবে। তারা তাদের উপাসনালয় এবং গীর্জা থেকে ক্রশ (صليب) ইত্যাদি বের করতে পারবে না। যদি তারা উচ্চকণ্ঠে যবূর এবং ইন্‌জীল তিলাওয়াত করে এবং এতে যদি শির্‌ক মিশ্রিত কথা থাকে তাহলে তাদেরকে তা করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তদ্রূপ কিছু না থাকলে নিষেধ করা যাবে না। তবে মুসলমানদের বাজারে এসব কিছু তিলাওয়াত করতে পারবে না।

১. যেমন খলীফা তাদেরকে বললেন, তোমরা যিম্মী হিসাবে থাকবে, এ কথা আমরা মেনে নিলাম, তবে তোমাদের ও আমাদের বেশ ভূষায় পার্থক্য থাকতে হবে। আর তা হল এই যে, তোমরা তোমাদের গলায় যুন্নার (পৈতা) বাঁধবে।

এমনিভাবে মুসলমানদের শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় মদ ও শূকর বিক্রি করতে এবং প্রকাশ্যভাবে এগুলো নিয়ে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হবে। যদি মুসলমানদের শহর হতে অনেক দূরে গিয়ে তারা ক্রশ এবং শঙ্খ বের করে তবে এতে দোষের কিছু নেই। যে সব শহর ও গ্রাম মুসলমানদের শহর বা গ্রাম নয় সেখানে এ সব করতে নিষেধ করা যাবে না। যদিও সেখানে বেশ সংখ্যক মুসলমান বসবাস করে। সিয়ারে কবীর গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, বলখের ইমামদের অনেকেই বলেছেন যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) কূফার গ্রামসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে এ কথা বলেছেন, কেননা সেখানে বসবাসকারীদের অনেকেই হল, যিম্মী এবং রাফিযী। আর আমাদের দেশে যেভাবে তাদেরকে এ সব কাজ থেকে শহরে নিষেধ করা হয় ঠিক তেমনিভাবে গ্রামেও নিষেধ করা হবে। আমাদের মাশায়িখগণের অনেকেই বলেছেন যে, গ্রামে তাদেরকে প্রকাশ্যে এ সব কাজ করা এবং নতুনভাবে এ জাতীয় কোন কিছু তৈরি করার ব্যাপারে আদৌ নিষেধ করা হবে না। (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)

১৩. মাসআলা ঃ খাহারযাদা (র)-এর তাজনীস নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যিম্মিগণ যদি মুসলমানদের শহর কিংবা এমন কাজ করে যেগুলো সম্বন্ধে সন্ধি পত্রে উল্লেখ নেই, অথচ শরীআতের দৃষ্টিতে তা খুবই জঘন্য, যেমন যিনা, অশ্লীলতা,ঢোল-তবলা বাজানো, ক্রীড়া-কৌতুক করা, গীত, কীর্তন করা, কারো মৃত্যুর পর চীৎকার করে ক্রন্দন করা এবং গোসল খানায় খেলা-ধূলা করা ইত্যাদি, তাহলে তাদের এ জাতীয় গর্হিত কাজের ব্যাপারে বাধা প্রদান করা হবে যেমনিভাবে মুসলমানদেরকে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে। তাজরীদ গ্রন্থে আছে, মুসলমানদের জন্য যিম্মীদের বাড়ি-ঘরে যাওয়া সমীচীন নয়। এমনিভাবে কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নয় যিম্মীদের বাড়ি ঘর এবং জায়গা-জমি দখল করা। অবশ্য মালিকানা সূত্রে যদি দখল করে তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। (তাতার খানিয়্যা)

১৪. মাসআলা ঃ অনাবাদ ভূমি যার কোন মালিক নেই, এ জাতীয় ভূমি যদি মুসলমানরা আবাদ করে তাতে কোন শহরের গোড়া পত্তন করে এবং এই জনপদের নিকটেই যদি যিম্মীদের গ্রাম থাকে এবং মুসলমানদের আবাদকৃত সে শহরটি যদি খুব বেড়ে যায়, এমনকি বাড়তে বাড়তে তা যিম্মীদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে যায় বা গ্রাম অতিক্রম করে যায় তাহলে যিম্মীদের এই গ্রামটিও শহরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যেহেতু শহর একে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। যদি যিম্মীদের সে গ্রামে পুরাতন কোন উপাসনালয়, গীর্জা বা অগ্নিপূজার ঘর থাকে তাহলে তা পূর্বের অবস্থায় রেখে দেওয়া হবে। যদি যিম্মী লোকেরা এ জাতীয় গ্রামে নতুন করে কোন উপানসালয়, গীর্জা বা অগ্নিপূজার ঘর বানাতে চায় এবং এটি মুসলমানদের শহরে রূপান্তরিত হওয়ার পর এরূপ করতে চায় তাহলে তাদেরকে তা করতে দেওয়া হবে না।

১৫. মাসআলা ঃ মুসলমানদের যে সব শহরে জুমুআর নামায আদায় করা হয় এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হয় সে শহরে কোন মুসলমান ও কাফিরের জন্য প্রকাশ্যে মদ এবং শূকর নিয়ে প্রবেশ করা উচিত নয়। যদি কোন মুসলমান এ জাতীয় শহরে মদ শূকর নিয়ে প্রবেশ করে এবং বলে যে, আমি মূলতঃ অন্যত্র যাওয়ার আছি, শুধুমাত্র পথ অতিক্রম করার নিমিত্তে এখানে এসেছি, আর এই মদের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল, সিরকা তৈরী করা অথবা বলে, ইহা আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নয়, বরং অন্যের, তবে অন্য কার, নাম বলেনি, তাহলে সে যদি দীনদার ব্যক্তি হয় যার ব্যাপারে অসৎ কর্মের কোন সন্দেহ করা যায় না তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং সিরকা বানানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। আর সে সন্দেহযুক্ত কোন মানুষ হয় তাহলে মদ ফেলে দেওয়া হবে এবং শূকরটিকে যবাহ্ করে তা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি যদি সমীচীন মনে করেন যে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে তিনি তাকে চাবুক মারবেন এবং বন্দী করে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাওবা করে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। তিনি ভাল মনে করলে চাবুক মারা বা বন্দী করার, যে কোন একটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তবে মদের মটকা ছিদ্র করা বা ভেঙ্গে ফেলা তার জন্য সমীচীন নয়। যদি এরূপ করেন তবে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধি যদি শাস্তিদানের নিমিত্তে নিজে তা করে বা অন্য কারো দ্বারা করায় তাহলে তার উপর ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে না। যদি রাষ্ট্রপ্রধান মদের মটকা এবং মদ বাহী পশু ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেয় তবে এ বেচাকেনা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬. মাসআলা ঃ যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি মদ নিয়ে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করে এবং লোকটি যদি জাহিল বা অজ্ঞ হয় তাহলে রাষ্টপ্রধান (বা তার প্রতিনিধি) তার সামান তাকে দিয়ে ঐ শহর থেকে তাকে বের করে দিবে। আর তাকে এ কথা বলে, যদি পুনরায় সে আসে তাহলে তাকে সাজা দেওয়া হবে। "জাহিল"হওয়ার মানে হল, "এ কাজ করা যে তার জন্য সমীচীন নয় এ কথা তার জানা নেই।" আর লোকটি যদি এ সম্পর্কে অবগত থাকে তাহলে মদের মটকা ভাঙ্গা যাবে না এবং তার সাথে আনা শূকরটিকেও যবাহ্ করা যাবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি তাকে প্রহার করে বা বন্দী করে শাস্তি দিতে চান তাহলে তা করতে পারবেন। কোন মুসলমান যদি ঐ ব্যক্তিকে মেরে ফেলে তাহলে তার উপর এর উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান যদি এ কথা মনে করেন যে, এ জাতীয় বেআদব যিম্মীকে এভাবে সাজা দেওয়াই অপরিহার্য, তাই তিনি নিজে তাকে সাজা দিয়েছেন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছেন যেন, সে তাকে সাজা দেয় তাহল তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

১৭. মাসআলা ঃ যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি দাজলা বা ফুরাত নদী দিয়ে নৌকায় করে মদ বহন করে নিয়ে যায় এবং যাত্রাকালে সে বাগদাদ, মাদায়িন বা ওয়াসিত শহরের ভেতর দিয়ে পথ অতিক্রম করে তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। এমনিভাবে সে যদি মদ নিয়ে শহরের ভেতরের কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে এবং এ রাস্তা ছাড়া ভিন্ন কোন রাস্তাও নেই তাহলে এ অবস্থায়ও তাকে পথ চলার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য সমীচীন হল, কোন বিশ্বস্ত (আমীন) মুসলমান ব্যক্তিকে তার সাথে দেওয়া যাতে মুসলমান কেউ তাকে ধর-পাকড় না করে এবং যাতে তারা মদ্য পানের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন মুসলমানের ঘরে প্রবেশের সুযোগ না পায়। যদি যিম্মীদের কোন শহর বা গ্রামে এমন পাপ কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা সম্বন্ধে সন্ধিপত্রে কোন উল্লেখ নেই। যেমন যিনা ও এ জাতীয় অশ্লীল কাজ যা তাদের ধর্মেও হারাম, তাহলে এ জাতীয় অশ্লীল কাজে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে যেমন মুসলমানদেরকে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে। এমনিভাবে নেশা জাতীয় বস্তু পান করা থেকেও তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে। কেননা তারাও একে হালাল জ্ঞান করে না। অবশ্য তার

শরাব খুরীকে বৈধ মনে করে। এ জাতীয় দেশে বাদ্যযন্ত্র ঢোল তবলা ইত্যাদি প্রকাশ্যে বেচাকেনা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হবে যেমন মুসলমানদেরকে এ সব ব্যাপারে নিষেধ করা হয়ে থাকে। কেউ যদি যিম্মীদের এ সব বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না যেমন মুসলমানদের এ জাতীয় জিনিস ভেঙ্গ ফেললে যে ভেঙ্গেছে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। এটি সাহিবাইনের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে ভেঙ্গেছে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে বাদ্যযন্ত্রে মূল্যের ক্ষতিপূরণ নয়, বরং কাঠের মূল্য হিসাবে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন মুসলমানদের কারো এ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র ভাংগা হলে শুধুমাত্র ভাংগা কাঠের যে মূল্য হয় সে মূল্যই পরিশোধ করা হয়ে থাকে (যখীরা! অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী ও মুশরিক লোকদের বিধান)।

১৮. মাসআলা ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির যদি যিম্মী স্ত্রী থাকে, তাহলে সে তাকে মদ পান করতে নিষেধ করতে পারবে না। কেননা এটি তার নিকট হালাল। তবে সে যদি ঘরে মদ নিয়ে আসতে চায় তাহলে স্বামী তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারবে। স্বামী তাকে জানাবাতের গোসলের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা এ গোসল তার উপর ওয়াজিব নয় (ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)। উশর ও খারাজ অধ্যায়ে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, যিম্মীলোকদেরকে মুসলমানদের শহরে কোন বাড়ি-ঘর খরিদ করা সুযোগ দেওয়া যাবে না। এমনিভাবে তাদের কাউকে মুসলমানদের শহরে বসবাস করার সুযোগও দেওয়া যাবে না। এ রিওয়ায়েতটি ইমাম হাসান ইব্ন যিয়াদ (র) গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ কিতাবে যে কথাটি আছে তা হল, তাদেরকে দারুল ইসলামে বসবাসের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে আরবের শহর এলাকা যেমন হিজায ইত্যাদি অঞ্চলে তাদেরকে বসবাসের সুযোগ দেওয়া যাবে না (মুহীত)। ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ায় (র) বলেনে, উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যদি তাদের সংখ্যা এমন স্বল্প পরিমাণের হয় যে, তাদের বসবাসের কারণে শহরে কোনরূপ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় না এবং তাদের মুকাবিলায় মুসলমানের সংখ্যাও কম বলে পরিগণিত হয় না। পক্ষান্তরে যদি তাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় এবং তাদের বসবাসের কারণে যদি শহরে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তাদের তুলনায় যদি মুসলমানদের সংখ্যা কম বলে পরিগণিত হয় তাহলে লোকালয়ে তাদেরকে বসবাস করতে নিষেধ করা হবে। এহেন অবস্থায় তাদেরকে এমন কোন প্রান্তে বসবাস করতে হুকুম দেওয়া হবে যেখানে মুসলমানদের কোন জামাআত নেই। এ অভিমতটি "আমালী" গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে। উপরে যে সব শহরের কথা বলা হয়েছে এ জাতীয় শহরে যদি যিম্মী লোকেরা কোন বাড়ি খরিদ করে একে উপাসনালয়, গীর্জা বা অগ্নিপূজার ঘর বানাতে চায় উদ্দেশ্য হল, সেখানে একত্রিত হয়ে তারা তাদের রীতি-নীতি অনুসারে সালাত আদায় করবে, তাহলে তাদেরকে এক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে। এ জাতীয় উদ্দেশ্য যদি যিম্মী ব্যক্তি কোন মুসলমান থেকে বাড়ি-ঘর ভাড়া নেয় তাহলে এ সব কাজের জন্য বাড়ি ঘর ভাড়া দেওয়া মুসলমানের জন্য মাকরূহ। বসবাসের জন্য কোন মুসলমান যিম্মী ব্যক্তির নিকট বাড়ী-ঘর ভাড়া দেওয়ার পর যিম্মী যদি তথায় ইসলাম বিরোধী কোন কাজের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাহলে বাড়ীর মালিক এবং অন্য যে কেউ তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারবে। তবে এতে ইজারা চুক্তি ভঙ্গ হবে না (যখীরা)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৯. মাসআলা ঃ যিম্মীদের কেউ যদি জিয্য়া আদায়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে অথবা কোন যিম্মী যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে বা কোন মুসলিম রমণীর সাথে যিনা করে কিংবা নবী করীম (সা)-কে গাল-মন্দ করে তবে এতে তার যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হবে না। কিন্তু জিয্য়া কবূল করতে যদি অসম্মতি ব্যক্ত করে তবে যিম্মী চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি দারুল হারব চলে যায় কিংবা কোন গ্রাম বা কিল্লাহ দখল করে তারা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলেই কেবল যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হয়ে থাকে। এছাড়া কোন অবস্থায়ই যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হয় না। যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর যিম্মী হুকুম মুরতাদ ব্যক্তির হুক্মের অনুরূপ হয়ে যায়। অর্থাৎ হারবীদের সাথে মিলিত হওয়ার পর তার হুক্ম মারা যাওয়ার হুক্মের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ তাকে حكما মৃত বলে গণ্য করা হবে।) এর পর ঐ ব্যক্তি যদি তাওবা করে তবে তার তাওবা কবূল হবে এবং সে পুনরায় যিম্মী হিসাবে পরিগণিত হবে। কোন যিম্মী ব্যক্তির যিম্মী চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে তার সন্তানদের আমান ও নিরাপত্তা বাতিল হবে না। তার যিম্মী স্ত্রী যাকে সে দারুল ইসলাম রেখে গেছে এর সাথে তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্য (اجماع) সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার পরিত্যাজ্য) সম্পদ তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। (স্ত্রী পাবে না)। এমনিভাবে চুক্তি ভঙ্গের পর যে সব মাল সে বহন করে দারুল হারব নিয়ে এসেছে সে সবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। যদি ঐ দারুল হারবের উপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয় তাহলে ঐ যিম্মী ব্যক্তি মুসলমানদের فيء (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে গণ্য হবে। যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি দারুল হারব চলে যাওয়ার পর পুনরায় দারুল ইসলাম আসে, এরপর নিজের মালামাল নিয়ে আবার দারুল হরব চলে আসে। এরপর ঐ দারুল হরবের উপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয় তবে গনীমতরে মাল বণ্টনের আগে হলে তার ওয়ারিসগণ বিনিময় ছাড়াই (مجانا) তার মালের অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। আর বণ্টনের পর হলে মূল্য পরিশোধ করে তারা এ মালের মালিক হবে। যদি ঐ যিম্মী ব্যক্তিকে দারুল হরব থেকে কয়েদ করে আনা হয় তবে সে গোলাম হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু মুরতাদের হুকুম তার থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে দারুল হারব চলে যায়, তারপর ঐ দারুল হারবের উপর মুসলিম বাহিনী জয়যুক্ত হয় এবং তাকে কয়েদ করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হয় তাহলে সে গোলাম হিসাবে গণ্য হবে না। বরং মুসলমান না হলে তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি যিম্মী ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গের পর ফিরে আসে বা অঙ্গীকার ভঙ্গের আগে ফিরে আসে তবে তার উপর জিয্য়া আরোপ করা জাইয হবে। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তির হুক্ম তার থেকে ব্যতিক্রম (ফাতহুল কাদীর)।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা (উ.)/২০০২-২০০৩/অঃসঃ ৪৪৫০-৩২৫০

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদক

বাদশাহ আবুল মুজাফ্ফর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী

৩

তৃতীয় খণ্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ